



# উচ্চ মাধ্যমিক সৃজনশীল বাংলা প্রথম পত্র



**ক্যামব্রিয়ান পাবলিকেশন্স**

২৩, হাফি সরণি, কলিকতা, ঢাকা। ফোন: ৯৮৬৯৯৯, ০১৭২০৫৫৭১৫০/১৬০/১৭০/১৮০

# উচ্চ মাধ্যমিক সৃজনশীল বাংলা প্রথম পত্র

## রচনা ও গ্রন্থনা

- |                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| □ আশরাফুল আযম খান               | □ পারভীন আক্তার জলি     |
| □ বিভাস কুমার জয়ধর             | □ হাসান মাহমুদ আকন্দ    |
| □ মোঃ সোহেল আহমেদ               | □ মনিরুল মোমেন          |
| □ বুলবুল আহমেদ                  | □ শামসুল আলম হুইয়া     |
| □ জিন্নাত রায়হান               | □ আনন্দ কুমার বিশ্বাস   |
| □ জহিরুল হক                     | □ আয়নাল হক             |
| □ আবু নঈম মোক্তফা               | □ মোহাম্মদ আবদুল জব্বার |
| □ মোসাম্মৎ নূর-এ-জান্নাত চৌধুরী | □ আফরোজা খানম           |
| □ মোর্শেদুল আলম                 | □ ফিরোজা আক্তার         |
| □ এস.এম.আব্দুল্লাহ ফিরোজ জুয়েল | □ সায়মা নওরীন          |
| □ মোঃ রায়হান আলী               | □ তারিকুল ইসলাম         |
| □ নবীলা জামান                   | □ নিতাই চন্দ্র মোহন্ত   |
| □ নাজমা সুলতানা                 | □ মোসাম্মৎ আকরুল্লাহার  |
| □ শারমিন সুলতানা                | □ মনিরুজ্জামান বিপ্লব   |

সমস্বয়ক □ বিভাস কুমার জয়ধর □ মোঃ সোহেল আহমেদ

সম্পাদক □ বুলবুল আহমেদ



## ক্যামব্রিয়ান পাবলিকেশন্স

<http://zoadgar.org>

**প্রকাশক**

শায়ন এম. কে. বাশার লিএম্বেল্‌এফ  
ক্যামব্রিয়ান পাবলিকেশন্স  
প্রট-২, গুনশান সার্কেল-২, ঢাকা।  
ফোন : ৯৮৯১৯১৯, ৯৮৮১৩৫৫

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

**প্রথম প্রকাশ**

১ জুলাই, ২০১২

**দ্বিতীয় প্রকাশ**

১ জুলাই, ২০১৩

ট্রেড মার্ক রেজিস্ট্র নং : ৯৬৫০৪, শ্রেণি-১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**প্রাচীন, অলংকরণ ও বিষয় বিন্যাস**

বুলবুল আহমেদ

**প্রাথমিক**

জহিরুল হক

**ছড়াকরণ**

মোহাম্মদ ইউসুফ মিয়া  
আরিফ ভাণ্ডারী (আরিফ)

**কম্পোজ**

বুলবুল আহমেদ  
ইমাম হোসেন  
মো. মাহবুব হাসান (মিজান)  
মো. মনিরুল ইসলাম

**মুদ্রণ**



## প্রকাশকের কথা

ক্যামব্রিয়ান স্কুল এন্ড কলেজ শুধু প্রচলিত শিক্ষা কার্যক্রমেই নয়; শিক্ষা গবেষণা, পাঠ্যবই এবং সৃজনশীল প্রকাশনার ক্ষেত্রেও ইতোমধ্যে একটি বিশেষ অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে। ক্যামব্রিয়ান স্কুল এন্ড কলেজের প্রকাশনা বিভাগ ক্যামব্রিয়ান পাবলিকেশন ডকু থেকেই কার্যকর পাঠ্যপুস্তক ও সহায়ক বই রচনার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে একজন সাধারণ শিক্ষার্থীকে যেখানে একটি বিষয়ের একটি পত্রের জন্য একাধিক বই পড়তে হয়, ক্যামব্রিয়ান কলেজের শিক্ষার্থীদের সেখানে পড়তে হয় মাত্র একটি বই। ক্যামব্রিয়ান পাবলিকেশন-এর পরিকল্পিত প্রকাশনাই তাদের এ সুযোগ করে দিয়েছে।

ক্যামব্রিয়ান স্কুল এন্ড কলেজের রয়েছে দক্ষ ও মেধাবী সহস্রাধিক অভিজ্ঞ শিক্ষক। শুধু প্রচলিত শিক্ষার ধারায় নয়, সংস্কর ও পরীক্ষামূলক কাজের ধারায়ও অন্তর্দৃষ্টি গতিশীলতার নিরন্তর তাঁরা কাজ করে চলছেন। তাঁদের লেখনি দ্বারা নিয়মিত রচিত হচ্ছে বিষয়ভিত্তিক নানা পাঠ্যপুস্তক। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যামব্রিয়ান কলেজের বাংলা বিভাগের মেধাবী শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ তাদের অল্পান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রয়াসের মাধ্যমে ‘উচ্চ মাধ্যমিক সৃজনশীল বাংলা প্রথম পত্র’ গ্রন্থটি রচনা করেছেন। সহজ-সরল ভাষা ও সাবণীল উপস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য এ বইটিকে যথাসম্ভব সহজ ও পাঠোপযোগী করে তোলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ‘উচ্চ মাধ্যমিক সৃজনশীল বাংলা প্রথম পত্র’ গ্রন্থটির একমাত্র স্বত্বাধিকারী ক্যামব্রিয়ান পাবলিকেশন। বইটি বিএসবি ফাউন্ডেশন পরিচালিত ক্যামব্রিয়ান, কিংস, মেট্রোপলিটন ও উইলসন কলেজের শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রকাশ করা হচ্ছে। BSB Foundation এর পক্ষ থেকে এ বছর এক হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এর সৌজন্য কপি দেয়া হবে। আগামীতে পর্যায়ক্রমে দেশের সবকটি কলেজেই এ বইটি পাঠানো হবে; যাতে করে ক্যামব্রিয়ানের মতো অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরাও এতে উপকৃত হতে পারে।

গ্রন্থটি নির্ভুল, আকর্ষণীয় ও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে গ্রহণযোগ্য করতে আশ্রয় চেঁচা করা হয়েছে। তারপরও কিছু ভুল-ত্রুটি থাকার অসম্ভব নয়। যদি কারও চোখে এ ধরনের কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে তবে অনুগ্রহ করে আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের চেষ্টা করা হবে। ভবিষ্যতে বইটির শ্রীবৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য ও আকর্ষণীয় করার জন্য ছাত্র-ছাত্রী ও শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যে কোনো গঠনমূলক পরামর্শ ও উপদেশ কৃতজ্ঞচিত্রে গ্রহণ করা হবে। আগামী দিনগুলোতে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্যামব্রিয়ান পাবলিকেশনের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠুক— এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

লায়ন এম. কে. বাশার পিএমজেএফ

প্লট-২, গুলশান সার্কেল-২, ঢাকা।

ফোন : ৮৮১৮৮১৬

মোবাইল : ০১৭২০৫৫৭১৯৮

<http://zoaddar.org>





## প্রসঙ্গ কথা

মুখস্থ বিদ্যার কলয় থেকে শিক্ষার্থীদের কো করে আসতেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হয়েছে। ২০০৮ সালে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠ্যসূচির মধ্য দিয়ে এ পদ্ধতি চালু করা হয়। ২০১০ সালে এসএসসি এবং ২০১২ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় প্রথম এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

মুখস্থবিদ্যা পরিহার করতেই হেহেতু সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করা হয়েছে, সেহেতু এ সম্পর্কিত গাইড বা নোট বই বাজারে পাকা কতোটা সঙ্গত তা নিয়ে এক ধরনের বিতর্ক আছে। সরকারের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে আংশিক নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে। তরুণরও নোট বা গাইড প্রকাশের কাজটি থেমে নেই। প্রতি বছরই বাজারে নতুন নতুন গাইড বই বের হচ্ছে। এ সম্পর্কে মুক্তিসঙ্গত কিছু ব্যাখ্যাও রয়েছে। অসুকেই বলেন, পর্বেটির ক্ষেত্রে কেউ যদি নতুন কোনো জায়গায় ভ্রমণ করতে যান, তবে একজন গাইড তার অনেক কাজে লাগে। গাইডের সহায়তায় তার অনেক শ্রম ও সময় সাশ্রয় হয়। তবে একজন পর্বটিক একটি স্পটিকে কোন দৃষ্টিতে দেখে কীভাবে তা মূল্যায়ন করবেন বা সেখান থেকে তিনি কী জ্ঞান আহরণ বা কোন সৌন্দর্য উপভোগ করবেন তা একাডেমি তার নিজস্ব ব্যাপার। ঠিক একইভাবে একটি গাইড বই নতুন বিষয় সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা না থাকা একজন শিক্ষার্থিকে খুব সহজেই একটি সাধারণ ধারণা দিতে পারে। তারপর সে ধারণা থেকে সে যদি নিজের মতো করে কোনো প্রশ্নের উত্তর লিখে তবে সেটাই হবে তার যথার্থ সৃজনশীলতা। তাই মুখস্থবিদ্যাকে প্রাধান্য দিয়ে এ বইয়ে আমরা শিক্ষার্থীর ওপর উদ্দীপকের বোঝা চাপানোর কোনো চেষ্টা করি নি। প্রত্যেক গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ বা উপন্যাসের সন্ধান্য শিখনফলাফলের ওপর একটি বা দুটি করে উদ্দীপক নিয়ে শিক্ষার্থীদের সালামতি একটি ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছি। এসবের পাশাপাশি এ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাদলো আভ্যন্তরীণ ও বোঝ করে যথাযথ নিয়মগুলোর প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছি। তাই আমাদের এই 'উচ্চ মাধ্যমিক সৃজনশীল বাংলা প্রথম পত্র' বইটি মুখস্থ বিদ্যা নয়; বরং সৃজনশীলতাকেই উৎসাহিত করবে।

চিন্তা ও উপস্থাপনার 'বাতছায়ে' সৃজনশীলতার মূলমন্ত্র। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, যার যা খুশি সে তাই করবে। এর অবশ্যই একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো থাকতে হবে এবং সেই কাঠামো প্রতিপালনের ক্ষেত্রে একটি পর্যবেক্ষণ ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থাও থাকতে হবে। ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার বাংলা প্রশ্নপত্রেরে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্নপত্রেরে আমরা এসইএসডিপি প্রণীত পরীক্ষাপদ্ধতি সংস্কার বিষয়ক নীতিমালার এমন কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ করেছি যা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। পরীক্ষার পূর্বে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ সংক্রান্ত যে নতুন প্রশ্নপত্রগুলো পাঠানো হয়েছিলো তাতেও এই নীতিমালা অনুসৃত হয়নি। আমরা যারা প্রেনিককে পাঠান করি তাদের কিছু বাধ্যবাধকতা আছে। শিক্ষার্থীদের সামনে আমাদের প্রশ্নপত্রের একটি রূপরেখা কুলে ধরতে হয়। এই রূপরেখায় থাকতে হয় একটি সুস্পষ্টতা। এসইএসডিপি প্রণীত পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার বিষয়ক নীতিমালাকেই আমরা কুলেখা হিসেবে ধরে নেই। কিন্তু পরীক্ষার প্রশ্নপত্র হাতে পেয়ে শিক্ষার্থীরা যখন দেখে আমরা তাদের কুলে শিখিয়েছি, তখন তাদের কাছে আমরা ছোট হয়ে যাই; আমাদের মর্মানী সেখানে ক্ষুণ্ণিত হয়।

আমরা কেউই কুল-কটির উদ্দেশ্য নই। তবে তারও একটি মাত্রা থাকা উচিত। নতুন এই পদ্ধতির সাথে এখনো আমরা অসুকেই খাপ খাওয়াতে পারিনি। প্রশিক্ষণের সুযোগও আমাদের সন্তুচিত। কিন্তু তাই বলে কারণও অসচেতনতা বা অসতর্কতার জন্য শিক্ষার্থীদের কাছে এভাবে আমাদের ছোট হয়ে যাওয়া কখনোই কঙ্কিত হতে পারে না। তাই যারা মাষ্টার ট্রেনার কিংবা বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট তাদের অধিকতর সচেতন ও দায়িত্বশীল হওয়া উচিত। নতুনো তাদের এ ধরনের কুলের পুনরাবৃত্তি আমাদের সবাইকে দীর্ঘমেয়াদি বিব্রাঙ্কির খোরাকোপে আটকে ফেলতে পারে।

আমরা আশা, একটি নতুন পদ্ধতি চালু হলে প্রাথমিক অবস্থায় সেখানে কিছুটা অব্যবস্থাপনা বা বিশৃঙ্খলা থাকবেই। থাকবে কিছুটা বিব্রাঙ্কিও। তবে সময়ের পরিবর্তনে তা গুচ্ছতার দিকে এগিয়ে যাবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। নবম-দশম শ্রেণির বাংলা বিষয়ে যখন সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করা হয়, তখন এ সংক্রান্ত মান্যদলো বলা হয়েছিলো, পাঠ্যবই থেকেও উদ্দীপক তৈরি করা যাবে। এ অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকও রচিত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে নির্বাচনি ও এসএসসি পরীক্ষায় দেখা যায়, সরাসরি বই থেকে সেখানে একটি উদ্দীপকও আসেনি। এরপর একদশ-দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা সংকলন বইটিতেও এ পরিবর্তিত ধারা বজায় রাখা হয়। এ সংক্রান্ত মান্যদলোও আনা হয় পরিবর্তন। এর কুলে বিদ্যুতি এখন একটি ছিন্ন অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে। সময়ের

পরিবর্তনে এড়াতেই এক সময় সব কিছু ঠিক হয়ে যায়। তবে প্রসঙ্গেই যদি দায়িত্বশীল কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিদ্রোহ ছড়ায় বা কারও মধ্যে দায়িত্ব এড়াবার প্রবণতা থাকে, তবে তা আমাদের জন্য দীর্ঘ মেয়াদি ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠতে পারে। বিদ্রোহের দুর্ঘাটবর্তও তৈরি হতে পারে। তাই এ ব্যাপারে দায়িত্বশীলদের আরও অনেক বেশি সতর্ক হতে হবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ক্ষেত্রে এসএসসি পর্যায়ে ৪০% জ্ঞানমূলক, ৩০% অনুধাবনমূলক, ২০% প্রয়োগমূলক ও ১০% উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন করার যে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বিধান করা হয়েছে এইচএসসি পর্যায়ে তা করা হয়নি। এইচএসসিতে কঠিন সৃষ্টির একটি অবান্তর ধারণা বাস্তবায়নের নামে জ্ঞান ও অনুধাবনের জন্য ৬০% এবং প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার জন্য ৪০% প্রশ্ন করার যে সুস্পষ্ট ও বিদ্রোহের বিধান করা হয়েছে তা মোটেই ভালো লক্ষণ নয়। এর ফলে সমন্বিত কোনো ভালো ফল আসবে না। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ২০১২ সালের এইচএসসি পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে এরই সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখা গেছে। এছাড়া এসইএসসিপ্রতি প্রণীত পরীক্ষাপদ্ধতি সংস্কার বিষয়ক নীতিমালায় সাধারণ বহুনির্বাচনি, বহুপদী সমান্তরীক ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক-এই তিনটি কঠোরমার কয়টি করে প্রশ্ন হবে তার কোনো সুনির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। তবে সেখানে সহজ থেকে ক্রমান্বয়ে কঠিন প্রশ্নের সংখ্যা কম রাখার কিছুটা ইঙ্গিত রয়েছে। আবার এটাও উল্লেখ করা হয়েছে, বহুপদী সমান্তরীক প্রশ্নের সংখ্যা কিছুতেই ২০% অর্থাৎ ৮টির বেশি হতে পারবে না। এদিক থেকে অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্নের সংখ্যা ৪ থেকে সর্বোচ্চ ৮টি হওয়ার কথা। অথচ ঢাকা বোর্ডের প্রশ্নপত্রে প্রশ্নমবায়ই এ ধরনের প্রশ্ন করা হয়েছে ১৬টি। এ ১৬টি প্রশ্নের জন্য দীর্ঘ উদ্দেশ্য ব্যবহার করা হয়েছে ৮টি। এর ফলে শিক্ষার্থীর সময় স্রষ্টার ভুগছে। অথচ এখানে ২টি দীর্ঘ উদ্দেশ্যের মাধ্যমে ৪টি প্রশ্ন করা হলে প্রশ্নের মান অনেক বাড়তো; পরীক্ষার্থীরও সুবিধা পেতো। সুতরাং, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত এ ব্যাপারে একটি সুস্পষ্ট গাইডলাইন দেয়া।

সৃজনশীল প্রশ্নের উক্ত লেখার ক্ষেত্রে উপত্যকিতিক অনুচ্ছেদ তৈরি একটি জটিল সমস্যা। প্রশিক্ষকদের মধ্যে এ নিয়ে মতভেদ আছে। এসইএসসিপ্রতি প্রণীত পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার বিষয়ক নীতিমালায় সুনির্দিষ্ট করে এ সম্পর্কে কিছু কলা না হলেও সেখানে যে নমুনা উত্তরটি দেয়া হয়েছে তাতে এ ধরনের উপত্যকিতিক অনুচ্ছেদ ব্যবহার করা হয়েছে। তবে বিগত এইচএসসি পরীক্ষার উত্তরাংশ কল্যাণন করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, ১% পরীক্ষার্থীও এ পদ্ধতিটি অনুসরণ করেনি। তাই স্পষ্ট এর একটি যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য সমাধান হওয়া উচিত।

এসইএসসিপ্রতি প্রণীত পরীক্ষাপদ্ধতি সংস্কার বিষয়ক নীতিমালায় উদ্দেশ্যিক তৈরির ক্ষেত্রে বাছ্য বর্জন করে সহজবোধ্যতার ব্যাপারে জোর দেয়া হলেও উক্ত লেখার ব্যাপারে সুস্পষ্ট করে কিছু কলা হয়নি। তবে অনেক প্রশিক্ষকই এ ব্যাপারে জিরো ক্যাট তথা অপ্রয়োজনীয় কথা বর্জনের একটি পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কিন্তু তারপরও এসইএসসিপ্রতি প্রণীত পরীক্ষাপদ্ধতি সংস্কার বিষয়ক নীতিমালায় নমুনা উত্তরসহ অনেক ক্ষেত্রেই উত্তরসমূহকে অহেতুক দীর্ঘ ও অলঙ্কারবহুল করার এটি প্রবণতা দেখা যায়। অত্র বইটিতে আমরাও তা থেকে মুক্ত হতে পারিনি। এ দীর্ঘত্ব রোধ করতে গত ১৭ এপ্রিল, ২০১২ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি প্রজ্ঞাপন (স্মারক নং - শিম/শাঃ ১১/বিবিধ-৬/২০০৪ (অংশ-২)/২৭৬, তারিখ : ০৪ ফেব্রুয়ারি ১৪১৯/১৭ এপ্রিল ২০১২) জারি করেছে। এ প্রজ্ঞাপনটি এক্ষেত্রে যথেষ্ট ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। বাংলা শিক্ষকদের ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের একটি অভিযোগ, লেখা বড় না হলে তারা লেখা দেয় না। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের উচিত এ অভিযোগের কলয় থেকে বেরিয়ে আসা। তবে এক্ষেত্রে লেখা অথবা বড় হওয়া যেমন কাম্য নয়, তেমনি প্রয়োজনীয় তথ্য পরিহার করে ছোট উত্তর লেখাও সঙ্গত নয়।

আমরা যারা এ বইটি রচনার সাথে জড়িত তাদের অনেকেই এখন পর্যন্ত সরকারি কোনো প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পাইনি। তাই এ বইটিতে নানা ধরনের ত্রুটি-বিদ্রুতি থাকে অসম্ভব নয়। বিভিন্ন উৎস থেকে এ সম্পর্কে আমরা যে জ্ঞান অর্জন করেছি, তাই এখানে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি। এছাড়া প্রাথমিক অবস্থায় আমরাও এরকম অনেক কিছু শুধিয়ে আসতে পারিনি। তাই ভালো মানের একটি বইয়ের জন্য আমাদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

এ বইটি রচনা, গ্রহণ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে সরাসরি বা নেপথ্যে থেকে যারা তাদের শ্রম ও সহযোগিতা দিয়ে আমাদের ধন্য করেছেন, তাদের প্রত্যেককেই আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপাচ্ছি।

## বিষয় : বাংলা

(আবশ্যিক)

প্রথম পত্র

(গদ্য, কবিতা ও উপন্যাস)

বিষয় কোড : ১০১

একাদশ শ্রেণি

### ■ মানব ষ্টন

#### □ সৃজনশীল

ক-বিভাগ (গদ্য) - ২০

২টি সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে (৩টি থেকে) :

$$10 \times 2 = 20$$

খ-বিভাগ (কবিতা) - ২০

২টি সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে (৩টি থেকে) :

$$10 \times 2 = 20$$

গ-বিভাগ (উপন্যাস) - ২০

২টি সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে (৩টি থেকে) :

$$10 \times 2 = 20$$

#### □ বহুনির্বাচনি

বাংলা সংকলন বইয়ের গদ্যাংশ থেকে ২৪টি ও কবিতাংশ থেকে ১৬টি প্রশ্ন থাকবে।

এদের প্রত্যেকটিরই উত্তর দিতে হবে। উপন্যাস থেকে কোনো প্রশ্ন থাকবে না।

$$80 \times 1 = 80$$

$$\text{সর্বমোট} = 100$$

### ■ প্রশ্নপত্র প্রণয়ন নীতিমালা

- ◇ সৃজনশীল অংশে প্রত্যেক বিভাগে ১টি করে অতিরিক্ত প্রশ্নসহ মোট ৩টি প্রশ্ন দেয়া থাকবে।
- ◇ প্রতিটি প্রশ্নে ১টি করে উদ্দীপক ও ৪টি করে প্রশ্ন থাকবে (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা)।
- ◇ সৃজনশীল প্রশ্নের প্রতিটি উদ্দীপক হবে মৌলিক।
- ◇ সংশ্লিষ্ট পাঠ্যবিষয় থেকে সরাসরি কোনো উদ্দীপক দেয়া যাবে না।
- ◇ উদ্দীপকের ভাষা হবে আকর্ষণীয়, সহজে বোধগম্য এবং যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত।
- ◇ উদ্দীপকের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে প্রশ্নের অংশগুলো তৈরি হবে এবং প্রতিটি অংশ সহজ থেকে কঠিনের ক্রমানুসারে সাজাতে হবে।
- ◇ বহুনির্বাচনি প্রশ্নে কোনো অতিরিক্ত প্রশ্ন দেয়া থাকবে না। এক্ষেত্রে প্রতিটি প্রশ্নেরই উত্তর দিতে হবে।
- ◇ বহুনির্বাচনি প্রশ্নগুলো সাধারণ, বর্ণনামূলক, সমান্তরাল ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক - এই তিন ভাগে বিভক্ত থাকবে।

## 📖 পাঠ্য পুস্তক সমূহ 📖

(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকের নাম)

### ১. উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা সংকলন

সংকলক : ড. মাহবুবুল হক

### ২. পদ্মা নদীর মাঝি (একাধিক থেকে নির্বাচিত)

মূল : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদনা : মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস

প্রকাশক : কামরুল এন্টারপ্রাইজ

		পদ্য
ক্রমিক	অধ্যায়ের শিরোনাম	লেখক
১.	কমলাকান্তের জ্বালাময়ী	বদ্বিষ্যচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২.	হৈমন্তী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩.	সাহিত্যে বেলা	প্রমথ চৌধুরী
৪.	কিলাসী	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৫.	অগ্নিহী	রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
৬.	যৌবনের গান	কাজী মজরুল ইসলাম
৭.	কলিমন্দির দফাতার	আবু জাকার শামসুদ্দীন
৮.	একটি তুলসী গাছের কাহিনী	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
৯.	একুশের গল্প	অহির রায়হান
১০.	দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উন্নয়নের পথ	সংকলিত রচনা
১১.	অপরাজিতের গল্প	ছাফায়ে আহমেদ
		কবিতা
ক্রমিক	কবিতার শিরোনাম	কবি
১.	বহুভাষা	মাইনেল মধুসূদন দত্ত
২.	সোনার তরী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩.	জীবন-বন্দনা	কাজী মজরুল ইসলাম
৪.	বাংলাদেশ	অমিয় চক্রবর্তী
৫.	কবর	জান্নামউদ্দীন
৬.	তারায়েই পড়ে মনে	সুফিয়া কামাল
৭.	পায়েলি	ফররুখ আহমদ
৮.	আমার পূর্ব বাংলা	সৈয়দ আলী আহসান
৯.	আঠারো বছর বয়স	সুখান্ত ভট্টাচার্য
১০.	একটি ফটোগ্রাফ	শামসুর রাহমান
		উপন্যাস
১.	পদ্মানদীর মাঝি	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

# এইচএসসি সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি বিষয় : বাংলা ■ প্রথম পত্র

সংযোজন, পরিমার্জন ও গ্রহণা □ বুলবুল আহমেদ

## প্রা ক ক থ ন

একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তি ও শ্রেণির শিক্ষার্থীরা কী ধরনের জ্ঞান, দক্ষতা এবং কৃতিত্বের অধিকারী হবে এর সামগ্রিক পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন কৌশলই হচ্ছে শিক্ষাক্রম বা কারিকুলাম। এই কারিকুলাম হচ্ছে সমস্ত শিক্ষা কার্যক্রমের একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখা। অতিথিত দর্শন, জটিল নীতি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ ও চাহিদা এবং এর উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিকে ভাবত্ব দিয়ে বিশেষ প্রক্রিয়ায় এই কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়।

শিক্ষার প্রতিটি স্তরের জন্য বসন্ত কারিকুলাম থাকে। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কারিকুলাম রয়েছে। এসব কারিকুলাম বা শিক্ষাক্রমে নির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ নিরূপণ করা হয়। শিক্ষার বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, শেখানোর পদ্ধতি এবং শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন কৌশল কারিকুলামে উল্লেখ থাকে। একটি নির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা কী কী দক্ষতা অর্জন করতে পারবে এবং একটি বিষয়ের নির্দিষ্ট পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা কী কী যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে তাও শিক্ষাক্রমে উল্লেখ থাকে। শিক্ষাক্রমে উদ্ভূত যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করতে হলে শেখানোর কৌশল কী হবে তাও একটি নিরু-নির্দেশনা শিক্ষাক্রমে বর্ণনা করা হয়।

কারিকুলাম পরিবর্তনশীল। বিশেষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও ব্যবহার পরিবর্তনের সাথে সঙ্গে মিলিয়ে কারিকুলামও পরিবর্তন করা হয়। এটা না হলে শিক্ষাব্যবস্থা পঞ্চাশমুখী হয়ে পড়ে এবং দক্ষ ও যুগোপযোগী মানবসম্পদ তৈরি করতে ব্যর্থ হয়। আর এতে জীবনব্যয়বহির্দেশ পড়িয়ে পড়ে। তবে দেশের অর্থনীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার অসুনিয়মের জন্য কেন্দ্র কারিকুলাম যুগোপযোগী করতেই হয় না, সেই সাথে শিক্ষা-শেখানোর পদ্ধতি এবং শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও যথার্থ পরিবর্তন আনতে হয়।

কারিকুলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য উন্নীত অংশগ্রহণমূলক শিখনের গুণন তরঙ্গ আদ্যোপ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের টেকসই শিখন এবং যোগ্যতা ও দক্ষতার বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য বিষয়বস্তুর আলোকে বিভিন্নমুখী করে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করার প্রয়োজন হয়। শিক্ষার্থীদের অর্জন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে মূল্যায়নেরও প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশে শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়নে সমকালীন বৈচিত্র্য আনা খুবই জরুরি।

শিক্ষার্থীদের কারিকুলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পূর্ণাবস্থায় মূল্যায়ন করতে হলে পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন ছাড়াও বিনামূল্যের অভ্যন্তরে শিক্ষার্থীদের সম্পাদিত বিভিন্ন কাজ পর্যবেক্ষণ ও রেকর্ড সংরক্ষণের মাধ্যমে তাদের মূল্যায়ন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের অগ্রতিত্ব দক্ষতার কোনো অংশ ক্রিয়ার ক্ষেত্র (Cognitive Domain-বুদ্ধিবৃত্তিক/ চিন্তন ক্ষেত্র), কোনো অংশ জ্ঞান সংস্থা (Affective Domain-আবেগীয় ক্ষেত্র) আবার কোনো অংশ পেশি ক্ষেত্র (Psychomotor Domain-মোটোপেশি ক্ষেত্র) করার সাথে সংশ্লিষ্ট। তদু-কথ্যে-কালে নিশ্চিত পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বা হাত সত্য করা যায় না।

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তরের (জ্ঞান, অনুবাদন, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন) প্রত্যেক স্তরে শিক্ষার্থীদেরকে মূল্যায়নের অধিনে দেয়া হয়েছে। নব্বিন্দ শিক্ষা মনোবিজ্ঞানী বেলজিয়া এস. ব্রুনস ১৯৫৬ সালে Cognitive Domain কে ৬টি স্তরে/পঞ্চাশোপনে বিভক্ত করেন। চিন্তন দক্ষতার ৬টি স্তরে সফিকণ কনি নিম্নরূপ:

১. জ্ঞান (Knowledge) বা স্মরণ করা (Remember) : উপস্থাপিত ঘটনা, পরিস্থিতি বা বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্য স্মরণ এবং স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত করতে পারা।
২. অনুবাদন (Comprehension) বা বুঝতে পারা (Understand) : লিখিত, বৈখিক বা লেখচিত্রের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব নির্দেশনামূলক তথ্য / মাসোজ থেকে অর্থ করতে বা নিশ্চিত পারা (ব্যাখ্যা / কনি করা)।
৩. প্রয়োগ (Application) বা প্রয়োগ করা (Apply) : তথ্য, পদ্ধতি, ধারণা, সূত্র নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা। প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অনুবাদন ব্যবহার করে সমস্যা সমাধান।

৪. বিশ্লেষণ (Analysis) বা বিশ্লেষণ করা (Analyze) : বস্তু, ধারণা, সূত্র, প্রক্রিয়া, পদ্ধতি বিভিন্ন উপাদানে বিভক্ত, উপাদানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সমগ্রের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণ করা।
৫. মূল্যায়ন (Evaluation) বা (Evaluate) বিশ্লেষণ করা : ক্রাইটেরিয়া, মানদণ্ড, যুক্তির ভিত্তিতে মতামত, বিচার-বিবেচনা প্রদান।
৬. সংশ্লেষণ (Synthesis) বা সৃষ্টি করা (Create) : নতুন পরিস্থিতিতে তথ্য/ উপাদান একত্রিত করে নতুন কিছু (বস্তু, ধারণা) সৃষ্টি করা।

এইচএসসি পরীক্ষার গ্রন্থপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে উল্লিখিত ৬টি দক্ষতা স্তরকে জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা – এই চারটি স্তরে বিস্তৃত করা হয়েছে। এ ধরনের পরীক্ষার গ্রন্থপত্রে ২টি অংশ থাকে। যথা –

১. বস্তুনির্বচনি গ্রন্থপত্র এবং
২. সৃজনশীল গ্রন্থপত্র

এ দুই প্রকারের গ্রন্থপত্রের মাধ্যমে ২০০৯ সাল থেকে এসএসসি এবং ২০১২ সাল থেকে এইচএসসি বাংলা প্রথম পত্র পরীক্ষা চালু হয়েছে। চিন্তন দক্ষতার এই চারটি স্তরকে কঠিনের ক্রমানুসারে নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

জ্ঞান স্তর	এটি হলো চিন্তন দক্ষতার সর্বনিম্ন স্তর। এর অর্থ হচ্ছে পূর্বে জানা কোনো কিছু স্মরণ করা। এর মধ্যে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত সেগুলো হলো: সাধারণ শব্দসমূহ, বিশেষ তথ্য, তত্ত্ব, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, ধারণা এবং নীতিমালা ইত্যাদি স্মরণ করা বা চিনতে পারা। জ্ঞান স্তরের প্রশ্ন তৈরি করা সহজ। জ্ঞান স্তরের প্রশ্নের উত্তর সরাসরি পাঠ্যপুস্তকে পাওয়া যায়।
অনুধাবন স্তর	অনুধাবন হলো কোনো বিষয়ের অর্থ বোঝার দক্ষতা। তা হতে পারে তথ্য, নীতিমালা, সূত্র, নিয়ম, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ইত্যাদি বুঝতে পারা। বুঝতে পারলে ব্যাখ্যা অথবা অনুধাবন করা যায়। বুঝতে পারলেই মৌখিকভাবে এবং প্রতীক, গ্রাফ, সারণি ও চিত্রের সাহায্যে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা সম্ভব হয়। এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য জ্ঞান স্তরের তুলনায় অধিকতর দক্ষতার প্রয়োজন। শিখন এবং মূল্যায়ন এর জন্য অনুধাবন স্তরের প্রশ্নের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ।
প্রয়োগ স্তর	প্রয়োগ বলতে বুঝায় পূর্বের শেখা বিষয়কে নতুন কোনো পরিস্থিতিতে ব্যবহার করার দক্ষতা। আইন, বিধি, তত্ত্ব, সূত্র, নিয়ম, পদ্ধতি, ধারণা, নীতি ইত্যাদির প্রয়োগ হতে পারে। প্রয়োগ দক্ষতা স্তরে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে চার্ট ও গ্রাফ তৈরি করা; পদ্ধতিটির সঠিক ব্যবহার ও প্রদর্শন এবং হিসাব-নিকাশ করা।
উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা স্তর	উচ্চতর চিন্তন-দক্ষতা বলতে বোঝায় কোনো বিশ্লেষণ (বিশেষ থেকে সাধারণ), সংশ্লেষণ (সাধারণ থেকে বিশেষ) এবং মূল্যায়ন (বিচার-বিবেচনা, যুক্তি)। কোনো সমগ্র বিষয়, ধারণা বা বিষয়বস্তুকে বিবিধ উপাদান বা অংশে বিভক্ত করা এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক চিহ্নিত করা। বিষয় সম্বন্ধে একগুচ্ছ তথ্য/উপাদান/অংশ সংগঠিত এবং সমগ্রতে রূপান্তর করা। বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য বা ধারণা সংগ্রহ করে তা দিয়ে একটি কাঠামো বা নকশা তৈরি করা। কোনো মতামত, কাজ, সমাধান এবং পদ্ধতির মূল্য বিচার করা। দক্ষতার সর্বোচ্চ স্তর হিসেবে এর মধ্যে নিম্নতর স্তরের অন্য সব চিন্তন দক্ষতাগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে। পূর্বের জানা তথ্য/তত্ত্ব (জ্ঞান) ব্যবহার করে নতুন কোনো পরিস্থিতিতে বিচার-বিশ্লেষণ করার, সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং মূল্যায়নের দক্ষতাই হলো উচ্চতর চিন্তন-দক্ষতা।

## এক. বহুনির্বাচনি প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের একটি উদ্দীপক (stem) / নির্দেশনা (Instruction) থাকে এবং তার ভিত্তিতে কতগুলো বিকল্প উত্তর (options) দেয়া থাকে। বিকল্প উত্তরসমূহের মধ্যে একটি সঠিক উত্তর (key) এবং অপরগুলো বিক্ষেপক (Distracters)। এ বিক্ষেপকগুলো সঠিক উত্তর নয়। এগুলো এমনভাবে প্রণয়ন করা হয় যেন পরীক্ষার্থীদের (যাদের বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেই) সেই সকল বিক্ষেপকের দিকে ধাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

### ✓ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের জন্য কিছু নীতিমালা

#### ✎ বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উদ্দীপক

- প্রয়োজনীয় সব তথ্য সরবরাহ করবে।
- সহজ ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে হবে।
- অপ্রাসঙ্গিক উপাদানমুক্ত হবে।
- প্রয়োজনীয় শব্দ অন্তর্ভুক্ত করবে (উত্তরসমূহে কোনো শব্দের পুনরাবৃত্তি থাকবে না)।
- ইয়া বোধক হতে হবে (আর 'না' বোধক শব্দের ব্যবহার অনিবার্য হলে শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমনভাবে লিখতে হবে)।
- এমন কোনো ইঙ্গিত দিবে না যাতে পরীক্ষার্থী উত্তরগুলো থেকে সঠিক উত্তর বাছাই করতে এবং ভুল উত্তর বাস দিতে পারে।

#### ✎ বিকল্প উত্তরসমূহ

- বিষয়বস্তু এবং ব্যাকরণগত গঠনের দিক থেকে প্রশ্নের সঙ্গে সাম্যাপূর্ণ হবে।
- প্রশ্নের অসম্পূর্ণ বাক্যকে অর্থপূর্ণ করে তুলবে।
- পরীক্ষার্থীদের দ্বারা নির্দিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে হবে। (প্রতিটি বিকল্প উত্তর মোট পরীক্ষার্থীর কমপক্ষে ৫% পরীক্ষার্থীর পছন্দ করার সম্ভাবনা থাকতে হবে)।
- ক্রমসূচ্যায়ী তালিকাভুক্ত হবে (সংখ্যাযাচক হবে)।
- সৈর্ঘ্যে প্রায় পরস্পর সমান হবে (বাক্যে শব্দ বেশি হলে তা সঠিক উত্তর হবার সম্ভাবনা থাকে)।
- Mutually exclusive/Mutually inclusive যবাসম্বন পরিহার করবে (প্রকৃতপক্ষে সেক্ষেত্রে বিকল্প উত্তরের সংখ্যা কমে যাবে)।
- উপরের সবগুলো সঠিক/উপরের কোনটি সঠিক নয় এরূপ বাধ্য যবাসম্বন পরিহার করবে।
- একটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রের বিভিন্ন প্রশ্নের বিকল্প উত্তর বা উত্তরগুলো সঠিক উত্তরের (Answer key) ক্রমিক সংখ্যা (Serial Number) এমনভাবে পরিবর্তন করতে হবে যেন সঠিক উত্তরের কোনো ধারাবাহিক ক্রম (sequence) না থাকে।
- শিক্ষাক্রমে যে বিষয়টিকে জোর দেয়া হয়েছে, তার সাথে সম্পর্ক রেখে প্রশ্নের সংখ্যা স্থির করা হবে। যদি প্রতিটি অধ্যায়কেই সমান গুরুত্ব দেয়া হয়, তবে প্রশ্নের সংখ্যা প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমান হবে। অন্যথায় গুরুত্ব অনুযায়ী প্রশ্ন নির্ধারণ করা হবে।
- উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন বহু বেশি হয়, পরীক্ষার্থীদের উত্তরে তত বেশি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রশ্নপত্রে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তরের ভিত্তিতে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের শতকরা হার নিম্নরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়:

ক. জ্ঞান স্তর	২৫-৩৫% (১০-১৪)	গ. প্রয়োগ স্তর	১৫-২৫% (৬-১০)
খ. অনুধাবন স্তর	২৫-৩৫% (১০-১৪)	ঘ. উচ্চতর দক্ষতা স্তর	১৫-২৫% (৬-১০)

- বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে ৬০% (২৪) জ্ঞান ও অনুধাবন এবং ৪০% (১৬) প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা স্তরের প্রশ্ন থাকা বাঞ্ছনীয়।



## দুই . বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদ ও দক্ষতা স্তর

এইচএসসি বা কলেজের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় তিন ধরনের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। এ তিনটি ধরন হলো-

১. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Simple MCQ)
২. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Multiple completion MCQ)
৩. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Situation Set MCQ)

### ১. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Simple MCQ)

এ ধরনের প্রশ্ন তুল্য হয়ে থাকে প্রশ্নের আকারে অথবা অসম্পূর্ণ বাক্য হিসেবে। প্রশ্ন অথবা অসম্পূর্ণ বাক্য উদ্দীপকের কাজ করে। তবে যথাসম্ভব অসম্পূর্ণ বাক্য পরিহার করা উত্তম। এর পরে থাকে ৪টি বিকল্প উত্তর, যার মধ্যে মাত্র একটি উত্তর সঠিক থাকে। এ ধরনের প্রশ্ন আমাদের দেশে শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং প্রশ্ন গ্রন্থতাসের কাছে যথেষ্ট পরিচিত। জ্ঞানস্তর যাচাই করার জন্য সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ব্যবহার করা হয়। কখনো কখনো অনুধাবন স্তর যাচাই করার জন্যও এ ধরনের প্রশ্ন ব্যবহার করা হয়। সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নে উদ্দীপক/ নির্দেশনা একটি সাথে থাকে। এর মাধ্যমে চিন্তন দক্ষতার জ্ঞান ও অনুধাবন স্তর যাচাই করা হয় বিধায় উদ্দীপকে নতুন পরিচিতি থাকে না।

### ২. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Multiple completion MCQ)

এইচএসসি পরীক্ষায় এ ধরনের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন নতুন। এ ধরনের MCQ ব্যবহারে প্রশ্নে বৈচিত্র্য আসে। সৃষ্টিনির্ভর নয় এমন প্রশ্ন তৈরি করার জন্য এ ধরনের প্রশ্ন ব্যবহার করা যায়।

এ ধরনের প্রশ্নের শুরুতে বাক্যান্তের পরে ৩টি তথ্য / বিবৃতি / ধারণা দেয়া হয়। ৩টি তথ্য / বিবৃতি / ধারণার ১টি/ ২টি/ ৩টি সঠিক হতে পারে। এ তথ্যসমূহকে সত্যিয়ে ৪টি বিকল্প উত্তর তৈরি করা হয়। ৪টি বিকল্প উত্তর থেকে শিক্ষার্থীকে একটি বাছাই করতে হয়। এ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাই করা সম্ভব। বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নে তথ্য বিবৃতি/ ধারণা উদ্দীপক হিসেবে বিবেচিত হয়। নির্দেশনা জিরাজে থাকে। প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য এ ধরনের প্রশ্ন করা হলে উদ্দীপকে নতুন পরিচিতি থাকতে হবে।

প্রশ্নপত্রে এ ধরনের প্রশ্ন সংখ্যা কম থাকাই ভালো। প্রয়োজনের ভিত্তিতে এ ধরনের কিছুসংখ্যক প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে, তবে কোনোভাবেই তা ২০% এর বেশি হবে না।

### ৩. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Situation Set MCQ)

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন একটি উদ্দীপক / দৃশ্যকল্প / সূচনা বাক্য (Stem/Scenario/Situation) দিয়ে শুরু হবে। এ ধরনের বহুনির্বাচনি প্রশ্নে একটি উদ্দীপক / তথ্য / দৃশ্যকল্প থেকে বহুরকতি প্রশ্ন করা যায়। প্রশ্নগুলো পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত হবে। উদ্দীপক হতে পারে সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ, মানচিত্র, সারণি, গ্রাফ, ডায়াগ্রাম, লেখচিত্র, ছবি ইত্যাদি। প্রশ্নগুলোতে উদ্দীপক নিজে তৈরি করতে পারেন অথবা বিভিন্ন উৎস (পত্র-পত্রিকা, রেফারেন্স বই, প্রবন্ধ, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, চলচ্চিত্র, রেডিও-টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন বা বিজ্ঞাপনবিহীন ইত্যাদি) থেকেও নিতে পারেন। সৃজনশীল উদ্দীপকের ওপর ভিত্তি করে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা স্তরের প্রশ্ন প্রণয়ন করা যায়। অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ক্ষেত্রে উদ্দীপক শিক্ষার্থী নামনে এমন একটি নতুন পরিচিতি উপস্থাপন করে, যে পরিচিতিতে শিক্ষার্থী তার পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারে/ পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান ব্যবহার করে নতুন পরিচিতি বিশ্লেষণ, নতুন পরিচিতিতে দৃষ্টি প্রদর্শন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং মূল্যায়ন করতে পারে। এক্ষেত্রে উদ্দীপক ও নির্দেশনা আলাদাভাবে সুনির্দিষ্ট থাকে।

মূলত প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতা স্তরের প্রশ্ন তৈরির জন্য অভিন্ন তথ্যের ব্যবহার করা হয়। কখনো কখনো অনুধাবন স্তরের প্রশ্নও অভিন্ন তথ্য থেকে তৈরি করা যেতে পারে। উদ্দীপকের সূর্যে ভুল হলে শিক্ষার্থী পড়ার সময়ের বিঘ্ন ঘটাবে বলে

উদ্দীপকের আলোকে উচ্চতর দক্ষতা ছর / প্রয়োগ দক্ষতা ছর / অনুধাবন দক্ষতা ছরের প্রশ্নের সঙ্গে অনেক সময় জ্ঞান দক্ষতা ছরের প্রশ্নও তৈরি করা হয়। তবে অল্প কথাতাত্ত্বিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নের আওতায় সাধারণত জ্ঞান ছরের প্রশ্ন তৈরি না করা হয়। শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ছর যাচাই করার জন্য সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নই যথেষ্ট, এর জন্য কোনো ত্রুটি কঠোর অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই।

## তিন. প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতাস্তরের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এবং উদ্দীপকে নতুন পরিস্থিতির প্রয়োজনীয়তা

আপনারা ইতোপূর্বে জেনেছেন যে, বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে শিক্ষার্থীদের প্রয়োগ দক্ষতা এবং উচ্চতর দক্ষতা ছরের প্রশ্ন প্রণয়ন করতে হলে অবশ্যই উদ্দীপক ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া জেনেছেন যে, অজানা পরিস্থিতিতে পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান ও অনুধাবন (তথ্য, ধারণা, নিয়ম, বিধি, সূত্র ইত্যাদি) শিক্ষার্থীর ব্যবহার করতে পারাই হলো প্রয়োগ দক্ষতা। আরো জেনেছেন যে, পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা নতুন পরিস্থিতিতে বিচার-বিশ্লেষণ বা নতুন পরিস্থিতিতে মুক্তি উপস্থাপন করার মাধ্যমে উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা দেখাতে পারে। এছাড়াও বিচার-বিশ্লেষণ ও মুক্তির ভিত্তিতে নতুন পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নিতে ও মূল্যায়ন করতে পারাও উচ্চতর দক্ষতা। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতা ছরের প্রশ্ন প্রণয়নে উদ্দীপকে নতুন পরিস্থিতি অর্থাৎ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রশ্নের উত্তর প্রদানে উদ্দীপকের প্রয়োজন হচ্ছে না এমন প্রশ্নে উদ্দীপক ব্যবহার সময়, সম্পদ ও শ্রমের অপচয়মাত্র। নিচের কৌশল বিবেচনার মাধ্যমে আশা করা যায়, মানসম্মত প্রশ্ন ও কার্যকরী উদ্দীপক তৈরি করা সম্ভব হবে।

### প্রশ্নের উদ্দীপক (নতুন পরিস্থিতি) তৈরির কৌশল

- উদ্দীপক হবে মৌলিক (Unique), এটি পাঠ্যপুস্তকে সরাসরি থাকবে না। উদ্দীপক হিসেবে সরাসরি পাঠ্যপুস্তকের কোনো অংশ / অনুচ্ছেদ ব্যবহৃত হবে না।
- কখনো কখনো সিলেবাস বিধিভূত কোনো প্রবন্ধ, গল্প, ছোট গল্প এবং কবিতা থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে উদ্দীপকটি যেন প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন তৈরির চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়।
- উদ্দীপকের ভাষা হবে আকর্ষণীয়, সহজে বোধগম্য এবং যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত।
- অপ্রয়োজনীয় শব্দ / বাক্য পরিহার করতে হবে।
- উদ্দীপক পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে এবং বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে রচিত হবে।
- পাঠ্যপুস্তকের একাধিক অধ্যায় সমন্বয় করেও উদ্দীপক তৈরি করা যাবে।
- পাঠ্যপুস্তক থেকে অর্জিত জ্ঞানকে কোনো ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে উদ্দীপক প্রণয়ন করতে হবে।
- উদ্দীপক প্রণয়নের সময় বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে দক্ষতার তরাকে বিবেচনার রেখে পরিস্থিতি নির্বাচন করতে হবে।
- পত্র-পত্রিকা, রেকর্ডেপ বই, রেডিও ও টেলিভিশনের প্রচারিত বিভিন্ন তথ্য বা ঘটনা, প্রামাণ্যচিত্র, বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপনচিত্র ইত্যাদি উদ্দীপকের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ, মাদ্রিচ, সারসি, গ্রাফ, ভায়গ্রাম, লেখচিত্র ছবি ইত্যাদি অথবা এগুলোর সমন্বয়ে উদ্দীপক তৈরি হতে পারে।
- দৃশ্যকল্পে প্রশ্নের উত্তর সরাসরি থাকবে না, তবে উত্তর করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে তা সাহায্য করবে।
- একটি প্রশ্নের উত্তর / উত্তরের ইঙ্গিত অন্য কোনো প্রশ্নের উদ্দীপকে থাকবে না।
- কোনো জাতি, আদিবাসি, ধর্ম, বর্ণ, পোত্র, রাজনৈতিক আদর্শ, দেশ, অঞ্চল, মেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে হেয় বা আঘাত করে উদ্দীপক এবং প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে না। রাজনৈতিক বা ধর্মীয় ব্যক্তিগত অথবা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করেও উদ্দীপক এবং প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে না। মনে রাখতে হবে, কারিকুলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকের তথ্যের আলোকে শিক্ষার্থীর চিন্তা করার দক্ষতা কেন ছরে অবহেলা করছে তা মূল্যায়ন করাই প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরীক্ষার উদ্দেশ্য। হিংসা বা বিদ্বেষ ছড়াতে পারে কিংবা মানহানির ঘটনা ঘটতে পারে কোনো অবস্থাতেই এমন কোনো উদ্দীপক না প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে না।

## চার. সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো

একটি সৃজনশীল প্রশ্নের শুরুতে একটি নতুন পরিস্থিতিযুক্ত উদ্দীপক এবং উদ্দীপক-সংশ্লিষ্ট চারটি প্রশ্ন থাকে। প্রশ্ন চারটি কাঠামোর ক্রমানুসারে পর্যায়ক্রমে থাকে। একটি সৃজনশীল প্রশ্ন চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর যাচাই করতে পারে। প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ১০ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

■ সৃজনশীল প্রশ্নের প্রথম অংশ (ক) জ্ঞান জরুরে- যা সহজ ও নিত্যজীবী সৃষ্টিনির্ভর। প্রশ্নটি সৃষ্টিনির্ভর হলেও তা যেন অর্থবহ এবং শিক্ষণীয় হয়। এ অংশটির জন্য ১ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

■ সৃজনশীল প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ (খ) হলো অনুধাবন জরুরে প্রশ্ন। এর মাধ্যমে শিক্ষাক্রমের আওতার পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু অনুধাবন করার ক্ষমতা যাচাই করা হয়। পাঠ্যবইয়ে বিভিন্ন ঘটনা বা বিষয়বস্তুর বিবরণ দেয়া থাকে। এ ধরনের প্রশ্নে সরাসরি পাঠ্যবইয়ের অনুরূপ বিবরণ জানতে চাওয়া হয় না। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ব্যাখ্যা বা অনুধাবনমূলক কর্তব্য দিতে বলা হয়। প্রশ্নের এ অংশের জন্য ২ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

■ প্রশ্নের তৃতীয় অংশটি (গ) হলো প্রয়োগ জরুরে প্রশ্ন। সৃজনশীল প্রশ্নের এ অংশটি ভালোমানের নতুন পরিস্থিতিযুক্ত উদ্দীপকের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ উদ্দীপক যদি খুব মাসালস্বল্প হয় তবে প্রয়োগ দক্ষতার প্রশ্নটি প্রণয়ন করা সম্ভব। এ প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠ্যপুস্তকে থাকবে। পাঠ্যপুস্তকের তথ্য এবং এর অনুধাবন উদ্দীপকে বর্ণিত নতুন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী প্রয়োগ করবে। পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থী ভালোভাবে পড়লে সে বিষয়ে তার সুস্পষ্ট ধারণা হবে এবং সেটা নতুন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার ক্ষমতাই প্রয়োগ দক্ষতা। প্রশ্নের এ অংশের জন্য ৩ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

■ সৃজনশীল প্রশ্নের চতুর্থ অংশটি (ঘ) হচ্ছে উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন। এ জরুরে প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিচার-বিবেচনা করার দক্ষতা, কোনো বিষয় বা ঘটনা বিশ্লেষণ করার দক্ষতা, সিদ্ধান্ত নেয়ার দক্ষতা ইত্যাদি যাচাই করা হয়। এ প্রশ্নের উত্তর করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠ্যপুস্তকে থাকবে এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করে শিক্ষার্থী তার বিচার-বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মূল্যায়নের দক্ষতা প্রকাশের সুযোগ পাবে। প্রশ্নের চতুর্থ অংশটির জন্য ৪ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

পরীক্ষা অধিক অর্থবহ এবং শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ রাখার ক্ষেত্রে সৃজনশীল প্রশ্নের উদ্দীপক বা নতুন পরিস্থিতি অপরিহার্য। একটি সৃজনশীল প্রশ্নের ক, খ, গ ও ঘ অংশ উদ্দীপকের আলোকে প্রণয়ন করতে হবে। উদ্দীপক না পড়ে বা না সেবেও প্রশ্নের 'ক' ও 'খ' অংশের উত্তর দেয়া সম্ভব হবে। কিন্তু 'গ' ও 'ঘ' অংশের উত্তর উদ্দীপক বিবেচনার না এনে করা সম্ভব হবে না। উল্লেখ্য, একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তরে পুনরাবৃত্তি পরিহার করতে হবে।

## পাঁচ. সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নে উদ্দীপকের প্রয়োজনীয়তা

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি যে, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা জরুরে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়ন করতে হলে নতুন পরিস্থিতিযুক্ত উদ্দীপক তৈরি করতে হবে। যেহেতু একটি সৃজনশীল প্রশ্নের মাধ্যমে জ্ঞান ও অনুধাবন দক্ষতার পাশাপাশি প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা পরিমাপ করা হয় সেহেতু সৃজনশীল প্রশ্নের শুরুতে অবশ্যই একটি উদ্দীপক / নতুন পরিস্থিতি থাকতে হবে। উদ্দীপকটি অবশ্যই মৌলিক হতে হবে। MCQ বিষয়ে উল্লিখিত উদ্দীপক (নতুন পরিস্থিতি) তৈরির কৌশল সৃজনশীল প্রশ্নের উদ্দীপক তৈরির ক্ষেত্রেও বিবেচনার আওতে হবে।

■ সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নে নিচের নির্দেশনাসমূহ অনুসরণে সচেষ্ট হতে হবে

- যে বিষয়বস্তুকে নিয়ে প্রশ্ন করবেন তা শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।
- গুরুত্বহীন (Trivial) বিষয় জানার জন্য প্রশ্ন করা যাবে না।
- প্রশ্নের শুরুতে একটি মৌলিক, আকর্ষণীয় ও সংক্ষিপ্ত উদ্দীপক তৈরি করতে হবে।
- উদ্দীপক পাঠ্যপুস্তক থেকে সরাসরি নেয়া যাবে না।
- উদ্দীপক অবশ্যই শিক্ষাক্রম / সিলেবাস / পাঠ্যপুস্তকের কোনো ব্রিড্জ/অবগতি আলোকে প্রণীত হতে হবে।

- উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়বস্তুর আলোকেই চারটি প্রশ্ন (ক, খ, গ এবং ঘ অংশ) তৈরি করতে হবে।
- উদ্দীপকে কোনো প্রশ্নের উত্তর থাকবে না। বরং উদ্দীপক শিক্ষার্থীকে বিভিন্নভাবে চিন্তা করতে উৎসাহিত করবে।
- উদ্দীপক বিবেচনায় না রেখে 'ক' ও 'খ' অংশের উত্তর দেয়া সম্ভব হতে পারে।
- উদ্দীপক বিবেচনায় না রেখে 'গ' ও 'ঘ' অংশের উত্তর দেয়া সম্ভব হবে না।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের প্রতিটি অংশ তার সাথে সংশ্লিষ্ট দক্ষতা পরিমাপের উপযোগী হতে হবে।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ (ক, খ, গ, ঘ) উদ্দীপকের আলোকে পঠিত হলেও অংশসমূহ সংশ্লিষ্ট দক্ষতা পরিমাপের উপযোগী নাও হতে পারে। এ ক্ষেত্রে উদ্দীপক / প্রশ্ন সংশোধনের প্রয়োজন হয়।

## বিশেষ জ্ঞাতব্য

- উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়বস্তুর আলোকেই চারটি প্রশ্ন (ক, খ, গ এবং ঘ অংশ) তৈরি করতে হবে।
- উদ্দীপক বিবেচনায় না রেখে 'ক' ও 'খ' অংশের উত্তর দেয়া সম্ভব হতে পারে।
- উদ্দীপক বিবেচনায় না রেখে 'গ' ও 'ঘ' অংশের উত্তর দেয়া সম্ভব হবে না।

**পর্যালোচনা :** একটি উদ্দীপকের দক্ষতা স্তরের ৪টি প্রশ্নই উদ্দীপকের বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত হবে কি না এ নিয়ে অনেকের মধ্যেই কিছুটা বিধা-বন্দ আছে।

ওপরের ২য় ও ৩য় বিধি দুটির কারণেই মূলত এ বিধা-বন্দ তৈরি হয়েছে।

একই খেলায় করলেই দেখা যাবে, ২য় ও ৩য় বিধিতে বর্ণিত একটি উদ্দীপকের ক ও খ অংশের উত্তর উদ্দীপক বিবেচনায় না রেখে দেয়া যাবে মানে এই নয় যে, সে প্রশ্নগুলোও উদ্দীপক বিবেচনায় না রেখে করা যাবে। ওপরের তিনটি বিধি সমন্বয় করলেই এ সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। ২য় ও ৩য় বিধির প্রভাবে ১ম বিধিটি অনেক খেলায় করেন না বলেই এ সমস্যায় তৈরি হয়। সরকারি ম্যানুয়ালের এই তিনটি বিধি পূর্ণাঙ্গরূপে মেনে চলেলেই এ নিয়ে আর কোনো বিধা-বন্দ থাকবে না।

- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ (ক, খ, গ ও ঘ অংশ) এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন বিভিন্ন অংশের উত্তরে পুনরাবৃত্তি না ঘটে।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন প্রশ্নের বিভিন্ন প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তরেও পুনরাবৃত্তি না ঘটে।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের পূর্ণ বা আংশিক উত্তরে (পূর্ণ বা আংশিক উত্তর বিভিন্নভাবে লেখা যেতে পারে) নব্বয় প্রদান কী হবে তা প্রশ্ন প্রণয়নের সময় আগাম বিবেচনা করে নব্বয় প্রদান নির্দেশিকা ঠিক করে নিতে হবে।
- সৃজনশীল প্রশ্নের কোনো অংশের উত্তর প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্থায়ন, তত্ত্ব, ধারণা সূত্র ইত্যাদি অবশ্যই শিক্ষাক্রমের আলোকে পঠ্যপুস্তকে থাকতে হবে।
- সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরির সময়ে কিছু জটিল দৃষ্টিগোচর নাও হতে পারে। সৃজনশীল প্রশ্নের নব্বয় প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর তৈরি করার সময়ে প্রশ্নের দক্ষতা ও দুর্বলতা (অসী-বিচ্ছিন্নতা) দৃশ্যমান হবে এবং এর ক্ষিপ্রত্রে প্রশ্ন সংশোধন করতে হবে।

## ছয়. সৃজনশীল প্রশ্নের যথার্থতা নিরূপণ

প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নে সৃজনশীল প্রশ্নপত্র কার্যকর করা অত্যন্ত জরুরি। প্রতিষ্ঠানের প্রেসি অধীক্ষা, সাময়িক পরীক্ষাসহ অন্যান্য পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্ন ব্যবহার করা প্রয়োজন। অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় যত কার্যকরভাবে সৃজনশীল প্রশ্ন প্রয়োগ করা যাবে এইচএসসি পরীক্ষায় সৃজনশীল পদ্ধতি তত কলপ্রসূভাবে বাস্তবায়িত হবে।

অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের যথার্থতা নিরূপণে নিচের বিষয়গুলোও বিবেচনায় আনতে হবে।

- 'কোনো একটি বিষয়ের প্রশ্নপত্র' ঐ বিষয়ের কারিকুলামে / বিষয়বস্তুতে উদ্ভূত বিষয়বস্তুর যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

- কোনো বিষয়ের কারিকুলাম / সিলেবাস / পরিপূরক ডকুমেন্টে উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী চিন্তন দক্ষতার ফরাসমূহ 'কোনো একটি বিষয়ের প্রশ্নপত্রের' আনুপাতিক হারে অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।
- যে দক্ষতা তর পরিমাপের জন্য কোনো প্রশ্ন করা হয়েছে, প্রশ্নটি সে দক্ষতা তর পরিমাপে সক্ষম হতে হবে।
- প্রশ্নপত্রের ভাষা, শব্দ, নির্দেশনা সহজবোধ্য এবং স্বাধিকতামুক্ত হতে হবে।
- 'অসম্পূর্ণ' বিষয়ে জানতে চাওয়ার মতো প্রশ্ন' পরিহার করতে হবে।
- পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে এই মর্মে নিশ্চিত হতে হবে যে, পরীক্ষার মাধ্যমে যাদের কৃতকর্ম বোম্বা করা হবে তারা পরবর্তী পর্যায়ের পাঠ গ্রহণে সক্ষম হবে।

## সাত. সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরপত্র মূল্যায়নে নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিতকরণ

আপনারা নিম্ন প্রতিনিয়তের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেন। আবার কেউ কেউ এইচএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্রও মূল্যায়ন করেন। আপনি কি কখনো এসব উত্তরপত্র মূল্যায়নের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে ভেবেছেন? আপনার মূল্যায়ন বিতর্কের উর্বে রাখা আপনারই দায়িত্ব। কোনো একটি উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে আপনি ৭০% নম্বর দিলেন, আপনার আর একজন সহকর্মী ৮৫% নম্বর এবং অন্য একজন শিক্ষক ৬০% নম্বর দিলেন। এ উত্তরপত্রটি মূল্যায়নে নির্ভরযোগ্যতা আছে বলা যাবে না।

আপনি কি লক্ষ করেছেন যে, কোনো কোনো বিষয়ে শিক্ষার্থীরা সাধারণত উচ্চ নম্বর (High Score) প্রাপ্ত হয়। আবার কোনো কোনো বিষয়ে শিক্ষার্থীরা সাধারণত কম নম্বর (Low Score) প্রাপ্ত হয়। শুধু প্রশ্নপত্রের কাঠামোর মাত্রাংশ পার্থক্যের কারণেই এটা ঘটে তা নয়। কখনো কখনো উত্তরপত্র মূল্যায়নে ত্রুটি থাকার কারণে এটা ঘটে। কিছু পূর্বসংস্কার/পূর্বধারণা (Prejudice) থেকেও পরীক্ষকগণ এমন মূল্যায়ন করে থাকেন।

কোনো বস্তুর ওজন নিতে আমরা বাটখারা ব্যবহার করি। ভূমি পরিমাপে চেইন / মিটার ফিতা ইত্যাদি ব্যবহার করি। এভাবে বিভিন্ন রকমের পরিমাপে আমরা বিভিন্ন যন্ত্রপাতি / ইন্সট্রুমেন্ট ব্যবহার করি। পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে আপনারাও কি কোনো পরিমাপক সরবরাহ করা হয়? যদি পরিমাপক সরবরাহ করা না হয় তাহলে আপনি কিসের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করেন? পরিমাপক ছাড়া মূল্যায়ন নির্ভরযোগ্য করা যাবে না। ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আবেগ, অনুভূতি, মেজাজ, ব্যক্তির গুণের আবহাওয়া ও কলাবায়ুর প্রভাব এবং সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কের প্রভাব ইত্যাদি থেকে শিক্ষার্থীর মূল্যায়নকে নিরপেক্ষ রাখতে হলে পরীক্ষককে উত্তরপত্র মূল্যায়নের পরিমাপক সরবরাহ করতে হবে এবং পরিমাপকের ভিত্তিতে মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে হবে। সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন নির্ভরযোগ্য করার একটি পরিমাপক হিসেবে বিবেচিত হবে।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নকারীপক্ষকে (পরীক্ষকগণ) জানতে হবে কীভাবে 'নম্বর প্রদান নির্দেশিকা' এবং 'নমুনা উত্তর' সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হয়। তাঁদের নম্বর প্রদান প্রক্রিয়া অনুশীলন এবং উত্তরপত্রে নম্বর প্রদানের সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। এ কারণে পরীক্ষকগণকে প্রকৃত উত্তরপত্রে নম্বর প্রদানের পূর্বে 'নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর' অনুশীলন করতে হবে।

নম্বর প্রদান নির্ভরযোগ্য করার জন্য প্রধান পরীক্ষকগণ প্রদত্ত বিষয়ের ৯টি উত্তরপত্র বেছে নিবেন (যার মধ্যে ৩টি উত্তরপত্র অত্যন্ত উচ্চ মানের, ৩টি মাঝারি মানের এবং ৩টি দুর্বল মানের কিন্তু কাঁকা নয়, অর্থাৎ তিন ধরনের উত্তরপত্র যথাস্থানে নির্ধারিত সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর লেখা আছে)। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর লেখা আছে এমন উত্তরপত্র পছন্দ করতে হবে। যে সকল উত্তরপত্রে পরীক্ষার্থীরা নির্ধারিত সংখ্যক সকল প্রশ্নের উত্তর করেছে সে সকল উত্তরপত্র বিবেচনায় আনা প্রাসঙ্গিক।

পরীক্ষকগণ 'নম্বর প্রদান ও নির্দেশিকা' ও 'নমুনা উত্তর' এর আলোকে উক্ত ৯টি উত্তরপত্রে নম্বর প্রদান করবেন। Sample Marking শেষ করার পর প্রধান পরীক্ষকগণ সকল বিধিত নকর সংগ্রহ ক্রমান্বয়ে এবং প্রতিটি প্রশ্নের প্রতিটি অংশের উত্তরে

জন্ম পরীক্ষকগণ কর্তৃক প্রদত্ত নথিরের পার্থক্য নির্ণয় করবেন। কোনো গ্রন্থ বা গ্রন্থের অংশবিশেষের উত্তরে পরীক্ষক ছেদে ভিন্ন ভিন্ন নথর প্রদানের ক্ষেত্রে পরীক্ষক এবং প্রদান পরীক্ষকগণ বিষয়টি অনুসন্ধান করবেন, নথরের পার্থক্যের কারণ নির্ণয় করবেন এবং ঐকমত্যের ভিত্তিতে বিষয়টি নিষ্পত্তি করবেন। প্রধান পরীক্ষকগণ প্যানেলকে ঐকমত্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরিচালিত করবেন যাতে যৌক্তিক চিন্তার মাধ্যমে (যথার্থতা রক্ষা করে) সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত হয়। 'নথর প্রদান নির্দেশিকা' এবং 'নমুনা উত্তর' এ কোনো ভুলত্রুটি থাকলে পরীক্ষক প্যানেল তা সনাক্ত এবং সংশোধন করবেন।

পরীক্ষকের কোনো ভুল ধারণার কারণে কোনো কিছু কঠিন মনে হলে তাও সনাক্ত করা যাবে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, নথর প্রধান প্রক্রিয়া সম্পর্কিত সকল বাধা প্রধান পরীক্ষক আলোচনার মাধ্যমে দূর করবেন এবং নিশ্চিত করবেন যে, পরীক্ষকগণ উত্তরপত্রের নথর প্রদানের ক্ষেত্রে একই গুণগতমানে অবস্থান করছেন (সর্বোচ্চ নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য)। যদি কোনো পরীক্ষক তাঁদের প্যানেলে সম্মত নির্দেশিকা অনুসরণ করে নির্ভরযোগ্যভাবে নথর প্রদানে ব্যর্থ হন, তাহলে তাঁকে পরীক্ষক প্যানেল থেকে বাদ দেয়া উচিত।

## ২২ সৃজনশীল প্রশ্নের উদাহরণ

এইখানে তোর বুজির কবর, পরীর মতো মেয়ে,  
বিয়ে দিয়েছিলু কাজিদের বাড়ি বনিয়াদি ঘর পেয়ে।  
এতো আদরের বুজিকে তাহার জালাবালিত না মোটে,  
হাতেতে যদিও না মারিত তারে, শত যে মারিত ঠোঁটে।

খবরের পর খবর পাঠাত, নানু যেন কাল এসে  
দুদিসের তরে নিয়ে যায় মোরে বাপের বাড়ির দেশে।  
শুভর তাহার কসাই চামার, চাহে কি ছাড়িয়া দিতে,  
অনেক কহিয়া সেবার তাহারে আলিগাম এক শীতে।

ক. 'আমি যাহা বুঝি না, তাহা শিখাইতে গেলে কেবল কপটতা শেখানো হইবে'- উক্তিটি কার?

১

খ. 'তাঁহার সন্মুখদেশটা একেবারে বাজে খরচ হইল'- কথাটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।

২

গ. চতুর্থ ভ্রমটিতে হৈমন্তী গল্পের ফুটে ওঠা দিকটি ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. 'উদ্বীপকের বুজি ও হৈমন্তী গল্পের হৈমন্তীর জীবন এক সুতোয় গাঁথা'- মন্তব্যটি তুমি সমর্থন কর কি? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর।

৪

## সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তরের নমুনা

মা,

কতদিন তোমায় দেখি না, তোমার হাতে খাবার খাই না। কী যে এক বিপন্ন বিবাদের বৃত্তে আমার কলবাস- কী করে তোমায় বলি। মানুষ এতো নির্ভর আর বৈধরিক কেন মা? সমস্ত সত্তা দিয়ে চেষ্টা করেও তাদের মন পেলাম না। টাকার গণ্ডে এরা মনকে পিট করে। তাই তোমাদের প্রতিশ্রুত উপঢৌকন এদের প্রার্থির বুলিতে জমা না হওয়ার আমাকে নিশ্চেষ্ট হতে হচ্ছে। তোমাদের নিয়ে কষ্টক্লি করলে কিছু বলতে পারি না বলে কষ্ট আরও বেড়ে যায়। যার হাতে তোমরা আমাকে নৈপে দিয়েছো সবার আগে সে হাত ওঠাতে ছিগা করে না। আমি যে কী করব বুঝতে পারছি না। যা-ই করি- আমাকে ক্ষমা করো। তোমরা ভালো পেকো, ভালো খেকো।

ইতি

মিনু

ক. 'হৈমন্তী' গল্পে হিমালয়ের মিতা কে?	১
খ. হৈমন্তীরা বয়স কী ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করেছিল?— বুঝিয়ে দাও।	২
গ. মিনুর কলশ পরিণতির কারণ 'হৈমন্তী' গল্পের আলোকে ব্যাখ্যা কর।	৩
ঘ. তুমি কি মনে কর মিনু হৈমন্তী চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও।	৪
(বি.স্র. চিঠিটি প্রথম আলো প্রকাশের প্রকাশিত একটি সংবাদের আলোকে লিখিত। মেয়েটি চিঠি লেখার করেকদিন পর আত্মহত্যা করে।)	

### সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা উত্তর
১ক	১	জ্ঞান	ধারণা / তথ্য স্মরণ করতে	গৌরীশঙ্কর বাবু।
১খ	২	অনুধাবন	ধারণা / তথ্যের ব্যাখ্যা করতে	তৎকালীন সমাজে মেয়েদের বাল্য-বিবাহের প্রচলন ছিল। তাই হোড়শী হৈমন্তী সমাজের কাঠপাতায় ছিল একজন আসামি। পৌড়া সমাজ ব্যবস্থার ঘোণ বছর বয়সের ত্রুটি সারাতে তার পিতাকে বিয়ের পনের টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে দিতে হয়েছিল। তারপরও শতরবাড়িতে পদে পদে বয়সের খেঁটা তার জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল।
	১	জ্ঞান	ধারণা / তথ্য স্মরণ করতে	হৈমন্তীকে বয়সের জন্য অনেক খেঁটা কলতে হয়েছিল/ বিয়ের বয়স বেশি হওয়ায় হৈমন্তীর পিতাকে পনের টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হয়েছিল।
১গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা / তথ্য অনুধাবন করে নতুন পরিস্থিতিতে তা প্রয়োগ করতে	মিনু হৈমন্তীর মতোই যৌতুকের যুগলটে বলি। গৌরীশঙ্করের গঞ্জিত অর্থ সম্পর্কে রতিন বক্সলা স্বত্তরালয়ে হৈমন্তীর কলর বাড়িয়ে দিয়েছিল। সেই ভুল ভেঙে যাওয়ায় সে সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণের সম্মুখীন হয়। স্বত্তর-শাতড়ির অনাদর, আত্মীয়দের খেঁটা এবং সর্বোপরি স্বামীর নিরবতা, নিষ্ক্রিয়তা তিলে তিলে হৈমন্তীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। মিনুও হৈমন্তীর মতোই হারিয়ে যাওয়া শিশিরবিন্দু, যে স্বত্তর বাড়িতে নিত্যন্ত তুচ্ছ জিনিসের চেয়েও অনাদৃত। যৌতুক নামের অভিশাপে সে পদে পদে অত্যাচারিত এবং নির্যাতিত। দোস্তি ও নিষ্ঠুর স্বামীও তাকে প্রহার করে। তাই স্বত্তরালয়ে অসহায় এবং অনাদৃত মিনুও পিতৃতান্ত্রিক সমাজের কদাল গ্রাসে হারিয়ে যায় হৈমন্তীর মতোই।
	২	অনুধাবন	ধারণা / তথ্যের ব্যাখ্যা করতে	হৈমন্তী যৌতুকের বলি। প্রত্যাশিত যৌতুক পেয়েই অপূর্ণ পিতা বেশি বয়সের হৈমন্তীর সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু জীবনব্যয় প্রতিযোগের আশা ভকের কারণে স্বত্তরবাড়ির লোকজনের নিষ্ঠুর মানসিক নির্মাতন হৈমন্তীকে মৃত্যুর পঙ্করে ঠেলে দেয়।
	১	জ্ঞান	ধারণা / তথ্য স্মরণ করতে	হৈমন্তী পিতৃতান্ত্রিক সমাজের যৌতুকের বলি।

১৬	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ / সংশ্লেষণ / মূল্যায়ন করতে	<p>না, মিনু হৈমন্তী চরিত্রের পূর্ণ প্রতিিনিধিত্ব করে বলে আমি মনে করি না। মিনু হৈমন্তী চরিত্রের আংশিক প্রতিিনিধিত্ব করে।</p> <p>আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় প্রোথিত পনপ্রথা এক মরনব্যাপি। আলোচ্য উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই- যৌতুকের প্রতিপ্রস্ত টাকা দিতে না পারায় স্বগরপক্ষ থেকে মিনুর ওপর নেমে আসে অমানবিক নির্বাতন। আর এ ফেরে তার স্বামীর হস্তও প্রসারিত হয়। অর্থহীন পুঙ্খমুখ্য মানসিকতা, স্নেহহীন নিষ্কলপ পরিবেশ, লাঞ্ছনা-গঞ্জনার তিলে তিলে নিঃশেষ হতে থাকে মিনু। সে সকলের মন জয় করার প্রয়াস চালায়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না।</p> <p>অন্যদিকে 'হৈমন্তী' গল্পে আমরা দেখতে পাই- গৌরীশঙ্কর বাবুর সম্বিত সম্পদ এবং অপূর্ণ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হৈমন্তীর ওপর নেমে আসে মানসিক নির্বাতন। সহজাত বৈশিষ্ট্যগুণে হৈমন্তী মিথ্যাচার ও কপটতার বিরুদ্ধে বার্ষ প্রতিবাদ করে। ফলে তার মার্জিত হৃদয় আরও বেশি বেদনার অজরিত হয়। সেও চরম পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যায়।</p> <p>হৈমন্তীর সঙ্গে মিনুর সামান্য সাদৃশ্য থাকলেও বৈসাদৃশ্যও আছে। গল্পে আমরা দেখতে পাই- 'গিরিনন্দিনী' হৈমন্তী পর্বতের মতোই উদার, নির্মল, নিষ্কল, আদর্শ শিতার অনুরাগী, অনুসারী। তাই বাবাকে নিয়ে কটুক্তি করলে মার্জিত ভাষায় সে প্রত্যুত্তর করে। স্বতঃ বড়ির অত্যাচার-নির্বাতনের কোনো খবর হৈমন্তী তার বাবাকে, এমনকি অপুকেও জানায় না। নিজের অভর্জনন নক্ষ হতে থাকে। উদ্দীপকের মিনু স্বতঃ বড়ির অত্যাচারের কথা মাকে চিঠিতে জানায়। তার স্বামীও সন্তে নির্বাতন করে। কিন্তু মিনু তার স্বামীকে সমর্থন করে। সে নিশ্চিন্ত।</p> <p>হৈমন্তী সাহিত্যপ্রেমী, অপূর্ণ পাঠ্যগ্রন্থ আগাতে সে সক্ষম। অন্যদিকে মিনুর চরিত্রে এ গুণ অনুপস্থিত। অতএব আলোচনা থেকে বলা যায়- মিনু হৈমন্তী চরিত্রের প্রতিিনিধিত্ব করে না। তাদের মধ্যে আংশিক মিল আছে মাত্র।</p>
৩		প্রয়োগ	সম্পর্কিত ধারণা / তথ্য অনুবাদন করে নতুন পরিস্থিতিতে তা প্রয়োগ করতে	<p>না, মিনু হৈমন্তী চরিত্রের পূর্ণ প্রতিিনিধিত্ব করে বলে আমি মনে করি না। মিনু হৈমন্তী চরিত্রের আংশিক প্রতিিনিধিত্ব করে।</p> <p>আমাদের সমাজে প্রোথিত পনপ্রথা এক মরনব্যাপি- যার নিষ্পেষণে নিতে গেছে মিনু-হৈমন্তীর প্রাণ-প্রদীপ।</p> <p>আলোচ্য উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই- যৌতুকের প্রতিপ্রস্ত টাকা দিতে না পারায় স্বগরপক্ষ থেকে মিনুর ওপর নেমে আসে অমানবিক নির্বাতন। আর এক্ষেত্রে স্বামীর অবস্থানও অভিন্ন। অর্থহীন পুঙ্খমুখ্য মানসিকতা, স্নেহহীন নিষ্কলপ পরিবেশ আর লাঞ্ছনা-গঞ্জনার তিলে তিলে নিঃশেষ হতে থাকে মিনু।</p> <p>অন্যদিকে 'হৈমন্তী' গল্পে আমরা দেখতে পাই- গৌরীশঙ্কর বাবুর সম্বিত সম্পদ এবং সেই সম্পদের আলোয় উজ্জ্বল অপূর্ণ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হৈমন্তীর স্বতঃ-শাওড়ির বন্ধনায় ঘোর কেটে যাওয়ার পর হৈমন্তীর ওপর নেমে আসে মানসিক নির্বাতন। তবে হৈমন্তী তার সহজাত বৈশিষ্ট্যগুণে মিথ্যাচার ও কপটতার বিরুদ্ধে বার্ষ প্রতিবাদ করে। ফলে মানসিক মহন তাকে তিলে তিলে মুক্তার গহবরে তেলে দেয়।</p>



২	অনুধাবন	ধারনা / তথ্যের ব্যাখ্যা করতে	না, মিনু হৈমন্তী চরিত্রের পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করে বলে আমি মনে করি না। মিনু হৈমন্তী চরিত্রের আংশিক প্রতিনিধিত্ব করে। পূর্ণপ্রথা আমাদের সমাজের একটি মানবচাঁদ। কন্যাপক্ষ যদি কখনো প্রতিশ্রুত পদ দিতে কার্য হয় তাহলেই বরপক্ষের নির্বাচনের খড়গ নেমে আসে নিরাশ্রয় কন্যার ওপর। এ রকম নির্বাচনে নিজে গেছে মিনু-হৈমন্তীর ধারণা-প্রদীপ। কিন্তু দুটি ভিন্ন পারিবারিক পরিবেশে জালিত, অর্জিত মানন-প্রদায়িত্ব ও স্বীকৃতিসহজে তাদের মধ্যে ভিন্নতার বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়গেছে। সেখানে তারা পৃথক।
১	জ্ঞান	ধারণা / স্থান করতে	না, মিনু চরিত্রের পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করে বলে আমি মনে করি না। অথবা, মিনু হৈমন্তী চরিত্রের আংশিক প্রতিনিধিত্ব করে।

## বিশেষ পর্যালোচনা :

১. উদ্ধৃত উক্ত্যসমূহে চিত্রন দক্ষতার চারটি ত্রুটি যথাযথভাবে আলোচিত হয়েছে। তবে কাঠামোগত দিক থেকে প্রতিটি দক্ষতা ত্রুটের উপভোগ হিসেবে যে বস্তু অনুচ্ছেদ ব্যবহার করা হয়েছে তা বাস্তবসম্মত নয়। কেননা, বস্তু কখনো অনুচ্ছেদে কখনোই শুধু অনুধাবন, প্রয়োগ বা উচ্চতর দক্ষতা ত্রুটির উক্ত্য লেখা সম্ভব নয়। অনুধাবন ত্রুটির উক্ত্য লিখতে হলে জ্ঞান ও অনুধাবন, প্রয়োগ ত্রুটির উক্ত্য লিখতে হলে জ্ঞান, অনুধাবন ও প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতা ত্রুটির উক্ত্য লিখতে হলে জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার বিষয়টি মিশ্রিতভাবেই লিখতে হবে। কোনোভাবেই এদের পৃথক করে লেখা সম্ভব নয়। তাই পৃথক করে লেখার এ অবিবেচনাসূত ধারণাটি সম্পূর্ণ অবাস্তব এক কল্পনাবিলাস ছাড়া আর কিছু নয়।

অনুধাবনমূলক প্রশ্নের উক্ত্যে জ্ঞান ও অনুধাবন, প্রয়োগমূলক প্রশ্নের উক্ত্যে জ্ঞান, অনুধাবন ও প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্নের উক্ত্যে জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার বিষয়টি থাকতে হবে মানে এই নয় যে, পৃথক পৃথক অনুচ্ছেদে ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ে তা উপস্থাপন করতে হবে। এসব প্রশ্নের উক্ত্যে চিত্রন দক্ষতার তর অনুযায়ী কাক্ষিক সবকটি ত্রুটিরই উপস্থিতি বাধ্যতাই হলো। এর জন্য অন্য কোনো অবাস্তব শর্ত আরোপ করা ঠিক নয়। বিশেষ করে বস্তু অনুচ্ছেদের বিষয়টি কোনো অবস্থাতেই এখানে কাম্য হতে পারে না। কোনো একটি প্রশ্নের উক্ত্য এক না একাধিক অনুচ্ছেদে লেখা হবে তা সম্পূর্ণভাবেই একজন শিক্ষার্থীর ওপর নির্ভর করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে কোনো কিছুতে বাধ্য করা হলে তা হবে সৃজনশীল পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। এছাড়া এ ধরনের উপভোগভিত্তিক উক্ত্যের আরও যে ধরনের সমস্যা হতে পারে প্রদত্ত উক্ত্যমালা থেকে তার কিছুটা নমুনা হলে ধরা হলো :

ক) ১ এর খ নং প্রশ্নের উক্ত্যের জ্ঞানমূলক অংশে উল্লেখ করা হয়েছে, 'বিয়ের ব্যয় বেশি হওয়ায় হৈমন্তীর পিতাকে পনের টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হয়েছিল।' প্রকৃতপক্ষে এটি জ্ঞানের উক্ত্য হয়নি। এটি হয়েছে অনুধাবনের উক্ত্য। কারণ, এ কথাটি সরাসরি গল্পে বলা হয়নি। অন্যদ্য তথ্যের আলোকেই উক্ত্যে এ কথাটি বলা হয়েছে।

খ) ১ এর গ নং প্রশ্নের উক্ত্যের জ্ঞানমূলক অংশে উল্লেখ করা হয়েছে, 'হৈমন্তী পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বৌদ্ধকের বলি।' এটিও জ্ঞানের উক্ত্য হয়নি। এটি হয়েছে উচ্চতর দক্ষতার উক্ত্য। কেননা, এ কথাটিও সরাসরি গল্পে বলা হয়নি। অন্যদ্য তথ্যের আলোকে এখানে এ সিদ্ধান্তমূলক কথাটি বলা হয়েছে। এটি উচ্চতর দক্ষতা ত্রুটির একটি চূড়ান্ত মন্তব্য।

গ) ১ এর ঘ নং প্রশ্নের উক্ত্যের প্রয়োগ ও জ্ঞানমূলক অংশে অভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, 'মিনু হৈমন্তী চরিত্রের আংশিক প্রতিনিধিত্ব করে।' এটিও প্রয়োগ বা জ্ঞানমূলক প্রশ্নের উক্ত্য হয়নি। এটিও হয়েছে উচ্চতর দক্ষতার উক্ত্য।

২. একজন পরীক্ষার্থী মোট ৩টি উদ্দীপকের প্রশ্নগুলো উক্ত্যের জন্য সময় পায়ে ২ ঘণ্টা ১০ মিনিট। এ সময়কে ৬ ভাগে ভাগ করলে প্রতি ভাগে সময় পড়বে সর্বোচ্চ ২২ মিনিট। প্রশ্নসহ একটি উদ্দীপক পড়ে তা বুঝতে হলে কমপক্ষে ৪ মিনিট সময় লাগবে। এরপর একটি প্রশ্নের উক্ত্য লেখার জন্য একজন শিক্ষার্থীর হাতে সময় থাকবে সর্বোচ্চ ১৮ মিনিট। এ সময়ের মধ্যে প্রদত্ত নমুনা উক্ত্যের অর্ধেকও লেখা সম্ভব নয়।

৩. গত ১৭ এপ্রিল, ২০১২ তারিখে শিকা মন্ত্রণালয় থেকে আরিফত 'সৃজনশীল প্রশ্নপত্র' বাস্তবায়নে পর্যবেক্ষক ও পরামর্শক কমিটির সিদ্ধান্ত' শীর্ষক প্রজ্ঞাপনে (স্মারক নং - শিম/শাঃ ১১/বিবিধ-৬/২০০৪ (অংশ-২)/২৭৬, তারিখ : ০৪ বৈশাখ ১৪১৯/১৭এপ্রিল ২০১২) সৃজনশীল প্রশ্নের একটি উদ্দীপকের ৪টি প্রশ্নের উত্তর করার জন্য যে সৈধ্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে (জ্ঞানমূলক প্রশ্নের উত্তর সর্বোচ্চ ৩ বাক্য, অনুধাবনমূলক প্রশ্নের উত্তর সর্বোচ্চ ৫ বাক্য, প্রয়োগমূলক প্রশ্নের উত্তর সর্বোচ্চ ১২ বাক্য এবং উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্নের উত্তর সর্বোচ্চ ১৫ বাক্য) এ নমুনা উত্তরটি তার সাথেও সংকতিপূর্ণ নয়।

### একটি সাধারণ উদ্দীপক ও উপস্বত্বহীন উত্তরের নমুনা

		কবি মুনিরুজ্জামান কেবল লেখালেখি নয়, ব্যক্তিজীবনেও খুব ব্যাবসায়। বন্ধু-বান্ধবদের সাথে কথা বলতে গিয়ে প্রায় সময় তিনি হুস হুসে হেসে। অনেক সাধারণ কথাই কবিতার ভঙ্গিমায় বলা তার একটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এ জন্য অনেকেই তাকে স্বাভাবিক কবি বলে ডাকেন।
		ক. রোদা কে?
		খ. 'সাহিত্যে খেলা' গ্রন্থের রোদার প্রথম টীকা হয়েছে কেন?
		গ. রোদার সাথে মুনিরুজ্জামানের কী ধরনের মিল রয়েছে?— ব্যাখ্যা কর।
		ঘ. 'অনেক সাধারণ কথাই কবিতার ভঙ্গিমায় বলা তার একটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে'— 'সাহিত্যে খেলা' গ্রন্থের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।
প্রশ্ন	চিন্তন দক্ষতা স্তর	□.....উত্তরমালা
২.ক	জ্ঞান	ক. রোদা একজন বিখ্যাত ফরাসি ডাক্তার।
২.খ	অনুধাবন	খ. চলিত পদ্যসৃষ্টির প্রবর্তক প্রথম চৌধুরীর 'সাহিত্যে খেলা' গ্রন্থের প্রকৃত শিল্পীদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার জন্যই রোদার প্রসঙ্গটি টেনে আনা হয়েছে। যারা প্রকৃত শিল্পী তারা অনেকটা খেলার ছলেই তাদের শিল্প সৃষ্টি করে থাকেন। এখানে তাদের অন্য কোনো অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য থাকে না। অপ্রতিপত্তি ফরাসি ডাক্তার রোদাও ছিলেন একজন মহৎ শিল্পী। হাতের কাছে কদা পেলোই যখন তখন তিনি তা দিয়ে মাটির পুতুল তৈরি করে ফেলতেন। এটা ছিল তাঁর এক ধরনের খেলা। এ খেলা খেলতে খেলতেই এক সময় তিনি অপ্রতিপত্তি হয়ে ওঠেন।
২.গ	প্রয়োগ	গ. রোদা এক কবি মুনিরুজ্জামানের মধ্যে স্বভাবগতভাবে যথেষ্ট মিল ছিল। রোদা ছিলেন একজন বিখ্যাত ফরাসি ডাক্তার আর মুনিরুজ্জামান একজন কবি। শিল্পের দুটি আখ্যান শাখায় বিভক্ত করলেও স্বভাবগতভাবে তাঁদের মধ্যে বেশ মিল লক্ষ করা যায়। রোদা যেমন যখন-তখন হাতে কদা নিয়ে মাটির পুতুল তৈরি করে ফেলতেন কবি মুনিরুজ্জামানও তেমনি তার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে কথা বলার সময় হুস ব্যবহার করে এক ধরনের কব্যমাত্রা সৃষ্টি করে থাকেন। তাঁরা উভয়েই তাঁদের সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেমন কোনো চাপ অনুভব করেন নি, তেমনি কোনো চাহিদা পূরণেরও চেষ্টা করেন নি। মনের আনন্দে অনেকটা খেলার ছলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁরা এ শিল্প সৃষ্টির কাজগুলো করেছেন। এটা তাঁদের স্বভাবগত চরিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়েই তাঁদের প্রকৃত শিল্পসত্তা প্রকাশ লাভ করেছে। এদিক থেকে কবি মুনিরুজ্জামান ও ডাক্তার রোদার মধ্যে বেশ মিল লক্ষ করা যায়।

২. ঘ	উচ্চতর দক্ষতা	<p>ঘ. যারা সত্যিকারের শিল্পী তাঁরা তাঁদের মনের আনন্দে অনেকটা খেলার ছলেই শিল্পকর্মগুলো নির্মাণ করেন। এ জন্য তাঁরা কোনো বিশেষ সময় বা সুযোগের অপেক্ষা করেন না। তাঁদের শিল্প সৃষ্টির পেছনে যেমন বিখ্যাত হওয়ার কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকে না; তেমনি লোকনিন্দার কোনো ভয়ও থাকে না। মনের আনন্দে অনেকটা খেলার ছলেই তাঁরা তাঁদের শিল্প সৃষ্টি করে থাকেন। আর এভাবে শিল্প সৃষ্টি করতে করতেই এক সময় তাঁরা সাফল্য লাভ করে রোদাঁচ মতো বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। তাঁদের শিল্প সৃষ্টি অনেকটাই সহজাত স্বভাবগত বিষয়। আর এ সহজাত স্বভাবগত বিষয়টিই এক সময় তাঁদের মহৎ শিল্পের স্রষ্টা করে তোলে। সার্থক শিল্পী হিসেবে জগতে তাঁরা অমর হয়ে থাকেন।</p> <p>উন্নীপকের কবি মুনিরজ্জামানও ডাক্তার রোদাঁচ মতো একজন জাত শিল্পী। রোদাঁচ যেমন বর্ধন-তখন হাতে কাশা নিয়ে মাটির পুতুল তৈরি করে ফেলতেন, কবি মুনিরজ্জামানও তেমনি তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের সাথে কথা বলতে গিয়ে কবিতার হৃদয় জুড়ে দিতেন। যারা প্রকৃত কবি তাদের পক্ষেই এটা সম্ভব। অনেকেই বিভিন্ন উৎস থেকে সহযোগিতা বা তথ্য নিয়ে কবিতা লিখেন। কেউ আবার অন্যকে অনুসরণ করেন। কোনো কোনো কবি নির্দিষ্ট স্থান ও সময় ছাড়া কবিতা লিখতে পারেন না। কেউ কেউ আবার কবিতা লিখতে গিয়ে কখন ডাব আসবে তার অপেক্ষার থাকেন। কিন্তু মুনিরজ্জামানের মতো যারা প্রকৃত কবি তাদের এসবের কিছুই দরকার হয় না। তারা বর্ধন-তখন যেখানে-সেখানে বসেই কবিতা লিখতে পারেন।</p> <p>প্রাথমিক প্রথম চৈতন্য বিখ্যাত করাণি আবার রোদাঁচ লাল নিয়ে তাঁর 'মাটিতে কেনা' প্রবন্ধটি শুরু করে প্রকৃত শিল্পীদের স্বভাবজাত শিল্প সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যটিই ফুটিয়ে তুলেছেন। এ থেকেই বোঝা যায়, যারা প্রকৃত শিল্পী তাদের স্বভাবই হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিল্প সৃষ্টি করা।</p>
------	---------------	---


### ওপরের উত্তরসমূহে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তরের অবস্থান নির্ণয়

দক্ষতা স্তর	সংকেত
জ্ঞান	<input type="checkbox"/> ইটালিক করা অংশসমূহ (রোদাঁচ যেমন বর্ধন-তখন হাতে কাশা নিয়ে মাটির পুতুল তৈরি করে .....)
অনুধাবন	<input type="checkbox"/> স্বাভাবিক অংশসমূহ (মনের আনন্দে অনেকটা খেলার ছলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁরা .....)
প্রয়োগ	<input type="checkbox"/> আভাস লাইন করা অংশসমূহ (রোদাঁচ এক কবি মুনিরজ্জামানের মতো স্বভাবগতভাবে .....)
উচ্চতর দক্ষতা	<input type="checkbox"/> বোধ করা অংশসমূহ (যারা প্রকৃত শিল্পী তাদের স্বভাবই হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিল্প সৃষ্টি করা। .....)

## প্রশ্নের মান নির্ধারণ

বিষয়: বাংলা প্রথম পত্র

## ক্রটিমুক্ত ও ক্রটিমুক্ত উদ্দীপকের নমুনা:

উদ্দীপকের ধরন	উদ্দীপক ও প্রশ্নমালা	কারণ
ক্রটিমুক্ত উদ্দীপক	 <p>সরকারি জায়গায় গড়ে ওঠা একটি বস্তির ছবি। দোহরা আবর্জনার পাশে সড়ক প্রতিপালন, হাল্লা-বাল্লায় কাজ সাড়ে এরা। চন্দ্রা পরা দুবকটি নানা উছিয়ায় এসে কাছ থেকে প্রতিনিয়ত অর্থ আসায় করে।</p> <p>ক. কোন স্বত্বতে পদ্মা নদীতে ইলিশ ধরার 'মরসুম' চলে?</p> <p>খ. "ইহা মহত্ব নয়, পরোপকার নয়- ইহা রীতি, অপরিহার্য নিয়ম"- মন্তব্যটি ব্যাখ্যা কর।</p> <p>গ. ছবির চশমা পরা লোকটির আচরণ 'পদ্মা নদীর মাঝি'র কোন বিষয়টির ইঙ্গিত দেয়? - আলোচনা কর।</p> <p>ঘ. ছবির বস্তিবাসীদের জীবনযাপন 'পদ্মা নদীর মাঝি'র জেলেশাড়ার জীবনযাপনের সঙ্গে কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ? - বিশ্লেষণ কর।</p>	<p>'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে উদ্দীপক তৈরির মতো অসংখ্য শিখন ফল থাকার পরও এখানে একটি বিশ্রান্তিকর প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। কেননা, উদ্দীপকের দুবকটি মধ্যভাগে মেজকর্তী অনন্ত তাদুকদার, শীতল বাবু, ধনঞ্জয় বা হোসেন মিয়ার মতো কোনো চরিত্রেরই প্রতিনিধিত্ব করে না। অথচ এখানে শুধু বস্তির চিত্র দিয়েই একটি উচ্চ মানসম্পন্ন উদ্দীপক তৈরি করা সম্ভব ছিল।</p>
ক্রটিমুক্ত উদ্দীপক	<p>বাংলাদেশের দক্ষিণে বিশাল 'নিচুমান দ্বীপ'। প্রাকৃতিকভাবে জেগে ওঠা এই দ্বীপ এখনও জোয়ারে প্রাবিত হয়, ভাটায় জেগে ওঠে। জললাকীর্ণ দ্বীপটি বাঘ, সিংহ, কুমির সাপসহ হিংস্র প্রাণীতে আধুর। এখানে নদী অভ্যন্তরে উদ্ভাস ও স্তম্ভহীন জেলেরা বসতি গড়ে তুলছে। সজ্জ পৃথিবীর সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা বহিষ্ঠ দ্বীপটিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রোগব্যাদি এবং হিংস্র প্রাণিকুলের সাথে সংগ্রাম করে মানুষগুলো অসীম সাহসে বিজয় পতাকা উড়িয়ে চিকে আছে। এই সংগ্রামী মানুষেরাই মালব সম্ভারতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য প্রশংসার দাবিদার।</p> <p>ক. 'অমরাবতী' কী?</p>	<p>'জীক-বন্দনা' কবিতার সম্ভারতার সূচনাকারী আদমি সংগ্রামী মানুষদের যে জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে, এই উদ্দীপকে সম্পূর্ণ বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য একটি নতুন পরিস্থিতিতে তারই অন্তর্নিহিত সত্য প্রতিকলিত হয়েছে। এর প্রতিটি প্রশ্নই উদ্দীপক ও উদ্দীপক-সংগঠিত কবিতার শিখনফলের সাথে সম্পর্কিত।</p>

	<p>খ. 'বন্য-স্থাপন-সমুদ্র জরা-মৃত্যু-জীবন ধরা- কণাটি নিয়ে কী বোঝানো হয়েছে?</p> <p>গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বীণটির অবস্থার সঙ্গে 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় বর্ণিত পৃথিবীর কোন অবস্থার তুলনা করা যায়?</p> <p>ঘ. "উদ্দীপকটির সংগ্রামী মানুষদের বহুমাত্রিক রূপ ফুটে উঠেছে 'জীবন-বন্দনা' কবিতায়।" - আলোচনা কর।</p>	
<p><b>তুল উদ্দীপক</b></p>	<p>আরিফুল ইসলাম পেশায় একজন ডাক্তার। চেম্বারে রোগি এসে তাদের কাছ থেকে কত সহজে বেশি টাকা নেয়া যায়, সেটাই তার লক্ষ্য। প্রতিনিয়ত ব্যক্তিবর্গ নিয়ে ডাক্তার ফলে তিনি পেশাগত দক্ষতা লাভ করতে পারেন নি। এছাড়া রোগির সকল সমস্যা শুনে মধ্যস্থ ওষুধ দেয়ার মতো সময়ও তার নেই। ফলে তার কাছে আসা রোগিরা অসুখ থেকে সহজে মুক্তি পায় না।</p> <p>ক. কমলাকান্তের মতে, উকিলেরা পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ সেবেন কর্তন?</p> <p>খ. 'জান মুহি বাকিলে ডোমার কি এ পশুদি হুইল' - এখানে 'পশুদি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?</p> <p>গ. উদ্দীপকে ডাক্তার আরিফুল ইসলামের যে চারিত্রিক পরিচয় পাওয়া যায় তার সঙ্গে 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনার উকিলের সাদৃশ্য তুলে ধরো।</p> <p>ঘ. উদ্দীপকের ডাক্তার ও 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনার উকিলের পেশাগত অনৈতিকতার পরিস্থিতি বিচার কর।</p>	<p>ডাক্তার আরিফুলের পেশাগত অসততা, অনৈতিকতা ও ব্যর্থতার সাথে 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনাটির অভিব্যক্তি বস্তু বা তার কোনো শিবনফলের বিন্দুভাষ্য মিলে নেই। ঐ রচনায় কোনো ব্যক্তি বিশেষের অসততা বা অনৈতিকতার কথা বলা হয় নি। ওখানে একটি ফরমেট বা সিস্টেমের অভ্যুত্থানশূন্য আচরণসর্বস্বতা এবং অপ্রয়োজনীয় বাহুল্যের কথা বলা হয়েছে।</p>
<p><b>নিচু মানের উদ্দীপক</b></p>	<p>ধামের সবাই তপনকে খারাপ ছেলে বলেই জানে। কারণ সে মদ্যপান করে আর সারাক্ষণ খিঁচুখি কণা বলে সম্বাদী লোকজনকে হেনস্থা করে। আবার জমিদার প্রশান্ত চৌধুরীর কাছ থেকে কম মূল্যে মদ পান করে মিথ্যা দলিলে অন্যের জমি দখল, দুবকসের মধ্যে নেশাদ্রব্য ছড়িয়ে দেয়ার মতো জমিদারের নানা কুর্নির্ভর কণাও সে সবির কাজে বলে বেড়ায়। কিন্তু বেশজ্ঞাত ও অবাধ্যবিক বলে তার এসব কণা কেউ বিশ্বাস করে না।</p> <p>ক. ব্রাহ্মণ কমলাকান্ত পাছতলায় বসে কী করছিল?</p> <p>খ. কমলাকান্তের কোনো নিবাস নেই কেন?</p> <p>গ. "উক্ত উদ্দীপকটি 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনার আদালতের রূপক চিত্র" - উক্তিটির সত্যাসত্য বিচার করো।</p> <p>ঘ. উদ্দীপকের তপনের তুলনায় কমলাকান্তের জীবনবোধের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।</p>	<p>বহিঃমাত্র একজন তেপুটি মাজিস্ট্রেট হিসেবে আদালতের যে অপ্রয়োজনীয় আচরণ সর্বস্বতা দেখেছেন নিজের অবস্থাপনায় কারণে তা সরাবার না বলে একজন অপ্রকৃতিহ লোকের মাধ্যমে বলিয়ে যে শিরকুলপাতার পরিচয় দিয়েছেন উদ্দীপকে মানক প্রসঙ্গটি ব্যবহার করে তারই অপব্যবহার করা হয়েছে। 'কমলাকান্তের জবানবন্দি'র একটি শিবনফলও এতে প্রতিফলিত হয়নি; বরং এখানে এক ধরনের অপ্রতিপত্তি বিষয় উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। এর প্রশ্নগুলোও অনেকটা অসংলগ্ন ও ভ্রান্তসাহায্য।</p>

<p>সাধারণ মানসম্পন্ন উদ্দীপক</p>	<p>শ্যামাধরাল বাবু তাঁর শিক্ষিত কন্যা কল্যাণীর বিয়ে দিলেন সন্ধ্যা পাশ করা ভাতার অমিতের সঙ্গে। বিয়েতে কল্যাণীর বাবা মোটা অঙ্গের বৌতুক বেচার পরেও অমিত এবং তার মা কল্যাণীকে চাল দেয় তার বাবার কাছ থেকে আরো টাকা আনার জন্য। কিন্তু কল্যাণী প্রতিবাদ জানায়। কল্যাণীর উপর গুরু হয় নির্বাসন। এক পর্যায়ে কল্যাণী স্বামীর ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়।</p> <p>ক. হৈমন্তীর পিতার নাম কী?</p> <p>খ. “জানার সুখে ভিতরটা ছু হু বদল” – কী?</p> <p>গ. “যে কারণে কল্যাণীর সংসার জেতে যায়, হৈমন্তীর জীবনের করণ পরিণতির জন্য সেই একই কারণ দায়ী” – ব্যাখ্যা কর।</p> <p>ঘ. উদ্দীপকের কল্যাণীর সঙ্গে হৈমন্তীর বৈসাদৃশ্য কোথায়? – বিশ্লেষণ কর।</p>	<p>‘হৈমন্তী’ ছোটগল্পে স্বজনবাহির লোকজনের অর্বোক্ষণতার কারণে একজন গৃহবধু যে মাসলিক নির্বাচনের শিকার হয়, আলোচ্য উদ্দীপকেও জিন্ন পরিহ্রিততে তা তুলে ধরা হয়েছে। এখানে পণ বা বৌতুক প্রদান পরিহার করে এর কোনো সমাধান প্রদান উপস্থাপিত হলে উদ্দীপকটি আরও মানসম্পন্ন হতো।</p>
<p>উচ্চ মানসম্পন্ন উদ্দীপক</p>	<p>হালিক ব্যাটারি গাড়ি চালিয়ে প্রতিদিন মালিককে তিনশ টাকা দেয়। জী-টার ছেলে এক মেয়ে ও বৃদ্ধ বাবা-মা নিয়ে হালিকের বড় সংসার। হালিকের সখ নিজের একটা গাড়ি থাকবে। কিন্তু অভাবের সংসারে সে চাইলেও টাকা অমতে পারে না। শরীর খারাপ হলেও তার একটা দিন ঘরে বসে থাকার উপায় নেই। গাড়ির মালিক অহিরল প্রায়ই নিজের প্রয়োজনে গাড়িটা ব্যবহার করে। তখন হালিকের কোনো উপার্জন হয় না। কষ্ট হলেও হালিক মুখ ফুটে কিছু কলতে পারে না। গরীব বলে যেন বঞ্চিত হওয়াই তার নিয়তি।</p> <p>ক. ‘হু, গাঁত না তার মাথা।’ – উক্তিটি কর?</p> <p>খ. ‘ইলিশের মরুম ফুরাইলে বিপুল পদ্মা কুণন হইয়া যায়’ – কেন? ব্যাখ্যা কর।</p> <p>গ. উদ্দীপকের অহিরলের সঙ্গে ‘পদ্মা নদীর মণি’ উপন্যাসের ধনঞ্জয় চরিত্র কতটা সাদৃশ্যপূর্ণ? – আলোচনা কর।</p> <p>ঘ. ‘উদ্দীপকের হালিকের মতো পদ্মা নদীর মাথিরাও শোষণ ও বঞ্চনার শিকার।’ – বিশ্লেষণ কর।</p>	<p>মালিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘পদ্মানদীর মণি’ উপন্যাসে সমকালীন জেলেদের শোষণ-বঞ্চনার যে চিত্রিত তুলে ধরেছেন আলোচ্য উদ্দীপকে সম্পূর্ণ জিন্ন পরিহ্রিততে তারই একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এখানে জাল, জেলে, নদী বা গ্রামীণ আবহ পরিহার করে শহর-বাস্তবতা দিয়ে যে নতুন পরিহ্রিত সৃষ্টি করা হয়েছে তা উদ্দীপকটিকে অনেকাংশেই উচ্চমানসম্পন্ন করে তুলেছে। তবে উদ্দীপকটি হয় বাক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারলে এটি আরও ভালো হতো।</p>
<p>কঠিনতম প্রশ্ন সম্পন্ন উদ্দীপক</p>	<p>তুল মাঠে একজন শিশু আপন মনে খেলার ব্যস্ত। মাঠের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন পাড়ার সকলের কেউমামা। তিনি শিশুদের ভেঁকে বললেন, “কোমরা এমন দৌড়-ঝাঁপ করতে গিয়ে হাত-পা অন্তবে, বাধা পাবে। তার চেয়ে এস সবাই বসে পড়ালেখা করি- জ্ঞান বাড়বে, বিদ্যাবুদ্ধি বাড়বে।” একটি শিশু বলল, “মজাটা কমবে।” সাথে সাথে সব শিশু ছেলে উঠল। একে একে সবাই ছুটে পাল্লাল খেলার মাঠে- মনের আনন্দে ডাক করল খেলা।</p> <p>ক. এ পৃথিবীতে ব্রাহ্মণশূত্রের প্রভেদ নেই কোথায়?</p> <p>খ. ‘যে খেলার ভিতর আনন্দ নেই কিন্তু উপরি পাণ্ডার আশা আছে, তার নাম খেলা নয়, খুয়া খেলা।’ – কলতে কী বোঝানো</p>	<p>এর প্রশ্নগুলো উদ্দীপকের আলোকে তৈরি হয়নি। কেননা, শিক্ষা ও সাহিত্যের পার্থক্য স্পষ্টই শিখনফলের ওপর ভিত্তি করে উদ্দীপকটি নির্মিত হলেও এর প্রশ্নগুলো করা হয়েছে সাহিত্যের উদ্দেশ্যকে ভিত্তি করে। যা দ্বারা উপরে বর্ণিত ‘সৃজনশীল প্রশ্ন’ প্রণয়নে উদ্দীপকের প্রয়োজনীয়তা অনুচ্ছেদের ‘উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়বস্তুর আলোকেই চারটি প্রশ্ন (ক, খ, গ ও ঘ) তৈরি করতে হবে’</p>

	<p>হয়েছে?</p> <p>গ. উদ্দীপকের কেহুমাত্র 'সাহিত্যে বেলা' গ্রন্থের কোন চরিত্রের সঙ্গে তুলনীয়? কেন?</p> <p>ঘ. "সাহিত্যে বেলা" গ্রন্থে বর্ণিত সাহিত্যের উদ্দেশ্য এবং উদ্দীপকের শিল্পের খেলার উদ্দেশ্য অভিন্ন।"- এ বিষয়ে মুক্তিলহ তোমার মতামত দাও।</p>	<p>নির্দেশকে উপেক্ষা করা হয়েছে। এ ছাড়া কেহুমাত্র চরিত্র সংক্রান্ত গ নং প্রশ্নটিও যথেষ্ট বিস্তারিত।</p> <p>ফেননা, গ্রন্থে শিক্ষকদের (তুল্য মানসী) কথা বলা হলেও কেহুমাত্র সাথে তুলনা করার মতো কোনো চরিত্রের কথা কিছু বলা হয়নি।</p>
<p><b>ক্রটিযুক্ত প্রশ্নসম্পন্ন উদ্দীপক</b></p>	<p>রক্তে ভেজা শিশুটি পকেট থেকে বের করে সালামের মাকে দিতে বুক খেটে যায় সমীরের। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের সর্বত্র পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যখন নৃশংস হত্যাযজ্ঞ শুরু করে তখন বাহীনতার দৃষ্ট প্রত্যয় নিয়ে মুক্তিবুদ্ধে যোগ দিয়েছিল সালাম আর সমীর দুই বন্ধু। হুক করার সময় সালামের বুকে গুলি লাগে। মৃত্যুর আগের রাতে সালাম মাকে লিখেছিল- আমরা বাহীন হবোই মা। বাংলাদেশ কখনো মাথা নোয়াবে না।</p> <p>ক. 'সাজী কাপুরুষ' কারা?</p> <p>খ. 'বহু মিশ্র প্রাণের সংসারে'- কথাটি দিয়ে কবি কী বুঝিয়েছেন?</p> <p>গ. উদ্দীপকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর যে নৃশংস হত্যাযজ্ঞের কথা আছে 'বাংলাদেশ' কবিতায় কীভাবে তা বর্ণিত হয়েছে আলোচনা কর।</p> <p>ঘ. "সালামের চিঠি 'বাংলাদেশ' কবিতার 'বাংলাদেশ অনন্ত অক্ষত দুর্ভাগ্যে'-এই মর্মবাসী প্রকাশ করে"- তোমার মতামত লেখ।</p>	<p>এর প্রতিটি প্রশ্নই উদ্দীপকের সাথে সম্বন্ধিত হয়েছে। যা উপরে বর্ণিত 'সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নে উদ্দীপকের প্রয়োজনীয়তা' অনুচ্ছেদের 'উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়বস্তুর আলোকেই চারটি প্রশ্ন (ক, খ, গ ও ঘ) তৈরি করতে হবে' নির্দেশকে পরিপূর্ণভাবে পালন করেছে।</p>

### ক্রটিযুক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নের শুদ্ধরূপ:

ক্রটিযুক্ত রূপ	ক্রটিযুক্ত রূপ
<p>১. উদ্দীপকে উদ্দীপনা সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে হবে।</p>	
<p>১. কাকে অনেক গল্পনা সইতে হয়েছিল?</p> <p>ক. হৈমন্তী</p> <p>খ. নারানী</p> <p>গ. বনমালী</p> <p>ঘ. গৌরীশংকরা</p>	<p>১. বটনিকে ভালোবাসার জন্য কাকে অনেক গল্পনা সইতে হয়েছিল?</p> <p>ক. হৈমন্তী</p> <p>খ. নারানী</p> <p>গ. বনমালী</p> <p>ঘ. গৌরীশংকরা</p>

২. চার বছর আগে তপন সকে শেষবারের মতো কোথায় সেবা হয়েছিল? ক. মেডিকেলের পেটে খ. হাইকোর্টের মোড়ে গ. কার্জন হলের সামনে ঘ. ইউনিভার্সিটির পেটে	২. চার বছর আগে তপন সকে বন্ধুদের শেষবারের মতো কোথায় সেবা হয়েছিল? ক. মেডিকেলের পেটে খ. হাইকোর্টের মোড়ে গ. কার্জন হলের সামনে ঘ. ইউনিভার্সিটির পেটে
২. উদ্দীপক সহজ ভাষায় এবং সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করতে হবে	
২. খ্রিষ্টীয়ান সমাজে দাবী দাবির হয়ে গেলে বর্ধন অসহায়বোধ করেন তখন স্ত্রী আশপিত চিটে কিসের চিন্তা করেন? ক. নৃতন স্কটের খ. নৃতন টুপির গ. নৃতন মুক্তির ঘ. নৃতন মুক্তির	২. খ্রিষ্টীয়ান সমাজে স্বপ্নান্ত দাবীর বিপদের সময় স্ত্রী কিসের চিন্তা করেন? ক. নৃতন স্কটের খ. নৃতন টুপির গ. নৃতন মুক্তির ঘ. নৃতন মুক্তির
৩. উদ্দীপক অপ্রাসঙ্গিক উপাদানমুক্ত হবে	
৩. এইচআইভি'র প্রধান কাজ মানুষের শরীরের বাজবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। নিচের কোনটি এইচআইভি ডাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার কারণ? ক. এইচআইভি আক্রান্ত রোগীর সেবায়ত্ন খ. এইচআইভি আক্রান্ত রোগীর একই পাত্রে পানাহার গ. এইচআইভি আক্রান্ত রোগীর সাথে মেলামেশা ঘ. এইচআইভি আক্রান্ত রোগীর রক্ত শরীরে দেয়া	৩. এইচআইভি ডাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে এইচআইভি আক্রান্ত রোগীর- ক. সেবায়ত্ন করা খ. পাত্রে পানাহার গ. সঙ্গে কর্মমর্দন ঘ. রক্ত শরীরে গ্রহণ
৪. উদ্দীপকে প্রয়োজনীয় শব্দ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং বিকল্প উদ্ভবচ্ছে কোনো শব্দের পুনরাবৃত্তি থাকবে না।	
৪. তপু কেমন ছিল? ক. বেপয়োগ্য স্বভাবের গ. তমল স্বভাবের খ. বন্ধুচাষী স্বভাবের ঘ. বাজুক স্বভাবের	৪. স্বভাবের দিক থেকে তপু ছিল- ক. বেপয়োগ্য গ. সাধারন খ. বন্ধুচাষী ঘ. বাজুক
৫. উদ্দীপক হাঁ-বোধক হবে না। না-বোধক শব্দ ব্যবহার অনিবার্হ হলে তা শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিগ্রাহ্য করে ভুলতে হবে।	
৫. কোনটি আশ্রিত বন্ধুর বন্ধনের বৈশিষ্ট্য নয়? ক. শৃঙ্খলাবোধ খ. ধাবমানতা গ. অপরিণামশী ঘ. অকুরন্ত প্রাপশক্তি	৫. আশ্রিত বন্ধুর বন্ধনের বৈশিষ্ট্য কোনটি? ক. শৃঙ্খলাবোধ খ. ধাবমানতা গ. অপরিণামশী ঘ. অকুরন্ত প্রাপশক্তি
৬. উদ্দীপকে এমন কোনো ইংগিত থাকবে না যাতে পরীক্ষার্থী সঠিক উত্তর বাছাই করতে এবং ভুল উত্তর বাদ দিতে পারে।	
মজিদ সাহেবের চাল ও ডালের ব্যবসায় আছে। এবারের কল্যাণ ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার মজিদ ও তার মতো কয়েকজন চালের ব্যবসায়ী সিডিকেট গঠন করে। পার্মিটস	মজিদ সাহেবের চাল ও ডালের ব্যবসায় আছে। এবারের কল্যাণ ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার মজিদ ও তার মতো কয়েকজন ব্যবসায়ী মিলে ঠিক কল্যাণ একটি নির্দিষ্ট মাঝে



<p>কমী রহিমা চাল ক্রয় করতে গেলে নির্দিষ্ট দামেই ক্রয় করতে বাধ্য হয়।</p> <p>৬. মজিদ সাহেবের কর্মকাণ্ড নিচের কোনটির সঙ্গে সম্বন্ধিতপূর্ণ?</p> <p>ক. সজ্জাস</p> <p>খ. জেপবান</p> <p>গ. সিভিকিট</p> <p>ঘ. আত্মলাং</p>	<p>নিচে চাল বিক্রি করবে না। পার্মেণ্ডিস কমী রহিমা চাল ক্রয় করতে গেলে ঐ নির্দিষ্ট দামেই চাল ক্রয় করতে বাধ্য হলো।</p> <p>৬. মজিদ সাহেবের কর্মকাণ্ড নিচের কোনটির সঙ্গে সম্বন্ধিতপূর্ণ?</p> <p>ক. সজ্জাস</p> <p>খ. জেপবান</p> <p>গ. সিভিকিট</p> <p>ঘ. আত্মলাং</p>
<p>৭. বিকল্প উত্তরগুচ্ছ ব্যাকরণগত গঠনের দিক থেকে উদ্দীপকের সঙ্গে সম্বন্ধিতপূর্ণ হবে</p> <p>৭. “দুর্নীতি উন্নয়নের অন্তরায় ও উন্নয়নের পথ” প্রবন্ধে দুর্নীতি রোধ করতে-</p> <p>ক. দুর্নীতিকে সমাজ থেকে পুরোপুরি নির্মূল</p> <p>খ. দুর্নীতিকে সমাজে সহনীয় অবস্থা</p> <p>গ. দুর্নীতি প্রতিরোধে সুশাসন নিশ্চিত করা</p> <p>ঘ. দুর্নীতি প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন</p>	<p>৭. “দুর্নীতি উন্নয়নের অন্তরায় ও উন্নয়নের পথ” প্রবন্ধে দুর্নীতি রোধ করা বলতে বোঝানো হয়েছে-</p> <p>ক. দুর্নীতিকে সমাজ থেকে পুরোপুরি নির্মূল করা</p> <p>খ. দুর্নীতিকে সমাজে সহনীয় অবস্থা রাখা</p> <p>গ. দুর্নীতি প্রতিরোধে সুশাসন নিশ্চিত করা</p> <p>ঘ. দুর্নীতি প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।</p>
<p>৮. বিকল্প উত্তরগুচ্ছ উদ্দীপকের অসম্পূর্ণ অর্থপূর্ণ করে তুলবে।</p> <p>৮. ‘কাকের চোখের মতো কালোচুল’ উপমাটি এসেছে-</p> <p>ক. লক্ষ্যাবলার প্রকৃতি</p> <p>খ. আবশ্যের কালো মেঘ</p> <p>গ. অমাবশ্যার অন্ধকার</p> <p>ঘ. মমতাময়ী নারীরূপ</p>	<p>৮. ‘কাকের চোখের মতো কালোচুল’ উপমাটি ঘরা বোঝায়-</p> <p>ক. লক্ষ্যাবলার প্রকৃতি</p> <p>খ. আবশ্যের কালো মেঘ</p> <p>গ. অমাবশ্যার অন্ধকার</p> <p>ঘ. মমতাময়ী নারীরূপ</p>
<p>৯. পরীক্ষার্থী কর্তৃক (কমপক্ষে ৫%) বিকল্প উত্তরসমূহ নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে হবে</p> <p>৯. স্বভাবের দিক থেকে তপসুর প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনটি?</p> <p>ক. বেশরোয়া</p> <p>খ. বপ্পচাটী</p> <p>গ. অশব্যাসী</p> <p>ঘ. সদালাপী</p>	<p>৯. স্বভাবের দিক থেকে তপসুর প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনটি?</p> <p>ক. বেশরোয়া</p> <p>খ. বপ্পচাটী</p> <p>গ. ঢেঙ্গা</p> <p>ঘ. লাভুক</p>
<p>১০. বিকল্প উত্তরগুচ্ছ সংখ্যাবাচক হলে ক্রমানুযায়ী বিন্যাস করতে হবে</p> <p>১০. ‘কবর’ কবিতাটির পূর্ণ পর্বভলো কত মারার মারাবৃত্ত ছন্দে রচিত?</p> <p>ক. ৬</p> <p>খ. ৪</p> <p>গ. ৭</p> <p>ঘ. ৫</p>	<p>১০. ‘কবর’ কবিতাটির পূর্ণ পর্বভলো কত মারার মারাবৃত্ত ছন্দে রচিত?</p> <p>ক. ৪</p> <p>খ. ৫</p> <p>গ. ৬</p> <p>ঘ. ৭</p>

## ১১. বিকল্প উত্তরগুচ্ছ দৈর্ঘ্যে প্রায় সমান হতে হবে

১১. 'আমার পূর্ব-বাংলা একগুচ্ছ গ্রন্থ অঙ্কুরের 'তমাল'-শব্দগুচ্ছ দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে?

- ক. সবুজ গাছের সারি  
খ. গাছের ছায়ায় আচ্ছন্নতা  
গ. পূর্ববাংলার শ্যামল শান্ত-গ্রন্থ জন্মের পরিবেশ  
ঘ. দিশন্ত বিকৃত ঘন ঘন

১১. 'আমার পূর্ব-বাংলা একগুচ্ছ গ্রন্থ অঙ্কুরের 'তমাল'-শব্দগুচ্ছ দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে?

- ক. সবুজ গাছের সারি  
খ. গাছের ছায়ায় আচ্ছন্নতা  
গ. বাংলার সবুজ পরিবেশ  
ঘ. দিশন্ত বিকৃত ঘন ঘন

## ১২. বিকল্প উত্তরসমূহের Mutually Exclusive/Mutually Inclusive পরিহার করতে হবে

১২. 'একুশের গল্প' গল্পে হোসেইলের ছায়ায় কোন সময়টা সবচেয়ে বেশি আত্মো-মুগ্ধতা কটায়?

- ক. দিনে  
খ. দুপুরে  
গ. বিকেলে  
ঘ. সন্ধ্যায়

১২. 'একুশের গল্প' গল্পে হোসেইলে কোন সময়টা সবচেয়ে বেশি আত্মো-মুগ্ধতা কটায়?

- ক. সকালে  
খ. দুপুরে  
গ. বিকেলে  
ঘ. সন্ধ্যায়

## ১৩. বিকল্প উত্তরে 'ওপরের সবগুলো সঠিক'/'ওপরের কোনোটিই সঠিক নয়'-এমন ব্যাক্য পরিহার করতে হবে

১৩. 'সাব-ইগপেটের বিতীষ বউ আমার এক রকম আত্মীয়া' - কথাটি কে বলেছিল?

- ক. মোনাকোর  
খ. মকসুদ  
গ. ইউনুস  
ঘ. ওপরের কেউ নয়

১৩. 'সাব-ইগপেটের বিতীষ বউ আমার নিকট আত্মীয়া' - কথাটি কে বলেছিল?

- ক. আমজাদ  
খ. ইউনুস  
গ. মকসুদ  
ঘ. মোনাকোর

১৪. কোনটি সাহিত্যের উদ্দেশ্য?

- ক. শিক্ষা দেয়া  
খ. মনকে জাগানো  
গ. মনোবৈজ্ঞানিক করা  
ঘ. ওপরের কোনোটিই সঠিক নয়

১৪. কোনটি সাহিত্যের উদ্দেশ্য?

- ক. শিক্ষা দেয়া  
খ. মনকে জাগানো  
গ. মনোবৈজ্ঞানিক করা  
ঘ. আনন্দ দান করা

## ১৪. নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হয় এমন উদ্দীপক পরিহার করা বাঞ্ছনীয়

অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নটির উত্তর দাও।

সালমা রমিকের জী। সে জলোবাসে তার বড় বোনের 'খামী' জলিলকে। একদিন জলিলকে নিয়ে সুখের সংসার করতে সে গালিয়ে গেল।

১৫. উদ্দীপকে বর্ণিত সালমার আচরণ 'পদ্মানদীর মাঝি'-র কোন চরিত্রের সঙ্গে মিল রয়েছে?

- ক. কপিলা  
খ. মাল্য  
গ. গোপী  
ঘ. যুগী

অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নটির উত্তর দাও।

সালমা রমিকের জী। বড়ো তার বড় বোনের মেয়ে টুনী আহত হয়েছে। সে টুনীকে নিয়ে বড় বোনের 'খামী' কান্দনের সঙ্গে হাসপাতালে গেল।

১৫. উদ্দীপকে বর্ণিত সালমার আচরণ 'পদ্মানদীর মাঝি'-র কোন চরিত্রের সঙ্গে মিল রয়েছে?

- ক. কপিলা  
খ. মাল্য  
গ. গোপী  
ঘ. যুগী



## বিশেষ রচনা ■ ১

## বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

## বিশেষ রচনা ■ ১

## ■ বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ

সাহিত্য সমালোচকগণ বাংলা সাহিত্য রচনার সময়কালকে মোট তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা :

১. প্রাচীন যুগ (৬৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ)।
২. মধ্য যুগ (১২০১-১৮০০ খ্রিস্টাব্দ)।
৩. আধুনিক যুগ (১৮০১-অন্যাবধি)।

## ■ প্রাচীন যুগ

- ◇ নিদর্শন : চর্যাপদ (স্বতন্ত্র ভাগ ও সাপ্তাহিক বৌদ্ধ ধর্মের মাসিক সংগীত)।
- ◇ মোট পদের সংখ্যা : ৫১টি। (অসংখ্যকৃত আরও থাকতে পারে)।
- ◇ সংগৃহীত পদের সংখ্যা : সাত্বে ৪৬টি।
- ◇ সংগ্রহের উৎস : লেখকের রাজসরকারই পাঠাগার।
- ◇ সংগ্রহ ও আবিষ্কারের সময় : ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ।
- ◇ সংগ্রাহক : মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
- ◇ প্রথম প্রকাশ : ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ (বর্ষীয় সাহিত্য পরিষদ, সম্পাদক - মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী)।
- ◇ চর্যাপদের সংখ্যা : ২৪ জন।
- ◇ চর্যাকারদের নাম : বৃট্ট, কৃত্তবী, কিব্রা, গুণ্ডরী, চাটিল, কুসুজ, কাল, কামলি, জোষী, পাতি, মহিষ, বীণা, সরহ, শবন, আজমেদ, চেলা, দরিক, সর্দে, অভ্যুজ, কল্ল, অতলদি, ধাম, সতী ও লাউজোড়হী।
- ★ সংগৃহীত পদের মধ্যে লাউজোড়হীর কোনো পদ পাওয়া যায়নি।
- ★ পদের অধিকার প্রত্যেক পদকর্তার নামের শেষে সম্মানসূচক 'পা' যুক্ত করা হতো।
- ★ অনেক পদকর্তার নামই ছিল ছদ্মনাম।
- ◇ সর্বাধিক পদ রচয়িতা : কালপাদ (১৩ টি)।
- ◇ বিদগ্ধবন্ধন বিশেষত্ব : ধর্মীয় ভক্তের সত্যে সমাজচিরো উপস্থিতি।
- ◇ একটি পদের অংশবিশেষ :  
উজা উজম পাবত তহি বসই সবরী বালী।  
মোল্লাদ পাছে পরিহাস সবরী গীকত গুজরী বালী।।  
| উঁচু উঁচু পর্বত - তথায় বসে শবরী বলিকা, মতুলাপুছে পরিহিত শবরী গলায় গুজারী মলা। - শকরাণী

## ■ মধ্য যুগ

- ◇ উল্লেখযোগ্য নিদর্শনসমূহ
- ১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য : বড় চণ্ডীদাস
- ২. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ঋগ সংখ্যা : ১৩টি (অনুখণ্ড, তাতুলখণ্ড, দামখণ্ড, দৌকখণ্ড, ভায়খণ্ড, ছত্রখণ্ড, কৃন্দাবনখণ্ড, কালিদাসনখণ্ড, যদুনাক্ষণ্ড, হরপ্রসাদ, বাদখণ্ড, বংশধর ও রাগবিশিষ্ট)।
- ২. বৈষ্ণব পদাবলী : কীর্ত্যাপতি, চণ্ডীদাস, গৌড়বন্দ্যাস, আনন্দাস, কল্যানন্দাস, জগদানন্দ, রায়শেখর, শেখ কবির, আকবর, শেখ ফরুকুল্লাহ, সৈয়দ আইনুদ্দিন, সৈয়দ মওদুদুল্লাহ, আলী হুসাইন, কবির আলী, সৈয়দ সুলতান, নওয়াবিস প্রমুখ।

৩. শ্রী চৈতন্যদেবের জীবনী সাহিত্য (একাদিক) : বৃন্দাবনদাস, গোচন্দদাস, জয়ানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গোবিন্দদাস, চুড়ামণিদাস প্রমুখ।
৪. অনুবাদ সাহিত্য
- ক. রামায়ণ : কৃত্তিবাস, অমৃতচর্চা, চন্দ্রাবতী।
- খ. মহাভারত : কবীন্দ্র পরমেশ্বর (দাক্ষর পরাশর খাঁনের নির্দেশে), শ্রীকর দম্পী (দাক্ষর পরাশর খাঁনের পুত্র ছুটি খাঁনের নির্দেশে), সত্যর, কবীরাম দাস।
- গ. ভাগবত (শ্রীকৃষ্ণ বিজয়) : মল্লধর বসু (গণরাজ খান - গৌড়েশ্বর কর্তৃক দেয়া উপাধি)।
৫. মঙ্গলকাব্য
- ক. মনসামঙ্গল : কানাইদাস, নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপলাই, দ্বিজ বংশীদাস, কেতকাদাস ফেমানন্দ, ফেমানন্দ, তরলভূক্ত, জগদ্বীকর ঘোষাল, বিষ্ণুপাল, হঠীকর দত্ত, কালিদাস, লীতারামদাস প্রমুখ।
- খ. চণ্ডীমঙ্গল (কালকেতু উপাখ্যান, ধনপতি সদাগরের কাহিনী) : মলিক দত্ত, দ্বিজ মল্লব, মালবাচার্য, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, হরিরাম, দ্বিজ রামদেব, গালা অন্নরায়াল সেন, ভবানীশঙ্কর দাস, অকিল্লল চক্রবর্তী প্রমুখ।
- গ. দুর্গামঙ্গল : দ্বিজ কমললোচন, ভবানীপ্রসাদ রায়।
- ঘ. ধর্মমঙ্গল (রাজা হরিশচন্দ্রের কাহিনী, লাউসেনের কাহিনী) : ময়ূরভট্ট, আদি রূপরাম, খেলারাম চক্রবর্তী, মলিকরাম, রূপরাম, শ্যামপতিভট্ট, লীতারাম দাস, রাজারাম দাস, রামদাস আদক, দ্বিজ প্রহুলাদ, ঘনরাম চক্রবর্তী, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, লহরদেব চক্রবর্তী, হুদয়রাম শাস্তি, নরসিংহ বসু প্রমুখ।
৬. শিবমঙ্গল
- ★ শিবায়ন : রামকৃষ্ণ রায়, শঙ্কর কবিরাজ, রামেশ্বর ভট্টাচার্য প্রমুখ।
- ★ মুগলুরু : রামরাজা, রত্নদেব।
৭. কালিকামঙ্গল (বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী) : কবি কক, শ্রীধর কবিরাজ, সাধুরিন খান, গোবিন্দ দাস, বলরাম কবিশেখর, রামপ্রসাদ সেন প্রমুখ।
- অন্নদামঙ্গল : ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।
- এছাড়াও মঙ্গলকাব্য হিসেবে তখন যে কাব্যগুলো রচিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো - হঠীমঙ্গল, রামমঙ্গল, শীতলামঙ্গল ও কমলামঙ্গল কাব্য।
- নাথ সাহিত্য
- ◎ গোরক্ষ বিজয়ের কাহিনী : শেখ ফজলুল্লাহ, শ্যামদাস সেন, কবীন্দ্রদাস, ভীমসেন।
- ◎ ময়নামতী বা গোপীচন্দ্রের গীত : দুর্লভ মলিক, ভবানীদাস, সুকুর মাহমুদ।
৮. আব্বাকান রাজসভার বাংলা সাহিত্য
- ★ দৌলত কাজী : সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী (কবির মৃত্যুর পর কাবুলটির শেখাংশ রচনা করেন কবি আব্বাকান)।
- ★ মরদন : নসীরুদ্দীনামা।
- ★ কোরেশী মালগ ঠাকুর : পদ্মাবতী।
- ★ আব্বাকান : পদ্মাবতী (মূল : মলিক মুহম্মদ আজলী), সয়ফুল মুকুত বদিউজ্জামাল, সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানীর শেষাংশ, সন্ত পয়কর, হোহফা, সেকান্দরনামা, সন্তীতশাহ (রাগতালনামা), রাধকৃষ্ণ রূপক রচিত পদাবলী।
- ★ আবদুল করীম খোন্দকার : দুলা মজলিশ।
৯. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান
- ★ শাহ মুহম্মদ নসীর : ইউসুফ জোলেখা।
- ★ দৌলত উজির বাহরাম খান : লায়লী মজনু। <http://zoaddar.org>

- ★ মুহম্মদ কবীর : মধুমালতী।
- ★ সার্বিনিস খান : হুনিফা-কয়ারাপরী, বিদ্যাসুন্দর।
- ★ দোনোথানী চৌধুরী : সয়ফুল মুসুক বন্দিউজ্জ্বাল।
- ★ দৌলত কাজী : সতী মরনা-গোর চন্দ্রানী।
- ★ আলাওল : পদ্মাবতী, সন্ত পয়কর।
- ★ কোরেশী মাগব ঠাকুর : পদ্মাবতী।
- ★ আবদুল হকিম : লালমতী সয়ফুল মুসুক।
- ★ নওরাজিস খান : তলে বকাওলী।
- ★ মন্সল টল : শাহজালাল-মধুমালী।
- ★ সৈয়দ মুহম্মদ আকবর : জেকলমুক শামারোথ।
- ★ মুহম্মদ মুকীম : মৃণালতী।
- ★ শেখ সাদী : গদামলিকা।

#### ৮. মর্সিয়া সাহিত্য

- ★ শেখ ফয়জুল্লাহ : জয়নবের চৌতিশা।
- ★ দৌলত উজির বাহরাম খান : জয়নামা।
- ★ মুহম্মদ খান : মকুল হোসেন।
- ★ শেরবাজ : কাশিমের লড়াই।
- ★ হায়াত মাহমুদ : জয়নামা (অন্যান্য কাব্য: চিত্ত উত্থান, হিতজ্ঞানবাণী ও অবিদ্যাবাণী)।
- ★ জাকর : শহীদ-ই কারবালা।
- ★ হামিদ : সংগ্রাম ছন্দ।

৯. লোক সাহিত্য : হুড়া, গান (লোকগীতি), গীতিকাব্য (আখ্যানমূলক লোকগীতি), নাথ গীতিকাব্য, মৈমলসিংহ গীতিকাব্য (মহুয়া, মহুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান জবলা, দস্তা কেলারামের পালা, রূপবতী, কজ ও গীলা, কাজল রেখা ও দেওয়ানা মদিনা), পূর্ববঙ্গ গীতিকাব্য, কথা (গন্যে বর্ণিত কাহিনী), রূপকথা, উপকথা (পশুপক্ষীর চরিত্র অবলম্বনে রচিত কাহিনী), ব্রতকথা (মেঘলি ব্রতের সাথে সম্পর্কিত কাহিনী), ধাঁধা, প্রবাদ ইত্যাদি।

#### ১০. কবিতা

☐ কবিগানের অংশসমূহ :

- ক. বন্দনা বা ভক্তসেবের গীতি,
- খ. স্বর্গসংবাদ
- গ. বিরহ এবং
- ঘ. বেউড়া

☐ কবিতাসমূহ: গৌজলা গুই, অবানী বেনে, রাসু-নুগিহে, হরু ঠাকুর, কেউ মুচি, নিতাই বৈরাগী, রাম বসু, ভোলা ময়রা, এটনি কিরিসি, শ্রীধর কথক, নীলমণি পাটনী, কলরাম বৈদ্য, রাম-সুন্দর স্যাকনা প্রমুখ।

১১. টপ্পান : রামনিধি গুপ্ত (দিশু বাবু), কালী মিজী, শ্রীধর কথক।

১২. পাঁচালি গান : দাশরাবি রায় (দাশ রায়)।

### ১৩. পুঁথি সাহিত্য

- ◇ ফকির গজীবুলাহ : ইউসুফ-জোলেখা, আমীর হামজা (প্রথম অংশ), জব্বানামা, সোনাঙ্গন, নতাপীরের পুঁথি।
- ◇ সৈয়দ হামজা : মধুমালতী, আমীর হামজা (শেষাংশ), জৈথুনের পুঁথি।
- ◇ মোহাম্মদ দানেশ : চাহার দরবেশ, গোলবে ছানুয়ার, নুরুল ইমান, হাতেম তাহি।
- ◇ আবদুল গফুর : গাজী কালু ও চম্পাবতী।
- ◇ আবদুল হাকিম : গাজী কালু ও চম্পাবতী।

➤ ১২০০ থেকে ১৩৫০ খ্রি. পর্যন্ত সময়কালকে বলা হয় অন্ধকার যুগ। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কীর্তি হলো :

- \* শূন্যপুরাণ : রামাই পণ্ডিত (ধর্মপুজার শাজহাছ)।
- \* সেক অভোদয়া : হলায়ুধ মিশ্র (লক্ষণ সেনের সত্যকবি)।

### ■ আধুনিক যুগ

- ◇ আধুনিক যুগের সূচনাক্ষেত্র : হিন্দু কলেজ।
- ◇ আধুনিক যুগ প্রবর্তনের প্রধান পুরুষ : ডিরোজিও (হিন্দু কলেজের শিক্ষক)।
- ◇ আধুনিক যুগ প্রবর্তনের মূল চালিকা শক্তি : ইয়ং বেঙ্গল (ডিরোজিও -এর মন্ত্রমুগ্ধ শিষ্য দল)।

### ■ বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার লক্ষণসমূহ :

ক. মানবিকতা (সেব-সেবীর মাহাত্ম্য তথা ধর্মনির্ভরতা পরিহার করে মানুষের প্রাণাধা প্রতিষ্ঠালাহ মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ)।

খ. ব্যক্তিচেতনা

গ. আত্মচেতনা ও আত্মজ্ঞান

ঘ. সমাজ সচেতনতা

ঙ. দেশপ্রেম

চ. রোমাঞ্চিকতা

ছ. মৌলিকতা

জ. মুক্তবুদ্ধি

ঝ. দার্শনিকতা

এং. আঙ্গিকের রূপান্তর (পদ্যের একক আধিপত্যের পরিবর্তে পদ্যের প্রাধান্য)।

চ. মূল্যবোধের ব্যবহার।

❖ বাংলা গদ্য সাহিত্য বিকাশের আঙ্গিকের : শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ।

❖ গদ্য সাহিত্য বিকাশের প্রধান দুই দিকপাল

১. রাজা রামমোহন রায়

২. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

◇ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধারাসমূহ

➤ প্রবন্ধ : রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, কাশীচাঁদ সিংহ, জুসেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, বক্তিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কলীচাঁদ ঘোষ, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, মীরা মশাররফ হোসেন, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, প্রমথ চৌধুরী, কলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, মোহিতলাল মল্লিক, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ।

- ▷ **উপন্যাস :** হানা কাশারিন ম্যাগলেস, প্যারীচাঁদ মিত্র, কাশীচন্দ্র সিংহ, জুদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী, নিরঞ্জন দেবী, ইন্দ্রিা দেবী, লীতা দেবী, শান্তা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, আশাপুর্ণা দেবী, প্রতিভা বসু, মহাবেতা ভট্টাচার্য, বাবী রায়, লীলা মজুমদার, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল, অন্নদাশঙ্কর রায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), মনোজ বসু, শৈলজ্ঞানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, বিমল মিত্র, সমরেশ বসু, মীর মশাররফ হোসেন, লওয়াব ফয়জুল্লাহা চৌধুরী, মোজাম্মেল হক, মোহাম্মদ নজির রহমান, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, কাজী ইমদাদুল হক, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, ডাক্তার মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, শাহনওয়াজ হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী নজরুল ইসলাম, সৈয়দ মুজতবা আলী, অহির রায়হান, ইমদাদুল হক মিলন, হুমায়ুন আহমেদ প্রমুখ।
- ▷ **ছোটগল্প :** বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, লগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, প্রমথ চৌধুরী, রাজশেখর বসু, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, কাজী নজরুল ইসলাম, শৈলজ্ঞানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), মনোজ বসু, অন্নদাশঙ্কর রায়, সৈয়দ মুজতবা আলী, প্রবোধকুমার সান্যাল, সরোজকুমার রায় চৌধুরী, সুবোধ ঘোষ প্রমুখ।
- ▷ **নবীন কবিতা :** ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রুক্মিণী বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রমুখ।
- ▷ **মহাকাব্য :** মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, কায়কোবাদ, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, হামিদ আলি, বোগীন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ।
- ▷ **গীতি কবিতা :** বিহারীলাল চক্রবর্তী (জোরের পর্বে), কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, জিজ্ঞেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কর্ণকুমারী দেবী, গোবিন্দচন্দ্র দাস, দেবেন্দ্রনাথ সেন, মোজাম্মেল হক, অক্ষয়কুমার বড়াল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জিজ্ঞেন্দ্রনাথ রায় (ভিএল রায়), কামিনী রায়, রজনীকান্ত সেন, সৈয়দ এমদাদ আলী, শেখ ফজলুল করিম, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কাজী নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিত দাস মজুমদার, জীবনানন্দ দাস, সুবীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু সেন, অমির চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, আবুল হোসেন, হোসেন আর, ফররুখ আহমেদ, বেগম সুফিয়া কামাল, আল মাহমুদ, হালান হাফিজুর রহমান, শামসুর রাহমান, নির্মলেন্দু গুণ প্রমুখ।
- ▷ **নাটক ও প্রহসন :** রামনারায়ণ তর্কভট্ট, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মনমোহন বসু, মীর মশাররফ হোসেন, জিজ্ঞেন্দ্রনাথ রায়, অনুভূতলাল বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, মহেন্দ্র গুপ্ত, বিদ্যাসক ভট্টাচার্য, মুনীর চৌধুরী, আবদুল্লাহ আল মামুন, আমজাদ হোসেন, মামুনুর রাশীদ, সেলিম আল দীন, হুমায়ুন আহমেদ, ইমদাদুল হক মিলন প্রমুখ।
- এছাড়া, আধুনিক যুগে গদ্য বিকাশের ফলে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের সূচনা এক অগ্রযাত্রা সূচিত হয়।

□ **গ্রন্থনা :** বুড়বুড় আহমেদ

📖 **তথ্য সূত্র :** ◇ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস – মাহবুবুল আলম

◇ বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত – ড. অলিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়



## সূচিপত্র

### ◆ গদ্য

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	কমলাকান্তের অবানবন্দি	বক্ষিমাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩৯-৫৬
২.	হৈমন্তী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৭-৭৪
৩.	সাহিত্যে খেলা	প্রমথ চৌধুরী	৭৫-৮৯
৪.	কিলাসী	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৯০-১০৫
৫.	অপস্মি	রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	১০৬-১২৩
৬.	যৌবনের গান	কাজী নজরুল ইসলাম	১২৪-১৩৫
৭.	কলিমন্দির দফাদার	আবু জাফর শামসুদ্দীন	১৩৬-১৫০
৮.	একটি তুলসী গাছের কাহিনী	সৈয়দ ওয়ালীউদ্দাহ	১৫১-১৭০
৯.	একুশের গল্প	জহির রায়হান	১৭১-১৮২
১০.	দুনীতি, উদ্বারনের অজরায় ও উত্তরণের পথ	সংকলিত রচনা	১৮৩-১৯৯
১১.	অপরাহ্নের গল্প	ছদ্মদ্বন্দ্ব আহমেদ	২০০-২২০

### ◆ কবিতা

■	হৃদ	সংকলিত	২২৩-২২৬
১.	বঙ্গভাষা	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	২২৭-২৪১
২.	সোনার তরী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৪২-২৫৪
৩.	জীবন-বন্দনা	কাজী নজরুল ইসলাম	২৫৫-২৭০
৪.	বাংলাদেশ	অমিয় চক্রবর্তী	২৭১-২৮৫
৫.	কবর	জগীন্দ্ৰনাথ বসু	২৮৬-২৯৯
৬.	তাহারেই পড়ে মনে	সুকিয়া কামাল	৩০০-৩১৫
৭.	পাঞ্জেরি	ফররাক আহমেদ	৩১৬-৩২৮
৮.	আমার পূর্ব বাংলা	সৈয়দ আলী আহসান	৩২৯-৩৪১
৯.	আঠারো বছর বয়স	সুকাশ ভট্টাচার্য	৩৪২-৩৫৪
১০.	একটি কণ্ঠস্বাক্ষর	শামসুর রাহমান	৩৫৫-৩৬৮

### ◆ উপন্যাস

■	গল্পানবীর মকি	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৬৯-৪০৮
■	প্রত্নাবলি		৪০৯-৪১৬



গদ্য

- ◎ জ্ঞানমূলক > জানা / তথ্য
- ◎ অনুধাবনমূলক > বুঝা / উপলব্ধি
- ◎ প্রয়োগ > মেলানো / তুলনা
- ◎ উচ্চতর দক্ষতা > সিদ্ধান্ত / মন্তব্য

## একুশের গল্প জহির রায়হান

### লেখক পরিচিতি

জীবনমুখী সমাজসচেতন কথাসাহিত্যিক জহির রায়হান ছিলেন একাধারে সাহিত্যশিল্পী, সাংবাদিক, রাজনৈতিক কর্মী ও চলচ্চিত্রকার। তার আসল নাম মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ। পরবর্তী জীবনে চলচ্চিত্রকার হিসেবে অসামান্য খ্যাতি অর্জন করলেও তার খ্যাতির সূচনা ঘটে গল্পকার ও ঔপন্যাসিক হিসেবে। শিল্পীর মায়িত্ববোধ থেকেই সমাজ জীবনের নানা বৈষম্য, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি কলম ধরেছিলেন। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র অঙ্গনে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁর 'জীবন থেকে নেয়া', 'স্টপ জেনোসাইড', 'লেট দেয়ার বি লাইট' ইত্যাদি চলচ্চিত্রের জন্য।

জন্ম : ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে ফেনী জেলার মজুমদার গ্রামে।

নির্বোজ : মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিজয় লাভের অব্যবহিত পরে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জন্মদিারি তিনি নির্বোজ হন। এরপর তাঁর আর কোনো সন্ধান মেলেনি। ধারণা করা হয়, পাকিস্তানি বাহিনীর এদেশীয় সোশররা তাঁকে হত্যা করেছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন, তিনি যখন নির্বোজ হন তখন পাকিস্তানি বাহিনীর এদেশীয় সোশররা নিজেদের আত্মরক্ষার্থে এতোটাই ব্যস্ত ছিলো যে, তাদের পক্ষে এ ধরনের একটি কাজের কথা চিন্তা করাই অসম্ভব ছিলো। এছাড়া তাদের পক্ষ থেকে জহির রায়হানকে অসালাহাবহে ট্যাগেট করার মতো বিশেষ কোনো কারণও তখন বিদ্যমান ছিলো না। তাই তারা নয়; বরং তার কাছে সংরক্ষিত কিছু তথ্যমেষ্টারি প্রকাশ পেলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হতো তারাই স্বত্ববন্ত্র করে তাকে গুম করেছে।

### রচনাবলি

ঔপন্যাস : হাজার বছর ধরে, আরেক ফায়ুন, বরফ গলা নদী, আর কতদিন।

গল্পগ্রন্থ : জহির রায়হানের গল্প সংগ্রহ।

চলচ্চিত্র : জীবন থেকে নেয়া, স্টপ জেনোসাইড, লেট দেয়ার বি লাইট ইত্যাদি।

### ঔৎস ও পরিচিতি

জহির রায়হানের 'একুশের গল্প' চরিত হয়েছ ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'জহির রায়হান রচনাকর্ষী'র দ্বিতীয় খণ্ড থেকে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা এই গল্পে লেখক ঐক্যে মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত এক প্রাপবন্ত, উম্মাম, হুমায়ুন সহপাঠীর ছবি বে শহীদ হয় ভাষা আন্দোলনে। তুলি করে মেরে ফেলার পর পাকিস্তানি মিলিটারিরা তার লাশ নিয়ে যায়। মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাসে নর-কঙ্কালের সংগে মিলিয়ে শরীরবিদ্যা পড়ার সময়ে আবিষ্কৃত হয় সেই শহীদ সহপাঠীর কঙ্কাল।

### শব্দার্থ ও টীকা

কটি - কোমর।

কেলিটন - কঙ্কাল (Skeleton)।

স্ক্যাল - মাথার খুলি (Skull)।

টিবিয়া ফিবুলা - অক্ষাহি ও অনুজক্ষাহি (Tibia-fibula)।

এনাটমি - অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা (Anatomy)।

সোহোরা - মোটাও নয় রোগাও নয়।

কথার তুবড়ি - অনর্থক কথা।

ଭିଗମେନଗରି - ଓଡ଼ିଶାର ମୋକ୍ଷାଳ

**প্র্যাকার্ড** - প্রকাশ্যে প্রদর্শনের জন্য দেয়াল পত্র বা পোস্টার।

મગ્નુ-મંડીત અગતી - અગતીનું ટેલેગ મગ્નુ ।

বার্নার্ড শ- অর্জ বার্নার্ড শ (১৮৫৬-১৯৫০)। ইংরেজি সাহিত্যের বিখ্যাত লেখক ও নাট্যকার। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। 'ম্যান এন্ড স্প্যান ম্যান', 'সেন্ট জোয়ান' ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত নাটক।

### ■ ସଂନାମ ମହର୍କତା

তিন্ধংগা, চরণ, জোপু, আঁকাবাঁকা, মিলিটারি, সৃষ্টি, তৈরি, কাঁপা, স্বাস-প্রস্বাস, বিড়বিড়, বানার্জি শ, খোঁড়া, গেরো, হাঁটিতে, তজলী, প্রাকার্ক অক'হাং শনা এনাটিনি অগবিত।

□ नम्रनां धृष्ट्यादनि □

‘वस्तुनिर्वाचनि’ प्रश्न

२. उभूत विषय विषय की छिन्नः

ক. বই গড়া

श्री. गणेशाय नमः

श्री. यमराज जेथी

ष. मिथिला राजा

২. 'ওর মাও চিনতে পারবে না ওকে।' কারণ-

ক. অল্পার্থে তপু কন্ডালগার হয়ে গেছে।

খ. ঘটনাস্থলসমূহে উৎসস্থিত বস্তুসমূহের পরিচয়।

ଖ. ଅନ୍ଧାଳଙ୍କ ଘରକୁ ନିମ୍ନ ସିନିଆର ନିଆରା ଉପାଦାନ

ঘ. নীর্ণ্য সময় অতিক্রম হোলে নিষ্পেষণ তথা মিত্রতা এসেছে।

৩. 'রাষ্ট্রা ঠোঁটের উপর যে মৃদু হাসিটুকু মাখানো ছিল  
এখনকার অলঙ্কৃত দস্তার বিকট হাস্যের সঙ্গে তার  
কোনো তুলনাই হয় না। উদ্ভূতরা অশেষটুকু একুশের  
গল্পের কোন চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত?

20. 2008-09-01

श्री. कृष्ण

श्री. ज्ञानेश्वर

घ. जातीयता

৪. কোন জীবনের ধৃতি তপসুর অফুরাৎ আধাহ ছিল?

i. **सुशिक्षण सामयिक जीवनपरिधि**

ii. অৰ্প-ঐশ্বৰ্য্যে কেতাদানাত্ম জীবনের প্রতি

iii. প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরাপুর নির্জল জীবনের প্রতি  
নিচের কোনটি সঠিক?

क. i ও ii    খ. i ও iii    গ. ii    ঘ. iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

বৈরাচর বিরোধী আন্দোলনের শহীদ নূর হোসেনের  
পিছনে লেখা : বৈরাচর নিপাত যাক  
গণতন্ত্র মুক্তি পাক।

৫. নূর হোসেনের সঙ্গে একুশের গল্পের কোন চরিত্রের মিল লক্ষ্য করা যায়?

क. विमल

श्री. साहसिक

গ. জোখাডোয়া

४. कृतज्ञ

৬. নর হোলোনের সঙ্গে তপস্বী ঐক্যের বিষয় কোনটি?

ক, পিছনে 'গনতন্ত্র মুক্তি পাক' লেখা নিয়ে পুলিশের  
ওলিতে আত্মহত্যা

খ. 'অন্ন বাহো' বলে শ্লোগান দিতে দিতে মিলিটারি  
হস্তক্ষেপ মাত্রা হ্রাস

গ. 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই' লেখা প্র্যাকার্ড নিয়ে  
পলিশের ওলিতে আত্মহতী

ঘ, স্বৈরাচার বিরোধী মিছিলে গিয়ে পুলিশের গুলিতে আহত।

महानदी-धनुः

১. অন্যতমটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ:

মায়ের একমাত্র ছেলে সোহেব। মেধায, সংস্কৃতিমগ্ন কায়, রাজনীতি সচেতনতায় তিনি ছিলেন আলোকিত মানুষ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তার এই প্রতিভার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটে। বিধবা মা আশায় বুক বাঁধেন। কিন্তু ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধে তিনি শহীদ হন। মায়ের আশা ধুলোয় স্তব্ধ হয়। পুত্র হারানোর শোকে মা সর্বস্বান্ত বোধ করেন। কিন্তু মায়ের

মনোজগতে তৈরি হয় হারানো পুত্রের এক কল্পচিত্র। বাণিত জীবনের সকল কাজে-কর্মে, ভাব-ভাবনার তিনি তার পুত্রকে দেখতে পান। আর এই বিজ্ঞানের মহোই তার জীবন-বাণন।

ক. তপুস হাতের প্রাক্যর্ভে কী দেখা ছিল?

খ. 'ওকে চেনাই যায় না'- কেন চেনা যায় না-বাখ্যা করা।

গ. তপুকে ফিরে পেয়ে বন্ধুদের মধ্যে যে উপলব্ধি তৈরি হয় তার সঙ্গে উদ্দীপকের সম্পর্ক নির্ণয় কর।

ঘ. অনুচ্ছেদের সঙ্গে 'একুশের গল্প'র অংশ বিশেষের যে 'স্বাভাবিক লক্ষ করা যায় তার স্বরূপ-প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

২. অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ :

প্রিয় পান্না,

আমাকে তুমি বারান করেছিলে। বলেছিলে 'সত্যানের মুখের দিকে চেয়ে আমার কথা শোন- বেরো না।' আমি সেখানাম, তোমার কাছ থেকে বিনায় নিয়ে আসা সত্যি অসম্ভব। তাই পলিয়ে আসতে হলো। বাখীনতার ডাক আমার প্রাণের মধ্যে বাজছিল। সেই ডাকে সাড়া না-নিয়ে আমি যদি তোমাকে নিয়ে, বিছুকে নিয়ে সময় কাটাতেম তাহলে শান্তি পেতাম না। সারাক্ষণ অপরাধী হয়ে থাকতাম। তোমার অমানবিক কষ্ট আর লাফুনার কথা আমি জানি। আমি তোমাদের রক্ষা করতে পারলাম না। আমাকে ক্ষমা করো।

ইতি

তোমার শিশির

ক. তপুস জীর নাম কী?

খ. অনন্তকাল ধরে তপু কেমন পথে চলাতে চেয়েছিল- বাখ্যা করা?

গ. তপুস জী তপুকে মিছিলে যেতে নিষেধ করেছিল। অনুচ্ছেদের সঙ্গে সেই নিষেধের সম্পর্ক বাখ্যা করা।

ঘ. অনুচ্ছেদের সঙ্গে 'একুশের গল্প' শীর্ষক গল্পের অংশ বিশেষের বক্তব্যাক্ত যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায় তার স্বরূপ-প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

## সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

১. নিচের চিত্রটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



ক. তপুস মৃতদেহটা কারা তুলে নিয়ে গেল?

খ. তপুকে দেখতে ওর মা বা জী আসেনি কেন?— বাখ্যা করা।

গ. 'সমুদ্র-গভীর অন্তরা ধীরে ধীরে চলাতে শুরু করেছে'- উদ্দীপকের সাথে চিত্রটির সম্পর্ক নির্ণয় কর।

ঘ. 'একুশের গল্প'-এর আলোকে উদ্দীপকে চিত্রিত বিষয়টি বিশ্লেষণ কর।

## ১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) তপুস মৃতদেহটা দুজন মিলিটারি এসে তুলে নিয়ে গেল।

খ) তপু চার বছর আগে হাইকোর্টের কাছে একুশে ক্ষেত্রপানির মিছিলে মিলিটারির গুলিতে শহিদ হয়েছিল। তপু

আর তার সহপাঠীরা ছিল মেডিকেল কলেজের ছাত্র। তপু মারা যাওয়ার চার বছর পর একদিন সহপাঠীরা তার কঙ্কাল সনাক্ত করল। তখন তারা তপুস মা এবং জীকে খবর দিতে চাইল। তপুস বৃদ্ধ রাহাত ওদের বৌকে বের হয়ে গেল। দিনান্নর বৌজাহাজি

করে বিকেলে রাহাত এসে খবর নিল তাদের কাউকেই পাওয়া যায়নি। তপুর মা মারা গিয়েছেন আর তার স্ত্রীর অন্য জায়গায় গিয়ে হয়ে গেছে। মূলত এ কারণেই তপুকে দেখতে ওর মা বা স্ত্রী কেউ আসেনি।

গ) মহান ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে জহির রায়হান তাঁর 'একুশের গল্প' শীর্ষক ছোটগল্পটি রচনা করেছেন। বাংলা ভাষার ন্যায্যতা উপেক্ষা করে 'তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী' উর্দুকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার যে ঘৃণ্য চক্রান্ত করছিল তার প্রতিবাদে বাঙালি জাতি সৈনিক বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সেই উত্তাল সময়ের কোনো এক সন্ধিক্ষণ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের বাইরে সবুজ মাঠে সমবেত হয়েছিল অগণিত মানুষ। এক সময় জনতার সমাবেশ জনসমুদ্রে রূপান্তরিত হয়। মাক্কাভার প্রতি সুপকীর মনত্ববোধে কীর্তান হয়ে উত্তাল জনতা এক সময় রাজপথে মিছিল শুরু করে। জনতার বিশাল ঢল দেখে তপুর মনেও সৈনিক জাতীয়তাবোধ আর দেশপ্রেম জন্মিত হয়েছিল। সে জাতীয়তাবোধ আর দেশপ্রেমে উত্ত্বজ হয়েই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সেও সৈনিক যোগ দিয়েছিল উত্তাল জনতার মিছিলে। উদ্দীপকে আমরা সে ধরনেরই একটি মিছিল প্রত্যক্ষ করছি। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' লেখা প্র্যাকার্ড নিয়ে তপুর মতোই তরুণরা মিছিল নিয়ে রাজপথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। এ মিছিলে অশেছাত্রছাত্রী লোকের সংখ্যা ছিল সমুদ্রের বিশাল জলরাশির মতোই অগণিত। তাই লেখক একে সমুদ্রপকীর জনতা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ঘ) বাংলাদেশের জাতীয় জীবনের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে জহির রায়হানের 'একুশের গল্প' শীর্ষক গল্পটি রচিত।

এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র তপু। ভাষা আন্দোলনের এক মিছিলে তপু গুলিবিদ্ধ হয়। ওর কপালের ঠিক মধ্যখানে একটি গুলি লাগে। তপু তখন রাজ্য ছুটিয়ে পড়ে। তার রুমমেট নুজনের চোখের সামনে থেকে তাকে মিলিটারিরা তুলে নিয়ে যায়। এরপর তপুর আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। তপু চিরতরে হারিয়ে গেছে এই বাস্তবিক সত্যটাই সকলে মেনে নিয়েছিল। তপুর কক্ষে খালি সিটে নতুন ছাত্র আসে। মেডিকেলের ছাত্রদের 'এনাটিম' বিষয়টি কইয়ের তথ্যের সঙ্গে মানব শরীরের কক্ষালের বিভিন্ন অংশ মিলিয়ে পড়তে হয়। তাই প্রত্যেক ছাত্রকেই একটি করে নরকন্ডাল জোপাত্ত করতে হয়। নবাগত ছাত্রটিও একটি কন্ডাল জোপাত্ত করেছিল। একদিন সকালে 'এনাটিম' পড়তে গিয়ে ছাত্রটি মাথার খুলির সঙ্গে পড়্রা মিলিয়ে দেখছিল। হঠাৎ সে দেখল খুলিটির কপালের মধ্যখানে একটি ফুটো। বিষয়টি সে রুমমেট রাহাতকে জানালে সে উঠে এসে খুলিটি হাতে নিয়ে চমকে ওঠলো। এটি তপুর মাথার খুলি বলে তাদের সন্দেহ হলো। তপুর বাম পাটা দুইধি খাটো ছিল, এ জন্য সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটত। তাই ওরা তখন হুড়ি থেকে সম্পূর্ণ কন্ডালটা বের করে পাটা মিলিয়ে দেখল। ওরা নিশ্চিত হলো এটি তপুরই কন্ডাল। তপুর এ পরিণতি বা এমনভাবে কিরে আসা ওরা কেউ কামনা করেনি। অমর একুশের ভাষা আন্দোলনে যারা জীবন দিয়েছিলো তাদের সবাইকে হয়তো তপুর মতোই পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে। তাই তাদের প্রতি সব সময় আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত।

## ২. নিচের চিত্রটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



ভাষা আন্দোলনের মিছিল থেকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তপুর সহপাঠী রাহাত তার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বাংলাকে

ক. তপুকে মিছিল যেতে কে বাধা দিয়েছিলো?

খ. রাহাত তপুর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছিল কেন?

গ. শহীদ মিনারের সাপে একুশের গল্পের যোগসূত্র নির্ণয় কর।

ঘ. 'একুশের গল্প'-এর আলোকে উদ্দীপকের চিত্রটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

### ২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) তপুকে তার স্ত্রী রেনু মিছিলে যেতে বাধা দিয়েছিলো।

খ) ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত জহির রায়হানের কালজয়ী ছোটগল্প 'একুশের গল্প'-এর প্রথম চরিত্র তপুকে তার স্ত্রী রেনু ভাষা আন্দোলনের মিছিল থেকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তপুর সহপাঠী রাহাত তার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বাংলাকে

## একুশের গল্প

রষ্ট্রীজ্ঞা করার দাবিতে সেদিন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সামনের সবুজ চত্বরে অগণিত লোক সমবেত হয়েছিল। তারা যখন মিছিলের উদ্যোগ নেয় তখন তাতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের অন্যান্য ছাত্রদের সাথে তপু ও তার সহপাঠীরাও যোগ দিতে উদ্যত হয়। এ সংবাদ পেয়ে রেণু উৎকণ্ঠিত অবস্থায় তপুর কাছে এসে তাকে মিছিলে যোগ না দিয়ে বাড়ি চলে যেতে অনুরোধ করে। তপু এতে সম্মত না হয়ে তাকেও মিছিলে অংশগ্রহণ করতে বলে। এরপরও রেণু যখন তপুকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য জোরাজুরি শুরু করে তখন এর প্রেক্ষিতেই তপুর সহপাঠী রাহাত রেণুর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

গ) জহির রায়হান রচিত ‘একুশের গল্প’-এর পটভূমি ১৯৫২ সালের ‘অধ্যাপক আন্দোলন’। এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র তপু সফল সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করে মাতৃভাষা বাংলাকে রষ্ট্রীজ্ঞা করার দাবিতে নিজের জীবন বিসর্জন দেয়।

মেডিকেল কলেজের ছাত্র তপু ছিল সহপাঠীদের মধ্যে সবার ছোট। একদিন সকালে তপু, রাহাত ও গল্পকথক সৈখতে পায় তাদের হোস্টেলের বাইরে সবুজ মাঠে হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ। জের হতেই সবাই সেখানে জড়ো হইছিল। এদের কারো হাতে ছিল প্র্যাকার্ড, কারো হাতে ট্রোগান সেবার চূড়ো আবার কারো হাতে ছিল লাঠিতে খোলাসো রক্তাক্ত জামা। ‘রষ্ট্রীজ্ঞা বাংলা চাই’ ট্রোগানে চারপাশ ঘুরবিত হয়ে ওঠে। তপু এক তার বন্ধুরাও যোগ দেয় সমুদ্র গভীর জনতার মিছিলে। তপুরের মিছিলটি যখন হাইকোর্টের মোড়ে এসে পৌঁছায় সে সময় মিলিটারির হৌড়া একটি গুলি এসে লাগে তপুর কপালের তিক মাঝখানে। কপালের সেই গর্ত থেকে নির্ভরহীন মতো রক্ত বরফে থাকে। রক্তপথ রক্তিত করে তপু মাটিতে ছুটিয়ে পড়ে। ‘একুশের গল্প’-এর তপু চরিত্রটি বাস্তব না হলেও ১৯৫২ সালে সারাদেশব্যাপী বাংলাকে রষ্ট্রীজ্ঞা করার জন্য যে আন্দোলন শুরু হয়, তাতে তপুর মতো অনেক ছাত্র ও সাধারণ জনতা অংশ নিয়ে মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শহীদ হন। তাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জ্ঞাতাই পড়ে তেলা হয় শহীদ মিনার। উন্মীপকের শহীদ মিনারটি তারই প্রতীক।

সূত্রাং, নিচলস্পেহে এ কথা বলা যায় যে, উন্মীপকের শহীদ মিনারের সাথে একুশের গল্পের একটি গভীর ও নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে।

ঘ) প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার ও কথাসাহিত্যিক জহির রায়হান রচিত ‘একুশের গল্প’ বাংলাদেশের ছোটগল্পের শাখায় এক অনন্য সংযোজন। ১৯৫২ সালের অধ্যাপক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে রচিত গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র তপু আমাদের মনের পর্দায় এতটো জীবন্ত হয়ে ওঠে যে তা বাস্তব সত্যকেও ছাড়িয়ে যায়।

১৯৪৮ সালে পাকিস্তান সরকার যখন বোম্বা দেয় যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রষ্ট্রীজ্ঞা, তখন থেকেই বাংলাকে রষ্ট্রীজ্ঞা করার দাবিতে আন্দোলন দালা বাঁধতে শুরু করে। এরপর ১৯৫২ সালে পুনরায় যখন বোম্বা দেয়া হয়, উর্দুই হবে সমগ্র পাকিস্তানের একমাত্র রষ্ট্রীজ্ঞা, তখন সমগ্র বাঙালি জাতি এই বোম্বার প্রতিবাদে রাজ্য নেমে আসে। মিলিটারি আর পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায় শালাম, রক্তিক, বরকত, জকারলাহ নাম না জানা অনেকের। আহতাত্যাপী সেই ভাষা-শহীদরাই ছিলো এনেছে আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে। জহির রায়হান রচিত ‘একুশের গল্প’ ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতেই লেখা। মেডিকেলের ছাত্র তপু, রাহাত ও গল্পকথক ও সেদিন মিছিল যায়। প্র্যাকার্ড হাতে পত্র ট্রোগান দেয় ‘রষ্ট্রীজ্ঞা বাংলা চাই’। কিন্তু মিলিটারির গুলি লাগে ওর কপালে। সেবার থেকে বরফে থাকে নির্ভরহীন মতো রক্তপায়া। তপু সবার মাঝ থেকে হারিয়ে যায়। কিন্তু চার বছর পর আবার ফিরে আসে তপুরই হোস্টেলের সিটে আসা আরেক ছাত্রের কাছে থাকা নরকঙ্কালের মধ্য দিয়ে।

শালাম, বরকত, রক্তিক, জকারলাহ নাম না জানা অসংখ্য শহীদদের আহতাত্যাপের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি উন্মীপকে চিহ্নিত আমাদের শহীদ মিনার। প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি এই মিনারে ফুল দিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা সম্মান প্রদর্শন করা হয়। শহীদ মিনারের মধ্য দিয়ে ভাষা-শহীদদের বার বার আমাদের চেতনায় উপস্থিত হয়। তারা অমর-অক্ষয়। তাঁদের মৃত্যু নেই। তারা যেকোনো সময় যেকোনো রূপে আমাদের মাঝে ফিরে আসতে পারে। তবে তাদের এ ফিরে আসার বিষয়টি সবচেয়ে বেশি ব্যাকানাম হয়ে ওঠে শহীদ মিনারের মাধ্যমে। বিশেষ করে একুশে ফেব্রুয়ারি এলে শহীদ মিনারকে ফুলে ফুলে সাজিয়ে আমরা যেভাবে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি তাতেই তারা যেন নতুন করে জীবন্ত হয়ে ওঠেন। শহীদ মিনারের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রিয় ভাষা শহীদপথ এজাবেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের অনন্তকাল তাদের আহতাত্যাপ ও অজিতের কথা বোঝা করবে।



৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১৯৫২ সালের কথা। শ্যামল তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। অলো ছাত্র হওয়ার সে কোনো কামেলার জড়াতো না। কিন্তু ঢাকা সে সময় আন্দোলনে উত্তল। ৫২-এর একুশে ফেব্রুয়ারি সে তাই পড়ার টেবিলে বসে থাকতে পারেনি। প্রোগ্রাম দিতে দিতে সেও সবার সাথে এগিয়ে যায় মিছিলে। পুলিশ মিছিলে গুলি চালালে সে নিহত হয়। কিন্তু তার গুলিবিদ্ধ লাশ আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ক. তপুকে শেখবার কোথায় দেখা গিয়েছিল?

খ. তপুকে চেনা করিন ছিল কেন?

গ. উদ্দীপকের শ্যামল চরিত্রের সঙ্গে 'একুশের গল্পের' তপু চরিত্রের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নির্ণয় কর।

ঘ. শ্যামলকে খুঁজে না পাওয়ার আলোকে 'একুশের গল্প'-এর রাজনৈতিক বাস্তবতা বিশ্লেষণ কর।

### ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) তপুকে শেখবার মিছিলের অগ্রভাগে প্র্যাকার্ড হাতে হাইকেটের মোড়ে দেখা গিয়েছিল।

খ) কল্লারূপে তপুকে আবিষ্কার করা হয়েছিল বলেই তাকে চেনা করিন ছিল। একদিন সকালে গল্পকথকের নতুন রুমমেট এনাটমির পাঠা উল্টানোর সময় টেকির নিচে রাখা কেলিসিনের কাল বের করে পড়ার সাথে মেলাবার সময় সেখান থেকে সে, সেই কালের কপালের মাঝখানে একটি গর্ত। এ কথা শুনে গল্পকথক চমকে ওঠে। তারপর বাঁ পায়ের ডিবিয়া ফেধুলাটা সেখান থেকে তারা নিশ্চিত হয় এটা তপুর কল্লা। কেননা, তাদের রুমমেট তপুর বাঁ পায়ের হাড়টা ভান পা থেকে দুইঞ্চি ছোট ছিল। আর ভাষা আন্দোলনে যোগ দিয়ে সে যখন গুলিবিদ্ধ হয়, তখন সেই গুলিটা তার কপালেই লেগেছিল। তাই পা ও কপালের এ চিহ্ন দুটি ছাড়া তাকে চেনার কোনো উপায় ছিল না। এ কারণেই তপুকে চেনা খুব করিন ছিল।

গ) সমাজ সচেতন কথাসাহিত্যিক অহির রায়হান তাঁর 'একুশের গল্প' বাছুরর ভাষা আন্দোলনের এক উত্তল চিত্র তুলে ধরেছেন। সেদিনের সেই আন্দোলনে অঘর দাবীত গ্রাণ দিয়েছিল উদ্দীপকের শ্যামল এবং গল্পের তপু।

বালাকে রঈতভাষা করার দাবিতে ১৯৫২ সালে ঢাকার রাজপথে ছাত্র-জনতার যে বিশাল ঢল নেমেছিল তপু হচ্ছে সেখানে অংশগ্রহণকারী ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের একজন সার্থক প্রতিনিধি। অপরদিকে শ্যামল হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিছিলে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের প্রতিনিধি। তারা দুজনেই ছাত্র এবং তরুণ। দুজনেই দেশকে ভালোবাসতো এবং ভালোবাসতো মাতৃভাষাকে। তাদের দেশপ্রেম ও সমাজচেতনার পাশাপাশি রাজনৈতিক চেতনা ছিল একই বৃদ্ধে বাঁধা। তাই তো দুজনেই জীবনের মায়াকে তুচ্ছ করে বালাকে রঈতভাষা করার আন্দোলনে যোগ দেয় এবং শহীদ হয়। এদিক থেকে তারা দুজনেই আমাদের ভাষা শহীদদের সার্থক প্রতিনিধি হয়ে ওঠেছেন। তবে এদের একজন অর্থাৎ তপু ছিল চমক ও চটপটে স্বভাবের। এ ধরনের স্বভাবগত বৈপরীত্যের পরও মাতৃভাষাচর্চা ও দেশাঙ্ঘবোধের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিলো না।

ঘ) সমাজসচেতন বাস্তববাদী কথাসাহিত্যিক অহির রায়হানের 'একুশের গল্প'-এর প্রেক্ষাপট ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন। মাতৃভাষা বালাকে রঈতভাষা করার এ আন্দোলনে গ্রাণ দিয়েছিল শ্যামল ও তপুর মতো বেশ কজন তারা তরুণ।

শ্যামল ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র। অলো ছাত্র হওয়ার কোনো কামেলার সে জড়াতো না। তা সত্ত্বেও মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার দাবিতে ২১ ফেব্রুয়ারির মিছিলে যোগ দেয় সে। কিন্তু মিছিলে মিলিটারিরা গুলি চালালে সে শহীদ হয়। পঠিত গল্পের তপুও বন্ধুদের নিয়ে জী রেডুর সকল অনুর-আখার উপেক্ষা করে মিছিলে অংশগ্রহণ করে। কার্জন হলোর কাছাকাছি মিছিলটি এগিয়ে গেলে মিলিটারিরা মিছিলের উপর গুলি বর্ষণ করে। গুলি তপুর কপাল ছিন্ন করে বেরিয়ে যায়। মরে যায় তপু। মিলিটারিরা তার লাশ গুম করে ফেলে। এ জন্য তপুর বন্ধুরা তপুর লাশ নিয়ে আসতে পারেনি।

উদ্দীপকের শ্যামলের ও ফিরে না আসার কারণ ঐ একটিই। শ্যামলকে খুঁজে না পাওয়া- সেই সমাবাস্তবতারই অংশ। সেদিন একুশের মিছিলে গিয়ে তপু ও শ্যামলের মতো অনেকের আর ফিরে আসেনি। তারপরও তারা আমাদের দেশ ও আত্মার গৌরব।

৪. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বৃদ্ধা হোসেনে আরো ছেলের কাছে ভর দিয়ে গুটি গুটি পায়ে শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে এলেন। শরীর ভালো নেই তার, ভালো নেই মনটাও। স্বামীর কথা মনে পড়ছে তার। সেই কত বছর আগের কথা। তবু মনে হয় এই তো সেদিন। ছাত্রনেতা আশফাক হোসেন বাংলাকে রষ্ট্রভাষা করার দাবিতে জলমত তৈরি করে ভাষা আন্দোলনের জাক দেন। হোসেনে আরো একমাত্র ছেলের কথা শুনে স্বামী আশফাক হোসেনকে আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াতে বলেন। কিন্তু তিনি তা শোনেন নি। কাংসেতে উত্তেজিত হয়ে পুত্রের মাথায় হাত দিয়ে তিনি বলেছিলেন-‘বাংলাই হবে আমার সন্তানের রষ্ট্রভাষা।’ এরপর বিধ্বংসিত হয়ে বেরিয়ে যান তিনি। এরপর আর কোনো দিন তিনি ফিরে আসেন নি।

ক. তপূর হাতের প্রাকর্ষে কী লেখা ছিল?

খ. ‘পলকহীন চোখঝোড়া দিয়ে অক্ষর ফোয়ারা নেমেছিল তার’- উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত হোসেনে আরার সাথে ‘একুশের গল্প’ এর তপূর মায়ের চরিত্রের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ‘একুশের গল্পের’ মূল চেতনা বিশ্লেষণ কর।

### ৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) তপূর হাতের প্রাকর্ষে লাল কালিতে লেখা ছিল, ‘রষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।’

খ) অহির রায়হানের ‘একুশের গল্প’ থেকে নেয়া আলোচ্য উক্তিটিতে তপূর আকস্মিক অবসাদ মৃত্যুতে তার স্ত্রী রেণুর মানসিক অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। কলহে অর্জিত বহুখালেক পর তপু ভালোবেসে নিয়ে করে আত্মীয়্য কেন্দ্রে। হাসি, আনন্দে তাদের সম্প্রত্য জীবন ভালোই কাটিছিল। স্ত্রীর নিষেধ উপেক্ষা করে তপু ভাষা আন্দোলনের মিছিলে বোশ দেয় এবং গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হয়। মৃত্যুর পর মিলিটারিরা তার লাশ গুম করে ফেলে। আকস্মিক এ ঘটনার দীর্ঘকাল রেণু নিম্পলক চোখে শুধু তাকিয়ে থাকে। দুর্ভাগ্য থেকে একটানা শুধু অক্ষর খরচে থাকে তার। অধিক শোক সে যেন পাখর হয়ে যায়। তার এ শোকের গভীরতা বুঝাতেই আলোচ্য উক্তিটি করা হয়েছে।

গ) উদ্দীপকের হোসেনে আরার স্বামী ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনে শহীদ হয়েছে। তার স্বামীর লাশ পাওয়া যায়নি। একমাত্র পুত্রের কথা শুনে স্বামীকে আন্দোলন থেকে সরে আসতে বলেছিল। কিন্তু ভাষা শহীদ স্বামী আশফাক হোসেন তার কথা উপেক্ষা করে সন্তানের অন্য রষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার বিজয় ছিনিয়ে আনতে গিয়েছিলেন। বাংলাভাষা ও বাঙালির জয় এনেছে কিন্তু ফিরে আসেননি আশফাক হোসেন। স্বামীর স্মৃতি তুলে নিয়ে পুত্রের হাত ধরে হোসেনে আরো জীবনের দুর্গম পথ পাড়ি দিয়েছে। আজ বয়সের ভারে মুছে পড়লেও স্বামীর স্মৃতি তার অন্তরে জ্বলন হয়ে আছে। অন্যদিকে, অহির রায়হানের একুশের গল্পে ভাষা শহীদ তপূর মাকে পাই। গল্পে তার উপস্থিতি স্বল্প হলেও উজ্জ্বল। মেডিকেল ছাত্র তপূর মৃত্যুর পর তার মা এসে হোসেনকে গড়াগড়ি দিয়ে বঁেঁকেছিলেন। সন্তানহারা মায়ের সেদিনের সে আতর্জনাল সবাইকে আবেশে আব্রুত করে। চার বছর পর তপু কন্ডাল হয়ে ফিরে আসলেও তখন কিন্তু তার মা মারা গেছে। উদ্দীপকের মা হোসেনে আরো একুশের ভাষা শহীদের স্ত্রী। সন্তানের দুর্গম দিকে চেয়ে আজও বঁেঁচে আছেন। অন্যদিকে, ‘একুশের গল্পের’ তপূর মা ভাষা শহীদ তপূর অনাী। সন্তানের শহীদ হওয়ার চার বছরের মধ্যে তারও মৃত্যু হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে মিল হলো উভয় মা’ই ভাষা শহীদ এবং ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত।

ঘ) উদ্দীপকের হোসেনে আরার জীবনপাথা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত। স্বামী আশফাক হোসেন তৎকালীন সময়ের ছাত্রনেতা ছিলেন। বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে বাঙালির রষ্ট্রভাষার করার সিদ্ধান্তকে অমান্য করে বাঙালিরা যে আন্দোলন গড়ে তোলেন আশফাক হোসেন তার সক্রিয় সদস্য। স্ত্রীর নিষেধ উপেক্ষা করে তিনি অন্যায় দিলের সন্তানের অন্য বাংলাকে রষ্ট্রভাষা করার প্রত্যয়ে আন্দোলনে কাঁপিয়ে পড়েন। মিলিটারিরা মিছিলে গুলি চালিয়ে আন্দোলন ত্ত্ব করে দিতে চেয়েছিল,

পারেনি। আশফাকদের মতো অনেক জানা-অজানা ভাষা শহীদের জীবন ও লাশের বিনিময়ে মাক্কায়া বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়। ২১ফেব্রুয়ারির চেতনাদীপ্ত এই গৌরবময় ইতিহাসই অহির রায়হানের 'একুশের গল্পে' প্রকাশ পেয়েছে। গল্পের অন্যতম চরিত্র তপুর মাকে নাম না জানা ভাষা শহীদের চেতনা উদ্ভীষিত হয়ে উঠেছে। মেডিকেল কলেজের তিন মেধাবী তরুণের প্রথময় কাহিনী পঠিত গল্পে বারাদার ইতিহাসকে কালোস্তীর্ণ মহিমা দান করেছে। তাদের মধ্য থেকে তপুর মতো শহীদরা ভাষা আন্দোলনের এই চেতনাকে আজও অনন্য মহিমায় বহমান রেখেছে। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, চেতনাপাশ দিক থেকে উপর্যুক্ত উদ্দীপক ও একুশের গল্প আমাদের ভাষা আন্দোলনের মহিমাকে অনিবার্য শিখার মতো চির প্রজ্জ্বলিত করে রেখেছে।

৫. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মনোয়ার হোসেন সেমিনারে বক্তৃতা শেষে ক্রান্ত বোধ করেন। 'বাংলা ভাষার ইতিহাস ও ঐতিহ্য' বিষয়ক বক্তৃতা তাকে আবারও ১৯৫২এর ভাষা আন্দোলনের রক্তক্ষয়ী স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়েছে। ব্যসের অরে নুয়ে পড়া মনোয়ার হোসেন বসানে দুঃখিত। তিনি ভাষা আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ২১ফেব্রুয়ারির সেই রক্তক্ষয়ী দিনটি আজও তার স্মৃতিতে অগ্নান। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান দিয়ে মিছিলটি শুরু হলে পুলিশের আক্রমণে ছাত্রজনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। অনেকের মতো মনোয়ার হোসেনও বাঁচার জন্য দৌড়াতে থাকে। গুলিবিদ্ধ বোঁড়া পাটি আজও সেদিনের চিহ্ন বহন করে চলেছে। সেদিন দৌড়াতে দৌড়াতে এক সময় বাত্ম ফিরিয়ে দেখেন, পেছনে দূরে সরোজের রক্তাক্ত শরীর মাটিতে পড়ে আছে। ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েও পারেন নি। আজও বহু সরোজের লাশের স্মৃতি তাকে যন্ত্রণাবদ্ধ করে। শীতলা দেয়।

ক. মিছিলের সময় তপুর হাতে কী ছিল?

খ. কোন দুঃসহ বেনদার রেনু নিখর হয়ে গিয়েছিল? কেন?

গ. মনোয়ার হোসেনের সাথে 'একুশের গল্পের' তপু চরিত্রের মিল-অমিলটুকু কতলে ধর।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে 'একুশের গল্পের' প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ কর।

### ৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) মিছিলের সময় তপুর হাতে ছিল একটি মস্ত প্রাচীর।

খ) কথা সাহিত্যিক অহির রায়হানের 'একুশের গল্পে' ভাষা শহীদ তপুর স্ত্রী রেনু। মেডিকেল কলেজে অর্জিত বহুর বাসেক পর তপু ভালোবাসে নিয়ে করে আত্মীয়া রেনুকে। দোহারা গড়ন, ছিপছিপে কটি আর আপেল রঙের রেনু প্রায়ই তপুর সাথে দেখা করতে মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাসে আসতো। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে তপু মিছিলে যেতে চাইলে রেনু বাধা দেয়। কিন্তু তাকে উপেক্ষা করে তপু বহুরের নিয়ে মিছিলে যোগ দেয়। মিছিলে মিলিটারির গুলিতে তপু শহীদ হয়। স্বামীরা এ অকাল মৃত্যুতে দুঃসহ বেনদার রেনু নিখর হয়ে গিয়েছিল।

গ) উদ্দীপকের মনোয়ার হোসেন ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগানে লুথর মিছিলে বহুরের সাথে তিনিও ছিলেন। অকস্মাৎ মিলিটারির গুলিতে মিছিলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। মনোয়ার হোসেনের পায় গুলি লাগে। তার বহু সরোজ সেদিন মিছিলে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন। মনোয়ার হোসেন বহুর লাশটি আনতে চেষ্টাও পারেন নি। সেই বহুর কথা ভেবে আজও তিনি কষ্ট পান। বাংলা ভাষার ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক সেমিনারের বক্তৃতার পর ব্যসের অরে নুয়ে পড়া মনোয়ার হোসেন ভাষা আন্দোলনের সেই দিনগুলো এবং বহুর কথা মনে করে আবেগান্বিত হয়ে পড়েন। অন্যদিকে, অহির রায়হানের 'একুশের গল্পে' তপুর বেনদারবির ঘটনা পাঠকদের ভাষা আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মেডিকেল কলেজের ছাত্র তপু এবং তার বহুরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বতর্গুরুত্বভাবে মিছিলে যোগ দেয়। তপু

নববিবাহিতা স্ত্রীর কথা অগ্রাহ্য করে ছুটে যায় মিল্লিঙ্গে। অকস্মৎ মিলিটারিসের গুলিতে সে লাশ হয়ে যায়। মিলিটারিরা তপুর লাশ ভ্রম করে দেয়। নাটকীয়ভাবে চার বছর পর নবাগত মেডিকেল কলেজের ছাত্রের সঙ্গে থাকা নরকন্ডালটি তপু কন্ডাল হিসেবে সনাক্ত হলে তপু এ জিরূপে ফিরে আসা তার বন্ধুদের আবেগাপ্ত করে তোলে। উদ্দীপকের মনোয়ার হোসেন এবং গল্পের তপু উভয়েই ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য। অতীতের সেই গৌরবময় অধ্যায়ের নিরব সাক্ষী হয়ে মনোয়ার হোসেন আজও এক ধরনের কষ্টবোধ নিয়ে বেঁচে আছেন। অপরদিকে 'একুশের গল্পের' তপু হাজারো পাঠক হৃদয়ে ভাষা শহীদদের মর্মানা নিয়ে অমর হয়ে আছে। এদিক থেকে উভয় ক্ষেত্রেই একটি অন্তর্নিহিত মিল থাকলেও একজন এখনও জীবিত এবং অপরজন শহীদ হিসেবে চিহ্নিত আছে।

ঘ) উদ্দীপক ও কথ্য সাহিত্যিক জহির রায়হানের 'একুশের গল্পের' প্রেক্ষাপট এক ও অভিন্ন। উদ্দীপকের মনোয়ার হোসেন ও পঠিত গল্পের তপু উভয়েই বন্ধুদের সাথে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছিলেন। ২১শে ফেব্রুয়ারি 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' মিছিলে তারা সামিল হয়েছিল। হঠাৎ মিলিটারিসের গুলিতে মনোয়ার হোসেনের বন্ধু সরোজ শহীদ হয়। পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মনোয়ার হোসেন বেঁচে যায়। আজও পায়ে গুলির সেই চিহ্ন, বুকে ভাষা আন্দোলনের চেতনা নিয়ে তিনি বেঁচে আছেন। পঞ্চাষের, জহির রায়হানের 'একুশের গল্প' ও ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত। মেডিকেল ছাত্র তপু, তার বন্ধু রাহাত ও গল্প কথকের জীবনের কল্পিত কাহিনীতে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস পাঠক হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। তপু তার স্ত্রী রেনুর নিষেধ উপেক্ষা করে মিছিলে যায় এবং কপালে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হয়। মিলিটারিরা তার লাশ ভ্রম করে ফেলে। চার বছর পর নবাগত মেডিকেল ছাত্রের অধ্যয়নের অনুবর্তী নরকন্ডালের কালের ছুটো ও অসমান দুটি পায়ের হাড় লেখে রাহাত ও গল্পকথক বুঝতে পারে, কন্ডালটি তাদের চিরচেনা, প্রিয় বন্ধু তপুর। বিষাদের ছায়া তাদের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে। এভাবেই উদ্দীপক ও পঠিত গল্পে নব অঙ্গিকে ১৯৫২-এর ২১ ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের গৌরবময় ইতিহাস উজ্জলিত হয়ে ওঠেছে।

### ● বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- জহির রায়হানের অন্য কত খ্রিস্টাব্দে ?  
 ক) ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে      খ) ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে  
 গ) ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে      ঘ) ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে
- জহির রায়হানের অন্য কোন জেলায় ?  
 ক) ঢাকা      খ) ফেনী  
 গ) মানিকগঞ্জ      ঘ) বরিশাল
- জহির রায়হানের খ্যাতির সূচনা হয়েছিল কী হিসেবে ?  
 ক) চলচ্চিত্রকার হিসেবে      খ) গল্পকার হিসেবে  
 গ) প্রাণবিক হিসেবে      ঘ) কবি হিসেবে
- জহির রায়হান অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন কোন ক্ষেত্রে ?  
 ক) চলচ্চিত্র নির্মাণে      খ) ছোট গল্প রচনায়  
 গ) উপন্যাস রচনায়      ঘ) কাব্য রচনায়
- নিচের কোনটি জহির রায়হানের উপন্যাস?  
 ক) জীবন থেকে নেয়া      খ) আরেক ফায়ুন  
 গ) নিরঙ্কর      ঘ) সটপ জেনোসাইড
- জহির রায়হানের 'একুশের গল্প' কত সালে প্রকাশিত হয় ?  
 ক) ১৯৫২ সালে      খ) ১৯৮১ সালে  
 গ) ১৯৮২ সালে      ঘ) ১৯৮৩ সালে
- লেখক সাহিত্যে এক ধরনের সত্যকে তুলে ধরেন।  
 তাকে বলে -  
 ক) শিল্প সত্য      গ) বাস্তব সত্য  
 গ) কল্পিত সত্য      ঘ) অদেয়িক সত্য
- তপুকে কত বছর আগে দেখা গিয়েছিল?  
 ক) দুই বছর      খ) চার বছর  
 গ) তিন বছর      ঘ) পাঁচ বছর
- তপু কোথায় পড়ালেখা করত?  
 ক) বিশ্ববিদ্যালয়ে      খ) মেডিকেল কলেজে  
 গ) কলেজে      ঘ) স্কুলে
- তপু কত বছর রাহাতদের সাথে ছিল?  
 ক) এক বছর      গ) তিন বছর  
 ঘ) দুই বছর      ঘ) চার বছর

১১. তপু ও তার বহুরা কখন বিধানা ছেড়ে উঠতো?

- (ক) সূর্য ওঠার পর (খ) ফজরের আযনের সময়  
(গ) কাক ডাকা ভোরে (ঘ) সকাল ৯ টায়

১২. তপু ও তার বহুরা কাকা নাথান ক্লাসে যেত ?

- (ক) ৮ টা (খ) ১০ টা  
(গ) ৯ টা (ঘ) ১১ টা

১৩. বিকেলটা তপুদের কেমন করিতো?

- (ক) ব্যস্ততার (খ) আশ্বসেখিত  
(গ) বিষন্নতার (ঘ) অসমান-স্বর্তিতে

১৪. তপু কাকে বিয়ে করেছিল?

- (ক) নসিকে (খ) মনিকে  
(গ) বেদুকে (ঘ) নেনুকে

১৫. তপুর কী নথ ছিল ?

- (ক) ডাক্তার হওয়ার (খ) শিক্ষক হওয়ার  
(গ) বিদেশ যাবার (ঘ) মিণিটারিতে যাবার

১৬. তপু কী ধরনের জীবন যাপনের 'বপু' দেখেতো?

- (ক) অকাজমকপূর্ণ জীবন (খ) অভিজাত জীবন  
(গ) সাধারণ জীবন (ঘ) বনেদি জীবন

১৭. ডাক্তারি পাস করে তপু কোথায় জীবন যাপন করার বপু দেখত ?

- (ক) গ্রামে (খ) বিদেশে  
(গ) শহরে (ঘ) সমুদ্রে

১৮. যে লোকটি বার্নার্ড শ হতে চেয়েছিল, সে কীভাবে মারা যায়?

- (ক) আত্মহত্যা করে (খ) গাড়ির তলার পড়ে  
(গ) ট্রেনের তলার পড়ে (ঘ) ট্রামের তলার পড়ে

১৯. জর্জ বার্নার্ড শ কত সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ?

- (ক) ১৮৫৬ সালে (খ) ১৯৫০ সালে  
(গ) ১৯২৫ সালে (ঘ) ১৯৫২ সালে

২০. "মান এড সুপার ম্যান" নাটকটির নাট্যকার কে?

- (ক) শেক্সপিয়র (খ) জর্জ বার্নার্ড শ  
(গ) এলিয়াট (ঘ) মিল্টন

২১. অতথিত লোকের জীভু জমেছিল সেদিন ১-কোন দিনের কথা বলা হয়েছে?

- (ক) ১৪ আগস্ট, ১৯৪৭ (খ) ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২  
(গ) ৭ মার্চ, ১৯৭১ (ঘ) ২৬ মার্চ, ১৯৭১

২২. প্রোথাস মিছিল কে ?

- (ক) রাহাত (খ) লেখক  
(গ) তপু (ঘ) রেণু

২৩. 'রাহাত'বা বাংলা চাই' লেখা প্রকাশ্যে কীর হাতে ছিল ?

- (ক) লেখকে (খ) তপুর  
(গ) রাহাতের (ঘ) রেণুর

২৪. 'আমরা এতটুকুও নাড়লাম না, বাধা দিতে পারলাম না।' - এ কথাটা মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে-

- (ক) বিনম্রতা (খ) আকস্মিকতা  
(গ) অপারগতা (ঘ) গুরুত্বহীনতা

২৫. 'তপু না মরে আমি মরলেই জলা হতে- কথাটি কে বলেছিল?

- (ক) রাহাত (খ) নাজিম  
(গ) লেখক (ঘ) নানু

২৬. তপুর গরম কোটটা কোথায় ছিল ?

- (ক) লেখকের সুটকেসে (খ) রাহাতের সুটকেসে  
(গ) নাজিমের সুটকেসে (ঘ) তপুর সুটকেসে

২৭. তপুর নিটে যে ছেলোটি এসেছিল, সে কতদিন ছিল ?

- (ক) ২ বছর (খ) ৪ বছর  
(গ) ৩ বছর (ঘ) ৫ বছর

২৮. রাহাতদের নতুন ক্রমমেটে ছেলোটি কেমন 'বস্তাবের' ?

- (ক) হলিথুশি (খ) গোমরা  
(গ) বসমেজাজি (ঘ) জেপি

২৯. তপুকে প্রথম কে চিনতে পেরেছিল ?

- (ক) লেখক (খ) নাজিম (গ) নানু (ঘ) রাহাত

৩০. তপুর মা ও বউকে তপুর পুরাণামনের খবর কে দিতে গিয়েছিল ?

- (ক) তপু নিজে (খ) রাহাত (গ) নাজিম (ঘ) নানু

৩১. জহির রায়হানের আসল নাম কী ?

- (ক) মোহাম্মদ অহিহা ইসলাম  
(খ) মোহাম্মদ জহির রায়হান  
(গ) মোহাম্মদ অহিহা হক  
(ঘ) মোহাম্মদ অহিহা হাছ

৩২. সমাজ জীবনের নানা বৈষম্য অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে জহির রায়হান কলম ধরেছিলেন-

- (ক) নীতিবোধ থেকে  
(খ) প্রতিবাদী চেতনা থেকে  
(গ) শিল্পী দায়িত্ববোধ থেকে  
(ঘ) সংস্রাবী চেতনা থেকে

৩৩. জহির রায়হান কত তারিখে নির্বোধ হন ?

- (ক) ১৯৭১ সালের ৩০ জানুয়ারি  
(খ) ১৯৭৩ সালের ৩০ জানুয়ারি  
(গ) ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি  
(ঘ) ১৯৭৪ সালের ৩০ জানুয়ারি

৩৪. 'একশ্রেণি গল্প'র প্রেক্ষাপট কী?

- (ক) ১৯৪৭ সালের দেশত্যাগ  
(খ) ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন  
(গ) ১৯৬৯ এর ৭ম আন্দোলন  
(ঘ) ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ

৩৫. 'তপু' পুনরায় ফিরে আসার অবকায়ের হঠাৎ ওর নিকে চোখ পড়লে তপু'র বন্ধুদের হাত-পা ভয়ে শিঙিরে ওঠে কেন?

- (ক) প্রকৃতপক্ষে তপু ফিরে এসেছিল কদাচিৎ হয়ে  
(খ) তপু'র চেহারা বিকৃত হয়ে গিয়েছিল বলে  
(গ) তপু'র আচরণে পাগলামি ছিল বলে  
(ঘ) তপু ভয়ঙ্কর সব কথা বলছিল বলে

৩৬. তপু'র বন্ধুরা তপুকে জীবনে আসার ফিরে পাওয়ার কথা স্বপ্নেও কল্পনা করেনি কেন?

- (ক) তপু অভিমান করে চলে গিয়েছিল  
(খ) তপু একবারে বিনেশ চলে গিয়েছিল  
(গ) তপু'র আর ফিরে আসার কথা ছিল না  
(ঘ) তপু মারা গিয়েছিল

৩৭. তপু ও তার বন্ধুরা আহিমপুরের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দূর গাঁয়ের তেতর হাঙ্গিরে যেত, যেদিন-

- (ক) রেনু সবে থাকত না  
(খ) রেনু সবে থাকত  
(গ) সবর মন খারাপ থাকত  
(ঘ) সবর মন ভালো থাকত

৩৮. কোন বিষয়টিতে তপু'র মুক্তিগার পরিসর পাওয়া যায়?

- (ক) হামে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করার  
(খ) বা ভুতের ফিলাটা উঠু করে তৈরি করার  
(গ) মিলিটারিতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করার  
(ঘ) গল্প বলার পট্ট হওয়ার

৩৯. তপু রেনুকে কবে নিয়ে করেছিল?

- (ক) কলেজে ভর্তি হওয়ার বছর খানেক পর  
(খ) কলেজে ভর্তি হওয়ার বছর দুয়েক পর  
(গ) কলেজে ভর্তি হওয়ার বছর তিনেক পর  
(ঘ) কলেজে ভর্তি হওয়ার চার বছর পর

৪০. রেনু সম্পর্কে কোন তথ্যটি সঠিক?

- (ক) দোহারী পড়ুন, ছিপছিপে কাটি  
(খ) গায়ের রং ছিল আপেল রঙের  
(গ) সম্পর্কে রেনু তপু'র আঞ্জীয়া হতো  
(ঘ) ওপরের সব তথ্যই সঠিক

৪১. তপু ও তার বন্ধুদের 'স্বাভাবিক জীবনে অক-মাং ছেল পড়ল কেন?

- (ক) রেনু নিয়ে হওয়ায়  
(খ) তপু'র মৃত্যুতে  
(গ) রাহাত মেন ছেড়ে দেওয়ায়  
(ঘ) কলেজ ছুটি হওয়ায়

৪২. 'সবুজ গভীর জনতা ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছে।' -

- কোন প্রসঙ্গে কথাটি বলা হয়েছে?  
(ক) তপুকে দেখতে আসা জনতা প্রসঙ্গে  
(খ) তপু'দের বৈকলিক ভ্রমণ প্রসঙ্গে  
(গ) বিজুলী জনতার মিছিল প্রসঙ্গে  
(ঘ) ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসে যাওয়া প্রসঙ্গে

৪৩. রেনু হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসেছিল কেন?

- (ক) তপুকে মিছিলে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে  
(খ) তপুকে মায়ের মৃত্যুর খবর জানাতে  
(গ) অনেকদিন পর তপুকে দেখার জন্যে  
(ঘ) তপুকে মায়ের কাদার খবর জানাতে

৪৪. রেনু রাহাতের নিকে ক্রুদ্ধ স্ট্রীটে তাকিয়ে ছিল কেন?

- (ক) রাহাত তপুকে মিছিলে নিয়ে গিয়েছিল বলে  
(খ) তপুকে নিয়ে যেতে রেনুকে বাধা দিচ্ছিল বলে  
(গ) তপুকে মিছিলে যেতে দিচ্ছিল না বলে  
(ঘ) রেনুর প্রতি বাজে আচরণ করেছিল বলে

৪৫. রেনু তপুকে মিছিলে যাওয়া থেকে সীত রাখতে পারেনি কেন?

- (ক) তপু ছিল ছাত্রনেতা, সে মিছিলে না গেলে চলতো না  
(খ) মিছিল-মিটিয়ে তপু অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল  
(গ) তপু'র কাছে মাতৃভাষার লবণ ছিল সবর আঁখ  
(ঘ) তপু'র কাছে রেনুর কোনো মূল্য ছিল না

৪৬. তপু'র শরীরের কোথায় গুলি লেগেছিল?

- (ক) কপালের ডান পাশে  
(খ) কপালের ঠিক মাঝ খানে  
(গ) বুকের বাম পাশে  
(ঘ) বুকের ঠিক ডান পাশে

৪৭. 'দুজন মিণিটারি ছুটে এসে তপু'র মৃতদেহটা তুলে নিয়ে গেল আমাদের নামনে থেকে।' - কেন?

- (ক) মিণিটারিদের কাছই হলো লাশ নিয়ে যাওয়া  
(খ) ওরা গুপে দেখতে চেয়েছিল কতজন মারা গেছে  
(গ) প্রকৃত মৃতের সংখ্যা গোপন করতে  
(ঘ) লাশ নিয়ে অন্যদের ভয় দেখানোর জন্যে

৪৮. লেখকের সেহতা বাক্যের মতো জমে গিয়েছিল কেন ?

- ক মিলিটারিসের গুলি চালানোর অকস্মিকতায়  
খ সর্দারী পাণ্ডিয়ে যাওয়ার ভয় পেয়ে  
গ তলিবিদ্ধ হওয়ার  
ঘ রাস্বতের গায়ে গুলি লাগায়

৪৯. তপুর কী কী মালপত্র ছিল ?

- ক সুটকেস, আলনা, বইয়ের ট্রাছ  
খ সুটকেস, বইয়ের ট্রাছ, বেডিং  
গ বেডিং, ট্রাছ, পড়ার টেবিল  
ঘ বেডিং, আলনা, পড়ার টেবিল

৫০. বাংলাদেশের চলচ্চিত্র অঙ্গনে অধির রাস্বতের স্মরণীয় হয়ে আছেন কোন কোন চলচ্চিত্রের জন্য?

- i. স্টপ জেনোসাইড ii. লেট দেয়ার বি লাইট  
iii. জীবন থেকে নেয়া  
কোনটি সঠিক?

- ক i ও iii খ ii ও iii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

৫১. তপু মিলিটারিতে যেতে পারেনি কেন ?

- i. সে ছিল অন্যথোড়া  
ii. তার ডান পা থেকে বা পাটা দুই ইঞ্চি বড় ছিল  
iii. তার ডান পা থেকে বা পাটা দুই ইঞ্চি ছোট ছিল  
কোনটি সঠিক ?

- ক i খ ii গ i ও ii ঘ i ও iii

৫২. লেখক, তপু ও রাস্বত বিকেলে কোথায় কোথায় বেড়তে যেত?

- i. ইস্কুলে ii. কুড়িখতার ওপারে  
iii. খানমন্ডিতে  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও iii খ ii ও iii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

৫৩. সেদিন কোথায় অগণিত লোকের ভিড় জমেছিল?

- i. হোস্টেলের বাইরে ii. মেডিকেল কলেজে  
iii. সবুজ ছড়ানো মাঠজিতে  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i খ ii গ i ও ii ঘ i ও iii

৫৪. ভোর হতেই ক্লান্ত ছেলেরুড়ো দ্বারা এসে অমায়িত হয়েছিল তাদের হাতে কী ছিল?

- i. প্রাকার্ড ii. জোশন দেবার চুঙ্গো  
iii. লাঠিতে কোলানো রক্তাক্ত আমা  
কোনটি সঠিক?

- ক i ও iii খ ii ও iii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

৫৫. 'পলকহীন চোখ ছোড়া দিয়ে অশ্রুর ছোড়ারা নেমেছিল তার' i এ কথাটির মধ্যে অশ্রুহীন রয়েছে-

- i. যশুভঙ্গের বেদনা  
ii. বিধুবদ্ধ হৃদয়ের আতঁনাদ  
iii. বার্থতার সন্ধরণ হাহাকার  
কোনটি সঠিক?

- ক i খ ii গ iii ঘ i, ii এবং iii

নিচের অনুচ্ছেদটুকু পড় এবং ৫৬ ও ৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সেদিন সবাই বেগিয়ে এসেছিল রাস্বতের। ওরা চেয়েছিল আমাদেবো মনের অধাকে কেড়ে নিয়ে ওদের ডাখা চাপিয়ে দিতে। বাতুলিরা এই যত্নসহ মেনে নেয়নি। সারাদেশের মানুষ তাই ক্রমশ বিস্ত্রোহী হয়ে ওঠে।

৫৬. সেদিন পূর্ব বাংলার বাতুলিরা বিস্ত্রোহী হয়ে ওঠে -

- ক বাংলাকে রট্টাভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবিতে  
খ স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে  
গ অর্থনৈতিক মুক্তির দাবিতে  
ঘ স্বাধীনতার দাবিতে

৫৭. উদ্দীপকের আবহ ভোমার পঠিত কোন রচনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?

- ক কমলাকান্তের জবানবন্দী খ একুশের গল্প  
গ একটি তুলসী গাছের কাহিনী ঘ কলিমাধি সফানার  
নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫৮ ও ৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

১৯৯০ সালে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে মুক্তিকামী জনতার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল সাক্ষির। এমন বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণবন্ত ছেলে সচরাচর দেখা যায় না। অভ্যাস গল্প ওজবে সারাক্ষণ সে তার আশপাশ মাটিয়ে রাখতো। সেদিন সাক্ষিরের অজান্তে থাকে সাক্ষিরের বুক কাঁকরা করে দিল স্বৈরাচারের অনুগত পুলিশ বাহিনী।

৫৮. উদ্দীপকটি 'একুশের গল্পের' সাথে মিল নেই-

- ক প্রেক্ষাপট বিচারে খ আঙ্গিক বিচারে  
গ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ঘ চেতনা বিচারে

৫৯. সাক্ষিরের যে বৈশিষ্ট্যটি তপুর মতো -

- i. বুদ্ধিদীপ্ত, প্রাণবন্ত  
ii. অভ্যাস গল্প-ওজবে মাটিয়ে রাখা  
iii. বুক গুলি লাগা  
নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক i খ ii গ i ও ii ঘ ii ও iii

# দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ

সংকলিত

## □ প্রেক্ষাপট পরিচিতি

বিশ্ব ব্যয়ক বছর ধরে আমদানের দেশ দুর্নীতির অধিবোধে বিপুলভাবে সমালোচিত হয়ে এসেছে। কলা ইচ্ছিক, দুর্নীতিশাসনাদেশ লোক এখন আর সমাজে অসম্মানিত নয় এবং দুর্নীতিকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতাও দিন দিন বোপ পাচ্ছে। দুর্নীতির অন্য শক্তির অপ্রতুলতা ও সামাজিকভাবে নিন্দ্য করার প্রবণতা হ্রাস পাওয়ার আমদের দেশে দুর্নীতি দ্বার অবিবিত বৈধতার পর্ষায় এসে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থা নিয়ন্ত্রণেদেহে কারো কাম্য নয়। তাই শিক্ষার্থীদের মধ্যে দুর্নীতির প্রকৃত রূপ উন্মোচন করা প্রয়োজন। ব্যক্তি মাত্র থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্য দুর্নীতি কীভাবে অভিশাপ হয়ে উঠতে পারে- শিক্ষার্থীদের মধ্যে সেই সচেতনতা তৈরির জন্য 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছে। এ প্রবন্ধটি পাঠে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দুর্নীতি বিরোধী মনোভাব তৈরি হবে এবং তারা দুর্নীতির কারণ ও প্রতিরোধের পন্থাগুলো সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে পারবে।

পলী-পলিত্রের কৈবদ্য বাড়িয়ে দিয়ে দুর্নীতি যে শুধু অর্থনীতিতেই বিতরণ প্রভাব ফেলে তা নয়, অধিকন্তু সমাজের তৈরিক ও আদর্শিক মূল্যবোধ শিথিল করে দিয়ে সামাজিক বিশৃঙ্খলাও সৃষ্টি করে। পতিশ্রম করে এবং মেধা ও বুদ্ধিমত্তা খাতিয়ে অর্থোপার্জনের মধ্যে যে সুহিরতা ও সুস্থতা নিহিত থাকে দুর্নীতি সেই সুস্থতার মূল্যবোধের পরিপন্থী। রাস্তারপাশে বিক্রেতা হওয়ার হিম্মত মালিকতা থেকে যে দুর্নীতির উদ্ভব, তা করে কলাই মঙ্গলজনক হতে পারে না। সুতরাং সমাজের মনি থেকেই শিক্ষার্থীদের জানা প্রয়োজন দুর্নীতি কী, দুর্নীতি কেন হয়, দুর্নীতির প্রভাব এবং দুর্নীতি প্রতিরোধের উপায় ও পদ্ধতি। কেননা দুর্নীতিমুক্ত একটি খবতরিক দেশ খড়তে বর্তমানে শিক্ষার্থীরই উল্লস্তুপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে।

## □ শব্দার্থ ও টীকা

গণতন্ত্র : গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী দেশ পরিচালনার একটি বিশেষ পদ্ধতি।

বহুতা : সম্প্রীতি, নিষ্ঠুরতা।

অন্যপ্রাণ : রাষ্ট্রের যে প্রাণ কাম্য অন্যদের সেবার জন্য প্রত্যাকভাবে কাজ করে।

অব্যাহতি : দারুণতার প্রতিশ্রুতি ও দায়-দায়িত্বের বীকরোক্তি।

সিদ্ধিবেদ : আভিধানিক অর্থে, 'সাময়িকভাবে প্রবন্ধ-নিবন্ধ, ব্যাপ্যে উত্থানি লবণরহকারী বাণিজ্যিক সমিতি; সম্মান সমিতি। বর্তমানে এর অর্থ, সেই অতন্ত ব্যবসায়িক গোষ্ঠী দ্বারা সম্বন্ধভাবে পণ্যের নাম বাড়িয়ে বৃদ্ধি সম্বন্ধি সৃষ্টি করে।

## □ ধর্ম সতর্কতা

ব্যবস্থা, ব্যবসা, ব্যবহার, ব্যয়, ব্যাপি, ব্যাপক, ব্যাহত।

## □ নমুনা প্রশ্নাবলি □

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ল্যাটিন শব্দ 'Corruptus' -এর অর্থ কী?  
ক. বিকৃত  
খ. দল  
গ. নষ্ট  
ঘ. বিকৃত

২. 'মানুষের অন্য আশি করুণমন পাবি' অনুবাদী দুর্নীতি কী?  
ক. অন্যের সম্পদের প্রতি সীমাহীন লোভ ও হত্মকাম



<p>খ. সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সম্পদের অপব্যবহার গ. সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আইনি অসঙ্গতি ঘ. ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার</p> <p>৩. দুর্নীতিগ্রস্ত দেশে নিম্ন আয়ের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার কারণ হল-</p> <p>i. প্রাণ্য মজুরির বর্ধন ii. দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি iii. সম্পদের বৈধতা</p> <p>নিচের কোলটি সঠিক? ক. i ও ii    খ. i ও iii    গ. ii ও iii    ঘ. i, ii ও iii</p> <p>নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :</p> <p>কুদুস আলী ভূমি অফিসের কর্মচারী। অফিসে উপরি আয়ের সুযোগ থাকায় প্রচুর টাকার মালিক হন তিনি। এলাকায় অভাবের তাড়নায় বেচে দেওয়া দরিদ্রের</p>	<p>ফসলি জমি থেকে বসতিভিটা পর্যন্ত কিনে সম্পদ গড়েছেন তিনি। তাছাড়া ছল-বলে, কল-কৌশলেও অনেকের সম্পত্তি হাতিয়েছেন তিনি।</p> <p>৪. কুদুস আলীর আচরণে ‘দুর্নীতি, উন্নয়নের অস্ত্রায় ও উত্তরণের পথ’ গ্রন্থের কোন নিকট কুটে উঠেছে? ক. ভোগবাদী মনোভাব    খ. ভূমি দস্যুতা গ. দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি    ঘ. অহমিকাবোধ</p> <p>৫. উক্ত আচরণ সমাজ জীবনের মানুষের ওপর যে প্রভাব ফেলেবে তা হল-</p> <p>i. সিরাজহীনতা ii. আর বৈধতা বৃদ্ধি iii. সম্পদের প্রতি আসক্তি</p> <p>নিচের কোলটি সঠিক? ক. i ও ii    খ. i ও iii গ. ii ও iii    ঘ. i, ii ও iii</p>
--	---

## সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বিখ্যাত ‘সমাজ আশ্রয়’ নামে একটি বেসরকারি বেছোঁসবী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। সংস্থাটি প্রতিষ্ঠালাগ্ন থেকে সুনামের সাথে কাজ করছে। সম্পত্তি সংস্থাটির নিয়োগ শাখা দক্ষকর্মী নিয়োগের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি দিলে কয়েক হাজার চাকরিপ্রার্থী আবেদন করে। কিন্তু এবারের নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীরা কর্মসূচি বাস্তবায়নে আশানুরূপ দক্ষতা দেখাতে ব্যর্থ হয়। বিখ্যাত লাক্য কালেন নিয়োগ শাখার কিছু কর্মী চলাফেরার বিলাসী হয়ে উঠেছে। অনুসন্ধান জানা গেল, নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের মাধ্যমে কিছু কর্মী ব্যক্তি-পাত্রির মালিক হবেন গেছে।

ক. সুশাসন কী?

খ. বাজার অস্থিতিশীলতার পেছনে সিভিকিটের প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

গ. প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় সংস্থাটির জট ‘দুর্নীতি, উন্নয়নের অস্ত্রায় ও উত্তরণের পথ’ গ্রন্থের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কী পদক্ষেপ উদ্ভিষিত প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে পারত, গ্রন্থের আলোকে মূল্যায়ন কর।

২. দুর্জয় তারানা দুর্নীতি রূপবৈ

এটাই হোক মোদের প্রোপান

পকেটে কলো টাকা

মুখোশে মুখ ঢাকা

তাদের মুখোশ মোরা খুলব

নীতির আড়ালে যারা

লুকিয়ে আছে তারা

জনতার কাছে তুলে ধরব।  
 '৭১-এ মোরা স্বাধীনতা এনেছি  
 অরো একটা স্বাধীনতা চাই  
 সোনার বাংলাদেশে  
 দেখব অবশেষে  
 দুনীতি কলতে কিছু নাই।

ক. জবাবদিহিতা কী?

খ. দুনীতিরোধে রাজনৈতিক সদিচ্ছা বাধা প্রয়োজন কেন?

গ. 'পকেটে কালো টাকা মুখেশে মুখ ঢাকা'- এখানে কবি কানের উদ্দেশ্যে এ কথা বলেছেন? দুনীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' গ্রন্থের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কবিতায় ব্যক্ত প্রত্যয়টি যেন 'স্বাধীনতা অর্জনে যুবসমাজের জ্বলন্ত প্রতিজ্ঞা'- তোমার পঠিত গ্রন্থের আলোকে মূল্যায়ন কর।

### ১৫ সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বশির আহমেদ সরকারি কর্মকর্তা। সংস্কারে জীবনযাপন করেন। তার ছোট ভাই শাহজাহান সাহেবও সরকারি কর্মকর্তা। কিন্তু তিনি বড় ভাইয়ের মতো নন। বছর দশেকের মাধ্যম তিনি অভিজ্ঞতা এলাকায় তিনটি বাড়ি কিনেছেন, গাড়িও কিনেছেন। উপরি উপার্জনের কারণে তার জীবনের বাস্তবতা আজ অনন্যরকম। অর্থের শক্তিতে সমাজে তিনি আজ বেশ প্রভাবশালী। দুনীতিবিরোধী সভ্য-সেমিনারেও মাঝে-মধ্যে বক্তৃতা দেন তিনি। বশির আহমেদের টানা পড়নের জীবনে সত্যতাই একমাত্র সফল। ছোট ভাইয়ের কীর্তি সেবে কষ্ট পেলেও তিনি কিছু করতে পারেন না। এমনকি কিছু বলতেও পারেন না।

ক. কত সালে দুনীতি প্রতিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয়?

খ. 'শক্তির অধঃতুলতা দুনীতিকে উৎসাহিত করে'-উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুনীতির সাথে 'দুনীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' গ্রন্থে উল্লিখিত দুনীতি কতটা সঙ্গতিপূর্ণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে 'দুনীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' গ্রন্থের দুনীতির প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর।

### ১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) ১৯৪৭ সালে দুনীতি প্রতিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয়।

খ) ব্যক্তিগত স্বার্থোচ্চারণের জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার করাই হলো দুনীতি। জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অকার্যকারিতা, রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার, বিচ্ছিন্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ব্যচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব, ক্রমবর্ধমান ভোগবাদী প্রবণতা, আয়-ব্যয়ের অসামঞ্জস্যতা ইত্যাদি কারণে দুনীতি সংঘটিত হয়। দুনীতি করার পর অধিকৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিলে দুনীতির প্রবণতা ক্রমশ বাড়বে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটাই এখন সবচেয়ে বড় বাস্তবতা। আর এ কারণেই 'দুনীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' শীর্ষক গ্রন্থে 'শক্তির অধঃতুলতা দুনীতিকে উৎসাহিত করে'- বলে দুনীতি বৃদ্ধির মূল কারণটি চিহ্নিত করা হয়েছে।

গ) উদ্দীপকের বশির আহমেদ সরকারি কর্মকর্তা। আয়-ব্যয়ের অসামঞ্জস্যতার কারণে কষ্ট করে হলেও তিনি সংস্কারে জীবন-যাপন করেছেন। অন্যদিকে, তার ছোট ভাই শাহজাহান সাহেব সরকারি কর্মকর্তা হলেও জীবনটাকে তিনি দেখেছেন ভিন্নভাবে।

## দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ

মূল্যবোধ বিবর্জিত হয়ে শাহজাহান সাহেব অসং পথ অবলম্বন করে জীবনে বাড়ি-পাড়ি সব করেছেন। সমাজে টাকার বিনিময়ে তিনি সম্মান ও ক্ষমতা দুটোই পেয়েছেন। মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন বশির সাহেবের জীবন ছোট্ট ভাইয়ের ঠিক বিপরীত। মানবিক মূল্যবোধ বিবর্জিত হয়ে দুর্নীতির মাধ্যমে শাহজাহান সাহেবের প্রভাবশালী হয়ে ওঠার দিকটি আমাদের সমাজবাস্তবতার সাথে খুবই সম্মতিপূর্ণ। অপরদিকে, 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আয়-ব্যয়ের অসামঞ্জস্যতার কথা উল্লেখ করে কলা হয়েছে, এটি দুর্নীতির অন্যতম কারণ। এর পাশাপাশি ক্ষমতার অপব্যবহারের অবাধ সুযোগ, জবাবদিহিতার অভাব, শাস্তির অপ্রচলিততা ও চরম ভোগবাদী প্রবক্তাও এ ধরনের দুর্নীতিকে উৎসাহিত করে। কিন্তু তারপরও অনেক সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী সংজ্ঞাবেই জীবন বাপন করেন। উদ্দীপকের বশির সাহেবের মতো আমরা এরই প্রতিফলন লক্ষ্য করি।

ঘ) উদ্দীপকে দুই জিন্না ভাবাদর্শের দুই সরকারি কর্মকর্তার জীবন বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে। বড় ভাই বশির আহমেদ সততার সাথে জীবনযাপন করে জীবনে তেমন কিছু করতে পারেননি। অপরদিকে, তার ছোট্ট ভাই শাহজাহান সাহেব দুর্নীতির মাধ্যমে উপরি উপার্জনের পথ ধরে জীবনে অর্থ, বিত্ত, সম্মান সব পেয়েছেন। দুর্নীতির কারণেই এই অসম প্রেমিবিন্যাসের বিকাশ সম্ভব হয়েছে। 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধে অন্যান্য বিষয়ের সাথে এ বিষয়টির প্রতিও আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত প্রবন্ধে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবসহ দুর্নীতির নানাবিধ প্রভাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় বা প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতাকে বাড়ি বা গোষ্ঠী বার্থে ব্যবহার করতে গিয়ে সর্বক্ষেত্রেই দুর্নীতির যে ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে তাও এ প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব দুর্নীতির ফলে একদিকে যেমন মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ে, অপরদিকে তেমনি রাষ্ট্রীয় সম্পদেরও অপচয় হচ্ছে। এতে নি আয়ের মানুষের জরুরক্ষতাও দিনে দিনে আরো বেড়ে যাচ্ছে। ফলে সাধারণ জনগণ অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়ে তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দুর্নীতির ফলে এভাবেই এক ধরনের সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এক ধরনের অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে। কেউ কেউ বিলাস-ব্যসনে গা ভালোলেও দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মানবেতর জীবন-যাপনে বাধা হচ্ছে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এ ধরনের পরিস্থিতি মেটেও সুখের নয়। তাই এর অসামান্যত্ব সবাইকে সমানভাবে এগিয়ে আসতে হবে। নতুবা যেকোনো সময় আমাদের সমাজকাঠামো ভেঙে যেতে পারে। আর সেটা হলে ধনী-দরিদ্র, সং-দুর্নীতিবাজ কেউই সেই ভাঙনের ছোলা থেকে রক্ষা পাবে না।

## ২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মোহাবী সুমন প্রেমের এক স্তরিত কুখ পরিবারের ছেলে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে অনার্স ও মাস্টার্স সম্পন্ন করে চাকরির জন্য সে হুন্ডা হয়ে ঘুরছে। অনেকগুলো নিয়োগ পরীক্ষা দিয়েও সে কোনো চাকরি পাচ্ছে না। লিখিত পরীক্ষার ভালো ফল লাভ করলেও মৌখিক পরীক্ষায় সে কখনো উত্তীর্ণ হতে পারে না। অথচ তার সহপাঠী মানুস উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তার আশ্রয় হওয়ার এক অপর সহপাঠী তুমার ধনী বাবার পুর হওয়ায় তার আরওই চাকরি পেয়ে যায়।

ক. বাংলাদেশের প্রশাসন কোন আমলের প্রশাসনিক কাঠামোর উত্তরাধিকার?

খ. মৌলিক অধিকার কলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকের সুমনের জীবনের সাথে 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধের কোন দিকটির মিল রয়েছে- ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের মূল বক্তব্য 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' শীর্ষক প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

## ২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) বাংলাদেশের প্রশাসন ঔপনিবেশিক আমলের প্রশাসনিক কাঠামোর উত্তরাধিকার।

খ) কোনো রাষ্ট্রের ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের বাচার অধিকার, শিক্ষা লাভের অধিকার, কর্মসংস্থানের অধিকার, বাসস্থান ও চিকিৎসা লাভের অধিকার, ধর্মের অধিকার, সংস্কৃতির অধিকার, মতামত ও সংগঠনের অধিকার, নির্বাচিত করা ও

নির্বাচিত হওয়ার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, চুক্তির অধিকার, বিয়ের অধিকার, আইনের অধিকারের মতো অধিকারগুলোকে মৌলিক অধিকার বলে। আমাদের সংবিধানের তৃতীয় অঙ্গটি অর্থাৎ ২৬তম ধারা থেকে ৪৭(ক) ধারা পর্যন্ত বিধি-বিধানগুলো নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার গ্রহণ করে। তাই প্রত্যেক নাগরিকের সংবিধান স্বীকৃত এ অধিকারগুলো ভোগ করাই হলো আমাদের মৌলিক অধিকার।

গ) উন্নীপকের সুমনের জীবনের সাথে ‘দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ’ শীর্ষক প্রবন্ধে উদ্ভিষিত প্রশাসনিক দুর্নীতি ও ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যের বিষয়টির মিল পাওয়া যায়।

দুর্নীতি সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা হচ্ছে দুর্নীতি। দুর্নীতির অর্থই হচ্ছে ক্ষতি বা ধ্বংস সাধন। জাতিসংঘ প্রণীত মানুসুল অন্ আন্টিকর্পশন পলিসি (Manual on Anti-Corruption policy) অনুযায়ী ব্যক্তিগত স্বার্থোচ্চতার জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার করা হচ্ছে দুর্নীতি। এর ফলে বহু সরকারি, বেসরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারী তাদের এক-তাদের স্বজনদের যোগ্যতা না ধাকা সত্ত্বেও অৈতিকভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের উচ্চ পদগুলোতে আসীন করেন। ফলে উন্নীপকের সুমনের মতো অনেক মেধাবী মানুষ কখনোই তাদের যোগ্য স্থানটি পায় না। যার কারণে তারা তাদের বাস্তবিক অবস্থান থেকে অনেক দূরে সরে যায়। মূলত এখানে দুঃ ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে সৃষ্ট প্রশাসনিক দুর্নীতির বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

ঘ) টাকা এবং প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার মানুষকে অতি অল্প সময়েই সমাজে একটি দৃঢ় অবস্থান করে দেয়। রাষ্ট্র পরিচালনায় সর্বত্র আইনের শাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত নয় বলেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়।

গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যক্তি স্বার্থে নানা প্রকার পক্ষপাতমূলক আচরণ লাঘব হবে। জনপ্রশাসনকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক দায়িত্ব পালন করতে হবে যা উন্নীপকের সুমনের জীবনে ঘটেনি। সমাজের সকল মানুষ যদি তার যোগ্যতা অনুযায়ী স্থান পেত তাহলে সমাজের সর্বত্র আত্ম আরা এতো অনিয়ম ও দুর্নীতি হতো না।

মূলত সর্বব্যাপী দুর্নীতির কারণেই সুমনের চাকরি হয়নি। পক্ষান্তরে স্বজনপ্রীতি ও আর্থিক দুর্নীতির মাধ্যমে মানুষ ও তৃষ্ণারের দ্রুত চাকুরি হয়ে যায়। উন্নীপকের সুমনের মেধা থাকলেও অধিক পরিমাণ টাকা নেই। এছাড়া প্রশাসন বা অন্য কোথাও বৃত্ত পদে তার কোনো নিকটাত্মীয়ও নেই। অথচ মানুষ ও তৃষ্ণারের তা আছে বলেই তাদের বেকার বসে থাকতে হয়নি। এমনকি চাকুরির জন্য হলে হয়ে দুরতও হয়নি। এতে সার্বিকভাবে দেশেরই ক্ষতি হয়। সুমন তার মেধাকে কাজে লাগিয়ে দেশ ও দেশের মানুষের জন্য যা করতে পারতো মানুষ বা তৃষ্ণারের পক্ষে তা কখনোই সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে মানুষ বা তৃষ্ণার নিজ ক্ষমতার অপব্যবহার করে দেশের দুর্নীতি আরও বাড়াবে।

দেশে দুর্নীতি রোগে যে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, এ প্রতিষ্ঠানটি নিজেই কতটা দুর্নীতিমুক্ত তা-ও এখন ভেবে দেখার বিষয়। দেশের প্রতিটি মানুষ যদি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে তাদের সংবিধান স্বীকৃত প্রকৃত মৌলিক অধিকারটুকু পেতো তাহলে সুমনের জীবনে এই দশা হতো না।

ও, নিচের উন্নীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আবুল কাশেম অসদুপায়ে ব্যবসা করে, বহু মানুষ ঠিকরে টাকার পাহাড় গড়েছেন। সমাজের সবার কাছেই তিনি টাকার কুমির হিসেবে পরিচিত। উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের সাথে ওঠা-বসা থাকায় ধরাকে তিনি সরি জ্ঞান করেন। এরই মধ্যে শাসন ব্যবস্থার হঠাৎ পরিবর্তন আসে। দুর্নীতির কারণে আবুল কাশেমকে এ সময় দুদকের মুখোমুখি হতে হয়। সাধারণ জনগণ আবুল কাশেমের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে রাজপথে মিছিল বের করে।

ক, রাষ্ট্র পরিচালনায় সর্বত্র আইনের শাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার নাম কী?

খ, সিভিকিট কাকে কী বোঝায়?— ব্যাখ্যা কর।

গ) উদ্দীপকের আবুল কাশেমের দুনীতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ 'দুনীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে- ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'দুনীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধের আলোকে আবুল কাশেম-এর দুদকের দুখোমুখি হওয়ার বিষয়টি বিশ্লেষণ কর।

### ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) রাষ্ট্র পরিচালনায় সর্বত্র আইনের শাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার নাম সুশাসন।

খ) আভিধানিক দিক থেকে 'সিভিকিট' অর্থ হলো, সাময়িকপক্ষে প্রবন্ধ-নিবন্ধ, ব্যঙ্গচিত্র ইত্যাদি সরবরাহকারী বাণিজ্যিক সমিতি বা সংবাদ সমিতি। তবে বর্তমানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নেতিবাচক অর্থেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে। 'দুনীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' শীর্ষক প্রবন্ধে বর্ণিত 'সিভিকিট' বলতে বোঝায়, একটি অসুস্থ ব্যবসায়িক শোড়ী বারা সমবেতভাবে কোনো পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয় কিংবা দাম বাতাসনের জন্য কোনো পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে। এ ধরনের দুনীতির সঙ্গে বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও মালিকগণ জড়িত থাকে।

গ) 'দুনীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধে দুনীতির অনেকগুলো কারণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি কারণ হচ্ছে ত্রুণবর্ধমান ভোগবাদী প্রবণতা ও নৈতিক অবক্ষয়। উদ্দীপকের আবুল কাশেম এ কারণেই ব্যবসা করতে গিয়ে দুনীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। প্রবন্ধে আরও একটি কথা বলা হয়েছে যে, 'শান্তির অপ্রতুলতা দুনীতিকে উৎসাহিত করে।' এ কারণে আবুল কাশেম অবাধে তার দুনীতি চালায়ে গেছেন এবং এক সময় টাকার কুহিরে পতিত হয়েছেন। প্রবন্ধে দুনীতির কারণ হিসেবে যে রাজনৈতিক প্রভাবের কথা বলা হয়েছে। আবুল কাশেমের ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে এ বিষয়টিও কাজ করেছে। কেন্দ্রীয়, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বা দল পরিচালনার খরচ নির্বাহের জন্য আমাদের দেশের বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলোর 'বাছ কোনো আয়ের উৎস নেই। ফলে দলটিই অবৈধ সুবিধা গ্রহণের নিমিত্তে এসব অসাধু ব্যবসায়ীর কাছ থেকে তারা বড় অঙ্কের টাকা তুলে দল চালায়। তাই রাজনৈতিক দলগুলোর এ ধরনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এসব ব্যবসায়ীর জোক্তাদের ঠকিয়ে টাকার পাহাড় গড়েন। উদ্দীপকের আবুল কাশেম এসব অসাধু ব্যবসায়ীদেরই একজন যথার্থ প্রতিনিধি। মূলত প্রবন্ধে উল্লিখিত ত্রুণবর্ধমান ভোগবাদী প্রবণতা, নৈতিক অবক্ষয়, রাজনৈতিক প্রভাবের রাত্ত্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অকার্যকারিতা আর শান্তির অপ্রতুলতাই আবুল কাশেমের মতো ব্যবসায়ীদের দুনীতিগ্রস্ত করে তুলতে সহায়তা করে।

ঘ) উদ্দীপকের আবুল কাশেম নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিবর্জিত একজন অসাধু ব্যক্তি। রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক দুর্বলতার পাশাপাশি রাত্ত্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অকার্যকারিতার কারণেই অসং ব্যবসার মাধ্যমে তিনি দিনে দিনে একজন টাকার কুহিরে পতিত হন। তার এই অসং ব্যবসার ফলে দেশের লক্ষ লক্ষ নীরীহ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রভাবিত হয় অসংখ্য জোক্তা। এর মাধ্যমেই রাত্ত্রয়টি তিনি আবুল মুসা কলাগাছ হয়ে ওঠেন।

একটি রাত্ত্রের দুনীতি প্রতিরোধের জন্য যে ধরনের শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো থাকা দরকার তা না থাকতেই আবুল কাশেমের মতো অসং ব্যবসায়ীরা অবাধে তাদের লুটপাট চালায়। তাদের এ লুটপাটে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় এক ধরনের অসাধু রাজনীতিক। এ ধরনের রাজনীতিকরা রাষ্ট্রকর্মচার থেকে বরজ বা শোড়ীয়ার্থে দুনীতিরোধক প্রতিষ্ঠানকে কর্বনো শক্তিশালী হতে দেয় না। ফলে নিশাফড়িতে দুনীতিবাজরা অবাধে তাদের দুনীতি চালাবার সুযোগ পায়।

বাংলাদেশে দুনীতিরোধক একমাত্র সার্বাধিক প্রতিক্রিয় গ্রহে দুনীতি দমন কমিশন (দুদক)। এটি নামে বার্বীন হলেও প্রকৃতপক্ষে এর তেমন কোনো বার্বীনতা নেই। তাদের বিভিন্ন কবাবর্জী, কর্মকাণ্ড ও আচরণে এ বিষয়টি আর দিবালোকের মতোই স্পষ্ট। প্রকৃত বার্বীনতা না থাকায় এ কমিশন শুধু কমতাসীন দল বা সরকারের ক্রীড়নক হিসেবেই কাজ করে। তাই বাস্তবিক পরিস্থিতিতে দেশের বড় বড় দুনীতিবাজরা সব সময় ধরা-ছোয়ার বাইরে থাকে। এ কারণেই দেশের শাসন ব্যবহার বর্ধন ইতিবাচক কোনো পরিবর্তন আসে দুদক তখন সত্যিকার অর্থে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এ ধরনের সক্রিয়তার ফলেই আবুল কাশেমকে এক সময় দুদকের

মধ্যে মুখি হতে হয়। দেশের সাধারণ মানুষও এতে উচ্ছিন্নিত হয়ে ওঠে। নিজেদের সামনে তারা তখন নতুন আশার আলো দেখতে পায়। ফলে আত্ম কাশেমের দুর্ভাগ্যবশত শাস্তি দর্শিতে তারা রাজ্যের সেমে আসে।

উন্নয়নের বিষয়টি একেবারে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশাকে ধারণা করলেও বাজবে এর কোনো প্রতিফলন নেই। তবে মাঝে-মধ্যে মানুষ বর্ষন শাসনাত্মিক কোনো ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা দেখে তখন এজবেই ততত সাজু দেয়। কিন্তু সময়ে বাবখানে বর্ষন আসের সে প্রত্যাশা ভুলটিত হয় তখন তারা চরম হতাশায়িত হয়ে পড়ে। তারপরও দেশের মানুষ প্রত্যাশা করে, এসেপের শাসনাবস্থায় অবশাই একদিন স্থায়ী ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে এবং তারা মাঝে দুমক একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পড়িত্ত হবে। আর এর মাঝেই আসুন কাশেমের মতো অসমু জনসারীনের সূট বিচার হবে এবং দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা পাবে।

৪. নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



দুর্নীতি একটি সামাজিক ব্যাধি

ক. রাজ্যের আয়ের প্রধান উৎস কী?

খ. দুর্নীতি প্রতিরোধে কেল সৎ ও নমক জনপ্রশাসন সরকার?

গ. চিত্রটি 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উন্নয়নের পথ' প্রবন্ধের কোন দিকটি নির্দেশ করেছে?— ব্যাখ্যা করা।

ঘ. 'দুর্নীতি একটি সামাজিক ব্যাধি'— 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উন্নয়নের পথ' প্রবন্ধের আলোকে উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা।

### ৪ নং প্রশ্নের উত্তর:

ক) রাজ্যের আয়ের প্রধান উৎস হলো জনগণের দেয়া কর।

খ) রাজ্যের যে প্রশাসন ব্যবস্থা জনগণের দেয়ায় প্রত্যাশার বাক করে তাকে জনপ্রশাসন বলে। নিম্নতম থেকে উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত কর্মবিভক্ত কর্মীদের অধীনে সংগঠিত জনপ্রশাসন রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। এই জনপ্রশাসন যদি সৎ ও নমক হয়, তবে সমাজের কোনো ভেদেই দুর্নীতি তার বাংলা বঁধতে পারে না। কিন্তু জনপ্রশাসন যদি হয় অসৎ ও অদমক তবে আসের এই দুর্ভাবতার সুযোগ নিয়ে যে কোনো অপর্শক দেশে দুর্নীতির অবল আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। এর ফলে দেশ ও অতির হতে পারে চরম সর্বনাশ। তাই দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য সবার আগে একটি সৎ ও নমক জনপ্রশাসন গড়ে তোলার সরকার।

গ) উন্নয়নের একজন আশালমতক দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা ছবি চিত্রিত হয়েছে। লোকটিকে দেখে মনে হচ্ছে, তিনি এমন একজন সরকারি কর্মকর্তা যিনি কমতর অপব্যবহারের মাধ্যমে অবাসে অর্থ উপার্জন করছেন। 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উন্নয়নের পথ' প্রবন্ধে দুর্নীতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। ব্যক্তিগত বার্ষিকীভারো অন্য কমতর অপব্যবহারকেই সেখানে দুর্নীতি বলে চিত্রিত করা হয়েছে। ব্যক্তিগত বার্ষিকীভারের জন্য এ ধরনের কমতর অপব্যবহার করা করে তারা হলো দুর্নীতিবাজ। বিভিন্ন পেশার মানুষের মধ্যে এই দুর্নীতির প্রকৃতা থাকলেও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে এটি বেশি দেখা যায়। অধিকতর কমতর এবং তা অপব্যবহারের সুযোগ বেশি বলেই তারা এটি করে থাকে। উন্নয়নের চরিত্রটিও একজন দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি। এ ধরনের ব্যক্তিরাই ব্যক্তিগত লাভ বা বার্ষিকীভারো জন্য নিজেদের কমতর অপব্যবহার করে দেশ, অতি ও সমাজের চরম সর্বনাশ করে।

ঘ) চিত্রটিতে একটি দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে তুলে ধরা হয়েছে। লোকটিকে অসৎ পথে অর্থ উপার্জন করতে দেখা যাচ্ছে। 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উন্নয়নের পথ' প্রবন্ধে দুর্নীতি, দুর্নীতির কারণ, দুর্নীতির প্রভাব, দুর্নীতি প্রতিরোধের উপায়, দুর্নীতি বিরোধী উদ্যোগ প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। প্রবন্ধটিতে দুর্নীতিকে একটি সামাজিক ব্যাধি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে দুর্নীতি যে একটি সামাজিক লমসর এ কথাও তুলে ধরা হয়েছে। দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়লে একটি রাষ্ট্র তার উন্নয়নের স্বাভাবিক গতি হারিয়ে ফেলে। একটি দেশকে

সমুদ্রি পথে এগিয়ে গিয়ে হলে দেশের প্রতিটি কোন্ড্রেই দুর্নীতি রোধ করতে হবে। তা না হলে দুর্নীতির কবলে পড়বে একটি দেশ ও জাতি তার সম্ভাবনার পথ থেকে ছিঁকে পড়তে পারে। উদ্বীপকর চিরিচিক আমর যে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখছি তা অবাধ দুর্নীতিরই প্রতিফলন। এ ধরনের অবাধ দুর্নীতির মুখোপ যে দেশে রয়েছে সে দেশ কখনো উন্নয়ন ও অগ্রগতির পিকে এগিয়ে যেতে পারে না। সমাজের সর্বত্র দুর্নীতি তার ভাল-পালা নিয়ার করে সে দেশ ও জাতির অগ্রগতি তত্ত্ব করে নেয়। তাই এ ধরনের অবাধ দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাতিকার আন্দোলনের মাধ্যমে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলার মন্ত্রণার। মন্ত্রণা একটি জাতির ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠতে পারে।

৫. নিচের চিত্রটি লক্ষ্য করে এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



ক. বাংলাদেশের ধর্মগুরু কোন আদর্শের?

খ. সুনীতি বিরোধী সামাজিক আন্দোলন কলঙ্কে কী বোঝ?

গ. উন্নীতবৈদ্য আলোকে 'দুর্নীতি, উদ্ধারনের অন্ধকার ও উদ্ধারনের পথ' গ্রন্থকে বর্ণিত দুর্নীতি প্রতিরোধের বিষয়টি বাধ্যতাবদ্ধ।

ঘ. 'দুর্নীতি প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলনের বিকল্প নেই'-  
দুর্নীতি, উন্নয়নের অস্ত্রায় ও উন্নয়নের পথ' গ্রন্থের আলোকে  
উদ্বুদ্ধির স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

६. नर धर्मसूत्र

क) वाणिज्यमन्त्रालय अन्तर्गत औद्योगिक आयाजक

খ) সমাজের সকল অঙ্গের মানুষ কোনো না কোনোভাবে দুর্নীতির ফলে ক্ষতির শিকার হয়। এ দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণের মতামত সৃষ্টিতে নাগরিক সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। স্থানীয় পর্যায়ের নাগরিক সংগঠনগুলোর দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন

বলে। দূনীতি প্রতিরোধের জন্য প্রচেষ্টা উদ্যোগের পাশাপাশি সাধারণ জনগণেরও অংশগ্রহণ করা দরকার। এ জন্য বিভিন্ন সভা-সেমিনার, র‍্যালি-মিছিল, কনস্ট্রাক্শন-প্র্যাকটিস, সিমুলেট-ব্যানার ইত্যাদির মাধ্যমে দূনীতির বিরুদ্ধে তারা সতর্ককর্ত্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। এই সতর্ককর্ত্ত প্রতিরোধের ধারাবাহিক প্রক্রিয়াই হচ্ছে দূনীতি বিরোধী সামাজিক আন্দোলন।

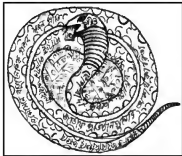
গ) উদ্দীপকটিতে দুর্নীতিবিরোধী সাধারণ জনতা একটি দুর্নীতিবিরোধী মিছিলে সমবেত হয়েছে। তারা তাদের হাতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতীক হিসেবে প্রদর্শন করেছে। এসব প্রতীকগুলো দুর্নীতি প্রমাণ, এখনই দুর্নীতি প্রতিরোধ কামনা ইত্যাদি শ্রোতাদের দোষ দেওয়া হয়েছে। দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্ধারায় ও উজ্জ্বলতার পথ' গ্রন্থে দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা, সত্যের দুর্নীতি দমন কমিশন ও দুর্নীতি বিরোধী সামাজিক আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে। এসবের মধ্য থেকে দুর্নীতি বিরোধী সামাজিক আন্দোলনের বিষয়টি উদ্দীপকে উঠে এসেছে। এ সামাজিক আন্দোলন দুর্নীতি বিরোধী প্রতিবাদকে স্পষ্ট করে তুলেছে। দুর্নীতি যে একটি সামাজিক ব্যাপি এবং সাধারণ জনগণ তা 'বতরস্বর্ত্ত'প্রভেবে প্রতিরোধ করতে চাইছে চিত্রটি থেকে তাই স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে।

খ) চিত্রটিতে একটি মিছিল দৃশ্যমান হয়েছে। এখানে প্রতিবাদের কাঠের জনতা সমবেত হয়েছে। অর্থাৎ এখানে সামাজিক আন্দোলনের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। মিছিলে যারা এসেছে তাদের হাতে রয়েছে প্রাকার্ড। প্রাকার্ডে 'দুর্নীতি থামান; 'দুর্নীতি থামান এখনই'- কথাগুলো লেখা রয়েছে। 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' প্রকল্পে দুর্নীতিকে একটি সামাজিক ব্যাধি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এখানে এটাও বলা হয়েছে যে, দুর্নীতি প্রতিকারের জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পাশাপাশি সাধারণ জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধও প্রয়োজন। এ দুর্নীতি প্রতিরোধে নাগরিক সমাজ বিশেষ করে যুব সমাজকে সক্রিয় ভূমিকা পালন

করতে হবে। এ দেশের যুব সমাজ বার বার প্রমাণ করেছে-আমরা হারিনি, আমরা পেরেছি, আমরা পারবো। এ মিথিলাটিও হয়তো একদিন তাদের লক্ষ্য অর্জনে সফল হবে। তাই এ দেশের যুব সমাজকে এখন থেকে এভাবেই দুনীতি বিরোধী সামাজিক আন্দোলন খাড়া তুলতে হবে। আর এর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতে হবে ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সবাইকে।

উদ্বীপক ও 'দুনীতি, উন্নয়নের অস্ত্রায় ও উত্তরণের পথ' গ্রন্থকে বর্ণিত বিষয়গুলোর সূত্র ধরে নির্দিষ্ট এ কথা কলা যায় যে, 'দুনীতি প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলনের বিকল্প নেই'।

৬. নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



খ) রাষ্ট্র পরিচালনায় সর্বত্র আইনের শাসন, বহুতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার নামই সুশাসন। এই সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে ব্যক্তিগত বার্থ, নগ্নীয় নৃতিভঙ্গি, নানা পক্ষপাত ও লাভলভের পথ পরিহার করে একটি 'বহু' ও জবাবদিহিমূলক অবস্থান গ্রহণ করতে হয়। এভাবে রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানে বহুতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার নামই সুশাসন।

গ) 'দুনীতি, উন্নয়নের অস্ত্রায় ও উত্তরণের পথ'- একটি শিক্ষামূলক গ্রন্থ। ব্যক্তি মানুষ থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য দুনীতি কীভাবে ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে প্রদর্শন করে তাই আলোচিত হয়েছে।

চিত্রে অঙ্কিত সাপটি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বিরাজমান দুনীতিরই এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। মানব সমাজের জন্য একটি সাপ যেমন ভয়ের কারণ, তেমনি দুনীতিও একটি সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ভয়ংকর ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠে। তাই উদ্বীপকে চিত্রিত সাপটি দুনীতির প্রতিমূর্তিরূপে অঙ্কিত হয়েছে। 'দুনীতি, উন্নয়নের অস্ত্রায় ও উত্তরণের পথ' গ্রন্থে দুনীতির কারণ ও প্রভাব হিসেবে ধনী-দরিদ্রের আর-ব্যয়ের অসামঞ্জস্যতা, ভোগবাদী প্রকৃতি, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, 'ব' 'প' পদে থেকে মারিফত পালনে অবহেলা, শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অভাব, প্রশাসনে রাজনৈতিক প্রভাব, বহুতা ও জবাবদিহিতার অভাব, জাতীয় প্রতিউদ্যোগের অকার্যকরিতার মতো যে বিষয়গুলো উল্লিখিত হয়েছে তা যেমন একটি দেশ ও জাতির জন্য ভয়ংকর বিপর্যয়ের ফেলে তেরি করে, তেমনি উদ্বীপকে চিত্রিত সাপটিও যে কোনো মানুষের অন্য ভয়ংকর বিপদের কারণ হয়ে ওঠতে পারে। এ দিক থেকে 'দুনীতি, উন্নয়নের অস্ত্রায় ও উত্তরণের পথ' গ্রন্থে আলোচিত বিষয়গুলোর সাথে উদ্বীপকের চিত্রটির একটি চমৎকার মিল রয়েছে।

ঘ) 'দুনীতি, উন্নয়নের অস্ত্রায় ও উত্তরণের পথ' গ্রন্থে দুনীতি, দুনীতির কারণ, দুনীতির প্রভাব, দুনীতি রোধের উপায় ও দুনীতি বিরোধী উদ্যোগ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। দুনীতির কারণে একটি সমাজ ও রাষ্ট্র কতোটা বিপর্যস্ত হতে পারে প্রদর্শন



## দুর্নীতি, উন্নয়নের অস্ত্রাঘাত ও উত্তরণের পথ

সে বিষয়টিও বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। কেবল সমাজ ও রাষ্ট্র নয়, ব্যক্তি জীবনেও দুর্নীতি কতোটা বিস্তৃতভাবে তার খাবা বিস্তার করতে পারে সে বিষয়টিও এখানে ওঠে এসেছে। মানুষ যে তার লোভ বা জেগবাঙ্গী প্রবণতা থেকেই দুর্নীতি করে তা নয়, নিজের ও পরিবারের অতিক্রমিকায় রাখতেও অনেকে দুর্নীতি করে। এফেন্ডের ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও মানুষ তার ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। প্রতিবন্ধক পরিস্থিতির চাপে নিজের ক্ষেত্রবর্ধক মনুষ্যত্ববোধকেও সে পলায়িত হত্যা করে। এ কারণেই দুর্নীতি মানুষের বিশ্বাস, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের পাশাপাশি বাইরের সুখ-শান্তিও নষ্ট করে দেয়। এদিক থেকে ভ্রমের সাপের সাথে এই দুর্নীতির একটি নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে।

সাপ তার ভ্রমের চরিত্রের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে যেমন আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারে, তেমনি দুর্নীতিও একটি সমাজকে নানানভাবে আতঙ্কিত করে তোলে। ভ্রমের কোনো সাপের দংশনে একজন মানুষ যেমন মারা যেতে পারে, তেমনি দুর্নীতির অবশ্য আধিপত্যের ফলে একটি দেশ ও জাতিরও অপর্যাপ্ত ঘটতে পারে। কঠিকে সাপে দংশন করলে তাকে বাঁচানোর জন্য যেমন সূচিক্রিয়া দরকার, তেমনি দুর্নীতির বিধাতক ছোলেলে যদি কোনো দেশ বা জাতি দংশিত হয় তবে তার জেনোও দরকার সূচিক্রিয়া। একটি দেশের সুস্থবোধসম্পন্ন সকল মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই পারে একটি জাতির সেই থেকে দুর্নীতিরূপী বিধাতক সাপের বিষ অপসারণ করতে। এ কারণেই দুর্নীতি নামক সাপটি বাংলাদেশকে প্রতিনিয়ত যেভাবে দংশন করেছে তার জন্য আমাদের সবার উচিত দেশটির শরীর থেকে এ বিষ অপসারণ করা এবং জবিষয়তে এ ধরনের কোনো ভ্রমের সাপ যাতে ক্রিশ লক্ষ শহীদে রক্তাক্ত এ দেশটিকে আর দংশন করতে না পারে সেজন্য তার বিষ দাঁতগুলো ছেঁতে ফেলা। আমরা যদি সময় থাকতে এ কাজটি করতে না পারি, তবে জাতি হিসেবে আমাদের অস্তিত্ব একদিন এমন এক সংকটের মুখে পড়বে যা থেকে আর সহজে বেঁচে আসা সম্ভব হবে না। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, দুর্নীতি সর্বোত্তমভাবেই একটি ভ্রমের সাপের প্রতিমূর্তি।

## ৭. নিচের উদ্দেশ্যকী পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

সরকার দুঃস্থ, অসহায় ব্যক্তি লোকদের জন্য 'ব্যয়কাতা' চালু করেছে। তাদের জন্য যে হারে মাসিক ভাতা বরাদ্দ রয়েছে তা দিয়ে প্রত্যেকেরই ভালোভাবে চলার কথা। কিন্তু প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করার প্রায় ক্ষেত্রেই তারা তাদের ন্যায্য ভাতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ব্যয়কাদের এ ধরনের দুর্দশা দেখেও এসব প্রতিকারের জন্য সচেতনভাবে কেউ এগিয়ে আসে না। তাই জনপ্রতিনিধিদের উচিত এমন সব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে ব্যয়করা নিরমিত তাদের ন্যায্য ভাতা পান।

ক. কিসের কারণে রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় হয়?

খ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কার্যকর সংসদের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দেশ্যকী বিষয়টি 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অস্ত্রাঘাত ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধে কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জনগণের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিরাও দুর্নীতি রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে- উদ্দেশ্যকী ও 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অস্ত্রাঘাত ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

## ৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) দুর্নীতির কারণে রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় হয়।

খ) সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কার্যকর সংসদ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কেননা, সংসদই হচ্ছে দেশের সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার একমাত্র কেন্দ্রস্থল। সংসদ সদস্যরা যদি কোনো অপ্রতর্ন শক্তির প্রভাবে বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পার্থক্যের দ্বারা না থেকে জনগণের পার্থক্যের দৃষ্টান্তে নিবদ্ধিত হন, তবেই একটি সংসদ কার্যকর হয়ে ওঠে। দেশের অধিকাংশ জনগণ যেহেতু দুর্নীতির প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তারা যেহেতু দুর্নীতির বিপক্ষে অবস্থান করেন সেহেতু সংসদ কার্যকর হলে তাদের প্রতিনিধিরা তাদের ইচ্ছাকেই সেখানে বাস্তবায়নের চেষ্টা করবেন। ফলে কারণ পক্ষেই আর অবাধে দুর্নীতি করা সম্ভব

হবে না। এতে দেশ থেকে সহজেই দুর্নীতি কমে আসবে এবং সুশাসনও প্রতিষ্ঠা হবে। এ কারণেই কার্যকর সংসদ সম্প্রদায় সূচক বন্ধন ও মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি দুর্নীতি রোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

গ) উদ্দীপকে বর্ণিত প্রজাবাণী ব্যক্তিদের অসাধুতার কারণে দুর্নীতি ও অসহায় মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ‘দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ’ প্রবন্ধে অত্যন্ত বাস্তবতার ভিত্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শান্তির অপ্রতুলতা দুর্নীতিকে উৎসাহিত করে। উদ্দীপকে দেখি, প্রজাবাণী ব্যক্তিরা দুর্নীতি করে সাধারণ জনগণকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। উপযুক্ত শান্তি না পাওয়ায় তাদের এসব অপকর্ম দিনে দিনে আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসচেতনতা ও জনপ্রতিনিধিদের হস্তক্ষেপই পারে এসব দুর্নীতি রোধ করতে। ফেননা দুর্নীতিবাজদের যথোপযুক্ত শান্তির বিধান করার কার্যকর উদ্যোগ না থাকলে সমাজ থেকে কখনো এসব দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক সদিচ্ছার মাধ্যমে দুর্নীতি সমন কমানোর কার্যকরভাবে কাজে লাগালে সমাজ থেকে দুর্নীতি প্রতিরোধের যে সম্ভাব্যতার কথাটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে, উদ্দীপকে উল্লিখিত দুর্নীতিবাজদের ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা নিলে বরাকরা সঠিকভাবে তাদের ন্যায্য ভাতা পেতে সক্ষম হবেন।

ঘ) ‘দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ’ প্রবন্ধে দুর্নীতির নানামুখী কারণ ও দুর্নীতি প্রতিরোধের উপায়সমূহ বর্ণিত হয়েছে। সংসদের অকার্যকরতা ও জনগণের অসচেতনতার কারণে সমাজে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজ থেকে দুর্নীতি প্রতিরোধ করাই এই প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য। এ কাজটি সর্বাধিক সহজ হতে পারে জনপ্রতিনিধিদের গণমুখী আচরণ তথা কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা ও জনগণের অংশগ্রহণ তথা সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে। জাতীয় উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় দুর্নীতি। সমাজ থেকে দুর্নীতি দূর করা সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়, এজন্য প্রয়োজন সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। এ প্রচেষ্টার সর্বোচ্চ থাকতে হবে জনগণ ও জনপ্রতিনিধিদের কার্যকর অংশগ্রহণ। এজন্য সবার আগে সরকার ব্যাপক জনসচেতনতা। সমাজের অসাধু ব্যক্তিদের দুর্নীতির শিকার হয়ে উদ্দীপকের দুইজন অসহায় মানুষগুলো তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কিন্তু তাদের এ দুর্দশা দেখে কেউ তা প্রতিকারে এগিয়ে আসে না। জনপ্রতিনিধি ও সাধারণ জনগণ যদি এর প্রতিবাদ করতে তাহলে দুইজন অসহায় মানুষগুলো তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হতো না। জনপ্রতিনিধিদের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ের নাগরিক সংগঠনগুলো দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুললে দুর্নীতি রোধ করে অবশ্যই সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তাই এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সবাই সচেতন হওয়া উচিত।

### ● বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. ‘Corruption’ শব্দটি এসেছে-

- ক) ল্যাটিন ‘Corruptus’ থেকে
- খ) গ্রিক ‘Corruptus’ থেকে
- গ) ইংরেজি ‘Corruptus’ থেকে
- ঘ) জার্মান ‘Corruptus’ থেকে

২. ‘Corruptus’ শব্দের অর্থ কী?

- ক) অন্যায়
- খ) উন্নতি
- গ) অবনতি
- ঘ) ধনস

৩. বিগত ৩৫ বছরে বাংলাদেশে কত টাকা দুর্নীতি হয়েছে?

- ক) ৪০-৫০ হাজার কোটি টাকা
- খ) ৫০-৬০ হাজার কোটি টাকা

১) ৬০-৭০ হাজার কোটি টাকা

২) ৮০-৯০ হাজার কোটি টাকা

৪. কত খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম দুর্নীতি বিরোধী আইন করা হয়?

ক) ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে

খ) ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে

গ) ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে

ঘ) ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে

৫. দুর্নীতি দমন কমিশন কত খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়?

ক) ২০০৪ সালে

খ) ২০০৫ সালে

গ) ২০০৬ সালে

ঘ) ২০০৭ সালে

৬. দুর্নীতির কারণে বহির্বিধে কী ঘটে?

ক) সুদাম বাড়়

খ) দেশের আর্থিক ক্ষয় হয়

গ) করবনস্থান বাড়়

ঘ) করবনস্থান কমে

৭. আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী নিবন কোমিটি?

৮. দুর্নীতি বিরোধী সনদে কয়টি দেশ স্বাক্ষর করে?  
ক ১৫০টি                      খ ১৫৫টি  
গ ১৭০টি                      ঘ ২০৩টি
৯. দুর্নীতি দমন কমিশন কত সালে পুনর্গঠিত হয়?  
ক ২০০৪ সালে                      খ ২০০৫ সালে  
গ ২০০৬ সালে                      ঘ ২০০৭ সালে
১০. বাংলাদেশে দুর্নীতি প্রতিরোধকল্পে গঠিত সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কোনটি?  
ক দুর্নীতি দমন ব্যুরো                      খ দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি  
গ দুর্নীতি দমন কমিশন                      ঘ দুর্নীতি দমন সংস্থা
১১. বাংলাদেশ করে দুর্নীতি বিরোধী সনদে অংশীদারিত্ব লাভ করে?  
ক ২০০৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি  
খ ২০০৪ সালের ১ জুলাই  
গ ২০০৭ সালের ২ মার্চ  
ঘ ২০০৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি
১২. আন্তর্জাতিক লেনদেনে ঘুষ ও দুর্নীতি বিরোধী জাতিসংঘ ঘোষণা গৃহীত হয় কবে?  
ক ১৯৯৫ সালে                      খ ১৯৯৬ সালে  
গ ১৯৯৭ সালে                      ঘ ২০০০ সালে
১৩. এপিফিউরাস কোন মতবাদের প্রবক্তা?  
ক মানবতাবাদ                      খ জোহাবাদ  
গ উপযোগবাদ                      ঘ যোগদানবাদ
১৪. 'জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা নির্বাচিত, জনগণের সরকারই হলো গণতান্ত্রিক সরকার'-উক্তিটির প্রবক্তা কে?  
ক ট্রেটো                      খ কার্ল মার্কস  
গ অল্টোহাম লিংকন                      ঘ সক্রেক্টিস
১৫. 'নিউকো' শব্দের অভিধানিক অর্থ কী?  
ক সংবাদ সমিতি                      খ রাজনৈতিক সমিতি  
গ পারিবারিক সমিতি                      ঘ সামাজিক সমিতি
১৬. বাংলাদেশের মোট জাতিরা আগের মধ্যে অধিক আগের পরিমাণ শতকরা কত অধিক?  
ক ৩০-৩২ ভাগ                      খ ৩০-৩৪ ভাগ  
গ ৩৪-৪০ ভাগ                      ঘ ৪০-৪৮ ভাগ
১৭. একটি দেশের উন্নয়নের অন্যতম অপরিহার্য উপাদান কী?  
ক গণতন্ত্র ও জনগণ                      খ সুশাসন ও জনগণ  
গ গণতন্ত্র ও সুশাসন                      ঘ উন্নত জ্ঞান

১৮. প্রকৃত গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায় কোনটি?  
ক সমাজনীতি                      খ অর্থনীতি  
গ রাজনীতি                      ঘ দুর্নীতি
১৯. নিম্নে ও অন্যায় সেবা খাতে দুর্নীতির দমন বহুরূপে কত হাজার কোটি টাকা জাতীয় আয় থেকে ব্যয়িত হয়?  
ক ১০ হাজার কোটি টাকা                      খ ৮-১০ হাজার কোটি টাকা  
গ ৮ হাজার কোটি টাকা                      ঘ ১২ হাজার কোটি টাকা
২০. এপিফিউরাস কোন দেশের নাগরিক?  
ক গ্রিক                      খ ব্রাজিল  
গ জার্মানি                      ঘ ইংল্যান্ড
২১. 'Demos' শব্দের অর্থ কী?  
ক গণতন্ত্র                      খ সুশাসন  
গ দুর্নীতি                      ঘ জনগণ
২২. জনগণের ইচ্ছানুযায়ী দেশ শাসনকে বলে-  
ক স্বৈরতন্ত্র                      খ গণতন্ত্র  
গ রাজতন্ত্র                      ঘ সমাজতন্ত্র
২৩. দুর্নীতি সংঘটনে আইনগত ও প্রশাসনিক কাঠামো কয়টি?  
ক ৩টি                      খ ৫টি  
গ ৭টি                      ঘ ৮টি
২৪. দুর্নীতির ফলে কোন ধরনের বৈষম্য বৃদ্ধি পায়?  
ক সামাজিক                      খ অর্থনৈতিক  
গ রাজনৈতিক                      ঘ ব্যক্তিগত
২৫. বাংলাদেশে ৯টি খাতে ২৫ টি সেবা নিতে কত শতাংশ লোক ঘুষ প্রদান করে?  
ক ৭০ শতাংশ                      খ ৭৪ শতাংশ  
গ ৮০ শতাংশ                      ঘ ৮০ শতাংশ
২৬. সরকারি কর্মচারীকে অপরাধে সহায়তা করা হয় কীভাবে?  
ক নির্দেশের মাধ্যমে                      খ পুষের মাধ্যমে  
গ পরিচয়ের মাধ্যমে                      ঘ ভাষা শেখিয়ে
২৭. 'স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা' কীভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধে সাহায্য করে?  
ক নিরপেক্ষতার মাধ্যমে                      খ জিজ্ঞাসার মাধ্যমে  
গ নিয়মশৃঙ্খলার মাধ্যমে                      ঘ হতাশার মাধ্যমে
২৮. কোনো প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির মাত্রা বৃদ্ধি পায় কেন?  
ক স্বচ্ছতার অভাবে                      খ নিয়মের কারণে  
গ স্বাধীনতার অভাবে                      ঘ ক্ষেত্রের কারণে
২৯. প্রশাসনিক কর্মকর্তারা কেন রাজনৈতিক দলের সুব্যবস্থাী হয়?  
ক অসুখ                      খ সাহসের অভাবে  
গ নিজের স্বার্থে                      ঘ আত্মীয়ের স্বার্থে

৩০. স্বাভাবিক অবস্থায় আমলাতন্ত্রিক দুর্নীতি বৃদ্ধি পায় কেনা?  
 (ক) সামাজিক প্রভাবে (খ) অর্থনৈতিক প্রভাবে  
 (গ) রাজনৈতিক প্রভাবে (ঘ) ব্যক্তির প্রভাবে
৩১. মানুষের মধ্যে ভোগবাদী প্রবণতা বেড়ে যাওয়ার কারণ কোনটি?  
 (ক) অপরাধী সমাজ (খ) দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজ  
 (গ) বৈষম্যমূলক সমাজ (ঘ) পুঁজিবাদী সমাজ
৩২. দুর্নীতি রোধ করা যায় কিভাবে?  
 (ক) সরকারের প্রচেষ্টায় (খ) সম্মিলিত প্রচেষ্টায়  
 (গ) ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় (ঘ) সমাজের প্রচেষ্টায়
৩৩. মানুষের গোষ্ঠ-লালাসা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে কেন?  
 (ক) অসহায়ত্বের কারণে  
 (খ) ভোগবাদী প্রবণতার কারণে  
 (গ) অভাবের কারণে  
 (ঘ) নিয়মের অভাবে
৩৪. দুর্নীতি শব্দটিতে যে উপসর্গ যুক্ত হয়েছে তাহলো-  
 (ক) নূর (খ) দু  
 (গ) দূর (ঘ) দুর্নী
৩৫. স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয় কেন?  
 (ক) ন্যায়-নীতির অভাবে (খ) জবাবদিহিতার অভাবে  
 (গ) যোগ্যলোকের অভাবে (ঘ) দুর্নীতির কারণে
৩৬. সমাজের সকল শ্রেণির লোক কোনো না কোনো ক্ষতির শিকার হয় কীভাবে?  
 (ক) দুর্নীতির অভাবে (খ) দুর্নীতির কারণে  
 (গ) টাকা-পয়সার অভাবে (ঘ) সাহসিকতার ফলে
৩৭. আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার জবাবদিহিতা থাকা অপরিহার্য কেন?  
 (ক) সাহায্য পাওয়ার জন্য (খ) আর বৃদ্ধির জন্য  
 (গ) নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য (ঘ) দুর্নীতি রোধের জন্য
৩৮. দুর্নীতি হচ্ছে একটি-  
 (ক) ব্যক্তিগত সমস্যা (খ) সামাজিক সমস্যা  
 (গ) স্থানীয় সমস্যা (ঘ) আধ্যাত্মিক সমস্যা
৩৯. দুর্নীতির প্রভাব কোন ধরনের দেশে বেশি?  
 (ক) উন্নত দেশে (খ) উন্নয়নশীল দেশে  
 (গ) গণতান্ত্রিক দেশে (ঘ) সমাজতান্ত্রিক দেশে
৪০. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার অন্য প্রয়োজন-  
 (ক) স্বাধীন বিচার বিভাগ (খ) কার্যকর সংসদ

- (গ) দুর্নীতি দমন কমিশন (ঘ) রাজনৈতিক অনীহা
৪১. অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ কোন দেশ?  
 (ক) উন্নত (খ) অনুন্নত  
 (গ) স্বল্পোন্নত (ঘ) উন্নয়নশীল
৪২. বাংলার নির্পীড়িত অতিকৈ করা মুক্তির আলো দেখিয়েছে?  
 (ক) বৈশিকরা (খ) তরুণরা  
 (গ) প্রবীণরা (ঘ) শিক্ষকরা
৪৩. রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস কী?  
 (ক) জনগণের সেরা কর  
 (খ) প্রবাসীদের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রা  
 (গ) বৈদেশিক ঋণ  
 (ঘ) রপ্তানি আয়
৪৪. নির্দিষ্ট সারিতে নিম্নুক্ত ব্যক্তির সারিতে পালনে অবহেলা করলে কী হয়?  
 (ক) করো কোনও ক্ষতি হয় না  
 (খ) সকলে মনোযোগ দিয়ে কাজ করে  
 (গ) দুর্নীতি সংঘটিত হয়  
 (ঘ) সবাই কাজে আত্মিক হয়
৪৫. দুর্নীতির সহায়তায় করা সহজে সম্পদের পাহাড় খুঁড়ে ফুলতে পারে?  
 (ক) ক্ষমতাবানরা (খ) ধনীরা  
 (গ) অসহায়রা (ঘ) সুযোগ সন্ধানীরা
৪৬. বাংলাদেশের বর্ষাবাসে মৌলিক অধিকারের কথা উল্লেখ আছে-  
 (ক) প্রথম ভাণ্ডে (খ) দ্বিতীয় ভাণ্ডে  
 (গ) তৃতীয় ভাণ্ডে (ঘ) চতুর্থ ভাণ্ডে
৪৭. জবাবদিহিতা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কী ভূমিকা রাখে?  
 (ক) স্বাধাৰ্হতা ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায়  
 (খ) গ্রহণযোগ্যতা ও প্রাধান্য বাড়ায়  
 (গ) স্বাধাৰ্হতা ও গুরুত্ব কমিয়ে দেয়  
 (ঘ) গুরুত্ব ও ব্যক্তিত্বহীনতা বাড়ায়
৪৮. সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষে তাদের স্বাভাবিক অরে জীনকাজের ব্যয় নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়েছে কেন?  
 (ক) প্রচাুমূণ্য বৃদ্ধির জন্য (খ) দুর্নীতির জন্য  
 (গ) টাকার অভাবে (ঘ) বেতন কমের জন্য
৪৯. সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্য প্রয়োজন-  
 (ক) রাজনৈতিক সংসদ (খ) কার্যকর সংসদ  
 (গ) অর্থনৈতিক সংসদ (ঘ) প্রশাসনিক সংসদ
৫০. নিচের কোনটি দুর্নীতিগ্রাসের প্রথম পদক্ষেপ?  
 (ক) দুর্নীতির শাস্তি নির্ধারণ (খ) দুর্নীতি প্রতিরোধ

৫১. নজরানের পেছনে কোন শক্তি সবচেয়ে বেশি জিয়াশীল?  
 ক) পেশি শক্তি                      খ) অস্ত্রের প্রভাব  
 গ) রাজনৈতিক শক্তি              ঘ) প্রশাসনিক শক্তি
৫২. দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে-  
 ক) নাগরিক সমাজ                খ) রাজনৈতিক দল  
 গ) জন প্রশাসন                    ঘ) সাংস্কৃতিক সংগঠন
৫৩. দুর্নীতি প্রতিরোধে ধনমায়ম কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে?  
 ক) দুর্নীতির কারণ উসখাটন করে  
 খ) দুর্নীতির বিরুদ্ধে যিহাদ ঘোষণা করে  
 গ) দুর্নীতির চিত্র জনসমক্ষে প্রকাশ করে  
 ঘ) দুর্নীতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন আর্কাইভে সংরক্ষণ করে
৫৪. দুর্নীতি দূরীকরণে কোন উদ্যোগটি সবচেয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে?  
 ক) আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা  
 খ) সংসদ কার্যকর করা  
 গ) অব্যবসিহিতা নিষিদ্ধ করা  
 ঘ) সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা
৫৫. অতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কত খ্রিস্টাব্দে দুর্নীতি বিরোধী সনদ প্রণয়ন করে?  
 ক) ২০০২ খ্রিস্টাব্দের ৩১ অক্টোবর  
 খ) ২০০৩ খ্রিস্টাব্দের ৩১ অক্টোবর  
 গ) ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ মার্চ  
 ঘ) ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর
৫৬. বাংলাদেশের কোন কোন খাতগুলোকে দুর্নীতির ক্ষেত্র বলে বিবেচনা করা হয়?  
 ক) শিক্ষা খাত                      খ) পুঁজির খাত  
 গ) চিকিৎসা খাত                    ঘ) বকল খাত
৫৭. একজন ব্যক্তি দুর্নীতিগ্রস্ত হলে সামাজিকভাবে তার ক্ষেত্রে কীভাবে পদক্ষেপ নেয়া উচিত?  
 ক) আইনের হাতে তুলে দেয়া  
 খ) তাকে মুচলানো  
 গ) সামাজিকভাবে বয়কট করা  
 ঘ) দুর্নীতি সম্পর্কে তাকে সচেতন করা
৫৮. 'নিরপেক্ষতা' শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে গঠিত হয়েছে?  
 ক) সমাসযোগে                    খ) প্রত্যয়যোগে  
 গ) উপসর্গযোগে                  ঘ) সন্ধিযোগে
৫৯. 'সুশীল' শব্দটির 'সু' উপসর্গটি কোন জাতীয় উপসর্গ?

- ক) বাংলা                      খ) তৎসম  
 গ) ফারসি                    ঘ) ফরাসি
৬০. 'Transparency' শব্দটির পরিভাষা বলতে কোনটি সমর্থনযোগ্য?  
 ক) স্বাচ্ছন্দ্যতা                    খ) স্বচ্ছতা  
 গ) বৈধতা                      ঘ) নিরপেক্ষতা
৬১. 'অধিকার' শব্দটির 'অধি' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?  
 ক) উপরি অর্থে                    খ) ব্যাধি অর্থে  
 গ) অধিপত্য অর্থে                  ঘ) সন্ধান অর্থে
৬২. 'Reliability' শব্দের অর্থ কী?  
 ক) স্বচ্ছতা                      খ) নির্ভরযোগ্যতা  
 গ) স্বাচ্ছন্দ্যতা                    ঘ) নির্ভুলতা
৬৩. 'বাংলাদেশের প্রশাসন উপনিবেশিক আমলের উত্তরাধিকার'- এ বক্তব্যে কোন তথ্যের আভাস আছে?  
 ক) বাংলাদেশ কখনও পরাধীন ছিল না  
 খ) বাংলাদেশ বিদেশিদের শাসনাধীন ছিল  
 গ) বাংলাদেশ কখনো উপনিবেশ ছিল না  
 ঘ) অন্য দেশে বাংলাদেশের উপনিবেশ ছিল
৬৪. দুর্নীতির প্রধান কারণ কোনটি?  
 ক) রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা  
 খ) মূল্যবোধের অবক্ষয়  
 গ) স্বচ্ছতার অভাব  
 ঘ) ব্যক্তিগত স্বার্থোচ্চার
৬৫. প্রকৃত গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান অন্তরায়-  
 ক) রাজনৈতিক অস্থিতি              খ) দুর্নীতি  
 গ) আমলাতান্ত্রিক জটিলতা            ঘ) বৈষম্যাত্মক সৃষ্টিতত্ত্ব
৬৬. দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য রাজনীতিবিদের কোন জিনিসটি সবচেয়ে বেশি দরকার?  
 ক) সদিচ্ছা                      খ) সুশিক্ষা  
 গ) প্রশিক্ষণ                    ঘ) ধনাত্মক মূল্যবোধ
৬৭. বাংলাদেশের সর্বাধিক ক্ষতিকর সমস্যা কোনটি?  
 ক) দারিদ্র্য                      খ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ  
 গ) সাম্প্রদায়িকতা                  ঘ) দুর্নীতি
৬৮. একটি রাষ্ট্রের মূল চলিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে-  
 ক) পুলিশ                      খ) সেনাপ্রধান  
 গ) জনপ্রশাসন                    ঘ) আদালত

৬৯. জিন্নামূল মানসিকতা থেকে যে দুনীতির উদ্ভব তা মূলত রাতারাতি-

- (ক) সুমান অর্জন (খ) অর্থ অনুসন্ধান  
(গ) আরাধনার ফল (ঘ) পরিচিত শত্রুর উপায়

৭০. সুশীল সমাজের সদস্যদের কাজ কী?

- (ক) সরকারের বিরূপ সমালোচনার জন্য উদযীব থাকার  
(খ) রাষ্ট্র পরিচালনার সরকারকে বৌদ্ধিক সমালোচনা করা  
(গ) সরকারকে নির্বিচারে প্রশংসা করা  
(ঘ) সরকারের বিভিন্ন দোষ নিয়ে অহেতুক কামেশা করা

৭১. রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে 'সচ্ছতা' শব্দটি বেশি ব্যবহৃত হয় কারণ-

- (ক) শব্দটি নতুন তাই জনগণের অগ্রহ বেশি  
(খ) আলোকতেন্দ্রী 'সচ্ছ' কাগজের মতো রাষ্ট্রের সব কাজ দুটিগ্রাহ্য ও বোধগম্য হওয়া উচিত  
(গ) ন্যায়বক্তার প্রতিশ্রুতি ও ন্যায়দায়িত্বের স্বীকারোক্তি  
(ঘ) 'সচ্ছতা'র মাধ্যমে গণতন্ত্রের চর্চা হয়

৭২. 'দুনীতি, উন্নয়নের অস্ত্রায় ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধের প্রেক্ষাপট কোন্টি?

- (ক) বর্তমান অবস্থা (খ) অতীত অবস্থা  
(গ) মধ্যযুগের অবস্থা (ঘ) প্রাচীন যুগের অবস্থা

৭৩. 'দুনীতি, উন্নয়নের অস্ত্রায় ও উত্তরণের পথ' কোন ধরনের রচনা?

- (ক) বক্তব্যমূলক (খ) সচেতনতামূলক  
(গ) বৈশিষ্ট্য (ঘ) সমগ্রচেতনামূলক

৭৪. জাতীয় উন্নয়নের প্রধান শত্রু কোনটি?

- (ক) সুনীতি (খ) সমাজবীতি  
(গ) অর্থনীতি (ঘ) দুনীতি

৭৫. দুনীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি অর্জন করতে কী প্রয়োজন?

- (ক) রাজনৈতিক অস্বীকার (খ) মনোবল  
(গ) সাহসিকতা (ঘ) প্রচেষ্টা

৭৬. বিশ্বের প্রতিটি দেশেই কমবেশি কী হয়?

- (ক) ভাণ্ডার কাজ (খ) উন্নয়নমূলক কাজ  
(গ) দুনীতি (ঘ) মন্দ কাজ

৭৭. কী প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন কার্যকর সংসদ?

- (ক) সুশাসন (খ) গণতন্ত্র  
(গ) 'সচ্ছতা' (ঘ) মন্দকাজ

৭৮. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দুনীতির প্রভাব প্রধানত কয়টি?

- (ক) দুটি (খ) তিনটি  
(গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি

৭৯. সুশাসন বলতে বুঝায়-

- i. রাষ্ট্রের জনগণকে সুন্দরভাবে শাসন করা  
ii. রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বত্র আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা  
iii. রাষ্ট্র ব্যবস্থার অন্তর্গত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে 'সচ্ছতা' ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা  
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i. (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) iii

৮০. দেশের সকল নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং দারিদ্র্য দূরীকৃত হবে-

- i. গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে  
ii. সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে  
iii. প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে 'সচ্ছতা' ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হলে  
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) i ও ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

৮১. জাতীয় সত্য ব্যবস্থার অতর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে-

- i. বিচারব্যবস্থা ii. জনপ্রশাসন  
iii. সুশীল সমাজ  
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

৮২. বাংলাদেশের দুনীতির ফলে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়-

- i. উন্নয়নের ধীরগতি ii. সুশাসনের অভাব  
iii. অর্থনৈতিক সাম্য  
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i. (খ) iii (গ) i ও ii (ঘ) i ও iii

৮৩. সম্পদের প্রাপ্যতা কমে যাওয়া হচ্ছে দুনীতির -

- i. সামাজিক প্রভাব ii. অর্থনৈতিক প্রভাব  
iii. রাজনৈতিক প্রভাব  
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i. (খ) ii (গ) i ও iii (ঘ) iii

৮৪. দুনীতি হচ্ছে-

- i. সরকারি কর্মচারীকে অপরাধে সহায়তা করা  
ii. দুখ গ্রহণ ও দুখ প্রদান  
iii. অসৎ উদ্দেশ্যে ভুল নথিপত্র প্রস্তুত  
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) i ও ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

৮৫. দুনীতির আইনগত ও প্রশাসনিক কারণ হলো-

- i. জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অকার্যকরিতা  
ii. রাজনৈতিক প্রভাব

iii. 'বহুতা ও জবাবদিহিতার অভাব  
নিচের কোনটি সঠিক?

কি i বি ii গি iii ঘ i, ii ও iii

৮৬. দুনীতির মূল্য প্রভাব হলো—

i. অর্থনৈতিক প্রভাব ii. রাজনৈতিক প্রভাব

iii. সামাজিক প্রভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

কি i বি ii গি i, iii ঘ i, ii ও iii

৮৭. 'দুনীতি, উন্নয়নের অস্ত্রায় ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধে ব্যবহৃত সমাসবদ্ধ শব্দগুলো হচ্ছে—

i. ধনতন্ত্র

ii. স্বচ্ছতা

iii. অমাদ্য

নিচের কোনটি সঠিক?

কি i বি ii গি i ও iii ঘ iii

৮৮. 'দুনীতি, উন্নয়নের অস্ত্রায় ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধে ব্যবহৃত সন্ধিযোগে গঠিত শব্দগুলো হলো—

i. দুনীতি

ii. পিয়োট

iii. চটসক

নিচের কোনটি সঠিক?

কি i বি ii, iii গি i, ii ও iii ঘ i ও iii

৮৯. 'দুনীতি, উন্নয়নের অস্ত্রায় ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধে ব্যবহৃত প্রত্যয় যোখে গঠিত শব্দগুলো হলো—

i. স্বচ্ছতা

ii. নিরপেক্ষতা

iii. দুনীতি

নিচের কোনটি সঠিক?

কি i বি ii গি i ও iii ঘ i, ii ও iii

৯০. দুনীতির অর্থনৈতিক প্রভাব—

i. জীবন মানের ব্যয় বাড়ে

ii. উন্নয়ন ব্যাহত হয়

iii. রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

কি i বি ii গি i, ii ও iii ঘ i ও iii

৯১. দুনীতির সামাজিক প্রভাব হলো—

i. ধনী-দরিদ্রের আরো বৈষম্য বাড়ে

ii. মানব উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়

iii. প্রশাসনিক প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

কি i বি ii, iii গি i ও iii ঘ i ও iii

৯২. 'দুনীতি, উন্নয়নের অস্ত্রায় ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে—

i. দুনীতির স্বরূপ

ii. দুনীতির কারণ ও প্রতিকার

iii. আইন-কানুন

নিচের কোনটি সঠিক?

কি i বি ii গি i ও ii ঘ i, ii, iii.

৯৩. দুনীতি সৃষ্টিতে অর্থ-সামাজিক কারণগুলো হলো—

i. ক্রমবর্ধমান জৈনবাদী প্রবণতা

ii. আরব্যবয়ের অসামঞ্জস্যতা

iii. অযথা অধিকারের অভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

কি i বি ii গি iii ঘ i ও ii

৯৪. অযা না পাওয়ার সঙ্গে যেন বিঘ্না অভিভূত সেগুলো হচ্ছে—

i. স্বচ্ছতা ও সুশাসন

ii. জবাবদিহিতা

iii. একনায়কতন্ত্র

নিচের কোনটি সঠিক?

কি i ও ii বি ii গি iii ঘ ii ও iii

৯৫. আব্রাহাম লিঙ্কনের মতে খনতন্ত্রিক সরকারের সংজ্ঞা কী?

i. জনগণের অন্য

ii. জনগণের দ্বারা নির্বাচিত

iii. জনগণের সরকার

নিচের কোনটি সঠিক?

কি i বি i ও ii গি i ও iii ঘ i, ii ও iii.

৯৬. 'নিউকোট' কথাটির অর্থ হলো—

i. সাময়িক পুরে প্রবেশ ছাপা হওয়া

ii. অগত ব্যবসায়িক খোঁচি

iii. যারা সবাই মিলে জিনিসের নাম বাড়ায়

নিচের কোনটি সঠিক?

কি i বি i ও ii গি iii ঘ ii ও iii

৯৭. দুনীতি দমন কবিশন-এর তদন্ত কার্যক্রমে নিয়োগিত কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে সরকার—

i. পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ

ii. কর্মীদের জবাবদিহিতা

iii. ভালো কাজের জন্য পুরস্কার

নিচের কোনটি সঠিক?

কি i বি ii গি iii ঘ ii ও iii

৯৮. দুনীতি দমন কমিশনের চরিত্র কেমন হওয়া উচিত?

i. দল নিরপেক্ষ

ii. স্বাধীন

iii. সক্রিয়

নিচের কোনটি সঠিক?

কি i. গি ii. গি i, ii ও iii ঘি iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় ও ৯৯ ও ১০০ নম্বর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে রয়েছে বিপুল সম্ভাবনাময় মানব

১০০. ১৯৭১ সালে ওলক গ্রামের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে-

i. উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে গড়ে ওঠার স্বপ্ন নিয়ে

ii. একটি শোষণ ও মরিচাহুজ সমাজ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে

iii. দুনীতিবাহ্য রপ্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

কি i. ঘি ii. গি iii. ঘি i, ii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১০১ - ১০৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

মামুল বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করেছে।

বর্তমানে সে চাকরি খুঁজছে, কিন্তু দুনীতির কারণে

মেধা থাকা সত্ত্বেও সে কোনো উপযুক্ত চাকরি পাচ্ছে

না। প্রতিটি চাকরির লিখিত পরীক্ষায় সে যোগ্যতার

সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেও মৌখিক পরীক্ষায় গিয়ে বাস পড়ে

যাচ্ছে। ইদানীং তাই তার মধ্যে এক ধরনের হতাশা

দানা বাঁধছে।

সম্পদ। কিন্তু দুনীতির কারণে বৈচিত্র্যময় এই প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনশক্তিকে যথোপযুক্ত কাজে লাগানো যাচ্ছে না। ফলে যেসব স্বপ্ন নিয়ে ত্রিশ লাখ প্রাণের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে এই দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে তার অধিকাংশই এখনো পূর্ণ হয়নি।

৯৯. উন্নয়নশীল দেশের একটি বৈশিষ্ট্য হলো-

কি মাথাপিছু আয়ের স্থিতিশীলতা

গি মাথাপিছু আয়ের অস্থিতিশীলতা

ঘি মাথাপিছু আয়ের ক্রমোন্নতি

ঘি মাথাপিছু আয়ের জমাটবর্তন

১০১. দুনীতি কীভাবে জাতিকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করে?

কি মানুষকে হতাশ করে

ঘি অন্যায় কাজ করিয়ে

গি নিয়ম-নীতি ভুল করে

ঘি নৈতিকতা ধ্বংস করে

১০২. উদ্দীপকের মামুলের হতাশ হওয়ার অন্য দায়ী-

i. বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থা

ii. প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব

iii. নৈতিকতার অবক্ষয়

নিচের কোনটি সঠিক?

কি i. ঘি ii. গি iii. ঘি i, ii ও iii.

১০৩. দুনীতি কীভাবে রোধ করা যায়?

i. রাজনৈতিক সনিচ্ছা দ্বারা

ii. কার্যকর সংসদ দ্বারা

iii. আইনের শাসন দ্বারা

নিচের কোনটি সঠিক?

কি i. গি ii. ঘি iii. ঘি i, ii ও iii ঘি ii ও iii



## অপরাজেয় গল্প

হুমায়ূন আহমেদ

### □ লেখক পরিচিতি

বাংলাদেশের সমসাময়িক সাহিত্যজগতে সর্বাধিক জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক, লিপিত লেখক, নট্যকার ও চলচ্চিত্র নির্মাতা হুমায়ূন আহমেদ এক যাদুকরী নাম। এ অঙ্গনে তুলত ঔপন্যাসিক হিসেবেই তার যাত্রা শুরু। হুমায়ূন আহমেদ-এর প্রথম উপন্যাস 'লিপিত লরকে' প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে। এই অর্থে তাঁকে সমকালীন আখ্যানকারও কলা যায়। তাঁর আর একটি অপূর্ব সাহিত্যকর্ম হলো 'শতাব্দীর কারাগার'। পিতা কয়রুজ রহমান আহমেদ (মুক্তিযুদ্ধে শহীদ) ও মাতা আরেফা ফয়েজের তিন পুত্র ও দুই কন্যার মধ্যে তিনি সবার বড়। রসায়নের মেধাবী ছাত্র ত, হুমায়ূন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স ও মাস্টার্স উভয় পরীক্ষাতেই প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। তিনি নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে পলিমার কেমিস্ট্রিতে পদকপ্রাপ্ত জন্ম পি.এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। অধ্যাপক হুমায়ূন আহমেদ ১৯৮১ সালে সাহিত্যকর্মের 'স্বীকৃতি'স্বরূপ 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার' জয়িতাও ১৯৯৪ সালে পান সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান- একুশে পদক। এছাড়াও তিনি শিও একাডেমী পুরস্কার, মাইকেল মধুসূদন পুরস্কার, জয়নুল আবেদিন স্বর্ণপদকসহ নানা পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছায়াছবি 'আতশের গরখম্বা' শ্রেষ্ঠ ছবিসহ ৮টি শাখার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে।

জন্ম : ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ১৩ নভেম্বর ময়মনসিংহ (বর্তমান নেত্রকোণা) জেলার কুতুবপুর গ্রামে।

মৃত্যু : ২০ জুলাই, ২০১২ (বৃহস্পতিবার), তুলসীপুরের নিউইয়র্কের কেন্দ্রস্থ হাসপাতালে (বাংলাদেশ সময় রাত ১১:২০ অব্দ, যুক্তরাষ্ট্রে সময় দুপুর ১:২০ মিনিটে)।

### □ রচনাবলি

মিগির আলি অমনিবাস, শ্যামল ছায়, দারুনচনি দীপ, ছায়াবীথি, সায়েল ফিরশন সমগ্র ইত্যাদি।

### □ শব্দার্থ ও টীকা

আত্মমর্য : জাঁকজমক।

ফরফসার : হাড়-পাঁজর মত অস্বাভাবিক আছে এমন।

অভিশাপ : অভিসম্পাত, অনিষ্টকামনা।

সংক্রমিত : এক স্বেচ্ছ থেকে অন্য স্বেচ্ছে সঞ্চারিত।

সমকামী : সমলিঙ্গভুক্ত যৌনকামী।

ট্যাবু (Taboo) : নিষিদ্ধ। অস্বাভাবিক।

ভাইরাস (Virus) : সংক্রামক রোগের বীজ।

ডকুমেন্টারি (Documentary) : প্রামাণ্য চিত্র।

স্পেণ্ডকে স্পেন্ড করা : গল্পে 'স্বাভাবিক সত্যকে' বীকার করে 'নেপথ্য' অর্থে ব্যবহৃত।

লিম্ফা গ্রন্থি (lymph Gland) : লিম্ফা গ্রন্থি হচ্ছে একা এক ধরনের গ্রন্থি যা শরীরকে বিভিন্ন জীবাণু ও ক্ষতিকর কোষের হাত থেকে রক্ষা করে। সাধারণত মানুষের ঘাড়, বগলে ও কুঁড়কিতে লিম্ফা গ্রন্থি বেশি থাকে।

এইডস্ (AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome) : এইডস্ এক ধরনের ভাইরাসযুক্ত রোগ, যা মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে মৃত্যু ঘটায়।

### □ বনান শতকর্তা :

ব্যাধি, কুষ্ঠ, ভবিষ্যৎ, রোগপ্রভ, অস্বাস্থ্য, অপরাজেয়।

## □ নমুনা প্রশ্নাবলি □

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. এইডস রোগটি কখন প্রথম ধরা পড়ে?

ক. ১৯৮১ সালে                      খ. ১৯৮৩ সালে

গ. ১৯৮৭ সালে                      ঘ. ১৯৯৪ সালে

২. বাংলাদেশের মেয়েরা এইডস রোগের ঝুঁকির মধ্যে আছে। কারণ, এখানে-

i. যৌনতা বিষয়টি গোপনীয় ও সম্মানজনক

ii. বৌদ শিক্ষার প্রচলন নেই

iii. সামাজিকভাবে মেয়েদের অবস্থান দুর্বল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i                                      খ. i ও ii

গ. ii ও iii                              ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং এর ভিত্তিতে ৩ ও ৫

নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

তরুণ মফিজ এইডস রোগে আক্রান্ত। সম্ভ্রান্তি সে  
বিয়ে করেছে।

৩. মফিজ কোন্টি থেকে বিবাহ থাকবে?

ক. একমে খাওয়া-দাওয়া

খ. একই বিছানা ব্যবহার

গ. সন্তান দেয়ার চেষ্টা

ঘ. একই খোসলাখানা ব্যবহার

৪. মফিজ এবং তার জীৱ অন্য কোনটি আবশ্যিক?

ক. বিবাহবিচ্ছেদ

খ. পৃথক বিছানা

গ. কনডম ব্যবহার

ঘ. জিহ্বা ধাবার

৫. জীৱকে নিয়ে মফিজ বাস্তবিক সংসার করতে পারবে  
যদি তারা-

i. বৌদ মিলনে নিরাপদ থাকে

ii. পৃথক বিছানা ব্যবহার করে

iii. সন্তান আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

## সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সৈয়দ সাহেব যখন নয় বছরের কুসুমকে ক্রমে আনলেন তখনও বোকা যাচ্ছিল না সে বেঁচে আছে কিনা! এ অবস্থায় তিনি  
ডাকছেন, এই তো সেদিন ওর বাবা বিদেশ থেকে এল। বাবা যেদিন মারা গেল সেদিন কুসুমের জন্ম। এতদিন সে পরহেজার  
মায়ের আশ্রয়ে পূর্ণ নিরাপত্তায় ছিল। গেল মাসে মেয়েটির মাও মারা গেল। কত মানুষেরই তো মা-বাবা থাকে না। তাই বলে  
আজ্ঞহত্যা! অনেক চেষ্টায় কুসুমের জল ফিরলে জানা গেল তার রক্তে HIV সংক্রান্ত পাওয়া গেছে। তার মায়ের মৃত্যুর কারণও  
তাই। আপন ভাই-বোনেরা তাকে একঘরে করে দিয়েছে। কেউ তার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে না। মেলামেশা করে না। এমনকি  
কথা পর্যন্ত বলে না।

ক. HIV রোগ প্রথম কোথায় ধরা পড়ে?

খ. এ দেশে যৌনতা বিষয়কে 'চাঁচু' বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. 'অপরাজেয় গল্প' অবলম্বনে কুসুমের HIV আক্রান্ত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সৈয়দ সাহেব কুসুমকে উদ্ধার করে HIV সংক্রমণের ঝুঁকি দিয়েছেন- 'অপরাজেয় গল্প' অবলম্বনে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

২. মাজহার সাহেব বেসরকারি সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। অফিসের কাজে তিনি রুগ্নের যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি সড়ক  
দুর্ঘটনায় পড়েন। গুরুতরভাবে আহত মাজহার সাহেবকে নিকটস্থ হাসপাতালে নেয়া হয়। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জন্য  
তাত্ক্ষণিকভাবে তাকে রক্ত দেয়া হয়। মানসিকভাবে পরে তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। কিন্তু ছয় মাস পরে রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে  
জানতে পারলেন, তিনি HIV-তে আক্রান্ত। তিনি বুঝতে পারলেন, দুর্ঘটনার সময় তিনি জীবন বাঁচতে যে রক্ত গ্রহণ করেছিলেন  
আজ সেই রক্তই তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ক. আব্দুল মজিদ কোথায় কাজ করতেন?

খ. 'রোগকে ঘৃণা করা যায়, রোগী নয়।' এর দ্বারা লেখক কী বুঝিয়েছেন?

গ. মাজহার সাহেবের HIV ভাইরাসে আক্রান্ত হবার কারণ 'অপরাজিতের গল্প' কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'মাজহার সাহেব দুখটিনার সময় জীবন বাঁচাতে যে রক্ত গ্রহণ করেছেন আজ তাই মৃত্যুর কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে।' উক্তিটির তাৎপর্যতা 'অপরাজিতের গল্পের' আলোকে বিশ্লেষণ কর।



১. নিজের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

বৃদ্ধ মা, ত্রী তার তিন সন্তান নিয়ে আবু বকরের সংসার। জীবিকার তাগিদে ঢাকার চাকরি করলেও বন্ধ আয়ের কারণে পরিবারকে সে নিজের কাছে আনতে পারে না। তাই অশিক্ষিত ত্রী তার শাওতি আর সন্তান নিয়ে গ্রামে বাস করে। ইদানিং শরীরটা বেশ ক্লান্ত আর দুর্বল লাস্যর ভাস্কর দেখায় আবু বকর। কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সে জানতে পারে তার এইভস হয়েছে। সে বুঝতে পারে, নিজের নেচেছেই সে এ রোগটি বঁচিয়েছে। জীবনকে এতো দ্রুত বিদায় দিতে হবে— এ কথা অবচেতনই সে কল্পনা ভেঙে পড়ে।

ক. Human Immune Deficiency Virus— এর সংক্ষিপ্ত রূপ কী?

খ. আব্দুল মজিদ একটি পর পর হা করে নিঃশ্বাস নিতো কেন?

গ. আবু বকর আর মজিদের কলশ পরিস্রুতি একই সূত্রে পাঁথা— ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'অপরাজিতের গল্প' এর আলোকে আবু বকরের কলশ পরিস্রুতির বিষয়টি বিশ্লেষণ কর।

### ১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) Human Immune Deficiency Virus— এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো HIV।

খ) আব্দুল মজিদ ছিলেন একজন এইভস রোগী। জীবিকার তাগিদে ইন্দোনেশিয়ার গিরে তিনি খারাপ মেয়ে মানুষের সাথে মেলামেশা করায় তার মধ্যে এই রোগের সংক্রমণ ঘটে। Human Immune Deficiency Virus (HIV) নামক এক ধরনের ভাইরাসের মাধ্যমে মানুষের দেহে এ রোগটি সংক্রমিত হয়। কোনো ধরনের লক্ষণ প্রকাশ না করেই দীর্ঘদিন এটি মানুষের দেহে সুপ্ত থাকতে পারে। আর দশটি রোগের মতো এটি কোনো সাধারণ রোগ নয়। এটি একটি মরণব্যাদি। অর্থাৎ এ রোগের জটিল কোনো লক্ষণ নেই। কারণ এইভস হলে থেকে থেকে জ্বর, ডায়রিয়া, দুর্বলতা ও হৃদস্পন্দনহীনতায় ফুলে যাওয়ার মতো সাধারণ কিছু উপসর্গ দেখা দেয়। তারপর এক সময় তা সংগ্রামে মূর্তি ধারণ করে। এ রোগ হলে দিনে দিনে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। ফলে অন্য যে কোনো রোগ বিনা বাধার তার দেহে বাসা বাঁধতে পারে। এর ফলেই ধুঁকে ধুঁকে এক সময় রোগী মারা যায়। মৃত্যুর পূর্বে এইভস রোগীদের শরীর একদম ভেঙে যায়। তাদের দেখতে অনেকটা কল্পালের মতো মনে হয়। এ সময় তারা ভালোভাবে খাস-প্রশ্রাসও নিতে পারে না। নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে বার বার তাদের মুখ হা হয়ে যায়। এ কারণেই অপরাজিতের গল্পের এইভস রোগী আব্দুল মজিদ একটি পর পর হা করে নিঃশ্বাস নিতেন।

গ) আব্দুল মজিদ হুমায়ুন আহমেদের 'অপরাজিতের গল্প' প্রবন্ধের একটি বিশেষ চরিত্র। অর্থনৈতিক সঙ্কলতার জন্য জীবিকার তাগিদে এক সময় তিনি ইন্দোনেশিয়ার যান। সেখানে যাওয়ার পর জৈবিক তাড়নার খারাপ মেয়ে মানুষের সাথে মেলামেশা করে তিনি এইভসে আক্রান্ত হন। এরপর অসুস্থ অবস্থার তাকে দেশে ফিরে আসতে হয়। উদ্দীপকের আবু বকরও জীবিকার তাগিদে এক সময় ঢাকার চাকরি করতে যান। বন্ধ আয়ের কারণে তিনি তার পরিবারকে নিজের কাছে নিতে পারেন না। ফলে মজিদের মতো তাকেও এক সময় খারাপ মেয়ে মানুষের সাথে মেলামেশা করতে হয়। এর ফলে তিনিও এইভসে আক্রান্ত হন। অপরাজিতের গল্পের এইভস রোগী আব্দুল মজিদ একটি পর পর হা করে নিঃশ্বাস নিতেন।

গল্পে মজিনের মৃত্যু হলেও উদ্দীপকে আবু বকরের মৃত্যু হয়নি। তবে কিছুদিন পর তাকেও মজিনের মতোই পরিণতি ভোগ করতে হবে। কেননা, পৃথিবীতে এখনো এইডস এর কোনো কার্যকর ঔষধ বা প্রতিষেধক আবিষ্কার হয়নি। তাই এইডস এর অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে মৃত্যু। এ কারণেই কলা মায়, উদ্দীপকের আবু বকর আর অপরাজিতের গল্পের মজিনদের করুণ পরিণতি একই সূত্রে গাঁথা।

ঘ) জনপ্রিয় কলাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ তাঁর 'অপরাজিতের গল্প' গ্রন্থদ্বিতীয় মরণব্যাপি এইডস এর ভয়াবহতা এবং এর পরিণাম সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। বিষয়টি উপস্থাপন করতে গিয়ে তিনি আব্দুল মজিদ নামের একজন এইডস রোগীর দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। এই আব্দুল মজিদ জীবিকার প্রয়োজনে ইন্দোনেশিয়ার গিয়ে অনৈতিক ও অনিরাপন মৌনায়চারে লিপ্ত হন। রক্ত, বীর্য ও মায়ের দুধ- এই তিন ধরনের তরল পদার্থের মাধ্যমে মানুষের দেহে এইডস ছড়ায়। তাই অনিরাপন মৌনমিলনের কারণে বীর্যের মাধ্যমে মজিনের দেহে এইডসের সংক্রমণ ঘটে।

এইডস একটি মরণব্যাপি। এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের ঔষধ বা প্রতিষেধক আবিষ্কার না হওয়ায় এ রোগের একমাত্র পরিণতি হচ্ছে মৃত্যু। এ কারণে মজিদও অকাল মৃত্যুর শিকার হন। উদ্দীপকের আবু বকরও মজিনের মতো জীবিকার প্রয়োজনে ঢাকার আসেন। ঢাকায় এসে অর্থিক অসচ্ছলতার কারণে পরিবারকে তিনি সাথে রাখতে পারেন নি। ফলে মজিনের মতোই বাস্তবিক জৈবিক তালুদায় তিনি বিপথগামী হন। প্রথমে এটাকে তেমন গুরুত্ব না দিলেও পরে তিনি বুঝতে পারেন, কান্ডটি ঠিক হয়নি। কিন্তু তখন তার কোনো উপায় থাকে না। কেননা, অনৈতিক ও অনিরাপন মৌনায়চারের মাধ্যমে তত্তেজসিবে তিনি মরণব্যাপি এইডসে আক্রান্ত হয়ে গেছেন।

এইডস আক্রান্ত হওয়ার পর দেশে ফিরে আসলে মজিদ তার পরিবারিক ও সামাজিক অবস্থান থেকে ছিটকে পড়েন। কেননা, অনৈতিক ও অসংযত মৌনায়চারের সাথে সরাসরি সম্পর্ক থাকায় বিষয়টিকে সবাই পাণেপের ফল বলে মনে করে। এ জন্য এইডস রোগীকে সবাই ঘৃণার চোখে দেখে এবং এড়িয়ে চলে। কেবল সমাজ নয়, পরিবারের লোকজনও এইডস রোগীদের ঘৃণা করে। ফলে তারা কোনো মানবিক সহানুভূতিও পায় না। এমনকি সামাজিক সচেতনতার অভাবে তাদের ন্যূনতম সূচিবিশ্লেষণও ব্যবস্থা হয় না। ফলে অত্যন্ত করুণভাবে তিলে তিলে তাদের মরতে হয়। এছাড়া, কুট রোগের মতো এইডস একটি ছোঁয়াচে রোগ- এই ধরনের বশবর্তী হয়ে পরিবার-পরিজনসহ সবাই তাদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকে। এ কারণে মজিদকে এক ভয়ানক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করতে হয়। উদ্দীপকের আবু বকর যেহেতু এইডসে আক্রান্ত হয়েছে সেহেতু তাকেও প্রায় একই ধরনের করুণ পরিস্থিতির শিকার হতে হবে। এছাড়া, তিনি তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হওয়ায় তার এই পরিস্থিতির জন্য গোটা সংসারেই এক মহা বিপর্যয় নেমে আসবে।

তাই মজিদ ও আবু বকরের মতো আর কেউ যেন এমন করুণ পরিস্থিতির শিকার না হয়, সে জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। দেশের মানুষকে মরণব্যাপি এইডস এর ভয়াবহ ধাবা থেকে যে কোনো মূল্যে রক্ষা করতে হবে।

## ২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী সামিয়া আহান মাস্টার্স পাঠ করার পর এম.ফিল করছে। তার গবেষণার বিষয় এইডস ও বাংলাদেশ। সে তার গবেষণা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য ঢাকার মহাবিদ্যালয় ICDDRDB-তে গিয়ে অনেক নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। এ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার পর বাংলাদেশে এইডস রোগীর পরিসংখ্যান দেখে কিছুটা 'বতি' পেলেও এর সন্ধ্যা ভয়াবহতার কথা জেবে সে শিটের ওঠে।

ক. UNAIDS এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে এইডস রোগীর সংখ্যা কত ছিল?

খ. 'পাশাপা আঁড়া যে কোনো সময় পাশাপাছড়া হতে পারে'- বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

গ. অপরাজিতের গল্পে উদ্দীপকের বিষয়টি কীভাবে প্রতিকলিত হয়েছে- ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'এর সন্ধ্যা ভয়াবহতার কথা জেবে সে শিটের ওঠে'- অপরাজিতের গল্পের আলোকে উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

## ২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) UNAIDS এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে এইডস রোগীর সংখ্যা ছিল ১৩৪।

খ) বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক বীজসং ও অপ্রতিরোধ্য ব্যাধির নাম এইডস। হুমায়ুন আহমেদ রচিত ‘অপরাজেয় গল্প’র তথ্যানুযায়ী দেখা যায়, সাহারা মরুভূমির চারপাশের আটচল্লিশটি দেশে মানুষের মৃত্যুর প্রধান কারণ হচ্ছে এই এইডস। বিশ্বের অনেক দেশের পাশাপাশি আমাদের পার্শ্ববর্তী রুগ্ন ভারত, নেপাল, বার্মা, চীন, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডে ভয়াবহভাবে এ রোগ ছড়িয়ে পড়লেও বাংলাদেশে এখনও এর ব্যাপকতা লক্ষ করা যায়নি। এদিক থেকে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশ এখনো ভালো অবস্থানে আছে।

UNAIDS-এর এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায়, ২০০৫ সালে বিশ্বে এইচআইভি সংক্রমিত মানুষের সংখ্যা চার কোটির বেশি হলেও বাংলাদেশে এ সংখ্যা ছিল মাত্র ৬৫৮। এ সময় এইডস রোগীর সংখ্যা ছিল ১৩৪ এবং এ রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৭৪। প্রথমদিকে এ প্রসঙ্গে কথা হয়, এ পরিসংখ্যানে আসলে উল্লিখিত হবার কিছু নেই। কেননা, বাংলাদেশে এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা এক বছরে ৬৫৮ থেকে বেড়ে ৮৭৪ জনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ১৩৪ থেকে ২৪০ জনে। আর মৃত্যুর সংখ্যা ৭৪ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১০৯ জনে। আর এ পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যায়, আমাদের দেশে এ রোগের সংক্রমণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই সময় মতো সতর্ক না হলে যে কোনো সময় এখানে এর প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। এমনকি এইডস আক্রান্তের এই সংখ্যা যে কোনো সময় বিপদসীমাও অতিক্রম করতে পারে। পাশ্চাত্য যোদ্ধার লাগামছাড়া হওয়া কথটির মধ্য দিয়ে মূলত এ ধরনের সন্ধ্যা ভয়াবহতার কথাটিই বুঝানো হয়েছে।

গ) হুমায়ুন আহমেদ তাঁর ‘অপরাজেয় গল্প’ গ্রন্থে মরুব্যাধি এইডস এর বিভিন্ন দিক আলোচনা করতে গিয়ে বাংলাদেশে এর প্রভাব ও অবস্থান সম্পর্কে প্রাথমিক মন্তব্যসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেছেন। এসব তথ্যে তিনি বলেছেন, ২০০৫ সালে প্রকাশিত UNAIDS এর এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা ৬৫৮ হলেও এক বছরের ব্যবধানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৭৪ জনে। এ সময়ে এইডস রোগীর সংখ্যা ১৩৪ থেকে ২৪০ এবং এ রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ৭৪ থেকে ১০৯ জনে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ পরিসংখ্যান থেকে বুঝা যায়, ব্যাপক হারে না হলেও এ ধরনের রোগীর সংখ্যা এ দেশে ক্রমশ বাড়ছে। তাই আপাতত ‘বক্তির কারণ হলেও জীবদাতার অন্য এটা বড় ধরনের মশা ব্যাধার কারণ হয়ে ওঠতে পারে। সময়মতো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নিলে এটা এক সময় চরম মানবিক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে ওঠতে পারে। ‘এইডস ও বাংলাদেশ’ বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে এসব কারণেই সামিয়া আহান শিটরে ওঠে। এ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য সে যখন ঢাকার মহাপাণ্ডিত ICDDR, B এ যায়, তখনই তার সামনে বাংলাদেশের এইডস পরিস্থিতির একটি বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠে। সংগৃহীত তথ্য থেকে সে এমন কিছু ইঙ্গিত পায় যা তার মধ্যে একটি সন্ধ্যা ভয়াবহতার আশঙ্কা সৃষ্টি করে। কেননা, তখনও সে পরিসংখ্যানে এমন কোনো তথ্য পায় না, যা উদ্বেগজনক। কিন্তু তারপরও এতে এমন কিছু তথ্য ছিল যা জীবদাতার জন্য তাকে উদ্বেগ করে তোলে। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত নিয়ে হুমায়ুন আহমেদও তাঁর ‘অপরাজেয় গল্প’ গ্রন্থে এ ধরনের একটি ভয়াবহ আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেছেন।

ঘ) বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে ভয়াবহ রোগটির নাম হলো এইডস। এ রোগের কারণে সমগ্র মানব সভ্যতা আজ এক ভয়াবহ সংকটের সন্মুখীন হয়েছে। এ রোগের প্রাদুর্ভাব বিদ্যার বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতাকেও বেনে আজ ডান করে দিয়েছে। সামিয়া তার গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে বাংলাদেশের এইডস সম্পর্কে যে সব তথ্য পায়, তাতে বর্তমান পরিসংখ্যানে সে ‘বক্তির লাভ কালেও এর সন্ধ্যা ভয়াবহতা নিয়ে শিটরে ওঠে। হুমায়ুন আহমেদও তাঁর অপরাজেয় গল্পে ঠিক একই ধরনের তথ্য দিয়েছেন। তাই এ দেশকে এইডস এর ভয়াবহ ঝোঁক থেকে বাঁচতে হলে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এখন থেকেই ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

মৌন শিকার ব্যাপারে জাতীয়ভাবে আমরা যে পদাভিপদতার ভূমি এখন থেকেই তা দূর করতে হবে। এর জন্য পাঠসূচিত যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে এটিকে অত্যাশঙ্ক্যীয়ভাবে পাঠবিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাকে এ জন্য সমন্বিত কর্মক্রম নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি ও

বেসরকারি গণমাধ্যমকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এ সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রচার করতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল ও বাহ্যিকপ্রসূরূহে এ বিষয়ে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি পড়ে তুলতে হবে। এ রোগে নিরোগে সহায়ক খুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে তার প্রতি সরকারের নজরদারি বাড়তে হবে। অসংযত ও অসৈনিক যৌনচাচার বন্ধের লক্ষ্যে মানুষের মধ্যে ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ বৃদ্ধির জন্য ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কাজে লাগাতে হবে। এ সবের মাধ্যমে এক দরনের সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার সিনে সিনে তাকে জোরদার করতে হবে। এসব গুরুত্বপূর্ণ গ্রহণ করতে পারলেই বাংলাদেশকে এইভয়ের সন্ত্রাস ভয়াবহতা থেকে মুক্ত করা সম্ভব হবে। যে আতি মুক্তিযুদ্ধ করে নিজের দেশকে স্বাধীন করতে গিয়ে সে আতি এইভয়ের মতো শত্রু বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অবশ্যই স্ত্রী হতে। এ জন্য সরকার ওপু একটু উদ্যোগ নিয়ে সাহসিকতার সাথে সমরোপযোগী লিফট গ্রহণ ও তা বাতায়ন।

ও, দিদের চিহ্নটি লক্ষ্য কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



ক. এইভয় রোগটি প্রথম কানের মধ্যে পর পড়ে?

খ. মজিনের স্ত্রী হেলেনমেরের নিয়ে বাণের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন কেন?

গ. উদ্বীপকের আলোচনীটির সাথে মজিনের মিল-অমিলগুলো তুলে ধরো।

ঘ. 'ওরগকে চুপা করা যায়, রোগীকে কেন?'- উদ্বীপকের আলোকে উদ্ভূত বিশ্লেষণ কর।

### ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) এইভয় রোগটি প্রথম ধরা পড়ে সমকামীদের মধ্যে।

খ) হুমায়ুন আহমেদ রচিত 'অপর্যায়ের গল্প' শীর্ষক গ্রন্থের একটি বিশেষ চরিত্র হলো আব্দুল মজিদ। আর্থিক সমস্যাভার জন্য পরিবার-পরিজন ফেলে তিনি সুদূর ইন্দোনেশিয়ায় পাড়ি জমান। সেখানে গিয়ে তিনি তার জৈবিক তাড়নার খারাপ মেয়েমানুষের সাথে

মোদায়েশা করেন। এর ফলে তার দেহে এইভয়রোগের সংক্রমণ ঘটে এবং তিনি এইভয়ে আক্রান্ত হন। রক্ত ও মূত্রের দূষণ থেকে মানুষের দেহে এ রোগ ছড়ালেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসংযত ও অসৈনিক যৌনচাচার থেকে এ রোগের জন্ম হয়। তাই মানুষ এটিকে পাণের ফল হিসেবেই গ্রহণ। এ কারণে প্রকাশ্যে কেউ এ নিয়ে কোনো কথা বলতে চায় না। ফলে এ সম্পর্কে জনমনে অনেক বিভ্রান্তি ভেসে যায়। এই বিভ্রান্তি ও অজ্ঞতার কারণে অনেকেই এটাকে কলেরা ও কুট রোগের মতো হোঁচলে রোখ বলে মনে করে। এ কারণে এইভয় রোগীকে সবাই এড়িয়ে চলতে চায়। মজিনের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। তাই ছোট তিনি যখন অনুহু হয়ে পেশে দিদের আসেন তখন তার স্ত্রীও এই ধারণা বশবর্তী হয়ে তার কাছ থেকে দূরে থাকতে চান। এরপর এ রোগ থেকে বাঁচান জন্য পাবিবানিক নিরাপত্তার কথা ভেবেই তিনি তার স্বামীকে নিঃশব্দ অবস্থায় ফেলে রেখে স্বতন্ত্রদের নিয়ে বাণের বাড়ি চলে যান।

গ) হুমায়ুন আহমেদ রচিত 'অপর্যায়ের গল্প' গ্রন্থে মনবাবাশি এইভয় সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করেছেন। এসব তথ্য উপস্থাপন করতে গিয়ে তিনি আব্দুল মজিদ নামের একজন এইভয় রোগীর কথা বলেছেন। আর্থিক সমস্যাভার জন্য জীবিকার তাগিদে এই আব্দুল মজিদ এক সময় ইন্দোনেশিয়ায় যান। সেখানে বাঙালীর পর জৈবিক তাড়নায় তিনি খারাপ মেয়ে মানুষের সাথে মোদায়েশা করে এইভয়ে আক্রান্ত হন। এইভয় একটি মনবাবাশি। পৃথিবীতে এখনো এর কোনো কার্যকর প্রতিষেধক না উদ্ভাবিত হওয়ায়। তাই এ রোগ হলে মানুষের একমাত্র পরিস্থিতি হচ্ছে মৃত্যু। প্রাথমিক অবস্থায় এ রোগের তেমন কোনো লক্ষণ দৃশ্যমান না হলেও এক সময় তা সংক্রান্ত মূর্তিতে অবিস্কৃত হয়। তখন মানুষের শরীরে কোনো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে না। মানুষ তখন এতোটাই স্বীনকার হয়ে পড়ে যে, তার দেহে অনেকটা কলহের মতোই মনে হয়। আব্দুল মজিদ সম্পর্কে লেখক যে কনি দিয়েছেন, তারই এ বিবরণী অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উদ্বীপকের চিহ্নটিও আব্দুল

মজিনের মতো একজন এইডস রোগীর। তার দেহটিও অনেকটা ককালের মতো হয়ে গেছে। এদিক থেকে উদ্দীপকের আলোকচিত্রের সাথে মজিনের মিল থাকলেও, মজিন কিন্তু এই লোকটির মতো চিকিৎসা সেবা পায়নি। বিনা চিকিৎসায় প্রায় আশে-পাশেরই একটি অতকার কক্ষে তাকে ঝুঁক ঝুঁক করতে হয়েছে। পক্ষান্তরে উদ্দীপকের রোগীটি বিদ্যুৎ হালও চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে। এদিক থেকে মজিন ও উদ্দীপকের আলোকচিত্রের রোগীটির মধ্যে কিছুটা অমিল রয়েছে।

ঘ) এইডস আক্রান্ত মানুষের এক কাল্পনিক দৃষ্টান্ত সন্দিক্ত কল্যাণী হুমায়ুন আহমেদ এর ‘অপরাজেয় গল্প’ গ্রন্থটির বিশেষ চরিত্র অকুল মজিন। জীবিকার অন্বেষণে তিনি সিসেট থেকে পাড়ি জমিয়েছিলেন ইন্দোনেশিয়ায়। সেখানে গিয়ে জনৈতিক ও অনিরাপদ যৌনচরিত্রের সঙ্গে মরগব্যাসি এইডসে আক্রান্ত হন তিনি। এরপর সেখানে দিলে আসেন। এইডস সম্পর্কে সাধারণ মানুষের স্মৃতি কোনো ধারণা না থাকায় তার পরিবারের লোকজনও এটাকে ছোঁয়াতে রোগ ভেবে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তাই একান্ত কচ্ছন্ন মানুষেরাও তার সংস্পর্শ থেকে দূরে চলে যায়। এমনকি এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে দুই ছেলে-মেয়ে নিয়ে তার স্ত্রীও এক সময় বাবার বাড়ি চলে যায়। এরপর বাস্তবিকভাবে ভেঙে তার কাছে আসে লা। তাকে খাবার দেয়া হয় জালালা দিয়ে। মজিনের আত্মীয়-বন্ধনের এ ধরনের অমানবিক আচরণে সেনক খুবই মর্মান্বিত হন। তিনি মনে করেন, খারক ব্যাপি এইডস কিংবা যে কোনো রোগ সম্পর্কে ভুল বা অসত্য থাকতে পারে, তাই বলে একজন দৃষ্টান্তবাহী মানুষের সাথে এ ধরনের আচরণ মেটেও ঠিক নয়। এটা নিরালস্যেই একটি চরম অমানবিক ও দুঃখজনক ঘটনা।

পক্ষান্তরে উদ্দীপকের আলোকচিত্রটিতে দেখা যাচ্ছে, মজিনের মতোই একজন এইডস রোগী মানুষের সহানুভূতি আর চিকিৎসা নিয়ে দৃঢ়তার নিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মানুষ মানুষের কাছ থেকে এতকু সহানুভূতি আর সেবা নিত্য আশা করতে পারে। তাই এইডস রোগের প্রতি দৃষ্টি রাখা সঙ্গত হলেও এইডস আক্রান্ত রোগীর প্রতি আমাদের কোনো ভুল বা অবহেলা থাকে উচিত নয়। বরং যতদিন বেঁচে থাকে ততদিনই তাদের প্রতি আমাদের মানবিক ও সহানুভূতিশীল আচরণ করা উচিত।

আমরা যতই আমাদের মানবিক অনুভূতিগুলোকে জয়ান্ত করে এইডস রোগীদের দৃষ্টি না করে সুগভীর মমতা আর গরম সহানুভূতি নিয়ে তাদের নিকে এগিয়ে যাই- সে লক্ষ্যই সেরক তাঁর গ্রন্থে অকুল মজিনের গ্রন্থ হইবে আমাদের উদ্ভিতি করেছেন।

৪, নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



ক. ত্রাত ব্যাকের রক্ত কী মিশে গেছে?

খ. ‘স্পেডকে স্পেড ক্লাই বাহুনার’- কেন?

গ. চিত্রের কোনো খাবার মতোই এইডস প্রতিরোধের বিষয়টি নিহিত রয়েছে - ‘অপরাজেয় গল্প’-এর আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বাজার জনসংগঠনের মাধ্যমেই সবার এইডস প্রতিরোধ করা- উদ্দীপক ও ‘অপরাজেয় গল্প’ গ্রন্থের আলোকে উভয়টির স্বার্থতা নিরূপণ কর।

### ৪ সং গ্রন্থের উত্তর

ক) ত্রাত ব্যাকের রক্ত মূষিত রক্ত মিশে গেছে।

খ) হুমায়ুন আহমেদের ‘অপরাজেয় গল্প’ গ্রন্থের আলোচ্য উদ্ভিতি করা হয়েছে। বর্তমান বিশেষ লগ্নেরে অধ্যায় ব্যাপি হচ্ছে এইডস। এইডসটি নামক এক ধরনের ভাইরাস থেকে এ রোগের উৎপত্তি। এ রোগের একমাত্র পরিণতি হচ্ছে

মৃত্যু। এইডসটি আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে অনিরাপদ যৌনমিলন বা তার শরীর থেকে রক্ত গ্রহণ, এইডস আক্রান্ত মরতর দুধ পানি কিংবা আক্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত সূচ বা সিরিঞ্জ, কুহুহরার হালাল এ রোগ ছড়ালেও এ রোগ নিরাসের সবচেয়ে বড় কারণ

হচ্ছে অনিরাপদ যৌন মিলন। এ সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট অসচেতনতা রয়েছে। আর এ অসচেতনতার মূল কারণ হচ্ছে এ সম্পর্কিত শিক্ষার অভাব।

আমাদের সমাজে যৌনশিক্ষা এখনও একটি নিষিদ্ধ বিষয়। এছাড়া এ সংক্রান্ত কোনো খোলাখোলা আলোচনাও সমাজের দৃষ্টিতে নিষ্পনীয়। অথচ পৃথিবীতে এখনও এ রোগের কোনো প্রতিষেধক বা ঔষধ আবিষ্কৃত হয়নি। তাই এর হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে ব্যাপক জনসচেতনতার মাধ্যমে এর বিলম্বে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলা। আর এ রোগ প্রতিরোধের জন্য সবার আগে দরকার এ ব্যাপারে খোলাখোলা আলোচনা। এমন একটি ভয়ানক বিষয়ে রাখচাক করা আমাদের জনস্বাস্থ্যের জন্য এক বিরাট হুমকি। তাই এ সংক্রান্ত অস্বাভাবিক প্রবাহের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতেই লেখক আলোচ্য উক্তিটির অবতারণা করেছেন।

গ) এইডস একটি ঘাতক ব্যাধি। যে এইডস থেকে এ রোগটির অন্য হয় তার নাম Human Immune Deficiency Virus। সংক্ষেপে HIV। বীর্য, রক্ত ও মায়ের দুধ- এই তিন জাতীয় তরল পদার্থে এ ভাইরাসটি অবস্থান করে। এই তিন জাতীয় তরলের আদান-প্রদান এ রোগ ছড়ায়। এইডসাইডি আক্রান্ত কারও সাথে অনিরাপদ যৌন মিলন অথবা এ জাতীয় কারও দেহের রক্ত গ্রহণ কিংবা এইডসাইডি আক্রান্ত মায়ের দুধ পান করার মাধ্যমে এইডস-এর সৃষ্টি হয়।

তিরের কালো ধাবটি এইডস এর ভয়াবহতা নির্দেশ করলেও এর মাঝে আঁকা লাল রক্তের ফিতা বা রিবন দ্বারা এইডস প্রতিরোধের বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে।

এখন পর্যন্ত ঘাতক ব্যাধি এইডস-এর কোনো কার্যকর ওষুধ আবিষ্কার হয়নি। আমাদের পাশের দেশগুলোতে এইডস রোগ বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। আমাদের দেশের মেয়েদের অবস্থান খুবই দুর্বল। তাদের যৌন শিক্ষা নেই বললেই চলে। এইডস প্রতিরোধের জন্য এ বিষয়ে নারী-পুরুষ সর্বস্তরে খোলাখোলা আলোচনার পরিবেশ তৈরির পাশাপাশি ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এইডস বিষয়ক সভা-সেমিনার ও প্রচারণার মাধ্যমে এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সকলকে অবহিত করতে হবে। তাহলেই এই ঘাতক ব্যাধিকে অনেকটাই প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। তিরের কালো ধাবের মধ্যে লাল রক্তের যে রিবনটি রয়েছে তা এইডস প্রতিরোধের একটি সংকেত। এটি 'অপরাহ্নের গল্পে' উল্লিখিত এইডস প্রতিরোধের বিষয়গুলোরই প্রতিনিধিত্ব করেছে।

ঘ) প্রাথমিক হুমায়ুন আহমেদ রচিত 'অপরাহ্নের গল্প' - এইডস বিষয়ক জনসচেতনতামূলক একটি প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধে এইডস এর ব্যাপকতা এবং এইডস প্রতিরোধে আমাদের করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

উদ্বীপকটি কেবল একটি 'হস্তচিহ্ন' নয়। কালো হাত দ্বারা এইডস এর ভয়াবহতা এবং হাতের মাঝে আঁকা রিবন দ্বারা এইডস প্রতিরোধের বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। অপরাহ্নের গল্পে বাংলাদেশের বাইরে এইডস এর ভয়াবহ বিস্তার এবং বাংলাদেশে এর অবস্থান নির্দেশ করা হয়েছে। এদেশে এখন পর্যন্ত এইডস বিষয়ক প্রচার তেমনভাবে হয় ওঠেনি। আর সবচেয়ে বড় কথা যে, আমাদের দেশে এ বিষয়ক আলোচনা এখনো টানু হয়ে আছে। ফলে এদেশের মেয়েরা এখনো অনেক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। অনিরাপদ কিংবা কনডমবিহীন যৌন মিলনে আপত্তি করার মতো সঙ্কমতাও তাদের নেই। জনসচেতনতার অভাবেই এমনটি হচ্ছে। তাই একমাত্র ব্যাপক জনসচেতনতাই পারে এ পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটতে। যেহেতু এখনো পৃথিবীতে এ রোগের কোনো প্রতিষেধক বা ঔষধ আবিষ্কৃত হয়নি, সেহেতু এ জনসচেতনতাই এখন পর্যন্ত আমাদের একমাত্র জরুরী। তাই সবারই উচিত এ লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়া- যাতে করে আমরা আমাদের এ দেশকে এইডসের ভয়াবহ কালো ধাব থেকে মুক্ত রাখতে পারি।

৫. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

রাসেল বন্দ্যোপাধ্যায়। আমেরিকায় যাবার পূর্বেও তার উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন নিয়ে এলাকার বেশ রটনা ছিল। বছর না পেরোতেই আমেরিকার থেকে ফিরে এসে বিয়ের কাজটি সম্পন্ন করে আবারও সে আমেরিকায় চলে যায়। এরপর তার একটি কন্যাসন্তান হয়। অঙ্গের কিছুদিন পর থেকেই কন্যাটি ক্রমশ নিঃশব্দ হতে থাকে। এক সময় সে হাঁ করে নিঃশ্বাস নেওয়া শুরু করে। মেয়েটি প্রায়ই ডায়রিয়া ও জ্বরে ভোগে। চিকিৎসকগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মেয়েটির দেহে এইডসাইডি সনাক্ত করেন।



ক. আব্দুল মজিদ কোথায় কাজ করতো?

খ. শিতলের এইডস হয় কেন?

গ. 'অপরাজ্জের গল্পে' বর্ণিত কোন বিষয়টি উদ্দীপকে কীভাবে প্রতিকলিত হয়েছে— ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের শিতটির পরিচিতির বিষয়টি 'অপরাজ্জের গল্পের' আলোকে বিশ্লেষণ কর।

### ৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) আব্দুল মজিদ ইন্দোনেশিয়ায় কাজ করতো।

খ) দুধ পান, রক্ত গ্রহণ বা পুরনো কোনো সিরিঞ্জ ব্যবহারের মাধ্যমে শিতরা এইডসে আক্রান্ত হতে পারে। এইচআইভি নামক এক ধরনের ভাইরাস থেকে এই এইডস রোগের জন্ম হয়। মায়ের দুধ, রক্ত বা বীর্যের মাধ্যমে মানুষের দেহে এর জীবাণু (HIV) প্রবেশ করতে পারে। একজন শিশু বাজবিকভাবেই জনের পর তার মায়ের দুধ পান করে। সে দুধে যদি এইডস এর জীবাণু থাকে এবং মা যদি এ ব্যাপারে সচেতন না হন তবে এ দুধ পানের মাধ্যমে শিতর দেহে এইডস ছড়তে পারে। এছাড়া, শিতর দেহে এইচআইভি বহনকারী কোনো রক্ত বা পুরনো সিরিঞ্জ প্রবেশ করলেও এ রোগের সংক্রমণ ঘটে। এভাবেই এইচআইভিযুক্ত মায়ের দুধ পান, এইচআইভিবাহী অনিরাপদ রক্ত গ্রহণ বা এইচআইভি বহনকারী কোনো পুরনো সিরিঞ্জ ব্যবহারের ফলেই শিতলের এইডস হয়।

গ) উদ্দীপকে একটি শিতর এইডস-এ আক্রান্ত হবার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। শিতটির বাবা প্রথমে এইডস এ আক্রান্ত হয়; তারপর শিতটির মা এবং এরপর শিতটিও এ রোগে আক্রান্ত হয়। ফলে দুরন্ত শিতটি ক্রমান্বয়ে নিতান্ত হতে থাকে। প্রায়ই সে ডাক্তারিয়া ও ক্লমে ভোগে। শেষ পর্যন্ত ডাক্তারি পরীক্ষায় তার দেহে মরণব্যাপি এইডস-এর জীবাণু এইচআইভি ধরা পড়ে।

'অপরাজ্জের গল্প' রচনাটিতে এইডস-এর ভয়াবহতার কথা বর্ণিত হয়েছে। এ রচনাটি থেকে জানা যায়, বীর্য, রক্ত ও মায়ের দুধের মধ্য দিয়ে মানব দেহে এই রোগের জীবাণু এইচআইভি সংক্রমণ ঘটে। অন্যান্য কারণের পাশাপাশি অনিরাপদ যৌন মিলনেও এইডস রোগ হয়। উল্লেখ্য জীবনযাপনে অজান্তে রাসেল যখন আমেরিকায় যায় তখন হয়তো অব্যাহ মোলারেশার সুযোগ নিয়ে সেখানে কোনো এইচআইভি বহনকারী মেয়েমানুষের সাথে অনিরাপদ যৌনমিলনে লিপ্ত হয়। এর ফলে তার দেহে এইচআইভি প্রবেশ করে। দেশে ফিরে এসে বিয়ে করার পর জীর্ন সাথেও সে অনিরাপদ যৌনমিলন থেকে বিরত থাকে নি। এ কারণে তার জীর্ন দেহেও এইচআইভি প্রবেশ করে। এরপর তার একটি কন্যাসন্তান হলে মাতৃদুগ্ধ পানের মাধ্যমে তার দেহেও এইচআইভি সংক্রমণ ঘটে। এর ফলেই শিতটির দেহে ডাক্তারগণ এইচআইভি শনাক্ত করতে সমর্থ হন।

'অপরাজ্জের গল্পে' অনিরাপদ যৌনমিলন ও মায়ের দুধের মাধ্যমে এইচআইভি সংক্রমণের যে তথ্য বর্ণিত হয়েছে শিতটির দেহে এইচআইভি শনাক্তকরণের মাধ্যমে উদ্দীপকেও এ বিষয়টি প্রতিকলিত হয়েছে।

ঘ) উদ্দীপকে রাসেলের উল্লেখ্য জীবন-যাপন এবং তার কন্যাসন্তানটির এইচআইভিতে সংক্রমিত হবার কথা বলা হয়েছে।

'অপরাজ্জের গল্পে' বর্ণিত তথ্যানুযায়ী HIV থেকে মরণব্যাপি এইডস এর সৃষ্টি হয়। এই এইচআইভির প্রধান কাজ হচ্ছে মানুষের শরীরের বাজবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়া। বীর্য, রক্ত ও মায়ের দুধ— এ তিন জাতীয় তরল পদার্থের মাধ্যমে মানবদেহে এইচআইভি ছড়তে পারে। এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে যৌন মিলন, রক্ত আদান-প্রদান বা এইচআইভি আক্রান্ত মায়ের দুধ পান করার মাধ্যমে এই রোগের জন্ম হয়।

'অপরাজ্জের গল্পের' মজিদ ও উদ্দীপকের শিতটির মধ্য দিয়ে আমরা এর বাস্তব প্রতিকলন দেখতে পাই। মজিদ তার জীবিকার প্রয়োজনে অনেক আশা-ভরসা নিয়ে কাজ করতে যায় ইন্দোনেশিয়ায়। এরপর বাজবিক যৌন জহিঙ্গা মিটেতে সেখানকার পতিতাদের সান্নিধ্যে পড়ে সে এইচআইভিতে আক্রান্ত হয়। এক্ষেত্রে সে যদি সচেতন হতো তবে তাকে এই ঝুঁকির মধ্যে পড়তে হতো না। তার জীবাণু অনিরাপদ হতো না। অপরদিকে রাসেলও তার পরিশ্রিত সম্পর্কে সচেতন ছিল না। এ কারণেই তার কন্যাসন্তানটি এইচআইভিতে আক্রান্ত হয়। তার কন্যার এইচআইভি শনাক্তকরণের মধ্য দিয়ে প্রতীয়মান হয়, সে নিজেও এইচআইভি বহন করছে এবং তার সাথে যৌনমিলনের ফলে তার জীর্ন দেহেও এই ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটিছে। তাদের সবার

কেউই মজিদের মতো অসচেতনতা কাজ করেছে। আর এ কারণেই তারা মানব্যাধি এইডস এর কবলে পড়েছে। তাই আমাদের সবার উচিত এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা। আর এ সতর্কতার জন্য সবার আগে দরকার ব্যাপক গণসচেতনতা এবং সংযম প্রদর্শন। অন্যথায় এ যাকব্যাধি যে কোনো সময় আমাদের যে কারও সুখের সংসার তছনছ করে দিতে পারে।

৬. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ কল্যাণ বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী নুসাইবা। তাকে ফিল্ড ওয়ার্কের জন্য যেতে হয় সাভারের একটি পতিতাপল্লিতে। সেখানে জরিপ করতে গিয়ে সে আঁতকে ওঠে। জরিপে সে দেখতে পায় সেখানকার অনেক যৌনকর্মী এইচআইভিতে আক্রান্ত হলেও এ নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। নেই কোনো সচেতনতাও। কেউ কেউ এ রোগটির নাম শুনেও এর ভয়াবহতা সম্পর্কে তাদের বিশুভাচার ধারণা নেই।

ক. খারাপ মেয়েমানুষের সাথে কার যোগাযোগ ছিল?

খ. 'এইডস - এর কপালে পাণের শক্তির সিল ভালোমতো পড়েছে।' - কেন?

গ. উদ্দীপকের সাথে 'অপরাজেয় গল্প' গ্রন্থের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'এর ভয়াবহতা সম্পর্কে তাদের বিশুভাচার ধারণা নেই' - 'অপরাজেয় গল্প' এর আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

### ৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) খারাপ মেয়েমানুষের সাথে যোগাযোগ ছিল মজিদের।

খ) এইচআইভি নামক এক ধরনের ভাইরাস থেকে এইডস রোগটির জন্ম হয়। রক্ত, বীর্য ও মায়ের দুধ - এই তিন ধরনের তরল পদার্থের মধ্য দিয়ে মানুষের দেহে এই ভাইরাসটি প্রবেশ করে। এ রোগের কারণ হিসেবে অনিরাপদ যৌন মিলন তথা বীর্যের বিষয়টি অনেকের জানা থাকলেও রক্ত ও মায়ের দুধের বিষয়টি অনেকে কাছেই অজানা। ফলে অসংযত ও অনৈতিক যৌনাচারের মাধ্যমে এইডস হয়- এখন পর্যন্ত এ ধারণাটি আমাদের সমাজে বহুমূল্য হয়ে আছে। অসংযত ও অনৈতিক যৌনাচার আমাদের সমাজে একই সাথে ঘৃণা ও পাণের বিষয়। তাই এইডসের সাথে যোহেতু অসংযত ও অনৈতিক যৌনাচারের সরাসরি সম্পৃক্ততা আছে, সেহেতু সমাজ এটাকে এখনো পাণের ফল হিসেবেই গণ্য করে। সমাজের এ দৃষ্টিভঙ্গিটি প্রকাশ করতে গিয়েই 'এইডস - এর কপালে পাণের শক্তির সিল ভালোমতো পড়েছে' কথাটি বলা হয়েছে।

গ) এইডস রোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং জীবন সম্পর্কে অসচেতনতা মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে হুমায়ুন আহমেদ রচিত 'অপরাজেয় গল্প' গ্রন্থে তা অত্যন্ত চমককারনামা ছুটিয়ে তোলা হয়েছে।

'অপরাজেয় গল্প' গ্রন্থে দেখানো হয়েছে অসংযত ও অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক কীভাবে একজন মানুষকে দ্রুত নিঃশেষ করে দেয়। উদ্দীপকে বর্ণিত পতিতালয় হচ্ছে অসংযত, অনৈতিক ও অনিরাপদ যৌনাচারের একটি মৌলম জায়গা। সচেতনতার অভাবে অসংযত ও অনিরাপদ যৌনাচারের কারণে এখনো অবহেলা করা অনেক বাসিন্দাই অকালে মারা যায়। এছাড়া এখানে আসা পুরুষদের অনেকেই মজিদের মতো করণ পরিচরিত শিকার হয়।

এইচআইভির মাধ্যমে ছড়ানো এইডস একটি মরণ ব্যাধি। Human Immune deficiency virus (HIV) এমনই এক ভয়াবহ ভাইরাস যে আজ পর্যন্ত এর কোনো কার্যকর প্রতিষেধক উদ্ভাবিত হয়নি। এ ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটলে মানুষ তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ফলে ধীরে ধীরে সে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। 'অপরাজেয় গল্প' এর মজিদ এবং উদ্দীপকের পতিতার এই একই ভাগ্যলিপির শিকার।

ঘ) এইডস রোগ সম্পর্কে অসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে হুমায়ুন আহমেদ তাঁর 'অপরাজেয় গল্প' গ্রন্থটি রচনা করেছেন। বীর্য, রক্ত ও মায়ের দুধ- এই তিন তরল পদার্থের মাধ্যমে মানব দেহে এইডস এর বিস্তার ঘটে। উদ্দীপকের পতিতার মতো গ্রন্থের মজিদও অনিরাপদ যৌনমিলনের কারণে এইডস আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু অনিরাপদ যৌনমিলনই এইডস এর একমাত্র কারণ নয়। এইডস আক্রান্ত মায়ের দুধ পান কিংবা এইচআইভি বহনকারী কারও রক্ত গ্রহণ করলেও মানুষের শরীরে এই রোগ ছড়তে

পারে। তাই এসব ক্ষেত্রে সর্বাধিক সচেতন হতে হবে। এছাড়া, অনিরাপদ কোনো সিরিঞ্জ বা সুটের মাধ্যমে কেউ বাতের রক্ত বা মাস্ক গ্রহণ না করে সৈদিক সবার খেয়াল রাখতে হবে।

এ দেশের নারীরা নিরাপদ মাস্তুল ও যৌনমিলনের ব্যাপারে খুবই অসচেতন। এছাড়া যৌনশিক্ষা থেকেও তারা বঞ্চিত। তাই এ ব্যাপারে সমাজ ও রাষ্ট্রের কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত। এ সবার পাশাপাশি মজিদের মতো যারা জীসঙ্গ থেকে দূরে থাকে তাদের জন্য ধর্মীয় ও নৈতিক অনুশাসনের পাশাপাশি সুস্থ বিনোদনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা দরকার— যাতে করে তারা কোনো ঝুঁকিপূর্ণ অনৈতিক কাজের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত না করে। এ ছাড়া, পেশা হিসেবে যারা পতিতাবৃত্তিকে বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে, পুনর্বাসনের মাধ্যমে তাদেরও এ পেশা থেকে সরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তার আশে তারা যাতে এইভস সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা পায় এবং সচেতনভাবে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে পারে, রাষ্ট্রীয়ভাবে তারও ব্যবস্থা করতে হবে। কেলনা, অসচেতনতার কারণেই তারা এতো বড় একটি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। তারা যদি যৌনমিলনের সময় সতর্কভাবে কনডম ব্যবহার করে তবে তাদের ঝুঁকিতা অনেকটাই কমে যাবে। আমার যদি ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে যথাসময়ে এসব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারি, তবে সমাজের জন্য তা এক অস্বাধ বিশপর্য ভেঙে নিয়ে আসবে। সে বিশপর্য থেকে এক সময় হয়তো কোনো পরিবারই আর রক্ষা পাবে না।

## ৭. চিত্রের উদ্দেশ্য পত্র এবং প্রস্তুতকারকের উদ্দেশ্য:

জিসান একটি নামকরা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সেখাপড়ায় ভালো না হলেও ছাত্র হিসেবে সে খুব একটা খারাপ নয়। পোশাক-আশাক ও চলা-চলে সে খুবই আধুনিক। ছেলে-মেয়েদের মধ্যে অবাধ মেলামেশাকে সে আধুনিকতারই অংশ বলে মনে করে। এ জন্য বেশ কয়েকজন বাম্বীর সাথে তার অবাধ যৌন সম্পর্ক থাকলেও এটাকে সে অবৈধ মনে করে না। সে মনে করে যৌন সম্পর্ক কোনো বৈধ বা অবৈধতার বিষয় নয়— এটা প্রকৃতির দান।

ক. প্রাপ্ত বয়স ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশার কারণে কী হতে পারে?

খ. ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা কেন ঝুঁকিপূর্ণ?

গ. উদ্দেশ্যের জিসানের কার্যক্রম অপরাধের গল্পের কোন দিকটি মনে করিয়ে দেয়- অলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

ঘ. উদ্দেশ্যের বর্ণিত 'অবাধ মেলামেশাকে এখন অনেকেই আধুনিকতার অংশ মনে করছে।'—বিশ্লেষণ কর।

## ৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) প্রাপ্ত বয়স ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশার কারণে এইভস হতে পারে।

খ) মায়ের দুধ, বীর্য ও রক্ত— এই তিন ধরনের তরল পদার্থের মধ্য দিয়ে মানুষের দেহে এইভস এর জীবাণু এইচআইভি ছড়াতো পারে। এইভস একটি অস্বাভাবিক ঘটনা। এর পরিণতি নিশ্চিত মৃত্যু। তাই এ রোগটি মানবদেহের অন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এ রোগের জীবাণু ছড়ানোর প্রধান তিনটি মাধ্যমের একটি হচ্ছে বীর্য। অনিরাপদ ও অবাধ যৌনচাতুরের মাধ্যমে এইচআইভিযুক্ত বীর্য যদি কারও দেহে প্রবেশ করে তবে সে এ ধরনের চরম নিরাপত্তা ঝুঁকিতে থাকে। নতুন প্রজন্মের তরঙ্গ-তরঙ্গীরা আধুনিকতার নামে যেভাবে অবাধ মেলামেশা করছে তাতে করে যে কোনো সময় যে কারও দেহে এইচআইভির সংক্রমণ ঘটতে পারে। এ কারণেই ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা এখন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

গ) হুমায়ুন আহমেদ এর 'অপরাধের গল্প' গ্রন্থে এইভস আক্রান্ত হয়ে আকুল মজিদের কলম মৃত্যুর কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। একই সাথে এ সম্পর্কে আমাদের নৈতিক মনোভাব ও উদাসীনতার বিষয়টিও চিহ্নিত করা হয়েছে। অশিক্ষিত ও অধর্শিক্ষিত মানুষ এইভসকে পাণের শাঙি হিসেবে চুকা করলেও তরল প্রজন্মের একটি অংশ এইভস এর অন্যতম কারণ যে অবাধ মেলামেশা বা অনিরাপদ যৌনচাতুর তাকে আধুনিকতার অংশ বলে মনে করে।

উদ্দেশ্যের জিসান আধুনিক শিক্ষার শিক্ষিত এক তরল প্রজন্মের একজন বর্ণিত প্রতিনিধি। জিসানের চিন্তাচেতনা ও কার্যক্রম খুবই বিশৃঙ্খল। কেলনা, অবাধ মেলামেশা বা বাম্বীর সাথে অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক থাকায় যে কোনো সময় সে HIVতে

আক্রান্ত হতে পারে। তার এ ধরনের চিন্তা-চেতনা ও কার্যক্রম অপরাহ্নের গল্পে বর্ণিত তরুণ প্রজন্মের একটি অংশের চিন্তা-চেতনায়ই প্রতিনিধিত্ব করে।

ঘ) সমকালীন বিশ্বের এক ভয়ঙ্কর আতঙ্কের নাম এইডস। এটি একটি ঘাতক ব্যাধি। মৃত্যুই এর শেষ পরিণতি। অথচ বাংলাদেশে সকল মহলেই এ সম্পর্কে এক প্রকার উদাসীনতা লক্ষ করা যায়। বর্তমানের উচ্চশিক্ষারত আধুনিক তরুণ-তরুণীরা অবশ্য মেলামেশাকে আধুনিকতার অংশ বলে মনে করছে। এ জন্য অবাধ মেলামেশা তাদের অন্য এখন একটি অতি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এর ফলে তারা তাদের সৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে জ্বালালি দিয়ে নানা রকম অনিরাপন শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে। এর ফলে মরণব্যাধি এইডস এর ঝুঁকি বাড়ছে।

বাংলাদেশের মতো মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রে এটি মোটেই প্রত্যাশিত নয়। এ ধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ইসলাম মোটেই সন্মত করে না। তারপর আমাদের সমাজ ব্যবস্থাও এসব অবাধ মেলামেশাকে অন্যায়ের চোখে দেখে। এরপরও তথাকথিত আধুনিকতার নামে এক ধরনের অন্ধুলতা চলেছে। রাস্তায়, সিনেমা হলে, পার্কে যে কর্মকাণ্ড চলেছে তার পরিণতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। বিশেষ করে আমাদের যুব সমাজ শুধু আধুনিকতার স্রোতে গা জসিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুকে অগিহন করছে। সুতরাং বাংলাদেশের যুবক-যুবতীদের এখনই এইডস-এর ব্যাপারে আরো সচেতন হতে হবে। আধুনিকতার নামে অবাধ মেলামেশা বন্ধ করতে হবে। তাহলেই মিলবে সত্যিকারের মূল্যবোধে উজ্জীবিত আদর্শ তরুণ সমাজ।

#### ৮. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

রওশন বেগমের একমাত্র সন্তান সুমন। বয়স ছোল। মায়ের চোখের মনি সুমন অতিরিক্ত আসরে হয়ে ওঠে কথাটে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে সে মাসকাস্ত হয়ে পড়ে। মাসকাস্ত গ্রহণ করতে গিয়ে অসচেতনভাবে কয়েক বস্তু মিলে একই সুচ ব্যবহার করে। হঠাৎ করেই রওশন বেগম একদিন অসুস্থ হয়ে পড়লে রক্তের প্রয়োজন দেখা দেয়। একমাত্র সন্তান সুমনের সঙ্গেই তার রক্তের গ্রহণ মেলে। মুমূর্ষু অবস্থায় মাকে রক্ত দিতে গিয়ে সুমন জ্ঞানত্যাগ করে যে সে তার রক্তে HIV পরীক্ষিত বহন করছে। প্রয়োজনের মুহূর্তে রক্ত দিতে না পারায় সুমনের মা তাকে ছেড়ে চলে যায়। এভাবে মাকে হারিয়ে সুমন শোকে পাথর হয়ে যায়।

ক. হিরোইন আসক্তরা কী দিয়ে শরীরে বিষ ঢুকায়?

খ. মাসকাস্তির মাধ্যমে কেল এইডস ছড়ায়?

গ. উদ্দীপকের সুমন 'অপরাহ্নের গল্প'র কেল চরিত্রের প্রতিচ্ছবি?— ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকটিতে 'অপরাহ্নের গল্প' রচনার একটি বিশেষ দিক চিহ্নিত হয়েছে—বিশ্লেষণ কর।

#### ৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) হিরোইন আসক্তরা সুচ দিয়ে শরীরে বিষ ঢুকায়।

খ) এইচআইভি নামক এক ধরনের ভাইরাস থেকে মরণব্যাধি এইডস এর অন্য। রক্ত, বীর্য ও মায়ের দুধ— এই তিন ধরনের তরুণের মাধ্যমে মানুষের শরীরে এই ভাইরাসটি প্রবেশ করে। বার্তা মাসকাস্ত তাদের অনেকেই সুচ দিয়ে সেহে হিরোইন প্রবেশ করায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় কয়েকজন মিলে তারা একই সুচ ব্যবহার করে। ফলে এসব সুচ হয় অনিরাপন ও ঝুঁকিপূর্ণ। এভাবে একাধিক জন যখন একই সুচ ব্যবহার করে তখন তাদের কারও রক্ত যদি এইচআইভি থাকে তবে তা এক সেহ থেকে অন্য সেহে ছড়িয়ে পড়ে। এ কারণেই মাসকাস্তির মাধ্যমে এইডস ছড়ায়।

গ) 'অপরাহ্নের গল্প' নামিত চলচ্চিত্রকার ও জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের একটি দ্বিধাধর্মী রচনা। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে ঘাতক ব্যাধি এইডস সম্পর্কে তিনি যে ধারণা দিয়েছেন তাতে তিনি এইডস সংক্রমণের তিনটি কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। ক্যানজন্মো হলো অনিরাপন যৌন মিলন, রক্তের আদান-প্রদান ও শিশুদের মায়ের দুধ পান। অনুচ্ছেদে বর্ণিত সুমন এ ক্যানজন্মের মধ্যে দ্বিতীয়টির শিকার। বস্তুদের সাথে মিশতে গিয়ে এক সময় সে মাসকাস্ত হয়ে পড়ে। একই সুচ ব্যবহার

করার ফলে কর্ণন যে সে HIV তে আক্রান্ত হয়ে পড়ে অসচেতনতার কারণে তা সে জানতেই পারেনি। অপরদিকে অপরায়ের গল্পে বর্ণিত মজিদ কর্মসিঙ্হাসের উদ্দেশ্যে ইন্দোনেশিয়ার গিয়ে খাঁরুপ মেয়োমানুষের সাথে মেলামেশা করে একই পরিচ্ছিন্নতার শিকার হয়। তার ফলে এইচআইভির প্রভাবে মজিদ ও সুমনের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। এর পরিণতি হিসেবে সুমন তার মাকে বাঁচাতে ব্যর্থ হয় এবং নিজের জীকণকেও সংকটাপন্ন করে তোলে, অপরদিকে মজিদ তাঁর পরিবারের সদস্যদের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে কলশভাবে মৃত্যুবরণ করে। এদিক থেকে সুমন যেন 'অপরায়ের গল্প'র মজিদসেরই এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

ঘ) হুমায়ূন আহমেদের 'অপরায়ের গল্প' একটি জনসচেতনতামূলক প্রবন্ধ। ১৯৯৪ সালে AIDS সংক্রান্ত একটি ডকুমেন্টারি তৈরি করতে গিয়ে এ সম্পর্কে তিনি অনেক তথ্য অবগত হন। সে সব তথ্যের আলোকেই তিনি এ প্রবন্ধটি রচনা করেন। এ প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, HIV নামক এক ধরনের জীবাণুর সক্রমণ থেকেই স্বাস্থ্যকল্যাণ এইভঙ্গের জন্ম হয়। এই রোগের একমাত্র পরিণতি মৃত্যু। এ পর্যন্ত এ রোগের কোনো প্রতিষেধক বা ঔষধ আবিষ্কৃত হয়নি। এই রোগের জীবাণুর মূল কাজ মানুষের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়া। এই জীবাণু মানুষের রক্ত, বীর্য ও মায়ের দুধ— এই তিন জাতীয় তরল পদার্থে অবস্থান করে। এসব তরলের আদান-প্রদানেই এই রোগ ছড়ায়।

এ রোগ ছড়ানোর প্রধান কারণ হচ্ছে এইচআইভি বহনকারী মানুষের বীর্যের আদান-প্রদান। অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত যৌনাচারের মাধ্যমেই এ আদান-প্রদানের কাজটি হয়ে থাকে। এ রোগ ছড়ানোর দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে এইচআইভি বহনকারী মানুষের রক্তের আদান-প্রদান। চিকিৎসার্থে অনিরাপদ রক্ত গ্রহণ বা মাক সেরনের কারণেই এ অঘটনটি ঘটে থাকে। অনেকের মতে সেকল করতে গিয়ে অনিরাপদ সূচ বা সিরিঞ্জ ব্যবহার করে। ফলে সবার অজান্তেই এক সেহ থেকে অন্য সেহে এইচআইভি ছড়িয়ে পড়ে। উন্মীলনের সুমনের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। এ জন্য সে তার মৃত্যুপথযাত্রী মাকে বাঁচাতে পারেনি। সামান্য জ্বরের জন্য তার জীবনে এ কলশ পরিণতি নেমে এসেছে।

সুমনের মতো অনেক তরলই মাক সেরনের কারণে এ ধরনের নিরাপত্তা ঝুঁকিতে রয়েছে। এ ঝুঁকির একটি বড় কারণ হচ্ছে অসচেতনতা। তাই সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আমাদের এ সমস্যা মোকাবিলা করতে হবে। নতুবা সুমনের মতো অনেক তরলকেই পৃথিবী থেকে অকালে ঝরে যেতে হবে। তাই মাকসজির মাধ্যমে এইভঙ্গ বিস্তার সম্পর্কে এখনই আমাদের সবার সচেতন হওয়া দরকার।

### ● বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. স্বাস্থ্যসেবার সমামান্য সহিত্যরসজ্ঞের এক অঙ্গুলী নাম –

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| ক) হুমায়ূন আহমেদ  | খ) শহীদুল জাহির  |
| গ) রাব্বায়া খাতুন | ঘ) হুমায়ূন আহমদ |

২. হুমায়ূন আহমেদের প্রথম উপন্যাসের নাম কী?

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| ক) শঙ্করীল কারাগার | খ) নন্দিত নরকে  |
| গ) আমার আছে জল     | ঘ) আগনের পরশমনি |

৩. হুমায়ূন আহমেদের জন্ম কত সালে?

- |              |              |
|--------------|--------------|
| ক) ১৯৪৫ সালে | খ) ১৯৪৬ সালে |
| গ) ১৯৪৭ সালে | ঘ) ১৯৪৮ সালে |

৪. হুমায়ূন আহমেদ আর্ন ও মাস্টার্স কেন প্রেমিতে উত্তীর্ণ হন?

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| ক) তৃতীয় প্রেমিতে দ্বিতীয় | খ) প্রথম প্রেমিতে       |
| গ) দ্বিতীয় প্রেমিতে        | ঘ) প্রথম প্রেমিতে প্রথম |

৫. হুমায়ূন আহমেদ পিএইচডির জন্য গবেষণা করেছিলেন কোন বিষয়ে?

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| ক) পলিমার কেমিস্ট্রি | গ) অ্যাপ্রাইভ ফিজিক্স |
| খ) সয়েল সায়োল      | ঘ) বায়ো-কেমিস্ট্রি   |

৬. হুমায়ূন আহমেদ পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন কোথা থেকে?

- |   |
|---|
| ক) গর্খ ভাংকোটা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে |
| খ) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে          |
| গ) কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে           |
| ঘ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে               |

৭. জাতিসংঘ এইভঙ্গ- বিষয়ক সংস্থাটির নাম কী?

- |           |          |
|-----------|----------|
| ক) UNAID  | গ) USAID |
| খ) UNAIDS | ঘ) UNHIV |

৮. আমাদের দেশের মেয়েদের কোন ধরনের শিক্ষা নেই কলাসেই চলে?

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| কি রন্ধন শিক্ষা | খি সৃষ্টি শিক্ষা |
| গি যৌন শিক্ষা   | ঘি বাহ্য শিক্ষা  |

৯. কারা সূত্র দিয়ে শরীরে বিঘ ঢোকায়?

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| কি নিখাটের ধূমপায়ীরা | খি পাঞ্জার ধূমপায়ীরা |
| গি তরল মল গ্রহণকারীরা | ঘি হিরেইন আসক্তরা     |

১০. 'ভকুমেন্টারি' অর্থ কী?

- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| কি প্রামাণ্য চিত্র | খি চলচ্চিত্র |
| গি নাটক            | ঘি সিনেমা    |

১১. 'অপর্যায়ের গল্প' উপস্থিতি 'নেক ব্যক্তি' কথাটির অর্থ কী?

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| কি পুণ্যবান ব্যক্তি | খি অসুস্থ ব্যক্তি |
| গি সুস্থ ব্যক্তি    | ঘি শান্ত ব্যক্তি  |

১২. 'অভিশাপ' কথাটির মানে কী?

- |            |              |
|------------|--------------|
| কি অপেক্ষা | খি অভিসম্পাত |
| গি গাণি    | ঘি অভিমান    |

১৩. লুক মন্টগমেরিয়ার কত খ্রিষ্টাব্দে এইডস রোগের কারণ হিসেবে HIV ভাইরাস আবিষ্কার করেন?

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| কি ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে | খি ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে |
| গি ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে | ঘি ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে |

১৪. এইচআইভি ভাইরাস মানবসঙ্গে কত বছর পর্যন্ত সূত্র অবস্থায় থাকতে পারে?

- |              |              |
|--------------|--------------|
| কি দশ বছর    | খি বায়ো বছর |
| গি নব্বো বছর | ঘি বিশ বছর   |

১৫. ২০০৫ সালের হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীতে এইচআইভি আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা কত?

- |              |             |
|--------------|-------------|
| কি তিন কোটি  | খি চার কোটি |
| গি পাঁচ কোটি | ঘি ছয় কোটি |

১৬. মানবসঙ্গে এইডস রোগের বাহক কোন্টি?

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| কি T <sub>২</sub> ভাইরাস | খি ব্যাকটেরিয়া |
| গি মশা                   | ঘি HIV ভাইরাস   |

১৭. রবার্ট গ্যালাও কত খ্রিষ্টাব্দে HIV টাইপ ওয়ান ভাইরাস আবিষ্কার করেন?

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| কি ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে | খি ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে |
| গি ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে | ঘি ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে |

১৮. 'অপর্যায়ের গল্প' কোন ধরনের রচনা?

- |                            |
|----------------------------|
| কি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গল্প |
| খি জনসচেতনতামূলক গল্প      |
| গি রাজনৈতিক গল্প           |
| ঘি নব্যজন্মচেতনামূলক গল্প  |

১৯. 'আঙনের পরশমণি'-হুমায়ূন আহমেদের কোন ধরনের সৃষ্টিকর্ম?

- |         |              |
|---------|--------------|
| কি গল্প | খি উপন্যাস   |
| গি নাটক | ঘি চলচ্চিত্র |

২০. 'এইডস' কোন ধরনের ব্যাধি?

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| কি ব্যাকটেরিয়াঘটিত | খি ভাইরাসঘটিত |
| গি মশকাবাহিত        | ঘি পানিবাহিত  |

২১. হুমায়ূন আহমেদ 'একুশে পদক' পান কত সালে?

- |              |              |
|--------------|--------------|
| কি ১৯৯১ সালে | খি ১৯৯২ সালে |
| গি ১৯৯৩ সালে | ঘি ১৯৯৪ সালে |

২২. হুমায়ূন আহমেদ পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রটির নাম কী?

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| কি আঙনের পরশমণি     | খি শঙ্কনীর কারাগার |
| গি শ্রাবণ মেঘের দিন | ঘি চন্দ্রকথা       |

২৩. হুমায়ূন আহমেদের সৃষ্টি এক আকর্ষণ চরিত্রের নাম?

- |              |              |
|--------------|--------------|
| কি সাদেক আলী | খি মিহির আলী |
| গি মিসির আলী | ঘি রহিম আলী  |

২৪. সচিবতর জন্ম হুমায়ূন আহমেদ বাংলা একাডেমী পুরস্কার পান.

- |              |              |
|--------------|--------------|
| কি ১৯৮০ সালে | খি ১৯৮১ সালে |
| গি ১৯৮২ সালে | ঘি ১৯৮৩ সালে |

২৫. আমেরিকার জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ভকুমেন্টারি বিদ্যার কী বিদ্যা?

- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| কি ক্যাপার    | খি এইডস         |
| গি বার্ড ফ্লু | ঘি সোয়াইন ফ্লু |

২৬. কত সালে আমেরিকার জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের মানুষের জন্য ভকুমেন্টারি তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল?

- |              |              |
|--------------|--------------|
| কি ১৯৯৪ সালে | খি ১৯৯৫ সালে |
| গি ১৯৯৬ সালে | ঘি ১৯৯৭ সালে |

২৭. Human Immune Deficiency virus-এর সর্বাধিক রূপ কী?

- |        |         |
|--------|---------|
| কি HIV | খি AIDS |
| গি HDV | ঘি HIDS |

২৮. হুমায়ূন আহমেদ অনেক খোঁজপুঁজির পর কেথায় এইডস রোগীর সন্ধান পেলে?

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| কি নিলোনে এক গ্রামে | খি রাজশাহীর এক গ্রামে |
| গি খুলনার এক গ্রামে | ঘি বরিশালের এক গ্রামে |

২৯. হুমায়ূন আহমেদের সন্ধান পাওয়া এইডস রোগীর নাম কী ছিল?

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| কি আব্দুল হালিম | খি আব্দুল বাসিত |
| গি আব্দুল মজিদ  | ঘি আব্দুল আহাদ  |

৩০. এইডস রোগ প্রথম কোথায় ধরা পড়ে?

- ক) ক্যালিফোর্নিয়া ও লাসভেগাসে  
খ) ওয়াশিংটন এবং নিউইয়র্কে  
গ) ওয়াশিংটন এবং লাসভেগাসে  
ঘ) নিউইয়র্ক এবং ক্যালিফোর্নিয়ায়

৩১. এইডস এর জীবনু অবিস্মারক ক্যানি খবেষকের নাম কী?

- ক) লুক মন্টারথনিয়ার  
খ) জ্যা বিয়েন্সে  
গ) ন্যুট হামবুল  
ঘ) ল্যাণি হেনমেল

৩২. জাতিসংঘ এইডস বিষয়ক সংস্থাটির নাম কী?

- ক) UNAID  
খ) USAID  
গ) UNAIDS  
ঘ) UNHIV

৩৩. বিশ্ব এইডস দিবস পালিত হয় কোন তারিখে?

- ক) ১ নভেম্বর  
খ) ১ ডিসেম্বর  
গ) ৮ ডিসেম্বর  
ঘ) ১৪ ডিসেম্বর

৩৪. ২০০৫ সালে এইচআইভি সংক্রমিত মানুষের সংখ্যা কত ছিল?

- ক) দুই কোটির বেশি  
খ) তিন কোটির বেশি  
গ) চার কোটির বেশি  
ঘ) পাঁচ কোটি

৩৫. প্রতিদিন কত মানুষ এইডস আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে?

- ক) ৭২০০ জন  
খ) ৮২০০ জন  
গ) ৯২০০ জন  
ঘ) ১২০০ জন

৩৬. সাধারণ মানুষের চরণাংশের কতটি দেশে এখন মৃত্যুর প্রধান কারণ এইডস?

- ক) অটচট্টশটি  
খ) অটস্ট্র  
গ) অটম্বি  
ঘ) অটাকর

৩৭. এইচআইভি ভাইরাস শরীরের কোথায় থাকে?

- ক) দুই আতীয় তরল পদার্থে  
খ) তিন আতীয় তরল পদার্থে  
গ) চার আতীয় তরল পদার্থে  
ঘ) পাঁচ আতীয় তরল পদার্থে

৩৮. 'ডকুমেন্টারি' অর্থ কী?

- ক) প্রামাণ্য চিত্র  
খ) চলচ্চিত্র  
গ) নাটক  
ঘ) বিনোদ্য

৩৯. 'অপর্যায়ের গল্প' রচনাটিতে উল্লিখিত 'নেক ব্যক্তি' কথটির অর্থ কী?

- ক) পুন্যবান ব্যক্তি  
খ) অনুভূ ব্যক্তি  
গ) শান্ত ব্যক্তি  
ঘ) শান্ত ব্যক্তি

৪০. 'অভিশাপ' কথটির মানে কী?

- ক) অপেক্ষা  
খ) গালি দেওয়া  
গ) অভিসম্পাত  
ঘ) অভিমান

৪১. 'চ্যাবু' অর্থ কী?

- ক) অশকানীয়া  
খ) জাহাজ  
গ) গীতিনীতি  
ঘ) শান্ত

৪২. 'রাজ ব্যাংক' কথটির অর্থ কী?

- ক) রক্তের সঞ্চয় ভাণ্ডার  
খ) রাজপাত বন্ধ করার স্থান  
গ) এক ধরনের অর্থ লেনদেন ব্যাংক  
ঘ) ঋণদান সংস্থা

৪৩. আব্দুল মজিদ ডকুমেন্টারিতে কাজ করতে পারলেন না কেন?

- ক) তিনি বিশেষ গিয়েছিলেন  
খ) তিনি মারা গিয়েছিলেন  
গ) তিনি পালিয়েছিলেন  
ঘ) তিনি পরে কাজ করতে চান নি

৪৪. 'অপর্যায়ের গল্প' - এর লেখক কে?

- ক) হুমায়ূন আহমেদ  
খ) হুমায়ূন আজাদ  
গ) হুমায়ূন কবীর  
ঘ) হুমায়ূন কানির

৪৫. আব্দুল মজিদ কোন দেশে কাজ করত?

- ক) বাহরাইনে  
খ) কুয়েতে  
গ) ইন্দোনেশিয়ায়  
ঘ) সৌদি আরবে

৪৬. ডকুমেন্টারিতে হাত দেয়া যায় না কীভাবে?

- ক) শূন্যজ্ঞান নিয়ে  
খ) না জেনে  
গ) জেনে  
ঘ) না বুকে

৪৭. 'ভাইরাস' শব্দটি বাংলায় কী অর্থে ব্যবহৃত?

- ক) সংক্রমক রোগের জীবাণু  
খ) অসংক্রমক রোগের জীবাণু  
গ) কোন রোগের জীবাণু নয়  
ঘ) এক ধরনের ছত্রাক

৪৮. 'জাতিসংঘ' শব্দটির ইংরেজি সংক্ষিপ্ত সংকেত কোনটি?

- ক) UNAID  
খ) UNICEF  
গ) UNO  
ঘ) UNESCO

৪৯. এইডস এর করা ধরনের সংক্রমক অবিস্মারক করা গেছে

- ক) এক ধরনের  
খ) দুই ধরনের  
গ) তিন ধরনের  
ঘ) চার ধরনের

৫০. হুমায়ূন আহমেদের অপর্যায় সাহিত্যকর্ম কোনটি?

- ক) মণ্ডিত নরকে  
খ) মণ্ডিত অশীর অধিবাস  
গ) শব্দশীল কাব্যায়  
ঘ) সোনাল পালায়

৫১. হুমায়ূন আহমেদ কোন জেলার অনুগ্রহণ করেন?

- কি পাবনা                      পি ফেনী  
কি নেত্রকোণা              পি আমাশপুর

৫২. হুমায়ূন আহমেদ কোন গ্রামে অনুগ্রহণ করেন?

- কি কুতুবপুর              পি রতুলপুর  
কি নুলতানপুর              পি মাধবপুর

৫৩. 'আজদের পদশর্মি' কতটি শাখার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পায়?

- কি ৯টি                      পি ৮টি  
কি ৭টি                      পি ১০টি

৫৪. আব্দুল মজিদ কোথায় তথ্যেছিল?

- কি বিশ্বাসায়              পি শীতল পাটিতে  
কি মাটিতে              পি তজায়

৫৫. মজিদেরা ত্রী কোথায় চলে গিয়েছিল?

- কি মাজারে              পি বাপের বাড়িতে  
কি দাদার বাড়িতে              পি মামার বাড়িতে

৫৬. ফরাসি গবেষক কবে HIV টাইপ ওয়ান অবিচ্ছিন্ন করেন?

- কি ১৯৮৩ সালে              পি ১৯৮৪ সালে  
কি ১৯৮৫ সালে              পি ১৯৮৬ সালে

৫৭. আমেরিকার গবেষক কবে HIV টাইপ ওয়ান অবিচ্ছিন্ন করেন?

- কি ১৯৮৫ সালে              পি ১৯৮৭ সালে  
কি ১৯৮৮ সালে              পি ১৯৯০ সালে

৫৮. কানের এইডস পরীক্ষা করে HIV টাইপ টু বের করা হয়?

- কি পশ্চিম আফ্রিকার লোকদের  
কি দক্ষিণ আফ্রিকার লোকদের  
কি পূর্ব আফ্রিকার লোকদের  
কি উত্তর আফ্রিকার লোকদের

৫৯. বর্তমান দিশে প্রতিনিধি কত হাজার মানুষ এইচআইভিতে আক্রান্ত হয়েছে?

- কি ১৫ হাজার              পি ১৪ হাজার  
কি ১৬ হাজার              পি ১৩ হাজার

৬০. অনেক দেশে এইডস মানুষেরা গড় আয়ু কত বছর কমিয়ে দিয়েছে?

- কি দশ বছর              পি নয় বছর  
কি এগার বছর              পি বার বছর

৬১. UNAIDS এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে এইডসে মৃত্যুর সংখ্যা কত ছিল?

- কি ৭৪ জন              পি ৭৫ জন  
কি ৭৬ জন              পি ৭৮ জন

৬২. কত বছর পর্যন্ত এইচআইভি রক্তের দেহে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকতে পারে?

- কি পাঁচ বছর              পি দশ বছর  
কি আট বছর              পি সাত বছর

৬৩. জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?

- কি ১৩১              পি ১৩২  
কি ১৩৩              পি ১৩০

৬৪. ইন্দোনেশিয়া কোন এশিয়ার দেশ?

- কি দক্ষিণ-পূর্ব              পি দক্ষিণ  
কি পশ্চিম              পি উত্তর

৬৫. ইন্দোনেশিয়ার রাজধানীর নাম কী?

- কি টোকিও              পি জাকার্তা  
কি মিয়ামি              পি সাংহাই

৬৬. কতটি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে প্রথম জাতিসংঘ গঠিত হয়?

- কি ৫০টি              পি ৪০টি  
কি ৫১টি              পি ৫২টি

৬৭. 'অপর্যায়ের গল্প' রচনাটিতে উল্লিখিত জনসচেতনতা মূলক ছবি কখনটির অর্থ কী?

- কি জনগণকে বোঝানোর ছবি  
কি জনগণকে ডাকার ছবি  
কি জনগণকে সচেতন না করার গল্প  
কি জনগণকে আশ্বাস দেয়ার গল্প

৬৮. 'হুমায়ূন আহমেদ' চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন - কখনটির অর্থ কী?

- কি হুমায়ূন আহমেদ ভালো  
কি শিল্পকলার অদ্বাদ্য শাখার মতো চলচ্চিত্রেও কুশলী  
কি তাঁর চলচ্চিত্র দর্শকপ্রিয় ও আনন্দময়  
কি তাঁর চলচ্চিত্রে মানুষের শেখার মতো অনেক কিছু আছে

৬৯. কন্ডালসার কখনটির অর্থ কী?

- কি কন্ডাল লোকজন  
কি কন্ডাল নিয়ে যারা কথাবার্তা বলে  
কি কন্ডালের মতো শীর্ণকায়  
কি কন্ডালের হাড় নিয়ে যারা ব্যবসা করে

৭০. 'কেউ তার ঘরে পর্যন্ত ঢোকে না' - কেন কেউ আব্দুল মজিদের ঘরে ঢোকে না?

- কি এইডসকে তারা সবীহ করে  
কি এইডস রোগীকে তারা পছন্দ করে না  
কি এইডসকে তারা ভয় পায় না  
কি এইডস রোগকে ছোঁয়াচে রোগ জেনে



৭১. এইডস আক্রান্ত আবদুল মজিদদের চোখ কিসের মতো  
স্বপ্নাবলম্বী করছিল?

- ক) যক্ষ্মারোগীর চোখের মতো  
খ) কুষ্ঠ রোগীর চোখের মতো  
গ) পেণ্ডার চোখের মতো  
ঘ) বিভ্রালের চোখের মতো

৭২. 'আবদুল মজিদদের এইডস হার্নি। সবই দুই সাতকের রটনা'-  
আবদুল মজিদদের আত্মবিশ্বাস এই মনোভাবের কারণ কি?

- ক) তারা আবদুল মজিদকে চরিত্রহীন লোক হিসেবে দেখতে চান  
খ) তাদের বাড়ি লোকজন আসুক তারা তা চান  
গ) তারা মজিদকে শান্তিতে দিন কাটাতে দিতে চান  
ঘ) তারা আবদুল মজিদদের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল

৭৩. 'এই পরিস্থিতিতে আলমশে উদ্ভাসিত হবার কিছু নেই'-কারণ

- ক) এইডস রোগী বৃদ্ধির আর কোনো সম্ভাবনা নেই  
খ) দেশে এইডস রোগীর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে  
গ) এইডস এর কার্যকর প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়েছে  
ঘ) দেশের মানুষ যথেষ্ট সচেতন হয়েছে

৭৪. 'যৌনতা- বিষয়ক সমস্ত ব্যাপারটাই এসেছে ট্যাবু'-  
কথাটির সহজ মানে কি?

- ক) যৌনতা এসেছে নিষিদ্ধ  
খ) যৌনতাকে তত গুরুত্ব দেয়া হয় না  
গ) যৌনতা নবার জন্য উন্মুক্ত  
ঘ) যৌনতা নিয়ে অত ভালো কিছু নেই

৭৫. হিরোইন আসক্তরা কীভাবে এইডস ছড়ায়?

- ক) এক সুচ নিয়ে অসুকে মালক গ্রহণ করে বলে  
খ) নেশার ঘরে এইডস আক্রান্তরা মালক গ্রহণ করে বলে  
গ) হিরোইনের মধ্যে এইডস এর ভীষণ ধাক্কা পড়ে বলে।  
ঘ) হিরোইনের মাধ্যমে তারা এ ব্যবস্থা করে থাকে।

৭৬. আতিসংঘ কেন গঠিত হয়েছিল?

- ক) পৃথিবী থেকে রোধ-বাধি দূর করার জন্য  
খ) সব দেশের মানুষকে নিয়ে সভা-সমাবেশ করার জন্য  
গ) দেশে দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও বন্ধুত্ব গড়ার জন্য  
ঘ) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ছুটিটি রোধ করার জন্য

৭৭. 'পাশা ফোড় যে কোনো সময় লাগামছাড়া হতে পারে'-  
কথাটির অর্থ হলো-

- ক) পরিস্থিতি যে কোনো সময় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে  
খ) পাশা ফোড় যে কোনো সময় ছুটে যেতে পারে  
গ) পরিস্থিতি যে কোনো সময় পরিবর্তিত হতে পারে  
ঘ) মানুষ যে কোনো সময় জুলো পরিণত করিয়ে দিতে পারে

৭৮. বিশ্ব এইডস দিবসে কী কাজ করার ব্যাপারে চিন্তা করা উচিত?

- ক) কিছুই করার প্রয়োজন নেই  
খ) জনসচেতনতামূলক কাজে অংশগ্রহণ করা  
গ) চিন্তা দেখা ও এইডস বিষয়ক খবর দেখা  
ঘ) সবাইকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়া

৭৯. একজন এইডস রোগীর সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করা উচিত?

- ক) দূখা করা  
খ) এড়িয়ে চলা  
গ) কিছুই করার না  
ঘ) সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করা।

৮০. নিজের কোনটি দেখে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বেশি জাগে?

- ক) পোস্টার  
খ) লিফলেট  
গ) ছবিচিত্র  
ঘ) ডকুমেন্টারি ফিল্ম

৮১. নিজের কোন দেশে এইডস এখনও দ্রুত ছড়িয়েছে না?

- ক) ভারত  
খ) নেপাল  
গ) বাংলাদেশ  
ঘ) চীন

৮২. লেখক এইডস রোগীর বাড়ি দিয়ে আত্মবিশ্বাসের আচরণে  
প্রথমে যা প্রত্যক্ষ করেন তা হলো-

- ক) রোগ শোষণ করার চেষ্টা  
খ) রোগীর আত্মীয়তা স্বীকারে অস্বীকার  
গ) রোগের কারণ সম্পর্কে কৌতূহল  
ঘ) রোগীর সঙ্গে সহনশীলতার মনোভাব পোষণ

৮৩. 'অমি গভীর জলে পড়লাম'- কথাটির মাধ্যমে কেন  
বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে?

- ক) লেখক গভীর সমস্যার নিপতিত হলেন  
খ) লেখককে অনেক জলে ফেলে দেয়া হলো  
গ) লেখক জল বিষয়ে জীবন তীক্ষ্ণ তাই একথা বলেছেন  
ঘ) লেখক বুঝতে পারছিলেন না কীভাবে কাজ করবেন

৮৪. এইডস বিষয়ে আমার জ্ঞান শূন্যের কাছাকাছি- কথাটির  
তহস্বর্থ কি?

- ক) লেখক এইডস বিষয়ে একদম কিছু জ্ঞানেন না  
খ) লেখক এইডস বিষয়ে একবারে সামান্য জ্ঞানেন  
গ) লেখক এইডস বিষয়ে অনেকটাই জ্ঞানেন  
ঘ) লেখক এইডস বিষয়ে এ পর্যন্ত অজ্ঞিত সব তথ্য জ্ঞানেন।

৮৫. 'এইডস এর কপালে পাশের শক্তির সিল ভালো মতো  
পড়েছে'- কথাটির ভাবার্থ কি?

- ক) এইডস আসলেই পাশ করলে হয়ে থাকে  
খ) পাশ ফেলে এইডস সোজা- তাই একথা বলা হয়েছে  
গ) পাশ করলেই ইশ্বর শক্তি দেন  
ঘ) এইডস এর সঙ্গে অসংগত যৌনতা সর্বাঙ্গ সম্পৃক্ত

৮৬. 'অনেক উন্নত দেশেও এরকম ঘটনা ঘটেছে'- এখানে লেখক উন্নত দেশের কোন ধরনের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন?

- ক) ব্লাড ব্যাংক এইডের মূখ্যত রক্ত মিশে যাওয়া  
খ) অবাধে এইডস রোগীর সংগে মেলামেলা  
গ) এইডস রোগীকে ভালোবাসা  
ঘ) এইডস রোগীকে সূচা করা

৮৭. 'অপরাজিতের গল্প' রচনার 'স্পেসডক স্পেসড বলা' কথাটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

- ক) কোনালাকে কোনালা বলা অর্থে  
খ) জ্ঞানীদের কথা মেনে নেয়া অর্থে  
গ) অবাত্তল সভ্য বলে স্বীকার করে নেয়া অর্থে  
ঘ) বাত্তল সভ্যকে স্বীকার করে নেয়া অর্থে

৮৮. 'অপরাজিতের গল্প' রচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়-

- ক) হোপাটাইটিস-বি      গ) যাতকব্যার্থি ক্যান্সার  
খ) এইচআইভি      ঘ) মরনব্যার্থি এইডস

৮৯. মরনব্যার্থি এইডস থেকে পরিচ্ছদের অন্যতম উপায় কোনটি?

- ক) অবাধ যৌনাচার থেকে বিরত থাকা  
খ) যৌনমিলনের সময় কনডম ব্যবহার করা  
গ) ধর্মীয় চেষ্টা ও সামাজিক ক্ষুব্ধের অনুযায়ী জীনযাপন করা  
ঘ) অসামাজিক জীবনযাপন করা

৯০. প্রথমে ধূবঘব্বরা এইডস রোগের কারণ হিসেবে কোনটিকে ধারণা করেছিলেন?

- ক) অনিরাপদ রক্ত সংগ্রহান      গ) এইচ আই ভি  
খ) সমকামিতা      ঘ) অবাধ যৌনাচার

৯১. 'অপরাজিতের গল্প' রচনাটিতে 'অপরাজিত' শব্দটি কিসের ইঙ্গিত বহন করেছে?

- ক) পড়ন্ত বিকাল  
খ) গোখুলি বেলা  
গ) মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়  
ঘ) মানব জীবনের অন্তিম যুগ

৯২. এইডস থেকে বাঁচার জন্যে যে সব পদক্ষেপ নেয়া দরকার তাহলে-

- (i) ধনসচেতনতা তৈরি করা  
(ii) পাঠ্যপুস্তকে এইডস বিষয়ক তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা  
(iii) যৌনকর্মীদের সচেতন করা  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) i, ii ও iii      ঘ) i

৯৩. আব্দুল মজিদেবর মতো কোনো ব্যক্তি যদি তোমার এলাকার অজ্ঞান হয়ে পড়ে তাহলে কী করা প্রয়োজন?

- (i) রোগীর বাড়ির সীমানা দিয়েও যাবে না  
(ii) সবাইকে এইডস রোগের সংক্রমণের উপায় বুঝিয়ে বলে সাবধানে থাকতে বলব  
(iii) রোগীর দেখাশোনা করতে সবাইকে উত্থুদ্ধ করবে  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) i, ii ও iii      ঘ) ii ও iii.

৯৪. 'যৌন-বিষয়ক সমস্ত ব্যাপারটাই এদেশে চারু' কবিতার মানে-

- (i) যৌনতা বিষয়ক আলোচনা এদেশে নিষিদ্ধ  
(ii) যৌনজ্ঞান বিয়ের আগে জ্ঞান রাখা নিষেধ  
(iii) যৌনশিক্ষাকেও এদেশে সন্দেহের চোখে দেখা যায়  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i      খ) ii      গ) iii      ঘ) i ও iii.

৯৫. বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে এইডস ছড়িয়ে পড়তে পারে -

- (i) যৌনকর্মীদের মাধ্যমে  
(ii) নারীদের যৌনশিক্ষার অভাবে  
(iii) মানসিকতা ও রক্ত বিক্রেতার মাধ্যমে  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) i, ii ও iii      ঘ) iii.

৯৬. বাংলাদেশের জনগণ যে কারণে অনেক বেশি এইডস সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে তা হলো -

- (i) এদের যৌন শিক্ষা নেই বললেই চলে  
(ii) যৌন-বিষয়ক পুরো বিষয়টি অপরাধ বলে বিবেচিত  
(iii) দারিদ্রের কারণে অনিরাপদ যৌন মিলন  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) ii ও iii      গ) i, ii ও iii      ঘ) i ও iii.

৯৭. 'পতিতাবৃত্তি দূরিত দেশের অনেক অভিযানের একটি'- এর কারণসমূহ হলো-

- (i) দারিদ্র্য      (ii) বেকারত্ব  
(iii) অশিক্ষা  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) ii ও iii      গ) i ও iii      ঘ) i, ii

৯৮. বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে এইডসপ্রবল এলাকা হচ্ছে--

- (i) দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম অঞ্চল  
(ii) দক্ষিণ এশিয়ার পূর্বাঞ্চল  
(iii) আফ্রিকার সাব সাহারা অঞ্চল  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i      খ) ii      গ) i ও ii      ঘ) iii

৯৯. এইভল রোগের লক্ষণ-

- (i) দুর্বলতা
  - (ii) জ্বর ও ডায়রিয়া
  - (iii) সনিকজাছি ফুলে যাওয়া
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০০. এইভল রোগের কারণ-

- (i) অবাধ যৌনমিলন
  - (ii) HIV সংক্রমিত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ
  - (iii) HIV সংক্রমিত ব্যক্তির ব্যবহৃত নিরীক্ষ ব্যবহার
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i খ i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০১. সাহিত্য কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ হুমায়ূন আহমেদ পেয়েছেন-

- (i) একুশে পদক
  - (ii) বাংলা একাডেমী পুরস্কার
  - (iii) বুকার পুরস্কার
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i খ ii গ i ও ii ঘ iii

১০২. এইচ আই ভি হত্যার-

- (i) অনিরাপদ যৌন সংসর্গ
  - (ii) রক্ত আদান-প্রদান
  - (iii) মায়ের দুধ গ্রহণ
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i ও ii খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii

১০৩. জাতিসংঘ এইভল বিষয়ক সংস্থা ১ ডিসেম্বরকে 'বিশ্ব এইভল দিবস' ঘোষণা করেছে, কারণ-

- (i) এ কালান্তক ব্যাধির ডায়ালহতার কারণ
  - (ii) মানুষকে সচেতন করে তোলার জন্যে
  - (iii) মানুষকে এইভল এর প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসার জন্যে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i ও ii খ iii গ i, ii ও iii ঘ ii

১০৪. আপনাদের লাভ হলো, ডকুমেন্টারি দেখে বাংলাদেশের মানুষ সাবধান হবে'- লেখকের এ কথার মানে-

- (i) ডকুমেন্টারি দেখে মানুষ সচেতন হবে
  - (ii) মানুষ এইভলের সংক্রমণ পদ্ধতি জানবে
  - (iii) মানুষ সতর্ক পায় পথ চলাবে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১০৫. আব্দুল মজিদ এইভল রোগে আক্রান্ত হয়েছিল-

- (i) বিদেশে যৌনকর্মীদের সংস্পর্শে গিয়ে
  - (ii) বিদেশে থেলেই রোগাক্রান্ত হয় সকলে
  - (iii) করাচীতে রোগের জীবাণু থাকে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i ও ii

১০৬. আব্দুল মজিদের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে-

- (i) স্ত্রী দুই ছেলেমেয়ের নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেছে
  - (ii) কেউ তার ঘরে ঢেকে না
  - (iii) তার খাবার দোয়া হয় আদালত দিয়ে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i ও ii খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii

১০৭. শিকিত তরুন-তরুনীরা এইভল এর ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে যে কারণে-

- (i) সৈতিক অনুশাসন কঠোরভাবে কাজ না করার
  - (ii) অবাধ মেলামেশাকে আধুনিকতার অংশ মনে করার
  - (iii) যথেষ্ট সচেতন না হওয়ার
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১০৮. বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে এইভল ছড়িয়ে পড়তে পারে-

- (i) যৌনকর্মীদের মাধ্যমে
  - (ii) নারীদের যৌন শিকার অভাবে
  - (iii) মানসিক ও রক্ত বিক্রয়দানের মাধ্যমে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i ও ii খ i ও iii গ i, ii ও iii ঘ i ও iii

১০৯. 'অপরূপের গল্প' রচনাটির শিল্পীমূল্য বিঘ্ন হচ্ছে-

- (i) সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ জরুরি করা
  - (ii) ধর্মীয় অনুশাসন মেনে জীবনযাপন করা
  - (iii) এইভল এর পরিণতি সম্পর্কে সচেতন হওয়া
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii

১১০. এইভল রোগ বিস্তার সহায়ক ভূমিকা পালন করে-

- (i) অনিরাপদ যৌন সংস্পর্শ
  - (ii) অনিরাপদ রক্ত সঞ্চালন
  - (iii) ভেজাল খাদ্য গ্রহণ
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i ও ii খ i ও iii গ iii ঘ i

১১১. এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির একমাত্র পরিণতি-

- (i) ধ্বংস  
(ii) বিকলাঙ্গতা  
(iii) মৃত্যু  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i খ ii গ i ও ii ঘ iii

১১২. বাংলাদেশে এইডস রোগের বিস্তার প্রতিবেদনী দেশগুলোয় তুলনায় কম হওয়ার কারণ-

- (i) আবাসচেতনতা  
(ii) ধর্মীয় চেতনা  
(iii) সামাজিক মূল্যবোধ  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i খ ii ও i গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৩. 'অপরাজিতের গল্প' রচনাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে-

- (i) এইডসের কুফল ব্যাখ্যা করা  
(ii) এইডস এর ভয়াবহ পরিণতি তুলে ধরা  
(iii) এইডস সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৪. বাংলাদেশের জনগণ যে কারণে অনেক বেশি এইডস ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে তা হলো-

- (i) যৌন শিকার অভাব  
(ii) সচেতনতার অভাব  
(iii) অনিরাপন্ন যৌন মিলন  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii খ ii ও iii গ i, ii ও iii ঘ i ও iii

১১৫. 'পতিভাব্তি নবিত্র স্বেপন'ের অনেক অভিধাপের একটি এর কারণসমূহ হলো-

- (i) দারিদ্র্য  
(ii) বেকারত্ব  
(iii) অশিক্ষা  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১১৬-১১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

'বদ্বীল এনাটিভি-তে একটা এইডস বিষয়ক ডকুমেন্টারি দেখছিল। ডকুমেন্টারিতে এইডস নিয়ে কথা বলতে গিয়ে উপস্থাপক কিছু খোলামেলা ও স্পর্শকাতর ভাষা প্রয়োগ করছিল। এমন সময় 'বদ্বীলের' বাবা ঘরে প্রবেশ

করলে লজ্জায় সে ডায়াল বদলে দেয়। বাবা বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরে তাকে কপোলে, 'এতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। এইডস খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।' এরপর তিনি এইডস সম্পর্কে 'বদ্বীলকে অনেক কিছুই জ্ঞানালেন।

১১৬. উপস্থাপকের নৃতিভবির সাথে 'অপরাজিতের গল্প' রচনাটির কোন উক্তিটি সামঞ্জস্যপূর্ণ?

- ক 'অন্য' যা নির্ভর্যেছে অতঃ স্পেডক স্পেড কাই বদ্বীল  
খ যৌন বিষয়ক সমস্ত ব্যাপারটিই এদেশে উন্মূ  
গ পাগলা মোড়া ফেঁকানো সময় লাগান ছাড়া হতে পারে  
ঘ অপর লোকমেশকে অতঃকই অধুনিকতর অংশ মনে করছে

১১৭. 'বদ্বীল' বাক্যকে সেখানে লজ্জায় ডিভি বদ্বীল কেন?

- (i) যৌনবিষয়ে খোলামেলা আলোচনা চলছিল বলে  
(ii) তার বাইরে বয়সের সমা হয়েছিল বলে  
(iii) উপস্থাপক স্পর্শকাতর ভাষা প্রয়োগ করছিল বলে  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i খ ii গ i ও ii ঘ i ও iii

১১৮. 'অপরাজিতের গল্প' রচনাটির যে দিকটি অনুচ্ছেদে ফুটে উঠেছে তা হলো -

- (i) এইডস বিষয়ক ডকুমেন্টারি  
(ii) এইডস সম্পর্কে সচেতনতা  
(iii) এইডসের ভয়াবহ পরিণতি  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i খ ii গ i ও iii ঘ ii ও iii

নিচের উদ্দেশ্যটি পড়ো এবং ১১১৯ ও ১২০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

শেখ আশরাফ ইন্দোনেশিয়ার পরিবহন শ্রমিক হিসেবে কাজ করেছেন। ওখানে কুসঙ্গে বিশেষ মরলব্যায় এইডস নিয়ে মাস তিনেক অর্থাৎ তিনি দেশে ফিরেছেন। সবাই তাঁকে পরিত্যাগ করলেও তার বড় মেয়ে তাকে ফেলে দোয়ানি। সে ঠিকই তার বাবার দেখাশোনা করে।

১১৯. শেখ আশরাফের সাথে আব্দুল মজিদেব জীবনের মিল কোথায়?

- (i) দুজনের জীবনে সবকিছুই মিল, কোনো অমিল নেই  
(ii) দুজনেই প্রবাসী শ্রমিক ও এইডস রোগি  
(iii) দুজনের আত্মীয়সই তাদের ছেড়ে চলে গেছে।  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i খ ii গ iii ঘ ii ও iii

১২০. 'সে ঠিকই তার বাবার দেখাশোনা করে।' এ বক্তব্য শেখ আশরাফের মেয়ের চরিত্রের কোনো দিকটি ফুটে উঠেছে?

- (i) সহানুভূততা (ii) কর্তব্যবোধ

(iii) দায়িত্ব পরায়ণতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i খ) ii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের উল্লিখিত পঙ্‌ক এক ১২১ ও ১২২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও-

কুসুমপুর গ্রামে অন্য গ্রামের লোকজন যেতে চায় না। কারণ অনুসন্ধান করে জানা গেল, কুসুমপুরে তিন জন এইভস রোগী রয়েছে। ঐ গ্রামের যুবক-যুবতীর বিয়ে হচ্ছে না একবছর ধরে। নিচের অলুম্‌গ্রাম সবার কাছে অত্যন্ত প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও ঐ গ্রামের লোকজন নিজেদের গ্রামের নাম অন্য এলাকার লোকদের বদতে চরম লজ্জা বোধ করে।

১২১. অন্য গ্রামের লোকজন কুসুমপুর গ্রামে যায় না কেন?

- (i) আক্রমণের শিকার হতে পারেন এই ভয়ে  
(ii) তারাও এইভসে আক্রান্ত হতে পারেন এই ভয়ে  
(iii) এইভস একটি হোঁচলে রোগ এ ধারণায়  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i খ) ii গ) iii ঘ) ii ও iii

১২২. 'ঐ গ্রামের যুবক-যুবতীর বিয়ে হচ্ছে না এক বছর ধরে'- এরকম পরিস্থিতি সৃষ্টির কারণ-

- (i) যুবক-যুবতীর সংসার জীবনে প্রবেশে অসুখ  
(ii) আশে-পাশে লোকজন ভাবছে ঐ গ্রামের সবার শরীরে HIV আছে  
(iii) ঐ গ্রামে কেউ দুকৃত্ত সাহস পাচ্ছে না।

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i খ) ii গ) i ও ii ঘ) ii ও iii



# কবিতা

“কল্পনা শক্তির  
গভীরতাই  
মানুষের সৃজনশীলতা  
বৃদ্ধি করে”

## বিশেষ রচনা ■ ১

## ছন্দ পরিচয়

## বিশেষ রচনা ■ ২

ছন্দ : বাক্যরীতির শিল্পিত রূপকেই বলা হয় ছন্দ। সংকুচিত ভাষায় ছন্দ শব্দের দ্বিটি অর্থ রয়েছে। এর একটি হচ্ছে “ইচ্ছা” এবং অপরটি “বাক্যের মন্ডা”। তাই বর্ণিতার ক্ষেত্রে ছন্দের দ্বিতীয় অর্থটিই অঙ্গত্বপূর্ণ।

প্রখ্যাত ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেনের মতে, “শিল্পিত বাক্যরীতির নামই ছন্দ।”

অনুবাদন মুখোপাধ্যায়ের মতে, “কেতবে পদবিন্যাস করিলে বাক্য শব্দভিন্দুর হয় এক মনে করিলে সম্ভার হয়, তাহাকে ছন্দ বলে।” ভাড়াপদ ভট্টাচার্যের মতে, “ভাষার অন্তর্গত প্রবহমান ধ্বনি-সৌন্দর্যই ছন্দ।”

ছান্দসিক আব্দুল জাদির মতে, “শব্দের সূক্ষ্মত ও সুনিয়ন্ত্রিত বারী-বিলাসকে বলা হয় ছন্দ।”

ড. সুকীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, “বাক্যবিত্ত পদবিন্যাসে কেতবে সাজাইলে বাক্যটি শব্দভিন্দুর হয় ও তন্না মন্যে একটা কালাপত ও ধ্বনিপত সুখমা উপলব্ধ হয়, পদ সাজাইবার সেই পদ্ধতিকে ছন্দ বলে।”

ছন্দের উপাদানসমূহ

❖ অক্ষর : বাক্যবস্তুর সর্বতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিতত্ত্বকেই অক্ষর বলে। একে ধ্বনিতত্ত্বের সর্বতম অংশ বা এককও বলা যেতে পারে। যেমন : কাম / ত্রি / রান / ক / সেজ। সে / জুড় / নৃত / তি। তীর / মার / কা। যাং / লা / দেশ। সে / ব / তা। নিম / দুং। অক্ষর নির্ধারণের ক্ষেত্রে শব্দের লেখ্য রূপকে বিবেচনার না নিয়ে তার উচ্চারণকে বিবেচনা নিতে হয়। অক্ষর সাধারণত ২ প্রকার। যথা—

❖ মুক্তাক্ষর (ব্রাহ্ম অক্ষর) : উচ্চারণের সময় যেসব অক্ষরের শ্রেণীশে ইচ্ছামতো প্রণয়িত করা যায়, সেসব অক্ষরকে মুক্তাক্ষর বলে। যেমন : মা, বি, সু, সে, তো ইত্যাদি। এসব অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি থাকে বলে এদের স্বরাক্ষরও বলা হয়। ব্রাহ্ম অক্ষর দুটির নাম। যথা—

১. বৈলিক ব্রাহ্ম অক্ষর (চা, কি, কু, কে, গো ইত্যাদি)

২. যৌগিক ব্রাহ্ম অক্ষর (কই, কৈ, মৌ, মৌ ইত্যাদি)।

বৈলিক ব্রাহ্ম অক্ষর মুক্তাক্ষর হলেও এতে বন্ধাক্ষরের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

❖ বন্ধাক্ষর (বাধ্যতাক্ষর অক্ষর) : উচ্চারণের সময় যে সব অক্ষরের শ্রেণীশে ইচ্ছামতো প্রণয়িত করা যায় না, সে সব অক্ষরকে বন্ধাক্ষর বলে। যেমন : বাণ, বিব, কৃষ, কৃশ, দেশ, দোহ ইত্যাদি। এসব অক্ষরের শেষে বাধ্যতাবিন থাকে বলে এদের বাধ্যতাক্ষরও বলা হয়।

■ অনুপ্রাসের সজ্জিত ও অক্ষরকে দুভাবে ভাগ করা যায়। যথা—

১. মিত্রাক্ষর : দুটি পদ্যটির শেষ অক্ষরের ধ্বনিত মিলকে মিত্রাক্ষর বলা হয়। অর্থাৎ দুটি পদ্যটির শেষের মিলযুক্ত অক্ষরকেই বলা হয় মিত্রাক্ষর। যেমন :

ওই দূর বলে লহরী নর্মিছে খল আবিয়ের রহুধ,

অমলি করিরা দুটায়ে পড়িতে বড় সাধ আজ আসে।

২. অমিত্রাক্ষর : পরস্পর সম্পর্কিত দুটি পদ্যটির শেষ অক্ষরের ধ্বনিত অমিলকে অমিত্রাক্ষর বলা হয়। অর্থাৎ পরস্পর সম্পর্কিত দুটি পদ্যটির শেষের অক্ষর মিলযুক্ত না হলে তাকেই বলা হয় অমিত্রাক্ষর। যেমন :

মাসের আঁধী বজেলি বড় হও নানারাকুর

তোমাকে আমি তিন হাজারের কিং সেখানে দিয়ে যাবে

যেখানে পথ ফুলের মাঝ সাগ আর প্রহর খোঁজা করে।



❖ মাত্রা : অক্ষর উচ্চারণের সময় পরিমাপের ক্ষুদ্রতম অংশ বা একককে মাত্রা বলে। লয়ের তারতম্যের কারণে ছন্দ ছেদে এই মাত্রার পরিণতি ভিন্নতর হতে পারে। বরাহ বা মুক্তাক্ষর সব ধরনের ছন্দেই ১ মাত্রা। বাজ্রনাহ বা বদ্ধাক্ষর স্বরবৃত্ত ১ মাত্রা, মাত্রাবৃত্তে ২ মাত্রা আর অক্ষরবৃত্তে শব্দের শেষে হলে ২ মাত্রা এবং শব্দের আদি ও মধ্যভাগে হলে ১ মাত্রা। যেমন : স্বরবৃত্ত (কাম/ত্রি/য়ান = ৩ মাত্রা), মাত্রাবৃত্ত (কা/ম/ত্রি/য়ান = ৫ মাত্রা), অক্ষরবৃত্ত (কাম/ত্রি/য়ান = ৪ মাত্রা)।

❖ যতি : কবিতার ক্ষেত্রে উচ্চারণের বিশ্রাম-স্থানকে যতি বলে। ছন্দেও যতি, ছন্দ, বিরাম, নির্যতি বা বিচ্ছেদ বলতে এই বিশ্রাম-স্থানকেই বুঝানো হয়। কবিতা আবৃত্তিকালে স্বাভাবিকভাবে যেখানে উচ্চারণের বিরতি ঘটে, তাকেই বলা হয় যতি। বিরতির সময় অনুযায়ী যতি দুই প্রকার। যথা—

১. অর্ধযতি : চরণের মধ্যার্ধী পর্বের শেষে যে যতি ব্যবহৃত হয়, তাকে অর্ধযতি বলে। যেমন :

বীশ বাগানের মাথার উপর। চাঁদ উঠেছে ওই

মাগো আমর শোলক বলা। কাজলা দিদি কই।

২. পূর্ণযতি : চরণের শেষে যে যতি ব্যবহৃত হয়, তাকে পূর্ণযতি বলে। যেমন :

বীশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই।।

মাগো আমর শোলক বলা কাজলা দিদি কই।।

❖ ছন্দ : খাস গ্রন্থের সুবিধার্থে অর্ধবোধের দিকে লক্ষ রেখে বাক্যাংশের শেষে যে বিশ্রাম গ্রহণ করা হয়, তাকে ছন্দ বলে। ছন্দের অপর নাম হচ্ছে অর্ধযতি বা ভাবযতি। যতির মতো ছন্দও ২ প্রকার। যথা :

১. উপচ্ছেদ : বাক্যের মধ্যে বিভিন্ন বাক্যাংশের দিকে লক্ষ রেখে যে ছন্দ ব্যবহৃত হয়, তাকে উপচ্ছেদ বলে। যেমন :

গগনে গরজে মেঘ \* ঘন বরষা

কুলে একা বলে আছি \* নাহি ভরসা।

২. পূর্ণচ্ছেদ : অর্ধবোধের দিকে লক্ষ রেখে বাক্যের শেষে যে ছন্দ ব্যবহৃত হয়, তাকে পূর্ণচ্ছেদ বলে। যেমন :

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা \*\*

কুলে একা বলে আছি নাহি ভরসা \*\*।

স্বরাধাত : কবিতা আবৃত্তির সময় কোনো কোনো শব্দের প্রথম অক্ষরে যে বোঁক পড়ে তাকে স্বরাধাত বলে। একে স্বাধাত বা গ্রন্থরও বলা হয়। যেমন :

যখন তোমার কেঁউ ছিল না। তখন ছিলাম আমি

এখন তোমার সব হয়েছে। পর হয়েছে। আমি।

পর্ব : কবিতার চরণে যতি দ্বারা বিভক্ত প্রতিটি অংশকে পর্ব বলে। যেমন :

এই বায়ে তোর। দামির কবর। ডালিম গাছের। তলে

তিরিশ বছর। জিজ্ঞাসে রেখেছি। দুই নয়নের। অলে।

অপূর্ণ পর্ব : সমমাত্রার পর্ববিশিষ্ট কোনো চরণের শেষ পর্ব যদি অপেক্ষাকৃত ছোট হয়, তবে তাকে অপূর্ণ পর্ব বলে। যেমন :

এই বায়ে তোর। দামির কবর। ডালিম গাছের। তলে (৬ + ৬ + ৬ + ২)

তিরিশ বছর। জিজ্ঞাসে রেখেছি। দুই নয়নের। অলে। (৬ + ৬ + ৬ + ২)

অতিপূর্ণ পর্ব : সমমাত্রার পর্ববিশিষ্ট কোনো চরণের শেষ পর্ব যদি অপেক্ষাকৃত বড় হয়, তবে তাকে অতিপূর্ণ পর্ব বলে। যেমন :

কৈলাশ স্থবর। অতি মনোহার। কোটি শশী পরকাশ (৬ + ৬ + ৮)

অতি পর্ব : অন্য পর্বগুলোর সাথে সমতা রক্ষা না করে পঙ্খিত্রি করলে যে ছোট পর্ব থাকে তাকেই অতি পর্ব বলা হয়। যেমন :

(আজ) জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বলে

বসন্তের এই মাতাল সমীরণে।

**মধ্যবন্ধন :** পর্ব বিন্যাসের প্রয়োজনে যখন কোনো শব্দকে ভেঙে দুই খণ্ডে উচ্চারণ করা হয়, তখন তাকে মধ্যবন্ধন বলে। যেমন :

কাগ্রারি তব। সম্মুখে ঐ। পলাশীর প্রাণি। তর

**পঙ্কতি :** এক সারিতে অবস্থিত পদসমষ্টিকেই পঙ্কতি বা চরণ বলে। পঙ্কতিকে ছন্দ বা হাইনও বলা হয়। যেমন :

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা

**তবক :** এভাবে সন্ধিস্থিত দুই বা ততোধিক পদকে এক কণার তবক বলে। তবক হচ্ছে এক ধরনের দোহাই। এতে একটি মিলের বৈশিষ্ট্য থাকে। একটি কবিতায় এক বা একাধিক তবক থাকতে পারে। যেমন :

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা

কুসে এরা বসে অছি, নাহি ভরসা।

রাশি রাশি ভরা ভরা

ধান কাটা হল সারা,

ভরা নদী সুরধারা

খরপল্লবী—

কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।

**লয় :** কবিতা আবৃত্তির যে গতি থাকে তাকেই লয়া হয়। হৃদ ভেদে এই লয়ের তারতম্য হয়ে থাকে। বাংলা ছন্দে ৩ প্রকার লয় রয়েছে। যথা— ১. দ্রুত লয় ২. ধীর লয় ৩. বিলম্বিত লয়

এই ৩ প্রকার লয় তিন ধরনের ছন্দে ব্যবহৃত হয়। যেমন —

১. **স্বরবৃত্ত ছন্দ :** দ্রুত লয়

বাঘের মাসি বিভুল ছানা

গজালো তার তিনটি ডানা।

২. **মাত্রাবৃত্ত ছন্দ :** বিলম্বিত লয়

এইখানে তোর বুজির কবর, পরীর মতন মেয়ে,

বিয়ে দিয়েছি কবিরের বাড়ি বলিয়াছি ঘর পেয়ে।

৩. **অক্ষরবৃত্ত ছন্দ :** ধীর লয়

রাত পোহাবার কত সেরি পাঞ্জেরি?

এখনো তোমার আলমাস জরা মেখে?

সেতারা, হেলাল এখনো ওঠেনি জেগে?

**ছন্দের প্রকারভেদ :** হৃদ মূলত ৩ প্রকার। যথা :

১. **স্বরবৃত্ত** (দলবৃত্ত, স্বরমাত্রিক, স্বরাঘাত প্রধান, স্বাধাঘাত প্রধান, প্রাকৃত বা পৌরিক ছন্দ, ছড়ার ছন্দ)

২. **মাত্রাবৃত্ত** (কলাবৃত্ত, ধ্বনি প্রধান, ধ্বনিমাত্রিক, বিস্তার প্রধান) ও

৩. **অক্ষরবৃত্ত** (মিশ্রকলাবৃত্ত, মিশ্রপ্রাকৃতিক, অক্ষরমাত্রিক, তান প্রধান, সঙ্কোচপ্রধান, যৌগিক ছন্দ)।

১. **স্বরবৃত্ত :** যে ছন্দে যুগ্ম বা অযুগ্মধ্বনিকে সব সময় এক মাত্রা হিসেবে গণ্য করা হয় তাকে স্বরবৃত্ত ছন্দ বলে। এ ছন্দে প্রত্যেক পর্বের প্রথম শব্দের শুরুতেই স্বাধাঘাত পড়ে। এ ছন্দের প্রতিটি পর্বে সাধারণত ৪টি করে মাত্রা থাকে। এ ছন্দে চার পর্ববিশিষ্ট চরণের শেষ পর্ব সাধারণত অপূর্ণ হয়। যেমন :

বীশ বাপানের মাধার উপর চাঁদ উঠেছে ওই

মাণো আমার শোলক বলা কাজলা মিলি কই



## কবি পরিচিতি

উচ্চাভিলাষী কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। আর সেই অনুরাগের কারণেই দেশ ছেড়ে তিনি বিদেশে পাড়ি জমিয়েছিলেন। তিনি ইংরেজিতে সাহিত্যচর্চা করে বিখ্যাত হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি। শেষ পর্যন্ত ইংরেজির প্রতি অন্ধ মোহ ত্যাগ করে তিনি বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করতে শুরু করেন। পরবর্তীকালে তিনি এ ভাষাতেই তাঁর কালজয়ী সাহিত্যকর্মগুলো সৃষ্টি করেন। মাত্র উনিশ বছর বয়সে মধুসূদন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার পর তাঁর নামের শুরুতে 'মাইকেল' যোগ করা হয়। মধুসূদনের পিতার নাম রাজ নারায়ণ দত্ত এবং মাতার নাম আশ্বী দেবী।

জন্ম : ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে যশোরের সাগরনাড়ি গ্রামে।

মৃত্যু : ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায়।

## রচনাবলি

মহাকাব্য : মেঘনাদ বধ কাব্য।

বাংলা কাব্য : তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাকলী।

ইংরেজি কাব্য : The Captive Lady, Vision of the Past.

দ্রষ্টব্য : কৃষ্ণভূমারী, পদ্মাবতী, শর্মিষ্ঠা, মারাকাসন।

গ্রন্থন : একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ের রৌ।

## উৎস ও পরিচিতি

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'চতুর্দশপদী কবিতাকলী' থেকে 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি সংগ্রহ করা হয়েছে। কবিতাটি প্রথমে ১৮৬০ সালে 'কবি-মাতৃভাষা' নামে প্রকাশিত হয়। ১৮৬৫ সালে পুনরায় সংশোধিতরূপে 'বঙ্গভাষা' নামে প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গভাষা' কবিতায় কবি বাংলা ভাষার প্রতি প্রকাশ করেছেন অপরিণীত শ্রদ্ধা-ভালোবাসা। বঙ্গভাষার জন্য তিনি তার নেহমদ সঁপে দিতে চেয়েছেন। বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করে তিনি ইংরেজি ভাষাকে গ্রহণ করেছিলেন। পরিশ্রুতিতে তাঁর যে অনুশোচনা ও আত্মনালোচনা তাই স্থান পেয়েছে 'বঙ্গভাষা' নামক সনেটে।

## তথ্যসূত্র

- ◆ 'বঙ্গভাষা' বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেট কবিতা।
- ◆ কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রতি চরণে চৌদ্দ মাত্রা এবং চৌদ্দটি অক্ষর রয়েছে। প্রতি চরণে দুটি পর্ব আছে। প্রথম পর্বে অটি মাত্রা এবং দ্বিতীয় পর্বে ছয় মাত্রা।
- ◆ কবির কাছে বাংলা সাহিত্য কমল-কাননরূপে প্রতীয়মান।
- ◆ মাইকেল মধুসূদন দত্ত শতাধিক সনেট রচনা করেন।
- ◆ 'মেঘনাদ বধ কাব্য' বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য এবং কবির শ্রেষ্ঠ কীর্তি।
- ◆ বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
- ◆ বিশ্ব সাহিত্যে সনেটের প্রবর্তক ইতালির কবি পেত্রার্ক।
- ◆ বাংলা সাহিত্যে সনেটের প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
- ◆ মাইকেল মধুসূদন দত্ত গ্রিক, ল্যাটিন, ফরাসি, জার্মান ও ইতালীয়সহ ১৩-১৪টি ভাষা শিখেছিলেন এবং চিত্রারত পাণ্ডিত্য সাহিত্য অধ্যয়ন করে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

### □ শব্দার্থ ও টীকা

হে বঙ্গ : 'বঙ্গ' বলতে কবি এখানে বাংলা ভাষাকে বুঝিয়েছেন এবং তাকেই সযোচন করেছেন।

বিবিধ রতন : বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্য-স্রষ্টার বৈচিত্র্যময় ও উৎকর্ষমণ্ডিত সাহিত্য সম্পদে পরিপূর্ণ।

শৈবাল : শ্যাওলা। (ইংরেজি ভাষাকে এখানে শ্যাওলার সাথে তুলনা করা হয়েছে)।

কমল-কানন : পদ্মকন (এখানে বাংলা ভাষাকে কমল কানন বা পদ্ম বাগানের সাথে তুলনা করা হয়েছে)।

ভিক্ষাবৃত্তি : বিশেষ সাহিত্যকে পরদন বিবেচনা করে তার চর্যাকে তিনি ভিক্ষাবৃত্তির সমতুল্য মনে করেছেন। এখানে নিজের সম্পদকে উপেক্ষা করে অন্য ভাষার দ্বারস্থ হওয়ার জন্য অনুশোচনা ও আত্মসমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে।

সনেট □ সনেট একটি বিশেষ ধরনের রূপকল্প। প্রত্যেক সনেটে সাধারণত ১৪টি পঙ্ক্তি থাকে। এর প্রথম ৮ পঙ্ক্তিকে অটক (Octave) ও শেষ ৬ পঙ্ক্তিকে ঘটক (Sestet) বলা হয়। একটি সনেট একটি মাত্র ভাবের বাহন। এর অটকে যে ভাবের সূচনা হয়, ঘটকে তা পূর্ণতা লাভ করে। অনেক সময় ঘটকে অটক থেকে বিবৎ সরানো বক্তব্য-এমনকি বিরোধী কোনো প্রশ্নও উচ্চারিত হতে পারে। অটক-ঘটক মিলিয়ে কবিতার একটি অর্থও মজা রচিত হয়। পঠনের দিক দিয়ে সনেট প্রথমে দূররকমের পেরাকীর্য ও শেকসপীরীয়।

'বঙ্গভাষা' সনেটটি রীতি ও মিলের দিক থেকে অনিয়মিত ধরনের। এ কবিতার অঙ্গমিলগুলো এ রকম : কথ কথ খক খক ঘণ গুণ। কবিতার প্রথম চারটি ও শেষ দুটি পঙ্ক্তি শেকসপীরীয় রীতিতে রচিত। প্রথম থেকে অষ্টম পঙ্ক্তি অনিয়মিত শেকসপীরীয় চণ্ডে এবং নবম থেকে দ্বাদশ পঙ্ক্তি পেরাকীর্য চণ্ডে নির্মাণ করা হয়েছে।

### □ বানান সতর্কতা

সঁপা, পূর্ণ, মণি, ভিখারী, অমল।

### □ নমুনা প্রশ্নাবলি □

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?

- ক. বরাবৃত্ত খ. মাত্রাবৃত্ত  
গ. মুক্তক ঘ. অক্ষরবৃত্ত

২. 'মজিনু বিফল তপে'— চর্যাংশে বোঝানো হয়েছে কবির

- ক. বাংলা সাহিত্যের প্রতি অবহেলা  
খ. ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ  
গ. বাংলা ভাষার সৌন্দর্যে অনাসক্তি  
ঘ. ইংরেজি ভাষার সাহিত্য চর্চায় ব্যর্থতা  
নিচের কবিতাংশে দুটো লক্ষ্য কর এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

পাইলাম কালে  
মাতৃভাষা-রূপখনি, পূর্ণ মণিঝালে।

মায়ের মুখের জখা ঘেন মণি মুক্তাহেম,

রচনা করিয়া যত অলংকার করে তুলি

মায়ের ভাঁড়ার!

৩. কবিতাংশ দুটির মধ্যে সাদৃশ্য আছে এর—

- i. ভাবে ii. ছন্দে

iii. অলংকারে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii  
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. কবিতাংশ দুটির এই সাদৃশ্য নিচের কোন চর্যাংশে

সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত হয়েছে?

- ক. কেলিনু শৈবালে, তুলি কমল-কানন  
খ. পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুঞ্জে আচারি  
গ. হে বঙ্গ, ভাঙারে তব বিবিধ রতন,  
ঘ. পরদন লোভে মত্ত, করিনু শ্রমণ

#### সৃজনশীল প্রশ্ন

১. পদ্মীর ঘাটে, মাঠে, পদ্মীর আলো-বাতাসে, পদ্মীর পরতে পরতে সাহিত্য ছড়িয়ে আছে। পদ্মী সাহিত্য সম্পদের মধ্যে পদ্মী গানগুলো অমূল্য রত্নবিশেষ, শহুরে গানের প্রভাব সেগুলো আছে বর্ণন চাখার গান বলে ছন্দ সমাজে আর বিচার না। বাংলার

## বঙ্গভাষা

উপকথাগুলো এক জায়গায় জড় করলে বিশ্বকোষের মতো বাংলাতে তার সংকলন হত না। প্রবাদ বাক্য এবং ঢাক ও বনার বচনে কত যুগের ভূয়োদর্শনের পরিপক্ব ফল সঞ্চিত হয়ে আছে, কে তা অবীকার করতে পারে?

ক. 'কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহারি' চরণটিতে 'পরিহারি' শব্দটির চলিত রূপটি কী?

খ. বিদেশি ভাষার সাহিত্য চর্চাকে 'বঙ্গভাষা' কবিতায় কবি 'ভিক্ষাবৃত্তি' বলেছেন কেন?

গ. 'বঙ্গভাষা' কবিতার অষ্টকের কোন বিষয়টি অনুচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদে প্রকাশিত হয়েছে?— ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'কবিতাটি যেন 'মাতৃকোষে রতনের রাজি' এর চরণটির সার্থক পরিপূরক'— এই বক্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

২. যেই দেশে যেই বাক্য কহে নরগণ।

সেই বাক্য তুমি প্রভু আপে নিরঞ্জন।।

\*\*\*\*\*

দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়।

নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ ন যায়।।

মাতৃপিতাসহ ক্রমে বসন্ত বসন্তি।

দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি।।

ক. 'বঙ্গভাষা' কবিতাটির অষ্টকের মূলভাব কী?

খ. বিদেশী ভাষায় সাহিত্য চর্চায় কবি বিষণ্ণ হলেন কেন?— ব্যাখ্যা কর।

গ. কবিতাংশটির শেষ চরণদুটিতে 'বঙ্গভাষা' কবিতার ষটকের কোল পছন্দের জবাবেরে প্রতিফলন ঘটেছে—ব্যাখ্যা কর।

ঘ. গঠনশৈলীর ভিত্তিতে 'বঙ্গভাষা' কবিতার ষটকের সঙ্গে কবিতাংশটির একটি তুলনামূলক আলোচনা কর।

## ১ স্তরজননী প্রশ্নোত্তর

১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

একজন সফল নারী উদ্যোক্তা হিসেবে সারবিনা নাহিনের সুনাম রয়েছে। তিনি বিশ্বাস করেন, নিজ দেশেই প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে, প্রয়োজন শুধু দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে তার যথাযথ ব্যবহার। দুর্নীতি রোধ করে নিজ নিজ কাজে আরো পরিশ্রম হয়ে ওঠলে এদেশের মানুষ বিশ্বের সকল দেশগুলোর কাভারে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে। এ বিশ্বাসের কারণেই অতি অল্প সময়েই তিনি নিচব থেকে যথেষ্ট সাফল্য হতে পেরেছেন। শুধু তাই নয়, তার তত্ত্বাবধানে কাজ করে এখন প্রায় দেড়শ নারী সাফল্যতার মুখ দেখেছে।

ক. কবি কমল কানন ভুলে কোথায় খেলা করেছেন?

খ. বঙ্গভাষা কবিতায় কবি কোল ভুলের কারণে বেদ প্রকাশ করেছেন? কেন?

গ. উদ্দীপকের সাথে বঙ্গভাষা কবিতার মিল-অমিলগুলো তুলে ধর।

ঘ. 'মাতৃভাষা-রূপহিনি, পূর্ব মনিজালে' — উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

## ১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কবি কমল কানন ভুলে শৈবালে খেলা করেছেন।

খ) বিদেশি ভাষার প্রতি অতিরিক্ত মোহ এবং মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞার মাধ্যমে কবি যে ভুল করেছেন তার জন্যই তিনি বেদ প্রকাশ করেছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মাতৃভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে সমৃদ্ধি ও বঙ্গ

পেতে চেয়েছিলেন। এ অনুরোধী সিদ্ধান্ত ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। কেননা, মাতৃভাষা ত্যাগ করে অন্য ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করে তিনি কেবল তাঁর লক্ষ্য অর্জনেই ব্যর্থ হননি, সেই সাথে তাকে অনেক কষ্টও করতে হয়েছে। অর্থাৎ পরবর্তীকালে বিশেষ ভাষা ত্যাগ করে মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনা করে তিনি ঠিকই স্বীকৃত কাক্ষিত সাফল্য লাভ করেন। তিনি তাঁর 'বঙ্গভাষা' কবিতায় কবিতা ভাষায় এ কথাটিই প্রকাশ করেছেন।

গ) উদ্দীপকের সাবরিলা নাহিন নিজের দেশকে ভালোবাসে, নিজ দেশের কাচামাল ব্যবহার করে, পরিগ্রহ ও মেধার মাধ্যমে সফল হতে পেরেছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তও নিজ মাতৃভাষা ব্যবহার করে সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হন। তাঁর 'বঙ্গভাষা' কবিতায় এ কথাটিই মূর্ত হয়ে উঠেছে।

আধুনিক বাংলা কবিতার জনক মাইকেল মধুসূদন দত্ত এ দেশের কাব্য সাহিত্যে প্রথম সার্থক সনৈতি প্রণয়ন করেন। 'চতুর্দশশতাব্দী কবিতাকলী' গ্রন্থের অন্তর্গত 'বঙ্গভাষা' কবিতায় ইংরেজি ভাষার প্রতি মোহান্তি, তার ফলে ভ্রান্ত্যব পরিস্থিতি, অতঃপর মোহন্তব এবং তার সুফল পাওয়ার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

উদ্দীপকের সাবরিলা জীবনের শুরু থেকে বঙ্গেশ ও বঙ্গেশের মাঝতীয় উপকরণকে নিজের বলে মেনে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বঙ্গেশে অবস্থান করেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্পদকে কাজে লাগিয়ে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে গেছেন। উভয় ক্ষেত্রেই আমরা মাতৃভূমি ও তার ঐশ্বর্যের ব্যবহারের ফলে স্বনির্ভরতা লাভ করি।

ঘ) মাতৃভাষা রূপ খনি, পূর্ণ মনিজ্ঞালে। এই পর্য্যন্ত আধুনিক বাংলা কাব্যের জনক মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত বঙ্গভাষা কবিতার অন্তর্গত। এখানে কবি মাতৃভাষাকে অমূল্য রত্নরাজির ভাণ্ডারের সাথে তুলনা করেছেন। উদ্দীপকের চরিত্র সাবরিলা বলেন যে, তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশে তার জন্ম। তথাপি তিনি এটুকু মানতে রাজি নন যে, মানুষের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তাহলে তিনি আজ সমাজে সূত্রতীত একজন নারী। নিজের দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্পদকে কাজে লাগিয়ে তিনি নিজের জীবন সফল করেছেন, সেই সাথে আরো অনেক নারীকেও সফলতার মুখ দেখিয়েছেন।

কথোপকথনের তীব্রবর্তী যশোরের সাগরবর্তী গ্রামে জন্ম নেয়া মধুসূদন গ্রামের পাঠশালার পড়া শেষ করে কোলকাতার হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। মূলত সেখান থেকেই তার ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যচর্চার উদ্ভব। এ কারণে পরবর্তীকালে তিনি দেশ ও ছাড়েন। তিনি তাঁর লক্ষ্য অর্জনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যখন দেশে এসে নিজ সাহিত্য চর্চা শুরু করেন তখন তিনি অবাক হন। তিনি উপলব্ধি করেন, এ দেশের সাহিত্য ভাণ্ডার অনেক সমৃদ্ধ। বড় চতুর্দশশতাব্দীর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কাশীনাথের মেঘদূত, কৃষ্ণবাসের রামায়ণ, জয়দেবের গীতগোবিন্দ, কবিরাম দাসের মহাভারত, ভরতচন্দ্রের অন্নামঙ্গল, কবি কবির চতুর্মঙ্গল ইত্যাদি সাহিত্যসৃষ্টি তাকে অনেক অনুপ্রাণিত করে। তাই কবির মতে, বাংলা ভাষা বলে এক মণিমুগ্ধময় খনির ভাণ্ডার।

বাংলা ভাষায় রচিত বিভিন্ন সাহিত্য ভাণ্ডার যেমন কবিকে মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছে তেমনি বাংলার ঐশ্বর্য-প্রাচুর্য ও উদ্দীপকের সাবরিলাকে স্বনির্ভর হতে অনুপ্রাণিত করেছে।

## ২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

নাসিম সাহেব প্রায় এগারো বছর ধরে কানাডার মন্ট্রিয়ালে বাসেন। সেখানে ফরাসি ভাষার প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। ফলে তিনি ও তার দুই ছেলে মেয়ে খুব বাস্তবিকভাবেই ফরাসি ভাষা রচনা করে ফেলছেন। প্রাথমিক প্রয়োজনীয় কাজগুলো তিনি সেই ভাষায় সমাধান করলেও নিজ ভাষায় কথা বলতে বা পারার বিষয়টি তাকে বেদনার্ত করে। নিজ ভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য যে দেশের মানুষ একদিন গ্রাম দিগন্তে, সে দেশের মানুষ হয়েও তিনি বহুদূরে শুধু জীবিকার তাগিদে পড়ে আছেন— এ অবস্থা তাকে অনেক বেশি সচেতন করে রাখে।

ক. কবিকে কে ঘরে ফিরে যেতে বলেছিলেন?

খ. 'পরধন-পোতে মগ্ন, করিণু শ্রমশ পরদেশে'— বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

গ. নাসিম সাহেবের অনুভূতির সাথে মধুসূদন দত্তের অনুভূতির মিল আছে কী?— ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'যা ফিরি অজান তুই যারে ফিরি ঘরে'— উদ্দীপকের আশ্রয়কে উল্লিখিত বিশ্লেষণ কর।

## ২-নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কবিকে কল্যাণী ঘরে ফিরে যেতে বলেছিলেন।

খ) পর-ধন বলতে ইংরেজি ভাষা আর পরদেশ বলতে বিদেশকে বুঝানো হয়েছে।

হোমিওলোয় সম্পূর্ণ প্রাণীক পরিবেশে বেড়ে ওঠা মনুসূদন মাত্র নয় বছর বয়সে কলকাতার যান। সেখানেই প্রথম তার ভিনদেশি ভাষার প্রতি অনুরাগ জন্মায়। অষ্টাশ্রম এ কারণে তিনি ধর্মীয়রিত হন এবং বিদেশে গমন করেন। ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্যে কলকাতা ছেড়ে তিনি দীর্ঘদিন মাস্তোজে অবস্থান করেন। সেখানে অনাহারে, অর্থাহারাে দিন কাটাতেও কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তার সৃষ্টির তেমন কদর করেনি। পরে নিজ দেশে এসে তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেন, তাঁর মাতৃভাষাই রত্নের আকর। এ কারণেই তিনি উক্ত উক্তিটি করেছেন।

গ) উদ্দীপকের নাসিম সাহেব কেন্দ্র জীবিকার অবেচ্ছ্যে নিজ দেশ থেকে বহুদূরে অবস্থান করেছেন। অন্তরের সুত্রীত কামনা থাকে সত্ত্বেও তিনি দেশের মাটি, গাছ-পালা তথা প্রকৃতিকে স্পর্শ করতে পারেন না, নিজের মানুষদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেন না। সবচেয়ে বড় যে বিষয় তাকে পীড়া দেয় তা হলো বঙ্গভাষার গ্রাণ খুলে কথা বলতে না পারা।

অপরদিকে 'বঙ্গভাষা' কবিতার রচয়িতা মাইকেল মনুসূদন দত্ত সমৃদ্ধ স্বদেশ, বঙ্গভাষাকে একান্তে পেয়েও তার মেথার 'কুলপ খটানোর জন্য বিদেশি ভাষার সাহিত্যে আগ্রাসকে বেছে নিয়েছিলেন। জীবনের তরুর নিকে তিনি ভেবেছিলেন ইংরেজি সাহিত্য অনেক সমৃদ্ধ। এ আগ্রাসে তার মতো মেধাবী সাহিত্যিকের কিছু উল্লেখযোগ্য কর্ম যুক্ত হলে হয়তো তা আরো বেশি গ্রহণযোগ্য হবে। অপরদিকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যকার প্রাচীরস তাঁর চোখে প্রবলভাবে ধরা পড়েনি। ফলে তিনি মাতৃভাষার ব্যাপারে প্রায় নিরুজ্জ্বল ছিলেন। কিন্তু শেষ জীবনে তিনি তার ভুল বুঝতে পারেন। এ কারণে বলা যায়, উদ্দীপকে নাসিম সাহেবের অনুভূতির কোনো মিল নেই।

মাতৃভাষার জন্য একসময় এসেশের বহু তরতাজা যুবক অকাতরে তাদের গ্রাণ বিসর্জন দিতে পিছপা হয় নি। তধু ভাষার কারণে, মাতৃভাষা বাংলাকে রাত্রিভাষা হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত করার জন্য তারা পরিবার-পরিজন তথা কাছের মানুষদের ত্যাগ করতে পিছপা হয়নি। নাসিম সাহেব গ্রন্থাসে থেকেও সব সমত এই দীক্ষাতেই অনুপ্রাণিত হন। তাইতো তিনি যখনই সুযোগ পান তখনই মাতৃভাষার চর্চা করেন। মাইকেল মনুসূদন দত্ত এসেশের বনেদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও তরুণ বয়সে মাতৃভাষাকে তেমনভাবে গুরুত্ব দেননি। এর পরিণাম উপলব্ধি করার পর জীবনের শেষ দিকে এসে তার অনুতাপ হয়। তখন তিনি বা কিছু নিজ ভাষায় সৃষ্টি করেছেন তা আজও স্বর্ণীকরে খচিত আছে।

তাই বলা যায়, নাসিম সাহেবের প্রথম জীবনের অনুভূতির অমিল থাকলেও শেষ জীবনে এসে কবিও নাসিম সাহেবের মতোই মাতৃভাষার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন।

ঘ) মাইকেল মনুসূদন দত্ত রচিত 'বঙ্গভাষা' কবিতার কবি স্বদেশ ও মাতৃভাষার গুণকীর্তন করেছেন। উদ্দীপকের যেমন দীর্ঘদিন গ্রন্থাসে থাকলেও মাতৃভূমি আর মাতৃভাষাকে ভুলতে পারেন নি; ঠিক তেমনি মনুসূদনও বিদেশে অবস্থান করে ইংরেজি সাহিত্য চর্চার এক পর্যায়ে মাতৃভূমি আর মাতৃভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। এ নিক থেকে নাসিম সাহেব ও মাইকেল মনুসূদন দত্ত একই ধরনের মানসিকতা পোষণ করেছেন।

কবি তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্যায়ে ইংরেজি সাহিত্য চর্চা করে যে বার্ষিকার স্বাদ পান তাতেই তিনি বুঝতে পারেন যে তিনি ভুল করেছেন। তাঁর এ আত্মোপলব্ধি থেকেই তিনি স্বদেশে ফিরে এসে মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চা করতে উদ্যোগী হন। কল্যাণীর প্রসঙ্গ টেনে 'বঙ্গভাষা' কবিতায় তিনি তাঁর এ আত্মোপলব্ধির বিষয়টিই তুলে ধরেছেন। একইভাবে উদ্দীপকের নাসিম সাহেবও নিজের দেশ তথা মাতৃভূমির প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে গভীরভাবে উৎসাহী। জীবিকার তাগিদে তাকে বিদেশে বিধুইয়ে থাকতে হলেও দীর্ঘ এখার বছর পরও স্বদেশের প্রতি মমতা তার একটোটুকু কণি হয়নি। গ্রন্থাক্রমের ভগিদে তাকে দ্বিত্ব ভাষা ব্যবহার করতে হলেও ঘরে ফিরে তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা করেন মাতৃভাষায় চর্চা করতে। এমনকি তিনি তার পরবর্তী গ্রন্থ তথা তার সন্তানদেরও বাংলা ভাষায় কথা বলতে ও তা নিয়মিত ব্যবহার করতে উত্থুক করেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের বক্তব্যটি 'বঙ্গভাষা' কবিতার মূল বক্তব্য তথা প্রস্তোত পর্যন্তই বৈধ।



৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ছেলেবেলা থেকেই অমিয় বাংলা সাহিত্যে ভীষণ ভালোবাসে। মা-বাবার ইচ্ছায় সে প্রকৌশলী হলেও সাহিত্যের সাথে তার সম্পৃক্ততা ছিল হয়নি। বিশেষ করে নিজ ভাষা ও সাহিত্যের ভাঙার তাকে অস্বীকৃত করে। এ কারণে সে বাংলা ভাষার কিছু কবিতা ও প্রমথ কাহিনী রচনা করেছে। পাশাপাশি অবসরে সে বেশ কিছু ইংরেজি নাটক পড়লেও তা তাকে খুব একটা আকৃষ্ট করেনি। তাই মাঝে-মধ্যে সে ভাবে, বাংলা ভাষার সাহিত্যে সন্মানকে বহির্বিষয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারলে বেশ হতো।

ক. কবি কিসের লোভে পরদেশে প্রমথ করেছেন?

খ. কবি কেন এসেছে ছেড়ে চলে যান?

গ. উদ্দীপকের অমিয় এর মানসিকতার সাথে 'বঙ্গভাষা' কবিতার কবির মনোভাবের মিল-অমিলগুলো তুলে ধরো।

ঘ. উদ্দীপকটি বঙ্গভাষা কবিতার কোন পিকটি ইঙ্গিত করে-আলোচনা কর।

### ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কবি পরদেশের লোভে পরদেশে প্রমথ করেছেন?

খ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত যশোর জেলার সাগরদীঘি গ্রামে একটি সম্ভ্রান্ত ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর থেকে সেড়ে ওঠা, পড়ালেখা করা ইত্যাদি কোনো ক্ষেত্রেই তাকে সামান্যতম কষ্ট পেতে হয়নি। তথাপি কবি তার নিজের দেশ, ভাষা ছেড়ে বিদেশের মাটিতে পাড়ি জমালেন। মূলত ইংরেজি সাহিত্যে সুনাম তথা খ্যাতি অর্জনের আশায় তিনি এসেছেন ত্যাগ করেন। তার বিশ্বাস ছিল তিনি তার মেধা দিয়ে ইংরেজি সাহিত্যে চর্যার মাধ্যমে বিদেশের মাটিতে সন্মান অর্জন করতে পারবেন।

গ) উদ্দীপকের অমিয় কৈশোর থেকেই নিজ সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট। সে নিজের ভাষায় রচিত শিল্প-সাহিত্যের মাঝে এ দেশের গৌরবোপা লক্ষ করেছে। এ ভাষায় সে নিজের কিছু রচনা করেছে। পেশায় প্রকৌশলী হয়েও এমন সাহিত্যহীনি সত্যিই প্রসংশনীয়। অপরদিকে বঙ্গভাষা কবিতার রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত যখন হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন তখনই ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করেন। অতঃপর সেই ভাষায় সাহিত্য চর্যায় সবটুকু মেধা ও শ্রম ব্যয়ে সচেষ্ট হল। কিন্তু জীবনের একটি পর্যায়ে এসে তিনি উপলব্ধি করেন, নিজের জ্ঞান সিদ্ধান্তের কারণেই তার বিপর্যয় ঘটেছে।

বঙ্গভাষার কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের আত্মোপলব্ধির অনুগম বাণীচির হচ্ছে বঙ্গভাষা কবিতা। উদ্দীপকের অমিয়-এর চিন্তা-চেতনা ওর থেকেই ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। সে প্রকৌশলী হলেও নিজ ভাষায় কাব্য চর্যায় পিছপা হয়নি। তাই যথার্থই বলা যায়, উদ্দীপকের অমিয়-এর মানসিকতার সাথে বঙ্গভাষা কবিতার কবির কিছুটা মিলেও অমিল রয়েছে।

ঘ) অপরিমিত বস্তুবোধ আর কঠিন বাস্তবতার আঘাতে অজরিত কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত অসাধারণ কবিতা বঙ্গভাষা। ভেঙ্গে যাওয়া স্বপ্নের স্বর্ভিত অংশের পাশাপাশি জীবনের পরবর্তী অংশের আত্মোপলব্ধি এবং স্বদেশে ফিরে এসে মাতৃভাষায় সাক্ষ্য প্রাপ্তিও সফলভাবে চিত্রিত হয়েছে এ কবিতায়। অপরদিকে উদ্দীপকের অমিয়-এর মাধ্যমে স্বদেশে তথা স্বভাষার জাগরণ পাওয়া হয়েছে।

ইত্যদীয় কবি পোড়ার কড়ক উদ্ভাবিত বিশেষ ছন্দধর্মিতার এক অর্থও নীতিকবিতা হচ্ছে সনেট। মাইকেল মধুসূদন এ ধারার এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। এ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ সনেট হিসেবে বীকৃত এক তার সনেটসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো বঙ্গভাষা। আলো ভেবে আলোয়ার পেছনে ছুটে চলা কবি শেষ পর্যন্ত সঠিক পথের সন্ধান পান স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর। অন্য ভাষার জন্য ধর্ম ত্যাগ করা মানুষ কীভাবে নিজ ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে সফলতা পান তা-ই তিনি বঙ্গভাষা কবিতায় বলেছেন। উদ্দীপকের অমিয় শিল্প বিষয়ে পড়ালেখা করলেও ছোটবেলা থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভাঙার তাকে চরমভাবে আকৃষ্ট করে। ফলে সে তা আত্মজীবনের জন্য অন্ধরে লালন করে। অর্থাৎ মাইকেল মধুসূদন দত্ত জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে যে বিষয়টি উপলব্ধি করেন, অমিয় জীবনের শুরুতে তা গ্রহণ করে নেয়।

মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা, অবহেলার কারণে জীবনের প্রথম পর্যায়ের কবি বিপর্যয়ের সাক্ষী হন। কিন্তু পরবর্তীতে তার ভুল ভাঙলে তিনি খ্যাতির শিখরে আরোহণ করেন। এরই এক জ্বলন্ত প্রকাশ ঘটছে উম্মীপকের অমিয়া-এর মাঝে। আর এই উত্তর ক্ষেত্রেই মাতৃভাষার মহিমা প্রকাশ পেয়েছে।

৪. নিচের উম্মীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র হিমেল। ছেলেকেই ইংরেজির প্রতি ছিল তার বিশেষ দুর্বলতা। 'ভুল পেরিয়ে বলসে জীবনে এসে সে ইংরেজিতে অনেক গল্প ও কবিতা লিখেছে এবং তার অনেকগুলো দেশের বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছে। ফলে একেবারে তার উৎসাহ আরও বেড়ে যায় এবং ইংরেজি সাহিত্যে প্রতিটা পাওয়ার আশায় সে একটি উপন্যাস লিখে ফেলে। কিন্তু সেটি পাঠক সমাজে মোটেই গ্রহণযোগ্য হয়নি। ফলে এতে সে হতাশাময় হয়ে পড়ে। এরই এক পর্যায়ে তার শিক্ষক মৃণাল সেন তাকে পরামর্শ দিলেন- 'তোমার যে অসাধারণ প্রতিভা তা মাতৃভাষা চর্চার কাজে লাগাও।' শিক্ষকের পরামর্শে সে মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চা করে এক সময় বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক হয়ে ওঠে।

ক. কবি কার আত্মা পালন করেছিলেন?

খ. 'হে বঙ্গ, ভাঙারে তব বিধি রতন'- কথাটি ঘরা কী বুঝানো হয়েছে?

গ. মধুসূদন দত্তের যে আত্মোপলব্ধি হিমেলের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় তা কবিতা কয়।

ঘ. ইংরেজি ভাষায় সাহিত্যচর্চার যর্থ হয়ে হিমেলের মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চা শুরু করার বিষয়টি 'বঙ্গভাষা' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

### ৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কবি কলমখীর আত্মা পালন করেছিলেন।

খ) 'হে বঙ্গ, ভাঙারে তব বিধি রতন'- কথাটি ঘরা বাংলা ভাষার বিশাল শব্দ ভাণ্ডার ও সাহিত্য সম্পদের কথা বুঝানো হয়েছে। আধুনিক বাংলা কবিতার জনক মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বঙ্গভাষা' নামক সনেটে এ কথাটি বলা হয়েছে। এ কবিতায় কবি তাঁর জীবনের ভুল সিদ্ধান্তগুলির কারণে যে দুঃখ ও যত্ননা জোগ করেন তারই এক চমৎকার বার্নীটিজ অঙ্কন করেছেন। বাংলা ভাষা ত্যাগ করে ইংরেজি সাহিত্য চর্চা করতে গিয়ে তিনি যে কতো বড় ভুল করেছিলেন তা প্রকাশ করতে গিয়েই এভাবে তিনি বাংলা ভাষার সমৃদ্ধির কথা বলেছেন। এ ভুলের কারণে অকপটে তিনি তার অনুশোচনার কথাও ব্যক্ত করেছেন।

গ) হিমেল ছোটকাল থেকেই ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি দুর্বল ছিল। তখন থেকেই সে স্বপ্ন দেখতো একদিন সে ইংরেজি সাহিত্যের একজন নামকরা সাহিত্যিক হবে। মাইকেল মধুসূদন দত্তও বাল্যকাল থেকেই ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। এক পর্যায়ে তাঁর বন্ধমূল ধারণা তৈরি হয় যে, বড় সাহিত্যিক বা কবি হতে হলে ইংরেজিতেই হতে হবে। হিমেল তার কিন্তু ইংরেজি লেখা দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হলে উৎসাহিত হয় এবং একটি বড় উপন্যাস রচনার মনোনিবেশ করে। কিন্তু সে উপন্যাসটি পাঠকপ্রিয়তা পায়নি। মধুসূদন দত্তও ইংরেজি সাহিত্যে বড় কবি হবার নেশায় কোলকাতা ছেড়ে মদ্রাজে যান এবং সেখানে 'The Captive Lady' ও 'Vision of the past' নামের দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু সে গ্রন্থ দুটি ইংরেজ সমাজ কর্তৃক খুব একটা সমাদৃত হয়নি। ফলে কর্তৃতার দুঃখিত জর্জরিত কবি একসময় উপলব্ধি করেন, মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় সাহিত্য চর্চা করে বড় সাহিত্যিক হওয়া যায় না। হিমেলও এখন কষ্টে বিমর্ষ তখনই তার শিক্ষক মৃণাল সেন তাকে উপদেশ দেন যে, মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চা করাই বড় কবি বা সাহিত্যিক হওয়া সম্ভব। হিমেল ছুটিটিতে সে পরামর্শ গ্রহণ করে বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা শুরু করে এবং এক পর্যায়ে মাইকেল মধুসূদনের মতো সেও একেবারে সাকল্য লাভ করে।

ঘ) হিমেল ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনা করে খ্যাতি লাভ করবে এমন সাধনায় মগ্ন ছিল। কিন্তু তার ইংরেজি সাহিত্যকর্মগুলো মোটেও পাঠকবিরহিতা অর্জন করতে পারেনি। ফলে এ ব্যর্থতায় সে বিমর্ষ হয়ে ওঠে। অবশেষে শিক্ষকের পরামর্শে তার আত্মপাল্লি ঘটে এবং অবশেষে ইংরেজি ত্যাগ করে সে নিজের মাতৃভাষা বাংলায় সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করার মাধ্যমে সাক্ষ্য লাভ করে। ঠিক একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে আধুনিক বাংলা কবিতার জনক মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনে। মশোরের শাশুরদাঁড়ির দত্ত বংশের বিখ্যাত অমিদার রাজনারায়ণ দত্তের একমাত্র ছেলে মধুসূদন বাল্যকাল থেকেই ছিলেন উচ্চাঙ্গিণী। ফলে ছোট্ট কোলা থেকেই তার খুব বড় হওয়ার একটি নেশা ছিল। শিক্ষাজীবনের এক পর্যায়ে ইংরেজি সাহিত্যই তার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হয়ে ওঠে। তিনি বিশ্বাস করতে থাকেন, রাজভাষা ইংরেজিতে সাহিত্যচর্চা করতে পারলেই জগদ্বিখ্যাত হতে পারবেন। এ চিন্তা থেকেই কবি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ১৮৪৩ সালে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং 'বদশে' ত্যাগ করে মাত্রাজে পাড়ি জমাল। সেখানে ইংরেজি ভাষায় একাধিক গ্রন্থ লিখেও তিনি খ্যাতি লাভ করতে পারেন নি। অবশেষে তাঁর বোধোদয় হয় এবং তিনি 'বদশে' ফিরে এসে মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চা শুরু করেন এবং বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করেই এক সময় তিনি খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেন।

মাতৃভাষা ছাড়া সাহিত্য চর্চা করে কেউ তাঁর কলিকত সাক্ষ্য পায় না।

৫. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ইফফাত ও ইমরান দুজন বন্ধু ভাই। তারা একই ক্লাসে পড়লেও ইফফাত বাংলা সাহিত্য ভালোবাসে আর ইমরান ভালোবাসে ইংরেজি সাহিত্য। ইমরান মনে করে বাংলা হলো ইতর ও ছোটলোকের ভাষা। এটা সভ্যতা ও সাহিত্যের অনুপযোগী। ইংরেজি সাহিত্য চর্চা করেই সব কবি-সাহিত্যিকরা বড় হয়েছেন। এ কারণেই পড়াশোনা শেষ করে সে পাড়ি জমায় বিদেশে। দীর্ঘদিন বিদেশে থেকে এক সময় তার মনে হয় কোথায় যেন একটা স্নান্যতা বিরাজ করছে। সে উপলব্ধি করে নিজের মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য কোনো ভাষা চর্চা করে মন ভরে না। এ উপলব্ধি থেকেই সে একসময় 'বদশে' ফিরে আসে এবং 'বদশে'র সাহিত্য-সংস্কৃতির উদ্বয়নে আত্মনিয়োগ করে।

ক. কবি কিসে মগ্ন হয়েছিলেন?

খ. 'কেলিনু শৈবালে তুলি কমল-কানন'- কলতে কী বুঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের ইমরানের অবদান সাথে 'বঙ্গভাষা' কবিতার মূলবক্তব্য কতটুকু সাদৃশ্যপূর্ণ- আলোচনা কর।

ঘ. 'ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি, এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি'- উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

### ৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কবি ব্যর্থ তপস্যায় মগ্ন হয়েছিলেন।

খ) বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করে ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য চর্চা করে কবি যে বড় হবার মিথ্যা 'বন্ধু' দেখেছিলেন 'কেলিনু শৈবালে তুলি কমল-কানন' ছায়া এ কথাটিই বুঝানো হয়েছে। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজি ভাষায় বড় কবি হবার অভিলাষে 'বদশে' ত্যাগ করে মাত্রাজ চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি যখন তাঁর 'বন্ধু' পূরণে ব্যর্থ হন তখন বুঝতে পারেন তিনি বা করেননি তা সবই ভুল। তাই তিনি 'বদশে' ফিরে এসে মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চা শুরু করেন এবং খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেন। এ উপলব্ধি থেকেই তিনি ইংরেজি বা বিদেশি ভাষাকে শৈবাল এবং বাংলা বা মাতৃভাষাকে কমল কানন বলে আখ্যায়িত করেছেন।

গ) উদ্দীপকের ইমরান তার মাতৃভাষাকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখেছে। তার মতে বাংলা ইতর ও ছোটলোকের ভাষা। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তও তাঁর 'বঙ্গভাষা' কবিতায় এ উপলব্ধির কথা তুলে ধরেছেন। কবিও এক সময় মাতৃভাষা বাংলাকে ঘৃণা ও

## বঙ্গভাষা

অবজ্ঞা করেছেন এক ইমরানের মতোই আপনি ভেবেছেন ইংরেজিকে। ইমরান যেমন ইংরেজিকে প্রাধান্য দিয়ে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে তেমনি 'বঙ্গভাষা' কবিতার কবি মধুসূদনও ইংরেজি সাহিত্যে বড় কবি হবেন এমন প্রত্যাশায় 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি লিখেছিলেন। ইমরানের একসময় বোধোদয় হলো নিজের মাতৃভাষা ব্যতীত আর কোনো ভাষায়ই 'বঙ্গভাষা' মনের ভাব প্রকাশ করা যায় না। তার এ মোহভঙ্গের ফলেই তিনি 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি লিখেছিলেন। ইমরানের একসময় বোধোদয় হলো নিজের মাতৃভাষা ব্যতীত আর কোনো ভাষায়ই 'বঙ্গভাষা' মনের ভাব প্রকাশ করা যায় না। তার এ মোহভঙ্গের ফলেই তিনি 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি লিখেছিলেন। ইমরানের একসময় বোধোদয় হলো নিজের মাতৃভাষা ব্যতীত আর কোনো ভাষায়ই 'বঙ্গভাষা' মনের ভাব প্রকাশ করা যায় না। তার এ মোহভঙ্গের ফলেই তিনি 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি লিখেছিলেন।

খ) আধুনিক বাংলা কবিতার জনক মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'বঙ্গভাষা' কবিতায় কবির মাতৃভাষাভীতি ফুটে উঠেছে। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, মঙ্গলকাব্য, শ্রীকৃষ্ণলীল, কিংবা বৈষ্ণব সাহিত্যসহ অসংখ্য মহৎ শিল্পকর্ম সমৃদ্ধ বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে অবজ্ঞা করেছেন উদ্দীপকের ইমরান ও 'বঙ্গভাষা' কবিতার কবি মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। আর এ অবহেলাজনিত ব্যর্থতার গুণি টানতে ইমরান কিংবা মধুসূদন উভয়কেই মাতৃভাষা ও মাতৃভাষা ত্যাগ করে বিদেশে পাড়ি জমাতে হয়েছে। মধুসূদন বিদেশের মাটিতে বসে ইংরেজি ভাষায় কাব্যচর্চা করে বড় কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছেন। কিন্তু একসময় তিনি উপলব্ধি করেন ইংরেজরা তার কাব্য প্রতিভাকে মূল্যায়ন করবে না। ফলে তিনি এ ব্যর্থতার গুণি মোচনের জন্য নিজের মাতৃভাষার মহৎ শিল্পকর্মের কথা শ্রদ্ধার সাথে 'স্মরণ করেন এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য মাতৃভাষার কাছেই নিজেকে সমর্পণ করেন। এভাবেই অল্প বয়সে বহুরে তিনি বাংলা সাহিত্যে মহাকবির মর্যাদা লাভে সক্ষম হন।

ইমরান এবং মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দু'গে দু'গে এমন মিথ্যা মরীচিকার পেছনে ঘুরে ঘুরে ব্যর্থতার জর্জরিত হয়েই মাতৃভাষার মাহাত্ম্যকে উপলব্ধি করতে শিখে।

## ● বছরবিচারি প্রশ্নোত্তর

১. 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি কার লেখা?

- ক মাইকেল মধুসূদন দত্ত      খ আবদুল হাকিম  
গ কারকোবাদ      ঘ বিহারীলাল চক্রবর্তী

২. আধুনিক বাংলা কবিতার জনক কে?

- ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর      খ মাইকেল মধুসূদন দত্ত  
গ কাজী নজরুল ইসলাম      ঘ জীবনানন্দ দাশ

৩. মধুসূদন দত্ত-এর নামের পূর্বে কখন 'মাইকেল' যোগ করা হয়?

- ক বিদেশে যাওয়ার পর      খ খ্রিস্টান হওয়ার পর  
গ বড় কবি হওয়ার পর      ঘ মহাকবি হওয়ার পর

৪. বাংলা সাহিত্যে প্রথম সনেট প্রণেতা কে?

- ক আবদুল হাকিম      খ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত  
গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর      ঘ মাইকেল মধুসূদন দত্ত

৫. মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত মহাকাব্য কোন্টি?

- ক তিলোত্তমাসম্বন্ধ কাব্য      খ চতুর্দশশতাব্দী কবিতাকলী  
গ মেঘনাদবধ কাব্য      ঘ ব্রজাঙ্গনা কাব্য

৬. মাইকেল মধুসূদন দত্ত কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

- ক ১৮২৪ সালে      খ ১৮৭৩ সালে  
গ ১৮৯০ সালে      ঘ ১৮৬০ সালে

৭. মাইকেল মধুসূদন দত্ত কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?

- ক ১৮৭৩ সালে      খ ১৯৭৬ সালে  
গ ১৮৮০ সালে      ঘ ১৮৭০ সালে

৮. 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?

- ক মাত্রাবৃত্ত ছন্দ      খ দ্বন্দ্ববৃত্ত ছন্দ  
গ পদ্য ছন্দ      ঘ অক্ষরবৃত্ত ছন্দ

৯. 'বঙ্গভাষা' কবিতার প্রতিটি চরণে কয়টি মাত্রা ও কয়টি পর্ব বিদ্যমান?
- ক ১৪ মাত্রা ও ২টি পর্ব      খ ১২ মাত্রা ও ২টি পর্ব  
 গ ১০ মাত্রা ও ৩টি পর্ব      ঘ ১৪ মাত্রা ও ৩টি পর্ব
১০. 'বঙ্গভাষা' কবিতা ১ম ও ২য় পর্বে কয়টি মাত্রা বিদ্যমান?
- ক ৮ ও ৬ মাত্রা      খ ৬ ও ৮ মাত্রা  
 গ ১০ ও ৮ মাত্রা      ঘ ১২ ও ১০ মাত্রা
১১. মাইকেল মধুসূদন দত্ত কত খ্রিস্টাব্দ থেকে সনেট রচনা শুরু করেন?
- ক ১৮৬৫ খ্রি:      খ ১৮৬০ খ্রি:  
 গ ১৮৭৫ খ্রি:      ঘ ১৮৪০ খ্রি:
১২. মাইকেল মধুসূদন দত্ত-এর বহুল নাম কী?
- ক রাজনারায়ণ দত্ত      খ রাজনারায়ণ বসু  
 গ ভবতোষ ঘোষ      ঘ নীনবন্ধু মিত্র
১৩. 'বঙ্গভাষা' কবিতার পূর্ববর্তী নাম কী?
- ক মাতৃভাষা      খ বাংলা ভাষা  
 গ কবি মাতৃভাষা      ঘ কবি বঙ্গভূমি
১৪. 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত?
- ক ত্রিসোত্তমালঙ্কর কাব্য      খ বীরাক্ষর কাব্য  
 গ চতুর্দশপদী কবিতাকলী      ঘ ব্রজাক্ষর কাব্য
১৫. 'সনেট' পঙ্কতি কয়টি?
- ক ১৪টি      খ ১৬টি  
 গ ১২টি      ঘ ১৮টি
১৬. সনেটে কয়টি পর্ব থাকে?
- ক তিনটি পর্ব      খ চারটি পর্ব  
 গ দুইটি পর্ব      ঘ পাঁচটি পর্ব
১৭. সনেটের প্রতিটি পঙ্কতিতে কয়টি মাত্রা থাকে?
- ক ১৫টি      খ ১২টি  
 গ ১৪টি      ঘ ১৬টি
১৮. সনেটের প্রথম পর্বের নাম কী?
- ক অষ্টক      খ অষ্টান্ত  
 গ অষ্টপঙ্কতি      ঘ ষটক
১৯. সনেটের দ্বিতীয় পর্বের নাম কী?
- ক ষটক      খ গর্ভাক্ষ  
 গ অষ্টক      ঘ সমান্ত
২০. একটি সনেটে কয়টি অব থাকে?
- ক দুটি অব      খ তিনটি অব  
 গ চারটি অব      ঘ একটি

২১. অষ্টক অংশে কী থাকে?

ক ভাবের পরিণতি      খ ভাবের গভীরতা  
 গ ভাবের প্রবর্তনা      ঘ ভাবের উৎকর্ষ

২২. পঠনপাঠ লিখ থেকে সনেট কত প্রকার?

ক তিন প্রকার      খ দুই প্রকার  
 গ পাঁচ প্রকার      ঘ চার প্রকার

২৩. 'বঙ্গভাষা' রীতি বা মিলের দিক থেকে কেমন?

ক নিয়মিত      খ অনিয়মিত  
 গ তত্ত্বমূলক      ঘ দার্শনিকতাপূর্ণ

২৪. 'বঙ্গভাষা' কবিতার প্রথম চারটি ও শেষ দুটি চরণ কোন রীতিতে রচিত?

ক পেত্রার্কীয়      খ মিশ্টারীয়  
 গ শেক্সপিয়ারীয়      ঘ ট্যাসের রীতির মতো

২৫. 'বঙ্গভাষা' কবিতার ৯ম থেকে ১০ম চরণ পর্যন্ত কোন রীতিতে রচিত?

ক পেত্রার্কীয়      খ শেক্সপিয়ারীয়  
 গ দাস্তীয়      ঘ মিশ্টারীয়

২৬. সনেটের জনক কে?

ক মাইকেল মধুসূদন দত্ত      খ শেক্সপিয়ার  
 গ পেত্রার্ক      ঘ দান্টে

২৭. 'হে বঙ্গ' বসতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

ক বাংলাভাষী      খ বাংলা ভাষা  
 গ বাংলাদেশ      ঘ বাঙালি

২৮. 'তা সবে'-এর চলিত রূপ কোনটি?

ক তাদের সব      খ সে সবকে  
 গ তার সব      ঘ তারা সবাই

২৯. 'পর ধন' বলতে কবি কোন বিষয়কে বুঝিয়েছেন?

ক অপরের সম্পদ      খ বিনেশের অর্থ  
 গ পাণ্ডিত্য সাহিত্য      ঘ নোবেল পুরস্কার

৩০. মাইকেল মধুসূদন দত্ত-এর সাহিত্যসাধনা শুরু হয়েছিল কীভাবে?

ক প্রাচ্য সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে  
 খ ফরাসি সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে  
 গ ইংরেজি সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে  
 ঘ আমেরিকান সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে

৩১. 'আচারি'-এর শিষ্ট চলিত রূপ কোনটি?

ক আচরণ      খ আচরণ করে  
 গ আচার্য      ঘ আতিশয়া

৩২. 'কটিংহু' -এর চিত্রিত রূপ কোনটি?

- ক কটিলাম                      খ কটিতে পারলাম  
গ কটিয়েছিলাম              ঘ কটিতে পারিনি

৩৩. 'বঙ্গভাষা' কবিতায় উল্লিখিত 'কমল-কন্দল' শব্দের অর্থ কী?

- ক শাপলা বন                      খ গম্ববন  
গ হিজল বন                      ঘ সবুজ বেচিত বন

৩৪. 'বঙ্গভাষা' কবিতায় কার আত্মা পালন করার কথা বলা হয়েছে?

- ক কুললক্ষ্মী                      খ কবি মনের  
গ বিদেশের                      ঘ যন্ত্রের

৩৫. মাইকেল মধুসূদন দত্ত কয়টি জাভা শিখেছিলেন?

- ক ১৩/১৪ টি                      খ ১২/১৩টি  
গ ১১/১২টি                      ঘ ১৪/১৫টি

৩৬. 'বঙ্গভাষা' কবিতায় কবি কী ভুলে বিদেশে গিয়েছেন?

- ক শৈবাল                      খ কমল  
গ ধনরত্ন                      ঘ মা-বাধা

৩৭. 'যা ফিরি অজান তুই' কে বলেছেন?

- ক কবিমন                      খ কুললক্ষ্মী  
গ বিদেশি বন্ধু                      ঘ বাঙালি

৩৮. কবির মতে 'বঙ্গ' কিসে পরিপূর্ণ?

- ক শৈবালে                      খ কমলে  
গ বিবিধ রতনে                      ঘ জ্ঞান-বিজ্ঞানে

৩৯. 'বঙ্গভাষা' কবিতায় কবি নিজেকে কবিতার মধ্যে কী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন?

- ক কবি                      খ বন্ধু  
গ কুক্ষিমাণ                      ঘ অবোধ

৪০. কবি নিজেকে প্রবাস বাপনকারীণ কী মনে করেছেন?

- ক ভিক্ষুক                      খ ইয়েজ কবি  
গ ধনি ব্যক্তি                      ঘ সার্থক মানুষ

৪১. 'সর্পিণ' -এর চিত্রিত রীতি কোনটি?

- ক সর্পিণ                      খ শাপ দেয়া  
গ সমর্পণ করা                      ঘ সার্বিক

৪২. 'পালিলা' -এর চিত্রিত রীতি কোনটি?

- ক পালন                      খ পালন করলাম  
গ পালন করে                      ঘ পালনে

৪৩. মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রবাসে থাকাকালীন কী বিসর্জন দিয়েছেন?

- ক বঙ্গভাষা                      খ আহাযুখ  
গ সাহিত্য-ভাণ্ডার                      ঘ জীবন

৪৪. 'কুললক্ষ্মী' কবিকে কী মনে করেছেন?

- ক সহযোগী                      খ সতীর্থ  
গ সজ্জন                      ঘ আশ্রয়জন

৪৫. 'বঙ্গভাষা' কবিতার শেষ ছত্র চরণের অন্তিমিল কেমন?

- ক গম্ব গম্ব গম্ব                      খ গম্বত গম্বত  
গ গম্ব ঘণ্ড গম্ব                      ঘ গম্ব গম্ব গম্ব

৪৬. ঘটক অংশে কী থাকে?

- ক ভাবের পরিণতি                      খ ভাবের মূল  
গ ভাবের উৎকর্ষ                      ঘ ভাবের সম্ভার

৪৭. 'বঙ্গভাষা' কবিতায় 'বিনিধ রতন' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

- ক সাহিত্য সম্ভার                      খ ধনরত্ন  
গ মানিক্য                      ঘ কবি-সাহিত্যিক

৪৮. 'বঙ্গভাষা' কবিতায় 'অবোধ আমি' প্রথম বক্তাবীর মধ্যে রাখা হয়েছে কেন?

- ক প্রথমে বলার জন্যে  
খ বিশেষ অর্থ প্রকাশের জন্যে  
গ নিজের ইচ্ছা প্রকাশের জন্যে  
ঘ নিজের ব্যর্থতা প্রকাশের জন্যে

৪৯. 'বঙ্গভাষা' কবিতায় কবি কেন অনিয়ার দিন কটিয়েছেন?

- ক ইয়েজি জাভার কবি হওয়ার সাধনায়  
খ দেশের ভাষাকে ভালোবেসে  
গ নিজের জ্ঞান বুকতে পেরে  
ঘ বিদেশ থেকে চলে আসার চিন্তায়

৫০. 'বঙ্গভাষা' কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে-

- ক ভাব্যপ্রেম                      খ দেশপ্রেম  
গ মানবপ্রেম                      ঘ প্রকৃতিপ্রেম

৫১. মাইকেল মধুসূদন দত্ত দেশের সাহিত্য সম্ভারকে অবহেলা করেছেন কেন?

- ক সাহিত্য ভাণ্ডার খুঁজে পান নি  
খ ভালো সাহিত্য ভাণ্ডার না থাকায়  
গ এ দেশের সাহিত্য সম্ভার কবির পছন্দ হয়নি  
ঘ কবি নিজের ইচ্ছায় অবহেলা করেন

৫২. কবির দেশে ফেরার তাগিদ কে দিল?

- ক কাব্য দেবী                      খ ধন দেবী  
গ বন্ধু দেবী                      ঘ ইচ্ছা দেবী

৫৩. 'মাকুজায়া রূপ বসি' - বলতে বোঝানো হয়েছে-

- ক বাংলা ভাষা                      খ সাহিত্য সম্ভার  
গ বাংলা অমর সাহিত্য সম্ভার                      ঘ প্রাচীন সাহিত্য

৫৪. প্রবাসে কবির ভিখারিসমতার কারণ কী?

- ক) প্রবাসে তাঁর আত্মীয় নেই  
খ) আপন বলতে কেউ নেই  
গ) নিজের সাহিত্যের/ কবির মূল্য নেই  
ঘ) একাকিত্বের কারণে

৫৫. বিদেশি ভাষাকে কবি কেন পরগন হিসেবে দেখেছেন?

- ক) বিদেশি ভাষা নিজের ভাষা নয়  
খ) বিদেশি ভাষা 'বজ্রস্রব' বিচরণমোগ্য নয়  
গ) বিদেশি ভাষা অর্থনৈতিকভাবে  
ঘ) বিদেশি ভাষায় নিজের অবস্থাকে প্রকাশ করা যায় না

৫৬. কোল বোধ কবিকে নিজের জঘার কাছে ফিরিয়ে এনেছিল?

- ক) নিজের জঘার গুরুত্ব অনেক  
খ) নিজের ভাষা কমল-কানন  
গ) মাতৃভাষা সকলের বোধগম্য  
ঘ) মাতৃভাষায় কবি তাঁর সাহিত্যমূল্য পাবেন

৫৭. 'যারে ফিরি ঘরে'-বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

- ক) মাতৃভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির কাজে প্রতী হওয়া  
খ) বাড়ি এলে বাঙালিদের ভালোবাসা পাওয়া যায়  
গ) বাংলা ভাষাকে বিশ্বের সর্বত্রের প্রতিষ্ঠা করা  
ঘ) সাধারণভাবে ফিরে জমিদারি তদারকি করা

৫৮. 'বঙ্গভাষা' কবিতায় কবির অনুশোচনার চরম প্রকাশ সম্পর্কিত উদ্ধৃতি কোনটি?

- ক) কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি  
খ) কেলিনু শৈবালে, জুলি কমল-কানন  
গ) পর ধন গোড়ে মস্ত, করিনু শ্রমণ  
ঘ) যা ফিরি অজ্ঞান তুই

৫৯. 'বঙ্গভাষা' কবিতায় কবির চরনের মাধ্যমে কবির ভাষাভাষিদের চরম উৎকর্ষ প্রকাশিত হয়েছে?

- ক) হে বঙ্গ, ভাষারে তব বিবিধ রতন  
খ) পরগন গোড়ে মস্ত, করিনু শ্রমণ  
গ) কেলিনু শৈবালে জুলি কমল-কানন  
ঘ) গুরে বাহু, মাতৃকোষে রতনের রাজি

৬০. 'বঙ্গভাষা' ভাষাপ্রেমমূলক কবিতা- কণাটি কোন যুক্তিতে সর্বজনবোধ্য?

- ক) এখানে দেশের কথা আছে  
খ) এখানে বাংলা ভাষার প্রতি অগোচর প্রকাশিত হয়েছে  
গ) দেশের সাহিত্য সম্বন্ধে কথা আছে  
ঘ) কবিতাটিতে কবি অনুশোচনা করেছেন

৬১. 'বঙ্গভাষা' কবিতায় 'শৈবাল' শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

- ক) ফাল  
খ) ফাল্গুন  
গ) মাস্তাজ  
ঘ) ইংরেজি ভাষা

৬২. 'বঙ্গভাষা' কবিতায় 'বঙ্গ' নাম 'বঙ্গ' নামে কীভাবে উল্লিখিত?

- ক) বিষয় বিশ্লেষণে  
খ) ব্যক্তিগত মন্তব্যবোধে  
গ) ব্যক্তিগত মন্তব্যবোধে  
ঘ) কবির মননের প্রক্রিয়ায়

৬৩. 'বঙ্গভাষা' কবিতায় 'কল্যাণ' মূলত-

- ক) কবির অবচেতন মন  
খ) কবি নিজ  
গ) সার্বভৌম দেবী  
ঘ) হিন্দুদের দেবী

৬৪. 'বঙ্গভাষা' কবিতায় 'এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আঁরি'- উক্তিটির প্রবর্তনা অংশ কোনটি?

- ক) যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে  
খ) মজিনু বিফল তপে অবরোহণে বরি  
গ) পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কৃপণে আচরি  
ঘ) পর ধন গোড়ে মস্ত, করিনু শ্রমণ

৬৫. 'কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি'- বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

- ক) অনেক দিন কষ্ট করা  
খ) দেশকে ছেড়ে থাকা  
গ) দেশের সব কিছু ছেড়ে সুখে থাকা  
ঘ) দেশের জমা ছেড়ে থাকা

৬৬. কবির প্রবাস জীবনকে 'অপত্ত সমর' বলে অভিহিত করা হয়েছে কেন?

- ক) কবি অবশেষে বিদেশে ছিলেন  
খ) কবি ঐ সময় খ্যাতিলাভ করতে পারেন নি  
গ) কবি ঐ সময় আত্মমজা পান  
ঘ) কবি সফল হন নি

৬৭. 'বঙ্গভাষা' কবিতায় বিদেশি সাহিত্যচর্চা বান দিয়ে কবির মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চার কারণ-

- i. বাংলা ভাষায় অধিষ্ঠারী দেবীর 'বধ্যদেশ'  
ii. বাংলা ভাষায় কবিতা রচনার ইচ্ছা  
iii. কবির মনের পরিবর্তন

- ক) i খ) ii গ) i ও ii ঘ) ii ও iii

৬৮. 'বঙ্গভাষা' কবিতায় 'পলিগাম আজ সুখে' কবিতা বোঝানো হয়েছে-

- i) মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করা  
ii) বিদেশ থেকে চলে আসা  
iii) বিদেশি সাহিত্য অবজ্ঞা করা  
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii ও iii গ ii ও iii ঘ i ও iii

৬৯. কবির পর ধন লোভে মত্ত হওয়ার কারণ—

- i) ইংরেজ কবি হওয়ার আশায়  
ii) ধনী হওয়ার আশায়  
iii) বিখ্যাত সাহিত্যিক হওয়ার আশায়  
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii ও iii গ iii ঘ i ও iii

৭০. 'বিফল তপে' শব্দটি কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে—

- i) বিদেশি সাহিত্য সাধনার সফল হওয়া প্রসঙ্গে  
ii) কবির জীবনের সার্থকতা-ব্যর্থতা প্রসঙ্গে  
iii) বিদেশি সাহিত্যের নিফল বা ব্যর্থ তপস্যায়  
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii ও iii গ ii ও iii ঘ i ও iii

৭১. 'হে বঙ্গ ভাষায় তব বিবিধ রতন' কবিতা এ উপস্থাপিত করল—

- i) ইংরেজি সাহিত্য রচনা করার পর  
ii) ইংরেজি ভাষায় রচনা করার পূর্বে  
iii) ইংরেজি ভাষার কবি হতে ব্যর্থ হওয়ার  
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ i ও ii ঘ iii

৭২. 'বঙ্গভাষা' কবিতায় পৌরাণিক অবহেদেছে পড়ে—

- i) মজিবু শব্দে ii) কুললক্ষী শব্দে  
iii) পরিহার শব্দে  
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ i ও ii ঘ ii ও iii

৭৩. 'বঙ্গভাষা' কবিতাটিকে কবির দুটি অংশে ভাগ করার কারণ—

- i) সনেটের রীতির জন্যে  
ii) মনের আবেগ স্পষ্ট প্রকাশের জন্যে  
iii) পরিবর্তিত স্পষ্ট করার জন্যে  
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ ii ও iii ঘ i ও iii

৭৪. 'কেনিও শৈবেল, তুলি কল কল' উক্তিটিতে প্রকাশ পেয়েছে—

- i) রূপক ii) তুলনা iii) উৎপ্রেক্ষা  
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii ও iii গ ii ও iii ঘ iii

৭৫. 'বঙ্গভাষা' কবিতার কবিতাক্তরে যে ভাব-গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে তা বাংলা সাহিত্যকে দিয়েছে—

- i) অমর সৃষ্টি ii) সার্বিক সনেট  
iii) বিরহাক্তর কবিতাপ্রেম  
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii ও iii গ i ও ii ঘ ii ও iii

৭৬. যারো কিরি ঘরে' এখানে 'ঘর' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে—

- i) নিজের বাড়ি ii) নিজের দেশ iii) নিজের জবা  
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ iii গ ii ও iii ঘ i ও ii

৭৭. নিচের কোন গ্রন্থটি মাইকেল 'চতুর্দশপদী কবিতাকর্পী' গ্রন্থে উৎকর্ষমণ্ডিত বলে উল্লেখ করেছেন?

- i) সখিতা ii) সমর্থিতা iii) পীত গোবিন্দ  
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ i ও ii ঘ i ও iii

৭৮. 'বঙ্গভাষা' কবিতায় কবির 'কুললক্ষী'র আত্মা পালন করার কারণ—

- i) নিজের জ্বল বুকতে পেরে  
ii) দেশি ভাষায় আত্মতৃপ্তি পাওয়ার জন্যে  
iii) দেশি সাহিত্যে অনেক মূল্যবান রত্ন আছে বলে  
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ i ও ii ঘ iii

৭৯. মধুসূদন মজের হতাশায় নিমজ্জিত হবার কারণ—

- i) নিজের অবস্থান বুঝতে পেরে  
ii) তাঁর রচিত সাহিত্য যখন অবমূল্যায়িত হয়  
iii) দেশপ্রেম অর্থাৎ হলে  
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ i ও ii ঘ ii ও iii

৮০. 'হে বঙ্গ' কথাটি দিয়ে কবিতা শুরু করার উদ্দেশ্য—

- i) অথাকে পড়ীর শ্রদ্ধার সঙ্গে সন্ধ্যাপন  
ii) বাংলা ভাষা উপলব্ধি করা  
iii) বাংলার কাছে নতিবীকার  
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ i ও ii ঘ ii ও iii

৮১. নিচের ভাষারীতির সাথে 'বঙ্গভাষা' কবিতার ভাষা রীতির মিল আছে—

- i) ন্যায় অমৃত রশি প্রেরণী আমার  
জীবন জড়ান ধন হ্রদী ফুলহার  
ii) দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি  
iii) ওগো তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে  
নিচের কোনটি সঠিক?



ক i খ ii গ i ও ii ঘ iii

৮২. 'বঙ্গভাষা' কবিতার শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে সন্মুখ বাংলা ভাষার ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

- i) বিবিধ রতন ii) মাতৃভাষা রূপ খনি  
iii) কমল কানন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii ও iii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

৮৩. 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি মাতৃভাষা সাহিত্যে প্রীতিমূলক কবিতা, কারণ এখানে আছে—

- i) স্বপ্নের দেশের কথা  
ii) প্রাচীন সাহিত্য সম্ভারের কথা  
iii) মাতৃভাষার সাহিত্যকে ধনরত্নের সঙ্গে তুলনার কথা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ i ও ii ঘ iii

৮৪. নিচের উক্তিগুলোর মধ্যে বাংলা ভাষার রূপ উপস্থাপিত হয়েছে—

- i) হে বঙ্গ, ভাঙরে তব বিবিধ রতন  
ii) কটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি  
iii) পাশিলাম আন্না সুখে, পাইলাম কালে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ i ও iii ঘ ii ও iii

৮৫. 'বঙ্গভাষা' কবিতায় ব্যবহৃত শব্দগুলোর মধ্যে দুই মাত্রার শব্দ হলো—

- i) বঙ্গ, স্বপ্ন, করি ii) কমল, রাজি, পূর্ণ  
iii) আচরি, বাহু, খনি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i গ ii ও iii ঘ iii

৮৬. 'বঙ্গভাষা' আধুনিক কবিদের সচেতন করে—

- i) পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে  
ii) পাশ্চাত্যের প্রভাবে নিজের আত্মা ভুলে না যেতে  
iii) পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদলে নিজের সাহিত্য গড়ে তুলতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ i ও iii ঘ ii ও iii

৮৭. 'বঙ্গভাষা' কবিতার মণ্ডলননের জীবনলক্ষণের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?

- i) প্রথাবিরোধী আধুনিক মানসিকতা  
ii) নিজের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য  
iii) অনুশোচনার পর মাতৃভাষাধীতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ i ও ii ঘ ii ও iii

ক i খ i ও ii গ iii ঘ ii ও iii

৮৮. পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কৃৎসনে আচরি—এখানে 'কৃৎসন' শব্দের তাৎপর্য হলো—

- i) বিদেশে অত্যন্ত সময়ে কবির উদ্দেশ্যে বার্থ হওয়া  
ii) বিদেশে কবির সময় ভালো না যাওয়া  
iii) বাঙালির কথা প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ i ও ii ঘ iii

৮৯. 'বঙ্গভাষা' কবিতায় প্রভাব পড়েছে—

- i) কবির ব্যক্তি জীবনের  
ii) কবির অনুশোচনা  
iii) মাতৃভাষার প্রতি কবির মমতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৯০. অক্ষরবৃত্ত ছন্দে 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি রচনা করার কারণ—

- i) সনেটের মাত্রা বর্ণার্থ করার জন্যে  
ii) মনের ভাব বর্ণার্থভাবে প্রকাশের জন্যে  
iii) কবিতায় মিল বন্ধন তৈরি করার জন্যে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ i ও ii ঘ iii

৯১. 'বঙ্গভাষা' কবিতার নামকরণের বৈশিষ্ট্য—

- i) অজিকে  
ii) বিষয়  
iii) ব্যক্তিজীবন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ i ও iii ঘ iii

৯৩. 'বঙ্গভাষা' কবিতায় কবির স্বপ্ন দেখার বৈশিষ্ট্য অনুসারে খাঁকে কী বলে অভিহিত করা যায়?

- i) কল্পনাবিলাসী  
ii) প্রেমে ব্যর্থ  
iii) দেশপ্রেমিক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ i ও ii ঘ ii ও iii

৯৪. 'বঙ্গভাষা' কবিতা সম্পর্কে কোনটি যথোপযুক্ত?

- i) মধ্যযুগীয় ভাব-পন্থীরতা  
ii) বন্ধনিত চেতনার বহিঃপ্রকাশ  
iii) মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার চরম উৎসর্ঘ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii ও iii গ ii ও iii ঘ i ও iii

নিচের কবিতারশ্রুতি পড়ে ৯৫ ও ৯৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

মৃত সে পড়িতপথে তাহে নাহি গণি,  
কহে যে, রূপসী তুমি নহ লো সুন্দরী—  
ভাষা শত ধিক তারে। ছল সে কী করি,  
শকুন্তলা তুমি, তব হেনকা অনলী?  
রূপ-বীণা দুহিতা কি মা যার অলরী?

৯৫. কবিতাংশে 'রূপ-বীণা দুহিতা কি মা যার অলরী?'

'বঙ্গভাষা' কবিতার কোন পঙ্ক্তির প্রতিচ্ছবি—

- i. কেলিনু শৈবালে ছলি কমল-কানন
- ii. মাতৃভাষা-রূপ-খনি, পূর্ণ মণিজালে।।
- iii. হে বঙ্গ ভাটারে তব বিখি রতন

ক i খ ii ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯৬. কবিতাংশের তাৎপর্যের মধ্যে 'বঙ্গভাষা' কবিতার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে?

- ক অথাকে অমূল্য রত্ন বলা হয়েছে
- খ রত্নসমূহ অর্থ, বিচার ঐশ্বর্যময় সাহিত্য নিদর্শনগুলো
- গ মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্যজগত
- ঘ বিচার রত্নরাজি

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৯৭ থেকে ৯৯ নম্বর পর্যন্ত প্রশ্নের উত্তর দাও:

মানুষের মনের ভাব প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হলো ভাষা। একেতো মাতৃভাষার বিকর কোনো কিছুই নেই। মায়ের ভাষায় যত সহজে মনের ভাব প্রকাশ করা যায় অন্যভাষায় তা সম্ভব নয়। তাই অন্যভাষা যতোই সমৃদ্ধ হোক না কেন, মাতৃভাষাকে অবহেলা করা উচিত নয়।

৯৭. প্রত্যেকের নিকট তার মাতৃভাষা থিয় কেন?

- ক মনের অব সহজে প্রকাশ করা যায় বলে
- খ বিদেশি ভাষা জানা থাকে না বলে
- ঘ সহজে আয়ত্ত করা যায় বলে

গ শব্দগম্বীর সমৃদ্ধ থাকে বলে

৯৮. কোনো বিদেশি ভাষা ভালোভাবে আয়ত্ত করার পরও কেউ মনের ভাব প্রকাশে কোনোটি সহজ মাধ্যম হিসেবে বেছে নেবে?

ক বিদেশি ভাষা খ মাতৃভাষা

গ দুটির যে কোনো একটি ঘ দুটির কোনোটিই নয়

৯৯. মাতৃভাষাকে অবহেলা করা উচিত নয়, কারণ—

- i) এ ভাষায় সবকিছু সহজে বোকা যায়
- ii) নিজের ভাবকে সহজে প্রকাশ করা যায়
- iii) অন্য যে কোনো ভাষার চেয়ে তা সমৃদ্ধ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১০০ ও ১০১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

'ইতালী, বিখ্যাত দেশ, কাব্যের কানন,  
সে দেশে জন্ম পূর্বে করিলা গ্রন্থ  
ফ্রাঞ্চিস্কো প্রেতরাকা কবি; বাণসেবীর বরে।'

১০০. 'বঙ্গভাষা' কবিতার কোন কোন পঙ্ক্তি ফ্রাঞ্চিস্কো

প্রোভার্কের রচিত সনেটের অন্তিমিলের সঙ্গে মেলে—

- i) নবম থেকে দশম এই চারটি পঙ্ক্তি
- ii) কবিতার প্রথম চারটি পঙ্ক্তি
- iii) কবিতার পঞ্চম থেকে অষ্টম এই চারটি পঙ্ক্তি

ক i খ ii গ i ও ii ঘ iii

১০১. উদ্দীপকের 'বাণসেবী' 'বঙ্গভাষা' কবিতার কোন পঙ্ক্তির সাথে মিলে যায়?

- ক 'যশে' তব কুলশাখী করে নিলা পরে
- খ ফ্রাঞ্চিস্কো প্রেতরাকা কবি; বাণসেবীর বরে।
- গ এ ভিখারী-দশা তবে দেশ তোর অজি?
- ঘ ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি

# সোনার তরী

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

### কবি পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এশিয়ার প্রথম সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী। ১৯১৩ সালে বিশ্বব্যাপী উচ্চ জাত্যাভিমান, সাম্রাজ্যবাদী আত্মশাসন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে শান্তি, মৈত্রী এবং মানবিক উচ্চারণের কারণে তিনি 'শীতাজলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। একসাথে তিনি ছিলেন— কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, গীতিকার, সুরকার, চিত্রশিল্পী, সম্পাদক, দার্শনিক, অর্থনীতিক এবং শিক্ষাবিদ।

জন্ম : ১৮৬১ সালের ৭ মে (২৫ বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতার জোড়ালারকৈর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে।



মৃত্যু : ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট (২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতায়।

### রচনাবলি

সোনার তরী, চিত্রা, কল্পনা, মানসী, নৌকাছুবি, গোরা, শেষের কবিতা, ঘরে বাইরে, কলাক, রক্তকলসী, রাজা, চিত্রাঙ্গদা, বিসর্জন ইত্যাদি।

### উৎস ও পরিচিতি

'সোনার তরী' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের নামকবিতা। এ কবিতাটি নিয়ে বহু আলোচনা, সমালোচনা, ব্যাখ্যা ও বিতর্ক রয়েছে। একটি ছোট্ট ক্ষেত্রে, চারিদিকে প্রবল স্রোতের বিজ্ঞান, সোনার ধান নিয়ে একলা কৃষক, অবলীলায় তরী বেয়ে আসা নেয়ে— এ কয়েকটি চিত্রকল্প ও লেখকের অনুভবে রচিত এক অনুশ্রম কবিতা 'সোনার তরী'।

ফুরধার বর্ষার নদীতীরে হিংস্র হয়ে খেলা করছে হীপসদৃশ ধানক্ষেতের চারপাশে। সেখানে রাশি রাশি সোনার ধান কেটে নানা আশঙ্কা নিয়ে একলা অপেক্ষমান এক কৃষক। এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে ভরাপালে তরী বেয়ে আসে এক নেয়ে। নিঃশব্দ কৃষক আশার আলম্পনে উদ্বেলিত হয়ে উঠলেও নির্বিচারভাবে অজানা দেশের দিকে ধাবমান হয় মতি। সোনার তরী কৃষকের ফসল নিয়ে গেলেও তার কাতর অনুরোধে স্তব্ধ হয়ে তরীতে তাকে স্থান দেয় না। শূন্য নদীর তীরে অপূর্ণতার বেদনা নিয়ে একলা কৃষক দাঁড়িয়ে থাকে। এ কবিতায় অজল্লাই রয়েছে জীবনদর্শন। মহাকাালের চিরন্তন স্রোতে একা মানুষ অনিবার্য পরিনতি এড়াতে পারে না, কেবল টিকে থাকে তার সৃষ্ট সোনার ফসল। সপ্তকলমে কবির সূতিকর্ম কালের সোনার তরীতে স্থান পেলেও ব্যক্তি কবির স্থান সেখানে হয় না। এক অকৃত্রিম বেদনা নিয়ে তাকে অপেক্ষা করতে হয় মহাকাালের শূন্যতায় কিলীন হওয়ার অন্তে।

ছন্দ : মাত্রাবৃত্ত ছন্দে (পূর্ব পর্ব ৮ মাত্রা, অপূর্ণ পর্ব ৫) রচিত।

### শব্দার্থ ও টীকা

ভরসা : আশা, আস্থা।

ভরা ভরা : বোঝা বোঝা।

ফুরধার : ফুরের মতো ধারালো যে স্রোত।

আমি : সাধারণ অর্থে কৃষক ও প্রতীকী অর্থে কবি।

খরপরশা : ধারালো বর্ষার মতো।

ঘরে বিশ্বরে : ঘরে ঘরে সুনিব্যক্ত করে।

বাঁকা জল : কালস্রোতের খেলা।

তরুছ্যামসী-মাথা : পাছপালার ছায়ার কালচে রং মাথা।

### বানান সতর্কতা

শ্রাবণ, ঠাই, তরলী, শূন্য, ফসিক।

## □ নমুনা প্রশ্নাবলি □

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'বরষা' শব্দটির কুৎসপত্তি কোনটি?  
ক. বর্ষা খ. বর্ষা  
গ. বর্ষনি ঘ. বরশা
২. 'সোনার তরী' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?  
ক. স্বরবৃত্ত খ. অক্ষর বৃত্ত  
গ. মাত্রাবৃত্ত ঘ. মিশ্র
৩. "জরিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা" পঙ্ক্তিতে  
প্রকাশ পেয়েছে -  
i. কালের গর্ভে সবকিছু হারিয়ে যাওয়ার শঙ্কা  
ii. বর্ষার পট্টভাবু  
iii. কবির অসহায়ক  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক. i ও ii খ. i ও iii  
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
- 'অজ্ঞান মৃত্যুরে যদি,  
হে নবীন, চলো অনায়াসে  
মৃত্যুতরী জীবন-উদ্ধার'

- অনুচ্ছেদের আলোকে নিচের ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের  
উত্তর দাও -
৪. অনুচ্ছেদের সাথে 'সোনার তরী' কবিতার সাম্য  
কোথায়?  
ক. অলঙ্কারে খ. বক্তব্যে  
গ. প্রেক্ষাপটে ঘ. আহ্বানে
৫. অনুচ্ছেদের সাথে তুল্য চরণ-  
ক. যেহেঁ যেহাঁ যেতে চাও  
যারে খুশি তারে দাও  
খ. ওগো, তুমি কোথা যাও কোল বিনেশে  
বারেক জিজ্ঞাসে তরী কুলেতে এসে  
গ. সকলি নিলাম তুলে  
ধরে বিধরে  
এখন আমারে লহো করশা করে  
ঘ. শূন্য নদীর তীরে  
রহিলু গড়ি  
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী

## সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বোকা বুড়োর গল্প তুলে

\*\*\*\*\*

ছেলের হাত ধরে এগিয়ে চলে  
দূরের পাহাড়টাকে একাই কাঁড়ে হাতে  
করে দিতে সাফ

উজরে হাওয়া আসে হিম কাড়  
ছেঁচি ছেলের মনে গড়ে যায় ঘর  
\*\*\*\*\*

একদিন গ্রামবাসী দেখল এসে  
নিরাট পাহাড় গেছে ধুলোর মিশে  
সেখানে দিয়েছে দেখা এক সরোবর  
কত পাখি গান গায় তীরে বলে  
বোকা বুড়ো, মরে গড়ে আছে সেখানে  
পাখিরা গাইছে তার সেখানে সেই গান  
We shall over come.

- ক. 'সোনার তরী' কবিতাটি কোল ছন্দে রচিত?  
 খ. 'সোনার তরী' কবিতায় বহু জায়গায় বিরলক শব্দ ব্যবহারের কারণ ব্যাখ্যা কর।  
 গ. অনুরঞ্জনসহ হিম কড়িয়া সঙ্গে 'সোনার তরী' কবিতায় সানুশ্যাপূর্ণ ভাসো ব্যাখ্যা কর।  
 ঘ. অনুরঞ্জনসহ 'সোনার তরী' কবিতার মূলভাব ফুটে উঠেছে—মতন্যটির মথার্বতা বিচার কর।

২.



চিত্রকর্ম : মোনালিসা  
(১৫০৬-১৫০৮)

চিত্রকর্ম : মোনালিসা (১৫০৬-১৫০৮)  
 শিল্পী : লিওনার্দো দা ভিন্সি (১৪৫২-১৫১০)  
 ছবিটি সারা বিশ্বে আজও সমান জনপ্রিয়।

- ক. 'অনপূর্ণতা' শব্দের অর্থ কী?  
 খ. 'চরিত্রদিকে ঝাকা জল'—এর মাধ্যমে প্রকাশিত ইতিবাচক পরিবর্তিত ব্যাখ্যা কর।  
 গ. 'মেয়ো মেয়ো যেতে চাই বাসে খুশি তারে মাও'—এর আলোকে উদ্দীপকটি ব্যাখ্যা কর।  
 ঘ. 'মোনালিসা' চিত্রকর্মটিকে 'সোনার তরী' কবিতার ধানের সঙ্গে তুলনা করা কতটা যুক্তযুক্ত—ব্যাখ্যা কর।

### ✗ সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

১. নিচের চিত্রে লক্ষ্য কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



- ক. শূন্য নদীর তীরে কে গড়ে থাকে?  
 খ. কৃষক কেন আসলশে উল্লেখ হয়ে উঠেছিল?  
 গ. 'সকলি দিলাম তুলে ধরে বিশ্বের'—উদ্দীপকের আলোকে উদ্ভিত ব্যাখ্যা কর।  
 ঘ. 'একখানি ছোট খেঁত, আমি একেলা'—উদ্দীপকের আলোকে উদ্ভিত বিশ্লেষণ কর।

### ১ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক) শূন্য নদীর তীরে গড়ে থাকে কৃষক।  
 খ) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'সোনার তরী' কবিতাটি একটি অসামান্য কবিতা। এ কবিতার কবি এক কৃষকের জীবন চিত্র তুলে ধরেছেন। কৃষক তার সমস্ত শ্রম ও মমতা দিয়ে ফলিয়েছে সোনালি ধান। বর্ষার দিনে মাঠ প্রান্তর সুবে যেতে বসেছে, কেবল ছোট খেঁতের তীরের মতো ভেসে আছে। চরমিকের তীব্র জলপ্রবাহ থাক যেতে যেতে ছুটে চলেছে। এদিকে আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা। এমন দিনে কৃষক ধান কাটতে এসেছে। সবদিকে ধান কেটে অল্পে করে কৃষক ধান ফিরে যাবার জন্য নৌকার আশ্রয় গ্রহণশায় ব্যাকুল হয়ে নদীর শিকে তব্বিরে আছে। এমন সময় গান গেয়ে তরী বেয়ে এক যাত্রি আসতে থাকে। কৃষকের কাছে ক্রম দৃশ্যমান মাঝিহিকে চেনা চেনা মনে হয়। চেনা যাত্রি সহজেই কৃষক এবং তার সোনার ফসল বহন করে নিতে রাজি হবে—এই ছিল কৃষকের বিশ্বাস। এই প্রত্যাশার কারণেই কৃষক মাঝির আশ্রয়ে আসলশে উল্লেখ হয়েছিল।

গ) বাংলা সাহিত্যের কালর আঙ্গি বার সৃষ্টি থেকে অল্পের, বার প্রতিভার বায়ুস্পর্শে বাংলা সাহিত্য বৈশিষ্ট্যের অনিশ্চয়তাকে টপকিয়ে বৌদ্ধের উদ্ভাবন তরঙ্গে ভেঙে ফেলেছে, তিনি হলেন ভারত মাতার প্রাচীন কবি সম্ভ্রাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর অধিবাসনীর সৃষ্টি 'সোনার তরী' কবিতাটি। এটি একটি রূপক কবিতা। এ কবিতাটিতে কবি মনস জীবনের বাস্তব সত্য তুলে ধরেছেন।

## সোনার তরী

দান বর্ষার দিনে এক কৃষক নদী পাড়ের ধান খেতে ধান কাটিতে গিয়েছিল। সে সময় আকাশে মেঘ গর্জন করেছিল। কৃষক ধান কাটিতে কাটিতে বৃষ্টি শুরু হলো। নদীর ওপারের গ্রাম দেখাচ্ছিল। কৃষক তার কষ্টার্জিত ফসল রক্ষা করার জন্য উদ্বিগ্ন ছিল। এমন সময় এক মাখি গাল পেয়ে তরী বেয়ে নিরশ্বশের দিকে মাছিল। তখন কৃষক তাকে ধানগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে। মাখি তার তরী অরে কৃষকের ধান নিয়ে যখন মাছিল তখন কৃষক মাখিকে অনুরোধ করল তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু তার নৌকায় কোনো অরণা ছিল না। তাই কৃষককে শূন্য নদীর তীরে এক পড়ে থাকতে হলো। মানুষের সারা জীবনের সৃষ্টি এ পৃথিবী গ্রহণ করে। কিন্তু সৃজনশীল মানুষটিকে কেউ গ্রহণ করতে চায় না। তাকে হারিয়ে যেতে হয় কালের অতল গহ্বরে।

খ) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সৃষ্টির বিপুলতা ও বৈচিত্র্য, মৌলিকতার, সর্বজনীনতার বিশ্বসাহিত্যে কালজয়ী প্রতিষ্ঠার পরিচয় দান করার পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদায় উন্নীত করে নিজেও সেখানে একটি চিন্তাহারী আসন লাভ করেছেন। 'সোনার তরী' কবিতাটি তাঁর এক অসাধারণ সৃষ্টি। এ কবিতার আশাত দৃশ্যপটের আড়ালে ফলস্বরূপ মানব জীবন আর দীর্ঘস্থায়ী মহৎকর্মের এক শাখত সত্য প্রকাশ পেয়েছে।

কবি এখানে বর্ষাকালীন আবহমান বাংলার এক চমৎকার চিত্রকল্প অঙ্কন করেছেন। চারিদিকে নদীবেষ্টিত একটি ছোট ধান খেত। চারপাশে প্রবল ব্রোতের বিস্তার। রাশি রাশি কাটা ধান নিয়ে সেখানে অপেক্ষা করছে এক নিঃস্ব কৃষক। এদিকে শ্রাবণ মেঘের কলিমা আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন। দুর্বেগময় মুহূর্তে কৃষক একা জীত-বিহ্বল হয়ে পড়ে। এ স্রাব্যের আড়ালে যে দার্শনিক সত্য সুকীর্তিত তা হলো— বিশাল এ পৃথিবীতে মানুষ বড়ই নিঃস্ব, নিতান্তই একা। ঘুণায়মান বাঁকা জলের মতো কৃষকের চারিদিকে বিলাস করছে বিশেষের ছায়া। যেকোনো সময় প্রকৃতির ক্রালা গ্রাসে কৃষকের মতো তার নিজের অস্তিত্বও বিলীন হয়ে যেতে পারে। নিয়তির সঙ্গে মানুষের বন্ধন যে অবিচ্ছেদ্য এ থেকেই তা বোঝা যায়। কেউ কোনদিন এ বন্ধন ছিন্ন করতে পারে না।

## ২. নিচের সারণিটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রূপক কবিতা	
সাধারণ অর্থ	অশ্লীলিত অর্থ
১. কৃষক	১. কর্মী
২. মাখি	২. মহাকালের নিয়ন্ত্রক
৩. সোনার তরী	৩. মহাকালা
৪. সোনার ধান	৪. কর্মফল
৫. ছোট ক্ষেত	৫. কর্মক্ষেত্র
৬. বাঁকা জল	৬. ভ্রান্তিভ্রমাল

ক. 'সোনার তরী' কবিতাটি কোন কাব্যরচকের অঙ্গবর্তক?

খ. রূপক কবিতা বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে রূপক কবিতার যে বৈশিষ্ট্যগুলো প্রতিকলিত হয়েছে তার আলোকে 'সোনার তরী' কবিতাটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'সোনার তরী' এক শিল্পসফল রূপক কবিতা।— উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

## ২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) 'সোনার তরী' কবিতাটি 'সোনার তরী' কাব্যরচকের অঙ্গবর্তক।

## সোনার তরী

খ) রূপক কবিতা হচ্ছে এমন এক ধরনের কবিতা যেখানে কবি তাঁর কোনো বিশেষ ভাব বা তত্ত্বকে সরাসরি প্রকাশ না করে অন্য কোনো বাহ্য ঘটনা বা চিত্রের মাধ্যমে তা প্রকাশ করেন। রূপকের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Allegory। গ্রিক ভাষায় এর অর্থ হলো- 'অন্য কিছুকে বোঝাচ্ছে।'

গ) 'সোনার তরী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত কবিতাটির বিষয়বস্তু নিয়ে বহু আলোচনা ও ব্যাখ্যা সেরা হয়েছে।

'রূপক' কবিতা বলতে এমন এক ধরনের কবিতাকে বোঝায়, যেখানে কবির বিশেষ কোনো ভাব বা তত্ত্ব সরাসরি প্রকাশ না পেতে অন্য কোনো বাহ্য ঘটনা বা চিত্রের আড়ালে সমাধারাজ্যে তা ব্যক্তিত্ব হয়ে থাকে। উদ্দীপকে ব্যবহৃত রূপক কবিতার এ বৈশিষ্ট্যগুলো 'সোনার তরী' কবিতায়ও লক্ষ করা যায়। এ কবিতার অব্যবহৃত দুটি রূপ দেখা যায়। এর একটি ব্যাচ্যর্ষ, অন্যটি নিহিতার্থ। চিত্রকল্পের স্পষ্ট জীবনদর্শনটি হচ্ছে মহাকাশ ব্যক্তিকে নয়; তার মহৎ সৃষ্টিকর্মকে অক্ষয় করে রাখে। সে সঙ্গে উদ্দীপকে ব্যবহৃত সাধারণ অর্থসূচক শব্দগুলো হচ্ছে-কৃষক, মাঝি, সোনার তরী, সোনার ধান, ছোট ক্ষেত, বীণা জল। আর এর অন্তর্নিহিত অর্থ হিসেবে পাই কর্মী, মহাকাশের নিয়ন্ত্রক, মহাকাশ, মহৎক্ষেত্র, কর্মক্ষেত্র, জ্ঞাতিকাল। যা 'সোনার তরী' কবিতায় প্রতিফলিত জীবন দর্শনকে স্পষ্ট করে তোলে।

এছাড়াই 'সোনার তরী' কবিতায় উদ্দীপকের রূপক কবিতার বৈশিষ্ট্যগুলো প্রযুক্ত হয়েছে।

ঘ) 'সোনার তরী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি সার্বক ও সফল রূপক কবিতা। রূপক কবিতায় দুটি দিক রয়েছে। একটি বাহ্য এবং অন্যটি অন্তর্নিহিত দিক। এসব কবিতায় ব্যবহৃত সাধারণ কিছু দৃশ্য, সংলাপ বা ঘটনার মাধ্যমে সরাসরি সেই দৃশ্য, সংলাপ ও ঘটনাকেই প্রকাশ করে না; সেই সাথে একটি ভিন্ন ইঙ্গিতও প্রদান করে।

রূপক কবিতা বাহ্যভাবে বা বলে অস্বর্গতভাবে তা না বুঝিয়ে জিন্ম অর্থ প্রকাশ করে। 'সোনার তরী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর একটি শিল্পসফল রূপক কবিতা। কবিতাটিতে আমরা বাহ্য কিছু চিত্রকল্প, চরিত্র, সংলাপ এবং ক্ষুদ্র কাহিনী পাই। বর্ষাকালে ধরত্রোতা নদীর তীরে সারা জীবনের অর্জিত ফসল নিয়ে এক কৃষক শঙ্কিত অবস্থায় রয়েছে। অপ্রত্যাশিতভাবে তরী বেয়ে এক মেয়ে এসে কৃষক তার ফসলগুলো তরীতে তুলে দিলে মাঝি ফসলগুলো নিয়ে চলে যায়। কৃষক শূন্য হসনে নদী তীরে অপেক্ষমাণ অবস্থায় থাকে। বাহ্যিক এ অর্থের অন্তরালে কবি মানব জীবনের গভীর দর্শনকে তুলে ধরেছেন। কবি বুঝিয়েছেন-মহাকাশ মানুষকে গ্রহণ করে না; কেবল অক্ষয় করে ধরে রাখে মানুষের মহৎকর্মকে। সোনার ধানরূপী মহৎকর্মই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

সুতরাং 'সোনার তরী' কবিতাটি বাহ্য অর্থেরও অতিরিক্ত অর্থ প্রকাশ করেছে। এ বিশ্লেষণ থেকে সহজেই একথা কলা যায় যে, 'সোনার তরী' একটি সার্বক ও শিল্পসফল রূপক কবিতা।

৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আবুল মতিন ছিলেন একজন পাটিকল প্রমিক। সামান্য উপার্জন দিয়ে তিনি তাঁর ছেলেটিকে পড়িয়ে ডাক্তার এবং মেয়েটিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার করাতে পেরেছেন। পিতা-মাতাকে তারা এখন সুখেই রেখেছে। বয়স হওয়ার আবুল মতিন এখন পরপারের চিন্তায় মগ্ন। ছেলে-মেয়ের একটি জুতো ব্যবস্থা করে যেতে পেরেছেন এটাই এখন তাঁর বড় সাফল্য।

ক. ছোট তরীটি কিসে ভরে গেছে?

খ. 'এখন আমারে লেহা করল্যা করে' - উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের আবুল মতিন এবং 'সোনার তরী' কবিতার কৃষকের মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নিরূপণ কর।

ঘ. 'এটাই এখন তাঁর বড় সাফল্য' - 'সোনার তরী' কবিতার আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

## ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) ছোট তরীটি সোনার ধানে ভরে গেছে।

<http://zoaddar.org>

## সোনার তরী

খ) 'সোনার তরী' কবিতার কৃষক তার সোনার ধান নিয়ে অপেক্ষা করছে। যেকোনো সময় তার ফসল জলস্রোতে বিলীন হয়ে যেতে পারে। হঠাৎ সে দেখতে পায়, ধান পেয়ে তরী বেয়ে একজন মাঝি তীরের দিকে আসছে। এ ঘটনার কৃষক আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। সে মাঝিকে কাঁচর কণ্ঠে অনুন্নয় করে তীরে তরী ভিড়িয়ে তার সোনার ফসলগুলো তুলে নিতে। কৃষকের এই আত্মকল আবেদনে সাত্তা দিয়ে মাঝি তার নৌকায় ধানগুলো তুলে নেয়। এরপর কৃষক নিজেও সেখানে উঠতে চাইলে স্থান না থাকায় তাকে আর তোলা সম্ভব হয়নি। এভাবে সোনার তরীতে ধানের ঠাই হলেও ধানের উৎপাদনকারী কৃষকের ঠাই হয়নি।

গ) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী' কবিতার জীবন দর্শন হলো মহাকাালের নিষ্ঠুর কন্যা গ্রীষ্ম মানুষকে বেলে পেলেও গ্রহণ করে তার মহৎ সৃষ্টি কর্মকে। উদ্দীপকে উল্লিখিত আবুল মতিন এবং 'সোনার তরী' কবিতার কৃষকের মধ্যেও মানব জীবনের এ চিরস্থল সত্যটি প্রকাশ পেয়েছে।

'সোনার তরী' কবিতার কৃষকের কটর ফসল সোনার ধান মহাকাল রূপ সোনার তরীতে ছান পেলেও ছান পায় নি কৃষক। এখানে কৃষক অপূর্ণতার বেদনা নিয়ে অনিবার্য মৃত্যুর প্রতীক্ষায় শূন্য নদীর তীরে এক অপেক্ষা করছে। উদ্দীপকের আবুল মতিনও কটর প্রচেষ্টার মাধ্যমে ছেলেকে ডাকার এবং মেয়েকে সরকারি ব্যাংকের কর্মকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। ছেলে-মেয়েরা তাকে সুখে রাখলেও আসন্ন মৃত্যুর হাতছানি স্মরণ করে তিনি মহাকালের শূন্যতার কিলীন হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন। তাঁর এ অপেক্ষাই 'সোনার তরী' কবিতায় কৃষকের সঙ্গে তাকে একাত্ম করে দিয়েছে। তবে উচ্চের মধ্যে বৈদ্যদৃশ্য হলো কৃষক মহাকালের সোনার তরীতে তাঁর সোনার ধান তুলে নিয়েছেন, আর উদ্দীপকের আবুল মতিন তাঁর সুযোগ্য ছেলে মেয়েদের এই সুখের ভুবনে রেখে যাচ্ছেন।

ঘ) 'সোনার তরী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি অনবদ্য, অসাধারণ ও শিল্পোত্তীর্ণ কবিতা। এ কবিতায় সীমার সাথে অসীমের মিলনের এক দার্শনিক আকৃতি ব্যক্ত হয়েছে। আবুল মতিন তাঁর সন্তানদের একটি ভালো ব্যবস্থা করে যে আত্মতৃপ্তি লাভ করেছেন, সোনার তরী কবিতার কৃষকও নৌকায় তার উৎপাদিত ধান তুলে নিতে গেলে সেই অনুভূতি লাভ করেছেন।

'সোনার তরী' কবিতার আমরা দেখি হাজারও প্রতিকূলতার মধ্যে কৃষকরপী সৃজনশীল মানুষ তার সৃষ্টির ফসল ফলানোর কাজ চলিয়ে যায়। কলস্রোতে একদিন জীবন বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু থেকে যায় তার জীবনের মহৎ কর্ম। এক পরম অতৃষ্ণি বেদনা নিয়ে তাকে অপেক্ষা করতে হয় অনিবার্য মহাকালের শূন্যতায় বিলীন হওয়ার জন্য। উদ্দীপকে আমরা দেখি যে, আবুল মতিনও এখন পরণারের সিঁড়ায় মগ্ন। কিন্তু কবিতার কৃষকের মতো তার মধ্যে কোনো অতৃষ্ণি নেই। কেননা, ছেলে-মেয়েকে তিনি এখানে সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পেরেছেন।

৪. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

নীল সবখানে আবার গগনে তিল ঠাই আর নহিরে।

ওগো, আজ তোরা হাসনে ঘরের বাহিরে।

বালসের ধারা ঝরে ঝর ঝর

অভিশের ফেত জলে ভরা ভরা

কলি-মাথা মেখে ওপরের আঁশার ঘনিয়ছে দেখে চাহিরে।

ক. কোথায় মেঘ গর্জন করে?

খ. 'মসীমাঝি' কথাটি দিয়ে কী বুঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপক এবং 'সোনার তরী' কবিতার আলোকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রকৃতি আকান পরিচয় দাও।

ঘ. 'রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আবহমান বাংলার প্রকৃতির রঙ্গ ও শান্ত উদ্ভার রূপের চিত্র অফিক্ত হয়েছে'-উক্তিটির সার্থকতা নিচের কয়।

## ৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) গগনে মেঘ গর্জন করে।

<http://zoaddar.org>



## সোনার তরী

খ) 'সোনার তরী' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানব জীবনের একটি গভীর দার্শনিক সত্যকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর এই দার্শনিক বক্তব্যটি আবহমান বাহ্যার বর্ষাকালীন প্রকৃতির বিশেষ পরিবেশের চিত্রকল্পে আচ্ছাদিত। আপাতদৃষ্টিতে বর্ষাকালে জলমগ্ন ধানখেতের অদূরে অবস্থিত গ্রামটির পাছপাড়ার কালচে রঙকে মসীমাখা বলা হলেও এর ভেতর দিয়ে কবি মানব জীবনের এক কঠিন সত্যকেই প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এ শব্দটি দিয়ে মূলত জীবনের অন্তিম দুঃসূত্রের পূর্ববর্তী অবস্থার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

গ) প্রকৃতি প্রেমিক কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বিভিন্ন কাব্যে বর্ষার রূপকে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন। 'সোনার তরী' কবিতায় এবং উদ্দীপকে বর্ষার দুই ধরনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

'সোনার তরী' কবিতায় কবি প্রকৃতির অন্তরালে মানুষের জীবনের একটি চরম সত্যকে তুলে ধরেছেন। আর উদ্দীপকে বর্ষাকালের আকাশ ও তার প্রভাবে মানুষের জীবন ধারায় পরিবর্তনকে সাধারণভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। 'সোনার তরী' কবিতায় তৎকালীন পঞ্চা তীরবর্তী চরাঞ্চলের বর্ষাকালীন এক সৈসর্গিক দৃশ্যের বিবরণ দেয়া হয়েছে। সে চিত্র অনেকটা এরকম— বর্ষাকাল, আকাশে মেঘের গর্জন, বর্ষার উত্তাল তরঙ্গ প্রবাহমান নদী। সে নদীর কূলে কৃষকের ধান কেটে অপেক্ষা। গান গেয়ে তরী বেয়ে এক মাঝির আগমন। উদ্দীপকেও বর্ষাকালের এমন একটি চিত্রায়ত সাধারণ চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে জীবনের গভীরতম দর্শন না থাকলেও বর্ণনার চাটুর্ষ্যে বিষয়টি অনিপ্যাসুন্দর রূপলাভ করেছে। কবি এখানে বর্ষাকালীন আকাশ, আঁতশের ক্ষেত, চারিদিকে আঁধার প্রকৃতির বিবরণ দিয়েছেন।

বর্ষা প্রকৃতিকে নিয়ে প্রকৃতি প্রেমিক কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যন্ত সন্দেহের সঙ্গে আবহমান গ্রামবাংলার বর্ষার এক মহিমান্বয় রূপ চিত্রায়িত করেছেন।

ঘ) প্রকৃতি প্রেমিক রোমান্টিক আবাদশের কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বিভিন্ন কাব্যে বর্ষাকে বিভিন্ন রূপ ও ব্যক্তনায় চিত্রিত করেছেন। 'সোনার তরী' কবিতায় এবং উদ্দীপিত উদ্দীপকে বর্ষার রূপ এবং শব্দ এ দুটি রূপই অঙ্কিত হয়েছে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বর্ষার রূপকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। একটি হলো তার রূপ রূপ অর্থাৎ বর্ষার যে তাত্ত্ব লীলা সেটি, আর অপরটি হলো তার শব্দ সমন্বিত রূপ অর্থাৎ বর্ষাকালীন প্রকৃতির সজীব শ্যামল সিন্ধতা। 'সোনার তরী' কবিতায় আমরা বর্ষার রূপ রূপ প্রত্যক্ষ করি। এখানে কবি নদীর ত্রোতকে 'ফুরধারা' অর্থাৎ ফুরের ধারের সাথে তুলনা করেছেন। উদ্দীপকে দেখি কবি চিত্র বর্ষার রূপ দেখে বিমোহিত। আকাশ জুড়ে ঘন মেঘ করেছে আঁতশের খেত জলে মগ্ন হয়েছে।

রবীন্দ্র কাব্যে বর্ষার চিত্রকালীন রূপের যে বর্ণনা আছে, তাতে বর্ষার রূপ এবং শব্দ— উভয় রূপই দৃশ্যমান।

## ৫. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

নাসিম সাহেব জীবনের শুরু থেকে সব-অবস্থা নানা উপায়ে ব্যবসা করে গ্রুর অর্থ উপার্জন করেন। এর প্রায় সবটাই ব্যয় করেন এক ছেলে ও এক মেয়ের পেছনে। তাদেরকে তিনি না চাইতেই গ্রুর দিয়েছেন, সে তুলনায় তারা তাকে কিছুই দিতে পারে নি। ছেলেটা বখাটে হয়েছে আর মেয়েটা অশিক্ষিত। তাই তো জীবন সারাক্ষণ এসে তিনি এখন হতাশ ও উদ্ভিগ্ন।

ক. ধান কাটতে কাটতে কী চলে এলো?

খ. 'দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে'। কাকে দেখে কৃষকের এমন মনে হয়? কেন?

গ. উদ্দীপকের নাসিম সাহেবের জীবনের সাথে সোনার তরী কবিতার কৃষকের জীবনের অমিল কোথায়?

ঘ. নাসিম সাহেবের ভাবনা অকলঙ্কনে সোনার তরী কবিতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

## ৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) ধান কাটতে কাটতে বর্ষা চলে এলো।

খ) বহু সাধনায়, বহু কষ্টে কৃষক তার এক টুকরো জমিতে ফসল ফলিয়ে অপেক্ষা করে একজন মাঝির। কেননা চারদিকে দুর্ঘোষণাপূর্ণ আবহাওয়া তাকে শঙ্কিত করে। তার মনে হয়, চারদিকে পানিসমেত বীপসদৃশ ছোঁটে ফেতটি হয়তো যেকোনো সময় তলিয়ে যেতে পারে। তখন তার সারা বছরে কিসে ফিল, কবে ফলবে, সোনার ধানও পানিতে বিলীন হয়ে যাবে। এ কারণে

## সোনার তরী

সোনার তরী কবিতায় উদ্ভিখিত কৃষক একজন মাঝির অপেক্ষায় রত। তার বিশ্বাস, একজন মাঝি তার নৌকাটি নিয়ে এ মুহূর্তে তীরে এলে হয়তো তার সম্পদ রক্ষা সম্ভব হবে। এমন সময় সত্যিই একজন মাঝিকে নৌকা নিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। সেই মাঝিকে দেখে তার খুব দোলা আর পরিচিত বলে মনে হয়। এ কারণেই উদ্ভূত উজ্জ্বল সে করেছে।

গ) কর্ম যদি মহৎ হয় তাহলে তার ফল অবশ্যই শুভ হয়। নাসিম সাহেব জীবনে যা কিছু উপার্জন করেছেন তার অধিকাংশই ছেলে-মেয়ের পেছনে ব্যয় করলেও তার প্রতিক্রিয়া সূচু ছিল না। জীবন তার কাছে বোকামি মতো মনে হয়। তার জীবনে এমন কিছু করা সম্ভব হয়নি যার কারণে তিনি চিরক্ষণীয় হয়ে থাকবেন। অপরদিকে সোনার তরী কবিতার কৃষক বহু কষ্টে সোনার ধান ফলিয়েছেন। এই সোনার ধানই তার সম্পদ যা তাকে যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় করে রাখবে।

আপাত অর্থে উন্মীপকের নাসিম সাহেব ও কৃষকের জীবনের সাথে তুলনা করা না গেলেও বিষয়ের গভীরতা বিবেচনা করলে দেখা যায়, নাসিম সাহেবের জীবনের সাথে কৃষকের জীবনের কিছুটা সূক্ষ্ম অমিল রয়েছে। নাসিম সাহেব যত্ন নিয়ে, পরিশ্রম দিয়ে সন্তানদের লালন-পালন করেননি। তাদের আরাম-আয়েশের দিকেই শুধু নজর দিয়েছেন। তাদের প্রকৃত মানুষ করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন উদাসীন। ফলে তার জীবদ্দশাতেই তিনি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছেন। পক্ষান্তরে সোনার তরী কবিতার কৃষক যত্ন দিয়ে, পরিশ্রম দিয়ে, জীবনের সমস্ত সময় ব্যয় করে তার ফসল ফলিয়েছেন। তার যখন প্রাণির সময় এলো তখন সে ফসল সোনার ফসল হয়েই তার কাছে ধরা দিল। এখানেই তার সার্থকতা।

ঘ) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত সোনার তরী একটি অনবদ্য প্রতীকী তাৎপর্যমণ্ডিত কবিতা। এখানে উদ্ভিখিত কৃষকের মধ্য দিয়ে কবি মানুষের জীবন ও কর্মের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

উন্মীপকের নাসিম সাহেব জীবনে নানা উপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। তিনি ভেবেছিলেন, টাকাই বুঝি সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। প্রচুর টাকার কারণে হয়তো তার ছেলে, মেয়ে উভয়েই প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। যথামত পরিচর্যা না করলে গাছ যেমন বাড়ে না, তেমনি সঠিক উপায়ে যথাযথ যত্ন না করলে সন্তান সন্ততিও যথার্থ মানুষ হয় না। নাসিম সাহেব সে কথা হাতে হাতে বুকেছেন।

প্রকৃত ও যথার্থ পরিশ্রম ব্যতীত মূল লক্ষ্য অর্জন অসম্ভব। নাসিম সাহেব জীবন সারাতে এসে আজ এমনটাই উপলব্ধি করছেন। এ উপলব্ধির চমৎকার বাস্তবায়ন আমরা দেখতে পাই, সোনার তরী কবিতার কৃষকের জীবনে। সে তার সমস্ত শক্তি, পরিশ্রম দিয়ে সোনার ধান ফলায়। এক সময় দুর্বেশিমর আবহাওয়া দেখে তার শঙ্কা হয়। পরে একজন মাঝি এগিয়ে এসে তার নৌকায় সমস্ত ফসল তুলে দিয়ে সে নির্ভর হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তরীতে আর সে উঠতে পারে না। কৃষক শূন্য সদীর তীরে অপূর্ততার বেদনা নিয়ে গড়ে থাকে। কিন্তু টিকে থাকে তার সৃষ্টিকর্ম। কবির জীবনও এর ব্যতিক্রম নয়। তিনি চলে গেছেন, কিন্তু তার সৃষ্টিকর্ম অবিনশ্বর। উন্মীপকের নাসিম সাহেবের অবদান মাঝেও এই জীবনদর্শনই পরিলক্ষিত হয়। সদীর স্রোত এখানে যেন মহাকাশের স্রোত। মহাকাশের চিরক্ষণ স্রোত মানুষ করবেনা তার অবিদ্যার পরিনতি এড়াতে পারে না।

৬. নিচের উন্মীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মহাবিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কেবল ইংল্যান্ডেই নয়, সমগ্র বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। পদার্থবিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞানসহ পণিতশাস্ত্রে তিনি ব্যাপক অবদান রেখে গেছেন। ১৭২৭ সালে মহাবিজ্ঞানী নিউটন মৃত্যুবরণ করলেও আজও তাঁর সৃষ্টিকর্ম, তাঁর গবেষণাকর্ম অমর হয়ে আছে। মহাকাশ নিউটনকে গ্রহণ না করলেও তাঁর কর্মকে সাদরে গ্রহণ করেছে।

ক. 'এখন আমারে লেহা কল্যাণ কর' - উক্তি কার?

খ. 'ঠাই নাই, ঠাই নাই-ছোটো সে তরী'-এখানে 'ছোটো তরী' কাকে কী বুঝানো হয়েছে?

গ. 'সোনার তরী' কবিতার প্রতিফলিত বক্তব্যটি বিজ্ঞানী নিউটনের জীবনে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে?

ঘ. 'মহাকাশ নিউটনকে গ্রহণ না করলেও তাঁর কর্মকে সাদরে গ্রহণ করেছে।' - 'সোনার তরী' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

## ৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) 'এখন আমারে লছো কল্যাণ করে' – উক্তিটি কৃষ্ণকো।

খ) 'সোনার তরী' কবিতাটি 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের নামকবিতা। এ কবিতায় আপাতদৃষ্ট বস্তুবোঝার আড়ালে রয়েছে একটি গভীর জীবনদর্শন। 'সোনার তরী' কবিতায় 'ফোটো তরী' শব্দটি মহাকাশের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ তরীতেই সোনার কল্যাণরূপী মানুষের সূটকর্মের স্থান হয়।

গ) 'সোনার তরী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক শিল্পোত্তীর্ণ কবিতা। 'সোনার তরী' কবিতাটিতে সীমার সাথে অসীমের মিলনের দার্শনিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এ কবিতায় বিদ্যুৎ জীবনদর্শন ও তত্ত্বটি হচ্ছে মহাকাশ ব্যক্তিকে নয়; তার সূট মহৎকর্মকে ধারণ করে। 'সোনার তরী' কবিতায় প্রতিফলিত বস্তুবাটি মহাবিজ্ঞানী নিউটনের জীবনে যথার্থভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে। স্যার আইজ্যাক নিউটন ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি ছিলেন সমগ্র বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। মহাকাশ বিজ্ঞানসহ গণিত শাস্ত্রেও তিনি ব্যাপক অবদান রেখে গেছেন। বিশ্ব বিজ্ঞান চর্চায় মহাবিজ্ঞানী নিউটনের অসাধারণ অবদানকে মহাকাশ সাদরে গ্রহণ করলেও ব্যক্তি নিউটনকে গ্রহণ করেনি। তিনি এক অতৃষ্ণির বেদনা নিয়ে মহাকাশের শূন্যতায় কিলীন হয়ে গেছেন।

এভাবেই 'সোনার তরী' কবিতায় বিদ্যুৎ অন্তর্নিহিত বস্তুবাটি বিজ্ঞানী নিউটনের জীবনেও প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ) 'সোনার তরী' কবিতাটি 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের নামকবিতা। এ কবিতায় একই সঙ্গে অন্তর্লীন হয়ে আছে একটি জীবনদর্শন। জীবনদর্শনটি হচ্ছে মহাকাশের চিরন্তন প্রোতে ব্যক্তি নয়; কেবল তার সূটকর্ম টিকে থাকে। এক অতৃষ্ণির বেদনা নিয়ে মানুষকে মহাকাশের শূন্যতায় কিলীন হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

'সোনার তরী' কবিতায় বিদ্যুৎ জীবনদর্শনকে কেন্দ্র করে মহাবিজ্ঞানী নিউটনের উদ্দীপকটি তৈরি করা হয়েছে। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এ বিজ্ঞানী পদার্থবিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞানসহ গণিতশাস্ত্রে ব্যাপক অবদান রেখে ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। এখানে মহাকাশ বিজ্ঞানী নিউটনকে গ্রহণ না করলেও তাঁর কর্মকে সাদরে গ্রহণ করেছে।

'সোনার তরী' কবিতায় অন্তর্লীন জীবনদর্শনটি হচ্ছে মহাকাশ ব্যক্তিকে নয়; তার সূট মহৎ কর্মকে অক্ষয় করে রাখে। 'সোনার তরী' কবিতায় এ জীবনদর্শন তত্ত্বটি মহাবিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটনের ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়েছে। এভাবে উক্তিটি সোনার তরী কবিতার আলোকে যথার্থ ও তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে।

## ● বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা কোম মাসের কত তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন?

- ক ২৫শে বৈশাখ                      খ ২২শে শ্রাবণ  
গ ২৯শে আশ্বিন                    ঘ ২৩শে শ্রাবণ

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম সাল কোনটি?

- ক ১৮৬১                              খ ১৮৭৮  
গ ১৮৬৩                              ঘ ১৮৬৮

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা কোম মাসের কোম তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?

- ক ২৫ শে বৈশাখ                    খ ২২ শে শ্রাবণ  
গ ২৯ শে আশ্বিন                    ঘ ১১ ই জ্যৈষ্ঠ

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোম সালে মৃত্যুবরণ করেন?

- ক ১৯৪৬                              খ ১৯৩৮  
গ ১৯৪১                              ঘ ১৯৩১

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে নোবেল পুরস্কার পান?

- ক ১৯১১ সালে                    খ ১৯১২ সালে  
গ ১৯১৩ সালে                    ঘ ১৯১৪ সালে

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম কাব্যগ্রন্থ কত বছর বয়সে প্রকাশিত হয়?

- ক ১২ বছর বয়সে                    খ ১৫ বছর বয়সে  
গ ১৭ বছর বয়সে                    ঘ ১৮ বছর বয়সে

৭. 'সোনার তরী' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?

- (ক) চিত্রা (খ) কলাকান্দা  
(গ) মানসী (ঘ) সোনার তরী

৮. 'সোনার তরী' কবিতার কোন ছাঁদের কথা বলা হয়েছে?

- (ক) ধীশ্ব (খ) বর্ষা  
(গ) শীত (ঘ) বসন্ত

৯. 'সোনার তরী' কবিতার ক্ষেত্রটি কোন ছিল?

- (ক) বড় (খ) মাঝারি  
(গ) ছোট (ঘ) নিপাত নিতুত

১০. 'সোনার তরী' কবিতায় গ্রামফোন কিসে ঢাকা?

- (ক) কুয়াশায় (খ) পাছাতে  
(গ) অরণ্যে (ঘ) মেঘে

১১. 'ঠাই' শব্দের হ্রস্বপতি কী?

- (ক) ঠাট (খ) স্থান  
(গ) ঠমক (ঘ) সঠিক

১৩. 'বাতেক' শব্দের অর্থ কী?

- (ক) পুনরায় (খ) একবার  
(গ) ছাড় বাড়িয়ে (ঘ) নয়্য করে

১৪. 'থরে বিথরে' শব্দের অর্থ কী?

- (ক) ব্যবচ্ছেদ করা (খ) সুবিদ্যত করা  
(গ) এলামেসো করা (ঘ) বিচ্ছিন্ন করা

১৫. 'তরী' কোন আত্মীয় শব্দ?

- (ক) আরবি (খ) ফার্সি  
(গ) তৎসম (ঘ) তত্ত্ব

১৬. 'বরাধা' শব্দের অর্থ কী?

- (ক) বর্ষা (খ) মেঘ  
(গ) বৃষ্টি (ঘ) বারি

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ নয়-

- (ক) শেষের কবিতা (খ) কলাকান্দা  
(গ) মানসী (ঘ) চিত্রা

১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে এশীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান?

- (ক) ১৯২১ (খ) ১৯১৩  
(গ) ১৯১৭ (ঘ) ১৯১৪

১৯. অপূর্ণতার বেদনা নিয়ে শূন্য নদীর তীরে কে একা পড়ে থাকে?

- (ক) কৃষক (খ) মাঝি  
(গ) মহাকাশ (ঘ) ব্যক্তি

২০. কৃষক কীভাবে মহাকাশকে সোনার ধান নিয়ে যেতে বলছে?

- (ক) অকলস (খ) কবিক ছেলে  
(গ) তরী ভরে (ঘ) ভরা পাশে

২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম-

- (ক) সোনার তরী (খ) কলাকান্দা  
(গ) প্রজ্ঞাতনবীত (ঘ) বনমূল

২২. বঙ্গানুষ্ঠ ছন্দে 'শূন্য' কয় মাত্রা প্রকাশ করে?

- (ক) ১ মাত্রা (খ) ২ মাত্রা  
(গ) ৩ মাত্রা (ঘ) ৪ মাত্রা

২৩. 'মাছা ছিল নিয়ে খেল সোনার তরী'- কথাটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

- (ক) মহাকাশ ব্যক্তির কর্মকে গ্রহণ করে।  
(খ) মহাকাশের নিষ্ঠুরতা  
(গ) মহাকাশ ব্যক্তি ও কর্মকে এক করে দেখে  
(ঘ) মহাকাশ কর্মকে মূল্যায়ন করে

২৪. 'চরিত্রিক বীক্সা জল করিছে খেলা'-বীক্সা জল কিসের প্রতীক?

- (ক) হতাশার (খ) মাঝির আদমন বার্তা  
(গ) পরকাল (ঘ) কলাত্রোত

২৫. জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্র হিসেবে কোন 'স্থানটি' কবিতায় প্রাধান্য পেয়েছে?

- (ক) নৌকার ভেতর (খ) ছোট খেত  
(গ) নদীর পাড় (ঘ) বীক্সা মন্দি

২৬. তরীতে কৃষকের ঠাই হলো না কেন?

- (ক) অত্যন্ত ছোট বলে  
(খ) মাঝি কাউকে নেয় না বলে  
(গ) মাঝিকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে বলে  
(ঘ) মাঝির ধানে তরী পূর্ণ বলে

২৭. কবিতার 'ভরাপালে চলে যায়' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

- (ক) বাতাসে পাল উড়িয়ে (খ) পাশে হাওয়া নিয়ে  
(গ) বড় পাশে (ঘ) মোটা পাশে

২৮. 'সোনার তরী' কবিতায় কোন বিষয়টি উপস্থিত?

- (ক) নৌকার মূল্য (খ) ধানের মূল্য  
(গ) কৃষকের কণ (ঘ) ভরা পাল

২৯. 'সোনার তরী' কবিতার কোন বিষয়টি অনুপস্থিত?

- (ক) নৌকার নিবরণ (খ) মানুষের কথা  
(গ) কৃষকের কথা (ঘ) সমাজচিত্র

৩০. কবিতার 'ধান কাটা' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

- (ক) অস্তিত্ব রক্ষা (খ) ফসলের কাজ  
(গ) কর্মময়তা (ঘ) মানবজীবন

৩১. 'চরিত্রিক বীক্সা জল করিছে খেলা'-বীক্সা জল কিসের প্রতীক?

- (ক) হতাশার (খ) মাঝির আদমন বার্তা  
(গ) পরকাল (ঘ) কলাত্রোত

৩২. 'ঠাই নাই, ঠাই নাই'-ছোট বো ডরী'-ছোট ডরী' বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

- (ক) ব্যক্তিক সীমাবদ্ধতা  
(খ) কবি মনের দীর্ঘশাস  
(গ) মহাকাশের সীমাবদ্ধতা  
(ঘ) সামাজিক দায়বদ্ধতা

৩৩. 'শুভ নদীর তীরে রত্ন পড়ি'-এ উক্তি দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?

- (ক) ব্যক্তিক হাছাকার (খ) মহাকাশের নিষ্ঠুরতা  
(গ) সমুদ্রের শাস্ত্রাঙ্গনি (ঘ) ব্যক্তির নিঃসঙ্গতা

৩৪. 'আহা' অর্থটি কবিতায় ব্যবহৃত কোন শব্দ থেকে পাওয়া যায়?

- (ক) ভরা ভরা (খ) বরষা  
(গ) ভরা (ঘ) সোনার ধান

৩৫. নিম্নের কোন শব্দটি থেকে 'ফুরের মতো ধারালো স্রোত' অর্থটি পাওয়া যায়?

- (ক) ফুরাধারা (খ) খরপরশা  
(গ) ঘন বরষা (ঘ) ভরানদী

৩৬. 'সোনার তরী' কবিতায় কোন বিশেষ চেতনা ব্যক্ত হয়েছে?

- (ক) মৃত্যু চেতনা (খ) জগৎ চেতনা  
(গ) ব্যক্তি চেতনা (ঘ) মানব চেতনা

৩৭. 'মেঘ' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে কোনটি গ্রহণযোগ্য?

- (ক) বরি (খ) জলদ  
(গ) বরিধি (ঘ) জলধি

৩৮. 'রাশি রাশি' শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে গঠিত হয়েছে?

- (ক) সন্ধির (খ) সমাসের  
(গ) ধিকৃতির (ঘ) প্রত্যয়ের

৩৯. মাঝিকে চেনা মনে করে কৃষক উল্লিখিত হয়ে ওঠে কেন?

- (ক) হতাশার (খ) নিরাশার  
(গ) দুঃশায় (ঘ) প্রত্যাশার

৪০. কবিতায় 'নিঃসঙ্গ কৃষক' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

- (ক) কবিকে (খ) শিল্পীকে  
(গ) অজিনতাকে (ঘ) গায়ককে

৪১. 'নীরবতা' কথটি কবিতায় কিসের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে?

- (ক) পরিচ্ছন্ন পানি (খ) ঘোলা পানি  
(গ) জীবনের ব্যর্থতা (ঘ) জীবনের জনাকীর্ণতা

৪২. 'দেখে ঘেন মনে হয় চিনি উছরে' কথটি কবি দুবার বলেছেন কেন?

- (ক) সার্থক ভাব প্রকাশের জন্য  
(খ) নির্দিষ্টতা বোঝানোর জন্য  
(গ) ছন্দের জন্য  
(ঘ) মাঝিকে গুরুত্ব দিয়েছেন বলে

৪৩. 'মাথা ছিল নিয়ে খেল সোনার তরী'- কথটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

- (ক) মহাকাশ ব্যক্তির কর্মকে গ্রহণ করে  
(খ) মহাকাশের নিষ্ঠুরতা  
(গ) মহাকাশ ব্যক্তি ও কর্মকে এক করে দেখে  
(ঘ) মহাকাশ কর্মীকে মূল্যায়ন করে

৪৪. কোন বানানটি শুদ্ধ?

- (ক) শূন্য (খ) গন্য  
(গ) শূন্য (ঘ) গন্য

৪৫. 'পাছপাশার ছায়ার কালচে রং মাথা'-বাক্যে কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে?

- (ক) খরপরশা শব্দটি (খ) ঘন বরষা শব্দটি  
(গ) তরুছায়ামণী-মাথা শব্দটি (ঘ) বাকা জল শব্দটি

৪৬. প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত কোন কবিতাটি নিয়ে বহু আলোচনা, ব্যাখ্যা ও তর্ক-বিতর্ক হয়েছে?

- (ক) একটি ঘটেছোফ (খ) বাংলাদেশ  
(গ) সোনার তরী (ঘ) কবর

৪৭. ফুরাধার বর্ষা ও নদীস্রোত হিংস্র হয়ে থেলা করছে-

- (ক) মানবের চারপাশে (খ) মাটির চারপাশে  
(গ) নিঃসঙ্গ কৃষকের চারপাশে (ঘ) সমুদ্রের চারপাশে

৪৮. কাতর অনুন্নয় করছে-

- (ক) নিঃসঙ্গ মাথা (খ) নিঃসঙ্গ কৃষক  
(গ) নিঃসঙ্গ কর্মী (ঘ) নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ

৪৯. যত ধর্মে তত বর্ষে না। নৃষ্টাঙটি হলো-

- (ক) সাপেক্ষ সর্বনামের (খ) নির্ধারক বিশেষণের  
(গ) ধিকৃতবাচক শব্দের (ঘ) জিহ্বা বিশেষণের

৫০. 'পরপারে' শব্দটির বিশেষ অর্থ-

- (ক) পরের উপর (খ) মন্দির ওপার  
(গ) মৃত্যুর পরের সময় (ঘ) পরে পরে

৫১. নির্ধারক বিশেষণের নৃষ্টাঙ হচ্ছে-

- (ক) যেমন কর্ম তেমন ফল  
(খ) ছোট ছোট উত্তর লিখতে হবে  
(গ) ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে  
(ঘ) সে ধীরে ধীরে হাঁটছে

৫২. লাল লাল ফুলে পাছটি ভরে আছে। নৃষ্টাঙটি হলো-

- (ক) ধিকৃতির (খ) নির্ধারক বিশেষণের  
(গ) সাপেক্ষ সর্বনামের (ঘ) নাম পদের

৫৩. প্রতীকী অর্থে 'আমি' বলতে বুঝানো হয়েছে-

- (ক) কবিকে (খ) কৃষককে  
(গ) ব্যক্তিকে (ঘ) সমরকে

## সোনার তরী

৫৪. কবিতায় 'বিশেষ' শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে-

- (ক) দেশের বাইরে (খ) দূরের পথ  
(গ) অজানা স্থান (ঘ) পরকাল

৫৫. 'অনন্দে উদ্বেগিত হয়ে উঠে'-

- (ক) কৃষক (খ) মাঝি  
(গ) মহাকাল (ঘ) ব্যক্তি

৫৬. গ্রামখানি মেঘে ঢাকা-

- (ক) সকাল বেলা (খ) বহু বেলা  
(গ) সন্ধ্যার বেলা (ঘ) প্রভাত বেলা

৫৭. চেউঙলো দুধারে ভেঙে পড়ছে-

- (ক) অসহায়ভাবে (খ) নিরুপায়ভাবে  
(গ) আছড়ে (ঘ) কৃত্তিকার তত্ত্বিত

৫৮. কৃষক সোনার ধান ফুলে এসে নিজে যেতে বলেছে-

- (ক) আসন্দের সঙ্গে (খ) হেসে  
(গ) তাকেসহ (ঘ) স্মৃতি রেখে

৫৯. নীকা জল খেলা করছে-

- (ক) দুধারে (খ) প্রভাত বেলা  
(গ) চারিদিকে (ঘ) ঘন বরাঘা

৬০. মহাকাল মানুষের কর্মকে গ্রহণ করে, কারণ-

- (ক) কর্ম নশ্বর (খ) কর্ম অক্ষয়  
(গ) কর্ম গ্রহণযোগ্য (ঘ) কর্মই প্রিয়

৬১. কৃষক সোনার ফসলকে মহাকালের উদ্দেশে পাঠাতে চায়, কারণ-

- (ক) মথিকে ভালো লাগার জন্য  
(খ) পৃথিবীতে শান্তিতে থাকার জন্য  
(গ) পরকালে শান্তিতে থাকার জন্য  
(ঘ) কর্মের মধ্যে বেঁচে থাকার জন্য

৬২. মাঝি চলে যাচ্ছে-

- (ক) ভরা পাশে (খ) নিঃসঙ্গভাবে  
(গ) একাকী (ঘ) নির্বিকারভাবে

৬৩. ধান কাটতে কাটতে কী এলো-

- (ক) মাঝি (খ) মহাকাল  
(গ) অস্তিম পর্ব (ঘ) বরাঘা

৬৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত প্রবন্ধ গ্রন্থ কোনগুলো?

- i. কালোত্তর, পঞ্চভূত, সভ্যতার সংকট  
ii. রাজা, চিত্রাঙ্গদা, ভাস্কর  
iii. পোয়া, ঘরে বাইরে, চার অধ্যায়  
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i, ii (খ) ii, iii (গ) iii

৬৫. 'শূন্য নদীর তীরে রঞ্জন পড়ি' - কোন প্রতীকের ইঙ্গিত বহন করছে?

- i. আসন্ন অনিবার্য মৃত্যুর  
ii. অপূর্ততার বেদনা  
iii. একাকিত্ব

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) ii, iii (গ) iii (ঘ) i, ii.

৬৬. 'ভরসা' শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

- i. আশা ও আশ্বাস  
ii. আস্থা ও নির্ভরশীলতা  
iii. পূর্ততা ও বহু বোঝা যায় এমন

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i, ii. (খ) ii, iii. (গ) iii. (ঘ) i, iii

৬৭. কবিতায় মানুষের কোন জীবনদর্শন প্রকাশিত হয়েছে?

- i. কর্মফল ও একাকিত্ব  
ii. কর্মফল ও অমরত্ব  
iii. কর্মফল ও মৃত্যু  
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i ও ii

৬৮. 'সোনার তরী' কবিতায় অনুপ্রাসমণ্ডিত শব্দক কোনটি?

- i. প্রথম শব্দক  
ii. দ্বিতীয় শব্দক  
iii. শেষ শব্দক  
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) ii ও iii

৬৯. 'সোনার তরী' কবিতায় ব্যবহৃত চেউঙলো কিসের প্রতীক?

- i. নদীর  
ii. জীবনের  
iii. দুঃখের

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) ii ও iii

৭০. কবি তাঁর সোনার কর্মগুলোকে কেন নৌকার তুলে নিলেন?

- i. বহন মুক্তির জন্য  
ii. নৌকার ঠাই পাবার জন্য  
iii. সকল কাজই সৃষ্টিকর্তার ভেবে  
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) ii ও iii

৭১. কোন উদ্ধৃতির মাধ্যমে বিপদের অবস্থাকে বোঝায়?

- অরা নদী ফুলধারা / খরপরাশা
  - চারিদিকে বঁকা জল করিতে খেলা
  - এপারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i খ ii গ iii ঘ i ও ii

৭২. 'সোনার তরী' কবিতায় নৈসর্গিক চোতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে কোন উদ্ধৃতির মাধ্যমে?

- গ্রামখনি মেঘে ঢাকা প্রভাত বেলা,-
  - টেউওলি নিকুপার ডাঙে দু'ধারে,-
  - এখন আমারে লুহা করণা করে,-
- নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ iii ঘ i ও ii

৭৩. কবি 'সোনার তরী' কবিতায় কেন মাথির কণ্ঠে পান ব্যবহার করেছেন?

- কৃষককে আশ্বস্ত করার জন্য
  - পান কবির খুব প্রিয় বস্তু
  - পানের মাধ্যমে কবিতার এক নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করতে
- নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ iii ঘ i ও ii

৭৪. 'ঘাঘা গারে হিনু ফুলে'- বলতে কবি কেন ফুলকে বুঝিয়েছেন?

- কবির চোটা
  - জগৎ সংসারের কাজ
  - কবির ব্যক্তিগত কাজ
- নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ iii ঘ i ও ii

৭৫. 'ছোটো খেত', 'বৌকা', 'মাথি', 'বঁকাঝল' ইত্যাদি বিষয়চলো কবিতায় কোন অঙ্গের হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে?

- উপমা
  - রূপক
  - প্রতীক
- নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ iii ঘ i ও ii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৭৬ ও ৭৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

বিদ্যুতের আবিষ্কার মানব সভ্যতাকে বহুদূর এগিয়ে দিয়েছে। বর্তমান পৃথিবীর শিল্পকারখানা থেকে শুরু করে

জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিদ্যুতের উপর নির্ভরশীল। অথচ আধুনিক সভ্যতার এই বিশ্বাকর আবিষ্কারটি যিনি করেছিলেন সেই মাইকেল ফারাডের নাম আমরা কখনই বা ভুলি! আসলে পৃথিবী কোনো ব্যক্তিক ধরে রাখে না, ধরে রাখে তার কর্মকে।

৭৬. উদ্দীপকের বিজ্ঞানী যেমন মহাকাশের আবর্তে টিকে থাকেননি, 'সোনার তরী'র কবির মতো কোনো কবিও তেমনি বেঁচে থাকবেন না- বিষয়টি মানবজীবনের কোন দিকটির শিক্ষা দেয়?

- মানুষের উচিত তার সাথে অনুযায়ী কাজ করা
  - কমই আশ্রয়, জীবন নশ্বর
  - পরিবারের সদস্যদের ঐচ্ছিতে রাখা সবার কর্তব্য
- নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ iii ঘ i ও ii

৭৭. উদ্দীপকের পরিবর্তি 'সোনার তরী' কবিতায় কোন উদ্ধৃতির সাথে সম্পর্কিত?

- এখন আমারে লুহা করণা করে
  - কটিতে কটিতে ধান এল বরষা
  - শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি
- নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ iii ঘ ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৭৮ ও ৭৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

মৃত্যু শয্যায় লেখিকা তাহমিনা বেগম। চিকিৎসকগণ তার আরোগ্য বিষয়ে আশা ছেড়ে দিয়েছেন, ডাক্তার ছেলে, প্রকৌশলী মেয়ে, গণী স্বামী ছাড়াও তার রয়েছে সূটির শিল্প, বোঁধ ব্যবসা এবং সমৃদ্ধ সাহিত্য প্রকাশনা। এতো অর্জনের পরও তাহমিনা পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করতে পারছেন না।

৭৮. উদ্দীপকের আবহ ভোনার পঠিত কোন কবিতায় ছুটে উঠেছে?

- বদমাছ
- পাকেরি
- সোনার তরী
- আমার পূর্ব বাহাদা

৭৯. তাহমিনা 'সোনার তরী' কবিতায় কিসের প্রতীক?

- কৃষক
- মাথির
- কবি
- ফসলের

# জীবন-বন্দনা

কাজী নজরুল ইসলাম

## কবি পরিচিতি

বিশ্রোহী কবি হিসেবে খ্যাত আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর পিতার নাম কাজী ফকির আহম্মদ, মাতার নাম জাহেদা খাতুন, জী প্রমীলা দেবী। ছোটবেলায় সেটে গানের সঙ্গে যোগদানের মাধ্যমে তিনি তাঁর খ্যাতি আরম্ভ করেন। ১৯১৭ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে তিনি বাঙালি পশ্টে সৈন্য হিসেবে যোগ দিয়ে করাচি যান। সেখানেই তাঁর সাহিত্যজীবনের সূচনা ঘটে। বিশ্রোহ ছিল তাঁর কবিতার মূলসূর। 'বিশ্রোহী' কবিতার মাধ্যমে তিনি বাংলা সাহিত্যে নতুন চেতনার উদ্বোধন করেন। সামাজিক অস্যাচার, বৈষম্য, অবিচার ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন এক প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। এ জন্যে তাঁকে বিশ্রোহী কবি বলা হয়। মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে কবি দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে বাতশক্তি হারিয়ে ফেলেন। তখন থেকেই মূলত তাঁর সৃজনশীলতার অবসান ঘটে।

জন্ম : ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের স্বর্নাল জেলার আসানসোল মহকুমার চুলশিয়া গ্রামে।

মৃত্যু : ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট ঢাকায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁকে পরিপূর্ণ সামরিক মর্যাদায় সমাহিত করা হয়।

## রচনাবলি

কবিতা : অগ্নি-বীণা, বিয়ের বাঁশি, সিঁদু হিসোল, ছায়ানট, প্রলয়-শিখা, চক্রবাক, সফা ইত্যাদি।

গল্প ও উপন্যাস : ব্যথার দান, রক্তের বেদন, শিউলিমালা, মৃত্যু-ক্ষুধা ইত্যাদি।

প্রবন্ধ : যুগ-বাণী, নূরিসের যাত্রী, রক্ত-মঙ্গল, রাজবন্দীর জবাববন্দী ইত্যাদি।

অনুবাদ : দেওয়ান-ই-হাফিজ, রবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম ইত্যাদি।

নাটক : আলোয়া, পুতুলের বিয়ে, বিলিমিলি ইত্যাদি।

## উৎস ও পরিচিতি

'জীবন-বন্দনা' কবিতাটি কবির 'সফা' নামক কবিতাগ্রন্থ হতে সংকলিত।

কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন জীবনবাদী কবি। তিনি তাঁর লেখনীতে জীবনের প্রাণময়তা, গতিশীলতা, সজাগ ও সৃজনশীলতার কথা বিচিত্রভাবে তুলে ধরেছেন। বৃষ্টি উপনিবেশিক শাসনামলে কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য সাধনার উদ্ভব ঘটে। সে সময় ভারতবর্ষ ছিল পরাধীন। তিনি এই পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙতে চেয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করতে গিয়েছিলেন, মানুষের সংহতি, শক্তি এবং ঐক্য ছাড়া পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙা সম্ভব নয়। জীবন শক্তির ধারক। আর এই জন্যই তিনি স্বপ্নময় জীবনের স্রষ্টি তথা জয়গান গিয়েছেন। 'জীবন-বন্দনা' কবিতা তাঁর সেই প্রয়াসেরই এক অনবদ্য শিল্পিত প্রকাশ। 'জীবন-বন্দনা' শব্দের অর্থ 'জীবনের বন্দনা বা প্রশংসা'। কবির মতে, পৃথিবী এককালে ছিল মনুষ্য বসবাসের অনুপোযোগী বনা স্থাপন প্রাণীত ভরপুর। আদিতে পৃথিবী এতো মায়াময় ছিল না। যুগ যুগ ধরে অসংখ্য শ্রমজীবী মানুষের অক্লান্ত শ্রম, গভীর নিষ্ঠা, কঠোর সাধনা ঘরা এই পৃথিবী মানুষের উপযোগী আবাসভূমিতে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সভ্যতার আধিপত্য। এসব সম্ভব হয়েছে কৃষকের কারণে। কৃষক নৃপ কর্তন হাত ছাড়া পৃথিবীর কঠিন মাটিতে ফুল, ফল ও ফসল ফলিয়েছেন। শ্রমনিষ্ঠ মেহনতি মানুষের রক্ত ও ঘামের বিলম্বয়ে পৃথিবী হয়েছে অনুগম সুন্দর ও মনোলাভ্য। আদিম, বর্বর মানুষের চেতনায় মৃত্যু সমাকর্ষ পৃথিবীতে মানুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অসীম সাহস এবং বিপুল প্রাণ শক্তি দিয়ে মানুষই দুর্লভ্য পর্বত জয় করেছে।



## জীবন-বন্দনা

‘জীবন-বন্দনা’ কবিতায় কবি এভাবে মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মানুষের অবদান, বিশেষত শ্রমজীবী মানুষের মহিমাকে তুলে ধরেছেন।

## □ শব্দার্থ ও টীকা

ফরমান	: বাণী বা সংবাদ।
অকুতোভয়ে	: নির্ভয়ে, নির্ভীক ভিত্তে।
বিবর	: গর্ত, গহ্বর।
যাযাবর	: স্রাম্যমাণ জাতি।
কুশমভুক	: অন্নভক্ষণ।
অমরাবতী	: স্বর্ণ
ভীম রূপভূমে	: ভয়ংকর যুদ্ধক্ষেত্রে।
শিরি-শিঙ্রাব	: পর্বত-শিঙ্রসূত কণী বা দামী।

শ্রম-কিনাঙ্ক-কঠিন	: পরিশ্রমে কড়া-পড়া ও দৃঢ়।
বনা-খাপন-সাগুল	: হিংস্র মাংসাশী জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ।
ধরনী-মেরীর বীশু	: পৃথিবী-মাতার আহোৎসর্গকরী পুত্র।
কিনাঙ্ক	: বর্ষাবের ফলে হাত বা পায়ের শক্ত হওয়া চামড়া বা মাংস, কড়া।
বর্বর	: সভ্যতা বিকাশের আগেকার আদিম অসভ্য জাতি, আদি মানব।

## □ বানান সতর্কতা

ধরনী, কিনাঙ্ক, খাপন, জীঘন, ফনী, অরণ্য, ধ্বংস, নবীন, উর্ধ্ব, রূপভূমি, আখার, শিঙ্রাব, কুশমভুক, আখার, বেদুইল, অমরাবতী, অসংঘনী।

## □ নমুনা প্রশ্নাবলি □

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি শুদ্ধ বানান?  
ক. কিনাঙ্ক                      খ. কিনাঙ্ক  
গ. কিনাঙ্ক                      ঘ. কিনাঙ্ক
২. ‘জীবন-বন্দনা’ কবিতায় ‘জ্ঞাতা ধরনী’ বলতে পৃথিবীর কোন রূপকে বোঝানো হয়েছে?  
ক. ভীতা                      খ. ভয়ংকরা  
গ. অবর্জিতা                      ঘ. অনুপাতা
৩. কবিতাংশটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :  
কঠিন শীতল মরণসাধার মছুন করে যারা  
অমৃত অনিয়া উপহার মিল নিজেদের করিয়া সারা।  
৩. কবিতাংশটি ‘অমৃত’ শব্দের সঙ্গে ‘জীবন-বন্দনা’ কবিতার কোন শব্দটির অর্থাধর্মের মিল রয়েছে?  
ক. জীবনের গসরা                      খ. উগ্রসুখ  
গ. নজরানা                      ঘ. জীবনের উদ্ভাস
৪. নিচের কোন চরপ দুটিতে কবিতাংশটির অর্থের লগতি রয়েছে?  
ক. জীবনের আতিশয্যে যাহারা দারুণ উগ্রসুখে সাধ করে মিল গুল-শিয়াল, বর্ষা হালিল বুক।  
খ. যারা জীবনের গসরা বহিয়া মৃত্যুর ঘরে ঘরে করিতেছে ফিরি, ভীম রূপভূমে এসে বজি রেখে যারে।  
গ. শ্রম-কিনাঙ্ক-কঠিন যাদের নির্ময় মুষ্টি-তলে জ্ঞাতা ধরনী মজরানা দেয় ঢালি ভরে ফুলে ফলে।  
ঘ. তবুও ধামে না বৌকন-বেগ, জীবনের উদ্ভাসে চলছে চন্দ্র-মঙ্গল-এই বর্ষে অসীমাকর্শে।
৫. ‘জীবন-বন্দনা’ কবিতায় ‘অসংঘনী’ আখ্যায়ি যাদেরকে দেওয়া হয়েছে তারা-  
i. বাহানী জীবনে অভ্যস্ত  
ii. জীবন উদ্ভাসে ভরপুর  
iii. দুর্বলচিত্তের অধিকারী  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক. i ও ii                      খ. i ও iii  
গ. ii ও iii                      ঘ. i, ii ও iii

১. তোমার প্রথম কবি ছুঁড়ি দুই কন  
বক্যা পৃথিবী আবাদ করলে বজ্রমুষ্টিধর  
দুপায়ে ঝড়ের গতি ছুঁটিছ উখাও  
এই থেকে গ্রহান্তরে দলি নীহারিকা।  
পৃথিলে সাগর তুমি, মরুকে রসালে  
গড়িয়ে আবাসভূমি পর্বত উড়ালে।  
ক. বাত কে?  
খ. 'কাটি অরণ্য রচিতা অমরাবতী' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? বর্ণনা কর।  
গ. কবিতাংশটির প্রথম চরণদুটিতে 'জীবন-বন্দনা' কবিতার কোন প্রচেষ্টার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর।  
ঘ. কবিতাংশটিতে 'জীবন-বন্দনা' কবিতার মর্মবাহীই প্রতিফলিত হয়েছে-মন্তব্যটি যাচাই কর।

২. তবক-১

রৌদ্রে পুড়ে, বৃষ্টিতে সে

জিজে দিবা-রাত্রি

মোদের ক্ষুধার অন্ন যোগায়

চায় নাক সে খ্যাতি।

তবক-২

দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে যারা দুর্জয় করে অয়

তাহাদের পরিচয়

লিখে রাখে মহাকাব্য

সব দুর্গে দুর্গে সবকালে টিকা আকরে শোভে অল।

ক. 'কৃশমতুল' শব্দের আভিধানিক অর্থ কী?

খ. 'আছাদের গিরি-নিঃস্রাব' কালত কবি কী বুঝিয়েছেন? বর্ণনা কর।

গ. 'মানব বন্দনা' কবিতার বিষয়বস্তু অনুযায়ী, তবক ১-এ উল্লিখিত ব্যক্তিদের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'মজাব বন্দনা' কবিতার বিষয়বস্তু অনুযায়ী, তবক ২-এর বক্তব্য তবক ১-এর উল্লিখিতদের জন্য প্রযোজ্য কি? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

দেখিনু সেনিন রোলে,

কুলি বলে এক বাবুসাব তারে ঠেলে দিল নীচে ফেলে।

চোখ ফেটে এল জল,

এমন করে কি অগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল?

যে দর্বাচীদের হাত দিয়ে ঐ বাষ্প-শকট চলে,

বাবুসাব এসে ঢাকিল তাহাতে, কুলিরা পড়িল অলে।

ক. 'কুপমতুক' শব্দটির আভিধানিক অর্থ কী?

খ. কবি অসংঘর্ষী আখ্যানকারীদের ক্ষুদ্রমনা বলেছেন কেন?

গ. উদ্দীপকে 'জীবন-বন্দনা' কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের 'বাবুসার' এবং 'জীবন-বন্দনা' কবিতার 'সংকীর্ণমনা'র মূলত একই স্বভাবের— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

### ১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) 'কুপমতুক' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো কুরোর ব্যাঙ।

খ) কবি শ্রমজীবী মানুষের অয়শাল গাইতে গিয়েই তাদের অসংঘর্ষী আখ্যানকারী তথাকথিত সজ্ঞ ও অন্ত্রলোকদের ক্ষুদ্রমনা বলে অভিহিত করেছেন। যুগে যুগে যারা তাদের শ্রম দিয়ে আজকের এ মানব সভ্যতা নির্মাণ করে তাকে টিকিয়ে রেখেছে এক শ্রেণির তথাকথিত সজ্ঞ ও অন্ত্রলোক যখন সেসব শ্রমজীবীদের অসজ্ঞা, ছোটলোক বা বর্বর বলে নাক ছিটকায় তখন কবি তাদের মধ্যে এক ধরনের অজ্ঞতা ও অবজ্ঞার ছাপ প্রত্যক্ষ করেন। কবি মনে করেন, এটি দিয়ে তারা মূলত তাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার বিষয়টিই প্রকাশ করে। এ জন্যই শ্রমজীবী মানুষদের মূল্যায়ন না করা এসব সংকীর্ণ চিন্তা মানুষদের কবি কুরোর ব্যাঙের মতো ক্ষুদ্রমনা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

গ) অসিদ্ধে এ পৃথিবী ছিল ভয়ঙ্কর, পৃথিবীর মাটি ছিল মনুষ্য বসবাসের অযোগ্য। এখানকার বন-জঙ্গলে ছিল ভয়ানক সব পশু। এই প্রতিকূল পৃথিবীকে বাসযোগ্য ও মনোহর করার পেছনে শ্রমজীবী মানুষরাই মূল ভূমিকা পালন করেছে। অত্যন্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে এই অসুন্দর পৃথিবীকে যারা বর্ষে পরিশ্রম করেছে, সংকীর্ণচিন্তার কিছু মানুষ সেই তাদেরকেই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে বর্বর বলে গালি দেয়। সজ্ঞ নামধারী সমাজের উঁচু শ্রেণির এ জ্ঞান মানুষগুলো এসব শ্রমজীবীদের অত্যন্ত অবহেলা করে এবং ছোটলোক বলেও গালি দেয়। আলোচ্য উদ্দীপকেও তথাকথিত 'বাবু' শ্রেণির মানুষ কুলি-মজুরদের লগ্নি মেসে ফেলে দেয়। অর্থাৎ এই বাবুদের বাবুগিরির পেছনে রয়েছে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষদেরই অবদান। তাদের অপরিসীম পরিশ্রম। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় দেখিয়েছেন যে কুরোর ব্যাঙের মতো জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণেই তথাকথিত সজ্ঞ মানুষগুলো শ্রমজীবীদের 'তুচ্ছ' জ্ঞান করে বর্বর বা অসজ্ঞ বলে ডাকে। কবি তাই এসব সজ্ঞ মানুষদের সংকীর্ণ বা ক্ষুদ্রমনা বলেছেন। কারণ সংকীর্ণ মনোভাবের ফলেই তারা শ্রমিকের শ্রমের মূল্য দিতে জানে না। 'জীবন-বন্দনা' কবিতার এ দিকটিই আলোচ্য উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

ঘ) সাধারণ কবি কাজী নজরুল ইসলামের কাছে মানুষের চেয়ে অন্য কিছু মহান নয়। এই মানুষের মধ্যে আবার যারা কৃষক, শ্রমিক, বিপ্লবী ও তারসৈন্য বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল তাদের ছাড়া সর্বত্রই। কারণ এই শ্রমজীবী মানুষরা আমাদের জন্য কল্যাণ-খাপস-সমুদ্র ধরণীকে বাসযোগ্য করে তুলেছেন। কিন্তু যে মানুষগুলো শিক্ষিত হয়ে সমাজের উঁচু তলায় বসবাস করে তারা এই শ্রমজীবীদের অত্যন্ত ছোটলোক মনে করে। তারা শ্রমজীবীদের তারা সব সময় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অবহেলা করে। তাই কবি এসব সজ্ঞ নামধারী মানুষদের কুপমতুক ও সংকীর্ণমনা বলেছেন। কারণ, তাদের এ আচরণ ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ মনেরই বহিঃপ্রকাশ। উপর্যুক্ত উদ্দীপকেও সেখা যায় তথাকথিত বাবু সাহেবরা কুলি-মজুরদের তুচ্ছ করে দূরে ঠেলে দেয়।

উদ্দীপকের 'বাবুসার' আর 'জীবন-বন্দনা' কবিতার সংকীর্ণমনা'র আসলে একই মানসিকতার মানুষ। এদের জন্য সমাজ নির্মাণের মূল কারিগর শ্রমজীবীরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে সব সময় বঞ্চিত হয়।

২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

যৌবন সেবিয়াছি তাহাদের মোক- বাহারী বৈমানিকরণে অনন্ত আকাশের সীমা খুঁজিতে গিয়া গ্রান হারায়, অবিস্ফোরকরণে নব-পৃথিবীর সম্মুখে গিয়া আর কিরে না, গৌরীশূষ কক্সনজ্ঞানার শীর্ষদেশে অধিকার করিতে গিয়া বাহারী তুফান-ঢাকা গড়ে, অস্তল সমুদ্রের নীল মধুধার মণি আহরণ করিতে গিয়া সলিলসমাধি লাভ করে, মক্সপ্রহে, চন্দ্রলোকে বাইবার পথ আবিষ্কার করিতে গিয়া নিরাক্ষেপ হইয়া যায়।

ক. যারা উদ্ধৃত শির তারার কী লঙ্ঘন করতে যায়?

খ. কাজী নজরুল ইসলাম কেন যৌবন শক্তির অয়গান করেছেন?

গ. উম্মীপকের সাথে 'জীবন-বন্দনা' কবিতার সাদৃশ্য নির্ণয় কর।

ঘ. উম্মীপকে আলোকে 'জীবন-বন্দনা' কবিতাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

## ২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) যারা উদ্ধৃত শির তারার হিমালয় লঙ্ঘন করতে যায়।

খ) কবি কাজী নজরুল ইসলাম যৌবনের পূজারী। যুবকরাই জয় করে দুর্জয়কে। তাঁর মতে যৌবন মানুষকে দুঃসাহসী করে তোলে। মানুষ হিমালয়কে জয় করে, সমুদ্র পাড়ি দেয়, নতুন দেশ আবিষ্কারের জন্য মেরু-অঞ্চলসে বেড়িয়ে পড়ে। নতুন নতুন গ্রহ-লক্ষ্যে আবিষ্কারের দেশায় মহাশূন্যে পাড়ি জমায়। যৌবন শক্তির জোরেই মানুষ মৃত্যুকে পরোয়া না করে বুড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যৌবন শক্তির এ সকল বৈশিষ্ট্যের জন্যই কবি এর অয়গান করেছেন।

গ) কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় দুর্বীর-দুরন্ত যৌবনের প্রশংসা উচ্চারণ করেছেন। কারণ যৌবন হচ্ছে অতুলন প্রাণশক্তির আধার, যা মানুষের জীবনকে গতিশীল ও প্রত্যাশাময় করে তোলে। যৌবন শক্তির অধিকারীরা কঠিন শ্রমে পৃথিবীকে ভরিয়ে দেয় ফুল ও ফসলে; মৃত্যু সমাকর্ষ অরণ্যময় পৃথিবীকে করে তোলে মনোরম ও সুন্দর। একই সাথে লালনকে ভরাট করে নগর গড়ে; মেরু নুকে অভিযান চালায় ও আকাশ জয়ে ছুটে যায় গ্রহ-গ্রহান্তরে।

উম্মীপকের সাথে কবিতার তারুল্যশক্তির যে বৈশিষ্ট্য বিদূত হয়েছে তার যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। উম্মীপকের যৌবনশক্তির অধিকারীরা বৈমানিকরূপে অস্তর আকাশের সীমা পূজ্যে গিয়ে প্রাণ হারায়; নব পৃথিবী আবিষ্কার করার সন্ধানে ছুটে যায়; দুর্জয় পর্বত শৃঙ্গের শীর্ষদেশে অধিকার করতে যায়; আকাশ পথে ছুটে যায় গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে।

উপরিস্থ আলোচনা থেকে উম্মীপকের সাথে 'জীবন বন্দনা' কবিতার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

ঘ) কাজী নজরুল ইসলামের 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় তরুণদের অসীম দুঃসাহস, দুর্জয় যৌবনের গতিবেগ ও আত্মত্যাগের বৈশিষ্ট্য রূপায়িত হয়েছে।

তারুণ্যের শক্তিমত্তা, উদ্বেজনা ও কর্মযজ্ঞের অবিমিশ্র রূপকার কবি সমকালীন মানুষের চেতনায় তারুণ্যের দুর্লভ সন্ধানকার বীজ ও কর্মশিল্প সঞ্চারশীলতার উম্মীপনা জাগিয়েছেন। কবি মনে করেন, তরুণদের উদ্ভাবন গতির জন্য পৃথিবী মহাশূন্যে উদ্ধার বেগে ঘুরছে। তারুল্য শক্তিই স্বাপন-সকল দুর্গম এ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে রান্না করেছে কর্মত্ব মানবকণ্ঠ। তারাই ছবির এ পৃথিবীর মরুপ্রান্ত শূন্যতার এনেছে জীবনের চক্ষুগতি। তারুণ্যের এ শক্তি দুর্গম হিমালয়, অধঃ সাগর, অসীম মহাকাশ জয় করতেও দুর্বীর। উম্মীপকরাও তারুণ্যের সত্ত্বাবলময় শক্তির মহিমা কীর্তন করা হয়েছে। বীরত্ব, উদ্ভাবন, আবিষ্কার, চেতনা বিকাশে লভ্যতার যে অগ্নিগতি তা তারুণ্যেরই দান।

আলোচ্য কবিতা ও উম্মীপকে তরুণদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে। তারুল্য দুর্বীর বেগে এগিয়ে যায় প্রগতির পথে, যা 'জীবন-বন্দনা' কবিতা ও উম্মীপকের অস্ত্র মর্মবাহী।

### ১. নিচের উম্মীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

তুরাগ নামের তীরে এক মাসের জন্য একদল বেগে এসেছে। তা শুনে রোমেল একদিন পেল বেগেদের জীবন কেমন তা দেখতে। রোমেল বতই দেখেছে ততই অবাক হচ্ছে। কী দুঃসাহসী এ মানুষগুলো। সাপ বেগা দেবিছে, শিকড়-বাকড় বিক্সি করে এরা পরসা উপার্জন করে। এরা নৌকার খায়, নৌকার ঘুমায়, নৌকাই এদের সব। বড়-বড়ো উপেক্ষা করে এরা নৌকার নৌকার জীবন অতিবাহিত করে।

ক. নজরুল মরু-কবি হিসেবে কাদের গান গেয়েছেন?

খ. কবি কেন বেদে-বেদুইনদের গান গেয়েছেন?

গ. উম্মীশকে 'জীবন-বন্দনা' কবিতার কোন দিকটি বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে?

ঘ. 'কড়-কড়ু উপেক্ষা করে এরা নৌকায় নৌকায় জীবন অতিবাহিত করে' - বক্তব্যটি 'জীবন-বন্দনা' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

### ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) নজরুল মরু-কবি হিসেবে বেদে-বেদুইনদের গান গেয়েছেন।

খ) বেদে-বেদুইনরা হচ্ছে যাবাবর জাতি। বেদেরা আরবজবর্ষের আর বেদুইনরা আরবে বসবাস করে। তাদের ছারী কোনো নিবাস নেই। জীবন ও জীবিকার সহ্যে তারা দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটে বেড়ায়। প্রতি দিনত তারা প্রতিকূল পরিহ্রিতর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে টিকে থাকে। জীবনের কাছে সহজে তারা হার মানে না। সংগ্রাম করেই তারা তাদের অতিকূল টিকিয়ে রাখে। এভাবে কঠিন জীবনযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তারা যে বিপ্লব-অভিমান চালায় তা আমাদের আধুনিক সভ্যতার সূচনাকারী আদিম মানুষদের জীবনচক্রকেই মূর্ত করে তোলে। এ কারণেই যৌবনের পূজারি কবি শ্রমজীবী কঠিন সংগ্রামের মূর্তিমান প্রতিচ্ছবি বেদে-বেদুইনদের জয়গান গেয়েছেন।

গ) সামের কবি, মানবতার কবি, বিদ্রোহের কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় শ্রমজীবী মানুষের জয়গান গেয়েছেন। শ্রমিক, কৃষক, তরুণ অভিযান্ত্রিকরাই কবির কাছে শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে গণ্য হয়েছেন। এ কবিতায় তিনি তাঁর সে অভিযান্ত্রিক কথাই তুলে ধরেছেন।

উম্মীশকে রোমেল তুরাণ নদীর তীরে অবস্থান নেয়া বেদে সম্প্রদায়ের নুসাহসী জীবন-যাপন রীতি দেখে অবাক হয়ে যায়। বেদেরা নৌকায় নৌকায় ঘুরে বেড়ায়। সাপ খেলা দেখিয়ে, শিকড়-বাকর বিক্রি করে উপার্জিত সামান্য অর্থে তাদের দিন ওজরান হয়। কিন্তু অনিশিষ্ট ঠিকানার এ মানুষগুলো প্রতিদিনত জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করে। প্রতিদিন তাদের সামনে নতুন নতুন সংকট আসে। তবে সবার সংকটকে তারা সাহসের সাথে মোকাফেলা করে। কাজী নজরুল ইসলাম 'জীবন-বন্দনা' কবিতাতেও বেদে এবং আরবের যাবাবর জাতির সাহসিকতার কথা বলেছেন এবং তাদের বন্দনা করেছেন। নতুনের পূজারি, সাহসের ধবজাধারী কবি কাজী নজরুল ইসলাম মনে করেন বেদে-বেদুইনদের সংগ্রামী জীবনই প্রকৃত জীবন। উম্মীশকে রোমেলও মনে করে বেদে সম্প্রদায়ের সাহসী জীবন ধারা থেকে আমাদের অনেক কিছুই শেখার আছে। যারা নতুনের পথে যেতে ভয় পায়, সংকট মোকাবেলায় যারা ব্যর্থ - তাদের জীবন প্রকৃত জীবন নয় এবং যারা এই সাহসী মানুষদের ত্যাগ করে, অবহেলা করে তারাও প্রকৃত মানুষ নয়।

উম্মীশকে এই সাহসী মানুষদেরই বন্দনা করা হয়েছে। 'জীবন বন্দনা' কবিতায় ঘেঁষা সাহসী মানুষদের কথা বলা হয়েছে উম্মীশকে তারই একটি দিক উপস্থাপিত হয়েছে।

ঘ) কাজী নজরুল ইসলাম যেমন প্রেমের কবি, মানবতার কবি, তেমনি বিদ্রোহের কবি। তারশব্দের প্রতীক নজরুল ইসলাম ছিলেন শ্রমজীবী মানুষের দলে। 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কবি শ্রমজীবী মানুষের বন্দনা করেছেন।

'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কবি কৃষক, শ্রমিক, মানব প্রেমিক, তরুণ, অভিযান্ত্রিক, বিপ্লবী, বেদে-বেদুইনদের জয়গান করেছেন। সবার শ্রমজীবী মানুষের জয়গানের পাশাপাশি কবি বেদে ও আরবদের যাবাবর জাতি হিসেবে ব্যাত বেদুইনদের সাহসী জীবন-যাপন রীতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। বেদে-বেদুইনদের কোনো নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই। প্রতিদিনত তাদের নতুন নতুন সংগ্রামকে সঙ্গী করে অসংলগ্ন জীবনের পথে আসতে হয়। যুগে যুগে বেদে-বেদুইনরা অকারণ বিপ্লব অভিযান করে। অজানা গন্তব্য আর সংগ্রামী জীবনকে তারা নিজ নতুন রঙে রাঙিয়ে তোলে। সাহসের ডানায় ভর করে এরা জয় জিনিয়ে আসে। কোনো নাখই তাদের সামনে বড় হতে পারে না। তাই কবি নিজেও বন্দনা করেছেন মরু কবি হিসেবে। মৃত্যু এসব সাহসী বিপ্লবী

মানুষদের বন্দনা করে কবি সকল মানব জাতিকে জীবনের প্রকৃত স্বাদ অনুভব করার আহ্বান জানিয়েছেন। কেননা, এ পৃথিবীর সত্যতা, আনন্দময় জীবন ধারণে পেছনে শ্রমজীবী মানুষদের পাশাপাশি বেসে-বেদুইনদের মতো সাহসী মানুষদেরও অনেক অবদান রয়েছে।

তথাকথিত সত্য ও শিক্ষিত বলে বিবেচিত মানুষ এই শ্রমজীবী মানুষদের ভুলে যায়। 'তুচ্ছ ও অবহেলা করে। কিন্তু কবি বলেছেন এরাই প্রকৃত মানুষ। তাই কবি তাঁর 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় এসব শ্রমজীবী ও সাহসী মানুষদেরই বন্দনা করেছেন।

৪. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

তোমার প্রণাম করি ছুঁই দুই কর

বহা পৃথিবী আবাস করলে বজ্রমুষ্টি ধর

দুপায়ে অড়ের গতি ছুঁইছ উশাও

এছ থেকে গ্রহাঙ্করে দলি লীহারিকা।

পুছিলে সাগর তুমি, মরকে হলো

গড়িলে আবাসভূমি পর্বত উড়ালে।

ক. ধরবীর হাতে কারা ফসলের ফরমান এনে দেয়?

খ. কবি শ্রমজীবী মানুষের বন্দনা করেছেন কেন?

গ. উদ্দীপকের সাথে 'জীবন-বন্দনা' কবিতার সম্পর্ক নির্ণয় কর।

ঘ. 'জীবন-বন্দনা' কবিতার আলোকে উদ্দীপকটি বিশ্লেষণ কর।

### ৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) ধরবীর হাতে কৃষকরা ফসলের ফরমান এনে দেয়।

খ) শ্রমজীবী মানুষের কঠোর পরিশ্রমই এ পৃথিবীকে করেছে সুশোভিত, উন্নত ও আধুনিক। তাদের শ্রমে এ পৃথিবী ফুল ও ফসলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তারা মৃত্যু-জরাকীর্ণ অরণ্যায় কর্মমাক্ত পৃথিবীকে করে তুলেছে মনোরম ও বাসযোগ্য। যুগে যুগে মানব কল্যাণে এরা নিজেরদের জীবন ও বৌদ্ধ উৎসর্গ করেছে। কঠোর সাধনার মাধ্যমে নিজের জীবন তুচ্ছ করে তারা এই ধূসর পৃথিবীকে সুন্দর করে তুলেছে। আজকের এই সমাজ ও সভ্যতা নির্মিত ও টিকিয়ে রাখার অসংখ্যক মূলত তারা। এ কারণেই কবি এসব শ্রমজীবী মানুষের বন্দনা করেছেন।

গ) 'জীবন-বন্দনা' কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের একটি শ্রম-বন্দনামূলক কবিতা। কবির সমকালীন সমাজে মানবমুক্তির যে উদ্যোগ বাণী উচ্চারিত হয়েছিল 'জীবন-বন্দনা' কবিতাটিতে তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন রয়েছে। উদ্দীপকে বাদেনের স্তোত্র পরিশ্রমে পৃথিবীতে ফল ফলেছে কবি সপ্রভ চিত্তে তাদের অবদানের কথা স্মরণ করেছেন। কেননা, এসব শ্রমজীবী মানুষরাই তাদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে বহা পৃথিবীকে ফুল ও ফলে-মূলে ভরিয়ে দিয়েছে। উদ্দীপকে বারা অড়ের গতিতে পচাতে ফেলে গ্রহ-নক্ষত্র আবিষ্কারের নেশায় ছুটে যায়, সাগর ভরাট করে নগর গড়ে তোলে এবং মরুভূমির বুকে অভয়ালিকা নির্মাণ করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। 'জীবন-বন্দনা' কবিতায়ও কবি তাদের পাল পেয়েছেন, যারা তাদের কঠিন শ্রমের মাধ্যমে পৃথিবীকে ফুল ও ফসলে ভরিয়ে দিয়েছে, মৃত্যু সমকীর্ণ অরণ্যায় পৃথিবীকে করেছে সুন্দর ও মনোরম আর মানব কল্যাণের জন্য যুগে যুগে নিজেরদের জীবন উৎসর্গ করেছে। কবি নজরুল ইসলাম তারপরের সেই শক্তির বন্দনা করেছেন, যারা অসীম সাহস ও নিপুণ প্রাণশক্তি নিয়ে দুর্ভিক্ষ পর্বত অয় করেছে, সাগর ভরাট করে নগর নির্মাণ করেছে, মেরুর বুকে অভিযান চালিয়েছে কিংবা আকাশ জয়ে ছুটে গেছে গ্রহ থেকে গ্রহাঙ্করে। মানবমুক্তির পথে তারা কোনো বাধা মানে না কবি তাঁর 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় আকৃষ্টচিত্তে তাদেরও জয়গান গেয়েছেন। এদিক থেকে 'জীবন-বন্দনা' কবিতা আর উদ্দীপক যেন একই সুরে গীতা।

ঘ) চির যৌবনের পুজারি কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় শ্রমজীবী ও তারল্য শক্তির জয়গান গেয়েছেন। কবি তাদের জয়গান গেয়েছেন যারা কঠিন শ্রমে পৃথিবীকে ফুল ও ফসলে ভরিয়ে দেয়। যারা অক্লান্ত্যে মৃত্যু সমাকীর্ণ পৃথিবীকে করে সুন্দর ও মনোরম, যারা যুগে যুগে দেশে দেশে মানব কল্যাণে আহ্বাজ্ঞতি দেয়। কবি তারল্যের শক্তির অধিকারী সেসব মানুষদের জয়গান গেয়েছেন যারা অসীম সাহস ও বিপুল প্রাণশক্তি নিয়ে জয়ের নেশায় ছুটে চলে গ্রহ হতে গ্রহাচ্ছরে, যারা হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ স্পর্শ করতে যায়, যারা সমুদ্র ভরাট করে নগর নির্মাণ করে, যারা মেরুনা বৃক্কে অভিযান চালায়, যারা মানব মুক্তির পথে কোনো বাধা মানে না। কবি তাঁর 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় এসব মানুষেরই বন্দনা করেছেন। আলোচ্য উদ্দীপককেও ঠিক একই সুর ধ্বনিত হয়েছে। এখানেও এসব শ্রমজীবী ও সাহসী মানুষদের বন্দনা করা হয়েছে।

৫. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

সৃষ্টির আদিতে এ পৃথিবী ছিল বন-জঙ্গল ও হিংস্র জীব-জন্তুতে পরিপূর্ণ। মানুষ তখন আদিম জীবন-যাপন করতো। পাথরে পাথর ঘষা দিয়ে আভন তৈরিাতো। শ্রমজীবী মানুষ তাদের কঠিন শ্রমে পৃথিবীকে ভরিয়ে দিয়েছে ফুল ও ফসলে। মৃত্যু সমাকীর্ণ অক্লান্ত্যে পৃথিবীকে তারা ই করে তুলেছে সুন্দর ও মনোরম।

ক. অমরাবতী শব্দের অর্থ কী?

খ. জীবন-বন্দনা কবিতায় কবি কাদের বন্দনা করেছেন?— কেন?

গ. উদ্দীপকে 'জীবন-বন্দনা' কবিতার কোন দিকটি ফুটে ওঠেছে?— কীনা কর।

ঘ. শ্রমজীবী মানুষরাই মৃত্যু সমাকীর্ণ অক্লান্ত্যে পৃথিবীকে করে তুলেছে সুন্দর ও মনোরম— 'জীবন-বন্দনা' কবিতার আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

### ৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) অমরাবতী শব্দের অর্থ 'বর্ষ'।

খ) জীবন-বন্দনা কবিতায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তারল্য শক্তি ও শ্রমজীবী মানুষের জয়গান গেয়েছেন। শ্রমজীবী মানুষের কঠিন শ্রমের ফলেই আজকের এই আধুনিক সভ্যতা। তাদের কঠোর শ্রমের ফলেই পৃথিবী এতো সুন্দর ও সমৃদ্ধ। কবি তারল্যের সেই শক্তিকে বন্দনা করেছেন। যারা অসীম সাহস ও বিপুল প্রাণশক্তি নিয়ে অজৈয়ব জয় করে, মানবমুক্তির সংগ্রামে আহ্বাজ্ঞতি করে।

গ) উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে, সৃষ্টির আদিতে এ পৃথিবী ছিল বন-জঙ্গল ও হিংস্র জীব-জন্তুতে পরিপূর্ণ। মানুষ তখন আদিম জীবন-যাপন করত। তারপর শ্রমজীবীরাই এ মৃত্যু সমাকীর্ণ অক্লান্ত্যে পৃথিবীকে করে তুলেছে সুন্দর ও মনোরম। উদ্দীপকটি 'জীবন-বন্দনা' কবিতার মূল বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ সেখানেও বলা হয়েছে, আজকের আধুনিক সভ্যতার মূলে রয়েছে শ্রমজীবী মানুষের অবদান। শ্রমজীবী মানুষ এই পৃথিবীকে ভরিয়ে দিয়েছে ফুল ও ফসলে। পৃথিবী এক সময় অক্লান্ত্যে ও হিংস্র জীব-জন্তুতে পরিপূর্ণ ছিল। এই অক্লান্ত্যে মৃত্যু সমাকীর্ণ পৃথিবীকে শ্রমজীবী মানুষরাই সুন্দর ও মনোরম করে তুলেছে।

ঘ) বর্তমান এ উন্নত পৃথিবী আদিতে ছিল বন-জঙ্গল ও হিংস্র জীব-জন্তুতে পরিপূর্ণ। মানুষ ছিল তখন অসহায়। হিংস্র জীব-জন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষ সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করত। পাথরে পাথরে ঘষা দিয়ে আভন তৈরিাতো। শ্রমজীবী মানুষ কঠিন শ্রমে পৃথিবীকে ভরিয়ে দিয়েছে ফুল ও ফসলে। হাতে তুলে নিল পাথর, পাতল হাতিয়ার। পাথরের সাথে পাথর ঘষা দিয়ে তৈরিাতো আভন। অক্লান্ত্যে মানুষ পেল সভ্যতার সন্ধান। তারপর এই পৃথিবী পর্যায়ক্রমে বিকশিত হতে হতে পেল আধুনিকতার সন্ধান। এই সভ্যতা ক্রমবিকাশের পথেই রয়েছে যুগ-যুগান্তরের লক্ষ-কোটি মানুষের অক্লান্ত শ্রম, মেধা ও তারল্য শক্তির অবদান। শ্রমজীবী মানুষ তাদের কঠোর শ্রমের ফলে বস্তু এই পৃথিবীকে ভরিয়ে দিয়েছে ফুল ও ফসলে। তারা অক্লান্ত্যে মৃত্যু

সমাকীর্ণ পৃথিবীকে করেছে সুন্দর ও মনোরম। তারা পাহাড় কেটে গড়ে তুলেছে সুরমা অট্টালিকা। কবি 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় সেই সব শ্রমজীবী মানুষের বন্দনা করেছে অকুণ্ট চিত্রে। কবির সভ্যতার বিকাশে তাদের অবদান অনস্বীকার্য।

৬. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে সজ্ঞান করে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। শ্রমজীবী মানুষের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উত্তর ধরীয়কে শস্য-শ্যকলা করে তুলেছে। এরাই খাদ্য-সমৃদ্ধ পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে গড়ে তুলেছে। এদের কঠোর শ্রমের স্বীকৃতিস্বরূপ ধরনী সজ্জিত হয়েছে ফুল-ফলে। মানব সভ্যতার আদিকালে গড়ে উঠেছিল কৃষি ব্যবস্থা। এ কৃষির মাধ্যমেই মানুষ উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখার সুযোগ পেয়েছিল। কৃষি ব্যবস্থার পত্তন না হলে বর্তমান সভ্যতার চিত্রাই করা যেত না।

ক. জ্ঞাতা ধরনী ভালি ভরা ফুল-ফল দিয়ে কী দেয়?

খ. কবি কাদের গান গেয়েছেন?

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'জীবন-বন্দনা' কবিতার মূল বক্তব্যের যে সাদৃশ্য রয়েছে তা আলোচনা কর।

ঘ. সভ্যতার ক্রমবিকাশে শ্রমজীবীদের যে অবদান রয়েছে তা 'জীবন-বন্দনা' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

### ৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) জ্ঞাতা ধরনী ভালি ভরা ফুল-ফল দিয়ে নজরানা দেয়।

খ) কবি শ্রমজীবী মানুষের গান গেয়েছেন। যুগ-যুগান্তে বিশ্ব গভীর করিগর হিসেবে আপন ঘামে পৃথিবীর মাটিকে সিক্ত ও উর্বর করেছে শ্রমজীবী তরল নল। নিফলা মাটিতে ফলিয়েছে ফসলের সন্ডার। তাদের পরিশ্রমের আদলে বিশ্ব পেল সুদৃশ্য অপরূপ রূপ। তাদের আত্মত্যাগের মহিমায় প্রাণীই হলো মাঠ, ঘাট ও গ্রাঁড়র। তারা অজ্ঞেয়কে জয় করেছে। ফুল-ফলে পূর্ণ করেছে পৃথিবী। সব প্রতিকূল্যতায় প্রাচীর ভিসিয়ে গড়ে তুলেছে বাসযোগ্য সমতল পৃথিবী। তাই কবি এসব শ্রমজীবী মানুষের জয়গান গেয়েছেন।

গ) সভ্যতার উদ্যোগে পৃথিবী ছিল খাদ্য-সমৃদ্ধ, ধরিত্রী ছিল নিফলা ও বহুর। কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের কাছে পরাজিত হয়েছে খাদ্যনসমৃদ্ধ অরুণ্য, বহুর ভূমি বিশ্বগভীর করিগর শ্রমজীবী মানুষের জয়গান উচ্চারিত হয়েছে 'জীবন-বন্দনা' কবিতায়। এ কবিতায় কবি তাদের জয়গান গেয়েছেন যারা শ্রমের দ্বারা পৃথিবীকে ফুল ও ফলে জরিয়ে দেয়, যারা মৃত্যু সমাকীর্ণ অরণ্যময় পৃথিবীকে মনোরম ও সুন্দর করে তুলেছে। যারা মানব কল্যাণে আত্মত্যাগ দিয়েছে দেশে দেশে কালে কালে। শ্রমজীবী মানুষ তাদের ঘামে উর্বর করেছে পৃথিবীর অনূর্বর ভূমি। তাদের শিশুর হাতের জোঁয়ার আজকের পৃথিবী বাসযোগ্য হয়েছে। জীবনের সব প্রতিকূল্যতাকে তুচ্ছ করে, লাভ-লোকসানের হিসাব না করে তারা দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে নতুন আবিষ্কারের সন্ধানে। তারা অজ্ঞেয়কে জয় করেছে, মানব সমাজের কল্যাণে জীবন বিলিয়ে দিয়েছে। কবির সব বন্দনা তাদেরকে ঘিরে। কেননা আজকের সুদৃশ্য পৃথিবী, তিলোত্তমা নগরী, শ্যামল সমতল, ফসলের মাঠ সবখানেই তাদের শ্রমের প্রতিচ্ছবি।

উদ্দীপক যেন এখানে 'জীবন-বন্দনা' কবিতারই প্রতিচ্ছবি। তাই কবি যার, উদ্দীপক এবং 'জীবন-বন্দনা' কবিতার মূল বক্তব্য অত্যন্ত সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ) কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় শ্রমজীবী মানুষের জয়গান গেয়েছেন। মানব সভ্যতার আদিকালে পৃথিবী ছিল বন-জঙ্গল আর হিংস্র জন্তুর পরিপূর্ণ। ভয়ঙ্কর সেই পৃথিবীকে বর্তমানের সুন্দর মনোরম পৃথিবীতে পরিণত করেছে শ্রমজীবী মানুষ আর দুর্বীর তারল্যশক্তি। শ্রমজীবী মানুষেরা কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে মাটিতে ফল ফলায়। তারা অত্যন্ত কঠিন শ্রমের বিনিময়ে সমগ্র মানবজাতির খাদ্যের চাহিদা পূরণ করে থাকে। শ্রমজীবী মানুষের রক্ত ও ঘামেই গড়ে ওঠে নতুন সভ্যতা এবং পৃথিবী হয়ে ওঠে সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর। কবি তারশ্রমের সেই শক্তিকে বন্দনা করেন, যারা অসীম সাহস ও বিপুল প্রাণশক্তি নিয়ে দুর্ভিক্ষ পর্বত জয় করে, মেঘের বুকে অভিমান ঢালায় নানা তথ্য অনুসন্ধান ও তত্ত্ব বিশ্লেষণের প্রবল নেশার। যারা জীবন



বিশদ করে আকাশ জগৎ ছুটে যায় গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। এ সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ সর্বদাই জগতের মঙ্গলের জন্য কাজ করেছেন নিরন্তর। সমস্ত ক্রান্তি ও পরিপ্রান্তির মূলে রয়েছে কল্যাণ কামনার প্রবল চেতনা। মানব মুক্তির অঙ্গশালায় মুক্তকোই প্রাণের মায়া ত্যাগ করে অধিকার আদায়ের ভরসার মুখে কঁপিয়ে পড়তে পারে। তাই কবি যৌবন শক্তির প্রশংসাকীর্ণন গিয়েছেন। পরিশেষে কবি যায়, সত্যতার রূপবিকাশে এসব শ্রমজীবী মানুষ ও তারল্যশক্তির অবলম্বন অপরিণীম।

৭. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

হযরত মুহাম্মদ (স.) শ্রমিকদের অত্যন্ত সম্মান করতেন। তিনি নিজেরও শ্রমিকদের সঙ্গে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। শ্রমিকের শরীরের ঘাম তকাদোর পূর্বেরি তাদের পারিশ্রমিক প্রদানের বিষয়ে তিনি তাঁর উন্নততাকে নির্দেশ দিয়েছেন। এর মাধ্যমে মূলত শ্রম ও শ্রমিকের প্রতিই তিনি সম্মান প্রদর্শন করেছেন। শ্রমকে উৎসাহিত করে ভিক্ষাবৃত্তিকে তিনি দূরে ঠেলেছেন। তিনি ভিক্ষকের হাতে ভিক্ষার কপালে কুঠার তুলে দিয়ে পরিশ্রম করার ব্যাপারে মানব-জাতিকে উৎসাহিত করেছেন। শ্রমিকদের 'ভাই' সন্বোধন করে তাদের প্রতি তিনি যে মর্যাদা দেখিয়েছেন তা মূলত শ্রমেরই জয় ঘোষণা করে।

ক. বীত কার সন্ধান?

খ. 'ধরনী-মেরীর বীত' কবিতা দিয়ে কী বুঝানো হয়েছে?

গ. 'নবীজী শ্রমিকদের 'ভাই', সন্বোধন করে যে মর্যাদা দেখিয়েছেন তা মূলত শ্রমেরই জয় ঘোষণা করা'-'জীবন-বন্দনা' কবিতার আলোকে উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'শ্রমিকের গায়ের ঘাম তকাদোর পূর্বেরি তাদের পারিশ্রমিক প্রদান কর'-উক্তিটির আলোকে দেখাও যে 'জীবন-বন্দনা' কবিতার কাজী নজরুল ইসলাম নবীজীর কথা অনুসরণ করে শ্রমিকের জয়গান গিয়েছেন।

### ৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) বীত মেরীর সন্ধান।

খ) 'ধরনী-মেরীর বীত' কবিতা কাজী নজরুল ইসলাম 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় প্রতীকী অর্থে ব্যবহার করেছেন। ধরনী-মেরীর বীত হচ্ছে পৃথিবীমাতার সন্ধান। মা মেরীর সন্ধান বীতখ্রিস্ট মানব জাতির মঙ্গলের জন্য নিজেকে বলিয়ে নিয়েছেন। বীতের মতোই এ পৃথিবীর যে মানব সন্তানরা মানবকে কল্যাণে মানুষে মানুষে মৈত্রী, সৌহার্দ্য, আত্মত্ব ও প্রেমের বাণী প্রচারে নিজেকে উজ্জ্বল করে দিয়েছেন তাদেরকেই কবি 'ধরনী-মেরীর বীত' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

গ) কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সাহিত্যকর্মের সব সময় তারল্য ও শ্রমজীবী মানুষের জয়গান গিয়েছেন। 'জীবন-বন্দনা' কবিতাতেও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি কবির আলোবালা ব্যক্ত হয়েছে।

উদ্দীপকে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর শ্রমিক ও শ্রমের প্রতি মর্যাদাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কথা ফুটে উঠেছে। নবীজী ভিক্ষার কুন্ডির বদলে সকলকে কাজ করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। শ্রমিককে তিনি 'ভাই' সন্বোধন করে যেমন শ্রমিকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন, তেমনি শ্রমের প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি করেছেন। কাজী নজরুল ইসলামও এই সত্যে বিশ্বাসী। তাই কবি বার বার শ্রমিকের প্রসঙ্গ এনেছেন। তাদের কর্মের সামনে নত শিরে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। জীবন-বন্দনা কবিতায় কবি কৃষকের জয়গান গিয়েছেন, যারা এ পৃথিবীকে আমাদের জন্য বাসযোগ্য করে তুলেছেন তাদের ভক্তি করেছেন। বেঙ্গ-বেঙ্গুইন্দের সাহসী জীবন রীতিকে প্রাণসা করেছেন। যারা মানবের কল্যাণে যুগে যুগে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন, যারা বিপ্লব-অভিযান করে পরজাতিত্বের শৃঙ্খল থেকে জাতিকে মুক্ত করেছেন কবি তাদের জয় ঘোষণা করেছেন। নিজেকেও তাদের দলভুক্ত করেছেন। কবির দৃষ্টিতে এরাই প্রকৃত মানুষ। কিন্তু যারা এ শ্রমজীবীদের তৃষ্ণা করে, বর্বর বলে গালি দেয় কবি তাদেরকে বিচার দিয়েছেন। শ্রমজীবী মানুষের প্রতি কবির এই আলোবালা নবীজীর চেতনায়ই বৃষ্টিপ্রকাশ।

## জীবন-বন্দনা

ঘ) সায়ের কবি, তারগোঁড় কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় শ্রমজীবী মানুষের জগদান পেয়েছেন। 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কবি কৃষকের বন্দনা করেছেন, কৃষকের পৃথিবীতে কঠিন মাটি কর্ষণ করে ফসল ফলার। শ্রমিকরা কঠোর পরিশ্রম করে এ নগর সভ্যতা গড়ে তোলেন, আদিম, বর্ষা বলে খ্যাত মানুষগুলোই আমাদের জন্য এ পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তুলেছেন। যে তারগোঁড় শত বাধা উপেক্ষা করে নতুন পথের সন্ধানীদের কবি বন্দনা করেছেন। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (স.) ছিলেন মানব অঙ্কপ্রাণ। নবীজী ছিলেন শ্রমজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তিকুকের হাতে তিকা তুলে না দিয়ে নবীজী কুঠার তুলে দিয়ে শ্রমকে উৎসাহিত করেছেন। কাজী নজরুল ইসলামও তাঁর সাহিত্যকর্মে বার বার শ্রমিকের মর্যাদা দানের কথা বলেছেন। শ্রমিকের গান, ধীবরের গান, কুশি-মকুদ, ফরিদান প্রকৃতি কবিতার মধ্যে 'জীবন-বন্দনা' কবিতাতেও কবি এসব শ্রমজীবী মানুষের বন্দনা করেছেন। যারা এ পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তুলে নগর ও সভ্যতার গন্ধ করেছেন তাদেরকে যেসব তথাকথিত নাজ শ্রেণির মানুষ অবহেলা করে তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র বলে গালি দেয় কবি সেসব মুখোশাধারী সভ্য মানুষদেরই সংকীর্ণমনের মানুষ হিসেবে আঁখা দিয়ে শ্রমজীবী মানুষদের মর্যাদা দান করেছেন। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'জীবন বন্দনা' কবিতায় মূলত শ্রমজীবীদের সম্পর্কে নবীজীর নৃতিভঙ্গিকেই ফুটিয়ে তুলেছেন।

সূত্রানু বলা যায়, আলোচ্য উক্তি 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

## ● বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- কাজী নজরুল ইসলাম ছোটবেলার কোন গানের দলে যোগ দেন?  
 ক মেটো                      খ গিটো  
 গ সেটো                      ঘ চেটো
- কাজী নজরুল ইসলামের সর্বাধিক জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ কোনটি?  
 ক বিখের বাণি              গ অগ্নিবীণা  
 ঘ ছায়ানট                  ঘ যৌবনের গান
- কবি কাদের জগদান রচনা করেন?  
 ক শ্রমজীবীদের              খ পুরুষদের  
 গ মেয়েদের                  ঘ মাঝিদের
- 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কি লক্ষ্যে রাখা?  
 ক হিমায়                      গ কামদানজ্ঞা  
 ঘ পর্যন্ত                      ঘ সমুদ্র
- 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় শেষ অর্ধ পর্ব কয় মাত্রায়?  
 ক ৪ মাত্রায়                      গ ৩ মাত্রায়  
 ঘ ২ মাত্রায়                      ঘ ১ মাত্রায়
- 'বেদে' কাজী?  
 ক তারতবর্ষের যাবাবর জাতি  
 খ আরবের যাবাবর জাতি বিশেষ  
 গ ইরানের যাবাবর জাতি  
 ঘ আমেরিকার জাতি বিশেষ
- কাজী নজরুল ইসলাম এর প্রিয় ছন্দ কোনটি?  
 ক ৮ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দ  
 ঘ ৬ মাত্রার মধ্যবৃত্ত ছন্দ  
 গ ৬ মাত্রার স্বরবৃত্ত ছন্দ  
 ঘ ৫ মাত্রার মাত্রবৃত্ত ছন্দ
- 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কবি 'উদ্ধৃত শির' বলতে কাদের বুঝিয়েছেন?  
 ক দুরন্তদের                      গ দুর্নির্বাচনো  
 ঘ অনবদীনের                  ঘ বার্থপরদের
- শ্রম-কিনাফ কঠিন কাদের সম্পর্কে কথা হয়েছে?  
 ক কামারদের                      গ কুমারদের  
 ঘ জেলেরদের                  ঘ কৃষকদের
- 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় উল্লিখিত অসীমাকাশ কী?  
 ক শূন্যলোক                      গ বর্ষলোক  
 ঘ মহাপৃথিবী                      ঘ আদিম সভ্যতা

## জীবন-বন্দনা

১২. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কনের বাঘ, মজুর, সিংহ সহযোগে কারা বনবাস করে?

- ক বর্বররা                      খ সত্তরা  
গ চঞ্চলরা                      ঘ পরাধীনরা

১৩. 'কুমুদিত' শব্দটি 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

- ক আকাশ                      খ পাতাল  
গ পৃথিবী                      ঘ শূন্যলোক

১৪. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম কী মুখিয়েছেন?

- ক ভয়ঙ্কর যুদ্ধক্ষেত্র                      খ ভয়ঙ্কর মধ্যরী  
গ ভয়ঙ্কর মাঠ                      ঘ ভয়ঙ্কর পৃথিবী

১৫. কাজী নজরুল ইসলাম নিজে 'মরু কবি' হিসেবে অভিযুক্ত করেছেন কেন?

- ক কবির যৌবন জিমিত হয় বলে  
খ কবি যৌবনের পুছরি বলে  
গ কবি সাহসী বলে  
ঘ কবি ব্রাহ্ম বলে

১৬. কাজী নজরুল ইসলাম অস্ত্রাশ্রয় শক্তির জয়গান গেয়েছেন কেন?

- ক শক্তিমন্ত্রের জন্য  
খ অনীম সাহস ও বিপুল প্রাণশক্তির জন্য  
গ বিলাসিতার জন্য  
ঘ মুক্তমনের জন্য

১৭. কাজী নজরুল ইসলাম কবিতাটিকে কোন অর্থে সার্থক করেছেন?

- ক মানুষের কর্মকে শ্রদ্ধা করে  
খ মানুষকে শ্রদ্ধা করে  
গ পৃথিবীর সভ্যতা আনয়নকারীদের প্রশংসা করে  
ঘ মানুষকে মনে রেখে

১৮. 'নব-প্রেম-গান' 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

- ক উদ্বোধনী গান                      খ আশ্রমী গান  
গ ভালোবাসার গান                      ঘ ভুলে থাকার গান

১৯. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় সাথে নিচের কোন কবিতাটির মিল বুঝে পাওয়া যায়?

- ক আমার পূর্ব বাংলা                      খ যৌবনের গান  
গ অঠারো বছর বয়স                      ঘ পায়েরি

২০. 'মহাবিশ্বে পৃথিবী প্রচণ্ড বেশে ঘুরছে।' এটি কার ভক্তিমতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

- ক নিউটন                      খ জিওদার্নো ব্রুনো  
গ কোপার্নিকাস                      ঘ নিউটন হকিং

২১. কবিতার ছন্দ নির্ণয়ে মাত্রা গণনার ক্ষেত্রে কোনটির ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়?

- ক কবিতার অলঙ্কার                      খ কবিতার পদ্যিক  
গ কবিতার শব্দ                      ঘ কবিতার শব্দের অক্ষর

২২. 'কপ-মজুর' কোন সমাসের উদাহরণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য?

- ক তৎপুরুষ                      খ বস  
গ কর্মচার্য                      ঘ ষিও

২৩. 'সিঁড়ি'র শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে গঠিত বলে তুমি মনে কর?

- ক সমাসযোগে                      খ প্রত্যয়যোগে  
গ উপসর্গযোগে                      ঘ সন্ধিযোগে

২৪. জীবন-বন্দনা কবিতায় কী বোঝানো হয়েছে?

- ক জীবনের বন্দনা                      খ শ্রমজীবীদের প্রশংসা  
গ শোষণের প্রার্থনা                      ঘ শোষণের বন্দনা

২৫. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কবির কোন দৃষ্টিকোণ প্রকাশিত হয়েছে?

- ক সাম্যবাদী দৃষ্টিকোণ  
খ মেহনতি মানুষের প্রতি ভালোবাসা  
গ শ্রমজীবীদের প্রশংসা  
ঘ সভ্যতার প্রতি কঠোরতা

২৬. কাজী নজরুল ইসলাম কোন অর্থে কবিতাটি সার্থক করেছেন?

- ক মানুষের কর্মকে শ্রদ্ধা করে  
খ মানুষকে শ্রদ্ধা করে  
গ পৃথিবীর সভ্যতা আনয়নকারীদের প্রশংসা করে  
ঘ মানুষকে মনে রেখে

২৭. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় উল্লিখিত যৌবন বেশ খামে না কেন?

- ক নতুন পৃথিবী বিনির্মাণে                      খ সুন্দর করার আশায়  
গ হিমালয় জয় করতে                      ঘ সিঁড়ি পানি শুষে নিতে

২৮. 'জীবন-বন্দনা' কবিতা কোন কাব্যছন্দের অন্তর্গত?

- ক খিচের বাঁশি                      খ গিছু হিমোল  
গ নছা                      ঘ জ্যান্ট

২৯. জ্ঞাতা ধরনী কাকে নজরানা দেয়?

- ক শোষণকে                      খ ভূমিদস্যকে  
গ কৃষকে                      ঘ সুবকে

৩০. কাদের শাসনে এ ধরনী সুন্দর হলো?

- ক কৃষিজীবীর শাসনে                      খ শ্রমজীবীর শাসনে  
গ মানুষের শাসনে                      ঘ জমিদারের শাসনে

৩১. 'গরে' এর শিট চলিত রূপ কোনটি?

- ক নিরে                      খ গরে  
গ নিরে                      ঘ নিয়েছেন

## জীবন-বন্দনা

৩২. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় ধরণী কিসের মতো দুরূহ?

- ক উষ্ণার মতো                      গ বনের মতো  
 গ ঢাকার মতো                      ঘ কলের মতো

৩৩. কাজী নজরুল ইসলাম নিম্নে কোন ধরনের কবি বলে অভিহিত করেছেন?

- ক ভীম কবি                      গ নরকবি  
 গ বিদ্রোহী কবি                      ঘ সাধারণ কবি

৩৪. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় শেষ অপরূপ পর্ব কয় মাত্রার?

- ক ৪ মাত্রার                      গ ৩ মাত্রার  
 গ ২ মাত্রার                      ঘ ১ মাত্রার

৩৫. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কবি উদ্ধৃত শির বসতে কাদের বুঝিয়েছেন?

- ক দুরভঙ্গের                      গ দুর্বিনীতদের  
 গ অসংযমীদের                      ঘ বার্থপরদের

৩৬. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় নবীন জগৎ সজ্জনে বসতে কাজী নজরুল ইসলাম কী বুঝিয়েছেন?

- ক নতুন পৃথিবী                      গ সুনস্কারমুক্ত পৃথিবী  
 গ জরাগ্রস্ত পৃথিবী                      ঘ অন্ধকার নিমজ্জিত পৃথিবী

৩৭. কারা যীত খ্রিষ্টকে নিয়ে প্রথমে বন্দনাধীতি করে?

- ক বর্বররা                      গ যাবাবররা  
 গ যুবকেরা                      ঘ শ্রমজীবীরা

৩৮. 'নব প্রেম গান' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

- ক উদ্বোধনী গান                      গ আশ্রমী গান  
 গ ভালোবাসার গান                      ঘ ভুলে থাকার গান

৩৯. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় যুগে যুগে মানুষ বিপ্লব অভিধান করে কেন?

- ক স্বাধীন হওয়ার জন্য  
 গ অধিকার আদায়ের জন্য  
 গ মনের শক্তির জন্য  
 ঘ আশা-অস্বাচ্ছন্দ্য ব্যর্থতার জন্য

৪০. কাজী নজরুল ইসলাম এর লেখার উপজীব্য বিষয় কী?

- ক সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করা  
 গ দরিদ্রদের নিয়ে লেখা  
 গ সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ  
 ঘ বৈষম্যহীন লেখা

৪১. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কাদের জয়গান গীত হয়েছে?

- ক শোষকদের                      গ শোষিতদের  
 গ শ্রমজীবীদের                      ঘ রাজাবাদশাদের

৪২. কারা সাধ করে পরল পেয়ালার মুখে তুলে নেয়?

- ক যারা ভীতু                      গ যারা অসংযমী  
 গ যারা বীরপুরুষ                      ঘ যারা অকৃতজ্ঞ

৪৩. জীবন-বন্দনা কবিতাটি কোন কাব্যরচনার অন্তর্গত?

- ক বিদ্রোহ বাণী                      গ সিদ্ধ হিম্মত  
 গ নৃত্য                      ঘ জয়গান

৪৪. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কারা হিম্মত নক্ষন করতে দেখা?

- ক যাবাবর রূপী তরুণ                      গ যাবাবররা  
 গ শক্তিশালী পীরেরা                      ঘ নব অভিযাত্রিকরা

৪৫. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় যারা নতুন সমাজ গঠনের জন্য সংগ্রাম করে কবি তাদের কেমনভাবে গ্রহণ করেছেন?

- ক সম্মানের সঙ্গে                      গ আপত্তিজনক দৃষ্টিতে  
 গ তারচেয়ে                      ঘ ভীম দৃষ্টিতে

৪৬. 'জীবন-বন্দনা' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?

- ক অকবিত্ব ছন্দে                      গ মুক্ত ছন্দে  
 গ 'স্ববৃত্ত' ছন্দে                      ঘ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে

৪৭. যীতখ্রিষ্ট কে?

- ক মা মেরীর পুত্র                      গ মা ফাতেমার পুত্র  
 গ মা আমেদার ডাতিজা                      ঘ পৃথিবীর পুত্র

৪৮. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় 'উদ্ধৃত শির' বসতে কাদের বুঝিয়েছেন?

- ক দুরভঙ্গের                      গ দুর্বিনীতদের  
 গ অসংযমীদের                      ঘ বার্থপরদের

৪৯. 'অসংযমী' বলে কাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে?

- ক উচ্ছলকে                      গ বীধন হারাকে  
 গ বীরকে                      ঘ কান্দুরকে

৫০. 'ফরমান' শব্দের অর্থ কী?

- ক খবর                      গ আদেশ  
 গ উপদেশ                      ঘ নির্দেশ

৫১. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কোন মাসে নদী বাধা মানে না?

- ক চৈত্রে                      গ বৈশাখে  
 গ হেমন্তে                      ঘ আশ্বিনে

৫২. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় বন্য-শাপন-সমুদ্র-জরা-মৃত্যু-ভীষণ ধরা' বসতে কোন সময়কে বোঝানো হয়েছে?

- ক আধুনিক সময়                      গ অতীত সময়  
 গ সুন্দর সময়                      ঘ কৃষি সভ্যতার সময়

৫৩. যাবাবর শিকারী কেমন বেশে যীতকে দেখতে আসে?

- ক ধীরে ধীরে                      গ দ্রুত বেশে  
 গ দুর্ভয়-বেশে                      ঘ বিশ্রাম নিয়ে

৫৪. কারা সাধ করে গরল পিয়ালার মুখে তুলে নেয়?

- ক ভীতু                      গ যারা অসংযমী  
 গ বীরপুরুষ                      ঘ যারা অকৃতজ্ঞ

## জীবন-বন্দনা

৫৫. 'জীবন-বন্দনা' কবিতার রচয়িতা কে?

- ক কাজী নজরুল ইসলাম      খ আব্দুল কাদির  
গ সুফিয়া কামাল      ঘ আহসান হাবীব

৫৬. কাজী নজরুল ইসলাম কত খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন?

- ক ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে      খ ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে  
গ ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে      ঘ ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে

৫৭. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কবি কোন বাণী উচ্চারণ করেছেন?

- ক সমকালীন মজলার বাণী  
খ সমকালীন মানবমুক্তির বাণী  
গ নজরুল অসম্পত্তকার বাণী  
ঘ বিশ্বযুদ্ধোত্তর মানব মুক্তির বাণী

৫৮. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কবি কোন শক্তির উল্লেখ করেছেন?

- ক শ্রমজীবীর শক্তি      খ ভাটপোষের শক্তি  
গ অসংযমীর শক্তি      ঘ বীতর শক্তি

৫৯. 'জীবন-বন্দনা' 'দ্রোণ ধরনী' কৃষককে কী নজরানা দেয়?

- ক জলি      খ অসহায়ত্ব  
গ ফুল-ফল      ঘ ভূরা

৬০. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় উল্লিখিত 'যাযাবর' কারা?

- ক যাদের নির্দিষ্ট স্থান আছে  
খ যাদের নির্দিষ্ট জুখও নেই  
গ যারা পরনির্ভরশীল  
ঘ যাদের নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই

৬১. 'অমরাবতী' অর্থ কী?

- ক বিশ্রামের স্থান      খ ভালো জায়গা  
গ বর্ষ      ঘ দোষ

৬২. 'বেদুইন' কোথাকার যাযাবর জাতি?

- ক ভারতের      খ আরবের  
গ ইউরোপের      ঘ গ্রীল্যান্ডের

৬৩. 'জীবন-বন্দনা' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?

- ক অক্ষরবৃত্ত ছন্দ      খ বসন্ত ছন্দ  
গ মুক্তক ছন্দ      ঘ মাত্রাবৃত্ত ছন্দ

৬৪. কাজী নজরুল ইসলাম কত খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?

- ক ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে      খ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে  
গ ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে      ঘ ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে

৬৫. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় শ্রম-কিনার-কঠিন কাদের সম্পর্কে কথা হয়েছে?

- ক কামারদের      খ কুমারদের  
গ জেলেদের      ঘ কৃষকদের

৬৬. যৌবন বেগ ধামে না কেনা?

- ক নতুন পৃথিবী বিনির্মাণে      খ সুন্দর করার আশায়  
গ হিরণ্যের ভয় করতে      ঘ নিছুর পানি গড়ে নিতে

৬৭. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় বিদ্রোহী ইচ্ছা করে নুকে বর্শা হানে কেন?

- ক দেশের বার্থে আপন বার্থ বিপ্লব করতে  
খ নিজের শাস্তিবরণ  
গ আত্মসুখ পরিত্যাগের জন্যে  
ঘ পরোপকারের জন্যে

৬৮. কাজী নজরুল ইসলাম 'জীবন-বন্দনা' কবিতাটিকে কেন অর্থে সার্থক করেছেন?

- ক মানুষের কর্মকে শ্রদ্ধা করা  
খ মানুষকে শ্রদ্ধা করে  
গ সভ্যতা আনয়নকারীদের প্রশংসা করে  
ঘ মানুষকে মনে রেখে

৬৯. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় 'নব-প্রেম-গান' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

- ক উদ্বোধনী গান      খ আদমী গান  
গ ভালোবাসার গান      ঘ ভুলে থাকার গান

৭০. 'জীবন-বন্দনা' বসতে কী বোঝানো হয়েছে?

- ক জীবনের বন্দনা      খ শোচ্ছন্দের প্রার্থনা  
গ শ্রমজীবীদের প্রশংসা      ঘ শোচ্ছন্দের বজ্রা

৭১. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কবি কেন শ্রমজীবীদের জীবনকে বন্দনা করেছেন?

- i) শ্রমজীবীরা পৃথিবীকে সুন্দর করেছে  
ii) শ্রমজীবীরা পৃথিবীকে বাসযোগ্য করেছে  
iii) শ্রমজীবীরা পৃথিবীকে কলুষিত করেছে  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i      খ ii      গ i ও ii      ঘ iii

৭২. কোনটি 'জীবন-বন্দনা' কবিতার প্রধান বিষয়?

- i) জীবন-আবেগ রুখিতে না পরি যারা উদ্ধত শির  
ii) যুগে যুগে যারা করে অকারণ বিপ্লব অভিনয়  
iii) আমি মল্ল কবি গাই নেই বেদে বেদুইনদের গান  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i, ii ও iii      খ ii ও iii      গ i ও iii      ঘ iii

৭৩. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কারা জীবনের আভিসংঘে দল্লভ উন্নয়?

- i) রেজার মৃত্যুবরণকারী  
ii) খাদ্যোত্তরকারী  
iii) বীতর বন্দনকারী  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i      খ ii      গ i ও ii      ঘ iii

## জীবন-বন্দনা

৭৪. নদীকে 'আখ্যাতের গিরি নিম্নপ্রাণ' করা হয় কেন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে-

- গিরির পানিতে নদীর জন্ম
- গিরি ও নদী অভিন্ন
- গিরির বহমানতা রূপই নদী

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i      খ ii      গ i ও ii      ঘ iii

৭৫. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কবির সবকিছু অতিক্রম করার মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়?

- এল দুর্ভাগ্য পতি বেধ সম যারা ঘাঘাঘর শিও
- সত্যিতে গেল হিমালয়, গেল অস্থিতে নিচুদীন
- তবুও থাকে না যৌবন বেধ জীবনের উদ্ভাসে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i      খ ii      গ i ও ii      ঘ i, ii ও iii

৭৬. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কবি কোন ধরনের অশংকার বিন্যাস-

- অভ্যমিল
- ব্যতীর্ণপ্রাণ
- অনুপ্রাণ

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i      খ ii      গ i ও ii      ঘ i, ii ও iii

৭৭. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কবি কেন শ্রমজীবীদের বন্দনা করেছেন?

- শ্রমজীবীরা পৃথিবীকে সুন্দর করেছে
- শ্রমজীবীরা পৃথিবীকে বাসযোগ্য করেছে
- শ্রমজীবীরা পৃথিবীকে কলুষিত করেছে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i      খ ii      গ i ও ii      ঘ iii ও i

৭৮. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় বীণা স্ট্রিটের কিয়দ অত্যাচার করা হয়েছে-

- শিওর আবহ বোঝাতে
- মানবতার আবহ বোঝাতে
- সাম্যবাহী আবহ বোঝাতে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i      খ ii      গ i ও ii      ঘ iii

৭৯. 'বর্বর বনি যাহাদের পালি পাড়িল ফুল্লমণা' - 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় 'ফুল্লমণা' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

- সংকীর্ণ চিত্ত
- স্বার্থপর
- অসংযমী

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i      খ ii      গ i ও ii      ঘ ii ও iii

৮০. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় এক্সা ধরনী কৃষকদের নাজানা দেয়- এটা কীভাবে বোঝা যায়?

- ফসল ফলানোর মাধ্যমে
- সত্যতা গড়ে দিয়ে
- আলো-বাতাস দিয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii      খ ii ও iii      গ i      ঘ ii

৮১. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় 'জীবনের পবনা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

- জীবনের মূল্য
- জীবনের প্রয়োজনীয় ব্রতাদি
- জীবনের সারকথা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i      খ ii      গ i ও ii      ঘ ii ও iii

৮২. জীবন-বন্দনা কবিতায় নদীকে আখ্যাতের গিরি নিম্নপ্রাণ বলা হয় কেন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে?

- গিরির পানিকে নদীর জন্ম
- গিরি ও নদী বিরাট বড়
- গিরির বহমান রূপই নদী

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i      খ ii      গ i ও ii      ঘ iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৮৩ ও ৮৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

জীবন-বন্দনা কবিতায় কবি মানুষের মুক্তি সংগ্রামে আত্মীয় শক্তির অগ্রগণ্য গণ্যেছেন। যারা মানব মুক্তির পথে কোনো বাধা মানে না। নির্বিধায় আত্মত্যাগ দিয়ে বিপ্লবী সংগ্রামে।

৮৩. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় মানব মুক্তি প্রসঙ্গ কীভাবে এসেছে?

- বীণার আবির্ভাবে
- শ্রমজীবীর বন্দনার
- অমরাবতীর মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i      খ ii      গ i ও iii      ঘ iii

৮৪. উদ্দীপকে কবিতার কোন দিকটি প্রকাশিত হয়েছে?

- উচ্চর মতো ঘুরিয়ে ধরনী শূন্যে অমিত বেগে
- তবুও থাকে না যৌবন বেধ জীবনের উদ্ভাসে
- মুগে মুগে যারা করে অকাতন বিপ্লব অভিমান

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i      খ ii      গ i ও iii      ঘ ii ও iii

## জীবন-বন্দনা

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৮৫, ৮৬ ও ৮৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

‘জীবন-বন্দনা’ কবিতার কবি মানবমুক্তির সংগ্রামে আত্মত্যাগ শক্তির অন্বেষণ পেয়েছেন, যারা মানবমুক্তির পথে কোনো বাধা মানে না। নির্মিথায় আত্মত্যাগ দেয় বিপ্লবী সংগ্রামে।

৮৫. ‘জীবন-বন্দনা’ কবিতায় ব্যবহৃত ‘বশী হানিলা বুকে’ উদ্দীপকে কোন শব্দ প্রয়োখে বোঝা যায়?

- i) মানব মুক্তি
- ii) বিপ্লবী সংগ্রাম
- iii) আত্মত্যাগ

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i    খ ii    গ i ও iii    ঘ iii

৮৬. ‘জীবন-বন্দনা’ কবিতায় ‘মানব মুক্তি’ প্রসঙ্গ কীভাবে এসেছে?

- i) বীতর্য অবির্ভবে
- ii) শ্রমজীবীর বন্দনায়
- iii) অমর্যাবতীর মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i    খ ii    গ i ও iii    ঘ ii ও iii

৮৭. উদ্দীপকটি ‘জীবন-বন্দনা’ কবিতার কোন বক্তব্য প্রকাশ করেছে?

- i) সারাংশ
- ii) সারমর্ম
- iii) সূচনা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i    খ i ও ii    গ ii ও iii    ঘ ii

## কবি পরিচিতি



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম আধুনিক কবি অমিয় চক্রবর্তী এক সময় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিগত সচিব। তিনি সেখানকার কয়েকজন অধ্যাপকের সঙ্গে মিলে একটি ছাত্রসমিতি গঠন করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে তাঁর একজন সাহিত্যিক গবেষণার পরে কবি অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা রবীন্দ্রনাথের কাব্যকলার কেন্দ্রে স্থান পায়। তিনি স্বদেশপ্রেমের আশ্রয় হিসেবে যখনই তাঁর প্রথম কবিতার 'বঙ্গভূমি' ছিল রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমের আধুনিকতার এক অঙ্গ। তাঁর 'পারাবার' ও 'পলাশকল' কবিতার গুণগুণিতা মূল্যবোধ পরিচায়ক। কবি অমিয় চক্রবর্তী এমনকি থেকে এক বিশ্ব নাগরিক মনোভাবের অধিকারী।

জন্ম : ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের হাণ্ডিগার শ্রীমঙ্গলপুরে।

মৃত্যু : ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে।

## রচনাবলি

একমুঠো, মাটির কেতল, অস্তিত্বের বৈশিষ্ট্য, পারাবার, পলাশকল, পুষ্পিত চৈত্র, অমর্যবর্তী, ঘরে ফেরার দিন, অমিয়শেষ।

## উৎস ও পরিচিতি

অমিয় চক্রবর্তীর 'বাংলাদেশ' কবিতাটি তাঁর 'অমিয়শেষ' গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। দীর্ঘ কবিতাটির কেবল প্রথম অংশ এখানে সংকলিত হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে কবিতাটি রচিত। বাংলা ভাষার হাজার বছরের মাসুদী, রূপালি নদী বিদ্যোত বাংলাদেশের প্রকৃতির অনুপ্রাণিত সৌন্দর্য্যকে অস্ত্র পট্টা এবং কেরান-পূরান-পলাশপার্বতের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্য ঐতিহ্যময় অনুপ্রাণিত ১৯৭১ সালে সে নারায়ণ বিদ্যুৎকণিকা সৃষ্টি করা হয়েছিল পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর আক্রমণে, তারই ছবি সৃষ্টিতে তেলা হয়েছে কবিতার এ ক্যানভাসে। অমিয়শেষ, হত্যাকাণ্ড, লুণ্ঠন, নির্যাতনে তারা ছাত্রদের করেছে গ্রাম বাংলা। কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষের উচ্ছাস জীবন, মৃত্যুর আত্মদান, নির্যাতনের যন্ত্রণা কষ্টেও বাস্তবিকভাবে মনোতে পড়েনি তারা, পড়েনি তারা অস্তিত্ব সত্যকে বিতর্ক করতে। বরং বাংলা, মৃত্যু আর অস্তিত্বের ভেতর দিয়ে তারা নিয়েছে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহুল্য অন্যতম অক্ষত মূর্তি।

ছন্দ : ১৮ মাত্রার প্রবাহমান অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রতি চরণে দুটি পদ - ৮ + ১০।

## শব্দার্থ ও টীকা

কল্যাণী : মঙ্গলময়ী, শুভলাগিনী।

ধন্যবাহী : অমিয়।

পুণ্যাহ : কর্ম অনুষ্ঠানের শুভ সা পবিত্র দিন।

বর্ষশ্যাম : সোনালি-শ্যামল।

সায়ী : প্রহরী, রক্ষী।

হত্যাকাণ্ড : হত্যাকাণ্ড।

হৃদয় : গৃহস্থ, উদ্যত।

অধম রক্তি : কৃষ্ণ রক্তি। এখানে পাকিস্তানের মস্তমস্ত ও নিরীক্সকুলক এবং গণবিদ্বেষী মুমিয়ার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

মর-পত মায়ীরা অক্সা বলে হলে : পাকিস্তানের মর অক্সা থেকে আগত পাকিস্তানি অস্ত্র মৃত্যুর কলংকালী সৃষ্টির জন্য প্রচণ্ড আঘাত হলে।



### □ বানান সতর্কতা

কলাশী, অন্ধান, প্রাত্যহিক, পূর্বাহ্ন, পূরণ, বহুলা, আত্মীয়, মাধুরী, তীর, বাণী, পট্টা, সঙ্গী, স্বর্ণশ্যাম, সাজী, মারী, প্রাচীন, পরপ্রাণী, পরজীবী, পণ্য, স্পৃহণ, যমদূত, কংস, মূর্তি, সীমান্ত, গৃহস্থালি।

### □ ভাষা অনুশীলন

১. নিসর্গগুরু ই বা উ ধ্বনির পর ‘প’ বা ‘ম’ থাকলে সন্ধিযুক্ত শব্দে নিসর্গ রেক হয়ে যায়। যেমন:

দুঃ + পত = দুর্গত

নিঃ + গত = নির্গত

দুঃ + ঘটনা = দুর্ঘটনা

নিঃ + দেশ = নির্দেশ

চতুঃ + গণ = চতুর্গণ

চতুঃ + দিক = চতুর্দিক

২. ‘বাংলাদেশ’ কবিতার ব্যবহৃত ‘ধারাবাহী’ ও ‘পরজীবী’ শব্দ দুটি ‘বাহী’ ও ‘জীবী’ পরসদ যোগে গঠিত। এ ধরনের ই-কার ছত্র পরসদ থাকলে শব্দের বানানে ‘ব’ভাবতই শেষে ই-কার হয়। যেমন:

বাহী : ঐতিহ্যবাহী, নির্বাহী, পরিবাহী, ভরবাহী, প্রবাহী, নক্তবাহী।

জীবী : ফলজীবী, দীর্ঘজীবী, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী, শ্রমজীবী।

### □ নমুনা প্রশ্নাবলি □

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘বাংলাদেশ’ কবিতার অল্প হাতে কবীরা নামে?
 

ক. কোটি মানুষ	খ. সাত্তী কাপুরুষ
গ. হিন্দু মুসলমান	ঘ. হত্যা ব্যবসায়ী
২. ‘বুনোকা’ কারা?
 

ক. পাকিস্তানি সৈন্য	খ. হিন্দু কন্যাপুত্র
গ. বর্ষার মারাঠা	ঘ. খেলিয়া ইংরেজ
৩. ‘পালা পার্বেণ ঢাকে ঢোলে আউল বাউল নাচে’—  
চরণের মধ্যে বাংলাদেশের কোন রূপ প্রতিফলিত হয়েছে?
 

ক. অসাম্প্রদায়িক	খ. সাংস্কৃতিক
গ. প্রাকৃতিক	ঘ. আর্থনিক

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:  
গ্রামের নাম রক্তনগর। প্রকৃতি এখানে অকৃপণ।  
এখানে মুসলমান হিন্দু খ্রিস্টানদের বাস। এরা বিভিন্ন  
পেশায় নিয়োজিত। তারা বেন একই সূরে গাঁথা।
৪. অনুচ্ছেদের সাথে ‘বাংলাদেশ’ কবিতার কোন চরণের মিল আছে?
 

ক. বাণী শোনে প্রাত্যহিক-বহুমুখ প্রাণের সংসারে
খ. মাঠে ঘাটে-শ্রমসঙ্গী নানাজাতি নানা ধর্মের বসতি
গ. কোটি মানুষের সমবায়ী সভ্যতার ভাষা
ঘ. বেগের আর্ত গৃহস্থালি, চতুর্গণ হিন্দু মুসলমান
৫. উদ্ধৃতিত চরণ এবং অনুচ্ছেদে ব্যাঙ্গির যে রূপটি প্রকাশ পেয়েছে তা হল—
 

i. সম্প্রীতি	খ. i ও iii
ii. অসাম্প্রদায়িকতা	ঘ. i, ii ও iii
iii. শ্রম বৈচিত্র্য	

নিচের কোনটি সঠিক?  
ক. i ও ii  
গ. ii ও iii

#### সৃজনশীল প্রশ্ন

১. খালের পাড় দিয়ে হাঁটছিল দীনু। ঠিক তখন মিলিটারিদের মধ্যে একজন তার নিশানা ঠিক আছে কিনা দেখার জন্য খালের ওপার থেকে দীনুকে তাক করে। আঙে-বাঁরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে দীনু। চোখ দুটো ভীষণ টানছিল তার। তখন দৃশ্যটা দেখতে পায় ও। তার ক্রকের রক্তে তৈরি হয়েছে বিশাল লগ্না এক ঝাল। সেই ঝাল বেয়ে ফিরে আসছে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা। প্রতিটি নৌকা থেকে ভেসে আসছে উল্লাসের শব্দ। দেখে দীনুর যে কী খুশি। তাহলে এই কি স্বাধীনতা! দীনুর চোটে বাংলাদেশের মালভূমির মতো এক টুকরো হলি ফুটেছিল। কেউ তা দেখেনি।

- ক. 'বাংলাদেশ' কবিতায় প্রতি চরণে কয়টি পদ্য?  
 খ. 'ক' মিশ্র প্রসঙ্গে 'বাংলাদেশ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?  
 গ. মীনুর আলম 'বাংলাদেশ' কবিতায় কোন পদ্ধতির আল্লাহ কৃষ্টি উল্লেখ করা বাখ্য করা?  
 ঘ. অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ কবিতায় বিষয়বস্তুর পূর্ণ প্রতিকলন ঘটাইছে – মন্তব্যটি চুক্তি সহকারে বিশ্লেষণ কর।

২. বাংলার বুধ আমি দেখিছি হাই আমি পৃথিবীর ত্রপ  
 খুঁজিতে হাই না আর অহকারে জেপে ওঠে ভুজুরে পাছে  
 ঘের দেখি ছাতার মতন বড়ো পাততিলি নিচে বসে আছে  
 ভেঙের দেয়াল পৃথি –

কবিতাটির স্রষ্টা কবি মুনীরুজ্জামান।

বাংলার নগর বন্দর গল্প বাজায় হাজার গ্রাম  
 ধ্বংস স্মৃতির থেকে সান্ত কেউই খুলা  
 হয়ে ফোটে।

- ক. 'বাংলাদেশ' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?  
 খ. 'অজিহা আপন সত্তা বলতে কী বোঝানো হয়েছে?  
 গ. অনুচ্ছেদে প্রথম চরণের সাথে 'বাংলাদেশ' কবিতায় প্রথম চরণের কোন বিষয়ে মিল আছে তা ব্যাখ্যা করা।  
 ঘ. অনুচ্ছেদটি 'বাংলাদেশ' কবিতায় অনেকটাই প্রতিফলন – এ বক্তব্যটি কঠোর চুক্তিবদ্ধ তা ব্যাখ্যা করা।



### ✗ সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

১. নিচের চিহ্নটি লক্ষ্য কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



এই ছবি হল বাংলাদেশের স্বাধীনতা  
 সত্তা প্রাণের বিন্যাসে অর্জিত  
 বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা

- ক. জন্মমৃত্যুর বহনই অজিহা আপন সত্তা কথ্য জানে?  
 খ. 'বাংলাদেশ' অন্যতম অক্ষত স্মৃতি 'আমি' বলতে কী বুঝানো হয়েছে?  
 গ. উদ্দীপকের চিহ্নটি 'বাংলাদেশ' কবিতায় কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে?  
 ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও তার পরিণতি আলোচনা করা।

### ১ সং-প্রশ্নের উত্তর

- ক) জন্মমৃত্যুর বহনই অজিহা আপন সত্তা কথ্য জানে বাংলাদেশ বাঙালির।  
 খ) লক্ষ্য লক্ষ মানুষের উদ্ধার, স্বাধীনতা ও নির্বাচনের যাত্রায় সন্তোষ-  
 থাক হানাদার বাহিনী ব্যতীল প্রাণিক সন্মতে পরাজয়, বিজয় করতে পরাজয়  
 তার অজিহা প্রতিসঙ্গত। তাদের নায়ক ফারুক ও হানাদার পাত ও অসংখ্য  
 মৃত্যু ও আত্মত্যাগের ভেতর দিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে জয় নেয় আরও একটি মানুষ  
 রাষ্ট্র-বার মায় বাংলাদেশ। 'বাংলাদেশ' অন্যতম অক্ষত স্মৃতি 'আমি' – কবিতা দিয়ে  
 কৃত পদ্য শালকগোষ্ঠী ও হানাদার বাহিনীর সমস্ত যত্নবদ্ধ ও হিংস্রতা

মোকায়েলা করে বিশ্বমানচিত্রে জয় পেয়া এ দেশটির ধীর্পরাজ্যিক ও অদলোচনীয় লিখিতই প্রকাশ করা হয়েছে।

- গ) উদ্দীপকের চিহ্নটি বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার। একটি দেশের স্বাধীনতার প্রতীক সে দেশের জাতীয় পতাকা। বাংলাদেশ  
 স্বাধীন পাকিস্তানের অধীনে ছিল। পরাধীনতার শৃঙ্খলে বিনা বাংলাদেশের মানুষ করেছে দেশকে স্বাধীন করতে এবং নিজস্ব

পতাকা তৈরি করতে। অতঃপর একদিন সময় আসে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার। বাংলার ঘরে ঘরে জেগে ওঠে স্বাধীনতার পান, মুক্তির লক্ষ্যে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাকিস্তানি শাসক-গোষ্ঠীর বিষমীত ভেঙে চূর্ণ করে দেয় তারা। পাকিস্তানিদের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ সব কিছু পেরিয়ে সহস্র প্রাণের বিনিময়ে বাঙালি অর্জন করে লাল-সবুজের এক স্বাধীন পতাকা। বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশ পরিচিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম এক রাষ্ট্র হিসেবে। বাংলার সবুজ মাটিতে লাল রক্তের মতো সূর্য আঁকা এই পতাকা দেশের মুক্তিযুদ্ধ আর রক্তশোনের ইতিহাসকেই মূর্ত করে তোলে।

অমিয় চক্রবর্তী রচিত 'বাংলাদেশ' কবিতাটিও আবহমান বাংলার চিরকালীন সৌন্দর্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনুপম প্রতিচ্ছবি। এ কবিতায় হাজার বছরের পুরানো সংস্কৃতির কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমনি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এক স্বাধীন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কথাও কুটিয়ে তোলা হয়েছে। কবির দৃষ্টিতে লাল-সবুজ রঙের পতাকাধারী স্বাধীন-সার্বভৌম এ রাষ্ট্র এক অনন্ত অক্ষত মূর্তি; যা কখনোই ধ্বংস বা নিঃশেষ হবে না। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের চিরটি অমিয় চক্রবর্তীর 'বাংলাদেশ' কবিতাকেই মূর্ত করে তুলছে।

ঘ) রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিসের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন অমিয় চক্রবর্তী। অমিয় চক্রবর্তী রচিত 'বাংলাদেশ' কবিতা একটি অসাধারণ কবিতা। এ কবিতায় আবহমানকালের বাংলাদেশের নানা বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি স্বাধীনতা যুদ্ধের এক কাঁচ বিবরণ পাওয়া যায়। চারটি তবকে রচিত 'বাংলাদেশ' কবিতার প্রথম তবকে আবহমান বাংলার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সংস্কৃতির নানা কর্ণা ফুটে উঠেছে। পরের তবকে এসেছে হঠাৎ দূরের উদ্ভূত রণী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর প্রবেশ ঘটে। বাংলাকে অয় করার জন্য তারা আশ্রয় নেয় নির্মম পাশবিকতার। ক্ষমতা দখলের লোভে অহ হানাদার বাহিনী অসংখ্য গ্রাম, নগর ও শহরে অগ্নিসংযোগ করে, নির্বিচারে মানুষ হত্যা করে, লুণ্ঠন করে ছিনিয়ে নেয় ফসল। তবু বাঙালি হতাশ না হয়ে বিশ্বমুখে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে, লক্ষ লক্ষ প্রাণ বিসর্জন দিয়ে অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হয়। কবি পাকিস্তানিদের কখনো মরণও বলেছেন, কখনো সাত্তী কাপুরুষ নাম দিয়েছেন, আবার কখনোবা বলেছেন দূরের উদ্ভূত। পাকিস্তানিরা এ দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ভেঙে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা বোঝেনি যে, এ নারকীয় পাশবিকতার মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে এ অনয়েই তারা আহান্নামের বসিন্দা হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে। অভিন্ন আপন সত্তার বাঙালির জাতৃত্ববোধের কাছে তাদের সব স্বত্বস্ব-হিংস্রতা এক সময় ত্রান হয়ে যাবে। অবশেষে তাই হয়েছে— যা তারা ভাবেনি। এ দেশের লক্ষ দামল ছেলে দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর তাদের পরাজিত করে বিজয় পতাকা ছিনিয়ে আনে। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতীক লাল-সবুজের জাতীয় পতাকা অর্জন করে বাংলাদেশ বিশ্ব মানচিত্রে একটি অনন্ত, অক্ষত মূর্তিতে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করে।

## ২. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দাও:

এক সাধার রক্তের বিনিময়ে  
বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা  
আমরা তোমাদের ফুলব না  
দুঃসহ বেদনার কষ্টকণ্ঠ বেতে  
শোষণের দাপপাশ ছিড়লে যারা  
আমরা তোমাদের ফুলব না।  
যুগের নিষ্ঠুর বফন হতে  
মুক্তি এ যারতা আনলে যারা  
আমরা তোমাদের ফুলব না।।

ক. অত্র হাতে করা নামে?

খ. 'অভিন্ন আপন সত্তা' কবিতা কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'বাংলাদেশ' কবিতার সাদৃশ্য নিরূপণ কর।

ঘ. 'বাংলাদেশ' কবিতার আলোকে উদ্দীপকটি বিশ্লেষণ কর।

### ২ বং প্রশ্নের উত্তর

ক) অজ্ঞ হাতে নামে সাজী কাপুত্যম।

খ) 'অভিন্ন আপন সত্তা' কবিতা একই ভাষা, শিল্প ও সংস্কৃতির বহনে আবদ্ধ বাঙালি আতিসত্তাকে বোঝানো হয়েছে। ১৯৭১ সালে পাক শাসকবংশী এ দেশের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় বিভাজন টেনে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাস্প হস্তাতে চেয়েছিলো। কিন্তু হাজার বছরের প্রাচীন সংহতি ভেঙে বাঙালি জাতি তাদের সে ফাঁদে পা দেয়নি। বরং তারা তাদের অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও ইম্পাতকরিত্ব ঐক্য দিয়ে তাদের সে অপচেষ্টা নখে দিয়েছিলো। কবি অমিয় চক্রবর্তীর 'বাংলাদেশ' কবিতায় 'অভিন্ন আপনসত্তা' দিয়ে মূলত এ কথাটিই বোঝানো হয়েছে।

গ) কবি অমিয় চক্রবর্তী তাঁর 'বাংলাদেশ' কবিতায় পাকবাহিনীর নিষ্ঠুর বর্বরতার পাশাপাশি তাদের সূঁট হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞের এক নিপুণ বর্ণনা দিয়েছেন।

১৯৭১ সালে পাকহানাদার বাহিনী এ দেশের গিরীহ মানুষের উপর অতর্কিত আক্রমণ, অগ্নিসংযোগ, হত্যা, লুণ্ঠন ও নির্বাসন চলিয়েও তাদের দমিয়ে রাখতে পারেনি। এক সাধার রক্তের বিনিময়ে এসেশের দামাল ছেলেরা অর্জন করেছে তাদের প্রিয় স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের জীবন দিয়েছে। তারা তাদের জীবনের বিনিময়ে এ দেশের মানুষকে দীর্ঘ শোষণের নাশপাশ থেকে বের করে এনেছে। পরাবলিতার নিষ্ঠুর বহন থেকে দেশে ও স্বজাতিকে মুক্ত করেছে। উদ্দীপকে তাদের এ অর্জন ও আহুত্যাগের কথাই বর্ণিত হয়েছে। এক সাধার রক্তের বিনিময়ে এ দেশকে যারা হুপ-হুপাঙ্করের নিষ্ঠুর পরাবলিতার বহন ও শোষণের নাশপাশ থেকে মুক্ত করেছে উদ্দীপকে তাদের কথাই বর্ণিত হয়েছে। এখানে তাদের অবদানের কথা বীকর করে চিনিমি তাদের স্মরণ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। কবি তাঁর 'বাংলাদেশ' কবিতায় অন্য মুক্তার বহনে অভিন্ন আপন সত্তা কথাটির মাধ্যমেও এসব আহুত্যাগী মানুষদের কথা ব্যক্ত করেছেন। 'বাংলাদেশ' কবিতায় সমবারী সজ্ঞাতার ভাষা সৃষ্টিকারী যে মানুষগুলো নিজেরদের প্রাণের বিনিময়ে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ নামের একটি অনন্ত অক্ষত মূর্তিকে স্ফুট করতেন বলে কবি উল্লেখ করেছেন, অলোচ্য উদ্দীপকে তাদের প্রতিই জাতির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে।

এদিক থেকে, উদ্দীপকের সঙ্গে বাংলাদেশ কবিতার খেঁচি সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

ঘ) রবীন্দ্রগোবর আবুদিক কবি অমিয় চক্রবর্তী। 'বাংলাদেশ' তাঁর একটি অনলা-সংবাদ কবিতা। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এ কবিতাটি রচিত।

হত্যা, নির্বাসন, হুটপাট আর ধ্বংসযজ্ঞের ভেতর দিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে যে বাংলাদেশ নামের একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে 'বাংলাদেশ' কবিতায় মূলত তাই প্রকাশ পেয়েছে। উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে এক সাধার রক্তের বিনিময়ে অর্জিত যে স্বাধীনতা, সেই স্বাধীনতার পেছনে যেসব বীর শহীদরা প্রাণ দিয়েছেন তাদের অবদান ও অমরত্বের কথা। তারা তাদের আহুত্যাগ ও মহান অবদানের জন্য বাঙালির জাতীয় জীবনে অবশ্যই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। হানাদার বাহিনীর নির্মম অত্যাচার ও নির্বাসনের কথা 'বাংলাদেশ' কবিতায়ও বর্ণিত হয়েছে। বাংলাদেশের লক্ষ প্রাণের যে সংহতি তা তারা ভেঙে ফেলতে চেয়েছিল; কিন্তু পারেনি। তাদের সূঁট ধ্বংস, মুক্তা আর রক্ত— এসব কিছু ছাপিয়ে জন্ম নেয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। উদ্দীপকে উল্লিখিত পানের অংশবিশেষও এটা প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ বীর বাঙালির দূর প্রত্যয় আর মহান আহুত্যাগেই জন্ম নিয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ। ধ্বংস ও মৃত্যুর আর্তনাদের ভেতর থেকেই গঠে এসেছে এই বাংলাদেশের অনন্ত অক্ষত মূর্তি। তাই এই মূর্তি যতদিন থাকবে বাংলা বাঙালিরা ততদিনই তাদের সেই বীর সন্তানদের মহান আহুত্যাগের কথা স্মরণ করবে। তাদের কখনো ভুলবে না। কেননা, তারাই হবে এ দেশ ও জাতি আপাদমস্তক পুণের দিশাঙ্গী। তাদের আলোতেই পথ লেগে এ দেশের বর্তমান ও অবিহ্বত প্রজন্ম।

৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

তোমাকে অভিবাসন, বাংলাদেশ

তুমি ফিরে এসেছ তোমার দোকারার টিনটান তারের ভেতরে

যার প্রতিটি উদ্ধার এখন ইতিহাসকে ধ্বনিত করছে;

তোমাকে অভিবাসন, বাংলাদেশ,

তুমি ফিরে এসেছ তোমার লাল সূর্য আঁকা পতাকার ভেতরে

যার আলোয় এখন রঞ্জিত হয়ে উঠছে সাহসী বদীপ;

ক. লক্ষ লক্ষ হা-ঘরে দুর্গত কৃপা যম-দূত-সেনা এড়িয়ে কোথায় ছোটো?

খ. বাংলাদেশ-ধ্বংস-কাব্য আসে না পৌছল আহুয়ামে এ অসোই; - চরণটি ব্যাখ্যা কর।

গ. 'বাংলাদেশ' কবিতার আলোকে উদ্দীপকটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'তুমি ফিরে এসেছ তোমার লাল সূর্য আঁকা পতাকার ভেতরে' - বাংলাদেশ কবিতার আলোকে পটভূমি বিশ্লেষণ কর।

### ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) লক্ষ লক্ষ হা-ঘরে দুর্গত কৃপা যম-দূত-সেনা এড়িয়ে সীমান্তপারে ছোটো।

খ) পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অসহায় নিরস্ত্র মানুষের উপর অঁপিয়ে গুলে নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। বাংলাদেশ নথল করে আমাদেরকে তাদের গোলাম করে রাখতে চেয়েছিল। তাদের সেই কামনা চরিতার্থ করার জন্য একের পর এক গ্রাম জ্বালিয়ে, হত্যা করে, লুণ্ঠন করে বাংলাদেশের বুকে ধ্বংসের এক কহিনীকাব্য রচনা করতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা বোঝেনি যে, তারা নিজেরাই নিজস্বের আহুয়ামের পথে নিয়ে যাচ্ছিল। প্রতিবাদযুদ্ধের বাঙালি রক্তক্ষয়ী সন্তানদের মাধ্যমে কাপুরক্স পাকিস্তানিদের এ জব্বাই বাজার বুকে দাঁড়িয়ে আহুয়ামে পৌছে দেয়। শত্রুসেনাদের হাত থেকে মাতৃভূমি মুক্ত করে প্রতিষ্ঠা করে বাদীল সার্বভৌম একটি নতুন রাষ্ট্র - যার নাম বাংলাদেশ। পক্ষান্তরে জীবন্ত অবস্থাতেই পৃথিবী জুড়ে আহুয়ামের অধিবাসীদের মতো কৃপার গার হয়ে পাক হানাদার বাহিনী।

গ) আধুনিক কবি অমিয়া চক্রবর্তী তাঁর 'বাংলাদেশ' কবিতায় আবহমান বাংলার সৌন্দর্য, বাংলাদেশিদের ওপর পাকিস্তানিদের হামলা ও নির্যাতনের দৃশ্য তুলে ধরেছেন।

বহুকাল ধরে নানা জাতি ধর্মের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে বাঙালি জাতি। বাঙালি জাতির গ্রামের আবাসভূমি বাংলাদেশ। বাংলা ভাষার হাজার বছরের মাদুরী, রূপালি নদী বিদৌত প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্যে হ্রিষ্ট অজন্ত পড়ী। ১৯৭১ সালে কুরআন-পুরাণ ও পালা-পার্বণের নানা ঐতিহ্যময় জনজীবনে এক নারকীয় বিজীবিলা সৃষ্টি হয়েছিল। 'কর্শিয়াম বুক ছিড়ে বন্য পতর মতো অতর্কিত হামলা চালায় পাকবাহিনী। অতঃপ্রাণ হাজার অজন্ত বাঙালি; গৃহহারা এমন কী দেশহারা হয় অসংখ্য মানুষ। কিন্তু এতো নির্যাতন, নিপীড়ন বাঙালির অনম স্পৃহাকে দমাতে পারেনি। উদ্দীপকের কবিতায় বাংলাদেশকে অভিবাসন জানানো হয়েছে। শত অত্যাচার নির্যাতনেও পাক শাসকগোষ্ঠী বাঙালির অস্তিত্ব প্রতিপন্নকে বিস্তৃত করতে পারেনি। ধ্বংসস্তুপের ভেতরে থেকেও ঐক্য ও সম্মতিতির বোধনে বাংলাদেশ অক্ষত মূর্তিরূপে দণ্ডায়মান থাকে। অপরদিকে উদ্দীপকে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে বাদীল হওয়া বাংলাদেশকে অভিবাসন জানানো হয়েছে।

ঘ) মুক্ত বদেশ প্রত্যেকেরই কক্ষিত। সে চৈতন্যকে ধারণ করে রচিত অমিয়া চক্রবর্তীর 'বাংলাদেশ' কবিতায় শাখত চিরন্তন বাংলাদেশের স্বরূপ মূর্ত হয়ে উঠেছে।

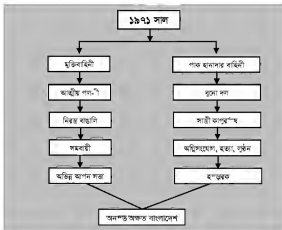
কবি মাত্রই সমকালের সমাজ সংসার, বদেশের প্রকৃত রূপ চিত্রিত করেন কবিতার অধ্যবে। সে অধ্যবে ফুটে উঠেছে বাদীলতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের উদ্ধাসে পিষ্ট হওয়া কোটি মানুষের কলশ আর্জনা। সত্যতার ইতিহাসকে কক্ষিত করে তারা নিষ্ঠুর বর্ণিতা চালিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষতা বিপ্লবকারী নরপতনের পরাধীন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

স্বাধীনতাকামী বাঙালি জাতির প্রতিটি নর-নারী পাকবাহিনীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে ধবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ধ্বংস, মৃত্যু, রক্ত ও অশ্রুর মধ্য দিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে একটি গর্বিত পতাকা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলো 'বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ'। 'বাংলাদেশ' কবিতায় এভাবেই জাতিসত্তার বিজয়গাথা বর্ণিত হয়েছে।

উদ্বীপকেও শাস্ত্রিত চিত্রকল্প বাংলাদেশের কথাই বলা হয়েছে। অনেক রক্ত, অনেক গ্রাণ, অনেক মায়ের আতর্জনাল, অনেক ধ্বংসের পরও ঐক্য এবং সম্প্রীতির বন্ধনে চির অশ্রুণ বাংলাদেশ। চির উজ্জ্বল, চির আগন্তুক, চির উন্নত লাল সূর্য আঁকা পতাকা শোভিত 'বাংলাদেশ' স্পৃহার সঙ্গে সম্পর্কিত অনন্য বাংলাদেশের তাৎপর্য লক্ষ করা যায় আলোচিত পঙ্ক্তিটিতে।

উপরিস্থিত আলোচনার রেশ ধরে বলা যায় যে, হাজার বছরের বাঙালির জাতিসত্তা শত সত্ত্বাত্মের মধ্য দিয়ে আপন অভিজ্ঞের প্রবাহকে বেগবান করেছে। আর মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা অর্জন তাকে দিয়েছে চিরস্থায়ী মর্যাদা।

## ৪. নিচের সারণিটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



ক. প্রাচীন সাহিত্য ভেঙে দূরের উদ্ভুক কী বাঁধে?

খ. বুনো দল কলতে কী বুঝানো হয়েছে?

গ. উদ্বীপকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের যে ছবি আঁসিত হয়েছে 'বাংলাদেশ' কবিতার আলোকে তা বিশ্লেষণ কর।

ঘ. 'অনন্ত অক্ষত বাংলাদেশ' উদ্বীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

### ৪ সাং প্রশ্নের উত্তর

ক) প্রাচীন সাহিত্য ভেঙে দূরের উদ্ভুক কেউ বাঁধে।

খ) জিশাত্তর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি অমিয় চক্রবর্তী 'বাংলাদেশ' কবিতায় বুনো দল কলতে পাকিস্তানি হানাদার

বাহিনীকে বুঝানো হয়েছে। পাকবলনাদা বাংলাদেশের নিরীহ জনগণের ওপর অন্য পণ্ডর ন্যায় অতর্কিত আক্রমণ চালায়। হিংস্র বন্যপশুর মতো বৈশিষ্ট্যের কারণেই তাদেরকে 'বুনোদল' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

গ) আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় কবি অমিয় চক্রবর্তী রচিত 'বাংলাদেশ' কবিতাটি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত। ১৯৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রের একটি প্রদেশ ছিল বাংলাদেশ। রাজনৈতিকভাবে এক দেশ হওয়া সত্ত্বেও ঐক্যবাদের অন্তর্গত সাদা পন্যনত রাধার অপগ্রহাসে ক্ষমতাসীন পশ্চিমা শাসককে এ দেশের অধা, সংস্কৃতি ও জাতিাত ঐতিহাসমূহ ধ্বংস করার যত্নব্রজে লিপ্ত ছিল। পরিকল্পনিত শাসকচক্র বাঙালির বপু-আকাঙ্ক্ষা নস্যাত করে দিতে অতর্কিত হামলা চালায় নিরীহ নিরস্ত্র এ অপ্রভুত জনগণের ওপর। গণহত্যার বেশায় উন্মাদ হয়ে ওঠে পাকিস্তানি নরপণ্ডরা। অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন, হত্যা, নির্যাতনসহ সর্বস্ব নারকীয় তাতন চলিয়ে জনজীবনকে পুরোপুরি নিপুণিত করে তোলেন। বাঙালি জাতি নিজেদের স্বাধীনতার অন্য জীবন বাজি

রেখে পাকিস্তানি সৈন্যদের অত্যাধুনিক অস্ত্রের মোকাবেলায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মৃত্যু আর ধ্বংসের শোককে শক্তিতে পরিণত করে প্রাণপণ লাড়ুনি করে ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার সোনালি সূর্য।

উন্নীপক এবং 'বাংলাদেশ' কবিতায় শব্দব্যক্ত্যায় অপরূপ শৈল্পিক অঘাটিতে বাঙালির প্রতিরোধ সঙ্গীত ও বিজয়ের চিত্র অংকিত হয়েছে।

ঘ) অমিয় চক্রবর্তী রচিত 'বাংলাদেশ' কবিতায় সমকালকে উদ্ভাসিত করে শাস্ত্র চিরকন বাংলাদেশের বরণ মূর্ত হয়ে উঠেছে। বহুকাল ধরে জনবৈচিত্র্যের বহুমুখী সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে বাঙালি জাতি। বাঙালি জাতির মূল আবাসভূমি আজকের এই বাংলাদেশ। বাংলা ভাষার হাজার বছরের মধুরী, রূপালি নদী বিধৌত প্রকৃতির অনুশ্রম সৌন্দর্য গ্রন্থি গল্পী এবং কোরআন, পুজা, পালা-পার্বণের ধর্মীয় ও সংস্কৃতির নানা ঐতিহ্যময় অলম্বনে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বর আক্রমণে এক নারকীয় বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছিল। বর্বর সেলারি নিরস্ত্র বাঙালির বিরুদ্ধে সর্বাধুনিক অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ শুরু করেছিলো। সত্ত্বাতার ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে তারা এখানে ঢলিয়েছিলো নিষ্ঠুর নির্ধাতন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানবতা বিপ্লবকারী এসব নরশতৃঙ্গের পরাজয় অসিবার্য হয়ে ওঠে। স্বাধীনতাকামী বাঙালি জাতির প্রতিটি নর-নারী পাকবাহিনীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ধ্বংস, মৃত্যু আর এক নদী রক্তের মধ্য দিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে একটি গর্বিত পতাকা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। এ পতাকায় প্রথমে সবুজ জমিনের উপর বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কিত থাকলেও পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের মানচিত্রের পরিবর্তে লাখে শহীদদের রক্তের প্রতীক হিসেবে লাল সূর্য খচিত হয়। উন্নীপকে 'স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা হিসেবে শেখোক্ত পতাকাটিই চিহ্নিত হয়েছে। 'বাংলাদেশ' কবিতায় শিল্পিতভাবে এ পতাকার প্রেক্ষাপটই বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণনা করা হয়েছে অলম্বুত্বার বহনে বাঙালি জাতির অস্ত্র আপন সত্ত্বার ইতিহাসও। উন্নীপকে চিত্রিত বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা অত্যন্ত সার্থকতার সাথেই ১৯৭১ সালের পাকবাহিনীর অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ডের ইতিহাসকে ধারণ করেছে। শত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠাকরী হাজার বছরের বাঙালি জাতি জাতীয় পতাকার মাধ্যমেই তার জাতিসত্ত্বার গর্বিত ইতিহাসকে লালন করছে।

## ৫. উন্নীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দাও:

ভূমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,  
ছাড়াবাস, বস্ত্র উজাড় হল। রিকয়েলসেস রাইফেল  
আর মেশিনগান খই ফোটান যন্ত্রস্ত।

.....  
স্বাধীনতা, তোমার জন্যে  
মোড়ানব্বির এক বিপদা দাঁড়িয়ে আছে  
নড়বড়ে খুঁটি ধরে দল্ল মরার।

ক. কোথায় প্রাচীন সংহতি ভেঙে ভগ্নাত্ত্বপে দূরের উল্লুক কেন্দ্রা বাধে?

খ. 'প্রাচীন সংহতি ভেঙে ভগ্নাত্ত্বপে দূরের উল্লুক বাধে কেন্দ্রা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উন্নীপকে বর্ণিত ধ্বংসলীলার সঙ্গে 'বাংলাদেশ' কবিতার সম্পর্ক নির্ণয় করো।

ঘ. উন্নীপকে 'স্বাধীনতা' অর্জনের পেছনে যে ত্যাগের মহিমা বর্ণিত হয়েছে 'বাংলাদেশ' কবিতার সঙ্গে তার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য তুলে ধর।

## ৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) গ্রামে গ্রামে প্রাচীন সংহতি ভেঙে ভগ্নাত্ত্বপে দূরের উল্লুক কেন্দ্রা বাধে।

খ) আবহমান কাল ধরে বাংলাদেশের মানুষের সম্প্রীতি ও ঐক্যকে যারা ধ্বংস করতে চেয়েছিলো, কবি তাদের 'দূরের উল্লুক' বলেছেন। এ সম্প্রীতির ওপর ১৯৭১ সালে নারকীয় আঘাত হানে পাকিস্তানি মক্কেলদের সৈন্যরা। উদ্ধৃত পঙ্ক্তিতে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ঐক্যকে 'প্রাচীন সংহতি' বলা হয়েছে। আর নির্মম ধ্বংসযন্ত্র ও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যে সৈন্যরা বাংলার এ শান্ত ও সংহত জনজীবনকে ক্ষেত্র তছাছ করতে চেয়েছিলো তাদেরকে 'দূরের উল্লুক' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

গ) কবির চিন্তা-চেতনা, মেধা-মনন আর অনুভূতির নিবিড়তার সব সময়ই সমকালের বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয়। কবি অমিয় চক্রবর্তীর 'বাংলাদেশ' কবিতায় এ ধরনের বাস্তবতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রদত্ত উল্লীপকটিও এর ব্যতিক্রম নয়।

উল্লীপকে সমকালীন বাংলাদেশ সম্পর্কে কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার চিত্র রূপায়িত হয়েছে। ঘন-বাড়ি, বস্তি, ছাত্রাবাস, শহর-বন্দর, গ্রাম-গ্রামান্তর বিধ্বস্ত হওয়া এবং বঙ্গল হারানো এক বিধবার অসহায়ক কবীর মধ্য দিয়ে উল্লীপকে পাক হানাদার বাহিনীর বর্বর আক্রমণে বিধ্বস্ত একটি অনিরাপদ জনপদের ছবি ফুটে উঠেছে। উল্লীপকের এ ভাববস্তুর সাথে 'বাংলাদেশ' কবিতায় চিত্রিত পাকহানাদার বাহিনীর তাণ্ডবলীলার অনেকটাই মিল রয়েছে। ১৯৭১ সালে জাভাৎ বাঙালি জাতিকে দমিয়ে রাখার জন্য পাক হানাদার বাহিনী সর্বাদেশিক অস্ত্রশত্রু নিয়ে নিরীহ মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। নির্বিচারে গণহত্যা চালায় তারা। 'বঙ্গলহারা বেদনার বাংলাদেশ' এক শোকালয়ে পরিণত হয়। উল্লীপক ও 'বাংলাদেশ' কবিতার অভিন্ন উপজীব্য হচ্ছে বাংলাদেশের বাহীনতা সঙ্গ্রাম, পাক হানাদার বাহিনীর বর্বরোচিত গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধ। উভয়ক্ষেত্রেই বাহীনতা অর্জনের এক সাহসী প্রচেষ্টার সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে। সীমিত পরিসরে সংহত শব্দ চয়নের মধ্য দিয়ে একটি সুবিশাল ধ্বংসযন্ত্রের বাস্তব রূপায়ণে উল্লীপকের কবিতাশৈলী ও 'বাংলাদেশ' কবিতা অনন্য।

মুক্তিযুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের জন্যে বাংলাদেশের মানুষকে আত্মত্যাগের চরম পরীক্ষা দিতে হয়েছে। এ পরীক্ষার মধ্যে দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাঙালির আত্মমর্যদার প্রতীক 'বাহীন সার্বভৌম বাংলাদেশ'।

ঘ) বাহীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। এ বাহীনতাকে পাওয়ার জন্যে মানুষ তাদের মহিমায় উজ্জীবিত হয়ে নিজের জীবনকে বিপন্ন করতে এতটুকু কুণ্ঠিত হয় না। এ বাস্তবতারই পরিচয় পাওয়া যায় প্রদত্ত উল্লীপক ও অমিয় চক্রবর্তীর রচিত 'বাংলাদেশ' কবিতায়।

পরম কষ্টকৃত বাহীনতার জন্যে সাংগামী মানুষগুলো নিঃসংকেচে তাদের আত্মত্যাগ করেছেন। উল্লীপকের কবিতায়শে বাহীনতাকামী মানুষের উপর আক্রমণের তীব্রতায় ঘনবাড়ি, ছাত্রাবাস, বস্তি, সোকান-পাতি, গ্রাম-বন্দর বিধ্বস্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। উদ্ভিষিত হয়েছে জনজীবন বিপর্যস্ত হওয়ার কথা। বঙ্গল হারানোর বেদনা ও গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস হওয়ার বিস্তীর্ণতা চিত্রিত হয়েছে এ কবিতাংশে। এখানে মানুষের ত্যাগের যে বঙ্গল প্রকাশিত হয়েছে তা 'বাংলাদেশ' কবিতায় উদ্ভিষিত গণমানুষের ত্যাগের মহিমার সঙ্গে চেনানাপত দিক থেকে একেবারেই অভিন্ন। কিন্তু বিষয়ের ব্যাপ্তি ও উপাদানগত দিক থেকে উভয় কবিতা কিছুটা মৈলানুশ্য ও লক্ষ করা যায়।

'বাংলাদেশ' কবিতায় আছে বাঙালির অন্তরে জেগে ওঠা বাহীনতার বগুকে চিরতরে নিঃশেষ করার জন্যে নিরীহ জনতার ওপর আধুনিক অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া পাক বাহিনীর নির্মমতার চিত্র। সেই সাথে আছে সমগ্র বাংলাদেশে প্রতিরোধ গড়ে তোলার এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি। পঞ্চাঙ্করে উল্লীপকে কোনো প্রতিক্রিয়ার চিত্র উপস্থাপিত হয়নি। কবিতায় অন্যায়ের, বঙ্গলার, দুর্ব্ব-কটে অনেকের জীবনাবসানের পাশাপাশি মৃত্যু যমদূত সেনাদের নির্মম অত্যাচারে লক্ষ লক্ষ মানুষের উদ্ধার হওয়ার কথা বলা হলেও উল্লীপকে বিস্তারিতভাবে তা বলা হয়নি। কবিতায় মুক্তিযুদ্ধ ও বাহীনতার পূর্ণাঙ্গ যোগসূত্র বর্ণিত হলেও উল্লীপকে বাহীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা ও তার মূল্য পরিশোধের কথা বলা হয়েছে। কবিতায় মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রদানের মাধ্যমে বলা হয়েছে, পাকবাহিনীর নৃশংস নির্বাতনও এদেশের মানুষের ঐক্যবদ্ধ চেতনা ও তার বিকাশকে সম্মতে পারেনি। তাই চরম আত্মত্যাগ, ধ্বংস ও নৃশংস ভেতর দিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে জন্ম নিয়েছে বাংলাদেশের পৌরোহিত্য 'অনন্ত অক্ষত মূর্তি'।

একজন কবি তার অনুভূতির অভিব্যক্তি দিয়ে যা সৃষ্টি করেন তাতে অনেক সময় ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ অবয়ব ফুটে ওঠে। কবি অমিয় চক্রবর্তী তাঁর 'বাংলাদেশ' কবিতায় সে অভিব্যক্তিদ্বিই নির্মিত রূপকার হয়ে ওঠেছেন।



৬. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দাও:

খালের পাড় দিয়ে হাঁটছিল নীলু। ঠিক তখনি মিলিটারির মধ্যে একজন নীলুর দিকে তার নিশানা ঠিক করে। মুহূর্তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে নীলু। চোখ দুটো জীঘ টানছিল তার। তখনি কখনায় দৃশ্যটা দেখতে পায় সে, তার কুকুর রক্তে তৈরি হয়েছে বিশাল লম্বা এক খাল। সেই খাল বেয়ে বিজয়ীর বেশে ফিরে আসছে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা। প্রতিটি নৌকা থেকে ভেসে আসছে উদ্ধাসের শব্দ। এসব দেখে নীলুর কী যে খুশি! তাহলে এই কি স্বাধীনতা! বাংলাদেশের মানচিত্রের মতো নীলুর চোটে এক টুকরো হাসি ফুটে ওঠে। তারপর দেহটা নিখর হয়ে যায়।

ক. প্রাচীন সংহতি ভেঙে কাজা কেন্দ্রা বাঁধে?

খ. 'বহু মিশ্র প্রাণের সংসারে' কলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. নীলুর 'স্বপ্নে' 'বাংলাদেশ' কবিতার কোন পঙ্ক্তির ভাবার্থ ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।

দ. অনুচ্ছেদে 'বাংলাদেশ' কবিতার বিষয়বস্তুর পূর্ণ প্রতিকলন ঘটো যে মন্তব্যটি যুক্তি সহকারে বিশ্লেষণ কর।

### ৬-নং প্রশ্নের উত্তর

ক) প্রাচীন সংহতি ভেঙে নুরের উদ্ভবের কেন্দ্রা বাঁধে।

খ) 'বহু মিশ্র প্রাণের সংসারে' কলতে বহু কালের বিভিন্ন ও বিভিন্ন জনপ্রাণ এসে মিশেছে বাংলার মাটিতে। ঐ জনপ্রাণের বহুদূরী পর্যায়ের গড়ে উঠেছে বাঙ্গালি জাতি। এ জাতি সংকর জাতি। এ জাতি গঠনের মূল উপাদান এসেছে ইন্দো-ভূমধ্য সাগরের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী। তার সঙ্গে মিশেছে প্রাবিড (মেলানাইড), ভেতিড (প্রোটো অস্ট্রেলয়েড) ও কিছুটা মঙ্গোলীয় রক্ত। আমাদের জাতিকে, সংস্কৃতিতে, ভাষায়, আচার-আচরণে, ধর্মবোধ ও বিশ্বাসে এসব জনগোষ্ঠীর প্রভাব রয়েছে। আবহমান বাংলাদেশের জনগণের অন্তরের মধ্যে মিশে যাওয়া মর্মবাকী হচ্ছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শুদ্ধবোধ।

গ) রবীন্দ্রোজ্ঞর আধুনিক কবি অমির চক্রবর্তী তাঁর 'বাংলাদেশ' কবিতায় বাংলাদেশকে 'অনন্ত অক্ষত মূর্তি' হিসেবে কলন করেছেন। উদ্দীপকের নীলুর 'স্বপ্নেও' 'বাংলাদেশ' কবিতার এই পঙ্ক্তির ভাবার্থ ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকের নীলু খালের পাড় দিয়ে হাঁটছিল। তখনি মিলিটারির একজন তাকে তাক করে নিশানা করে এবং আত্মে আত্মে নীলু মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তার কুকুর রক্তে মাটি রঞ্জিত হয়ে যাছিল ঠিক সেসময় নীলু দেখতে পাচ্ছিল তার কুকুর রক্তে যে খাল তৈরি হয়েছে, সেই খাল বেয়ে হাজারো মুক্তিযোদ্ধা ফিরে আসছে এবং নৌকা থেকে ভেসে আসছে উদ্ধাসের শব্দ। স্বাধীনতার এই দৃশ্য দেখে তার মুখে হাসি ফুটে উঠে।

'বাংলাদেশ' কবিতাটি মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে হানাদার বাহিনী কিভাবে বাঙালিদের উপর নির্ধাতন চলিয়েছিল এ কবিতায় তা শৈল্পিক ব্যঙ্গের উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশ অনন্ত অক্ষত মূর্তি জাণে। হত্যাকারীর নির্মম হত্যাকার চলিয়ে বাংলাদেশে ফাংসের কাহিনী কাব্য রচনা করতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা জলতো না যে, এর মধ্য দিয়ে তারা আসলে নিজেরাই জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। এই ফাংস, মুক্তা, রক্ত আর অশ্রুর মধ্য দিয়েই জল হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের।

উদ্দীপকের নীলুও কুকুর রক্ত দিয়ে এমনি একটা বাংলাদেশের মানচিত্রের 'বঙ্গ' দেখছিল। মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই স্বাধীন হয়েছে বাংলাদেশ। উপরে উল্লিখিত পঙ্ক্তির ভাবার্থ নীলুর 'স্বপ্নেও' প্রস্তুতিত হয়েছিল।

ঘ) রবীন্দ্রোজ্ঞর বাংলা কাব্যের এক বিশিষ্ট কবি অমির চক্রবর্তী। তিনি রবীন্দ্র কলয়ে থেকেও সচেতনভাবে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ধারাকে এড়িয়ে গেছেন। অমির চক্রবর্তীর 'বাংলাদেশ' কবিতাটি তাঁর 'অনিয়ম' কবিতা থেকে সংকলিত হয়েছে। তিনি 'বাংলাদেশ'কে 'অনন্ত অক্ষত মূর্তি জাণে' বলে আখ্যা দিয়েছেন। উদ্দীপকেও আমরা নীলুর 'স্বপ্নে' এই বিষয়বস্তুর প্রতিকলন দেখি।

'বাংলাদেশ' কবিতাটি মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত। বাংলা আবার হাজার বছরের মাছুরী রূপলি নদী বিদৌত বাংলাদেশের প্রকৃতির অনুশ্রম সৌন্দর্য গ্রন্থ অঙ্গপ্র পটী এবং কলহান, পূরান, পালাপার্বণের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক নানা ঐতিহ্যময় জনজীবনে

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর আক্রমণে যে নারকীর বিস্তীর্ণতা সৃষ্টি করা হয়েছিলো এ কবিতার কালভাসে তারই এক বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। লুটপাট, অগ্নিকাণ্ড, হত্যাযজ্ঞ আর নির্বাসনের মাধ্যমে সারা বাংলাকে তারা ছারখার করে দিয়েছে। কিন্তু তারপরও লক্ষ লক্ষ মানুষের উদ্বাস্তু জীবন, মৃত্যুর আত্মদান, নির্বাসনের যন্ত্রণা সন্তোষ বাঙালি জাতিতে সন্মানে পরেনি তারা। পরেনি তার অস্তিত্ব আপন সন্তকে বিভক্ত করতে। ফলে শংস, মৃত্যু ও আত্মদানের ভেতর দিয়েও বিশ্ব মানচিত্রে জন্ম নিয়েছে বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল এক অনন্ত অক্ষত মূর্তি। উদ্দীপকেরও একই বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে। দীনু মিলিটারির জলিতে আস্তে আস্তে মটিতে ফুটিয়ে পড়েছে। তার বুকের রক্তে যে খাল তৈরি হয়েছে তা বেয়ে মিলে এসেছে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের সৌক্য থেকে ভেসে এসেছে বিজয়চন্ড্রাসের শব্দ।

দীনুর মুখে বাংলাদেশের মানচিত্রের নকশা যে হাসি ফুটে উঠেছিলো তা ছিলো স্বাধীনতারই 'বপুর্নগ্নি পূর্বাতাল'। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পরিণতির পূর্ণ প্রতিফলন ফুটে ওঠেছিলো মৃত্যুপথযাত্রী দীনুর ঠোঁটে। যা মূলত 'বাংলাদেশ' কবিতারই এক সার্বিক প্রতিচ্ছবি।

### ● বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. কবি অমির চক্রবর্তী কত খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন?

- ক) ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে      খ) ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে  
গ) ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে      ঘ) ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে

২. কবি অমির চক্রবর্তী জন্ম গ্রহণ করেন-

- ক) পশ্চিমবঙ্গের বারাসাত      খ) কলকাতার রায়ানথেরে  
গ) ছাঙ্গির শ্রীরামপুরে      ঘ) মেদিনীপুরে

৩. অমির চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত-

- ক) সহযোগী কবি ছিলেন  
খ) সাহিত্য বিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন  
গ) সাহিত্য সচিব ছিলেন  
ঘ) রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় ছিলেন

৪. কবি অমির চক্রবর্তী মৃত্যুবরণ করেন কত খ্রিস্টাব্দে?

- ক) ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে      খ) ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে  
গ) ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে      ঘ) ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে

৫. অমির চক্রবর্তী কোথায় লেখাপড়ার সুযোগ পরেছিলেন?

- ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে  
খ) কলকাতা রিপন কলেজে  
গ) অক্সফোর্ডে  
ঘ) বাঙ্গলাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে

৬. নিচের কোন কাব্যটি অমির চক্রবর্তীর নয়?

- ক) বসন্তা      খ) কালের লেখা  
গ) হরতাল      ঘ) মটির দেয়াল

৭. 'ঘরে ফেরার দিন' অমির চক্রবর্তী রচিত কী ধরনের গ্রন্থ?

- ক) কাব্য      খ) চারটি  
গ) একটি      ঘ) তিনটি

৮. 'অমির চক্রবর্তীর 'বাংলাদেশ' কবিতায় কটি নদীর উল্লেখ আছে?

- ক) দুটি      খ) চারটি  
গ) একটি      ঘ) তিনটি

৯. 'অমিরবর্তী' অমির চক্রবর্তীর কী ধরনের গ্রন্থ?

- ক) প্রথমকবিতা      খ) প্রবন্ধ  
গ) উপন্যাস      ঘ) কাব্য

১০. নিচের কোন গ্রন্থটি অমির চক্রবর্তীর?

- ক) দুর্দিনের যাত্রী      খ) পলায়ন  
গ) রঙিনা নায়ের মখি      ঘ) ফেরার কীট

১১. 'অমির চক্রবর্তীর 'বাংলাদেশ' কবিতায় কোন দুটি নদীর উল্লেখ আছে?

- ক) আরাই-গড়াই      খ) গঙ্গা-যমুনা  
গ) মেঘনা-যমুনা      ঘ) পদ্মা-যমুনা

১২. 'বাংলাদেশ' কবিতায় নক্সা জাতি ধর্মের মানুষের খর বসতি কেমন?

- ক) পাতায় ছাওয়া      খ) ছনে ছাওয়া  
গ) খড়ে ছাওয়া      ঘ) ছোপা পাতায় ছাওয়া

১৩. 'পূবাহ' - অর্থ কী?

- ক) শুভদিন      খ) বিশেষ দিন  
গ) হলি বেলায় দিন      ঘ) নারী দিন

১৪. 'অমির চক্রবর্তীর 'বাংলাদেশ' কবিতায় যমুনা-পদ্মা তীরের জলা কেমন?

- ক) খোলাটে      খ) তামাটে  
গ) হুপোলা      ঘ) বানানি

১৫. অমিয় চক্রবর্তীর ‘বাংলাদেশ’ কবিতায় ‘ফশ্যাম বুক জিড়ে অস্ত্র হাতে’ কবিতা নামে?

- (ক) হিংস্র কাপুরুষ (খ) পাক হানাদার বাহিনী  
(গ) সাত্তী কাপুরুষ (ঘ) পণ্ড কাপুরুষ

১৬. ‘পালা পার্বেণের ঢাকে ঢোলে / আঁটল বাঁটল নাচে’- এটি কোথাকার জনজীবনের চিত্র?

- (ক) ভারতের (খ) পাকিস্তানের  
(গ) বাংলাদেশের (ঘ) পার্শ্বত এলাকার

১৭. ‘বাংলাদেশ’ কবিতায় অমিয় চক্রবর্তী বাংলাদেশে কী রকম প্রচণ্ড কণ্ঠা বলেছেন?

- (ক) বহু জনগণ প্রাণ (খ) বহু মিশ্র প্রাণ  
(গ) বহু আত্মিক প্রাণ (ঘ) নানাস্বাদিক প্রাণ

১৮. ‘হা-ঘরে’- অর্থ কী?

- (ক) বহুঘরের মালিক (খ) ঘরে থাকে না যে  
(গ) শূঁহ উজাড় করেছে যে (ঘ) শূঁহহীন হয়েছে যারা

১৯. ‘বাংলাদেশ অস্ত্র অফস্ট মুক্তি জায়ে’- কোন কবিতার চরণ?

- (ক) জীবন-বন্দনা (খ) বাংলাদেশ  
(গ) পাঞ্জেরি (ঘ) আমার পূর্ব বাংলা

২০. ‘হত্যারক’-অর্থ কী?

- (ক) হত্যার উদ্দেশ্য আছে যার (খ) হত্যার উদ্ভাসে যে  
(গ) হত্যার সাহায্যকারী (ঘ) হত্যাকারী

২১. ‘বাংলাদেশ’ কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?

- (ক) প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত (খ) স্বরবৃত্ত  
(গ) মুক্তক (ঘ) মাত্রাবৃত্ত

২২. ‘বাংলাদেশ’ কবিতাটি কোন গ্রন্থে থেকে সংকলিত?

- (ক) অনিশেষ (খ) অমরাবতী  
(গ) পরাপার (ঘ) পালাবঙ্গল

২৩. ‘কুলদল’কবিতা?

- (ক) পাকিস্তানি সৈন্য (খ) হিংস্র বন্যপণ্ড  
(গ) নবর মারাঠা (ঘ) বেনিয়া ইংরেজ

২৪. কবি অমিয় চক্রবর্তী আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কতদিন কাটিয়েছেন?

- (ক) তিন মাস (খ) তিন বছর  
(গ) তিন দশক (ঘ) তিন যুগ

২৫. অমিয় চক্রবর্তী কোন যুগের কবি ছিলেন?

- (ক) রবীন্দ্রজ্ঞান যুগের (খ) প্রাক-রবীন্দ্রিক যুগের  
(গ) অধ্যায়ুগের (ঘ) প্রাচীন যুগের

২৬. ‘কল্যাণী’ শব্দের অর্থ কী?

- (ক) দয়াময়ী (খ) শুভদায়িনী  
(গ) কল্যাণী (ঘ) ধনদায়ী

২৭. ‘বাংলাদেশ’ কবিতায় ‘উজ্জ্বল’ বলা হয়েছে কাকে?

- (ক) মুক্তিযোদ্ধাদের (খ) পাকিস্তানি শাসকদের  
(গ) স্বৈরাচারী শাসকদের (ঘ) বন্য জীবকে

২৮. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লিখিত কবিতা কোনটি?

- (ক) বাংলাদেশ (খ) বহুভাষা  
(গ) আমার পূর্ব বাংলা (ঘ) কবর

২৯. ‘বাংলাদেশ’ কবিতায় প্রথম তবকের মূল সুরটি কিসের?

- (ক) আবহমান বাংলাদেশ (খ) নাটকীয় আকর্ষিতা  
(গ) ব্যঙ্গাত্মক অপরাধেরতা (ঘ) বাংলাদেশের বিষয়

৩০. ‘বাংলাদেশ’ কবিতায় কোন লাইনটি উজ্জ্বল অনির্বচন লাইন?

- (ক) প্রথম লাইনটি (খ) তৃতীয় লাইনটি  
(গ) দ্বিতীয় লাইনটি (ঘ) শেষ লাইনটি

৩১. চিরদিন বাংলাদেশ বলতে বাংলাদেশের কোন বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে?

- (ক) আবহমান বাংলাদেশ (খ) প্রবহমান বাংলাদেশ  
(গ) চিরজীবী বাংলাদেশ (ঘ) স্বাধীন বাংলাদেশ

৩২. কোটি মানুষের সমবারী সত্যাকার জাভা কী?

- (ক) বাংলা জাভা (খ) শান্তি  
(গ) মুক্ত (ঘ) একতা

৩৩. ‘বাংলাদেশ’ কবিতায় কে বা কবিতা এ অনুষ্ঠান আহ্বান করে পৌছান?

- (ক) পাকিস্তানি সেনাপ্রধান  
(খ) বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা  
(গ) বিশ্বাসঘাতক রাজাকাররা  
(ঘ) পাকিস্তানি সেনাবাহিনীরা

৩৪. কবি ‘বাংলাদেশ’ কবিতায় ‘মল-পত’ বলেছেন কাদের?

- (ক) আরবদের (খ) পাকিস্তানিদের  
(গ) আফগানদের (ঘ) ভারতীয়দের

৩৫. ‘পুণ্যবহর বানাই রঞ্জিত’ - পুণ্যই অনুষ্ঠিত হতো-

- (ক) খ্রিস্ট নববর্ষে (খ) হিজরি নববর্ষে  
(গ) বাংলা নববর্ষে (ঘ) সারা বছরে

৩৬. ‘বাংলাদেশ’ কবিতায় ‘অধম রাষ্ট্র’ বলতে কবি বুঝিয়েছেন-

- (ক) বাংলাদেশকে (খ) ভারতকে  
(গ) ভারত উপমহাদেশকে (ঘ) পাকিস্তানকে

৩৭. 'রক্ত পতাকা ডেইলি' - এ পতাকা হলো -

- (ক) মুক্তিযুদ্ধের (খ) স্বাধীনতার  
(গ) পাকিস্তানির (ঘ) ভারতীয়

৩৮. 'বাংলাদেশ' কবিতায় 'অলতা অর' - এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে-

- (ক) অজের বাংলার চিত্র (খ) পাকিস্তানের বীরত্ব  
(গ) অজের উদ্ভাবন (ঘ) অর বাংলা গোপান

৩৯. 'বাংলাদেশ' কবিতায় 'আত্মীয় পট্টী কলতে' কবি বুদ্ধি দিয়েছেন-

- (ক) পট্টীর দাহপালা (খ) পট্টীর সম্প্রীতি  
(গ) পট্টীবাসীর জ্বর (ঘ) পট্টী প্রকৃতি

৪০. 'সজাতার ভাষা এরা রন করবে অর'-চলটি সমর্থন করে-

- (ক) ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ (খ) ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ  
(গ) ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ (ঘ) ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ

৪১. 'বাংলাদেশ' কবিতার ডিক্রেক্সের সঙ্গে তুলনা করা যায়-

- (ক) অত্বাহেই পড়ে মনে (খ) অত্বাহে বহর বয়ন  
(গ) জীবন-বন্দনা (ঘ) আমার পূর্ব বাংলা

৪২. বর্তমান প্রেমপটে 'পুন্যাহ বিলুপ্তি করণ হলো-

- (ক) জমিদারি প্রথার বিলুপ্তি  
(খ) খাজনা মওকুফ থাকায়  
(গ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণ  
(ঘ) জমির পরিমাণ কমে যাওয়া

৪৩. 'প্রতিমায় তারি, অতলীন বাণী' এখানে কোন বিশেষ বাণীর কথা বুঝতে কবিতা প্রযুক্ত হয়েছে?

- (ক) সম্প্রীতির ও অভ্যবহের (খ) ইন্দুরের বাণী  
(গ) জাতীর নেতার বাণী (ঘ) রবীন্দ্রনাথের বাণী

৪৪. 'বাংলাদেশ' কবিতায় 'অথম রাষ্ট্র'- কোন বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে?

- (ক) নীন রাষ্ট্র (খ) পূর্ব পাকিস্তান  
(গ) পশ্চিম পাকিস্তান (ঘ) কৃত্রিম রাষ্ট্র

৪৫. স্ব-করাষ্ট্র পর পদে শব্দের শেষে বদলে স্বভাবতই ই-কর এর উদাহরণ কোনটি?

- (ক) কল্যাণী (খ) সাত্তী  
(গ) প্রাচীন (ঘ) শ্রমজীবী

৪৬. বিসর্গবৃত্ত ই বা উ ধ্বনির 'ধ' থাকলে বিসর্গ রেফ হয়ে যায়; এ নিয়মের উদাহরণ কোনটি?

- (ক) চতুঃ+গণ=চতুর্গণ (খ) চতুঃ+শিক=চতুর্শিক  
(গ) নিঃ+দেশ=নির্দেশ (ঘ) নিঃ+রব=নিরব

৪৭. 'বাংলাদেশ' কবিতার প্রেক্ষাপট মুক্তিযুদ্ধ হলো এ কবিতার প্রকাশ পেয়েছে-

- (ক) আবহমান বাংলার রূপ  
(খ) বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব  
(গ) গ্রাম বাংলার প্রকৃতি বাস্তবির জীবন মর্শন  
(ঘ) পাকিস্তানি অফিসারদের সাথে যুদ্ধ শুরু করেছে

৪৮. 'বাংলাদেশ' কবিতায় কবি প্রচুর কৃষ্ণ ও স্নেহ প্রকাশ করেছেন-

- (ক) পাকিস্তানি বাহিনীর লুটতরাজকে  
(খ) বাংলাদেশের উপর আক্রমণ করাকে  
(গ) স্বাধীন বাংলাদেশের সন্ধানদায়কে  
(ঘ) পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম হুমলায়কে

৪৯. 'বাংলাদেশ অমৃত অকৃত মূর্তি অর'- এ চরণের অর্থপর্য হলো-

- (ক) স্বাধীন বাংলাদেশের সন্ধানদায়  
(খ) স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অস্থান  
(গ) স্বাধীনতা অকৃত ও অমৃত  
(ঘ) স্বাধীনতার অকৃত ডাক্তার

৫০. তিন দশক আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে থাকার সুবাদে কবি অমিয় চক্রবর্তী কোন বৈশিষ্ট্যটি লাভ করেন?

- (ক) ইংরেজি ভাষায় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেন  
(খ) তিনি বিশ্ব নাগরিক মননের অধিকারী হন  
(গ) তাঁর মধ্যে কবি ভাব জন্মত হয়  
(ঘ) তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষাবাসা অর্জন করেন।

৫১. 'চতুর্দশ হিন্দু-মুসলমান' কবিতা প্রকৃতপক্ষে কখনো হয়েছে-

- (ক) চারুণ হিন্দু-মুসলমান  
(খ) সারা-বিশ্বের সাধারণ মানুষ  
(গ) বাস্তবির বীরত্বের ধানিতিক হিসাব  
(ঘ) সারা বিশ্বের বাস্তবির হিন্দু-মুসলমান

৫২. কেমন করে বাংলাদেশের অনন্ত অকৃত মূর্তিটি জেগে উঠল?

- (ক) বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হলো  
(খ) বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হলো  
(গ) বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা ঐক্যবদ্ধ হলো  
(ঘ) ডিম্রিশীর দক্ষ তুলিতে আঁকা হলো

৫৩. কবি অমিয় চক্রবর্তী জিজ্ঞাসন-

- i. রবীন্দ্রনাথের সুগের কবি  
ii. রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সচিব  
iii. তাঁর মুগের অন্যতম প্রধান কবি  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) i (খ) i, ii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii.

৫৪. 'অমির চক্রবর্তী'র যে কাব্যগ্রন্থ চার মহাদেশ পরিব্যাপ্ত-

i. পারস্যের

ii. অভিজ্ঞান বনভ

iii. পলাবদল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i. খ ii. গ i, iii. ঘ ii, iii.

৫৫. বাংলা ভাষায় আত্মীয় পদ্যী গড়েছে-

i. কবি ও সাহিত্যিক

ii. নানা সম্প্রদায়ের মানুষ

iii. পাকিস্তানিরা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i. খ ii. গ i, iii. ঘ iii.

৫৬. 'অধম রাষ্ট্রের পতাকা' 'বাংলাদেশ' কবিতার এ পতাকা হলো-

i. বাংলাদেশের প্রথম পতাকা

ii. লাল সবুজের পতাকা

iii. পাকিস্তানি পতাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i. খ ii. গ iii. ঘ i, ii.

৫৭. 'বাংলাদেশ' কবিতায় 'চিরদিন বাংলাদেশ' বলতে কবি বুঝিয়েছেন-

i. বাংলার অতীত ঐতিহ্য

ii. আবহমান বাংলার সৌন্দর্য

iii. অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i, ii. খ i, iii. গ ii, iii. ঘ i, ii, iii.

৫৮. 'ওরা করা বুনা দল ঢোকে'- 'বাংলাদেশ' কবিতায়

'বুনা দল' হলো-

i. পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী

ii. পলা-পালকের দল

iii. কেটি মানুষের সমবায়ী দল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i. খ ii. গ iii. ঘ i, ii.

৫৯. 'বাংলাদেশ' কবিতায় 'প্রাচীন সংহতি' বলতে কবি

বুঝিয়েছেন-

i. চিরায়ত সংহতি

ii. আবহমান সংহতি

iii. ব্যাপ্তি সংহতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i, ii. খ i, iii. গ ii, iii. ঘ i, ii, iii.

৬০. 'বাংলাদেশ' কবিতার প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে-

i. 'কলিমাছি দফাদার' গল্পের

ii. 'একুশের গল্প'র

iii. 'অপরাজিত' গল্প'র

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i. খ ii. গ iii. ঘ i, ii.

৬১. কবি 'অমির চক্রবর্তী'র ধারণার 'বাংলাদেশ' কোন অর্থে

শর্তিতপূর্ণ দেশ ছিল?

i. সব ধর্মের সহনশীলতার

ii. বহু আতির এক আত্মার

iii. সম্প্রীতি ও তত্ত্ববোধে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i. খ ii. গ i, ii, iii. ঘ i, iii.

৬২. 'বাংলাদেশ' কবিতার প্রথম তত্ত্বকের ভাববহু-

i. বাংলাদেশের ভাষা ও সংস্কৃতি

ii. বাংলাদেশের রূপময় প্রকৃতি ও জনজীবন

iii. বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i. খ ii. গ i, iii. ঘ i, ii, iii.

৬৩. 'বাংলাদেশ' কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে-

i. বাংলাদেশের প্রকৃতির অল্পম সৌন্দর্য

ii. ১৯৭১ এর নারকীয় বিধীষিকা

iii. বাংলা ভাষার প্রতি গভীর মমত্ব বোধ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i. খ ii. গ i, ii. ঘ i, ii, iii.

৬৪. কবি 'অমির চক্রবর্তী'র 'বাংলাদেশ' কবিতায় বিশ্ব

অনুসারে বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান

ঐক্যবদ্ধ কোন বস্তুতে?

i. সুদূর সাংস্কৃতিক বন্ধনে

ii. সামাজিক নীতির বন্ধনে

iii. ভাষা ও সংস্কৃতির বন্ধনে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i. খ ii. গ i, iii. ঘ i, ii.

৬৫. 'পৌষাল আহলুদনে এ অননুই'-কারণ হলো-

i. হানাদারদের সীমাহীন পাপের জন্য

ii. পাণ্ডিত্যের স্থান আহলুদনেই হওয়া উচিত সেজন্যে

iii. ঈশ্বর তাদের আহলুদনের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i. ii. খ i, iii. গ ii, iii. ঘ i, ii, iii.

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৬৬ ও ৬৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

১৯৭১ বাংলায় ২৬ মার্চ শুক হওয়া মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘ নয় মাস ধরে চলে আর এর মাঝে ঘটে যায় কত মৃত্যু, কত ধ্বংস, কত বিতীর্ণতা।

৬৬. বাংলাদেশের বিষয় সূচিত হয়েছে--

i. লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে

ii. ধ্বংসরূপে প্রাণের উদ্ধার

iii. হত্যাকারীদের দারুণ বন্দুক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i      খ ii      গ i, ii      ঘ iii

৬৭. উদ্ভূতকণ্ঠে আবহ তেমনার পঠিত কোন কবিতায় ছুটে উঠেছে?

ক বঙ্গভাষা

খ বাংলাদেশ

গ আমার পূর্ব বাংলা

ঘ অঠরো বহর বয়ল

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৬৮ ও ৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বহুকাল ধরে বহু জাতির বিভিন্ন অনুরোধ এসে মিশেছে বাংলার মাটিতে। ঐ জনৈকিচ্ছের বহুদুখী সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে বাঙালি জাতি।

৬৮. উদ্ভূতকণ্ঠে কোন কবিতার বক্তব্য প্রকাশ করেছে?

ক বাংলাদেশ

খ বঙ্গভাষা

গ আমার পূর্ব বাংলা

ঘ কবর

৬৯. বাঙালি জাতি গঠনের মূল উপাদানটি কেমন হতে এসেছে?

ক ইন্দো-ভূমধ্য সাগরীয় হতে

খ ইন্দো-ইউরোপীয় সাগরীয় হতে

গ ইন্দো-ইরানি সাগরীয় হতে

ঘ ইন্দো-এশীয় সাগরীয় হতে

নিচের উদ্ভূতকণ্ঠে পড় এবং ৭০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

তুমি আসবে বলে কিম্বদন্তি পাড়ায় প্রভুর বাঙালিটার তত্ত্ববৃত্তে  
মুগ্ধিয়ে একটানা আত্মদান করলে একটা কুবুজ।

তুমি আসবে বলে যে স্বাধীনতা,

অনুধ শিশু হামাজতি দিলো পিতা-মাতার লাশের ওপর।

৭০. উদ্ভূতকণ্ঠে 'বাংলাদেশ' কবিতাটির কোন প্রসঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট?

i. জনগণের রক্তরঞ্জিত পকিত্তানি পতাকা প্রসঙ্গে

ii. পকিত্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মমতা প্রসঙ্গে

iii. ধ্বংস, মৃত্যু, রক্ত ও অশ্রু প্রসঙ্গে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i

খ ii

গ iii

ঘ ii, iii

#### □ কবি পরিচিতি

জসীমউদ্দীন একক অবদানে বাংলা কাব্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। গতানুগতিক কাব্য প্রবাহে এক ব্যতিক্রম ধারার সৃষ্টি করে তিনি 'পট্টীকবি' নামে খ্যাতি লাভ করেন। ময়মনসিংহ পীঠিকা ও অপরূপের লোক সাহিত্যের সঙ্গে তার কাব্যানুশঙ্গের নিবিড় ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। গ্রাম-বাংলার জীবনালেখ্য তাঁর কাব্যে চমৎকার সার্থকতা সহকারে বিধৃত হয়েছে। পট্টীর অশিক্ষিত মানব-মানবীর সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা তাঁর অগ্নিকান্ন কাব্যের বিষয়বস্তু। বস্তুর বাংলায় গ্রামীণ জীবনের আবহ, সহজ সরল প্রাকৃতিক বস্তু, উপযুক্ত শব্দ, উপমা ও চিত্রের মাধ্যমে তাঁর কাব্যে যেভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে তেমনিটি অল্প কারও কবিতায় দেখা যায়নি। ছাত্রজীবনেই জসীমউদ্দীন-এর কবি প্রতিভার উন্মেষ ঘটেছিল। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন অধ্যাপনা করেন। পরে সরকারের প্রচার ও জনসংযোগ বিভাগে উচ্চপদে আসীন হন। জসীমউদ্দীনের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম 'রাখালী'। তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'নরীকঁধার মাঠ' বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়।

জন্ম : ১৯০৩ সালে ফরিদপুর জেলার তাড়ুলাখান গ্রামে।

মৃত্যু : ১৯৭৬ সালে ঢাকায়।

#### □ রচনাবলি

সোজল বনিয়ার ঘাট, বালুচর, ধানখেত, রঙিলা শায়ের মকি ইত্যাদি। এছাড়াও তিনি বেশ কিছু 'মৃতিকথা', প্রমথকাহিনী, নাটক এবং প্রবন্ধ লিখেছেন।

#### □ উৎস ও পরিচিতি

'কবর' জসীমউদ্দীনের বিখ্যাত ও বহুল আলোচিত কবিতা। এটি প্রথম যখন কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তখন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ ক্লাসের ছাত্র। এ কবিতার মাধ্যমে জসীমউদ্দীনের কবি প্রতিভা বিশেষভাবে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায়। কবিতাটি পরবর্তী সময়ে 'রাখালী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। কল্প রসাহুক এই কবিতার প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছে গ্রামীণ এক বৃদ্ধের জীবনের গভীর বেদনাগাথা। জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছিয়ে বৃদ্ধ তার জীবনের শোকাক্ত অধ্যায়গুলো উন্মোচন করেছেন তাঁর একমাত্র অবলম্বন নাতির কাছে। পোরহানে গিয়ে নাটিকে তিনি এক এক করে তার জী, পুত্র, পুত্রবধূ, নাতনি ও কন্যার কবর দেখিয়ে বেদনার্ত কণ্ঠে কবিতা করেছেন তাদের মৃত্যুর মর্মান্তিক কাহিনী। অনেক মৃত্যুবেদনায় তার যে হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত সেই হৃদয় থেকে আজ উৎসারিত হচ্ছে চোখের জলে ভুজ্জ অসানো হাহাকার। বৃদ্ধ লালুর কান্না 'মৃত্যুমর শোক-বেদনাই কবি গভীর সহানুভূতি দিয়ে মুচিয়ে তুলেছেন। 'কবর' কবিতার শুরু শোক-বেদনা দিয়ে আর সমাপ্তিও ঘটেছে শোকাক্ত হাহাকারে। তাই এটি একটি শোক কবিতা।

□ শোক কবিতা : প্রিয়জনের মৃত্যু বা কোনো দুর্ঘটনাক্রমে ঘটনাকে অবলম্বন করে যে কবিতায় মর্মান্তিক শোকের এক কল্প আবহ তৈরি করা হয়, তাকে শোক কবিতা বলে। শোক কবিতার ইংরেজি প্রতিশব্দ Elegy। কখনো কখনো বিখ্যাত কোনো ব্যক্তিত্বের মৃত্যুতে শোক-কবিতা লেখা হয়ে থাকে। বাংলা সাহিত্যে জীবন মৃত্যুতে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ' এ ধরনের একটি শোক কবিতা।

#### □ শব্দার্থ ও টীকা

বাটি : গাছ, রাস্তা।

ਭਾਗ : ਪ੍ਰਕਾਸ਼

मांशि ५०० यद्वत् ।

सायन : माथे ।

शुद्धा : शुद्धा ।

ଛଳ/ ମଳ : ମାଟି, ଘଟାଈ ।

वनिशामि : धार्मिक ऽ मन्त्रादि ।

অর্থাৎ : গোষ্ঠীতে ।

ସାମାଜ : ଡାଳପାତା, ଗୋଲପାତା ଓ ବୌଦ୍ଧେଶ କାଠି ମିଶ୍ରା ତୈଳର ଏକ ସଫଳତର ଟ୍ରେପି

দু পয়সা করি দেউী : দু পয়সাকে দেউগণ করে ।

সোনার মন্তন মুখ : সোনার মন্তন জাব্বো খামল মুখ ।

যান অবিরত সাপে : মৃত বনের মাংসের আগুন সজ্জাকার অবিরত মতো শাল আঁকা নতুন হয়ে উঠছে

ত্রিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই ন্যূনের জলে : ত্রিশ বছর আগে বুকের ঝাঁর মূহুর হয়েছিল। ত্রিশ বছর ধরে শোকার্ণ বুকের বেদনাক্রান্তে কবর নিয়ত সিক্ত হয়েছে।

❑ सामान्य मध्यस्थता

দেউী, মল্ল, বাধা, গা, কল্ল, সুনো, রতিন, জোতমলিক, গহীন, সামর

□ नम्रुना प्रश्नारलि □

दण्डनिर्वाहनि प्रश्न

১. কবি কৃষ্ণের কোন আত্মীয়কে সোনালি উষার সোনামুখের সঙ্গে তুলনা করেছেন?

ক. ত্রীক  
খ. প্রত্যয়ধারক

गं. यम्पादिक                      घ. मोडमिदिक

২. দাদু স্বপ্নরবাক্তি যাওয়ার সময় কোন হাটে কেনাকাটা করতেন?

ક. ગંધનાર ઘાંટે                      ધ. મીંખનાર ઘાંટે

ग. सेखानहनील झटो      घ. काजीबाबिन झटो

৩. যেহেতু গোড়া মাটি সবচেয়ে বেশি খনি উৎপাদন?

क. प्रीतिना माणा                      थ. कामांक माणना

गं. माहकल गण                      घ. इष्टोत्त कृतमाल

8. 'মালিগে আমি যে বড় ভালোবাসি, মালিগে মিশিয়ে বুক  
আঁদ-আঁদ মান গলাগলি মনি কোঁদ মনি হয় লখি।'

চলন দুটিতে বৃদ্ধির মাত্রার প্রতি অণাধ ভালাবালার  
সাক্ষাৎ—

१. प्राणिक पदार्थों का अणुसंरचना (आणविक संरचना)

ii. भाषित जायला हाशिया (सांभात वसण वसणायां वय

III. ତଥା ସଦ୍‌ବ୍ୟବହାର ଯିଏ ଆଶ୍ରମ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ବକ ଭାବେ ରହେ

নিচের কোনটি সঠিক?

॥ ३ ॥

॥ ॥ ॥ ॥

९. 'कवयः' कवितासु आचार्य इज. एति-

i. একটি কল্পনামূলক কবিতা

ii. এক প্রাণীমণ্ডল বাস্তব জীবন আলোচনা

iii. बहुत सारा काठरा एक बाखरा पशुधालि

নিচের কোনটি সঠিক?

२. i ii

॥ ॥ ॥ ॥

୧୭. 'କବି' କବିତାଟିର ଅନ୍ତରାଳ ଶବ୍ଦାଂଶ ଖୋଜାଇ ଦେଖାନ୍ତି ?

डॉ. श्रीकांत हाशिकाव

श्री श्रीमती / नामना

৭. 'জোড় মানিকেরা' খুমায়ে রয়েছে এইখানে তনু ছায়'-এখানে 'জোড় মানিকেরা' কবিতাে কবি কাদেরকে বর্ণিত্বছেন?



ক. ছেলে ও মেয়ে      খ. মেয়ে ও নাতনি  
 গ. ছেলে ও ছেলের বউ      ঘ. জী ও ছেলে  
 নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮ ও ৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :  
 বুদ্ধ নগেশ্বর আলী তার ছোট ছেলে, ছেলের বউ এবং একমাত্র নাতি ফয়সালকে নিয়ে ভালোভাবেই দিন কাটিয়েছিলেন। ফয়সালের সাথে তিনি একাত্তরে শহীদ হওয়া তার জী, বড় ছেলের স্মৃতিচারণ করতেন। কিন্তু আকস্মিকভাবে সড়ক দুর্ঘটনার ফয়সালের মৃত্যু হলে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন।

৮. ফয়সালের সঙ্গে ‘কবর’ কবিতায় বৃদ্ধের কোন প্রিয়জনের মিল রয়েছে?  
 ক. ছেলে      খ. মেয়ে  
 গ. নাতি      ঘ. নাতনি  
 ৯. নগেশ্বর আলীর বর্তমান মানসিকতা নিচের কোন পদ্ধতিতে প্রকাশ পেয়েছে?  
 ক. পরাশর বাধা মগ্নে নাকে সে যে বেঁদে উঠে ক্ষণে ক্ষণে  
 খ. অমনি করিয়া খুটায় পড়িতে বড় সাধ আজ আগে  
 গ. মোর জীবনের রোজ কোরামত ভবিষ্যেছি কতদূর  
 ঘ. বন্ধা কল নাকে, জগিয়া উঠিবে খুম-জোলা মোর যাদু

### সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ঘরের দেয়ালের ফটোফ্রামটি দেখিয়ে কবি অতিথি বন্ধুকে কলছেন—

‘এ আমার ছোট ছেলে, যে সেই এখন,  
 পাখরের টুকরোর মতল  
 জুবে গেছে আমানের গ্রামের পুকুরে  
 বছর তিনেক আগে কাক ডাকা গ্রীষ্মের দুপুরে।’

ক. ‘কবর’ কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?

খ. ‘এ কথা লইয়া ভাবী-সাব মোরে তামাশা করিত শত’ – ভবি-সাব তামাশা করতেন কেন?

গ. ‘সেই শোওয়া তার শেষ শোওয়া হবে,’ – এখানে শেষ শোওয়া উদ্দীপকের দৃশ্যটি অবলম্বনে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অনুচ্ছেদে বর্ণিত কবির ছেলের মৃত্যুস্মৃতি ‘কবর’ কবিতায় বৃদ্ধের কোন বেনাবোধের প্রতিনিধিত্ব করে- বিশ্লেষণ কর।

২. তরুণ ছেয়ের রোগ ধানের উপরে মাথা পেতে

অলস পৈয়ার মতো এইখানে কার্তিকের ক্ষেতে;

মাঠের ঘাসের গন্ধ বুকে তার, চোখে তার শিশিরের আশ,

তাহার আশ্বাস পেয়ে অবসাদে পেকে গুঠে ধান।

ক. ‘গহন’ শব্দের কবিত্বিক রূপ কী?

খ. ‘মোর জীবনের রোজকোয়ামত’ কলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উপরের কবিতাংশের সাথে ‘কবর’ কবিতার স্তবগত পার্থক্য নিরূপণ কর।

ঘ. অনুচ্ছেদটির সাথে ‘কবর’ কবিতার অযাশেয়ী কি সাদৃশ্যপূর্ণ? দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে মতামত দাও।

৩. রাহিম মুণি একজন বসেনি গেরস্থ ছিল। তার সোলা বউ গৃহকর্মের অবসরে তাকে সাহায্য করতেন। ছেলে মেয়েদের আসল কোলাহলে তার বাড়িরা অস্থিরা ছিল মুখরিত। এ ছেলে-মেয়েরা গ্রামের স্কুলের পাঠ চুকিয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য শহরে চলে যায়। শিক্ষাজীবন শেষে তারা বিয়ে-শাদী করে শহরে বসবাস করতে থাকে। এর মধ্যে এক ছেলে এবং এক মেয়ে দেশ ছেড়ে গ্রামাল জীবন শুরু করে। এমনি করে রাহিম মুণির বাড়ির আসল কোলাহল থেমে যায়। এরপরও তিনি সোলা বউকে নিয়ে দিন কাটিতে থাকেন। একদিন হঠাৎ বুকের বাধা গুঠে তার বউ মারা যায়। মায়ের মৃত্যু সংবাদে ছেলে-মেয়েরা ছুটে আসে। দু’চারদিন যেতে

না যেতেই যে যার পক্ষবো কিয়ে যায়। তিনি একাই নিজ ভিটে বাড়িতে হুতার ধর গুপতে থাকেন। আর জয়নামায়ে বসে জীব জল্য দু'আ এবং সন্তানদের মঙ্গল কামনা করেন।

ক. জীবনের কোন অনুভূতি নিয়ে কবর কবিতা শুরু হয়েছে?

খ. 'মাটির আমি যে বড় ভালোবাসি' - কৃষ্ণের এ উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

গ. 'কবর' কবিতার কোন দিকটি রহিম মুন্সির জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "ব্রহ্ম বুলি এবং 'কবর' কবিতার কৃষ্ণের সময়কার জীবনবোধ জিহ্না সূত্রে পাঠ্য" - বিশ্লেষণ কর।

## ১. সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে কমলশঙ্খ গ্রামের বেশ কটি পরিবারের ভিটেমাটি ছাড়া সব কিছু পুড়ে যায়। সাগেহা খাতুনের পরিবারও এ জয়াবহ ক্ষতির সাক্ষী হয়। সাগেহা হার খানী, সন্তান ছাড়াও মা ও ছোটবেলা আসনে পুড়ে মারা যায়। সবাইকে হারিয়ে সাগেহা আজ পাথর বনে গেছে। আত্মাহুত দরবারে এখন তার একটাই চাওয়া, আত্মাহুত যেন তাকেও এ পৃথিবী থেকে তুলে নেয়।

ক. দাদির কবর কত বছর নয়নের জলে ভিজিয়ে রাখা হয়েছে?

খ. 'মোর জীবনের রোজ কেয়ামত' কলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের সাগেহা খাতুনের সঙ্গে 'কবর' কবিতার বৃদ্ধ দাদুর জীবনের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য তুলে ধর।

ঘ. 'আত্মাহুত দরবারে এখন তার একটাই চাওয়া' - বক্তব্যটি 'কবর' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

## ১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) ত্রিশ বছর দাদির কবর নয়নের জলে ভিজিয়ে রাখা হয়েছে।

খ) 'কবর' কবিতায় এক গ্রামীণ কৃষ্ণের জীবনের করুণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। দীর্ঘ জীবন পাড়ি দিয়ে তিনি পৌছেছেন বার্ধক্যের প্রান্তসীমায়। জীবনের উষ্মায়ে তিনি সংসার সাজিয়েছিলেন বলিকা বধূকে নিয়ে। তারপর সন্তান সন্ততির আগমনে তার জীবন ছিল সুখ-শান্তি, আনন্দ প্রাচুর্যে ভরপুর। কিন্তু সুখ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। একদিন হঠাৎ প্রিয়তমা স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে যায়। তারপর একে একে পুত্র, পুত্রবধু, নাতি ও কন্যার হুতার মধ্য দিয়ে কৃষ্ণের জীবনে সেমে আসে করুণ হাহাকার। ত্রিশ বছর ধরে অতি আপনজনের বিয়োগ ব্যথা সইতে সইতে তিনি খুব ক্লান্ত। তাই বৃদ্ধ জীবনের শেষ দিনটির জন্য আবুল হয়ে প্রতীক্ষা করছেন। জীবনের রোজ কেয়ামত কলতে বৃদ্ধ মূলত তাঁর সেই শেষ দিনটির কথাই বুঝিয়েছেন।

গ) 'কবর' কবিতাটি গল্পকাবি জগীমউদ্দীনের এক কাব্যজয়ী সৃষ্টি। এখানে এক গ্রামীণ কৃষ্ণের করুণ কাহিনী বিবৃত হয়েছে। উদ্দীপকের সাগেহা খাতুন এক জয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে তার খানী, সন্তান, মা ও বোনকে হারান। এ বিশাল প্রকাণ্ডে সাগেহা খাতুন আজ একা। সব হারিয়ে তিনি নিঃশ্ব। তার এখন খোদার কাছে একটাই প্রার্থনা, খোদা যেন তাকেও এ পৃথিবী থেকে নিয়ে যান। 'কবর' কবিতার বৃদ্ধ দাদুর সঙ্গে উদ্দীপকের সাগেহা খাতুনের জীবনের কিছু সাদৃশ্য কিছু বৈসাদৃশ্য রয়েছে। বৃদ্ধ দাদুর জীবনেও রয়েছে প্রিয়জন হারানোর সূতীত্র বেদনা। তবে একমাত্র জীবিত সদস্য নাতির কাছে দাদু তার বেদনাময় ইতিহাস কবিতা করে মজ্জা লাগব করতে পড়েন কিন্তু সাগেহা খাতুন তার পরিবারের সবাইকেই হারিয়েছেন। সাগেহা হার বন্ধন হারানোর প্রেক্ষাপট আর বৃদ্ধ দাদুর প্রিয়জন হারানোর প্রেক্ষাপট ভিন্ন। দাদু এক এক করে পাঁচজন প্রিয় মানুষকে হারিয়েছেন আর সাগেহা খাতুন একদিনেই এক অগ্নিকাণ্ডে সবাইকে একসাথে হারিয়েছেন। বৃদ্ধ দাদু নিজ হাতে প্রত্যেকের কবর রচনা করেছেন এবং ত্রিশ বছর ধরে প্রিয় জীবনকে চোখের জলে সিক করে রেখেছেন, কিন্তু সাগেহা খাতুন তা পারেননি। উদ্দীপকের সাগেহা খাতুন আর

‘কবর’ কবিতার বৃদ্ধ দাদুর ধিয়াজন হারানোর প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও ‘বজন হারানোর বেদনা উভয়েরই অভিন্ন এবং উভয়েই নিজের মৃত্যু কামনা করে খোঁসার দরবারে প্রার্থনা করেন।

খ) অসীমউদ্দীন রচিত ‘কবর’ কবিতাটি বাংলা সাহিত্যের অসামান্য একটি শোক কবিতা। গভীর সহানুভূতি ব্যাথা কবি এখানে এক বুকের ‘বজন হারানোর বেদনাকে তুলে ধরেছেন।

মৃত্যুর অমোঘ নিয়মে আমরা সকলেই বন্দি। প্রত্যেক জীবিত প্রাণীই একদিন মৃত্যুর ‘বাদ গ্রহণ করবে।’ তবুও জীবন থেকে যখন প্রিয় কোনো মানুষ অলোবাণার সঞ্চয় বহন ছিন্ন করে চলে যায় তখন শূন্যতাকে আমরা সহজে মেনে নিতে পারি না এবং ‘বজন হারানোর হাহাকার কোনো সুখানুভূতি ব্যাথাও তুলে পাকা যায় না। ধিয়াজন হারানোর ফলে হৃদয়ের গভীর ক্ষতকে কোনো কিছুই বিনিময়ে পূরণ করা যায় না। ‘কবর’ কবিতায় কবি অসীমউদ্দীন বৃদ্ধ দাদুর করল কাহিনীর বর্ণনার মধ্য দিয়েও এ সত্যটি তুলে ধরেছেন। বৃদ্ধ দাদু তার জীবনশয্যা একে একে তার স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, নাতনি ও কন্যার মৃত্যু অবলোকন করেছেন। নিজ হাতে লবার কবর রচনা করে মৃতদের কবরে শায়িত করেছেন। দাদু নিয়মিত কবর জিয়ারত করে প্রিয় ‘বজনের জন্য খোঁসার কাছে বেবেশত কামনা করেন। দাদু আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এ দীর্ঘ সময়ে কোনো কিছুই বিনিময়েই তিনি তার ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়কে অরিয়ে তুলতে পারেন নি। তাই তিনিও খোঁসার কাছে প্রার্থনা করেন যেন তিনিও হারানো ‘বজনের সহযোগী হয়ে মৃত্যু দেশে যেতে পারেন।

বৃদ্ধ দাদুর শূন্য হৃদয়ের মর্মরিত মূর্ত্তা কবি অত্যন্ত আবেগপূর্ণভাবে ‘কবর’ কবিতায় ছুটিতে তুলেছেন।

২. নিচের উল্লিখিত পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সজল একজন উপহেলা নির্বাসন অফিসার। স্ত্রী নাতাশা ও এক কন্যাকে নিয়ে তার সুখেই দিন কাটিছিল। হঠাৎ একদিন সড়ক দুর্ঘটনায় সজল মারা যায়। ‘বামীকে হারিয়ে স্ত্রী নাতাশা দিশেহারা হয়ে পড়েন। ‘বামীর ব্যবহৃত জিনিসগুলো জড়িয়ে ধরে মাকেমধ্যেই তিনি বেঁচে ওঠেন। কয়েক মাসের মধ্যে তিনিও পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।

ক. জীবনের প্রথম বেলায় কে সীখ ভেকে এনেছিল?

খ. কাদের কেন জোড় মানিক বলা হয়েছে?

গ. উল্লিখিত ঘটনাটির সাথে কবর কবিতার কোন ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে বর্ণনা কর।

ঘ. ‘কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নেন’- উক্তিটি কবর কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

## ২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) বৃদ্ধ দাদুর একমাত্র পুত্রবধূ জীবনের প্রথম বেলায় সীখ ভেকে এনেছিল।

খ) ‘কবর’ কবিতায় বৃদ্ধ দাদুর পুত্র ও পুত্রবধূকে ‘জোড় মানিক’ বলা হয়েছে। ফাঙ্কনের একদিনে বুকের পুত্র অসময়ে মাঠ থেকে মিরে এসে জানায়, তার শরীরটা অলো লাগছে না। দাদু তাকে মেঝেতে দাদুর বিছিয়ে শুইয়ে দেয়। এ শোয়াই হয় তার জীবনের শেষ শোওয়া। পুত্রের মৃত্যু শোক দাদু যেমন সহজে মেনে নিতে পারেনি, তেমনি তার পুত্রবধূও তা পারেনি। তাই ‘বামীর শোকে সেও একদিন পৃথিবী ছেড়ে পরপারে চলে যায়। অন্ধিম ইচ্ছা অনুযায়ী তাকে তার ‘বামীর পাশেই কবর দেয়া হয়। এ কারণেই জীবন-মরণের পাখী হিসেবে তাদের জোড়মানিক বলা হয়েছে।

গ) উল্লিখিত উদ্ভিষিত নাতাশা ‘বামী ও একমাত্র সন্তানকে নিয়ে সুখেই বসবাস করছিলেন। হঠাৎ একদিন তার ‘বামী সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান। ‘বামীর মৃত্যুর পর নাতাশা দিশেহারা হয়ে পড়েন। ‘বামীর আমা-কপড় নিয়ে দিন-রাত কালাকাটি করতে থাকেন। নিজের শরীরের যত্ন না নেয়ার অকালে তিনি মৃত্যুর কোলে চলে পড়েন। ‘কবর’ কবিতায় বৃদ্ধ দাদুর পুত্রবধূ ‘বামীকে

হারিয়ে দিনরাত কান্নাকাটি করত। তার বেদনায় গাছের পাতারা ঝরে যেত, ফাটুনি হাওয়া বৈশে উঠত। তার কান্নায় পৃথিবীর চোখেও পানি আসত। 'বামীর ব্যবহৃত লাঙল-জোয়ালা ধরে সারাদিন সে কান্না কনত। নিজের শরীরের কোনো যন্ত্র নিতো না। এভাবে একদিন পূজাবধুও পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেয়। যা উন্মীপকের নাতাশার জীবনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ) পল্লীকবি অসীমউদ্দীন তাঁর 'কবর' কবিতায় গ্রামীণ জীবনের প্রেক্ষাপটকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। উন্মীপকে উদ্ভিষিত নাতাশা বামীকে হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন। বামীর শোকে তিনি হয়ে পড়েন শোকাক্ত। বামীর স্মৃতি বিজড়িত জিনিসপত্র ধরে নাতাশা দিনরাত কান্নাকাটি করেন। কয়েক মাসের মধ্যে তিনিও এ পৃথিবী থেকে জিবিদায় নেন। 'কবর' কবিতায় বৃদ্ধ দাদুর পূজাবধু অল্প বয়সে বামীকে হারিয়ে হুসড়ে পড়ে। বামীর লাঙ্গল-জোয়ালা ধরে সারাদিন কান্নাকাটি করতে থাকে। তার বেদনায় গাছের পাতারা ঝরে যায়। ফাটুনি হাওয়া বৈশে ওঠে। পৃথিবীর পথ দিয়ে যেতে যেতে চোখের পানি মুছে। বামীর গর্গ মুটিকে জড়িয়ে ধরে দু চোখের পানিতে বুক জলায়। ঠিকমত গোলস, খাওয়া-দাওয়া না করা আর নিজের শরীরের যত্ন না নেয়ায় উদাসিনী পূজাবধু অকালেই পৃথিবী ছেড়ে চিরদিনের মতো পরশরে চলে যায়। প্রিয়জন হারিয়ে লবেলশীল মানুষগুলো এভাবেই পৃথিবী থেকে অকালে ঝরে যায়। এটাই প্রকৃতির নিয়ম।

৩. নিচের উন্মীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

কসোরায় মা-বাবার অকাল মৃত্যুর পর মতিন তার ছোট বোন শিরিনকে কোলেগিটে করে বড় করে তোলে। বোনকে সুখী দেখার জন্য অনেক দেখে-ভনে মতিন ওকে বড়ঘরে বিয়ে দেয়। কিন্তু বিয়ের পর কিছুদিন যেতে না যেতেই বৌভুকের দাবিতে শিরিনের ওপর তরু হয় নির্মম অত্যাচার। দরিদ্র মতিন তাদের দাবি পূরণে ব্যর্থ হয়। কলে শিরিনের ওপর নির্দায়নের মারাজ আরও বেড়ে যায়। স্বত্তর বাড়ির নিষ্ঠুর নির্দায়নে শিরিন শেষ পর্যন্ত মারা যায়। একমাত্র বোনকে হারিয়ে মতিন একেবারে নিঃশব্দ হয়ে পড়ে।

ক. কাজী বাড়িতে কাকে বিয়ে দেয়া হয়েছিল?

খ. 'হাততে যদিও না মারিত তারে শত যে মারিত টোটে' -কলতে কী বুঝানো হয়েছে?

গ. উন্মীপকের শিরিন চরিত্রটি 'কবর' কবিতার বৃদ্ধ দাদুর নাতনীর প্রতিরূপ -ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'স্বত্তর বাড়ির নিষ্ঠুর নির্দায়নে শিরিন শেষ পর্যন্ত মারা যায়' - 'কবর' কবিতার আলোকে বিষয়টি বিশ্লেষণ কর।

### ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কাজী বাড়িতে বিয়ে দেয়া হয়েছিল বৃদ্ধ দাদুর নাতনিকে।

খ) 'হাততে যদিও না মারিত তারে শত যে মারিত টোটে' উক্তিটি বৃদ্ধ দাদুর একমাত্র নাতনীর প্রসঙ্গে করা হয়েছে। তার নাতনি ছিল পরীর মতো মেয়ে। সত্তর বছর দেখে কাজী বাড়িতে তার বিয়ে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তার স্বত্তর বাড়ির দোকান ছিল খুবই নিষ্ঠুর। তার সাথে তারা কসাই-চামারের মতো আচরণ করতো। তবে তারা তাকে শারীরিকভাবে নির্দায়ন করতো না। নির্দায়ন যা করতো তা করতো মানসিকভাবে। আর এ নির্দায়নের প্রধান মাধ্যম ছিল টোটে অর্থাৎ কথা কলা। প্রতি নিয়ত কাঁটা কথা বলে তাকে নির্দায়ন করা হতো বলেই কবি অসীমউদ্দীন বৃদ্ধ দাদুর জবানিতে আলোড়িত করেছেন।

গ) পল্লীকবি অসীমউদ্দীন রচিত 'কবর' কবিতাজুড়ে এক গ্রামীণ বৃদ্ধের স্মৃতিময় শোক কাহিনী ফুটে উঠেছে। এ কবিতায় বৃদ্ধ দাদু তার পাঁচজন স্বজ্ঞাকে হারিয়ে ক্ষত-বিক্ষত হৃদয় নিয়ে বেঁচে আছেন। গ্রামপ্রিয় জীকে হারানোর পর বৃদ্ধ অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন। এরপর একে একে পুত্র, পুত্রবধু, নাতনি ও কন্যাকে হারিয়ে তিনি নিঃশব্দ হয়ে পড়েন। দাদুর কাছে তার জী, পুত্র, পুত্রবধু, কন্যা ও নাতনি ছিল অত্যন্ত আদরের। পুত্র ও পুত্রবধুকে হারিয়ে পিতৃ-মাতৃহীন নাতনিকে সুখী দেখতে কাজীদের বদলি বাড়িতে বিয়ে নেন তিনি। কিন্তু নাতনীর স্বত্তর যেন মানুষ নয়, কসাই-চামারের মতো এক অমানুষ। তাই বিয়ের পর থেকেই তার

নাটনিটি স্বপ্নবাহিনী নানা অত্যাচারে জঞ্জরিত হয়। অনেক চেষ্টার পর দাদু নাটনিকে ফিরিয়ে আনেন বাটে কিন্তু কী এক পচানো জ্বরে আক্রান্ত হয়ে তার সে নাটনি শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর দেশে পাড়ি জমায়।

উদ্দীপকের শিরোনাম চরিত্রটি পিতৃ-মাতৃহীন। বড় ভাই মতিনের আসন-হাড়ে বেড়ে উঠেছে সে। বোনের সুখের জন্য বড় ঘর মেখে তাকে কিয় সেয় মতিন। কিন্তু তারপরও অগোচর নির্মমতা তার পিতৃ হাড়ে না। যৌতুকের দাবিতে প্রতিনিয়ত শিরিন নির্বাহিত হতে থাকে। মতিন যৌতুক দিতে ব্যর্থ হলে নির্বাসন আরও বেড়ে যায়। এমনভাবে যেমন গ্রহণের ফলে শিরিন একদিন মৃত্যুর কোলে চলে পড়ে। স্বপ্নর বাড়ির নিষ্ঠুরতা শিরিনের জীবন কেড়ে নেয়। উদ্দীপকের শিরিন আর 'কবর' কবিতার বৃদ্ধ দাদুর নাটনি যেন একে অপরের প্রতিরূপ। স্বপ্নর বাড়ির নিষ্ঠুরতা শিরিন ও বৃদ্ধের নাটনি উভয়েরই গ্রাস কেড়ে নিয়েছে। তাই শিরিনকে মর্থাভাবেই আমরা 'কবর' কবিতার বৃদ্ধের নাটনির প্রতিবিম্ব বলতে পারি।

ঘ) 'কবর' কবিতার কবি অসীমউদ্দীন গ্রামীণ এক বৃদ্ধের প্রিয়জন হারানো শোকার্ত হৃদয়ের হাছাকর ছুটিয়ে তুলেছেন। নাটকীয় স্বপ্নভেজি ধারা বৃদ্ধ দাদু তার নাটিকে এক একটি কবর সেধানোর মধ্য দিয়ে জী, পুত্র, পুত্রবধূ, নাটনি ও কন্যার মুক্তুর কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কবি অসীমউদ্দীন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মৃত্যুর কাহিনীর আভাসে সমাজের চিত্রও অঙ্কন করেছেন। তৎকালীন গ্রামীণ সমাজের বাল্য বিবাহ প্রথা, কৃষি সমাজের চির ছাড়াও নাটনির মৃত্যু কাহিনীর আভাসে যৌতুক প্রথার নম্র চিত্রও প্রকাশিত হয়েছে। পিতৃ-মাতৃহীন নাটনিকে সুখী সেখার জন্য দাদু কাজিনের বনিয়াদি ঘরে বিচে দিয়েছিলেন। কিন্তু নাটনির স্বপ্নর যেন একজন কসাই চামার। প্রতিনিয়ত তাকে নির্বাসন করা হতো। নাটনি তার দাদুর কাছে বার বার চিঠি লিখে তাকে বাবার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করে। দাদুও অনেক চেষ্টার পর নাটনিকে তার কাছে ফিরিয়ে আনে। কিন্তু কী এক পচানো জ্বরে আক্রান্ত হয়ে দাদুর নাটনিও মৃত্যুকে বরণ করে নেয়। মূলত স্বপ্নর বাড়ির নিষ্ঠুর আচরণের কারণেই নাটনিকে এভাবে অকালে মরতে হয়। অসীমউদ্দীন ছিলেন পল্লীকবি। তাই তিনি তাঁর কবিতার যেমন পল্লীর শ্যামল-কোমল প্রকৃতির রূপ-বৈচিত্র্য তুলে ধরেছেন, তেমনি সেধানকার সহজ সরল সাধারণ মানুষের জীবন ও তাদের নিষ্ঠুর সমাজব্যবস্থারও চিত্রিত করেছেন। উদ্দীপকের মতো 'কবর' কবিতার বৃদ্ধ দাদুর নাটনির জীবন কাহিনীর মধ্য দিয়ে সেটাই প্রমাণিত হয়েছে।

তাই 'স্বপ্নর বাড়ির নিষ্ঠুর নির্বাসনে শিরিন শেষ পর্যন্ত মারা যায়' উদ্দীপকের এই উক্তিটি 'কবর' কবিতার বৃদ্ধ দাদুর নাটনির জীবনেও সমভাবে প্রযোজ্য।

৪. নিচের উদ্দীপকটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

ঈদুল ফিতরের নামজ শেষে রাসেল তার চাচার সঙ্গে পরিবারিক গোঁড়তানে কবর জিয়ারত করতে যায়। দুই বছর ব্যসে সে তার মাকে হারায়, তার ঠিক একবছর পর বাবাকে হারিয়ে এতদিন হয়ে পড়লে ছোট ভাগা তার লালন-পালনের দায়িত্ব নেন। গোঁড়তানে দাঁড়িয়ে রাসেল হাত তুলে তার মা-বাবা ও দাদু-দাদির জন্য প্রার্থনা করে। এসময় এক অব্যক্ত বেদনায় তার বুক ভেঙে কান্না আসে।

ক. দাদু কাকে হাসতে মানা করেছিলেন?

খ. 'তিরিশ বছর ভিজিয়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে'-চরণটি দিয়ে কী বুঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের রাসেল 'কবর' কবিতার নাটনির সঙ্গে কোন মিক থেকে সম্পর্কিত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

ঘ. 'এ সময় এক অব্যক্ত বেদনায় তার বুক ভেঙে কান্না আসে' - 'কবর' কবিতার আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

### ৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) দাদু তার নাটিকে হাসতে মানা করেছিলেন।

খ) তিরিশ বছর আগে 'কবর' কবিতার কেন্দ্রীয় চরিত্র বৃদ্ধ দাদুর জীবন মৃত্যু হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানও বৃদ্ধ কৃষকের সংবেদনশীল মন থেকে তার প্রিয়তম জীবন স্মৃতিকে মুখে দিতে পারেনি। বরং, তিরিশ বছর ধরেই এই শোকার্ত কৃষক চোখের জলে

তঁার জীবন কবর সিন্ধু করে রেখেছে। 'তিনিশ বছর ভিজায় রেখেছি দুই মাসের জলে' পঙ্কজিতার মাধ্যমে মূলত বৃদ্ধ দাদুর জী হারানোর এই বেদনার স্থায়ীত্বকেই বোঝানো হয়েছে।

গ) উদ্দীপকের রাসেল ও 'কবর' কবিতার নাতির সম্পর্ক খুবই গভীর। তারা দুজনেই নিরতিত এক নির্মম পরিহাসের শিকার। এলিক থেকে তারা যেন একই সূত্রে গ্রহিত। রাসেল দুই বছর বয়সে মাকে হারায়, তার রিক এক বছর পরে বাবাকে হারিয়ে সে এতিম হয়ে পড়ে। 'কবর' কবিতায় নাতিও তার বাবা-মা, দাদি, বোন ও ফুফুকে হারায়। এদের দুজনের বেদনা মূলত একই উৎসজাত। দুজনই নিবর্ত আত্মীয়সের হারিয়ে ক্রমশ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে।

ঘ) 'কবর' কবিতায় দাদু ও নাতি তাদের আত্মীয়-বর্জনদের হারিয়ে নিঃস্ব ও রিক্ত হয়ে পড়ে। জীবনের শেষপ্রাণে নীড়িয়ে বৃদ্ধ দাদু তার একমাত্র অবলম্বন নাতির কাছে একে একে সব মৃত্যুর কাহিনি তুলে ধরে। তিনিশ বছর আগে তার জী পরলোভিত হয়। এরপর তার পুত্র, পূজবধু, নাতনি ও কন্যাকে হারিয়ে তিনি শোকে পাথর হয়ে যান। এ-সময় নাতির চোখেও অশ্রুধারা নেমে আসে। কারণ নাতিও এই একই বেদনার সম্মুখী। উদ্দীপকের রাসেলও তার বাবা-মাকে হারিয়ে এতিম হয়ে পড়ে। পারিবারিক গোত্রজনে নীড়িয়ে রাসেল যখন কবর জিয়ারত করে, তখন আত্মীয়সের বিয়োগব্যথায় তার বুক ছেঁড়ে কান্না আসে। 'কবর' কবিতার নাতিও একই বেদনায় কাতর। এটাই মানবজীবনের চরম বাস্তবতা। এ বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে চাইলেও এটা কেউ এড়াতে পারে না।

৫. নিচের উদ্দীপকটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



ক. ভলিম গাছতলার ত্রিশ বছরের পুরনো কবরটি কার?

খ. বৃদ্ধ দাদু মটিকে এতো ভালোবাসেন কেন?

গ. যেখানে বাহুরে অভায়ে ধরেছি সেই জলে গেছে ছড়ি-উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'মোর জীবনের রোজকোয়ামত ভাবিতছি কত দূর।'- উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) ভলিম গাছতলার ত্রিশ বছরের পুরনো কবরটি হলো দাদির।

খ) 'কবর' কবিতায় বৃদ্ধ দাদু তার একমাত্র অবলম্বন নাতিকে পারিবারিক গোত্রজনে নিয়ে গিড়ে নিজের জীবনের কলঙ্গ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তার গিয়রজনেরা এক এক করে তাকে ছেড়ে চলে গেছে। তিনি কটিকে ধরে রাখতে পারেন নি। এক নদী শোক বুকে নিয়ে তিনি তাই তাদের স্মৃতি রোমন্থন করে চলেছেন। সকলের আগে তার যাওয়ার কথা থাকলেও নিরতিত সিঁটুর পরিহাসে তিনি আজও বেঁচে আছেন। নিজের হাতে বেদনাল ধরে তিনি তার জী, পুত্র, পূজবধু, নাতনি ও মেয়েকে কবর খুঁড়ে মাটির নিচে ধুম পাড়িয়ে রেখেছেন। তারা সবাই মাটির সাথে মিশে আছে। তাই বৃদ্ধ মটিকে এতো ভালোবাসেন।

গ) উদ্দীপকের বৃদ্ধ দাদু এক কবর কবিতার বৃদ্ধ দাদু দুজনেই আত্মীয়বর্জন নিয়ে সুবে শঙ্কিতে জীবনযাপন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিরতিত নির্মম পরিহাস, দুজনই সেই সুবে থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। উদ্দীপকের বৃদ্ধ দাদু তার বর্জনদের হারিয়ে যেমন শোকে নিহল হয়ে পড়েছেন, 'কবর' কবিতার বৃদ্ধ দাদুও তেমনি তার জী-পুত্র-কন্যাকে হারিয়ে শোকে আকুল হয়ে পড়েন। তারা দুজনেই যখন যাকে আঁকড়ে ধরে বীচতে চেয়েছেন, তখনই তারা তাদের মঁকি দিয়ে পৃথিবী ছেড়ে বিদায় নিয়েছে। তাই তারা

উজ্জয়ই বেঁচে থেকেও যেন মৃত্যুর চেয়ে কঠিন এক যজ্ঞনা ভোগ করেছেন। চোখের সামনেই একের পর এক প্রিয়জন মৃত্যুর কোলে চলে পড়লেও চোখে চেয়ে দেখা ছাড়া তাঁদের আর কিছুই করার ছিল না।

খ) পদ্মীকবি জসীমউদ্দীনের বিখ্যাত সৃষ্টি 'কবর' একটি অতিশয় কল্যাণ রসাত্মক বেদনাগাথা। এ কবিতার কবি জীবনের অন্ধমল্লখে উপনীত এক কৃষ্ণর জী-পরিজন হারানোর শোকগাথা লিপিবদ্ধ করেছেন। এক এক করে কৃষ্ণর জীবন থেকে বিনায় নিয়েছেন প্রায় সব কজন যজন। জীবনের প্রথম সুখের জেঁয়া পেতে না পেতেই তাকে ছেড়ে পরপারে চলে যান তার আদরের স্ত্রী। সে শোক দূর না হতেই মৃত্যুর পরাধ অনুসরণ করে তার একমাত্র পুত্র এবং পুত্রবধূ। অতঃপর তাঁদের পথ ধরেই হরিজে যায় একমাত্র নাতিও। সাত বছরের কন্যা। প্রতিটি মৃত্যুরই নীরব সাক্ষী বৃদ্ধ দাদু। শোকের ভার বহন করতে করতে বৃদ্ধ দাদু যখন ক্লান্ত, তখন তিনি তার একমাত্র অবলম্বন নাতির কাছে সমস্ত জীবনের শোকের স্মৃতিগুলো তুলে ধরেন। তিনি যুক্ত করে পারেন তার জীবনেও সত্যি ঘনিয়ে এসেছে। কারণ কহিলী যখন শেষ হলো, তখন দিনেরও শেষ; বৃদ্ধের বুকের অমোঘ বীধা রক্তক্ষাণ যেন দীর্ঘশ্বাস হয়ে সত্যি রূপে নেমে এল পৃথিবীতে। হয়ত কিছুদিন পরেই মৃত্যুর ডাক আসবে। জীবনের খেয়া পাড়ি দিয়ে তিনিও অগিলন করবেন মৃত্যু নামক বহুকে। মৃত্যুর বার্তাবাহকের অপেক্ষার প্রহর গণছেন বৃদ্ধ দাদু।

একইভাবে উল্লীপকে চিরিত দাদুর জীবনেও এমন এক শোকের আবহ তৈরি হয়। তার শোকের সমান্তরালে অবস্থান করে কবর কবিতার বৃদ্ধ দাদু তাই দূর বলে সত্যি নামার ঘন আঁধারের উপমার মাধ্যমে নিজ জীবন সারাহেরই ইঙ্গিত দিয়েছেন এক আশ্রয়ের সন্ধান সুরে নিজ জীবনের রোজ কোমলতাকেই "মনন করেছেন।

### ● বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. পদ্মীকবি জসীমউদ্দীন কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

- কি ১৯০৫ সালে                      খি ১৯০১ সালে  
গি ১৯০২ সালে                      ঘি ১৯০৩ সালে

২. কবি জসীমউদ্দীন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

- কি মাদারার গ্রীপুরে                      খি যশোরের চৌপাড়া  
গি করিমপুরের তাম্বুলখানায়                      ঘি চট্টগ্রামের আনোয়ারায়

৩. বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে জসীমউদ্দীনের কোন কবিতা প্রবেশিকা বাংলা সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়?

- কি পদ্মীকবি                      খি মুসাফির  
গি আমাদের গাঁ                      ঘি কবর

৪. কর্মজীবনের শুরুতে জসীমউদ্দীন কোথায় অধ্যাপনা করেন?

- কি ঢাকা কলেজে                      খি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে  
গি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে                      ঘি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে

৫. কোন বিশ্ববিদ্যালয় কবি জসীমউদ্দীনকে 'ডক্টর অব লিটারেচার' উপাধি দিয়েছে?

- কি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়  
খি পটনা বিশ্ববিদ্যালয়  
গি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৬. পদ্মীকবি জসীমউদ্দীনের কোন কাব্যটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে?

- কি মাতির কান্না                      খি নকশী কাঁথার মাঠ  
গি সোহন বদিয়ার ঘাট                      ঘি বাঘুচর

৭. কোন কাব্যগ্রন্থটি কবি জসীমউদ্দীনের রচনা?

- কি হলুকা                      খি অগ্নিকা  
গি বাঘুচর                      ঘি পরাপার

৮. 'কবর' কবিতায় বৃদ্ধ দাদু কাকে সোনালি উয়ার সোনামুখের সঙ্গে তুলনা করেছে?

- কি কন্যাকে                      খি স্ত্রীকে  
গি পুত্রবধূকে                      ঘি নাতনিকে

৯. দাদু মৃত্যুরাজি যাওয়ার সময় কোন হাটে কোবেটা করতেন?

- কি গজনার হাটে                      খি শাপলার হাটে  
গি উজানতলীর হাটে                      ঘি কাজি বাড়ি হাটে

১০. কোনটি পোলে দলি সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন?

- কি পুতির মাল্য                      খি তামাক মাসন  
গি দোকান দখ                      ঘি বেগুন-তরমুজ







৫৭. 'কবর' কবিতায় সোনালি উষার সোনামুখ হলো-

- (ক) নাতির (খ) নাতনির  
(গ) পুত্রবধূর (ঘ) নদীর

৫৮. 'কবর' কবিতায় পথ পাশে ঘেরে আমি যে হেথায় কঁদে মরি আঁখিজলে' - উক্তিটি কার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে?

- (ক) দামির (খ) দাদার  
(গ) নাতির (ঘ) পুত্রবধূর

৫৯. 'কবর' কবিতায় 'বেখানে যাহারে অভ্যরে ধরেছি সেই চলে গেছে ছাড়ি'-এ চরণে প্রকাশ পেয়েছে দানুর-

- (ক) জীবনের দূরত্ব (খ) সব ছায়ানোর কট  
(গ) অন্ধকারের ঢুলি (ঘ) নিঃসহতার বেদনা

৬০. 'কবর' কবিতায় 'জোড়মানিকেরা ঘুমায়ে রয়েছে এইখানে তরু-হার'- এখানে জোড়মানিক হলো-

- (ক) নানা ও নানি (খ) বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা  
(গ) পুত্র ও পুত্রবধূ (ঘ) নতি ও নাতনি

৬১. 'কবর' কবিতায় অধিকাংশ চরণের মাত্রা বিন্যাস হলো-

- (ক) ৬+৬+৬+১ (খ) ৬+৬+৬+১  
(গ) ৮+৮+৮+১ (ঘ) ৬+৬+৬+২

৬২. 'কবর' কবিতায় 'এত আলরের বুজিরে তাহার ভাঙোবাসিত না মোটে'- কাদের কথা বলা হয়েছে?

- (ক) সমাজের লোকদের  
(খ) স্বামীর সংসারের লোকদের  
(গ) বাপের বাড়ির লোকদের  
(ঘ) আত্মীয়-স্বজনদের

৬৩. 'কবর' কবিতায় কাকে 'ঘুম ভোলা যাদু' বলা হয়েছে?

- (ক) দানুর গ্রীকে (খ) দানুর পুত্রবধূকে  
(গ) দানুর নাতনিকে (ঘ) দানুর মেয়েকে

৬৪. 'কবর' কবিতায় 'স্বামীর 'মাখাল' কবরে খুলিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য হলো-

- (ক) এক ধরনের কুসংস্কার  
(খ) প্রচলিত সামাজিক প্রথা  
(গ) কবরের চিকু ধরে রাখা  
(ঘ) চিরজন্ম ভাঙোবাসার আবেদন

৬৫. 'দু পরয়া করি নেড়ী' এখানে 'দেড়ী' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

- (ক) কালক্ষেপণ (খ) নবর ফেপণ  
(গ) দেরি (ঘ) পেড়তন

৬৬. 'কবর' কবিতায় 'বেহেস্ত' শব্দটি কোন বিকৃতিরূপে হয়েছে?

- (ক) ভেস্ত (খ) ভেহেস্ত  
(গ) বেস্ত (ঘ) ভেসতো

৬৭. 'কবর' কবিতায় পুত্র ও পুত্রবধূর কবরখয়ের কথা বুঝাতে কোন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে?

- (ক) জোড়মানিক (খ) জোড়মানিক  
(গ) রত্নজোড় (ঘ) মানিক-জোড়

৬৮. 'শত যে মারিত ঠোটে'-এখানে 'ঠোটে' কথাটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

- (ক) বাধবস্ত্রবিশেষ (খ) তিকতা  
(গ) মিষ্টিখা (ঘ) কটুখা

৬৯. 'কবর' কবিতায় সমস্তাবসম্পন্ন কবিতা কোনটি?

- (ক) 'স্বরণ' (খ) 'সোনার তরী'  
(গ) 'বিত্রোহী' (ঘ) 'বাংলাদেশ'

৭০. 'কবর' কবিতায় 'স্বপ্নোক্তি' হলো-

- (ক) এক গ্রাম্য নৃকের হাহাকার  
(খ) গ্রাম্য পরিবারিক জীবন  
(গ) জীবন যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি  
(ঘ) মৃত্যু যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি

৭১. 'কবর' কবিতায় সবে ছন্দের পরিপূর্ণ মিল খুঁজে পাওয়া যায়-

- (ক) 'জীবন-বন্দনা' কবিতায়  
(খ) 'পাঞ্জেরি' কবিতায়  
(গ) 'বাংলাদেশ' কবিতায়  
(ঘ) 'অঠারো বছর বরন' কবিতায়

৭২. 'কবর' কবিতায় নামকরণ 'কবর' এর পরিবর্তে 'শোকধাধা' রাখা হলে তা হতো-

- (ক) বিষয়বস্তুর অনুগামী  
(খ) প্রেক্ষাপটের অনুগামী  
(গ) মূল চরিত্রের অনুগামী  
(ঘ) মূলভাবের অনুগামী

৭৩. 'কবর' কবিতায় উদ্ভেদবোধ্য বৈশিষ্ট্য হলো-

- (ক) মাত্রা বৃন্ত ছন্দের ব্যবহার  
(খ) শোকধাধা  
(গ) বাধবন্দন্য  
(ঘ) নাটকীয় স্বপ্নোক্তি

৭৪. 'কী জনি পাচনো জুরতে ধরিল অর উঠিল না ফিরে'- 'পাচনো জুরকে' এখন অর এ নামে ডাকে না। তার কারণ-

- ক চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি  
খ গ্রামের মানুষের উন্নতি  
গ জীবন ব্যয়ের উন্নয়ন  
ঘ প্রতিবেশক চিকা অবিস্কার

৭৫. 'কবর' কবিতায় নিচের কোন চরিত্র দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটছে-

- ক মটির আরি যে বড় অলোবাসি, মটিতে বিশায়ে বুক  
খ লাগল লইয়া যেতে ছুটিতাম পায়ের ও পথ ধরি  
গ সারা দুনিয়ার যত ভাষা আছে কেঁদে ফিরে গেলে দুখে  
ঘ দুদিনের ভরে নিয়ে যায় মোরে বাপের বাড়ির দেশে

৭৬. 'কবর' কবিতায় কবি মৃত্যুতে নতুন সর্বিক শোকহত হয়েছেন-

- ক গ্রীর মৃত্যুতে                      খ পুরবধুর মৃত্যুতে  
গ ছেলের মৃত্যুতে                      ঘ মেয়ের মৃত্যুতে

৭৭. 'কবর' কবিতার কোন মৃত্যুটি প্রেমের মহিমার উজ্জ্বল?

- ক দাসির মৃত্যু                      খ পুরের মৃত্যু  
গ পুরবধুর মৃত্যু                      ঘ কন্যার মৃত্যু

৭৮. 'শতর তহার কসাই চামার'-কার শতর কসাই চামার?

- ক দাদার মেয়ের                      খ দাদার নিজের  
গ দাদার দাতারির                      ঘ দাদার ছেলের

৭৯. 'কবর' কবিতায় পৌত্রের জমিকা মূল্য কী ছিল?

- ক শ্রোতার                      খ মর্শকের  
গ নবীর                      ঘ সহযোগীর

৮০. শেষতে দাসির মতো ছিল-

- ক নাজনি                      খ পুরবধু                      গ মেয়ে                      ঘ ভাবী

৮১. 'কবর' কবিতায় কোন বিষয়টি প্রধান হয়ে উঠেছে?

- ক মৃত্যুর ভয়াবহতা  
খ মৃত্যুতে অসহায়ত্ব  
গ এক গ্রামীণ বৃদ্ধের জীবন  
ঘ এক গ্রামীণ বৃদ্ধের জীবনের গভীর বেদনার্থতা

৮২. সামগ্রিকভাবে বাংলার গ্রামীণ জীবনের আবহ ও সহজ সরল প্রাকৃতিক রূপ কার কাব্যে সবচেয়ে বেশি প্রাণবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে?

- ক সোয়দ আলী আহম্মদের  
খ আল মাহমুদের  
গ সুফিয়া কামালের  
ঘ জসীমউদ্দীনের

৮৩. 'কবর' কবিতায় দাসুর নাতনিকে কবর বাবার বাড়ি আনা হয়?

- ক বসন্তে                      খ বর্ষায়  
গ গ্রীষ্মে                      ঘ শীতে

৮৫. 'কবর' কবিতায় দাসুর মেয়ে মৃত্যুর সাথে বাদুশত রয়েছে -

- ক হেমন্তীর মৃত্যুর                      খ বিশালীর মৃত্যুর  
গ মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর                      ঘ অশুর মৃত্যুর

৮৬. বাগিকা-বধুটি কেঁদে বুক ভাসাত, কান্না-

- i. তার পুত্রশের বিয়ে ভেঙে গিয়েছিল  
ii. তাকে খুব ছোট বয়সে বিয়ে দেয়া হয়েছিল  
iii. তার ছোট হাতে অনেক বড় সহ্যার সামলাতে হতো  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i                      খ ii                      গ i, ii                      ঘ ii, iii

৮৭. সোনার মতো মুখ বলতে বুঝায়-

- i. সোনার মতো লাগব্য                      ii. সোনার মতো উজ্জ্বল মুখ  
iii. সোনার মতো মূল্যবান  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i                      খ ii                      গ i, iii                      ঘ i, ii, iii.

৮৮. 'সারার' বলতে বুঝায়-

- i. সাগর                      ii. দীঘি  
iii. সরোবর  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i                      খ ii                      গ i, iii                      ঘ i, ii, iii

৮৯. 'ভেবে হইতাম সারা'-এখানে 'সারা' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তা হলো-

- i. সমগ্র                      ii. শেষ  
iii. আকুল  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i                      খ iii                      গ i, iii                      ঘ i, ii, iii

৯০. 'অভাগিনী আপনি পরিশ্রম মরন বিফের তাজ'- এ 'তাজ' কথটির আভিধানিক অর্থ কী?

- i. মুহূর্ত                      ii. শিরোহৃৎ  
iii. মাথা  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i                      খ ii                      গ i, iii                      ঘ i, ii, iii

৯১. 'কবর' কবিতায় বর্ণিত 'হাতের যদিও না মরিত তবু শত যে মরিত ঠোঁট'- বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ চরণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়-

- i. নারী নির্ধাতন                      ii. পথপ্রধা  
iii. এনিড নিকেপ  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i.                      খ ii.                      গ iii.                      ঘ i, ii.

৯২. 'কবর' কবিতায় বর্ণিত 'পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে কেঁদে অনাইত তুর্ক'- পুতুলের বিয়ে চিকিৎসকের সঙ্গে বর্তমান সমাজে সাদৃশ্য হলো-

i. বাণ্য বিয়ের ii. যৌতুক প্রথার

iii. নারী নির্যাতনের

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i. খ ii. গ iii. ঘ i, ii

৯৩. 'কবর' কবিতায় প্রেক্ষাপট হলো-

i. পারিবারিক দ্বন্দ্ব ii. গ্রামীণ জীবনের দুখকট

iii. নারী নির্যাতন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i. খ ii. গ iii. ঘ i, ii

৯৪. 'কবর' কবিতায় সাদুর পুত্রের শোক-বেদনার পুত্রবধু -

i. প্রথম বেলায় ডাকিয়া আনিব সাঁক

ii. আশনি পরিল মরণ-বিষের তাজ

iii. কী আলি আশি করে গেল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i. খ ii. গ iii. ঘ i, ii.

৯৫. 'কবর' কবিতায় পুত্রবধু মৃত্যুর আগে ছেলেকে ভেঁকে কল-

i. দুলাল আমার

ii. সোনাল আমার

iii. যাদুর আমার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii. খ ii ও iii. গ i ও iii. ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৯৬ ও ৯৭ নম্বর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

কেবল এইটুকু বলিয়া শেষ করিব যে, সে সাত দিনের বেশি বাঁচির থাকটা সহিতে পারিল না।

৯৬. উদ্দীপকে বর্ণিত চরিত্রের সঙ্গে 'কবর' কবিতার কোন চরিত্রের মিল রয়েছে?

ক নাতনি খ পুত্রবধু

গ মেয়ে ঘ দাদি

৯৭. উদ্দীপকে বর্ণিত চরিত্রের সঙ্গে 'কবর' কবিতার সাদুর্যপূর্ণ চরিত্রের পার্থক্য হলো -

ক শোকের বহিঃপ্রকাশে খ জীবনের সমাজে

গ ভাবোপাসার গভীরতায় ঘ অসহায়ত্ববোধে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৯৮ ও ৯৯ নম্বর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

যেতে নাহি নিব হায়া।

তবু যেতে দিতে হয়,

তবু চলে যায়।

৯৮. উদ্দীপকের ভাবের প্রতিফলন রয়েছে কোন চরমে?

ক কবর দেশেতে দুমারে রয়েছে নিঃকরূম নিরালস্য

খ কালভনী হাতের কানিয়া উঠিত তনো মাঠখানি ভরে

গ সেই সোনামুখ মলিন হয়েছে ফোটোনা সেখায় হাসি

ঘ যেখানে বাহুরে জড়ায় ধরেছি সেই চলে গেছে ছড়ি

৯৯. উদ্দীপকটিতে 'কবর' কবিতার যে নিকটি ফুটে উঠেছে তা হলো -

i. কবরের মানুষ হারানোর ব্যথা

ii. স্বজনদের আঁকড়ে রাখার আকুলতা

iii. স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হবার ব্যাকুলতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii. খ ii ও iii.

গ i ও iii. ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১০০ ও ১০১ নম্বর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মাজেব আলী তার ১৩ বছরের মেয়ে ফুলিকে বিয়ে নো পাশের গ্রামের কালামের সাথে। বিয়ের কিছুদিন যেতে না যেতেই খুজালার থেকে যৌতুকের জন্য চাপ দেয়া হয় ফুলিকে। নানা নির্যাতনের মুখে ফুলি অসুস্থ হয়ে বাপের বাড়ি ফিরে আসে এবং কিছুদিনের মধ্যেই মারা যায়।

১০০. উদ্দীপকের ফুলি 'কবর' কবিতার কোন চরিত্রের প্রতিনিবেশ করে?

ক নাতনি খ পুত্রবধু

গ মেয়ে ঘ কেঁটা না

১০১. 'ফুলি অসুস্থ হয়ে বাপের বাড়ি ফিরে আসে' - ফুলির এ অবস্থা 'কবর' কবিতার কোন চরমে প্রতিফলিত হয়েছে?

i. স্ববরের পর খবর পঠাতি দাদু যেন কাল এসে

ii. সেই সোনামুখ মলিন হয়েছে ফোটোনা সেখায় হাসি

iii. কালো দুটি চোখে রহিয়া রহিয়া অন্ধ উঠছে তাদি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii. খ ii ও iii.

গ i ও iii. ঘ i, ii ও iii

# তাহারাই পড়ে মনে সুফিয়া কামাল

## কবি পরিচিতি

বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ এবং অন্যান্যাদেশ কবিতাভিত্তিক অধিকারিনী কবি সুফিয়া কামাল বাংলা সাহিত্যাক্ষরেণ এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। বাঙালি মুসলিম মহিলাসমাজ যখন এক প্রকার গৃহবন্দী জীবন কাটাত, তখনই এমেশের কবিতাগুলো তাঁর উত্থান ঘটে। তৎকালে নারীদের বাড়ির বাইরে ধীরে পড়ুশওয়ার কোনো উপায় ছিল না। সুফিয়া কামালও তখন বাইরে ছিলেন না। কলে প্রতিষ্ঠানিক পড়ুশওয়ার কোনো সুযোগ পড়নি তিনি। তিনি ছিলেন অনেকটা স্বশিক্ষার শিকড়। নারীসমাজ তথা আমাদের লক্ষ্য সমাজের প্রবৃত্ত উন্নতি সাধনে তাঁর অবদান অবদানের জন্য তাঁকে 'জননী সাহসিক' উপাধি দেয়া হয়। সাহিত্যে অমর কীর্তি হলো বাংলা একাডেমী পুরস্কার, একুশে পদক, মান্নি উর্দীন স্বর্ণপদক, কুলাবুলা ললিত কলা একাডেমি পুরস্কারসহ তিনি নানাবিধ পুরস্কারে ভূষিত হন। মাত্র এগার বছর বয়সে জাতি আই সৈয়দ নেহাল হোসেনের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। কিন্তু অদ্ভুতের নির্মম পরিহাসে তাঁর স্বামী অকালে মারা যান। তারপর কলকাতা কংগ্রেসের শ্রমের অধীনে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন। একটি কন্যা সন্তান নিয়ে এ সময় তাঁকে মণ্ডেই পুত্র-কন্যা কোণে করতে হয়। ১৯৩৯ সালে কামাল উদ্দিনের সাথে পুনরায় তিনি বিবাহ বরনে আবদ্ধ হন।

জন্ম : ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বরিশালে (শৈতন্য নিবাস কুমিল্লায়)।

মৃত্যু : ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায়।

## রচনাবলি

কাব্যগ্রন্থ : শীতের মায়া, মায়া কাছল, উদ্ভাস পৃথিবী।

গল্প গ্রন্থ : কোয়ার কাঁটা।

স্মৃতিস্মৃতিগ্রন্থ : একাত্তরের ডায়েরি।

## উৎস ও পরিচিতি

'তাহারাই পড়ে মনে' কবিতার প্রকৃতি ও মূলভাবের সম্পর্কে একটি ভরস্তুপূর্ণ দিক ফুটে উঠেছে। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে কিছু বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। তারই ধারাবাহিকতায় শীতের পর বসন্তের আদর্শনা ঘটেছে প্রকৃতিতে। বসন্ত মানেই প্রেমের স্বপ্ন। বসন্ত মানেই নতুন নতুন সৃষ্টি সঞ্চার। মৌমাছির ওজন, মালবী ফুলের ফুঁটির মালা, বনে বনে পাখ-পাখালির কলকলকল মনকে নতুন আনন্দ ও শিহরণে উত্তেজিত করে। কিন্তু কবি হল এতো নিষ্ঠুর পরও শোকাজনক-বেদনার ভারজোড়। বসন্তের সমস্ত সৌন্দর্য ও কবির মনকে স্পর্শ করতে পারে না। কবিতার কবির ব্যক্তিগতবনের ছায়াপাতি ঘটেছে। পরমার্থীয় ও একান্ত আপনজন-স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের অকাল প্রয়াণ এবং তার অনানুষ্ঠিত পরে কবির মাসিক ঘাটনা এ কবিতার ব্যঙ্গ হয়েছে।

## শব্দার্থ ও টীকা

লম্বী : বাতাস।

কুহেলি : কুয়াশা।

উদ্ভাস : ঢাল।

মালবী : বাগদীপতা বা তার ফল।

## তাহারেই পড়ে মনে

অর্থবিরচন : অঞ্জলি বা উপহার রচনা।

তাহারেই পড়ে মনে : বসন্তের আগমনে কবির অন্তরে বিদ্যারী শীতের কথা জেগে ওঠে।

ফাঙন যে এসেছে ধরায় : পৃথিবীতে মজান অর্থৎ বসন্তের আগমন ঘটেছে।

কুহেলি উজ্জী তলে মাঘের সন্ধ্যাণী : কবি শীতকে মাঘের সন্ধ্যাণীরূপে বক্সা করেন। বসন্ত আসার আগে সর্বত্রাণী সর্বত্র সন্ধ্যাণীর মতো মাঘের শীত যেন কুয়াশার ঢল্লর গড়ে মিলিয়ে গেছে।

□ বানান সতর্কতা

নীরব, সন্নীর, অধীর, তরী, আগমনী, গীতি, মাখবী, তীত্র, কুহেলি, উজ্জী, ধীরে, সন্ধ্যাণী।

## □ নমুনা প্রশ্নাবলি □

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'তাহারেই পড়ে মনে'- কবিতার কবীাকারী চরিত্র কোলটি?

ক. কবি স্বয়ং

খ. কবি ভক্ত

গ. বৃদ্ধ নানু

ঘ. কুললক্ষ্মী

২. 'তাহারেই পড়ে মনে'- কবিতায় বসন্তের প্রতি কবির বিমুখতার কারণ -

i. অতীত প্রীতি

ii. ব্যক্তিগত দুঃখবোধ

iii. শীত ঋতুর বিলাস

নিচের কোলটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. i ও iii

ঘ. ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

"শ্যামল-কাজল বন আমার ভালো লাগে

তবে আমারও প্রতিজ্ঞা আছে অনেক

যেতে হবে বহুদূর-খুমিয়ে পড়ার আগে।"

৩. অনুচ্ছেদের 'শ্যামল-কাজল বন' 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কোল ঋতুর রূপক?

ক. শরৎ

খ. হেমন্ত

গ. শীত

ঘ. বসন্ত

৪. অনুচ্ছেদের মূলভাব নিচের কোল চরণে প্রতিফলিত হয়েছে?

ক. রহেনি সে ভুসেনি তো, এসেছে তা ফাঙনে 'মরিয়া

খ. তাহারেই পড়ে মনে জুলিতে পারি না কোনো মতে

গ. বসন্ত-বন্দনা তব কষ্টে ওলি এ মোর মিলতি

ঘ. তরী তার এসেছে কি? কেজোছে কি আগমনী গান

৫. পঠনরীতির দিক থেকে 'তাহারেই পড়ে মনে' কোল ধরনের কবিতা?

ক. স্বপ্নোক্তি

খ. কাহিনীমূলক

গ. সাধারণ কবিতা

ঘ. সংলাপ নির্ভর

১. হিম কুহেলির অন্তরতলে আজিকে পুলক আগে  
রাঙিরা উঠেছে পলাশ কনিকা মধুর রানিন রাগে।

অসিবে এবার ঋতুরাধ বুঝি

তরি বঁশি ওঠে মলয়েতে বাজি

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

দূরে সরে গেছে হিম অর্জর

কুয়াশা ঢাকা বেদনা সিধর

মমতি ওঠে মধুর রাণিবী বন-নিকুঞ্জ তলে

সুন্দর সে যে হাসিতে তাহার মিখিল ছুবন ভোজে।

## তাহারেই পড়ে মনে

ক. 'ভুলি' শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্দেশ কর।

খ. শীত ঋতুকে কবি কেন 'মাঘের সন্ধ্যাসী' বলেছেন?

গ. অনুচ্ছেদের প্রথমমাংশের ভাবটি 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কার সংলাপে ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অনুচ্ছেদের বর্ণিত ঋতুর সঙ্গে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার ঋতুর দৃষ্টিভঙ্গিপত্র পার্থক্য রয়েছে— এ উক্তিটির সঙ্গে তুমি কি একমত? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও।

২. বিদ্যা ও সাহিত্যচর্চার জন্যে বিয়ের পর অনিদিষ্টা সবসময় 'স্বামী প্রবচনের কাছ থেকে উৎসাহ ও ধারণা পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর সুখী দাম্পত্য জীবন দীর্ঘায়িত হয়নি। তবে স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি যেমত যান নি, একাকি জীবন-যাপন করলেও বিদ্যা ও সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রেখেছেন। এছাড়া তিনি নারী শিক্ষার জন্য নিয়েছেন নানা উদ্যোগ। সর্বক্ষেত্রেই 'স্বামী' স্মৃতি ছিলো তাঁর অনুপ্রেরণাশূন্য।

ক. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার মূলসুর কী?

খ. বসন্তের সৌন্দর্য কবির কাছে অর্থহীন কেন?

গ. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কোন ঋতুর সঙ্গে উদ্দীপকের অনিদিষ্টার 'স্বামী'র চিত্রবিদ্যায়ের মিল রয়েছে?— ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'তাহারেই পড়ে মনে' ভুলিতে পারি না কোন মতে— কবির এ মনোভাবের সঙ্গে 'স্বামী'র অনিদিষ্টার মনোভাবের তুলনা কর।

## ১. সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বাঁধনের জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি তার মা। মা-ই তার পরম বন্ধু। আবদার, আহ্বান, অভিমান, ভালোবাসা সব কিছুই তার মাকে দিয়ে। প্রতিবছরই বসন্তের প্রথম প্রহরে মা-মেয়ে গায়ে হলুদ শাড়ি পরে, খোঁশার ফুল গুঁজে বসন্তকে বরণ করে নিতো। সড়ক দুর্ঘটনার হঠাৎ করেই বাঁধনের মা মারা যান। তাঁর কুয়াশার কারণে দৃষ্টি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। কোনো কিছুই বিলম্বেরই বাঁধন তার মাকে বাঁচতে পারেনি। আজ সে একেবারেই নিঃসঙ্গ। মায়ের স্মৃতিগুলোই তার সঙ্গী। হলুদ-বসন্ত তার কাছে আজ যেন কেবলই নীল।

ক. কুহেলি উত্তরী তলে দিগন্তের পথে কে চলে গেছে?

খ. 'মাঘের সন্ধ্যাসী' কালকে কী বুঝানো হয়েছে?

গ. বাঁধনের নিঃসঙ্গতার মধ্য দিয়ে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কোন নিকটি ফুটে উঠেছে?

ঘ. 'হলুদ-বসন্ত তার কাছে আজ যেন কেবলই নীল'— 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

## ১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কুহেলি উত্তরী তলে দিগন্তের পথে চলে গেছে মাঘের সন্ধ্যাসী।

খ) মাঘের সন্ধ্যাসী হচ্ছে একটি প্রতীকী শব্দ। ছয় ঋতুর মধ্যে সবচেয়ে রিক্ত ও বিবর্ধ ঋতু হচ্ছে শীত। ঋতুরাজ বসন্তের আগমনের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি থেকে শীত বিদায় নেয়। কিন্তু তারপরও সংবেদনশীল মানব মন তার কথা ভুলতে পারে না। বসন্তের আনন্দ কোলাহলের মধ্যেও সে তাকে মনে রাখে। হৃদয়ের গভীরে তার জন্য সে স্থান করে গভীর মমতাবোধ ও সহানুভূতি। কবির ব্যক্তিগত জীবনও প্রকৃতির এ ছায়াপাত ঘটেছিল। তিনি যখন তার কবি প্রতিভার জন্য সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে বসন্ত ঋতুর মতোই আনন্দময় পরিবেশে অবস্থান করছিলেন তখন তার কাব্যসাধনার মূল প্রেরণাদাতা প্রয়াত 'স্বামী' সৈয়দ হোসেনের কথা তিনি ভুলান নি। তাই রিক্ত হতে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়া অকাল প্রয়াত 'স্বামী'কেই তিনি তার কবিতায় মাঘের সন্ধ্যাসী রূপে চিত্রিত করেছেন।

## তাহারাই পড়ে মনে

গ) কবি সুফিয়া কামাল রচিত 'তাহারাই পড়ে মনে' একটি 'স্মৃতিচারণমূলক কবিতা'। প্রকৃতির অন্তরালে কবি এখানে তার প্রিয়জন হারানোর বেদনাকে ব্যক্ত করেছেন।

আলোচ্য উদ্দীপকে বাঁধনের নিঃসঙ্গতা যেন কবি সুফিয়া কামালের 'স্বামী হারানোর বেদনাকেই মূর্ত করে তোলে'। কবির কাব্য চরিত্র সবচেয়ে বড় প্রেরণাস্রোত ছিলেন তাঁর স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেন। কিন্তু অল্প বয়সেই তিনি আকস্মিকভাবে মারা যান। এর কলে কবির জীবনে বেগে আসে খণ্ডিত শূন্যতা। এরপর নানা দিক থেকে তার জীবনে পূর্ণতা এলেও 'স্বামী হারানোর সেই কষ্ট থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেন নি'। তাই জীবনের সুখময় পরিবেশ থেকে সব সময় তিনি নিজেকে সমস্ত স্রিয়ের রেবেছেন। জীবনের এই বিষয়টিকেই তিনি তার কবিতায় প্রকৃতির আবহে তুলে ধরেছেন। শীতের পর প্রকৃতিতে বসন্ত এসেছে। কিন্তু সেমিকে কবির কোনো খেয়াল নেই। বসন্তের রূপ-রস তাকে একটুও স্পর্শ করতে পারেনি। দিগন্তের পথে রিক্ত হতে চলে যাওয়া মায়ের সল্লাসীরা স্মৃতিগুলোই তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ঠিক একইভাবে উদ্দীপকের বাঁধনও আজ নিঃসঙ্গ। পরম বস্তু মায়ের আকস্মিক মৃত্যু তাকে শোকাচ্ছন্ন করে দিয়েছে। বাঁধন কিছুতেই তার মায়ের মুহুর্তা মেনে নিতে পারছে না। এক মুহুর্তের জন্যও সে মাকে ছুঁলে থাকতে পারছে না। মায়ের স্মৃতিগুলো মনে করেই বাঁধনের সময় পার হয়ে যায়। 'স্মৃতিই আজ বাঁধনের নিত্যসঙ্গী'। তাই ঋতুচক্রেতার আবর্তে প্রকৃতিতে বসন্ত এলেও হলুদ শাড়ি পড়ে, খোঁপায় ফুল গুঁজে বসন্তকে বরণ করে নেয় না বাঁধন; বসন্তকে বরণ করে নেয়ার বিষয়টি তাঁর কাছে এখন শুধুই 'স্মৃতি'। বাঁধনের প্রিয়জন হারানোর এই কষ্টবোধ ও 'স্মৃতিকাতরতার বিষয়টিই 'তাহারাই পড়ে মনে' কবিতায় শৈল্পিক মহিমায় ফুটে উঠেছে।

ঘ) 'তাহারাই পড়ে মনে' কবিতায় কবি সুফিয়া কামালের ব্যক্তি জীবনের ছায়াপাত খটেছে। প্রকৃতির অন্তরালে এখানে কবির বেদনাবিধুর জীবনের ছায়াপাত খটেছে।

কবির জীবনের সবচেয়ে বড় উৎসাহ ও প্রেরণাস্রোত 'স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেন'। পরমপ্রিয় স্বামীর অকাল মৃত্যু কবিকে শূন্যতার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করেছে। শীতের আগমনে প্রকৃতি হয়ে পড়ে রক্ষ। বৃক্ষ হয় পুশ্প-পত্রহীন। ধূলি মলিন প্রকৃতি রূপ ধারণ করে সর্বভাষ্যী সল্লাসীরা মতো। রিক্ত প্রকৃতি আবার নববোধন লাভ করে বসন্তের আগমনে, প্রকৃতিতে প্রাণের সঞ্চার হয়, নবপশুপ, বাহরির পুশ্প আর পাখির কলতান মনমমনেও সোলা জাগায়। নানা আনুষ্ঠানিকতায় তারাও বসন্তকে বরণ করে নেয়। কবি সাহিত্যিকরাও বেগে থাকেন না। ভাবে, ছন্দে আর ভাষায় তারাও বসন্তকে বরণ করে নেন। কিন্তু আত্মবিশ্রমকভাবে কবিতার কবি তা করছেন না। বসন্তের সৌন্দর্য তার মনে সোলা জাগাতে ব্যর্থ হচ্ছে। ভক্তের সনির্বন্ধ অনুরোধেও কবি বসন্তের বন্দনাগীত রচনায় মনোনিবেশ করছেন না। মূলত প্রকৃতির বর্ণনার মধ্য দিয়ে এখানে কবি সুফিয়া কামালের ব্যক্তি জীবনের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। মায়ের সল্লাসীরা মৃত 'স্বামীর স্মৃতিগুলো সব সময় তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখে, তাই বসন্তের মতো সুখময় পরিবেশ থেকে সমস্ত তিনি নিজেকে সরিয়ে রাখেন। 'স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের বিরোধে বাধা যেন শীত মায়ের সল্লাসীরা প্রতীকে কবিতায় ফুটে উঠেছে। একইভাবে বাঁধনও তার মার স্মৃতিকে হলুদ থেকে কিছুতেই মুক্ত হতে পারছে না। এমন কোনো অকলংঘনও তার নেই, যা দিয়ে সে সেই শোক থেকে নিজেকে মুক্ত করবে। তাই কবির মতো কোনো আনন্দঘন অনুষ্ঠান বা পরিবেশই তার কাছে আজ সুখের নয়। সব কিছুতেই সে কটোর স্পর্শ পায়। তাই বসন্তের প্রথম প্রহর তার কাছে আর আগের মতো কর্ণালি হয়ে থরা দেয় না; তা শুধু বেদনার নীল রঙে তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। সংবেদনশীল মানবমনের এটাই চিরন্তন ধর্ম। বাঁধন বা কবিতার কবির মতো কেউই তার ব্যতিক্রম নয়।

২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

কলেজের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছেই মিতালী খুব প্রিয় মানুষ। লেখাপড়া, খেলাধুলা আর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তার নামটিই সবার আগে থাকে। প্রতি বছর কলেজের নবীনবরন অনুষ্ঠানে নবীনদের বরণ করে নেয়ার জন্য মিতালীর লেখা মানপত্রের তুলনাই হয় না। কিন্তু এ বছর মিতালী মানপত্র না লেখায় কলেজের সবার মন খুব খারাপ। শত অনুরোধেও কাজ হয় নি। মিতালীর বক্তব্য আমি বরন করে না নিলেও নবীনরা কি আসবে না? তাদের কি বরণ করা হবে না? সত্য শিথুরা মিতালী বাবার মৃত্যুকে কিছুতেই মেনে দিতে পারছে না।



## তাহারেই পড়ে মনে

ক. ধরায় ফাঙন আসার পরও কে নীরব রয়েছেন?

খ. প্রকৃতিতে বসন্ত আসার পরও কবি উদাসীন কেন?

গ. উদ্দীপকের মিতালীর সঙ্গে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবি-দ্বন্দ্বের যে সাদৃশ্য পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবির প্রিয়জন হারানোর বরণ বিব্রলতা বর্ণন।

## ২. নই প্রশ্নের উত্তর

ক) ধরায় ফাঙন আসার পরও নীরব রয়েছেন কবি।

খ) 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি প্রকৃতি ও মানবদ্বন্দ্বের এক অপূর্ব সমন্বয়। এখানে কবি তার প্রিয়জন হারানোর বেদনায় শোকাচ্ছন্ন। 'স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের আকস্মিক মৃত্যুতে কবির কাব্যজগতে এক বিশাল শূন্যতা সৃষ্টি হয়। কবি কোনোভাবেই 'স্বামী হারানোর বেদনাকে তুলতে পারছেন না। কুরাশার চাঁদর গায়ে মাঘের সন্ধ্যাসীর বিদায় নেয়া যেন কবির জীবন থেকে তার প্রেরণাদাতা 'স্বামীর চলে যাওয়ারই নামাঙ্কর। শীতের প্রকৃতির মতোই কবিমন আজ রিক্ত ও নিঃশব্দ। তাই বসন্তের আগমনী গানের মতো চারপাশের আনন্দময় পরিবেশের প্রতি তার কোনো মনোযোগ নেই। বসন্তের সৌন্দর্যের মতো জীবনের কোনো ঐশ্বর্যই তাকে অজ্ঞোভিত করতে পারছে না। অতীতের স্মৃতি রোমন্বলেই তিনি মা। বর্তমান তার কাছে একেবারেই গুরুত্বহীন। তাই প্রকৃতিতে বসন্ত আসার পরও কবি এতোটা উদাসীন।

গ) কবি সুফিয়া কামাল রচিত 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার প্রকৃতির অনুষঙ্গে কবি-দ্বন্দ্বের হাছাকার প্রকাশ পেয়েছে। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার মানবমন ও প্রকৃতি যেন একাকার হয়ে গেছে। এ কবিতায় কবি মাঘের সন্ধ্যাসীর বিদায়কে কোনোভাবেই তুলতে পারছেন না। প্রকৃতিতে বসন্তের আগমন ঘটছে। প্রকৃতি পেয়েছে নব যৌবন। বসন্তের সৌন্দর্যে মানবদ্বন্দ্বের আনন্দে আহ্বার; কবি-সাহিত্যিকগণও খেমে নেই। বসন্তকে তারা বরণ করে নিচ্ছে তাদের কাব্য দিয়ে। কিন্তু কবি মাঘের সন্ধ্যাসীর করুণ বিদায়ের মাঝে অতীত স্মৃতিকেই হাতড়ে কিরছেন। বসন্তের সৌন্দর্য কবিকে বিমোহিত করতে পারছে না। তাই বসন্তকে বরণ করে নেয়ার কথা তিনি ভুলেই গেছেন। উদ্দীপকের মিতালীও সত্য পিতৃহারা হয়ে নিঃশব্দ হয়ে গেছে। নবীন বরণ অনুষ্ঠানে যোগ না দিয়ে নিজেকে সে সুকিয়ে রেখেছে পিতা হারানোর বেদনার আবেশে। এখানেও প্রিয়জন হারানোর হাছাকার মূর্ত হয়ে উঠেছে। কবিতার কবির প্রিয়জন ও প্রেরণাদাতা 'স্বামী হারানোর কটের সঙ্গে মিতালীর পিতা হারানোর কট যেন একাকার হয়ে গেছে।

ঘ) প্রকৃতি ও মানুষের মন যেন একই সুরে গাঁথা। ক্ষতুর পরিবর্তনে প্রকৃতি যেমন তার রূপ বদলায়, জীবন চলার পথে নানা ঘটনাক্রমেই মানবমনও তেমনি করে পরিবর্তিত হয়। কবি সুফিয়া কামাল রচিত 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার প্রকৃতির রূপকে প্রিয়জন হারানো এক কবিদ্বন্দ্বের নিদানরূপ হাছাকার ফুটে উঠেছে।

'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবিমনের নিঃশব্দতার এক কাশ সুর ধ্বনিত হয়েছে। প্রকৃতিতে বসন্তের আগমনে চারিদিক ফুলে ফুলে ভরে গেছে। বাতাবি পেলুর ফুল আর অল্পমুহুরের মৌ মৌ গন্ধে চারিদিক মাতোয়ারা। শীতের নিঃশব্দ, রিক্ত ও বিকল প্রকৃতি বসন্তে পেরেছে নব যৌবন। প্রকৃতির এই রূপান্তরে মানব হৃদয়েও সেলা লেগেছে। এ সময়ে কবির 'তাদের কাব্যের ভাষি খুলে বসন্তকে বরণ করে নেবে এটাই বাস্তবিক, কিন্তু কবিতার প্রধান চরিত্র কবি সেখানে নীরব। তাই কবিতার তার এ নীরবতা মনে নিতে পারছে না। কবিকে সে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানায় বসন্তকে বরণ করে নেয়ার জন্য বন্দনা গীত রচনা করতে। কিন্তু কবি তাতে সাড়া দিচ্ছে না। কেননা, বসন্তের আগমনেও রিক্ত হাতে বিদায় নেয়া মাঘের সন্ধ্যাসীর কথা তিনি কিছুতেই তুলতে পারছেন না। মাঘের সন্ধ্যাসীর মধ্য দিয়ে কবি মূলত তার কাব্য-জীবনের প্রধান উৎসাহদাতা ও অকাল প্রয়াত 'স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের কথাই কত করেছেন। 'স্বামীর অকাল মৃত্যুতে কবির জীবনে নেমে আসে গীমাহীন শূন্যতা। কবির জীবন হয়ে পড়ে নিঃশব্দ ও শোকাচ্ছন্ন। তাই বসন্তের সৌন্দর্যের মতো সুখময় পরিবেশও কবিকে আকর্ষণ করতে পারেনি। উদ্দীপকের মিতালীও সত্য পিতৃহারা হবার পর কোনো আনন্দেই আনন্দিত হতে পারছে না। কল্যাণের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে তাই আজ সে অনুপস্থিত।

## তাহারেই পড়ে মনে

নবীনদের বরণ করে দেবার জন্য তাকে শত অনুরোধ করার পরও মিতালী তা উপেক্ষা করেছে। শিতা হারানোর বেদনায় সে শোকাচ্ছন্ন। তাই স্বাভাবিক পরিবেশের সাথে সে নিজেকে কিছুতেই মানাতে পারছে না।

সব কিছু পরও প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে বসন্ত আসে, কল্যাণে নবীনদের বরণ করে নেয়া হয়। কিন্তু জীবনের করুণ বাস্তবতা মানব মনে যে ছায়া ফেলে তা কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না।

৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সুমিতা দেবী অল্প বয়সেই বিধবা হন। বৌবনের শুরুতে যখন মনের মধ্যে একটু-আধটু রং লাগতে শুরু করে ঠিক তখনই তার বিয়ে হয় সুমিতা বাবুর সাথে। দাম্পত্য জীবন শুরু হতে না হতেই এক আকস্মিক দুর্ঘটনার তার স্বামী মারা যান। তারপর থেকে তিনি যেন হাসতেও ভুলে গেছেন। শাশা উৎসবে চারদিকে সবাই আনন্দে মেতে উঠলেও তার মনে কোনো আনন্দ নেই। সমাজ থেকেও তিনি নিজেকে ভটিয়ে নিয়েছেন। অসীম শূন্যতা আর একাকিত্বই যেন এখন তার সবচেয়ে আপন হয়ে ওঠেছে।

ক. সৈয়দ নেহাল হোসেন কত সালে মারা যান?

খ. কবি মাঘের সন্ন্যাসীকে ফুলতে পারছেন না কেন?

গ. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার আলোকে সুমিতা দেবীর নিঃসঙ্গতার বিষয়টি তুলে ধরো।

ঘ. 'অসীম শূন্যতা আর একাকিত্বই যেন এখন তার সবচেয়ে আপন হয়ে ওঠেছে' - 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

## ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) সৈয়দ নেহাল হোসেন ১৯৩২ সালে মারা যান।

খ) পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে রিক্ত হাতে বিদায় নেয়া মাঘের সন্ন্যাসীকে কবি কিছুতেই ফুলতে পারছেন না। কেননা, প্রকৃতিতে বসন্ত এসেও কবির হৃদয় জুড়ে আছে শুধু তারই অতিত। পৃথিবীতে বসন্তকে বরণ করার মতো সোকের অভাব না থাকলেও দিগন্তপথে যে মাঘের সন্ন্যাসী হারিয়ে গেছে তার কথা কেউ মনে রাখে না। তাই সংবেদনশীল কবি মন বসন্তের আনন্দ কোলাহলকে উপেক্ষা করে তারই স্মৃতি মছন করছে। এর ভেতর দিয়ে কবি ফুলত তার কাব্য সাধনার অন্যতম প্রেরণাদাতা স্বামী নেহাল হোসেনের কথাই বলতে চেয়েছেন। কেননা, কবি হিসেবে বিখ্যাত হওয়ার সুবাদে তার চারপাশে এখন বসন্তের মতো আনন্দ-কোলাহলপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করলেও এর পেছনে যার অবদান তিনি আর বেঁচে নেই। মাঘের সন্ন্যাসীর মতো সম্পূর্ণ রিক্ত হতে এই পৃথিবী থেকে তিনি বিদায় নিয়েছেন। তাই সংবেদনশীল কবি কৃতজ্ঞচিত্তে বার বার তার কথাই মনে করছেন। কিছুতেই তাকে ফুলতে পারছেন না।

গ) 'তাহারেই পড়ে মনে' সৌন্দর্য পিরায়ী রোমান্টিক কবি সুফিয়া কামাল এর এক অনবদ্য কবিতা। এ কবিতায় দেখা যায় প্রকৃতিতে বসন্ত আসার পরও একজন কবি সে ব্যাপারে একবারেই উদাসীন। পৃথিবীতে অপরূপ সৌন্দর্যের ভালি সাজিয়ে আপনমন ঘটেছে স্বত্বরাজ বসন্তের। সর্বত্র লেগেছে তার ছোঁয়া। গজ-পদ্ম, ফুল-ফল সবাই তার ছোঁয়া পেয়ে ধন্য। ভালে ভালে শিমূল-পলাশের অপরূপ সমারোহ, অমের মুকুলের মৌ মৌ গন্ধ আর অলিফুলের গুন গুন গন্ধে মুগ্ধিত হয়ে উঠেছে প্রকৃতি। অথচ কবি নীরব। বসন্তের প্রতি তার কোনো খোঁজ নেই। অনেক কবিত্ত্ব কবির কাছে এর কারণ জানতে চাইলে তার চৈতন্য ফিরে আসে। তখন তিনি জানতে চান, ধরবীতে কি বসন্ত এসেছে? বোঝেছে কি তার আগমনী গান? সে কি ভেবেছে কবিকে? তার এই উদাসীনতা দেখে কবিত্ত্ব অচাক হয়ে যান। কেননা, বসন্তের কোনো আহ্বানই কবির হৃদয়ে পৌঁছনি। হাতেটা অর্ধাতের কোনো বিশ্বস্ততা তাকে আঁকড়ে রেখেছে। উদ্দীপকে আমরা সুমিতা দেবীকে দেখি, বৌবনে একটু-আধটু রং লাগতে না লাগতেই তিনি বিধবা হন। স্বামীর অকাল প্রয়াণে তিনি হাসতেও ভুলে যান। জীবন তার কাছে দুর্বিষহ মনে হয়। নানা উৎসবে

## তাহারাই পড়ে মনে

চরদিকে সবাই আনন্দে মেতে উঠলেও তার সাথে তিনি একাকী হতে পারেন না। নিজেকে সবসময় তিনি ভটিয়ে রাখেন। এভাবেই কবিতার কবির জীবনব্যাপি আর সুমিতা দেবীর জীবনব্যাপি একাকার হয়ে গেছে।

ঘ) সৌন্দর্য পিয়াসী রোমান্টিক কবি সুফিয়া কামাল এর 'তাহারাই পড়ে মনে' কবিতার বসন্তের আগমনে আশ্রুত হওয়ার পরিবর্তে প্রকাশ পেয়েছে মাঘের রিক্ততার সুর। কবিতার ঋতুরাজ বসন্তের প্রতি কবির অনাকঙ্কিত উদাসীনতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কবির যেখানে বসন্তকে বরণ করে নেয়ার নানা অয়োজনে ব্যস্ত থাকার কথা, সেখানে তিনি একেবারে নীরব। রিক্ত হাতে যে মাঘের সন্ধ্যাসী পুষ্পপুষ্পা পিচ্ছের পথে চলে গেছে তার ভাবনাতেই তিনি বিভোর। তিনি কিছুতেই তার কথা ভুলতে পারছেন না। তাই বসন্তের আগমন তার মনে কোনো সাজা আঘাতে পারে নি। এমনকি কবিভক্তের সনির্বাক অনুরোধও তাকে এ ব্যাপারে সক্রিয় করতে পারে নি। সুমিতা দেবীও অকালে তার স্বামীকে ছাড়িয়ে আঁত নিঃস্র, রিক্ত। নানা উৎসবে চরদিকে সবাই আনন্দে মেতে উঠলেও তার মধ্যে কোনো আনন্দ বা উদ্দীপনা নেই। সব সময় তিনি শোকে আচ্ছন্ন থাকেন। অসীম শূন্যতা আর এককিত্তকে আঁকড়ে ধরেই তিনি বেঁচে থাকেন। এটাই যেন এখন তার একমাত্র সফল।

মানুষ সহজে তার অতীতকে ভুলে গেলেও সংবেদনশীল মানবমন থেকে অতীতের স্মৃতি সহজে মুছে না। কবিতার কবি ও উদ্দীপকের সুমিতা দেবীর মধ্য দিয়ে মানবচরিত্রের এ গভীর সত্যটিই ফুটে উঠেছে।

## ৪. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

অটম শ্রেণিতে পড়ার সময় আঁখির বিয়ে হয় শফিকের সাথে। পরবর্তীতে স্বামীর সহযোগিতায় আঁখি উচ্চ শিক্ষা লাভ করে। একদিন অফিস থেকে বাসার ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হয় শফিক। সুদিন মুহূর্তের সাথে পাক্সা লাড়ার পর অবশেষে সে মারা যায়। এরপর আঁখির বাবা মেয়েকে তার স্বত্ব বাড়ি থেকে নিয়ে যান এক অন্যত্র বিয়ে সেন। কিন্তু নতুন সংসারে গিয়ে আঁখি সর্বকিছু মানিয়ে নিতে পারেনি। কোনো কাজেই সে মন বসাতে পারে না। প্রায়ই সে আনন্দনা হয়ে বসে থাকে। শফিককে হারানোর কষ্ট আঁখিকে যেন তুল করে দিয়েছে।

ক. কবি সুফিয়া কামালের প্রথম স্বামীর নাম কী?

খ. মাঘের সন্ধ্যাসী বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের আঁখির সাথে 'তাহারাই পড়ে মনে' কবিতার কবির মনোভাবের অভিন্নতা তুলে ধর।

ঘ. 'স্বামী হারানোর কষ্ট আঁখিকে যেন তুল করে দিয়েছে' - 'তাহারাই পড়ে মনে' কবিতার আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

## ৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কবি সুফিয়া কামালের প্রথম স্বামীর নাম সৈয়দ নেহাল হোসেন।

খ) মাঘের সন্ধ্যাসী বলতে কবি সুফিয়া কামালের কাব্য সাধনার অন্যতম প্রেক্ষাপাতা প্রথম স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের কথাই বুঝানো হয়েছে। কেন্দ্রীয়, বসন্ত আগমনের সাথে সাথেই প্রকৃতি থেকে শীত বিদায় নেয়। অনেকই শীতের কথা ভুলে বসন্ত বন্দনার মেতে ওঠে। কিন্তু সংবেদনশীল মানবহৃদয় প্রকৃতি থেকে রিক্ত, নিঃস্র অবস্থায় বিদায় নেয়া শীতের কথা সহজে ভুলে না। কবি সুফিয়া কামালও সেই সংবেদনশীলতার তার অতীতের কথা ভুলেন নি। তাই কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার সুবাদে তাঁর চরপাশে যখন বসন্তের মতো আনন্দ-কোলাহলপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছে তখনও তিনি শীতের মতো রিক্ত, নিঃস্র নিজের অতীতের কথাই অগ্রহ করেছেন। কবিকে যিনি প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পথ করে দিয়ে নিজে প্রতিষ্ঠিত না হয়েই রিক্ত হতে পৃথিবী থেকে চলে গিয়েছেন, তাকেই তিনি তার কবিতায় মাঘের সন্ধ্যাসীর প্রতীকে উপস্থাপন করে নিজের সেই অনুভূতির কথা ব্যক্ত করেছেন।

গ) উদ্দীপকে বর্ণিত আঁখির সাথে অটম শ্রেণিতে পড়ার সময় বিয়ে হয়েছিল শফিকের। সংসার জীবন ভালোই চলছিল তাদের। কিন্তু সেই সুখ বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। স্বামীর অকাল মৃত্যুতে আঁখির আনন্দময় জীবন বেলনার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়।

## তাহারেই পড়ে মনে

উদ্দীপকের আঁখির সাথে ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার কবির বসন্তবিমূর্ত্ততার একটি বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে। কবির এই বসন্তবিমূর্ত্ততার পশ্চাতে লুকিয়ে আছে সুফিয়া কামালের কিছু ব্যক্তিগত কষ্টানুকূতি। কবি তাঁর কাব্য সাধনার অন্যতম প্রেরণা অকাল প্রয়াত ‘বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনকে এ কবিতার মাফের সন্ন্যাসীরূপে চিত্রিত করেছেন। ‘বামীকে হারানোর পর সুফিয়া কামাল কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পরও সময়ের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে পারেন নি। ‘স্মৃতিকাতরতার ভূষণে বর্তমানের আনন্দ কোলাহল থেকে তিনি নিজেকে সবদেহে সরিয়ে রেখেছেন। আঁখির ক্ষেত্রেও ঠিক এমনটাই দেখা গেছে। নতুন ‘বামী সংসার’ পেয়েও অতীতের বন্ধন থেকে সে মুক্ত হতে পারে নি। ‘স্মৃতিকাতরতার কারণে সে প্রায়ই আনন্দা হতে যায়। এ জন্য সংসারের কক্ষেও সে মনোবোণী হতে পারে না। প্রথম ‘বামীর’ স্মৃতি তাকে ত্রস্ত করে দেয়। তাই আঁখি এবং ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার কবির মনোভাব অনেক দিক থেকেই এক ও অভিন্ন।

ঘ) ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কবির ব্যক্তিজীবনের দুঃখময় ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছে। অত্যন্ত অল্প বয়সে কবির বিয়ে হয়েছিলো তারই আতিভাই সৈয়দ সেহাগ হোসেনের সাথে। সে সময় সন্ন্যাসীর সাহিত্য চর্চা এক রকম নিষিদ্ধই ছিলো। কিন্তু সুফিয়া কামালের ‘বামী’ ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তার উৎসাহ ও সহায়তায় সুফিয়া কামাল কাব্যসাধনার অনেকটা এগিয়ে যান। কিন্তু এর মধ্যেই হঠাৎ করে একদিন তার ‘বামী’ মারা যান। এর ফলে কবি-জীবনে নেমে আসে প্রচণ্ড শূন্যতা। তাঁর ব্যক্তিজীবন ও কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে বাসা বঁধে এক দুঃসহ বিষম্বা। তাই কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর বসন্তের মতো আনন্দময় পরিবেশে অবস্থান করেও শীতের মতো রিক্ত, নিঃশব্দ নিজের অতীতের কথা তিনি ভুলতে পারেন নি। তিনি তার রিক্ততার একমাত্র সঙ্গী ‘বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনকে মাফের সন্ন্যাসীরূপে চিত্রিত করে ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটি রচনা করেন। উদ্দীপকে বর্ণিত আঁখির ক্ষেত্রেও আমরা এমনটিই দেখতে পাই। ‘অটম শ্রেণিতে পড়ার সময় সুফিয়া কামালের মতোই অত্যন্ত অল্প বয়সেই তার বিয়ে হয়ে যায়। সেও সুফিয়া কামালের মতো ‘বামীর’ সহযোগিতায় লেখাপড়ার সুযোগ পায় এবং উচ্চ শিক্ষা লাভ করে। তার ‘বামীও অকাল মৃত্যুর শিকার হয়। এরপর বাবা মা তাকে অন্যত্র বিয়ে দিলেও প্রথম ‘বামীকে সে ভুলতে পারে না। নতুন ‘বামী সংসারের কোনো আকর্ষণই তাকে অতীতের বেশাবোধ থেকে মুক্ত করতে পারে নি। তাই সে কবিতার কবির মতোই বর্তমানকে ‘স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারছে না। ‘বামী হারানোর কষ্ট তাকে যেন ত্রস্ত করে দিয়েছে।

সংবেদনশীল মানুষদের এটা এক চিরফল বৈশিষ্ট্য। কবিতার কবি ও উদ্দীপকের আঁখি এ বৈশিষ্ট্য ধারণকারী মানুষদেরই দুজন সার্থক প্রতিনিধি।

৫. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বসন্ত এসেই শিলার মনে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। সে যেন তখন হয় ওঠে নাচের পুতুল। মৃদু সখিরা বাতাস, গাছে গাছে নানা রঙের ফুলের মেলা আর পাখির গানের সার্থে কর্তৃ মিলিয়ে সেও আনন্দে গেয়ে ওঠে বসন্তের গান। বহুদূর এসময় তাকে বলে, ‘দেখে মনে হয় জীবনে যেন কোনো কষ্টই তোমাকে ছোঁয়নি।’ একথা শুনে শিলা তার নাটকে কর্তৃ বলে, ‘জানো, বসন্তে না আমার মনের সব কলিমা মুছে যায়, এসময় আমি যেন প্রকৃতির অংশ হয়ে উঠি, প্রকৃতির রূপ-রীতিকে আমার জীবন যেন পরিপূর্ণ হয়ে যায়।’

ক. ধরায় ফাটন আসার পরও কে নীরব ছিল?

খ. ‘লক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি’ – কে কাকে এবং কেন এ কথা জিজ্ঞেস করেছেন?

গ. উদ্দীপকের শিলার সাথে ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার কবির মনের বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করো।

ঘ. ‘প্রকৃতির রূপ-রীতিকে আমার জীবন যেন পরিপূর্ণ হয়ে যায়’ – ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার আলোকে উক্তিটির ‘রূপ’ বিশ্লেষণ করো।

## ৫-নং প্রশ্নের উত্তর

ক) ধরায় ফাটন আসার পরও কবি নীরব ছিল।

<http://zoaddar.org>

## তাহারেই পড়ে মনে

খ) সুফিয়া কামালের 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি তার একজন ভক্তকে আলোচ্য কথাটি জিজ্ঞেস করেছেন। প্রকৃতিতে ফাটন আসার পরও কবির নীরবতা দেখে তার একজন ভক্ত যখন কবিকে এ নীরবতার কারণ জিজ্ঞেস করে, তখন তার সরাসরি জবাব না দিয়ে কবি তাকেই আবার উদ্দেশ্যে এ কথাটি জিজ্ঞেস করেন। ফাটন সবাইকে প্রভাবিত করে। সাধারণ মানুষের চেয়ে কবিসের মধ্যেই এ প্রভাবটা বেশি দেখা যায়। অথচ কোনো এক অজানা কারণে প্রকৃতিতে ফাটন আসার পরও কবি যেন এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাই তার এ উদাসীনতা প্রত্যক্ষ করে কবিত্তক্ত তার কাছে এর কারণ জানতে চাইলেই কবি এ কথাটি জিজ্ঞেস করেন।

গ) প্রকৃতির নয়নাভিরাম সৌন্দর্য ও মানুষের শোকাঙ্কন অভ্যন্তরকে যে স্পর্শ করতে পারে না, সুফিয়া কামাল রচিত 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় অত্যন্ত চমৎকার কবিত্বী ও বাণীকিভাবে তা কুটে উঠেছে। অন্যদিকে 'বাস্তবিক অবস্থার প্রকৃতির সৌন্দর্য যে মানবমনের অতুরন্ত আনন্দের উৎস, এ সত্যটিরও প্রকাশ ঘটেছে উদ্দীপকে।

বসন্ত প্রকৃতির নয়নাভিরাম সৌন্দর্য উদ্দীপকে উদ্ভিখিত শিলার মনে 'বাস্তবিকভাবেই আনন্দের জোয়ার বয়ে আসে। অতুরন্ত আনন্দের উৎস বসন্তের আগমনে সেও ফুলের মেলা আর পাখ-পাখিলির কলাতানের সাথে একাত্ম হয়ে যায়। বসন্ত প্রকৃতির রূপ-ঐশ্বর্যে সে তার জীবনকে পূর্ণ করে তোলে। অন্যদিকে মাঘের সন্ধ্যাসীর মতো প্রিয়জন হারানোর বেদনায় 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবির ক্ষয়ে প্রচণ্ড শূন্যতা নেমে আসে। দুঃসহ বিষম্বৃত্তায় কবি-মন আচ্ছন্ন রিক্ততার হাফকারে। তাই বসন্ত এলেও তার সৌন্দর্য কবিকে ছুঁয়ে যায়নি, বরং তার ক্ষয় বাড়তে বেজেছে রিক্ততার হাফকার। আর এক্ষেত্রেই উদ্দীপকে উদ্ভিখিত শিলার সাথে কবি মনের বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা গেছে।

ঘ) উদ্দীপকের পাশাপাশি সুফিয়া কামাল রচিত 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় মানব মনের ওপর প্রকৃতির যে 'বাস্তবিক প্রভাব পড়ার কথা সে বিষয়টি অত্যন্ত চমৎকারভাবে কুটে উঠেছে।

ঋতুরাজ বসন্ত যখন পত্র-পুষ্পের নব সাজে সজ্জিত শিলার মনে তখন বয়ে যায় আনন্দের হিড়ঙ্গ। বসন্তের মৃদু-মন্দ মখিনা বাতাসে মনের সব কামিমা মুছে ফেলে সে হয়ে ওঠে প্রকৃতির অংশ।

উদ্দীপকের মতো 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটিতেও মানবমনে প্রকৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। সামনে বসন্ত বন্দনার জন্যে কবির প্রতি কবিত্তক্তের উদাত্ত আহবান সাধারণভাবে প্রকৃতির সৌন্দর্য মানবমনের অতুরন্ত আনন্দের উৎস-এ সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করে। বসন্ত প্রকৃতির অপূরণ সৌন্দর্য যে কবি মনে আনন্দ শিহরণ জাগাবে এবং তিনি তাকে ভাবে, ক্ষুদ্র, সুখে, লয়ে ফুটিয়ে তুলবেন- এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু পুষ্পশূন্য শিখরের পথে মাঘের সন্ধ্যাসীর মতো হারিয়ে যাওয়া কোনো প্রিয়জনের বিরহ ব্যথায় কবি এতোটাই আচ্ছন্ন যে ঋতুরাজ বসন্তের আগমন তাকে একটুও প্রভাবিত করতে পারেনি। ব্যক্তি-জীবনের দুঃসহ স্মৃতি কাতরতা কবিকে প্রকৃতির বসন্ত সৌন্দর্য উপভোগ থেকে শুধু ব্যথিতই করেনি; তাকে বিমুখও করে রেখেছে। সহকেন্দ্রশীল মানবমনের এটাই ধর্ম। কোনো ধরনের বিরোধাত্মক ঘটনার শিকার না হওয়ায় শিলার মধ্যে এটা দেখা যায় না। হয়তো ভিন্ন পরিহিতিতে তার কাছেও বসন্ত অন্যভাবে ধরা দিতে পারে।

প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য উপভোগ করার মধ্য দিয়ে শিলা তার বসন্তকে বরণ করে নিলেও কবি তা পারেনি। আর এই না পারার পেছনে যে তাদের মানসিক অবস্থার এক ধরনের শৈথিল্য কাজ করেছে কবিতা ও উদ্দীপক থেকে তা সহজেই বোঝা যায়। তাই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পরিহিতির ভিন্নতায় মানুষের মধ্যে প্রকৃতি ও ভিন্ন ধরনের প্রভাব বিস্তার করে। এ কারণেই ঋতুরাজ বসন্ত কবিকে রিক্ততার হাফকারে ভরে দিলেও সুখ 'বাস্তবিক পরিবেশ' বাবা শিলার জীবনকে পরিপূর্ণ করে দেয়।

## ● বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. সুফিয়া কামাল অন্তর্গ্রহণ করেন কবে?
 

কি ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে	খ ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে
গি ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে	ঘি ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে
২. সুফিয়া কামালের জন্মস্থান কোথায়?
 

কি বরিশাল	খি মনিকগঞ্জ
গি কুমিল্লা	ঘি চাঁদপুর
৩. সুফিয়া কামালের পৈতৃক নিবাস কোথায়?
 

কি মরসিংদী	খি রংপুর
গি বরিশাল	ঘি কুমিল্লা
৪. বাংলার নারী আন্দোলনের অন্যতম অগ্রপথিক কে?
 

কি মতিয়া চৌধুরী	খি স্বর্ণকুমারী দেবী
গি সুফিয়া কামাল	ঘি জাহানারা ইমাম
৫. 'সাঁথের মায়া' গ্রন্থটি কার লেখা?
 

কি সুফিয়া কামাল	খি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
গি কাজী নজরুল ইসলাম	ঘি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬. 'মায়া কাজল' কোন জাতীয় রচনা?
 

কি নাটক	খি উপন্যাস
গি কাব্য	ঘি ছোটগল্প
৭. নিচের কোন গ্রন্থটি সুফিয়া কামাল রচিত গল্পগ্রন্থ?
 

কি অর্কেন্টা	খি মায়াকাজল
গি উদার পৃথিবী	ঘি কোয়ার কাঁটা
৮. সুফিয়া কামালের পিতার নাম কী?
 

কি সৈয়দ আবদুল বাতী	খি আবদুর রহমান
গি সৈয়দ নিসার আলী	ঘি আবুল খালেক
৯. 'একাগরের ডারেন্টা' গ্রন্থ কোন জাতীয় রচনা?
 

কি কাব্যগ্রন্থ	খি গল্পগ্রন্থ
গি তৃতীকথা	ঘি অমল কাহিনী
১০. 'ইতল বিতল' সুফিয়া কামালের কী জাতীয় গ্রন্থ?
 

কি শিওতোষ গ্রন্থ	খি অমল কাহিনী
গি গল্পগ্রন্থ	ঘি উপন্যাস
১১. কবি সুফিয়া কামাল কবে মৃত্যুবরণ করেন?
 

কি ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে	খি ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে
গি ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে	ঘি ২০০০ খ্রিস্টাব্দে
১২. কবি সুফিয়া কামাল কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
 

কি বরিশাল	খি কুমিল্লা
গি চাঁদপুর	ঘি ঢাকা
১৩. কবি সুফিয়া কামাল কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?
 

কি ২০ নভেম্বর	খি ২২ নভেম্বর
গি ২৬ নভেম্বর	ঘি ৩০ নভেম্বর
১৪. 'ধরায়' কী এসেছে?
 

কি মান	খি জাভন
গি বর্ষা	ঘি শীত
১৫. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কোন ম্যার খুলে গেছে?
 

কি উত্তর	খি পূর্ব
গি দক্ষিণ	ঘি পশ্চিম
১৬. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি কোন ফুল ফেটির কথা জানতে চেয়েছেন?
 

কি জুই	খি কোয়া
গি বাতাবি লেবুর ফুল	ঘি কুঞ্জচূড়া
১৭. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি কোন গান বাজার কথা জানতে চেয়েছেন?
 

কি লোকায়ত গান	খি বিনোদনের গান
গি অতিমালি গান	ঘি আধমলি গান
১৮. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি প্রথম কোন প্রকাশক প্রকাশ হয়?
 

কি মাসিক মোহাম্মদী	খি বেগম
গি সবুজ পত্র	ঘি কলি ও কলম
১৯. কবি সুফিয়া কামালের প্রথম স্বামীর নাম কী?
 

কি মোহেলী হাসান	খি নেহাল আহমদ
গি সৈয়দ নেহাল হোসেন	ঘি সৈয়দ নেহাল মেহেদী
২০. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি কত বার প্রকাশিত হয়?
 

কি ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে	খি ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে
গি ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে	ঘি ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে
২১. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
 

কি 'বরবৃত্ত'	খি 'অক্ষরবৃত্ত'
গি 'দদ্যছন্দ'	ঘি 'মাত্রাবৃত্ত'
২২. কবি সুফিয়া কামাল কোন পদকটি পেয়েছেন?
 

কি একুশে পদক	খি নোবেল
গি কুন্তলীন	ঘি লেখক শিবির পুরস্কার
২৩. কবি সুফিয়া কামাল কাকে 'মাঘের সন্ধ্যাসী' বলেছেন?
 

কি শীতকে	খি বনজকে
গি বর্ষাকে	ঘি হেমন্তকে

## তাহারাই পড়ে মনে

২৪. সুফিয়া কামাল - এর শিক্ষা কেমন ছিল?

- (ক) অনানুষ্ঠানিক (খ) প্রাতিষ্ঠানিক  
(গ) বশিকা (ঘ) উচ্চশিক্ষা

২৫. যখন সুফিয়া কামাল-এর জন্ম হয় তখন বাঙালি রমনীয়া কীভাবে দিন কাটাত?

- (ক) খুল কলেজে (খ) পুঁহবন্দি  
(গ) কর্মক্ষেত্রে (ঘ) স্বামীস

২৬. 'তাহারাই পড়ে মনে' কবিতায় কোন ঋতুর কথা বলা হয়েছে?

- (ক) গ্রীষ্ম (খ) বর্ষা  
(গ) শরৎ (ঘ) বসন্ত

২৭. 'করিয়া' শব্দের অর্থ কী?

- (ক) বরণ করে (খ) সন্মান করে  
(গ) মেনে নেয়া (ঘ) ভাঙ্গো লাগা

২৮. 'তাহারাই পড়ে মনে' কবিতায় উল্লিখিত 'সমীর' শব্দের অর্থ কী?

- (ক) 'বাতাস' (খ) আকাশ  
(গ) সংগীত (ঘ) সমুদ্র

২৯. 'তাহারাই পড়ে মনে' কবিতায় উল্লিখিত উদ্ভাস শব্দের অর্থ কী?

- (ক) অলঙ্কার (খ) অন্যমনস্ক  
(গ) লক্ষ্যহীন (ঘ) প্রত্যক্ষ

৩০. 'তাহারাই পড়ে মনে' কবিতায় উল্লিখিত 'পথার' শব্দের অর্থ কী?

- (ক) বাতাস (খ) সমুদ্র  
(গ) নদী (ঘ) আকাশ

৩১. 'তাহারাই পড়ে মনে' কবিতায় উল্লিখিত 'উজীর' শব্দের অর্থ কী?

- (ক) উত্তর দিক (খ) চালর  
(গ) ফতুয়া (ঘ) প্রত্যা

৩২. নিচের কোন গ্রন্থটি সুফিয়া কামাল রচিত স্রমধ কাহিনী জাতীয় রচনা?

- (ক) একান্তরের জায়গা (খ) মন ও জীবন  
(গ) নোভিয়েভের দিনগুলি (ঘ) উদাস পৃথিবী

৩৩. নিচের কোন গ্রন্থটি সুফিয়া কামাল রচিত শিকড়োচ্চ রচনা?

- (ক) মায়া কাজল (খ) নওল কিশোরের দরবারে  
(গ) কোয়ার কাটা (ঘ) স্মৃতিকার গ্রন্থ

৩৪. কবিত্তক কাকে বরণ করে নোয়ার কথা বলেছেন?

- (ক) কবিকে (খ) বসন্তকে  
(গ) নবীনাকে (ঘ) আমন্দ মিছিলকে

৩৫. কেন মাঘ মাসকে সন্ন্যাসী বলা হয়েছে?

- (ক) মাঘ মাসের রিক্ততার জন্য  
(খ) মাঘ মাসের কুরাশার জন্য  
(গ) মাঘ মাসের আগমনের জন্য  
(ঘ) মাসের শেষে বসন্ত আসে তাই

৩৬. দিগন্তের পথে কে রিক্ত হয়ে চলে গেছে?

- (ক) শীতকাল (খ) বসন্তকাল  
(গ) মাসের সন্ন্যাসী (ঘ) কবিত্তক

৩৭. কবিত্তক কী রচনা করতে বলেছেন?

- (ক) ছড়া (খ) বন্দনা গীত  
(গ) গল্প (ঘ) বিনোদন সংগীত

৩৮. 'তাহারাই পড়ে মনে' কবিতায় কবির কল কথা মনে পড়ত?

- (ক) কবিত্তকের (খ) কবির পিতার  
(গ) কবির প্রথম 'স্বামী' (ঘ) কবির মায়ের

৩৯. 'হে কবিনীর কেন ফাটন যে এসেছে ধার' - কবি কেন নীরব?

- (ক) ফেলে আসা দিন ফুলাতে পারেন না  
(খ) প্রথম 'স্বামী'কে ফুলাতে পারেন না  
(গ) পিতার 'স্মৃতি' ফুলাতে পারেন না  
(ঘ) বোনের সঙ্গে সম্পর্ক ফুলাতে পারেন না

৪০. 'কহিল সে স্নিগ্ধ আঁধি তুলি দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি' -কে স্নিগ্ধ আঁধি তুলে কথা বলল?

- (ক) কবি (খ) কবিত্তক  
(গ) কবিপুত্র (ঘ) কবির 'স্বামী'

৪১. 'তাহারাই পড়ে মনে' কবিতায় বক্তা কে?

- (ক) কবি (খ) কবি কন্যা  
(গ) কবির 'স্বামী' (ঘ) কবি ও কবিত্তক

৪২. কবি কেন ফাটনের অত্রিক্ত দুর্বতে পারেন না?

- (ক) তাঁর মন ব্যাধাতুর  
(খ) তিনি বাহিরের প্রকৃতি দেখেন নি  
(গ) তিনি লেনু ফুলের পঙ্খ পান নি  
(ঘ) তিনি আল্পনুফুলের পঙ্খ পান নি

৪৩. দক্ষিণ দুয়ার কেন খুলে গেছে?

- (ক) কবি নিজে খুলেছেন (খ) প্রকৃতি নিয়মে  
(গ) বসন্ত বাতাসে (ঘ) কবিত্তক খুলে দিয়েছেন

৪৪. এ কবিতায় কাকে ঋতুরা বলা হয়েছে?

- (ক) গ্রীষ্মকে (খ) বর্ষাকে  
(গ) শীতকে (ঘ) বসন্তকে

৪৫. 'কুহেলি উত্তরী অলে' কবিতা কী বোঝানো হয়েছে?

- (ক) কুহেলিকার মতো মাস  
(খ) মরীচিকার মতো মাঘ মাস  
(গ) কুয়াশার চানর বেগা মাঘ মাস  
(ঘ) শিশির ভেজা দ্বিধা মাঘ মাস

৪৬. 'তাহারাই পড়ে মনে' কবিতায় কবির কোন জীবনের প্রভাব রয়েছে?

- (ক) কর্মজীবনের (খ) ব্যক্তিজীবনের  
(গ) পারিপার্শ্বিক জীবনের (ঘ) ছাত্র জীবনের

৪৭. 'হে কবি নীরব কেন?'- এ সম্বোধনটি কার?

- (ক) কবির বন্ধুর (খ) কবি-ভক্তের  
(গ) কবির স্বামীর (ঘ) কবি-কন্যার

৪৮. ভক্তরা গ্রন্থে উল্লেখ কবি কীভাবে অকলেস?

- (ক) বন্ধু ভঙ্গিতে (খ) রাগত ভঙ্গিতে  
(গ) দ্বিধা ভঙ্গি তুলে (ঘ) বিস্ময়া ভঙ্গিতে

৪৯. 'নীলব কেন' কথাটির 'নীলব' শব্দটি ঘরা কবিতার কী নির্দেশ করেছে?

- (ক) কবির নীরবতা (খ) কবির দুঃখবোধ  
(গ) কবির অনুযোগ (ঘ) কবির উদাসীনতা

৫০. 'এখনো দেখনি তুমি?'- কবি ভক্তের এ বক্তব্যে আমরা কোন বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হই?

- (ক) বসন্ত বিদায় নিয়েছে  
(খ) প্রকৃতিতে বসন্ত এসেছে  
(গ) বসন্ত হবে আসবে  
(ঘ) প্রকৃতিতে বসন্ত বিদায় নিয়েছে

৫১. নিম্নের কোনটি ঘরা দূরির অপোচর বোঝায়?

- (ক) পাখর (খ) পলক  
(গ) নিলয় (ঘ) অলখ

৫২. 'মাদবী' কী?

- (ক) একটি মেয়ের নাম (খ) বাসন্তী শতা  
(গ) কৃষ্ণর জী (ঘ) বুনা ফুল

৫৩. 'কহিল সে মধু মধু করে' - কে মধু মধু করে বলল?

- (ক) কবি-ভক্ত (খ) কবির স্বামী  
(গ) কবি (ঘ) কবি কন্যা

৫৪. 'যদিও এসেছে তবু তুমি তারে করিলে বুধাই-এ পংক্তিতে 'তারে' কবিতা কবির বোঝানো হয়েছে?

- (ক) বসন্তকে (খ) শীতকে  
(গ) কবি ভক্তকে (ঘ) কবি

৫৫. 'কহিল সে পরম হেলায়' - কে পরম হেলায় জবাব দিল?

- (ক) কবির স্বামী (খ) কবির বাসন্তী  
(গ) কবিভক্ত (ঘ) কবি নিজে

৫৬. কবির দৃষ্টিতে মাঘের সন্ধ্যার পথটি -

- (ক) পুষ্পশূন্য (খ) পুষ্পিত  
(গ) কুসুমিত (ঘ) বপ্ত্রময়

৫৭. 'তাহারাই পড়ে মনে' কবিতাটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে-

- (ক) অভিমান (খ) বিবাদময়তা  
(গ) অনুগাথ (ঘ) অনুপ্রেরণা

৫৮. 'সাধারণভাবে মানব মনের অচূড়িত আনন্দের উৎস কোনটি?

- (ক) যাত্রাপথের দৃশ্য (খ) সুন্দর পরিচ্ছদ  
(গ) প্রকৃতির সৌন্দর্য (ঘ) সুন্দর গৃহ

৫৯. 'ধটনীরিত্তির নিক থেকে 'তাহারাই পড়ে মনে' কবিতাটি কেন রচনা?

- (ক) সংলাপ নির্ভর (খ) হৃদয় নির্ভর  
(গ) কহিনী নির্ভর (ঘ) কল্পনা নির্ভর

৬০. 'বরষা' শব্দটির শিষ্ট চলিত রূপ কোনটি?

- (ক) বাস নিয়ে (খ) বিরত রেখে  
(গ) বিদায় দিতে (ঘ) বরণ করে

৬১. 'ফুলের বন্দনা' বা নিবেদনকে কী বলা হয়?

- (ক) ফুলের বন্দনা (খ) পুষ্পমালা  
(গ) পুষ্পারতি (ঘ) পুষ্পবন্দনা

৬২. 'বাসন্তীলাতা' বা তার ফুলকে কী বলা হয়?

- (ক) বাসন্তী (খ) মাধবী  
(গ) মালতী (ঘ) আরতী

৬৩. 'রচনা' শব্দটির শিষ্টচলিত রূপ কোনটি?

- (ক) রচনারীতি (খ) বীর্যব্রত  
(গ) বরণ করে (ঘ) রচনা করে

৬৪. 'উত্তরী' হচ্ছে-

- (ক) চাদর (খ) নিক বিশেষ  
(গ) উজ্জ্বাল (ঘ) উত্তর নিক

৬৫. 'বিদ্রুত' শব্দের সমার্থক কোনটি?

- (ক) আনন্দ (খ) বিনম্রতা  
(গ) অনগ্রহ (ঘ) অনভ্যাস

৬৬. 'বাংলাদেশে নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসেবে অভিহিত-

- (ক) সেলিনা হোসেন (খ) রাবেরা খাতুন  
(গ) সুফিয়া কামাল (ঘ) হোসেনা আরা



## তাহারাই পড়ে মনে

৬৭. 'সুফিয়া কামাল কোন ধরনের শিক্ষার সুযোগ পান নি?

- (ক) পৃথকশিক্ষার (খ) প্রকৃত শিক্ষার  
(গ) অবৈতনিক শিক্ষার (ঘ) প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার

৬৮. 'বুদ্ধ' শব্দটির বিপরীত অর্থ কোনটি?

- (ক) কোমল (খ) মনুষ্য  
(গ) তরুণ (ঘ) নরম

৬৯. নিচের কোন শব্দটি কোমলরূপে ব্যবহৃত হয়েছে?

- (ক) ফাওন (খ) নফিল  
(গ) পুষ্প (ঘ) বসন্ত

৭০. 'তাহারাই পড়ে মনে' কবিতার পর্ব বিন্যাস-

- (ক) ৫ ও ৬ মাত্রার (খ) ৮ ও ১০ মাত্রার  
(গ) ৪ ও ৬ মাত্রার (ঘ) ১৪ মাত্রার

৭১. 'অলংক' শব্দটির কোমল রূপ কোনটি?

- (ক) আলংক (খ) বিলংক  
(গ) লুংক (ঘ) অলংক

৭২. 'কুহেলির সমার্থক কোনটি?

- (ক) সার্থী (খ) সাহেলি  
(গ) কুয়াশা (ঘ) নির্ধর

৭৩. 'সুখাণ্ড' শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে গঠিত হয়েছে?

- (ক) সন্ধিযোগে (খ) প্রত্যয়যোগে  
(গ) উপসর্গযোগে (ঘ) সমাসযোগে

৭৪. 'নন্দিত' শব্দটির বিপরীতার্থক শব্দ হিসেবে কোনটি গ্রহণযোগ্য?

- (ক) অনিন্দ্য (খ) অনির্ধারিত  
(গ) নিন্দিত (ঘ) নন্দ

৭৫. 'পুরস্কার' শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে নিষ্পন্ন হয়েছে?

- (ক) সন্ধিযোগে (খ) প্রত্যয়যোগে  
(গ) সমাসযোগে (ঘ) উপসর্গযোগে

৭৬. 'সবীর্ণ' শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে নিচের কোন শব্দটি বর্ধাৎ?

- (ক) আভন (খ) বাতান  
(গ) বসন্ত (ঘ) পানি

৭৭. 'উন্মাদ' শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে নিষ্পন্ন হয়েছে?

- (ক) সন্ধিযোগে (খ) উপসর্গযোগে  
(গ) সমাসযোগে (ঘ) প্রত্যয়যোগে

৭৮. 'তাহারাই পড়ে মনে' কবিতাটির নামকরণ এটি ছাড়াও নিচের কোনটিকে সমর্থন করা যায়?

- (ক) বসন্ত (খ) শীতের বিদায়  
(গ) স্মৃতি (ঘ) অমলিন

৭৯. 'বিমূর্ত' শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে গঠিত?

- (ক) প্রত্যয়যোগে (খ) সন্ধিযোগে  
(গ) সমাসযোগে (ঘ) উপসর্গযোগে

৮০. 'পুষ্পারতি' শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে গঠিত?

- (ক) সমাসযোগে (খ) সন্ধিযোগে  
(গ) উপসর্গযোগে (ঘ) প্রত্যয়যোগে

৮১. 'নীলব' শব্দটির সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ হিসেবে কোনটি সমর্থনযোগ্য?

- (ক) নী+ব (খ) নি+ব  
(গ) নি+ব (ঘ) নী+ব

৮২. 'উজ্জ্বল' শব্দটি সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ হিসেবে কোনটি সমর্থনযোগ্য?

- (ক) উজ্জ+মনা (খ) উল+মনা  
(গ) উ+মনা (ঘ) উল+মন

৮৩. 'ফাওন' শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্দেশক শব্দ কোনটি?

- (ক) ফাণ (খ) ফাউন  
(গ) ফছু (ঘ) ফছু

৮৪. 'দখিল' শব্দটিতে কোন প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়েছে?

- (ক) দখিল+আ (খ) দখিল+অ  
(গ) দখিল+ইয়া (ঘ) দখিল+রা

৮৫. কোনটি 'কুঁড়ি' শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্দেশক শব্দ?

- (ক) বিশ (খ) কোরক  
(গ) কুরি (ঘ) কড়ি

৮৬. নিচের কোনটি তত্ত্ব বানান?

- (ক) সল্লাসী (খ) সল্যাসি  
(গ) ধীতী (ঘ) ধিত

৮৭. 'তাহারাই পড়ে মনে' কবিতার কোন নিকটি তৎপর্ষময় অভিব্যক্তি পেয়েছে?

- (ক) বসন্তের আশমন বার্তা  
(খ) কবিতার ও কবির সম্পর্ক  
(গ) প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্ক  
(ঘ) বসন্ত প্রকৃতির সৌন্দর্য

৮৮. বসন্ত প্রকৃতির সৌন্দর্য কবি মনে আনন্দ জাগাবে এটা-

- (ক) প্রত্যাপিত (খ) অপ্রত্যাপিত  
(গ) মৈব বিষর (ঘ) বিচ্ছিন্ন

৮৯. 'তাহারাই পড়ে মনে' কবিতাটিকে যে সুর আজহনিত করে রেখেছে তা-

- (ক) বাসন্তিক, প্রাঞ্জল (খ) বিঘাদময়, রিক  
(গ) সরস, প্রাণবন্ত (ঘ) প্রাণময়, উজ্জল

৯০. 'এখনো দেখ নি তুমি' কবিত্বের এই প্রশ্নে আমরা নিশ্চিত হই যে কবি-

- (ক) নিদ্রাভ্রম ছিলেন  
(খ) ভরকে দেখতে পান নি  
(গ) বসন্তের লক্ষণ দেখেন নি  
(ঘ) শীতের রিক্ততা দেখে নি

৯১. কবির স্বত্বরাজকে উপেক্ষার কারণ-

- (ক) প্রিয়জনের অকাল মৃত্যু  
(খ) মানসিক ভারসাম্যহীনতা  
(গ) প্রিয়জনের প্রতি অভিমান  
(ঘ) সৌন্দর্যের প্রতি বিতৃষ্ণাবোধ

৯২. শীতের প্রত্যাশমন কিসের মতো-

- (ক) কুহেলি আচ্ছাদনের মতো  
(খ) মেঘাচ্ছাদনের মতো  
(গ) মাঘের সন্ধ্যাসীর মতো  
(ঘ) মন্দিরের পুরোহিতের মতো

৯৩. কবিত্বের অনুঘোষ হচ্ছে বসন্তকে কবি বরণ না করার বসন্তের অববদন-

- (ক) বিপ্লবের কমে নি (খ) গুরুত্ব হারিয়েছে  
(গ) ভিষণ বেড়েছে (ঘ) অপরিবর্তিত রয়েছে

৯৪. মাঘের সন্ধ্যাসীর মতো কবির কাছ থেকে কে বিনায় নিয়েছে?

- (ক) কবিত্ব (খ) শীতকাল  
(গ) কুহেলি (ঘ) প্রিয় স্বামী

৯৫. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার লক্ষণীয় সিক হচ্ছে এক-

- (ক) ভাষা (খ) ছন্দ  
(গ) নাটকীয়তা (ঘ) অন্তর্নিহিত

৯৬. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কে কাকে প্রশ্ন করেছে?

- (ক) কবিত্বকে কবিকে (খ) কবি কবিত্বকে  
(গ) কবির 'স্বামী কবিকে' (ঘ) 'স্বামীকে কবি

৯৭. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটিকে কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে Elegy বলা যায় না?

- (ক) কবিতাটিতে কবি প্রিয়জনকে 'জ্ঞান' করেছেন  
(খ) কবিতাটিতে নাটকীয় পূর্ব আছে  
(গ) কবিতাটিতে শোকার সাথে প্রকৃতি-বন্দনাও গুরুত্ব পেয়েছে  
(ঘ) Elegy শুধু বিখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যুতে লেখা হয়

৯৮. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবিত 'মাঘের সন্ধ্যাসী' কে?

- (ক) শীত (খ) বিখ্যাত এক ধর্মগুরু  
(গ) কবি-ভক্ত (ঘ) কবির সাহিত্যিক

৯৯. 'অর্থ নিরানন্দ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

- (ক) বাসস্তীলতা বা তার ফলাফল বোঝানো হয়েছে  
(খ) প্রকৃতি বিভিন্ন সাজে সজ্জিত হয়ে বসন্ত বরণ করেছে  
(গ) কবি তাঁর হাছাকার জন্য নিয়ে বসন্ত বরণ করেছেন  
(ঘ) কবি-ভক্তা গুরুত্ব অর্থ নিয়ে বসন্ত ঋতুকে বরণ করেছেন

১০০. 'তাহারেই পড়ে মনে'- এখানে 'তাহারেই' সর্বনাম কাকে নির্দেশ করেছে?

- (ক) কবির ভাইকে (খ) কবির পুত্রকে  
(গ) কবির প্রথম 'স্বামীকে' (ঘ) কবির দ্বিতীয় 'স্বামীকে'

১০১. কবির কিসে আচ্ছন্ন হয়ে আছে?

- (ক) রিক্ততার হাছাকারে (খ) উজ্জ্বলে  
(গ) ভাবনায় (ঘ) আনন্দে

১০২. কবি সুফিয়া কামালের অনুকালে বাঙালি মুসলমান নারীদের অবস্থা ছিল-

- i. পৃথিবী জীবন  
ii. ভুল-কলেজে পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত  
iii. 'স্বামী' জীবন  
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i. (খ) i, ii. (গ) i, iii. (ঘ) iii.

১০৩. কবি সুফিয়া কামাল সম্পর্কে সত্য উক্তিগুলো হলো-

- i. অশিক্ষার শিকার  
ii. নারী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ  
iii. সাহিত্য চর্চার নিজে থেকে নিবেদিত করেছেন

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i. (খ) i, ii. (গ) iii. (ঘ) i, ii, iii.

১০৪. কবি বসন্ত ঋতুর আগমনে সত্তা হিতে পারেন নি কারণ-

- i. শোক মুহুর্ত বসন্তে  
ii. শীত বিদায় নিয়েছে বলে  
iii. বসন্ত এখনো আসেনি বলে  
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i. (খ) ii. (গ) iii. (ঘ) i, ii.

১০৫. কবি সুফিয়া কামাল প্রিয় 'স্বামী' মৃত্যুকে তুলনা করেছেন-

- i. শীতের রিক্ততার সাথে  
ii. বসন্ত বন্দনার সাথে  
iii. শীতের আগমনের সাথে  
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i. (খ) ii. (গ) iii. (ঘ) i, ii.

১০৬. 'অলংক' শব্দটির সমার্থক শব্দ হচ্ছে-

- i. অলংক
  - ii. স্তিরি অলংক
  - iii. নীহার বাহিরে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i. খ ii. গ iii. ঘ iv. iii.

১০৭. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় প্রকৃতিতে বসন্তের আদমন কীভাবে বোঝা যায়-

- i. বাতাস প্রবাহে
  - ii. আত্মমুগ্ধতার আদমনে
  - iii. লেবু ফুলের গন্ধে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i. খ ii. গ iii. ঘ iv. i, ii, iii.

১০৮. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় সুস্পষ্ট নির্দেশক শব্দগুলো হলো-

- i. দখিলা
  - ii. কুঁড়ি
  - iii. আঁখি
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i. খ ii. গ iii. ঘ iv. i, ii, iii.

১০৯. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় সন্ধি যোগে গঠিত শব্দ হলো-

- i. নীরব
  - ii. উন্মাদা
  - iii. পুষ্পারতি
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i. খ ii. গ iii. ঘ iv. i, ii, iii.

১১০. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় লক্ষ্যবীণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

- i. নাটকীয়তা
  - ii. সংলাপধর্মিতা
  - iii. উপমা
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i. খ ii. গ iii. ঘ iv. iii.

১১১. কবিতায় কবির কাছে আসতে চান-

- i. কবি কেন বসন্তের গান শুনে না?
  - ii. কবি কেন আল এতো উন্মাদ?
  - iii. কবি কেন কোনো পুষ্পস্নান করেন নি?
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i. খ ii. গ iii. ঘ iv. i, ii, iii.

১১২. 'নীরব কেন' বলতে বুঝানো হয়েছে-

- i. উদাসীন হয়ে আছেন কেন?
  - ii. কেনো কথা বলছেন না কেন?
  - iii. কেন কাব্য ও গান রচনার সজ্জা হচ্ছেন না?
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i. খ ii. গ iii. ঘ iv. i, ii.

১১৩. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় গুরুত্ব পেয়েছে-

- i. প্রকৃতিতে বসন্তের আদমন
  - ii. প্রকৃতি ও মানব মনের সম্পর্ক
  - iii. কবি হৃদয়ের হাহাকার
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i. খ ii. গ iii. ঘ iv. i, ii, iii.

১১৪. শীতের যে গুণটির জন্য তাকে সন্ধ্যানীর সাথে তুলনা করা হয়েছে-

- i. সর্বত্যাগী
  - ii. সর্বরিক্ত
  - iii. চান্দর ধাত
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i. খ ii. গ iii. ঘ iv. i, iii.

১১৫. সুখিয়া কামাল সাহিত্যের কেন কেন শাখার বিচরণ করেছে-

- i. গল্প, প্রবন্ধ
  - ii. কবিতা, স্মৃতিকাব্য
  - iii. ভ্রমণ কাহিনী
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i. খ ii. গ iii. ঘ iv. i, ii, iii.

১১৬. কবি কীভাবে স্বাতন্ত্র্যকে ব্যাখ্যা দেন-

- i. উপেক্ষা করে
  - ii. অবহেলা করে
  - iii. দেখেও না দেখার ভান করে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i. খ ii. গ iii. ঘ iv. iii.

১১৭. কবি কেন তাঁর প্রথম স্বামীকে তুলতে পারছেন না?

- i. প্রকৃতির কারণে
  - ii. স্বামীকে ভালোবাসার কারণে
  - iii. কবির সাহিত্য সাধনায় প্রেমার কারণে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i. খ ii. গ iii. ঘ iv. ii, iii.

১১৮. প্রিয়জন হারানোর বেদনার কবি আছ-

- i. বিষ্ণু  
ii. পূর্ণকিত্ত  
iii. বেদনার ভরাক্রান্ত  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) i. (খ) i, ii. (গ) i, iii. (ঘ) ii, iii.

১১৯. দফিনা নবীরা আলুস হয়ে যায়-

- i. বাতাবি লেবুর ফুলের গন্ধে  
ii. আমের ফুলুলের গন্ধে  
iii. পাখির কিচির-মিচিরে  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) i. (খ) i, ii (গ) iii. (ঘ) i, iii.

১২০. কহিল সে পরম হেলার-

- i. নাই হল না হোক এবারে  
ii. বুঝ কেন? ফাটল বেলায়  
iii. অভিমান করেছ কি তাই?  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) i. (খ) ii. (গ) iii. (ঘ) i, iii.

১২১. সুফিয়া কামালের রচিত গ্রন্থ হচ্ছে-

- i. কেয়ার কীট, মায়ার কাল  
ii. উনাত্ত পৃথিবী, ইতাল বিতল  
iii. অনিগ্রশেখ, পারাপার  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) i. (খ) ii. (গ) i, ii. (ঘ) iii.

১২২. সুফিয়া কামাল সাহিত্য কর্মের জন্য ফেনব পুরস্কারে  
স্বীকৃত হয়েছেন-

- i. একুশে পদক, বাংলা একাডেমী পুরস্কার  
ii. কৃত্তলী পদক, লেখক শিবির পদক  
iii. নাসির উদ্দিন 'ক'পদক  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) i, ii (খ) ii (গ) i, iii (ঘ) iii.  
নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১২৩-১২৫ নম্বর প্রশ্নগুলোর  
উত্তর দাও:

বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক জীহ্মদেব চৌধুরী ইসলামী  
কেমন ফেন অনামনক হয়ে পড়েছেন। ক্রমে তার  
লোকভাণ্ডও ফেন কেমন বাপছাড়া হয়ে গেছে। এই বাপটী  
শিক্ষকের নাবলীল ভাবনও কেমন ফেন অত্যাশ্রিত হয়ে  
পড়েছে। এ নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক ধরনের চাপা

কৌতূহল কাজ করলেও এ ব্যাপারে তারা স্যারকে কিছু  
খিজেন করার বাহন পায় না। জীহ্মদেব নিজে থেকে  
আসের কিছু বলেন না। শিক্ষার্থীরাই একসময় জানতে  
পারে কিছুদিন আগে স্যারের স্ত্রী মারা গেছেন।

১২৩. উদীপকের জীহ্মদেব চৌধুরী "তাহারেই পড়ে মনে"  
কবিতার কোন চরিত্রটির প্রতিচ্ছবি?

- (ক) কবিত্তক (খ) কবি  
(গ) কবির 'স্বামী' (ঘ) কবির বাহু

১২৪. "তাহারেই পড়ে মনে" কবিতাটি রচিত হয়েছে-

- i. সাধুভাষায়  
ii. চলিত ভাষায়  
iii. মিশ্র ভাষাশীতিতে  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) i. (খ) i, ii. (গ) iii (ঘ) ii, iii.

১২৫. কবি সুফিয়া কামালের ব্যক্তিগতভাবে কখন বিধামের  
কালো ছায়া দেখে আসে?

- (ক) পিতার মৃত্যুতে (খ) রোগাক্রান্তের পর  
(গ) মায়ের মৃত্যুতে (ঘ) 'স্বামীর মৃত্যুতে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১২৬-১২৯ নম্বর প্রশ্নগুলোর  
উত্তর দাও:

সৈয়দ নেহাল হোসেনের আকস্মিক মৃত্যুতে কবির জীবনে  
প্রচণ্ড শূন্যতা নেমে আসে। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও  
সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে নেমে আসে এক দুঃসহ বিষমুদ্রা।  
কবিমন আচ্ছন্ন হয়ে যায় রিক্ততার হাহাকারে, 'তাহারেই  
পড়ে মনে' কবিতাকে আচ্ছন্ন করে আছে সেই বিধামমর  
হাহাকারের সুর।

১২৬. উদীপকে যে কবির কথা বলা হয়েছে তার নাম কী?

- (ক) সেলিনা হোসেন (খ) রাবেরা খাতুন  
(গ) সুফিয়া কামাল (ঘ) হোসেন অজা

১২৭. সৈয়দ নেহাল হোসেন কত খ্রিস্টাব্দে মারা যান?

- (ক) ১৯২০ খ্রি. (খ) ১৯৩২ খ্রি.  
(গ) ১৯৫০ খ্রি. (ঘ) ১৯৭১ খ্রি.

১২৮. কবি সুফিয়ার কামালের কাব্য সাধনার উৎসাহমোতর নাম কী?

- (ক) সৈয়দ নেহাল হোসেন (খ) ফারুক হোসেন  
(গ) সৈয়দ আকরাম হোসেন (ঘ) আজগর হোসেন

১২৯. 'বিধামমর' শব্দটির বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?

- (ক) বেদনাময়া (খ) হর্মস্বিক  
(গ) বেদনামন (ঘ) হর্ম্যংকৃত্য

# কমলাকান্তের জীবনবন্দি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

## □ লেখক পরিচিতি

বাংলা উপন্যাসের অন্যতম ও বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। তিনি 'সাহিত্য যন্ত্রাট' হিসেবেও অভিহিত হয়ে থাকেন।



তিনি 'বন্দনর্শন' সাহিত্য পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের বিকাশে এক শতাব্দী লেখক সৃষ্টিতে তাঁর অবদান অসামান্য। বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রদান সৃষ্টির লেখকদের একজন।

জন্ম : ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের ঢালিশ পরগণা জেলার কাঁঠাল পাড়ায়।

মৃত্যু : ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে।

## □ রচনাবলি

উপন্যাস : দুর্দেশাঙ্কিনী (প্রথম প্রকৃত বাংলা উপন্যাস), কপালকুণ্ডলা, বিদ্যুৎ, কুমারভোগে উইল, রাজসিংহ।

প্রবন্ধ গ্রন্থ : লোকদেহন্য, কমলাকান্তের দর্শন, খিদিব প্রবক্তা, সাম্য।

## □ উৎস ও পরিচিতি

'কমলাকান্তের জীবনবন্দি' প্রথম প্রকাশিত হয় 'বন্দনর্শন' পত্রিকার ১২৮৮ বর্ষাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায়। এটি বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত রম্যব্যঙ্গ রচনা সংকলন 'কমলাকান্তের দর্শন' এর সর্বশেষ সংখ্যার রচনা। এ রচনার নির্বীচিত অংশবিশেষ এখনো সম্পাদিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এ রচনার মূল শিরোনাম ছিল 'কমলাকান্তের জীবনবন্দি'। 'কমলাকান্তের জীবনবন্দি' রচনাটি অতিশয় নকশা আত্মীয় রচনা। এটি বঙ্কিম সাহিত্যের অন্যতম চমকপ্রদ সম্পদ। এখানে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো সাধী কমলাকান্তের জীবনবন্দির মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন আদালতে যে সাধারণ গোছানো গান্ধার্য কারবার বেলে তা অনেকশেষেই কৃত্রিম আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। এ রচনার বঙ্কিমচন্দ্র কৌতুকরস সৃষ্টিতে যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা অস্বীকার্য।

## □ শব্দার্থ ও টীকা

একজাল : বিভ্রান্তকর।

কাগির : কাঠগড়া।

ভেপুটি : ভেপুটি মাকিছেই।

মুহুরি : উকিলের কাছে সহায়তালসারী লেখক।

শামলা : উকিলের গোশক হিসেবে ব্যবহৃত শালের গাছ।

ধর্মবিত্য : ধর্ম বা ম্যাজের দৃষ্টিমান বর্ণ।

সেবক : একপুয়ে, একগোখ।

ও : বিশ্বাসভাঙে ধনি।

যজ্ঞোপবীত : যজ্ঞসূত্র, গৈতা।

কুঠারি : ছোট কামরা।

## □ বদান্য সভর্কতা

ব্রাহ্মণ, সামন্তী, সাক্ষী, সাক্ষ্য, প্রত্যাক, ব্রাহ্ম।

## □ নমুনা প্রশ্নাবলি □

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কমলাকান্ত কোন পরিবারে আদালতে এসেছেন?

ক. ফরিদাদি

খ. অসাম্য

গ. সাক্ষী

ঘ. উকিল

২. 'পরমেধকে প্রত্যাক অনিয়া' বাক্যটির প্রচলিত অর্থ-

i. বিশ্বাস রাখা

ii. সরাসরি দেখা





চরিত্রের স্পষ্টবিবর্তিতাকেই প্রকাশ করে যেন। উদ্দীপকটি বহির্মুখ চরিত্রোপাখ্যায়ের ‘কমলাকান্তের জবানবন্দি’ রচনার আললে দেখা হয়েছে। আচার-আচরণ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, স্পষ্টবিবর্তিতা এবং সত্য প্রকাশের সন্ধানে উদ্দীপকের পাণ্ডিত্য চরিত্রটি কেবল কমলাকান্তেরই এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি। আসামী হয়ে আসালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ানোকে তার কাছে যথেষ্ট অবতির বিষয় বলে মনে হয়েছে; নিজের কাছে নিজেকে চিড়িয়াখানার খাঁচার বন্দি জীব বলে মনে হয়েছে। বা কমলাকান্তের কথা শ্রবণ করিয়ে দেয়। আসালতের কাঠগড়াকে কমলাকান্ত খোঁয়াড়ের সঙ্গে তুলনা করেছিল। কাজেই বিষয়ভাবনা ও চরিত্রের আচরণগত দিক থেকে উপরিত্ত আলোচ্য উক্তিটি ‘কমলাকান্তের জবানবন্দি’ রচনার আলোকে যথার্থ ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে।

২. নিজের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সংবাদকর্মী শাহরিয়ার হোসেন সব সময় থানা, পুলিশ, আইন-আদালতকে এড়িয়ে চলেত। অথচ তাঁকেও যে একদিন আসালতে যেতে হতে পারে তা তিনি ভাবতেও পারেন নি। কিছুদিন আগে তাঁর সামনেই সন্ত্রাসীরা তারই পাশের ফ্ল্যাটের মিস্ট্র সাহেবের বাসায়ে হামলা চালায় এবং তানেককে মারধর করে অনেক টাকার সম্পদ ছুটে নিয়ে যায়। মিস্ট্র সাহেব আসালতে মামলা করেন এবং সাক্ষী হিসেবে শাহরিয়ার সাহেবের নাম দেন। শাহরিয়ার হোসেন এ মামলার সাক্ষ্য দিতে গিয়ে আসালতের কাজকর্ম সেখে বিনয় হতভত্ব হয়ে যায়।

ক. কমলাকান্ত কিসের মামলার আসালতে সাক্ষ্য দিতে গিয়েছিলেন?

খ. “বাবা কার ফেতের ধন খেয়েছি যে আমাকে এর ভিতর পুরিয়ে?”- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের শাহরিয়ার হোসেনের অবলার সাথে কমলাকান্তের জবানবন্দি রচনার মূল বক্তব্য কতটা সাদৃশ্যপূর্ণ? আলোচনা কর।

ঘ. ‘আসালতের কাজ কর্ম সেখে তিনি হতভত্ব হয়ে যায়’- ‘কমলাকান্তের জবানবন্দি’ রচনার আলোকে উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

## ২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কমলাকান্ত গরু চুরির মামলার আসালতে সাক্ষ্য দিতে গিয়েছিলেন।

খ) উনিশশতকের বাংলার নবজাগরণের মানসপুত্র বহির্মুখ চরিত্রোপাখ্যায় রচিত ‘কমলাকান্তের জবানবন্দি’ রচনা আসালতের কাজকর্মের অসঙ্গতিগুলো তুলে ধরা হয়েছে। বৃটিশ শাসকশাস্ত্রী কর্তৃক প্রবর্তিত আমানের বিচার ব্যবস্থার জটিল-বিচ্ছিন্নতাকে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যেই ‘কমলাকান্তের জবানবন্দি’ প্রবর্তী রচিত হয়। এ প্রবন্ধে কমলাকান্ত প্রসন্ন গৌড়ালিনীর গরু চুরির মামলার সাক্ষ্য দিতে আসালতে যায়। আসালতে তাকে গরুর খোঁয়াড়ের মতো একটি কাঠ নিয়ে ঘোরা কুঁঠুরিতে পুরে দেয়া হয়। এ কুঁঠুরি নামই কাঠগড়া। কারো ফেতের ধন খেলে শান্তি হিসেবে গরু-ছাগলকে যেমন খোঁয়াড় পুরে দেয়া হয় তেমনি আসালতের কাঠগড়ায় যখন আসামি, ফরিয়াসি কিংবা সাক্ষীকে পুরে দেয়া হয়, তখন তা সেখানে অনেকটা গরুর খোঁয়াড়ের মতোই মনে হয়। উল্লিখিত উক্তি দ্বারা এ বিষয়টিই তুলে ধরা হয়েছে।

গ) আমানের আলোচ্য উদ্দীপকের শাহরিয়ার সাহেব একজন শিক্ষিত, মার্জিতচরিত্র অল্পলোক। নির্বন্ধটি শাহেন সাহেব সব সময় থানা, পুলিশ বা আইন আসালতে ভ্রম পান। পানের ফ্ল্যাটের ডাকতিন মামলার সূত্রে তাকে ও একদিন সাক্ষী হিসেবে আসালতে যেতে হয়। তিনি আসালতে গিয়ে সেখানে, এখানে সাক্ষ্যদাতা-গোছালো আদালতিকতা, উকিল, মুহুরি ও মোক্তারদের জটিল কথাবার্তা ও নিয়মের মারপ্যাচে পড়ে প্রকৃত সত্যটিই ধাপাচাপা পড়ে যায়।

‘কমলাকান্তের জবানবন্দি’ রচনাত্ত ও আমরা দেখি, কমলাকান্ত যখন আসালতে গেলে এবং সাক্ষী হিসেবে কাঠগড়ায় দাঁড়ালে তখন তিনি একের পর এক ফরম্যাটিটি ও নিয়মের গাঁড়াকলে পড়তে থাকেন। তিনি আসালতে এসেছেন প্রসন্ন গৌড়ালিনীর গরুচুরির মামলার সাক্ষ্য দিতে। অথচ অন্যান্য কথার ভিত্তি সে বিষয়টিই উপেক্ষিত থেকে যায়। তাই কমলাকান্ত মনে করেন,



বিচারের নামে আদালতে শুধু সাজানো-গোছানো গালভরা কারবার চলে। উদ্দীপকের শাহরিয়ার হোসেনের ভাবনাও প্রায় একই রকম। এলিক থেকে শাহরিয়ার হোসেনের ভাবনার সাথে ‘কমলাকান্তের জীবনাবলি’ রচনার মূল বক্তব্য অনেকাংশেই সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ) উনিশ শতকের বাঙালি নবজাগরণের মানসপুত্র, বাংলা উপন্যাসের জনক, সাহিত্যসম্রাট উপাধিখ্যাত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত শ্রেষ্ঠ হাস্যরসাত্মক, রম্যব্যঙ্গলুলক গ্রন্থ এই ‘কমলাকান্তের নজর’। এ গ্রন্থের বিভিন্ন গ্রন্থের মাধ্যমে প্রাবন্ধিক উনিশ শতকের বৃষ্টি শাসনামলের বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন অঙ্গভিত্তিকে তুলে ধরেছেন। ‘কমলাকান্তের দপ্তর’ গ্রন্থটির সর্বশেষ রচনা ‘কমলাকান্তের জীবনাবলি’র মধ্য দিয়ে তিনি বৃষ্টি গ্রন্থটির আদালতের কাজকর্মের বিভিন্ন অঙ্গভিত্তিকে উপস্থাপন করেছেন।

‘কমলাকান্তের জীবনাবলি’ রচনায় আমরা দেখি ভবঘুরে, বেশাগত কমলাকান্ত প্রসন্ন পোয়ালিনীর গরুরুরি মামলার সাক্ষী হিসেবে আদালতে যান এবং বিরক্তির পরিহ্রিত মুখোমুখি হয়ে কৌশলে তার প্রতিবাদ করেন। এর ভিতর নিজে আদালতের কাজকর্মের নানা অঙ্গভিত্তির একটি খণ্ডটির আমাদের চোখে ধরা পড়ে।

কমলাকান্ত আদালতে গিয়ে সেখান গল্পের বোঁয়াজের মত একটি কাঁঠাড়া। এ কাঁঠাড়াই সাক্ষী, আসামী ও ফরিয়ানিকে অসম্মানজনকভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। হাকিম বলেন মাদানের উপর। “আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে প্রতিজ্ঞা করিতেছি” বলে হালফ পড়ানো কিংবা উকিলের জিজ্ঞাসাবাদ সবই শুধু সাজানো ফনময়ালিটি ছাড়া আর কিছু নয়। উকিল কমলাকান্তকে তার জ্ঞাত, বংশ, বর্ণ, ইত্যাদি নিয়ে একের পর এক প্রশ্ন করে বিব্রত করে। অথচ যে মামলার সাক্ষী দেয়ার জন্য তাকে আদালতে আনা হয়েছে সে সম্পর্কে তাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয় না। তাতে বিচারকার্য দীর্ঘসূচিতা লাভ করে এবং সময়ক্ষেপণের ফলে মূল বিচারটি ব্যাহত হয়। প্রকৃত ফরিয়ানি বঞ্চিত হয় ন্যায়বিচার থেকে।

দীর্ঘ সময় গেরিয়েও আদালত তার সেই বৃত্ত থেকে এখনও খেরিয়ে আসতে পারেনি। তাই উদ্দীপকের সংবাদকারী শাহরিয়ার হোসেনও আদালতের এ ব্যবস্থা দেখে হতবাক হয়ে যান। একটি বাধীন দেশে কীভাবে একজন মানুষকে পত্তন মতো বোঁয়াজে পুরে দেয়া হয় সে বিষয়টি ভেবেই হয়তো তিনি এভাবে হতবাক হন। মানুষের মর্যাদার জন্য এ বিষয়টি অবশ্যই অবমাননাকর।

৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আজিজ শাহেবের একমাত্র ছেলে অবির। ছোটেকা থেকেই সে আর দশটা ছেলে থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তার কথাবার্তায় কিছুটা পাগলামির আভা আছে। কিন্তু পাগলামির ছলেই অবির যেসব কথা বলে তা সমাজ বাস্তবতাকে অত্যন্ত স্পষ্ট করে তোলে। অবির একদিন তার প্রতিবেশীর একটি চুরির মামলার সাক্ষী নিতে আদালতে যায়। এক পর্যায়ে উকিল তাকে জেরা শুরু করে। উকিলের জেরার ধরন দেখে অবির অবাক হয়ে যায়। উকিলের প্রশ্ন শুনে অবির বুঝতে পারে না সে চুরির সাক্ষী নিতে এসেছে, না চাকরির ইস্তারজি নিতে এসেছে!

ক. কমলাকান্ত কয় গরু চুরির মামলায় সাক্ষী হয়েছিলেন?

খ. কমলাকান্তের আভিগত পরিচয় সংক্রান্ত প্রশ্ন করে উকিল বিব্রত হয়েছিলেন কেন?

গ. উপরের উদ্দীপকটি ‘কমলাকান্তের জীবনাবলি’ রচনার সাথে কতটটা সঙ্গতিপূর্ণ? - ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘প্রাক্তন, কায়স্থ, কৈবর্ত, হিন্দুর নানা প্রকার জাতি আছে জ্ঞান- তা তুমি কোন জাতির ভিতর?’- উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

### ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কমলাকান্ত প্রসন্ন পোয়ালিনীর গরু চুরির মামলায় সাক্ষী হয়েছিলেন?

খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত ‘কমলাকান্তের জীবনাবলি’ রচনায় কমলাকান্ত চক্রবর্তী প্রসন্ন পোয়ালিনীর গরু চুরির মামলায় সাক্ষী নিতে আদালতে যান। আদালতের অন্যতম আনুষ্ঠানিকতা শেষে কমলাকান্ত যখন কাঁঠাড়া দাঁড়ালেন উকিল তখন প্রশ্নের

মাধমে তার জাত, বর্ণ সম্পর্কিত ব্যক্তিগত তথ্য জানতে চান। কমলাকান্ত মনে করেন এসব তথ্য কোনোভাবেই মামলার বিজয়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়। তাই তিনি এর সরাসরি উত্তর না দিয়ে উকিলকে চরমভাবে বিব্রত করতে থাকেন। আর এতেই উকিল রীতিমত নাকাল ও বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হন।

গ) আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ‘সাহিত্য সন্মতি’ উপাধিতে ভূষিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ব্যক্তি ও কর্মজীবনে ইংরেজ সরকারের একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ফলে তাঁর পক্ষে সরাসরি সরকারি কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করা সম্ভব ছিল না। তাই তিনি ‘কমলাকান্তের নগ্ন’ নামক গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে ইংরেজ আমলে বাংলার বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেছেন। আমাদের আলোচ্য ‘কমলাকান্তের জবানবন্দি’ রচনার ভিতরে উনিশ শতকের বিচারব্যবস্থা তথা আদালতের কাজকর্মের অসঙ্গতির চিত্র উপস্থাপন করেছেন।

উদীপকের ভবঘুরে, আধাপাশল আবার একটি মামলার সাক্ষী হিসেবে আদালতে যায় এবং উকিল তাকে মামলার বিষয়ে কোনো প্রশ্ন না করে বার বার তার ব্যক্তিগত ও পরিবারিক প্রশ্ন করলে এর সাথে মামলার কী সম্পর্ক তা ছেবে সে অস্বাক্ষর হয়। তেমনি কমলাকান্তের জবানবন্দিতেও কমলাকান্ত প্রসঙ্গ গোয়ালিনীর গরু চুরির মামলার সাক্ষী হিসেবে আদালতে গেলে উকিল তাকে বার বার তার জাত-বংশ বা পিতৃ পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেও মূল মামলা সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই করে না। এ দিক থেকে ‘কমলাকান্তের জবানবন্দি’ ও আলোচ্য উদীপকে মূলত আদালতের অপ্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা আর আচার-সর্বস্বতার বিষয়টিই প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ) উদীপকের আবার একটি চুরির মামলার সাক্ষী হিসেবে আদালতে যায়। সেখানে গিয়ে সে অস্বাক্ষর হয়ে লক্ষ করে উকিল তাকে কাঠাডায় দাঁড় করিয়ে একের পর এক অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে যাচ্ছেন। তার নাম, পিতা, মাতা, জাত, বংশ, পেশা ইত্যাদি সম্পর্কে একের পর এক প্রশ্ন করে উকিল তাকে বিব্রত করলেও মূল মামলার বিষয়ে একটি কথাও জিজ্ঞেস করেন না। উকিলের এ সব প্রশ্নের ধরন দেখে আবার বুঝতে পারেন না, সে কি মামলার সাক্ষ্য দিতে আদালতে এসেছে, নাকি চাকরির ইন্টারভিউ দিতে এসেছে।

‘কমলাকান্তের জবানবন্দি’ রচনায় কমলাকান্তের ক্ষেত্রেও এই একই দৃশ্য দেখা যায়। প্রসঙ্গ গোয়ালিনীর গরু চুরির মামলার সাক্ষ্য দিতে আসা কমলাকান্তকে উকিল যেসব প্রশ্ন করেন তার সাথে মূল মামলার কোনো সম্পর্ক খুঁজে না পেয়ে কমলাকান্ত সেসব প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর দিয়ে এর প্রতিবাদ করেছেন। এভাবেই কমলাকান্ত আদালতের অপ্রয়োজনীয় আচার-সর্বস্বতার বিরুদ্ধে নিজের তথা সাধারণ মানুষের বলিষ্ঠ অবস্থান প্রকাশ করে।

৪. নিচের উদীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

হাইকোর্টের প্রবীণ আইনজীবী মহশী সাহেব পাকিস্তান আমল থেকেই আইনব্যবসার সাথে জড়িত। পেশাগত জীবনের প্রথম দিকে মাঝা পরিচালনা করতে গিয়ে আদালতের পরিবেশ ও কাঙ্ক্ষম দেখে তিনি বিগ্নিত হয়েছিলেন। তিনি তখন গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, আদালতের সাজানো-গোছানো গালভরা কথাবার্তার আড়ালে যে বিচার কাজ চলে তা শুধু কৃত্রিম আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। দেশ বাধীন হওয়ার এক বছর পরও আদালতের বিচার ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন না দেখে তিনি এখন চরম হতাশ। দেশের বিচার ব্যবস্থার এই অপরিস্রবতীয় অবস্থা দেখে প্রায়ই তিনি ভাবেন-“এ জন্যই কি যুদ্ধ করে দেশটা বাধীন করেছিলাম?”

ক. মাদানের উপর কে বিরাজ করছিলেন?

খ. উকিলকে কমলাকান্ত যারার অধিকারীর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন কেন?

গ. উদীপকে উল্লিখিত বিচার ব্যবস্থার সাথে ‘কমলাকান্তের জবানবন্দি’ রচনায় উল্লিখিত বিচারব্যবস্থার সাদৃশ্য আলোচনা কর।

ঘ. ‘উদীপকের মহশী সাহেবের চিন্তা-চেতনায় আদালতের যে চেহারা প্রকাশিত হয়েছে তা একালের মানুষের কাছে প্রত্যাশিত নয়’ আলোচনা কর।

## ৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) মাজারের উপর হাকিম বিরাজ করছিলেন।

খ) সঠিক বিচারের জন্য দরকার পূর্ণাঙ্গ তথ্য। তাই একজন সাক্ষী যখন সাক্ষ্য দিতে আসেন তখন বিচার্য বিষয় সম্পর্কে তিনি যা জ্ঞানেন তার সবই বিচারকের কাছে বলা দরকার। অন্যথায় বিচারকের সিদ্ধান্ত ভুলও হতে পারে। বহু বিচার ব্যবস্থায় সাক্ষীদের এ ধরনের সুযোগ অব্যবহৃত থাকে উচিত। কিন্তু আমাদের বিচার ব্যবস্থায় সে সুযোগ নেই। তাই প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী উকিল মর্দন কমলাকান্তকে চোখ মারাইয়া তার প্রশ্নের যথার্থ উত্তরের বাইরে কোনো কথা বলতে নিষেধ করেন তখন বিচারকের কাছে কমা চেয়ে তিনি উকিলকে যাত্রার অধিকারী আর নিজেকে যাত্রার ছেলের সাথে তুলনা করেন।

গ) ‘কমলাকান্তের জবানবন্দি’ রচনাটির ভিতর দিয়ে মল্লিশীল প্রাথমিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উনিশ শতকের বিচার ব্যবস্থার নানা ত্রুটি ও অসঙ্গতিকে উপস্থাপন করেছেন। সেখানে আমরা দেখি, প্রসঙ্গ গোয়ালিনীর পর চুরির মামলায় সাক্ষী হিসেবে নেশান্নত ভবঘুরে কমলাকান্ত আদালতে যান এক একের পর এক সমস্যার মুখোমুখি হন ও সেসব সমস্যাকে ব্যঙ্গ-বিত্ত্বপের মাধ্যমে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আর সেসব চিত্রিত অসঙ্গতিগুলোর মাধ্যমে আমাদের সামনে দিবালাকের মতো স্পষ্ট যে, আদালতের গালভরা কারাবাদের অন্তরালে বেসব আনুষ্ঠানিকতা চলে তা তথুমায়া কৃত্রিমতা ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ আদালতের এ সাজানো-গোছানো কৃত্রিমতার আড়ালে প্রকৃত বিচারের স্বাধীনতা সব সময় ঢালা পড়ে থাকে।

উদ্বীপকেও আমরা দেখি, হাইকোর্টের উকিল মহশি সাহেব জীবনে প্রথমবার আদালতে মাঝা পরিচালনা করতে গিয়ে যে পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, আজ স্বাধীনতার এতগুলো বছর অতিক্রান্ত হবার পরও আমাদের বিচার ব্যবস্থা যেন সেই একই রকম আছে। আদালতের সাজানো-গোছানো এসব আনুষ্ঠানিকতার কারণেই প্রকৃত বিচার প্রক্রিয়া আজও নারসমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। যা মোটেই প্রত্যাশিত নয়।

ঘ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত ‘কমলাকান্তের জবানবন্দি’ রচনায় কৃত্রিম প্রবর্তিত উনিশ শতকের আদালতের কাজকর্ম তথা বিচারব্যবস্থার নানা ত্রুটি-বিচ্ছাদিত উপস্থাপন করা হয়েছে। এ রচনায় আমরা দেখি, আদালতের এজলাস, হাকিম, উকিল, মুহুরি, মোক্তার, চাপরাশি, হলফনামা, কাঠগড়া এসবই কৃত্রিম আনুষ্ঠানিকতার উপকরণ মাত্র, এসব সাজানো কৃত্রিমতার অন্তরালে ঢাকা পড়ে থাকে প্রকৃত বিচার। কারণ উকিলেরা আসামি, করিয়াদি বা সাক্ষীকে যেভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, বিশেষ করে তাদের ব্যক্তিগত পরিচয়, জাত, বংশ র্ব ইত্যাদি বিচারকাজের সাথে মোটেই সম্পর্কিত নয়। বিচারকাজকে এসব অযথা দীর্ঘায়িত করে। ফলে একজন ফরিদালিকে বছরের পর বছর আদালতের ঘরে ঘরে ঘুরতে হয়। এ অবস্থা সেকাল থেকে একাল অবধি অর্থাৎ উনিশ শতক থেকে একুশ শতকে এসেও আমরা আদালতের এ কৃত্রিমতার গ্যাড়গড়া হতে মুক্ত হতে পারিনি। ফলে বার বার আমাদের বিচারব্যবস্থা হয়েছে প্রস্তুবিদ্ধ। তাই স্বাধীন বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থাকে সত্যিকার অর্থে ন্যায় বিচারের ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তুলতে হলে তাকে ঢেলে সাজানো ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই।

ঙ. নিচের উদ্বীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ব্যবসায়ী ইকবাল হোসেন মামলার হেরে বিঘ্ন মনে বাড়ি ফিরলেন। পুরোনো ডাকবাংলো পূর্ত ব্যবসায়ী হযরত আলী দীর্ঘদিনের সোভ ছিল ইকবাল হোসেনের দোকানটির উপর। হযরত আলী সুকৌশলে ইকবাল হোসেনের বিরুদ্ধে জবান-দখল করে তার দোকান নিয়েছে বলে আদালতে মিথ্যা মামলা ঝুঁকে দেয়। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ নিয়ে শপথ করে সাক্ষীদের অনর্গল মিথ্যা সাক্ষ্য ও উকিলের মিথ্যাচারে সৎ ব্যবসায়ী ইকবাল হোসেন হতবিস্ত্র হয়ে পড়ে। ন্যায় বিচারের পরিবর্তে বিচারকের নাটকীয় বিচার কার্যক্রম তাকে বাকসম্মত করে দেয়। একমাত্র আরের উৎস দোকানটি হারিয়ে ইকবাল হোসেনের পরিবারে বিপর্যয় নেমে আসে।

আবুল মতিন তার ভাই হত্যার বিচার পাঠান। ক্ষমতাস্বার্থী আলামীশীপ হত্যাকাণ্ডটি পারিবারিক কলহ থেকে সংঘটিত হয়েছে বলে আদালতে প্রতিষ্ঠা করে। প্রত্যক্ষদর্শী মোশেনিকে সাক্ষী করে আবুল মতিন আদালতে মামলা করেছিল। কিন্তু, অর্থলোভী উকিল টাকার বিনিময়ে আদালতে সত্যকেই মিথ্যা বলে প্রমাণ করে দেয়। বিচারের সময় সাক্ষী মোশেনিকে নানা অপ্রাণিক প্রলুব্ধ করে তিনি এমনভাবে বিবৃত করেন যে, এর ফলে মোশেনি আদালতের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে সত্যটা তুলে ধরতে পারেনি। তাই আবুল মতিন মামলায় হেরে যায়।

খ. “যা বলাইবন, কেবল তাই বলিব; যা না বলাইবন; তা বলিব না।”- কোন ধ্রুপদে, কেন এ উক্তিটি করা হয়েছে?

୩. ଓଡ଼ିଶୀଶବ୍ଦର ମୋର୍ସିନେର ସାଥେ 'କମଳାକାନ୍ତେର ଉପାସବନ୍ଧି'ର କମଳାକାନ୍ତ ଚରିତ୍ରଟିର ମିଳ-ଅମିଳାତ୍ୱଟିର ଉପାସ ବନ୍ଧ ।

ঘ. উদ্ভীর্ণকেন্দ্র আলোকে কমলাকালেক্ত চিত্রিত আলোচনা করা

क) 'अग्निं या जिह्वाया रति, त्वाहं यथार्थं देवता मां' - ऐन्द्रिजि ऐन्द्रिजिवावत

খ) বহিঃমাত্র চতুর্থাধ্যায়ের “কল্মাকাতের অবানবর্ষি” রচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি – “যা কলাইবেন, কেবল তাই বলিব, যা না কলাইবেন; তা বলিব না।” হাকিমের উদ্দেশ্যে উল্লিখ্যাব্যুর প্রতি ইঙ্গিত করে সার্থী কল্মাকাত আলোচ্য উক্তিটি করেছেন। এ উক্তির মাধ্যমে আদালতের একটি চরম সীমাবদ্ধতার বিষয় ফুটি ওঠেছে। যে সার্থীর সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে আদালতের রায় বেরান্বিত হয় তাকেই যদি ‘স্বাধীনভাবে কথা বলার সুযোগ না দেয়া হয় তবে ন্যায় বিচার বিঘ্নিত হতে পারে। তাই উল্লিখ্যাব্যুর যখন কল্মাকাতকে তার ধর্মের যথার্থ উত্তরের বাইরে কোনো কথা বলতে নিষেধ করেন তখন তার প্রকৃত্তরে কল্মাকাত আলোচ্য উক্তিটি করেন। এই উক্তির মাধ্যমে বিচারবিধবাক্যের এক চরম অসঙ্গতিই তুলে ধরা হয়েছে।

পা) উদ্দীপকে সাক্ষী মোর্শেদ হত্যার মামলার সাক্ষী। সংঘটিত হত্যাকাণ্ডটির সে প্রত্যক্ষদর্শী। কিন্তু আদালতে সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য নেয়া হলে উকিলের বৈশাখী জেরার মুখে সে আসল তথ্য প্রকাশ করতে পারেন না। আদালতের সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা উকিলের সহায়ক হলেও সাক্ষী মোর্শেদের জন্য ছিলো বিরতকর। ফলে আব্দুল মতিন তার ভাই হত্যার ন্যায়বিচার পায় না। অন্যদিকে, ‘কমলাকান্তের জবাবদি’ নামক রহস্যরসায় বহিমতন্ত্র কমলাকান্ত নামক চরিত্রের মাধ্যমে বিচার-ব্যবস্থার অসংগতি কুলে ধরেছেন। এখানে কমলাকান্ত হতব্রত প্রাণের লোক। সে অকিঞ্চর ও অপ্রবৃত্তিহীন হলেও ভীষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন ও সত্যবাদী। সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য তাকে আদালতে নেয়া হলে আদালতের নানা অসংগতি নিয়ে সে শ্রেষ্ঠাত্মক উক্তি করতে শুরু করে। তার এবং আচরণে বিরক্ত হয়ে উকিল এক সময় সাক্ষ্য গ্রহণে নিজের অপারগতা প্রকাশ করেন। সুতরাং বলা যায়, সাক্ষী মোর্শেদ ও কমলাকান্ত দুজনেই আদালতের অব্যবস্থাপনার শিকার হলেও একজন সেই অব্যবস্থাপনার কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং অপরজন আদালতকেই বিরক্ত করে তোলে।

খ) উদ্ভীপকে আবুল মতিনের ভবিষ্যের হত্যার মামলার মোর্শেদ একজন সাক্ষী। আদালতে সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য তাকে নেয়া হয়। উকিলের জেরার মুখে মোর্শেদ হতবিহবল হয়ে পড়ে। সে সত্য কথা কহতে পারে না। এ কারণে মামলাটির সুষ্ঠু বিচারকাল ব্যাহত হয়। অন্যদিকে ‘কমলাকান্তের জবানবন্দী’ নামক রুমারচন্দার কমলাকান্ত কেন্দ্রীয় চরিত্র। এলাহু গোয়ালিনীর গল্প চরিত্র মামলায় সে একজন সাক্ষী। কমলাকান্ত হত্যারপর গ্রামের লোক। অবিহবোঁর, অপ্রকৃতিস্থ হলেও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন এবং সত্যবাদী। সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য তাকে আদালতে নেয়া হলে আদালতের নানা অসুখতি তার মাথোঁ পড়ে এবং সেগুলো সে অল্পশ্রুটি উদ্ধারণ করে। আদালতের কাণ্ডগোড়কে তার গল্পে বোঁঝালে মতো মতো হয়। এছাড়াও হাফসানামার অসুখতি, উকিলের অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন, অধিলায়া প্রভৃতি বিষয় কমলাকান্তের তীর্থক উক্তির মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার তীক্ষ্ণ মেধা ও সাহসী ভূমিকার কাছে আদালতের অসুখতি বিচার ব্যবস্থা পরাজিত হয়। মোর্শেদ সেখানে বিচার ব্যবস্থার কাছে তার সত্যকে বলি দিতে বাধ্য হন, কমলাকান্ত সেখানে সত্যের অ্যা-টাক খজিয়ে অস্ত্রসারশনা বিচার ব্যবস্থাকেই পরাজিত করেন।

৭. নিচের উদ্ভিদকণ্ঠ পাত এবং প্রস্রাবজাল উভয় দাও :

প্রাণী কল্যাণ আলম বাড়ি কারেন বলে একটি অমি কিনেছেন। দেশে ফিরে বাড়ির কাজ শুরু করবেন আবিষ্করেন। এমন সময় তিনি জনগণে পারলেন, অমির মলিকনা গিরে বামেলা রয়েছে। তার কোনা জমিটি একধিকবার বিক্রি হয়েছে। বনরঙ্গ আলম বাসী হয়ে আদালতে মামলা করেন। কিন্তু অমির মূল মলিক, যা কাছ থেকে অমি কোনা হয়েছিল তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী দূর্ভ লোক, নাম আদুল সতিক। উকিয়াকে মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে তিনি মামলাটি এমনভাবে ঘুরিয়ে দিলেন যে, বনরঙ্গ আলম অমি তো পেয়েছেনই না, উপরন্তু দীর্ঘদিন জেদাঙ্কি পোহালেন। প্রভাবিত বনরঙ্গ আলম অভিমান করে আবারও দেশ ছেড়ে চলে গেলেন।

## কমলাকান্তের জবানবন্দি

ক. কমলাকান্ত উকিলবাবুকে চুরির ভাণ পাওয়ার কথা বলেছিলেন?

খ. “আমি ইহার জবানবন্দি করাষ্টতে পারিব না” – কে, কেন এ ধরনের মন্তব্য করেছেন, ব্যাখ্যা কর।

গ. উকীশকের বদরুল আলমের ঘটনার সাথে ‘কমলাকান্তের জবানবন্দি’র ঘটনার মিল-অমিল ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উকীশকের আলোকে ‘কমলাকান্তের জবানবন্দি’র প্রতিপাদ্য বিষয় বিশ্লেষণ কর।

## ৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কমলাকান্ত উকিলবাবুকে চুরির ভাণ পাওয়ার কথা বলেছিলেন।

খ) বিভিন্নমুদ্রণ চট্টোপাধ্যায়ের ‘কমলাকান্তের জবানবন্দি’ রম্যরচনায় উক্তিটি উকিলবাবু করেছেন। এ রচনার মধ্যে মূলত সমকালীন আদালতের নানা অসঙ্গতি, কৃত্রিম আনুষ্ঠানিকতা ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। ‘কমলাকান্তের জবানবন্দি’র প্রধান চরিত্র কমলাকান্তের সাথে উকিলবাবুর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত চমৎকারভাবে সমকালীন বিচার ব্যবস্থার বাস্তবচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। হলফনামা পড়ানো ও জেরা করার মধ্যে যে মিথ্যাচার ও কপটতা রয়েছে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন কমলাকান্ত সেগুলো খুব সহজেই বুঝতে পারে। সে কারণে উকিলের সবগুলো কথাই সে তির্যক ও শ্রোতাহীন জবাব দেয়। এক পর্যায়ে উকিলবাবু যখন কমলাকান্তের পেশার কথা জানতে চায়, তখন কৌশলে সে বলে দেয় আমি চুরি করলে ইতোমধ্যে আপনিও তার ভাণ পেতেন। এতে উকিলবাবু চরম বিরক্ত ও অপমানবোধ করেন। তাই বিচারককে তিনি তার নিজের অপারেশনের কথা জানিয়ে এ উক্তিটি করে।

গ) উকীশকের প্রবাসী বদরুল আলম জমি কিনেছিলেন এবং সেখানে বাড়ি করার কথাও অবহিষ্টেন। এমন সময় জানতে পারেন, তার জমিটির মালিকানাধার বামেলা রয়েছে। জমির মালিক আব্দুল লতিফ টাকার দোহেতু একই জমি দুজনের কাছে বিক্রি করে। বদরুল আলম এ নিয়ে আদালতে মামলা করে। কিন্তু প্রজবংশালী আব্দুল লতিফ টাকার দিয়ে মামলাটি চুরিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত বদরুল আলম আদালতের কৃত্রিম বিচার কার্য ও উকিলের অপকৌশলের কারণে মামলার হেরে যান। প্রতারণিত বদরুল মনস্তত্ত্ব নিয়ে আবারও প্রবাসে চলে যান। অন্যদিকে, ‘কমলাকান্তের জবানবন্দি’ রম্যরচনায় বিভিন্নমুদ্রণ চট্টোপাধ্যায় সমকালীন আদালতের অসঙ্গতি তুলে ধরেছেন। এখানে আদালতের হলফনামা পড়ানোর অসঙ্গতি, বিচার কার্যক্রমের কৃত্রিমতা, অর্থহীন আড্ডারতা, উকিলদের অর্থলীলা প্রভৃতি বিষয় কমলাকান্তের বুদ্ধিমান উক্তি ও তীক্ষ্ণ কটাক্ষের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। কমলাকান্ত অমিথ্যাচার, অপ্রকৃতিছ হওয়া সত্ত্বেও বিচার বিভাগের অসঙ্গতি, মিথ্যাচার ঠিকই ধরতে পেরেছে। কমলাকান্তের মধ্য দিয়ে বিভিন্নমুদ্রণ মূলত তাঁর ব্যক্তিচরিত্রই প্রকাশ খতিয়েছেন। উকীশক ও রচনা উভয়ক্ষেত্রেই আদালত সন্ত্রাস্ত বিষয় থাকলেও জিহ্বা প্রেক্ষণটি ও জিহ্বা অঙ্গিকে তা উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু তারপরও উভয় ক্ষেত্রেই কিছুবিচার ব্যবস্থার মূল সংকেটটি সমালোচনাও ওঠে এসেছে।

ঘ) উকীশকে প্রবাসী বদরুল আলমের জমি নিয়ে প্রতারণিত হওয়ার কাহিনী উঠে এসেছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে আদালতের মিথ্যাচার, অপসঙ্গতির প্রভাব দ্বারা আচ্ছন্ন কৃত্রিম বিচারকার্য বিষয়ক সমাজব্যবস্থার বাস্তবতা প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে, ‘কমলাকান্তের জবানবন্দি’ রম্যরচনায় বিভিন্নমুদ্রণ চট্টোপাধ্যায় সমকালীন আদালতের অসঙ্গতি, উকিলদের মিথ্যাচার, বিচার-ব্যবস্থার কৃত্রিম আনুষ্ঠানিকতা প্রভৃতি বিষয় সুনিপুণভাবে উপস্থাপন করেছেন। ভাববুরে অকিঞ্চিৎকর কমলাকান্ত প্রসন্ন পোরালিনীর গরু চুরির মামলার সাক্ষী দিতে এসে উকিলকে যেভাবে কটাক্ষ করে কথা বলেছে তাতে আদালতের অসঙ্গতি যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি রচনাটি রসময় হয়ে উঠেছে। আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েই কমলাকান্ত সে স্থানটিকে খোঁয়াড়ের সাথে তুলনা করে। এরপর হলফনামার যখন তাকে বলতে বলা হয় “আমি, পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া”-তখন কমলাকান্ত আবার আপত্তি করে। তার মতে, পরমেশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয় নয়, উপলব্ধির বিষয়। এছাড়াও, উকিলদের অর্থলীলা, আদালতের কৃত্রিম আনুষ্ঠানিকতা প্রভৃতি বিষয় এ রচনার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষ সঠিক বিচারের প্রত্যাশায় আদালতে যায়। সেখানে সঠিক বিচার তো হয় না বরং নানানভাবে তারা বিভ্রমের শিকার হয়। সুতরাং বলা যায়, ‘কমলাকান্তের জবানবন্দি’ রচনায় সমকালীন বিচার ব্যবস্থার একটি বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে।

● यद्विनिर्वाचनं शब्दोत्पत्तिः

১. বহির্মহাকাব্য প্রথম সার্ফক উপন্যাসের নাম কী?  
 (ক) Rajmahan's wife (খ) দুর্গেশনন্দিনী  
 (গ) কপালকুণ্ডলা (ঘ) বিঘবৃক্ষ
  ২. 'কমলাকান্তের অবসানবন্দি' বহির্মহাকাব্যের কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে?  
 (ক) কমলাকান্তের দপ্তর (খ) লোকসংহস্য  
 (গ) সাম্য (ঘ) কৃষ্ণচরিত্র
  ৩. 'কমলাকান্তের অবসানবন্দি' রচনাটি প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?  
 (ক) সমাচার দর্পণ (খ) বঙ্গদর্শন  
 (গ) দিকদর্শন (ঘ) ভারতী
  ৪. 'কমলাকান্তের অবসানবন্দি' কী জাতীয় রচনা?  
 (ক) নকশা জাতীয় (খ) উপন্যাস জাতীয়  
 (গ) কাব্যধর্মী (ঘ) ইতিহাস আশ্রয়ী
  ৫. 'কমলাকান্তের দপ্তর' রচনাটির মূল শিরোনাম কী ছিল?  
 (ক) কমলাকান্তের বিচার  
 (খ) কমলাকান্তের জোহানবন্দি  
 (গ) কমলাকান্তের শাস্তি  
 (ঘ) কমলাকান্তের কথোপকথন
  ৬. ব্রাহ্ম সমাজ কী?  
 (ক) একেশ্বরবাদী ধর্ম সম্প্রদায়  
 (খ) দ্বি ঈশ্বরবাদী ধর্ম সম্প্রদায়  
 (গ) বহু ঈশ্বরবাদী ধর্ম সম্প্রদায়  
 (ঘ) ত্রি ঈশ্বরবাদী ধর্ম সম্প্রদায়
  ৭. উকিলের পরনে কী ছিল?  
 (ক) সাদা শামলা (খ) কালো শামলা  
 (গ) মরগা শামলা (ঘ) লাল শামলা
  ৮. কমলাকান্ত কোন বর্ণের ছিল?  
 (ক) কৃষ্ণবর্ণ (খ) দৌরবর্ণ  
 (গ) শিল্পবর্ণ (ঘ) উচ্চবর্ণ
  ৯. মোক্ষময়টি কিসের ছিল?  
 (ক) আফিম চুরির (খ) ধন চুরির  
 (গ) ছাফল চুরির (ঘ) মহিষ চুরির
  ১০. 'সাহিত্য সম্রাট' কার উপাধি?  
 (ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) কাজী নজরুল ইসলাম  
 (গ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ঘ) বহির্মহাকাব্য চট্টোপাধ্যায়
  ১১. কর্মজীবনে বহির্মহাকাব্য চট্টোপাধ্যায় কোন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন?  
 (ক) ম্যাজিস্ট্রেট (খ) ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট  
 (গ) উকিল (ঘ) অধ্যাপক
  ১২. কনস্টেবল রুলা ঘুরিয়ে কমলাকান্তকে কোথায় নিয়ে গেল?  
 (ক) আদালতে (খ) বাজারে  
 (গ) বাড়িতে (ঘ) এজলাসে
  ১৩. বহির্মহাকাব্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন?  
 (ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (খ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়  
 (গ) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় (ঘ) ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়
  ১৪. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহির্মহাকাব্য চট্টোপাধ্যায় কততম স্নাতকসের একজন ছিলেন?  
 (ক) প্রথম (খ) দ্বিতীয়  
 (গ) তৃতীয় (ঘ) চতুর্থ
  ১৫. বহির্মহাকাব্য কোন পত্রিকা সম্পাদনা করেন?  
 (ক) সবুজপত্র (খ) ভারতী  
 (গ) ধুমকেতু (ঘ) বঙ্গদর্শন
  ১৬. Very Obstructive সংলাপটি-  
 (ক) উকিলের (খ) হাকিমের  
 (গ) মুহুরির (ঘ) কমলাকান্তের
  ১৭. কমলাকান্ত 'ও মধু মধু মধু' সংলাপটি উচ্চারণ করলেন-  
 (ক) জেনেধের সঙ্গে (খ) বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে  
 (গ) বিক্রপের সঙ্গে (ঘ) সচেতনতার সঙ্গে
  ১৮. 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের প্রকাশকাল কোনটি?  
 (ক) ১৮৬৪ সাল (খ) ১৮৬৫ সাল  
 (গ) ১৮৬৬ সাল (ঘ) ১৮৬৭ সাল
  ১৯. বহির্মহাকাব্য চট্টোপাধ্যায় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতকসের একজন ছিলেন?  
 (ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (খ) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়  
 (গ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (ঘ) ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়
  ২০. কনস্টেবল কমলাকান্তকে সঙ্গে করে এজলাসে নিয়ে গেল-  
 (ক) ছাত ধরে টেনে (খ) কল ঘুরিয়ে  
 (গ) হাত দিয়ে বেঁধে (ঘ) বন্ধাধকা করে







७१. 'ॐ' (Om) अर्थ की?

- (କ) ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ  
 (ଖ) ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା  
 (ଗ) ନିଶାଦତ୍ତ  
 (ଘ) ଦ୍ରୂପଦ

46. कमलाकांठ माफीत काँग्रेसक किम्वदन्त गज्ज कृष्णा कर्ताछ

- (ক) জেলখানার সঙ্গে      (খ) খোঁয়াড়ের সঙ্গে  
 (গ) ছায়াশামের সঙ্গে      (ঘ) কলারের সঙ্গে

৪৯. 'অনি বস্তু দোতাইলাস না' - এখানে 'অনি' হলো-

- (ক) কমলাকাণ্ড (খ) ফলিগানির উকিল  
(গ) হোমবক (ঘ) প্রসন্ন খোদাভিনী

৭০. ফৌজদারি আদালতে চলে-

- (କ) ଅଭିମତାବଳୀ ମାମଲା      (ଖ) ନବନିଧିତ ମାମଲା  
 (ଗ) ମୃତ ବହିର୍ଭୁତ ମାମଲା      (ଘ) ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାମଲା

१३. 'आमि ए माय्की छादि मा' - ठेकिण ए ठेकिण्टि करदाहम-

- (ক) অতি আনন্দে                      (খ) অতি কষ্টে  
 (গ) অতি বিরক্তিতে                (ঘ) অতি গর্বে

৭২. 'উকিল' কোন ভাষার শব্দ?

- (क) उर्ध्व  
 (ख) आश्रयि  
 (ग) शरानि  
 (घ) ईश्वरानि

৭৩. 'অরানবলি' কোন ভাষার শব্দ?

- ☐ (ক) ফারসি  
☐ (খ) আরবি  
☐ (গ) জাপানি  
☐ (ঘ) তৎসম

৭৪. 'Theological lecture' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

- (କ) ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱିୟ ସାଂସ୍କୃତିକ  
 (ଖ) ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱିୟ ସାଂସ୍କୃତିକ  
 (ଗ) ମାଣବିକ ସାଂସ୍କୃତିକ  
 (ଘ) ସାଂସ୍କୃତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ

৭৫. কমলাকান্ত নিজেকে যাত্রার ছেলে বলেছিল কেন?

- (ক) সে যাত্রাদলে কাজ করতো বলে  
 (খ) সে অভিনয় করতো বলে  
 (গ) নিজে থেকে কোনো কথা বলতে পারবে না বলে  
 (ঘ) সে নাটকে কাজ করতো বলে

१७. ठिकाना नुस्खे अधिकारी बलानु कानून की हिला

- ক) উকিলবাবু ব্যয়ানলের মালিক ছিলেন তাই
- খ) উকিলবাবু ব্যয়ানলে কাজ করতো তাই
- গ) উকিলবাবু ব্যয়ানলে অভিনয় করতেন তাই
- ঘ) উকিলবাবুর জিজ্ঞাসার বাইরে কিছু বলা যাবে না তাই

৭৭. টিকিলাবানু চুপ করে বসে পড়লেন কেন?

- (ક) માત્રી ફળક્રમાંમાં ના પડાર  
 (ખ) માત્રી અનુદ્ધ હરત પડાર  
 (ગ) માત્રી ફળક્રમાંમાં પડાર  
 (ઘ) માત્રી માત્ર ના દેવ્વાય

৭৯. কমলাকান্ত কেন আমলাতে এসেছিল।

- ☐ আদালতের অবস্থা জানতে  
☐ আদালত পরিদর্শন করতে  
☒ মামলার নথি নিতে  
☐ মামলার আসামি হতে

৭৯. 'বাবা, কার ক্ষেতে ধান বেয়েছি যে, আমাকে এর ভিতর পরিলে?' - কমলাকান্ত কেন এ উক্তি করেছিল?

১০. নিচের কোনটি কঠিন দ্রবের বৈশিষ্ট্য?
- তাকে আঁস করে কঠিনতার মাপ করা যাবে
  - কঠিনতাটি ঘোঁলায় নদুশ মনে হওয়ায়
  - আলাদাভাবে ঘোঁলায় নদুশ মনে হওয়ায়
  - নিজেকে গরম মনে হওয়ায়

10. 'साला खाशेल्या नजारात नेहमी' बघात की कोणत्याही काळात

- ☐ সাদা কাগজে স্বাক্ষর করা  
☐ প্রতিজ্ঞা না ঘোষনে প্রতিজ্ঞা করা  
☐ সাদা কাগজে টিপসই দেয়া  
☐ প্রতিজ্ঞা ঘোষনে প্রতিজ্ঞা করা

૧૨૧. 'શાસ્ત્રાનં' ગણાઈ (ગાંધીજીના) મહાશય.

- (ক) বিচারকসহ (খ) কাঠগড়া  
 (গ) আদালত (ঘ) দেহা মালিক

३-६ 'कवि' : ६ 'साक्षी' हवि वा : 'हवि' वा ६ 'साक्षी' हवि वा

১০. সাক্ষী সাক্ষ্য দেবে না  
১১. সাক্ষী অর্থোত্তিক কথা বলে  
১২. সাক্ষী কোন প্রশ্নের স্বাভাবিক উত্তর দেয়া না  
১৩. সাক্ষী আসন্ন হলে ৫০০০

৮৩. উকিলাবাবু কেন কমলাকান্তের জবানবন্দি করতে পারবেন না বলেছেন?

- (ক) কমলাকান্ত জ্বালানধি দেবে না
- (খ) কমলাকান্ত অনুস্থ ছিল
- (গ) কমলাকান্ত প্রশ্নের স্বাভাবিক উত্তর না দেয়ার
- (ঘ) কমলাকান্তকে উকিলবার অঙ্গ পান হলে

১৪. 'কমলাকান্তের অবদানবর্ণি' রচনায় 'সেরকশ' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

- ☐ (क) इक्षुमादक  
☐ (ख) श्वेतम (भार्याणिनीयक)  
☐ (ग) उक्षुमादक  
☒ (घ) उपरल्लोकादक

१-४ कन्याशैशवला कपालाकाकाकाका साङ्ग कलङ्ग निरुप शिरःशिरः (कन्या)

- ☐ (ক) নাক্ষত্র দেয়ার অক্ষ ☐ (খ) আগামি ছিল বহল  
☐ (গ) শাবির দেয়ার অক্ষ ☐ (ঘ) বামবালা নিম্প্রসিত অক্ষ



১০৬. 'ব্রাহ্মণ' শব্দের 'ব্র' যুক্তবর্ণের সাথে কোন কোন বর্ণ রয়েছে?
- (ক) ম+হ (খ) হ+ম (গ) ক+য (ঘ) হ+ন
১০৭. 'ক' যুক্ত বর্ণের বিশ্লেষণে পাওয়া যায়-
- (ক) ক+শ (খ) ক+স (গ) ক+য (ঘ) ক+খ
১০৮. 'অমি এ সাকী চাই না'- এ সরণ বাকটির অটল রূপ কোনটি?
- (ক) এ সাকী আমার মরকার নেই  
(খ) এ সাকীকে অমি না চাইলেও পারি  
(গ) যে সাকী এরকম, তাকে অমি চাই না  
(ঘ) এ রকম সাকীর আমার মরকার হবে না
১০৯. 'তোমার ঘনি বপ, অর নাম খী?' - এ বাকটির সঠক রূপ হবে-
- (ক) তোমার বাপের নাম খী?  
(খ) তোমার বাপ কে?  
(গ) তোমার যে বাপ সে কে?  
(ঘ) তোমার বাপের যা নাম তা বল।
১১০. বাগ্বেদন্তের বৈশিষ্ট্য কী?
- (ক) কৌতুক রস সৃষ্টি করা  
(খ) গভীর জীবনদর্শন  
(গ) হাস্যরসের ভেতর দিয়ে বুद्धির চমক ও নীতি  
(ঘ) অসম্প্রতিপূর্ণ বিষয়
১১১. কমলাকান্তের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ফুটে উঠেছে-
- (ক) অত্কেলীন সমাজের নানা অসদতি  
(খ) তার দেশাখোর প্রবৃত্তি  
(গ) অধিম চুরির ঘটনা  
(ঘ) সামাজিক প্রতিবন্ধকতা
১১২. "কমলাকান্তের অবানবর্ধি"- রচনার অন্তর্নিহিত 'তত্ত্বপূর্ণ' ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কোনটির মাধ্যমে?
- (ক) হাস্যরসের মাধ্যমে (খ) ব্যঙ্গাত্মকভাবে  
(গ) জীবনবোধের মাধ্যমে (ঘ) সহজসরলভাবে
১১৩. কমলাকান্তকে দেশাখোর ও অর্থোন্মাদ হিসেবে সূজন করার কারণ ছিল-
- (ক) সামাজিক নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা তুলে ধরা  
(খ) পাখল চরিত্রের রহস্য উদ্ঘাটন  
(গ) বহিহতো নতুন চরিত্রের আবির্ভাব ঘটানো  
(ঘ) অত্কেলীন সমাজে পাখলের সংখ্যা বেশি দেখানো

১১৪. ব্রাহ্মণ ভাষায় তামাকু চিনিতেছেন-  
i. খাছ তলয়া বসিয়া ও গাছের ঔড়িতে ঠেঁন দিয়া  
ii. বজ্রচক্ষু লইয়া, বিক্রপ করিয়া, বকিয়া ও রসিয়া  
iii. চক্ষু বুজিয়া  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) iii (খ) ii, iii (গ) i (ঘ) i, iii
১১৫. 'ভাঙের নখে ভাল মাখিয়া, মক্ষিমহন্তে এল তুলিয়া, মুখে  
পুরিয়া নলাঘরকরল করি।' সংলাপটির মধ্য দিয়ে প্রকাশ  
পেয়েছে-  
i. সমকালীন সমাজ ও ধর্মচিন্তা  
ii. সজ্ঞতা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিবোধ  
iii. বিচার ব্যবস্থার ঝটি-বিচ্ছাতি ও সীমাবদ্ধতা  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) i (খ) ii (গ) ii, iii (ঘ) iii
১১৬. বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস নয়-  
i. কৃষ্ণকান্তের উইল ii. কমলাকান্তের নন্দর  
iii. সুর্গশনানিনী  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, iii
১১৭. বঙ্কিমচন্দ্রের উপাধি ছিল-  
i. সাহিত্য সম্রাট ii. সাহিত্য বোদ্ধা  
iii. ভোরের পাখি  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) i (খ) i, ii (গ) iii (ঘ) ii, iii
১১৮. 'কমলাকান্তের জবানবন্দী' রচনার কমলাকান্তের পেশা কী  
ছিল?  
i. চাকরি ii. ব্যবসায় iii. কোনো পেশা ছিল না  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) i (খ) ii (গ) ii, iii (ঘ) iii
১১৯. একেশ্বরবাদী ধর্মসম্প্রদায়ের প্রধান ছিলেন-  
i. রাজা রামমোহন রায় ii. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর  
iii. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) i, ii (খ) ii, iii (গ) i, iii (ঘ) i, ii, iii
১২০. 'কুঠারি' শব্দের অর্থ কী?  
i. কুড়াল ii. ছোট কামরা iii. খোপ  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) i (খ) ii (গ) ii, iii (ঘ) i, iii





## □ কবি পরিচিতি

কেন্দ্রশের নশকে আবিস্কৃত শক্তিমান কবিসের অন্যতম ফররুখ আহমদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘শাত সাগরের মাঝি’ প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালে। এর পর একে একে তাঁর অনেক কাব্যগ্রন্থ, কাব্যনাট্য ও কাহিনীকাব্য প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামী ঐতিহ্যের গুরুত্ববাহিনে বিশ্বাসী এ কবির কবিতায় প্রধানত প্রকাশ ঘটেছে ইসলামী আদর্শ ও জীবনবোধের। জীবনে বহু বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত ছিলেন তিনি। তবে শেষ পর্যন্ত দীর্ঘকাল ধরে স্থিত ছিলেন ঢাকা বেতারের ‘স্টাফ রাইটার’ হিসেবে। সাহিত্যিকৃতির স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার ও ইউনেস্কো পুরস্কার লাভ করেছেন এবং মরণোত্তর একুশে পদকে ভূষিত হয়েছেন।

জন্ম : ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে মাগুরা জেলার মাঝআইল গ্রামে।

মৃত্যু : ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায়।

## □ রচনাধর্ম

কাব্যগ্রন্থ : সিরাজাম দুদীরা

কাব্যনাট্য : নৌফেল ও হাতেম

কাহিনীকাব্য : হাতেম তায়ী

সনেট সংকলন : মুহুর্তের কবিতা

এছাড়াও ছোটদের জন্য তিনি বেশ কিছু ছড়া ও কবিতা লিখেছেন।

## □ উৎস ও পরিচিতি

ফররুখ আহমদের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ ‘শাত সাগরের মাঝি’ থেকে ‘পাঞ্জেরি’ কবিতাটি সংকলিত হয়েছে।

‘পাঞ্জেরি’ একটি রূপক কবিতা। এ কবিতায় পাঞ্জেরি জাতির রূপধারণের প্রতীক। কবিতায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দ ও চিত্রকল্প এমনিভাবে নানা প্রতীকী তাৎপর্যমণ্ডিত। কবিতাটিতে সমুদ্রযাত্রার প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং তা থেকে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষার ভেতর দিয়ে কবি জাতীয় জীবনে বিরাজমান সংকট উত্তরণে জাতীয় নেতৃত্বের সচেতন ভূমিকা প্রত্যাশা করেছেন। এভাবে আশাতবর্জিত ভাববস্তুর আড়ালে আমরা অন্তর্নিহিত আলো ভাববস্ত্র পাই।

এ কবিতার ভাবকল্পনা ও আবেগ মাধুর্য রূপায়ণে ধ্বনিসৌকর্য, শব্দ ব্যবহার, চিত্রকল্প রচনা ও রূপক-প্রতীক সৃষ্টিতে কবি চমৎকারিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

✦ **ছন্দ :** কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। মূল পর্ব ৬ মাত্রার। চরণের পর্বনির্যাস মূলত এরকম : ৬ + ৬ + ২। তবে সর্বত্র সমতার বীধান নেই।

✦ **রূপক কবিতা :** রূপক কবিতা বলতে এমন ধরনের কবিতা বোঝায় যেখানে কবি তার কোনো বিশেষ ভাব বা তত্ত্বকে সরাসরি প্রকাশ না করে অন্য কোনো বাহ্য ঘটনা, চিত্র ইত্যাদির আড়ালে রেখে সমান্তরালভাবে ব্যঞ্জিত করে থাকেন। রূপকের ইংরেজি শব্দ হচ্ছে Allegory. গ্রিক ভাষায় এর অর্থ হলো- ‘অন্যকিছুকে বোঝাচ্ছে’। রূপক কবিতায় অব্যবহৃত দুটো দিক থাকে। একটি হলো আশাতবর্জিত ভাববস্ত্র। অন্যটি হলো অন্তর্নিহিত সমান্তরাল ভাববস্ত্র। অর্থাৎ রূপক কবিতায় বাইরের অর্থ হচ্ছে বাচ্যার্থ, আর অন্তর্নিহিত অর্থ হলো নিহিতার্থ। সুতরাং রূপক কবিতা হচ্ছে বাইরের রূপের আড়ালে ভেতরের রূপের আত্মসন্ধানকারী কবিতা। ‘পাঞ্জেরি’ এ ধরনের একটি রূপক কবিতা।

## ■ শব্দার্থ ও টীকা

পাঞ্জেরি	: বাতিধারি নৌকরী বা জাহাজের অর্থাভ্যুত্থান
	পথ-নির্দেশক
মন্তল	: নৌকা, জাহাজ ইত্যাদিতে পাল লাগানোর দড়ি
স্রুটি	: ফেনা, ফেনা ইত্যাদির কারণে স্রুত ক্রম
আফলাত	: অবহেলা, অমনোযোগিতা, উদাসীনতা
দরিয়া	: সাগর
তুফান	: ঝড়
আসমান	: আকাশ
জুলুমাত	: অসুখ
তব্বির	: ভাষা
শরী	: রাত, নিশি
কৈফিয়ত	: জবাবদিহি

মজলুম	: নির্বৃত্তিত, অত্যাচারিত
সেতারা	: তারা, নক্ষত্র
হেরি	: দেখি, প্রত্যক্ষ করি
হেশাল	: ঢাল
মুলাফির	: পক্ষি, সফরকারী
খাঁব	: খপ্প
মর্গিরা	: শোকগীতি
পেরেশান	: উদ্বেগ, চিন্তিত, ক্লান্ত
ঘন-সিয়া	: নিবিড় কালা
আহাজারি	: হাহাকার
রোনাফরি	: কালা, ক্রন্দন
জিন্দেগানির খাঁব	: জীবনের অধ্যায় বা পর্যায়

## ■ বানান সতর্কতা

পাঞ্জেরি, বিবাদ, শরী, দাঁড়, কৈফিয়ত, স্রুটি, স্রুতিতের, অরভেরী

## □ নমুনা প্রশ্নাবলি □

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ‘জিন্দেগানির খাঁব’ বলতে বোঝানো হয়েছে-  
ক. জীবনের পর্যায়কে      খ. জীবনের পরাজয়কে  
গ. জীবনের অরভ      ঘ. জীবনের ক্ষয়কে
- ‘ঘন-সিয়া’ শব্দের অর্থ হচ্ছে-  
ক. কালা মেঘ      খ. নিবিড় কালা  
গ. ঘন কুম্ভাশা      ঘ. কালা রাত্রি
- ‘বন্দরে বসে ঘাড়ীরা দিন পোঁপে’- বন্দরের জন্যে?  
ক. পরপারে যাবার জন্য  
খ. নেতার আশ্রমের জন্য

- গ. জাহাজে ওঠার জন্য  
ঘ. নতুন সকাপের জন্য
- ‘রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি?’ এই পঙ্ক্তির মাত্রা সংখ্যা কত?  
ক.  $6+6+2=18$       খ.  $6+8+8=18$   
গ.  $7+2+8=18$       ঘ.  $7+6+6=18$
- পাঞ্জেরি কবিতার মূলভাব সার্বকভাবে ফুটে উঠেছে-  
ক. চিত্রকল্পে      খ. ছন্দে  
গ. অনুপ্রাসে      ঘ. রূপকে

## সৃজনশীল প্রশ্ন

- অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:  
কত যে আঁধার পর্দা পারায়ের ভোর হ’ল জানি না তা।  
নারদী বলে কীপছে সবুজ পাতা।  
দুয়ারে তোমার সাত-সাপরের জোয়ার এসেছে ফেনা।  
তবু আগলে না? তবু তুমি আগলে যা?  
সাত সাপরের মাঝি চেয়ে দেখে দুয়ারে ডাকে আহাজ,  
অচলা ছবি সে, তববির ফেনা দাঁড়িয়ে রয়েছে আজ।



ক. 'পাঞ্জেরি' শব্দের অর্থ কী?

খ. 'এখনো তোমার আসমান ভরা মেঘে?'- এই পঙ্ক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

গ. অনুচ্ছেদের আলোকে 'পাঞ্জেরি' কবিতার বিষয়বস্তু উপস্থাপন কর।

ঘ. অনুচ্ছেদের সঙ্গে 'পাঞ্জেরি' শীর্ষক কবিতার শৈলীগত সম্পর্ক বিচার কর।

২. দুর্গম গিরি কান্তার মক সুতর পারাবার

লক্ষিতে হবে রানি নিশীতে যানিরা ঝুঁশিয়ার

দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল ফুলিতেছে মাখি পখ

হিঁড়িঝাছ পাগ, কে ধরিয়ে হাল আছে কার হিম্মত?

কে আছ জোয়ান হও আওয়ান হাকিছে ভবিষ্যৎ

এ তুফান ভানি, নিতে হবে পাতি, নিতে হবে তরী পার।

ক. 'মর্গিয়া' শব্দের অর্থ কী?

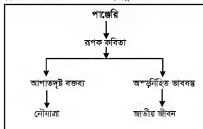
খ. 'এখনো তোমার আসমান ভরা মেঘে?' উক্তি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

গ. অনুচ্ছেদের সাথে 'পাঞ্জেরি' কবিতার মিল কোথায়- ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'কে আছ জোয়ান হও আওয়ান' পঙ্ক্তির সঙ্গে 'পাঞ্জেরি' কবিতার ভাববস্তুর তুলনামূলক-বিচার বিশ্লেষণ কর।

## সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

১. নিচের উদ্দেশ্যটি লক্ষ্য কর এবং প্রদত্তসূত্রের উত্তর দাও :



ক. রূপকের ইংরেজি শব্দ কী?

খ. 'পাঞ্জেরি' কেন একটি রূপক কবিতা?

গ. 'পাঞ্জেরি' কবিতায় রূপক কবিতার বৈশিষ্ট্য বহুতটা প্রতিফলিত হয়েছে বলে তুমি মনে কর?

ঘ. 'রূপক কবিতায় আপাতদৃষ্ট বস্তু'র অন্তরালে লুকিয়ে থাকে গভীরতর ভাববস্তু - 'পাঞ্জেরি' কবিতার আলোকে উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

## ১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) রূপকের ইংরেজি শব্দ হচ্ছে Allegory।

খ) যে কবিতায় বিশেষ কোনো ভাব বা তত্ত্বকে সরাসরি প্রকাশ না করে অন্য কোনো ঘটনা, অহিনী বা চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে রূপক কবিতা বলে। এনিক থেকে 'পাঞ্জেরিও' একটি রূপক কবিতা। কেননা, এ কবিতায় মুসলিম জাতির পরাধীন আবাসস্থল বুঝাতে বন্দর, এ উপমহাদেশের বাধীনতাকামী মুসলিম জনতা বুঝাতে ঘরে ফেরার প্রতীকরত ঘাটীমল, মুসাকির বা লওপার, তাদের অস্তিত্ব গভীর বা বাধীন বদশে বুঝাতে ঘর এবং জাতির প্রধান নেতা বুঝাতে পাঞ্জেরির মতো প্রতীকী শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া সমুদ্র যাত্রা বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে পৃথীত আন্দোলন কার্যক্রম বা কর্মকৌশল। কবি এখানে সরাসরি ব্রিটিশ শাসক, মুসলিম জাতি, বাধীনতা, পরাধীনতা, আন্দোলন বা এ জাতীয় কোনো শব্দ ব্যবহার না করে মেঘ, আকাশ, অন্ধকার, কুয়াশা, রাত্রি, সেতারা, হেলাল, মাঙ্কল, দাঁড়, যাত্রী, বন্দর ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে যে কব্যকল্পার পরিচয় দিয়েছেন তা রূপক কবিতার বৈশিষ্ট্যকেই সূচিয়ে তুলেছে। এ কারণেই 'পাঞ্জেরি' একটি রূপক কবিতা।

গ) ফররুখ আহমদ এর 'পাঞ্জেরি' মূলত একটি রূপক কবিতা। এ কবিতায় কবি রূপকের ব্যঙ্গনা দিয়ে এ উপমহাদেশের মুসলিম জাতির আঁধার যুগের কালজিহ্না পেরিয়ে মুক্ত স্বাধীন জীবনের সোনালি প্রভাতে পৌঁছানোর তীব্র বাসনা ব্যক্ত করেছেন।

'পাঞ্জেরি' কবিতায় জাতীয় জীবনের নেতৃত্বদানকারী নেতা একটি প্রতীকী মহিমায় মহিমাযিত। এ কবিতায় 'পাঞ্জেরি' জাতির কর্মস্বপ্নের প্রতীক। এখানে বর্ণিত অহিনীর অন্তরালে উদ্ভাসিত হয়েছে পরাধীনতার নাশপাশে বন্দি এ উপমহাদেশের স্বাধীনতাকামী মুসলিম জনতার দীর্ঘপথ পরিক্রমা আর সংগ্রামের ইতিহাস। কবিতার প্রথমার্ধেই মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নিচে অসীম অন্ধকারের মধ্যে সমুদ্রবক্ষে দিশাহীন হয়ে যেতে চলা এক আহাজারির চিত্র ফুটে উঠেছে। ঘন কুয়াশা আর গীমাহীন শূন্যতার মাঝে পথ হারানো এ আহাজারির নাবিকরা শিক্ষাভরিতা দিশাহারা। বন্দরে অপেক্ষমান বাতীর উদ্ভিগ্ন। আহাজারির প্রতীক্য তার রাত জাগছে। এ চিত্রবস্ত্রে বিপর্যস্ত মুসলমান জাতির সমকালীন দুরবস্থাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অতীত ঐতিহ্য ভুলে মুসলমানরা আজ পথহারা। কিন্তু তারা সঠিক পথের সন্ধান পেতে চায়।

জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করার প্রচেষ্টায় নিবেদিত নাবিকরূপী কর্মীদল তাই অবিশ্রান্তভাবে দাঁড় টেনে চলেছে। যদিও তাদের স্বপ্নের ডানায় ক্লান্তি জন্মেছে কিন্তু আশার আলোকে তারা নিশ্চিন্ত হতে দেয়নি। পরাধীনতার নাশপাশে বন্দি জাতির মুক্তির জন্য পাঞ্জেরিরূপী নেতৃত্বের সঠিক সিদ্ধান্ত জটিকে একদিন মুক্তির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেবে- এ নবজাগরণের বিশ্বাস ও বারীতে সমুদ্র হয়েছে কবিতাটি। এভাবে কোনো কবিতায় যখন বাহ্য কোনো ঘটনা বা কাহিনীর অন্তরালে সমাজের কোনো বক্তব্য বা ঘটনা প্রকাশ করা হয় তাকেই বলে রূপক কবিতা। তাই নিঃসন্দেহে এ কথা কলা যায় যে, 'পাঞ্জেরি' কবিতায় পরিপূর্ণভাবেই একটি রূপক কবিতার বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ) ইসলামি চেতনায় উদ্ধৃত ও ইসলামের গৌরব-মহিমা পুনরুজ্জীবনের স্বপ্নে বিভোর কবি ফররুখ আহমদের 'পাঞ্জেরি' মূলত একটি রূপক কবিতা। 'পাঞ্জেরি' কবিতায় কবি দুর্ভাগ্যব্রত মুসলমানদের হতাশা কবলিত জীবনের চিত্র তুলে ধরেছেন। 'পাঞ্জেরি' শব্দের অভিধানিক অর্থ হচ্ছে আহাজারি পথনির্দেশক আলোক বর্তিকা। আহাজারি আলো আহাজারির অতিক্রম ও অবস্থান নির্দেশের পাশাপাশি এর গতিপথও নির্দেশ করে। এ কবিতায় পাঞ্জেরিকে কবি আহাজারির পথ নির্দেশক বস্তু হিসেবে রূপায়িত করলেও এর অন্তরালে এ ব্যতিকে তিনি এ উপমহাদেশের মুসলিম জাতির পথ প্রদর্শক নেতা হিসেবেই চিত্রিত করেছেন।

কবি ফররুখ আহমদ তাঁর 'পাঞ্জেরি' কবিতায় এ উপমহাদেশের তৎকালীন মুসলমানদের পরাধীনতার গ্লানি ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে একটি দুর্ভাগ্যকবলিত নৌযাত্রার মাধ্যমে রূপায়িত করেছেন। এর আপাতদৃষ্ট বক্তব্য হিসেবে চন্দ্রতারকাসীন মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, অন্ধকার ও কুয়াশাচ্ছন্ন সন্ধ্যা, আহাজারি, পাঞ্জেরি, সমুদ্রযাত্রা, বন্দর এবং সেখানে ঘরে ফেরার জন্য অপেক্ষমান কিছু ঘাটী, মুসাফির দল ও সওদাগরদের আহাজারির কথা কলা ছিল ও এর অন্তর্নিহিত ভাববস্ত্র হিসেবে এ উপমহাদেশের পরাধীন মুসলিম জাতি ও তাদের দুর্ভাগ্যময় জাতীয় জীবনকেই তুলে ধরা হয়েছে।

হতাশার আবর্তে নিমজ্জিত জটিকে পাঞ্জেরিরূপী যোগ্য নেতৃত্ব তার সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়ে একদিন মুক্তির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেবে এ বিশ্বাসবারীতাই কবি তাঁর 'পাঞ্জেরি' কবিতাটিকে রূপদান করেছেন। যার দৃশ্যমান চিত্রের অন্তরালে সমাজের একটি জাতীয় জীবন ব্যঞ্জিত হয়ে ওঠেছে। এভাবেই 'পাঞ্জেরি' কবিতায় আপাতদৃষ্ট বক্তব্যকে ধারণ করে একটি চমৎকার অন্তর্নিহিত ভাববস্ত্র ফুটে ওঠেছে।

২. নিচের উদ্দেশ্যকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বাঙালি জাতি প্রায় দুশ বছর ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ছিল। তাদের শাসনামলে ইংরেজ নীলকর ও জমিদার শ্রেণি বাংলার সাধারণ প্রজাদের ওপর নানাভাবে নির্যাতন চালায়। দিনের পর দিন এ অত্যাচার তীব্র হয়ে পড়লে বাংলার মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। হাজী শরীয়তুল্লাহ তৎকালীন পূর্ব বাংলার মানুষের অধিকার আদায়ের পাশাপাশি প্রজাদের এ অত্যাচার থেকে বাঁচানোর জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যান। তাঁর এ আন্দোলনে পূর্ব বাংলার নিরীহ মানুষ মুক্তির পথ খুঁজে পায়।

ক. কোথায় বসে হাজীরা দিন গোনে?

খ. 'পাঞ্জেরি' কবিতায় কোন যাত্রা পথের কথা বলা হয়েছে?

গ. উম্মীপকে বর্ণিত হাজী শরীয়তুল্লাহর সাথে 'পাঞ্জেরি' কবিতার 'পাঞ্জেরি'র মিলগুলো তুলে ধর।

ঘ. হাজী শরীয়তুল্লাহর নেতৃত্বের বিষয়টি 'পাঞ্জেরি' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

## ২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) বন্দরে বসে হাজীরা দিন গোনে?

খ) কবি ফররুখ আহমদ যে দুর্নিম যাত্রা পথের বিবরণ দিয়েছেন তা মূলত প্রতীকী পথ। সাধারণ অর্থে সমুদ্র যাত্রার কথা বলা হলেও এর আড়ালে কবি এখানে অস্বকারণরূপে রাজির মতো পরাধীনতার দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণের কথা বসেছেন। যে পথ পাড়ি দিয়ে এ উপমহাদেশের মুসলমানরা একদিন তাদের কাক্ষিত স্বাধীনতার বন্দরে পৌঁছতে পারবে।

গ) ফররুখ আহমদ তাঁর 'পাঞ্জেরি' কবিতায় 'স্বাধীনতার জন্য অপেক্ষমান জাতি'কে যথাসময়ে তাঁর কাক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছে নেওয়ার জন্য জাতীয় আন্দোলনের প্রধান নেতার কাছ থেকে যোগ্য নেতৃত্ব আশা করেছেন। উম্মীপকে বর্ণিত হাজী শরীয়তুল্লাহর সাথে 'পাঞ্জেরি' কবিতার এই নেতার যথেষ্ট মিল রয়েছে। উম্মীপকে বর্ণিত হাজী শরীয়তুল্লাহ এদেশের নিরীহ বাঙালি জাতির উপর ব্রিটিশদের নানা অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন এবং তাদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন। এ দেশের নিরীহ কৃষকদের ব্রিটিশরা যেভাবে নীল চাষে বাধ্য করে তাদের সর্বনাশ করছিলো হাজী শরীয়তুল্লাহ তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাদের পাশে অবস্থান করে সে অত্যাচার-নিপীড়ন থেকে তাদের রক্ষা করেছিলেন। 'পাঞ্জেরি' কবিতায় কবি যে পাঞ্জেরির কথা বলেছেন, সেই পাঞ্জেরিও ব্রিটিশদের লাশপাশ থেকে এ উপমহাদেশের মুসলিম জাতিকে মুক্ত করার জন্য সফলতার সাথে কাজ করবেন— এটাই তিনি প্রত্যাশা করেছেন। এদিক থেকে উম্মীপকের হাজী শরীয়তুল্লাহ ও 'পাঞ্জেরি' কবিতার 'পাঞ্জেরি'র মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে।

ঘ) ইসলামি পুনর্জাগরণের কবি ফররুখ আহমদ 'পাঞ্জেরি' কবিতায় এ দেশের মুসলিম জাতির হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য পাঞ্জেরির কাছ থেকে যোগ্য নেতৃত্ব প্রত্যাশা করেছেন। উম্মীপকে বর্ণিত হাজী শরীয়তুল্লাহর যোগ্য নেতৃত্বই বাঙালি জাতিতে তার মুক্তির পথে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছে। যে কোনো পরাধীন জাতির স্বাধীনতার জন্য একজন যোগ্য নেতার স্মৃতিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কবি তাঁর 'পাঞ্জেরি' কবিতায় এ উপমহাদেশের মুসলিম জাতির হৃৎপৌরব ফিরে পেতে যেমন 'পাঞ্জেরি'র যোগ্য নেতৃত্ব প্রত্যাশা করেছেন তেমনি উম্মীপকে বর্ণিত হাজী শরীয়তুল্লাহও ব্রিটিশ শাসকদের দুঃসহ অত্যাচার-নির্যাতন থেকে এ দেশের নিরীহ কৃষকদের রক্ষা করে সীমিত পর্যায়ে হলেও সেই প্রত্যাশিত নেতৃত্বকেই বাত্বায়ন করেছেন। এ ঘটনাই পরবর্তীতে এ উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে আরও তীব্র করেছে এবং পাঞ্জেরি তথা জাতীয় নেতৃত্বের কাছ থেকে যোগ্য নেতৃত্ব প্রত্যাশা করার ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছে।

ইংরেজরা যখন তাদের ক্ষমতার জোরে এদেশের নিরীহ কৃষকদের নীল চাষে বাধ্য করেছিল, হাজী শরীয়তুল্লাহ তখন তা দেখে ব্যথিত হন এবং এ শোষণ-অত্যাচার থেকে তাদের মুক্ত করতে সক্রিয় আন্দোলন শুরু করেন। পাঞ্জেরি কবিতায় পাঞ্জেরির কাছ থেকে যে সঠিক পথ নির্দেশ প্রত্যাশা করা হয়েছে ঠিক তেমনি যোগ্য নেতৃত্ব ও সঠিক পথ নির্দেশ নিয়ে হাজী শরীয়তুল্লাহ এ দেশের কৃষকদের এ দুর্শা লাঘবে সক্ষম হন এবং তাদের নীল চাষের দুঃসহ অভিশাপ থেকে মুক্ত করেন। এভাবে পাঞ্জেরি কবিতায় আপাতদৃষ্ট বক্তব্যের অন্তরালে যে গভীর ভাববল্ল ফুটে ওঠেছে হাজী শরীয়তুল্লাহ সেই ভাববল্লকেই ধারণ করে এ দেশের নিরীহ মানুষদের তাদের কাক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাই হাজী শরীয়তুল্লাহকে আমরা পাঞ্জেরি কবিতায় বর্ণিত পাঞ্জেরির যোগ্য পূর্বসূরী বলে চিহ্নিত করতে পারি।

৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

দুর্গম গিরি কান্ডার মল সূতর পারাবার  
লক্ষিতে হবে রানি নিশীথে ঘামিরা ঝুঁশিয়ার  
দুলিতেছে তরি, ফুলিতেছে জল, ফুলিতেছে মাঝি পথ  
হিড়িরাছে পাণ, কে ধরিয়ে হাণ, আছে কার হিম্ব ?  
কে আছে জোয়ান, হও আড়য়ান, হাকিছে ভবিষ্যৎ  
এ ছুফান ভরি, দিতে হবে পাণ্ডি দিতে হবে তরী পার।

ক. পাঞ্জেরি কোথায় অবস্থান করছে?

খ. 'রাত পোহাবার কত দেরি ব্যাঘ্য কর।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কবিতার সাথে 'পাঞ্জেরি' কবিতার সঙ্গতিগুলো তুলে ধর।

ঘ. 'কে আছে জোয়ান, হও আড়য়ান' – উক্তিটি 'পাঞ্জেরি' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

### ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) পাঞ্জেরি অবস্থান করছে মাড়োলে।

খ) ইসলামি চেতনাসমূহ মুসলিম কবি ফররুখ আহমদ 'পাঞ্জেরি' কবিতাে পরাধীন মুসলিম জাতির মুক্তি সংগ্রামের আলোর নিশারী অঙ্গায়ককে বুঝিয়েছেন। আর 'রাত' কবিতাে মুশ মুশ ধরে জাতির পরাধীনতাকে বুঝানো হয়েছে।

'পাঞ্জেরি' আলোর নিশারী তথা সঠিক পথ প্রদর্শক। পাঞ্জেরিই জাতিকে শৌছে দিতে পারে স্বাধীনতার দ্বার প্রদে। জাতির কলধার পাঞ্জেরির কাছে অক্ষরারাজ্য, হতাশাঘাত ও পরাধীনতার অস্তিত্বে আবদ্ধ মুসলিম জাতির পক্ষ থেকে তারই এক সহকারীর উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসা- কবে শেষ হবে তাদের সংকটময় কালো রাত্রি? 'রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি' চরণটির মধ্যে এই জিজ্ঞাসাই ধ্বনিত হয়ে ওঠেছে।

গ) 'পাঞ্জেরি' রূপক কবিতায় কবি ফররুখ আহমদ জাতিকে তাদের গল্পব্যে শৌছে দেয়ার জন্য জাতির নেতৃত্বদানকারী নেতার কাছ থেকে যোগ্য নেতৃত্ব প্রত্যাশা করেছেন। উদ্দীপকে বর্ণিত কবিতায়ও প্রায় একই ধরনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কথকরণী কবি নিশীথ রাতের দুর্গম পথের যাত্রীদের সাবধান করেছেন। বিপদ সংকুল যাত্রীদের পরনির্ভরক হিসেবে তিনি যুবকদের মধ্য থেকে একজন যোগ্য নেতা আহ্বান করেছেন। 'পাঞ্জেরি' কবিতায়ও কথকরণী কবি পাঞ্জেরি রূপকের আড়ালে এমন একজন জাতীয় নেতাকে প্রত্যাশা করেছেন যিনি সামল্যের সাথে জাতিকে তার কাক্ষিত গল্পব্যে নিয়ে যাবেন। উদ্দীপকে যেমন বিপদসংকুল যাত্রাপথে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মাঝির পথ ভুল করার কথা বলা হয়েছে, তেমনি কবি 'পাঞ্জেরি' কবিতায়ও ভুল পথে জাহাজ পরিচালনার আশঙ্কার কথা ব্যক্ত হয়েছে। এসব দিক থেকে উদ্দীপক ও কবিতায় মূলত বিপদসংকুল প্রতিকূল পরিস্থিতি অতিক্রম করে একটি জাতির সঠিক গল্পব্যে শৌছার প্রত্যাশাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

ঘ) কবি ফররুখ আহমদ তাঁর 'পাঞ্জেরি' কবিতায় মূলত সংকটময় কালো অধ্যায় থেকে জাতীয় জীবনের উজ্জয়ের আশা ব্যক্ত করেছেন। উদ্দীপকেও সেই একই ধানি প্রতিধ্বনিত হয়েছে। উদ্দীপকের জোয়ান এবং কবিতার 'পাঞ্জেরি' কাক্ষিত যোগ্য জাতীয় নেতৃত্বের প্রতীক।

যে কোনো জাতিকে কাক্ষিত লক্ষ্যে শৌছে দেয়ার জন্য একজন যোগ্য নেতা দরকার। জাতীয় জীবনে এমন একজন নেতার অনুমিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন সাহসী ও সুকীর্ষ নেতাই পাশে একটি দেশ ও জাতিকে সংকট থেকে মুক্ত করে তাদের কাক্ষিত গল্পব্যে নিয়ে যেতে। এ কারণে জাতির চরম দুর্ঘাণের দিনে কবি একজন যোগ্য নেতার নেতৃত্ব প্রত্যাশা করেছেন।

কবিতাটিতে সমুদ্র যাত্রার ঐতিহ্যবাহুল পরিচিতি এবং তা থেকে উত্তরনের আবহকলার স্বেচ্ছা দিয়ে কবি যুবক জাতীয় জীবনে বিরাটমান সাক্ষ্য উত্তরনে জাতীয় নেতৃত্বের সচেতন স্মৃতিসাধনা করেছেন। কবিতায় নায়ক উদ্দীপকের তরঙ্গ নেতৃত্ব সফল বাধা-বিশিষ্ট ও প্রতিবন্ধকতাকে পেছনে ফেলে আত্মিক জয় কাকিত গল্পবো দিয়ে ফাটল- এমন প্রত্যাশাই ব্যক্ত হয়েছে। তরঙ্গেরই জাতির কথায়। তাদের যোগ্য ও বাহনই নেতৃত্বই আত্মিক সফল বাধা-বিশিষ্ট থেকে মুক্ত করে কাকিত গল্প দিয়ে যেতে পারে। উদ্দীপক ও কবিতার সমভাবেই এ কথাটি মূর্ত হয়ে ওঠেছে।

৪. নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



ক. পানির কিনারে বসে করা অপেক্ষা করছিলেন?

খ. 'অবস্থার বন্দনে কৈশিকতার তীব্র স্রোতি হেরি'- কবিতা কী বুঝানো হয়েছে?

গ. 'প্যাজেরি' কবিতার আলোকে উদ্দীপকের চিত্রটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে 'প্যাজেরি' কবিতার অর্থবাহিত তাৎপর্য তুলে ধর।

### ৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. পানির কিনারে বসে মুসলিম দল অপেক্ষা করছিলেন।

খ) সঠিক নেতৃত্বের অভাবে এ উপমহাদেশের মুসলিম জাতির অট্টমের গৌরবময় ইতিহাস ঐতিহ্য নিহতের অতল গহবরে হারিয়ে গেছে। নেতৃত্বের দুর্বলতা ও উদাসীনতার জন্য জাতীয় জীবনে বেমে এসেছে চরম দুর্দশা, হাহাকার ও শাখুনা। সাধারণ মানুষ চরম দুর্দশে কবিতা দিল্লি-নির্দেশনা। জরুরি উপেক্ষা করে কবি তাদের সামনে অজ্ঞান হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। আত্মিক নেতার যদি সাধারণ মানুষের কথা ভেবে তাদের সঠিক দিক-নির্দেশনা দেন, তাহলে অবশ্যই প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। এটাই কবির বিশ্বাস।

গ) কবিতায় আহমদ রচিত 'প্যাজেরি' কবিতায় এ উপমহাদেশের মুসলিম জাতির মহাবলোপমের অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম জাতির অতীত ঐতিহ্য ছিল অতুল সমৃদ্ধশালী। ইতিহাস ছিল কর্ণাট। সে সময় দুর্বলোপম সফল মজবুত আশ্রয় গ্রহণ করেছিল ইসলামের জাহাজের হাওয়াতলে। কিন্তু আজ সঠিক নেতৃত্বের অভাবে জাতি পতনাপন্ন হয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিনের পরবর্তীতায় শূন্যতা অবস্থায় মুসলিম জাতি তাদের জীবন আহ্বাস চলিয়ে ক্রমশঃ অসহায় ও অনিশ্চিততায় দিক ধারিত হচ্ছে। এ উপমহাদেশের মুসলিম জাতির ভাগ্যক্ষেপে চলছে দুর্বলোপম বন্যতা। তাদের জীবনের অজ্ঞানতা যেন ক্রমেই অসুস্থ হয়ে তুলে যাচ্ছে। সঠিক দিক-নির্দেশনার অভাবে তারা দিকভ্রষ্ট, অসহ্য তীরে দাঁড়িয়ে ঘরে ফেরার জন্য অপেক্ষা করছে জনতা। বাস্তবে তাদের বেদনাতুর আহ্বাসের ভেসে আসছে। অসহ্য তীরে আহ্বাস নেতা লভ হচ্ছে না শুধু বোধ্য নেতৃত্বের অভাবে। দুর্বলোপম জাতির জীবনকে গ্রাস করতে থাকে। কুখিত আহ্বাস রূপন করিয়ে আকাশ বাতাস জরী হয়ে থাকে। তাদের সামনে কল্পনা অসহায় ছাড়া আর কিছুই নেই।

এই অবস্থার আবুল হয়ে মুসলিম উণাথ পুঁজিতে তারা জাণকর্তা হিসেবে প্যাজেরিকে আহ্বান করে। উদ্দীপকের চিত্রটিতেও বেল এই একই বিশ্ব প্রতিবন্ধিত হয়েছে। এদিক থেকে 'প্যাজেরি' কবিতা আর উদ্দীপক অনেকটাই সমার্থক হয়ে ওঠেছে।

ঘ) 'প্যাজেরি' কবিতায় কবি কবিতায় আহমদ দুগ্ধের মাধ্যমে এ দেশের মুসলমানদের হৃত বাহিনীতা পুনরুদ্ধারের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন।

এ উপমহাদেশের মুসলমানদের অতীত ছিল পৌরবোদ্ধ। তাদের ইতিহাস ছিল বর্জ্য। মুসলিম নেতৃবৃন্দের ছিল অপরিস্রব শৌর্ক-বীর্য। বিলুপ্ত নেতৃত্বের কারণে নিজেদের অমিত বিক্রম দিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী তারা এ দেশে তাদের অধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু যোগ্য নেতৃত্ব ও সঠিক নিক-নির্দেশের অভাবে তারা আজ দিগন্ত হ্রাস চরম দুর্দশায় নিপতিত হয়েছে। তাই তারা চাইছে যোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে কেউ তাদের এ দুর্দশা লাঘব করুক। তাদের এ প্রত্যাশাকেই কবি ফররুখ আহমদ তাঁর 'পাঞ্জেরি' কবিতার রূপকো মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তিনি এখানে মুসলিম জাতিকে ব্যর্থী, মুশাকির নল, সওদাগর আর তাদের পরাধীন দেশকে বন্দর হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তাদের কাকিকত বার্ষিক স্বদেশকে বনেছেন ঘিরে যাওয়ার ঘর। মুসলিম জাতির অতীত জীবনের দুর্মেধময় অবস্থাকে তিনি সেতারা ও হেলালবিহীন মেঘে ভরা আকাশ আর অন্ধকার ও যুগ্মাশঙ্কর রবি রূপে চিত্রায়িত করেছেন। কাকিকত মুস্তির লক্ষ্যে পৃথীত কার্যক্রমকে তিনি নৌবাহা এবং এসব কর্মকাণ্ডে নেতৃত্বদানকারী সেতাকে 'পাঞ্জেরি' হিসেবে রূপায়িত করেছেন। অন্তর্নিহিত বক্তব্যকে রূপায়িত করার জন্য কবি তাঁর 'পাঞ্জেরি' কবিতায় যে সব দৃশ্যমান অিকল্প তৈরি করেছেন উদ্দীপকের জাহাজ ও বন্দরে অপেক্ষমান জাহাজী বেল সেই চিত্রকল্পকেই সুচিয়ে তুলেছে। উদ্দীপক ও কবিতার মাধ্যমে মূলত এ উপমহাদেশের পরাধীন মুসলিম জাতি ও তাদের দুর্দশা কর্ণার পাশাপাশি এ থেকে তাদের উদ্ধরণ তথা স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত হয়েছে।

### ● বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. ফররুখ আহমদ এর জন্ম কত সালে?

- ক) ১৯১৭ সালে                      খ) ১৯১৮ সালে  
গ) ১৯২০ সালে                      ঘ) ১৯২১ সালে

২. ফররুখ আহমদ মরশান্তর কোন পদকে অধিত হন?

- ক) একুশ পদক  
খ) ইউনেস্কো পদক  
গ) বাংলা একাডেমী পুরস্কার  
ঘ) আদমজী পুরস্কার

৩. ফররুখ আহমদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?

- ক) সিরাজাম মুনীরী                      খ) হাতেম তারী  
গ) সাত সাগরের মনি                      ঘ) মুহুর্তের কবিতা

৪. ফররুখ আহমদ কোন দশকের কবি?

- ক) ত্রিশের                      খ) চল্লিশের  
গ) পঞ্চাশের                      ঘ) ষাটের

৫. 'পাঞ্জেরি' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?

- ক) কানুত                      খ) ময়ানুত  
গ) অক্ষরবৃত্ত                      ঘ) পয়ার

৬. 'রূপক' এর ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?

- ক) Allegory                      খ) Satire  
গ) Tragedy                      ঘ) Verse

৭. ফররুখ আহমদ এর জন্ম কোন জেলায়?

- ক) যশোর                      খ) মাগুরা  
গ) খুলনা                      ঘ) নোয়াখালি

৮. 'মনিয়া' শব্দের অর্থ কী?

- ক) শোকগাথা                      খ) লোকগীতি  
গ) শোকগীতি                      ঘ) রূপক ধ্বনি

৯. 'জুলামাত' শব্দের অর্থ কী?

- ক) অন্ধকার                      খ) আলো  
গ) কুয়াশা                      ঘ) মেঘাচ্ছন্ন

১০. 'আসমান' শব্দটি কোন ভাষার শব্দ?

- ক) আরবি                      খ) ফারসি  
গ) হিন্দি                      ঘ) তুর্কি

১১. ফররুখ আহমদ এর 'পাঞ্জেরি' কোন ধরনের গ্রন্থ?

- ক) প্রবন্ধ                      খ) নাটক  
গ) শিষ্টোদ্য                      ঘ) সনেট

১২. 'শব্দী' শব্দের অর্থ কী?

- ক) মিসল                      খ) রবী  
গ) টান                      ঘ) নক্ষত্র

১৩. 'হাতেম তারী' কী?

- ক) প্রবন্ধ                      খ) নাটক  
গ) কাহিনী কাব্য                      ঘ) সনেট

১৪. দীর্ঘদিন ফররুখ আহমদ কেখানে নিয়োগিত ছিলেন?

- ক) শিক্ষকতা                      খ) সাংবাদিকতা  
গ) প্রকাশনা                      ঘ) স্টাফ রাইটার

১৫. 'পাঞ্জেরি' কোন শ্রেণির কবিতা?

- ক) পীতি কবিতা                      খ) প্রতীকী  
গ) রূপক                      ঘ) স্বদেশপ্রেমমূলক

১৬. 'পাঞ্জেরি' কিসের প্রতীক?

- ক) জাতীয় জীবন      খ) সম্ভাবনার ইঙ্গিত  
গ) জাতির পথ প্রদর্শক      ঘ) জাতির সংকট

১৭. 'স্নাত সাধুরের স্নাতকি' কত বালে প্রকাশিত হয়?

- ক) ১৯৪৪ সালে      খ) ১৯৫৪ সালে  
গ) ১৯৬৪ সালে      ঘ) ১৯৭৪ সালে

১৮. 'সিরাজাহ মুনিরা' কী?

- ক) সনেট      খ) কাব্যনাট্য  
গ) কাব্যগ্রন্থ      ঘ) শিওতোষ গ্রন্থ

১৯. ফররুখ আহমদ কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?

- ক) যশোরে      খ) মাওরায়  
গ) ঢাকায়      ঘ) বরিশালে

২০. 'পাঞ্জেরি' অবস্থান কোথায়?

- ক) ভীরে      খ) গৃহে  
গ) মাজারে      ঘ) আসমানে

২১. 'পাঞ্জেরি' কবিতায় পেরেশান হয় কে?

- ক) নাবিক      খ) মন্দির  
গ) পাঞ্জেরি      ঘ) মুনাফির দল

২২. ফররুখ আহমদ এর মৃত্যু কত সালে?

- ক) ১৯৭৪ সালে      খ) ১৯৭৪ সালে  
গ) ২০০৪ সালে      ঘ) ২০০৭ সালে

২৩. খাঁ'ব কী?

- ক) দেখি      খ) কান্না  
গ) মায়া      ঘ) বদল

২৪. মুনাফির দল তব্দিরে কিসের ছবি আঁকে?

- ক) আশার      খ) ভরসার  
গ) নিরাশার      ঘ) স্বপ্নের

২৫. 'পাঞ্জেরি' কবিতায় পূর্ব বিন্যাস কোন?

- ক) ৪+৪+২      খ) ৬+৬+২  
গ) ৮+৬+২      ঘ) ৮+১০+২

২৬. 'পাঞ্জেরি' কবিতায় কবি কোন কোন শব্দ ব্যবহার করেছেন?

- ক) আরবি-ফারসি      খ) হিন্দি-আরবি  
গ) উর্দু-আরবি      ঘ) উর্দু-ফারসি

২৭. 'মজলুম' শব্দের অর্থ কী?

- ক) নিপীড়ন      খ) অভ্যাচারিত  
গ) হাফকার      ঘ) বন্দিদার

২৮. 'পাঞ্জেরি' আসমান ভরা কিসে?

- ক) মেঘে      খ) তারায়  
গ) নক্ষত্রে      ঘ) চাঁদে

২৯. 'শাস্ত' এর প্রকৃতি কী?

- ক) √শ্রম + ত      খ) √শ্রম + জ  
গ) শাস্ত+ত      ঘ) √শ্রম + ত

৩০. 'হেলগল' কোন শব্দ?

- ক) আরবি      খ) ফারসি  
গ) তুর্কি      ঘ) ফরাসি

৩১. 'পাঞ্জেরি' কবিতায় 'বন্দর' বসতে কী বোঝানো হয়েছে?

- ক) সমগ্র মুনাফির জাতির আশ্রয়  
গ) পথপ্রদর্শনের বিশ্রামাধার  
খ) আহাজ ভেড়ার স্থান  
ঘ) দেশবাসীর প্রতিফলন

৩২. কবি জনগণকে বীরা শক্তিতে জেগে ওঠার কথা বলেছেন কেন?

- ক) যাত্রীদের বন্দরে পৌঁছানোর জন্যে  
খ) জাতির মুক্তি কামনায়  
গ) সহচরকে সঠিক পথে আনার জন্যে  
ঘ) জাতীয় জীবনে নেতার অবস্থান নির্দেশের জন্যে

৩৩. 'স্নাত শোহাবুর কত সেরি পাঞ্জেরি?'- কোন বলা হয়েছে?

- ক) যাত্রীরা ঘুমে অচেতন থাকার কারণে  
খ) আসমান মেঘে ঢাকা থাকার কারণে  
গ) যাত্রীরা পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি প্রত্যাশী বলে  
ঘ) সবাই ক্লান্ত বলে

৩৪. জাতীয় জীবনে পরাধীনতা নেমে আসার কারণ-

- ক) নাবিকের দূরদর্শিতার অভাব  
খ) নেতাদের খামখেয়ালি ও অদূরদর্শিতা  
গ) জনতার মধ্যে মতের অমিল  
ঘ) নেতাদের ভোগবাদী চিন্তাচেতনা

৩৫. কবি ফররুখ আহমদ এর কবিতার বৈশিষ্ট্য কী?

- ক) বিদ্রোহী      খ) সাম্যবাদী  
গ) দেশপ্রেম      ঘ) ইসলামী ঐতিহ্য

৩৬. 'পাঞ্জেরি' কবিতায় কোন পদ্যের কথা বলা হয়েছে?

- ক) দুর্গম      খ) চেনা  
গ) মনন      ঘ) অলোপিক

৩৭. ফররুখ আহমদ চমৎকারিভের পরিচয় দিয়েছেন-

- ক) ব্যঙ্গ রচনা তৈরিতে      খ) গ্রন্থন তৈরিতে  
গ) প্রতীকী কবিতা সৃষ্টিতে      ঘ) রোমান্স সৃষ্টিতে

৩৮. জিন্দেগানির বাঁ'ব কথ্যে বুঝায়-

- ক) জীবনের অধ্যায়      খ) জ্ঞান  
গ) অফকার      ঘ) জীবনবিহি

৩৯. বন্ধুরে বসে কারা দিন খোলে?

- ক মুসাফির                      খ যাত্রীয়া  
গ মাখি                              ঘ কবি

৪০. 'জাণো বন্ধুরে কৈফিয়তের তীর জলুটি ছেরি'-কবি কাকে জ্ঞাপতে বলেছেন?

- ক অপেক্ষমান জনতাকে                      খ মুক্তিকামী জনতাকে  
গ নৌকার মাঝিকে                              ঘ পাঞ্জেরিকে

৪১. 'রাত পোহাবার কত ঘেরি পাঞ্জেরি'-এ চরণের মাধ্যমে কবি জাতির পথ প্রদর্শনকরে-

- ক উৎসাহ দিয়েছেন                      গ বাধা দিয়েছেন  
খ তগিদ দিয়েছেন                              ঘ প্রেরণা দিয়েছেন

৪২. 'তুমি মাজুলে আমি নীড় টালি কুশ'-এখানে 'তুমি' কিসের প্রতীক?

- ক পাঞ্জেরি                              খ কবির  
গ মুসাফিরের                              ঘ অপেক্ষমান যাত্রীদের

৪৩. 'রাত' শব্দটির প্রতীকী তাৎপর্য হলো-

- ক নবকটমুক্ত অধ্যায়  
খ নবকটজনক কাণো অধ্যায়  
গ অন্ধকারময় পরিবেশ  
ঘ আশার আলো

৪৪. 'রপক' শব্দটি গ্রিক ভাষার কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

- ক অন্যকিছুক বুঝাচ্ছে  
খ প্রতীকী হিসেবে বুঝাচ্ছে  
গ বাহিরের কোনেকিছুক বুঝাচ্ছে  
ঘ চিত্রকল্পকে বুঝাচ্ছে

৪৫. 'হেলাল' শব্দটি কিসের প্রতীক?

- ক সংগ্রামের প্রতীক                      খ সম্মাননার প্রতীক  
গ আনন্দের প্রতীক                              ঘ নিষাদের প্রতীক

৪৬. 'পাঞ্জেরি' কবিতায় নৌভাষা বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

- ক নৌকা                              খ জোত  
গ জাহাজ                              ঘ নাবিক

৪৭. ঘরে ঘরে রূপদন ধরনি কেন?

- ক বাধীন বলে  
খ পরাধীন বলে  
গ মুক্তির সম্মাননা আছে বলে  
ঘ মুক্তির সম্মাননা নেই বলে

৪৮. 'পাঞ্জেরি' কবিতায় কবির প্রত্যাশা কী?

- ক যোগ্য নেতার নেতৃত্ব                      খ নবকটপল্ল অবস্থা  
গ দুর্ঘোষময় রাত                              ঘ নেতার অযোগ্যতা

৪৯. কবি 'পাঞ্জেরি'-কে কিসের সঙ্গে তুলনা করেছেন?

- ক তারা                              খ আলোকবর্তিকা  
গ নক্ষত্র                              ঘ চাঁদ

৫০. ধন-শিরা শব্দের অর্থ হচ্ছে-

- ক কালো মেঘ                              খ নিবিড় কালো  
গ ঘনকুয়াশা                              ঘ কালো রাত্রি

৫১. অত্যন্তরিত জতি বুঝতে কবিতার কোন শব্দটির প্রয়োগ ঘটেছে?

- ক মজলুম                              খ সাদী কাপুরুষ  
গ অকুতোভয়া                              ঘ কুপ মডক

৫২. ফররুখ আহমদ এর 'রাত সাধরের মাখি' কবিতার সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কিসের?

- ক পাঞ্জেরি কবিতার                      খ পাঞ্জেরি নামকরণের  
গ কবিতার প্রেক্ষাপটের                      ঘ কবিতার চিত্রকল্পের

৫৩. ফররুখ আহমদ এর মতো কোন কবি তাঁর কবিতায় আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ করেছেন?

- ক সৈয়দ জুহাদ                              খ সৈয়দ আলী আহসান  
গ শামসুর রাহমান                              ঘ কাজী নজরুল ইসলাম

৫৪. 'পাঞ্জেরি' কবিতার ছন্দ বিপর্যয়ের সাম্প্রদায়িক কোন কবিতাটি?

- ক জীবন-বন্দনা                              খ বাংলাদেশ  
গ তাহারেই পড়ে মনে                      ঘ আমার পূর্ব বাংলা

৫৫. 'পাঞ্জেরি' কবিতার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়-

- ক নাটকীয়তা                              খ সংলাপধর্মিতা  
গ কথোপকথন ভঙ্গি                      ঘ কাহিনীধর্মিতা

৫৬. মাজল থাকে-

- ক উড়োজাহাজে                              খ জাহাজে  
গ মোটর গাড়িতে                              ঘ গরুর গাড়িতে

৫৭. 'পাঞ্জেরি' কবিতায় কিসের কোন শব্দগুণা ব্যবহৃত হয়েছে?

- ক মাজল, কৈফিয়ত                              খ মাখি, জাহাজ  
গ তীর, শবরী                              ঘ সার্গাইট, হেলাল

৫৮. কোন বিষয়গুলো পাঞ্জেরি কবিতায় লক্ষ্যীয়?

- ক জাহাজ                              খ সাগর  
গ পথ-প্রদর্শক                              ঘ উপরের সবগুলো

৫৯. 'মোদের খেলার ধূলার লুটেরে পড়ি কেটেছে তাদের দুর্ভাগ্যের বিবাদ শবরী'-এ কাদের জীবনে দুর্ভাগ্য নেমে এনেছে?

- ক হিম্মুদের                              খ খ্রিস্টানদের  
গ মুসলমানদের                              ঘ বৃটিশদের



৬০. জাণো বন্দরে কৈকিয়তের তীর্থ স্রুতি হেরি,  
জাণো অন্ধন স্রুতিত মুখের নীরব স্রুতি হেরি।- কবিতায়  
কোন নির্দিষ্ট নির্দেশ করে?

- ক পাঞ্জেরির প্রতি কবির নিবেদন  
খ সাধারণ জনগণের প্রতি কবির নিবেদন  
গ নেতৃত্বহীন নেতার প্রতি কবির নিবেদন  
ঘ বিশ্বাসীদের প্রতি কবির নিবেদন

৬১. যে নাবিক 'তুমি মিনতি আমার রাখো;  
তুমি উঠে এসো, তুমি উঠে এসো মাখিমাচার নলে -  
নিচের কোন কবিতার সঙ্গে মানসাত্মক?

- ক সোনার তরী গ বঙ্গভাষা  
খ জীবন-বন্দনা ঘ পাঞ্জেরি

৬২. তাদের সেতার, শব্দী অস্ত্র মাওয়ার কারণ-

- ক জাঘত বলে গ দুমন্ত বলে  
খ নীরব বলে ঘ পথ ভ্রষ্ট বলে

৬৩. 'পুরকার' শব্দটি গঠিত হয়েছে-

- ক সন্ধিযোগে গ প্রত্যয় যোগে  
খ উপসর্গ যোগে ঘ সমাস যোগে

৬৪. পাঞ্জেরি কবিতাটি হলো-

- ক রূপক কবিতা গ কাহিনী কবিতা  
খ ইসলামী কবিতা ঘ লোক কবিতা

৬৫. আহাজারি কাদের মধ্যে লক্ষ্যীয়?

- ক মুসাফির গ মজলুম  
খ সওদাগর ঘ মলিক

৬৬. স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত-

- ক নেতার জাঘতবেশ গ নেতার সাহসিকতা  
খ নেতার পরাধীনতা ঘ নেতার গাফলতি

৬৭. পূর্ব মাফিকরা গভীর সমুদ্রে জাহাজ চালাবার সময়  
পথ-নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করত-

- ক সূর্যকে গ চাঁদকে  
খ তারাকে ঘ সমুদ্রের ঢেউকে

৬৮. 'পাঞ্জেরি' কবিতায় মতো কোন কবিতার ভাববস্তুর  
আড়ালে অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আছে-

- ক সোনার তরী গ বঙ্গভাষা  
খ একটি ফটোগ্রাফ ঘ তাহারেই পড়ে মনে

৬৯. জাতির পথপ্রদর্শকের জন্য আবশ্যিক-

- ক ধূরদর্শিতা গ সত্যবাদিতা  
খ রাজনৈতিক চেতনা ঘ অর্থনৈতিক জ্ঞান

৭০. 'হেরি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে-

- ক পাওরা অর্থে গ প্রত্যক্ষ করা অর্থে  
খ উর্ধ্ব উঠা অর্থে ঘ নীরব অর্থে

৭১. 'শূন্যতা' শব্দটি গঠিত হয়েছে-

- ক সমাস গ সন্ধি  
খ প্রত্যয় ঘ উপসর্গ

৭২. মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা কেমন-

- ক সমৃদ্ধ গ হতাশাব্যস্ত  
খ ভালো ঘ পৌরবোধহীন

৭৩. 'পাঞ্জেরি' কবিতায় কবি-

- ক হতাশার নিমজ্জিত গ শেখছাত্তারী  
খ আশাবাদী ঘ বিনয়ী

৭৪. 'পাঞ্জেরি' কবিতায় শেষ পর্যন্ত ব্যক্ত হয়েছে-

- ক সমুদ্র গর্জন গ বাতাসের ধ্বনি  
খ যাত্রীদের বিলাপ ঘ সুখিতের আত্মদান

৭৫. 'দুর্ভাগ্যের বিশ্বাস শব্দী' - অর্থ হলো-

- ক অসহ্য দিন গ অসহ্য রাত  
খ অসহ্য যাত্রা ঘ অসহ্য ব্যথা

৭৬. নীল রক্তের প্রান্ত সফর শেষে কোন দরিয়ার কালা

- নিপাত আমরা পড়েছি এসে- 'দরিয়া' শব্দটি হলো-

- ক দেশ গ বিদেশ  
খ তৎসম ঘ তত্ত্ব

৭৭. অতীতকালে মুসলিম শক্তি কীভাবে পথ চলত?

- ক অমিত বিস্তারে গ নির্ভয়ে  
খ সঙ্কিত চিত্রে ঘ ভয়ে

৭৮. মল্লি কোথায়? কোল সীমাহীন দুর? চকটিয়া রচয়িতা-

- ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ ফজলুল আহমদ  
খ সুফিয়া কামাল ঘ অমির চক্রবর্তী

৭৯. 'পাঞ্জেরি' কবিতায় রোনাজরি স্রুতিতের - কী অর্থ ব্যবহৃত?

- ক মুসলমানদের জামা দুর্বহা  
খ জীবনের ভয়াবহতা  
গ হিন্দু-মুসলমান সমন্বয়

- ঘ মুসলমানদের ভালো অবস্থা

৮০. কবি জাতির নেতাকে জেগে ওঠার আহ্বান অনিরেছে-

- ক মুসলমানদের শিক্ষা দিতে  
খ আহাজ সঠিক পথে চালাবার জন্য

- গ মুসলমানদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে  
ঘ দুঃখ-দুর্দশা নিরাননের জন্য

৮১. আমাদের বাংলা শব্দ-ভাণ্ডারে আরবি-ফারসি শব্দের প্রবেশ ঘটেছে-

- ক মুসলিম শাসনের কারণে
- খ শব্দের অপ্রতুলতার কারণে
- গ ব্যবসায়-বাণিজ্যের কারণে
- ঘ আরবদের আগমনের কারণে

৮২. সপ্তদশর দশ আহাজারি করে তার কারণ-

- ক আহাঙ্গ তাঁরে ভিত্তিমানের জন্য
- খ আহাঙ্গের গতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য
- গ মাথিকে জেখে ওঠার জন্য
- ঘ আহাঙ্গ নোঙর করার জন্য

৮৩. 'দেখেছি নভেরে অস্ত দিয়াছে তাদের সেতারা, শশী'-  
কাদের বুঝিয়েছেন?

- ক আহাঙ্গ চালকদের
- খ মুসাফির দলকে
- গ ভাণ্ডা বিতরণিত জনতাকে
- ঘ বন্দরের লোকজনকে

৮৪. ফরকখ আহমদ এর কাব্যস্ব-

- i. মুহুর্তর কবিতা
  - ii. সিরাজাম মুনীর
  - iii. পাখির বাসা
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i, ii    খ i, iii    গ iii    ঘ ii, iii

৮৫. ফরকখ আহমদ কোন পদকে অধিত হলি-

- i. অলাক সাহিত্য পুরস্কার
  - ii. বাংলা একাডেমী পুরস্কার
  - iii. আদমজী পুরস্কার
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i    খ ii    গ ii    ঘ ii, iii

৮৬. দ্বিগত শব্দটি গঠিত হয়েছে-

- i. দিক + অস্ত
  - ii. দিখ + অস্ত
  - iii. দিন + অস্ত
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i    খ ii    গ iii    ঘ i ও ii

৮৭. 'পাঞ্জেরি' কবিতায় উপস্থাপনযোগ্য গঠিত শব্দগুলো হলো-

- i. আদমদ
  - ii. বিশ্বদ
  - iii. জ্বলমাত
- নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i    খ ii    গ i, ii    ঘ iii

৮৮. রূপক কবিতায়-

- i. কবি তাঁর কোনো বিশেষ অব প্রকাশ করেন
  - ii. অন্য কোনো চিত্রের আড়ালে কবি তার ভাব প্রকাশ করেন
  - iii. কবি তাঁর অব্যেগ অনুভূতিকে গোপন রাখেন
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i    খ i, ii    গ iii    ঘ i, iii

৮৯. 'রূপক' কবিতার বাইরের অর্থ বলতে বুঝায়-

- i. লক্ষ্যার্থ
  - ii. নিহিতার্থ
  - iii. বাচ্যার্থ
- নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i    খ ii    গ iii    ঘ i, ii

৯০. এখানে আসমান ভরা-

- i. তারায়
  - ii. মেঘে
  - iii. শুকতারায়
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i    খ ii    গ iii    ঘ i, iii

৯১. মুসলমানদের অতীত ছিল-

- i. ভয়াবহ
  - ii. করণ
  - iii. সহৃদ
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i    খ ii    গ iii    ঘ i, iii

৯২. মুসলমানদের অবনতির কারণ?

- i. শিখদের খামখেয়ালি
  - ii. সেতুত্বের অবহেলা
  - iii. শিখদের স্বার্থপর সিদ্ধান্ত
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i    খ ii    গ i, ii    ঘ i, ii, iii

৯৩. 'পাঞ্জেরি' কবিতায় 'রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি'-  
পঙ্ক্তিটি কত বার আছে?

- i. ২ বার
  - ii. ৩ বার
  - iii. ৪ বার
- নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i    খ i, ii    গ iii    ঘ i, iii

৯৪. 'পাঞ্জেরি' কবিতার ফরাসি অর্থ থেকে আসত শব্দগুলো হলো—

- i. পাঞ্জেরি  
ii. আনমান  
iii. তৃফান  
নিচের কোনটি সঠিক?  
**ক** i **খ** ii **গ** i, ii **ঘ** iii

৯৫. ফরাসি কবি আহমদ এরা কবিতার প্রকাশ পেয়েছে—

- i. ইসলামী আদর্শ ও জীবনবোধ  
ii. প্রকৃতি ও মানববোধ  
iii. মাতৃভাষা প্রীতি  
নিচের কোনটি সঠিক?  
**ক** i **খ** ii **গ** iii **ঘ** ii, iii

৯৬. 'পাঞ্জেরি' কবিতার প্রকাশিত হয়েছে—

- i. মুসলমানদের অতীত অবস্থা  
ii. নেতৃত্বশূন্যতা  
iii. মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা  
নিচের কোনটি সঠিক?  
**ক** i **খ** ii **গ** i, ii **ঘ** ii, iii

৯৭. 'একি বেননা মজলুমের'— এখানে 'মজলুম' কারা?

- i. মুসলমানরা  
ii. গরিব জনগণ  
iii. কবি নিজে  
নিচের কোনটি সঠিক?  
**ক** i **খ** ii **গ** iii **ঘ** ii, iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৯৮, ৯৯ ও ১০০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সফল ব্যবসায়ী বোরহান কবির তার মায়ের নামে এ্যামে একটি কলোজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। কলোজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন তারই ছোট ভাই রায়হান কবির। মাত্র তিন বছরের মাঝার কলোজটি ঢাকা পোর্টের মেঝে ভাঙিকার স্থান করে নেয়। এতে উৎসাহবোধ করে বোরহান কবির কলোজের পাশেই তার মায়ের নামে একটি মাদ্রাসা গড়ে তোলেন।

৯৮. যেমন পঠিত কেন কবিতার উদ্দীপকো অবহ মুটে উঠেছে?

- ক** বসন্তাষা **খ** আমার পূর্ব বাংলা  
**গ** সোনার তরী **ঘ** পাঞ্জেরি

৯৯. উদ্দীপকে পাঞ্জেরির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন—

- ক** বোরহান কবির **খ** রায়হান কবির  
**গ** শফিকর **ঘ** শিকারীয়া

১০০. উদ্দীপকের কলোজটির নামকরণ পেছনে ছিল—

- (i) সঠিক নেতৃত্ব  
(ii) দুর্ঘোষময় পরিবেশ  
(iii) শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক** i **খ** i ও ii **গ** i ও iii **ঘ** ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১০১, ১০২ ও ১০৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

বিশিষ্ট শিল্পপতি শফিকুর রহমান সিঙ্গাপুর থেকে চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরে দেখলেন তার ছাটি কারখানা ঠিকঠাক মতো চলছেও একটি কারখানার অবস্থা খুবই করুণ। তিনি সবগুলো কারখানা পরিনন্দন শেষ করে ঐ কারখানার জিএম সুলতান মাহমুদের সাথে বৈঠকে বসলেন। সুলতান মাহমুদ জানালেন, প্রমিক অসন্তোষ আর কাঁচামালের পর্যাপ্ত যোগান না থাকতেই কারখানার অবস্থান আজ এতোটা নাজুক হয়ে ওঠেছে। তবে ইতোমধ্যে তিনি যেসব ব্যবস্থা নিয়েছেন তাতে পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি হবে। তবে তার এ ব্যাখ্যার শফিকুর রহমান আশ্বস্ত হতে পারলেন না।

১০১. সুলতান মাহমুদ কার ভূমিকা পালন করছে?

- ক** মাদ্রাস **খ** পাঞ্জেরির  
**গ** জাহাজের **ঘ** মুসাফিরের

১০২. শফিকুর রহমান আশ্বস্ত হতে পারলেন না, কেন?

- i. সুলতান মাহমুদের কথার সাথে বাস্তবতার মিল নেই বলে  
ii. সুলতান মাহমুদ তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন বলে  
iii. কারখানার প্রমিক অসন্তোষ চলছিলো বলে  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক** i **খ** i, ii **গ** iii **ঘ** ii, iii

১০৩. অন্য কারখানার তুলনায় সুলতান মাহমুদের ব্যবস্থাপনার চলিত কারখানার পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার কারণ —

- i. সুলতান মাহমুদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা  
ii. পর্যাপ্ত কাঁচামাল ও প্রমিকদের সহযোগিতার অভাব  
iii. মালিকের অনুপস্থিতিজনিত নজরদারির অভাব

- ক** i **খ** i, ii **গ** i, iii **ঘ** ii, iii

# আমার পূর্ব বাংলা

## সৈয়দ আলী আহসান

### □ কবি পরিচিতি

সৈয়দ আলী আহসান একাধারে একজন কবি, প্রাবন্ধিক, শিক্ষাবিদ ও প্ৰবন্ধক। কর্মজীবনে তিনি ঢাকা, করাচি ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেছেন আহাঙ্গীনগর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। এছাড়া বাংলা একাডেমীর পরিচালক এবং বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক উপসচিব ছিলেন। বাংলাদেশের বিশিষ্ট আধুনিক কবিসের অন্যতম সৈয়দ আলী আহসানের কবিতার ভাববস্তুতে ঐতিহ্য সচেতনতা, সৌন্দর্যবোধ ও দেশপ্রেমী এবং সেই সঙ্গে রূপরীতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার, একুশে পদক, দাসির উদ্দিন স্বর্ণপদকসহ বিভিন্ন পুরস্কার ও পদক লাভ করেন।



জন্ম : ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে মাগুরা জেলার আলোবদিয়ায়।

মৃত্যু : ২০০২ খ্রিস্টাব্দে, ২৫ জুলাই।

### □ রচনাধারা

কাব্য গ্রন্থ : অনেক আবশ্য, একক সহস্রা বসন্ত, সহস্রা সজকিত, আমার প্রতিদিনের শব্দ, সমুদ্রেই যাবো।

গবেষণা ও প্রবন্ধ গ্রন্থ : কবি মধুসূদন, রবীন্দ্র কাব্যবিচারের ভূমিকা, কবিতার কথা ও অন্যান্য ক্রিবেচনা, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, সত্যত খাপত, শিল্পবোধ ও শিল্প চৈতন্য।

অনুবাদ গ্রন্থ : হুইটম্যানের কবিতা। এছাড়াও তিনি একাধিক স্মৃতিকথা ও অম্ল কাহিনী রচনা করেছেন।

### □ উৎস ও পরিচিতি

সৈয়দ আলী আহসানের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'একক সহস্রা বসন্ত' কাব্যগ্রন্থ হতে আমার পূর্ব বাংলা কবিতাটি সংকলিত হয়েছে। এ কবিতাটিতে কবির সৌন্দর্যপ্রেমী, ও 'স্বদেশচেতনা' নানা উপমা ও রূপক এবং চিত্রকল্পের সুনিপুণ ক্রিয়াসে এক অর্থও ভাবমূর্তিতে উদ্ভূত। কবিতাটি কবির একান্ত ও অন্তরঙ্গ অনুভূতির স্ফূর্তি ফল।

স্বদেশের রূপলাবণ্য ও বৈচিত্র্যে কবি অভিভূত। পূর্ব বাংলার প্রকৃতি তাঁর অন্ধরে অজস্র অনুভবের সৃষ্টি করেছে। আর কবি সেই ভাবের প্রবাহকে একের পর এক পরতে পরতে সাজিয়েছেন উপমা, রূপক ও চিত্রকল্পে। একই সঙ্গে মেলবন্ধন ছটিয়েছেন আবহমান বাংলার প্রকৃতি ও মানুষের অনুগম ঐতিহ্যের নানা অনুভবের।

প্রকৃতির অজস্র রূপময়তা, ব্যক্তিগত অনুভব, শেকড়স্বামী চেতনা-সব মিলিয়ে শিল্পসকল এ কবিতাটি নির্মাণ করা হয়েছে মাত্র একটি ব্যাকরণ আধারে। নিঃসন্দেহে এটি কবির আধুনিক শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্যের এক ঐশ্বর্যময় ফল।

ছন্দ : 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতাটি গদ্যছন্দে রচিত। গদ্যছন্দে কোনো সুনির্দিষ্ট পর্ব বা মাত্রাসাম্য রক্ষিত হয় না। কিন্তু কবি এখানে একটি অনতিরূপিত ধ্বনি সৃষ্টি করেছেন।

### □ শব্দার্থ ও টীকা

নিকুঞ্জ : লতাপুহ।

কনক-লতা : ফণিতা।

সরোবরের অতলের মত : শান্ত শীতল অনুভূতির গভীরতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। এটিও উপমা। সুতি উপমাই প্রশান্তির ভাব প্রকাশ করে।

বিমুক্ত বেসমার শক্তি : কবির এ অনুভবে বিষম্বৃত্যের মধ্যে এক ধরনের প্রশান্তির আভাস রয়েছে।

কত দশা বিরহিনীর এক দুই তিন দশটি : বৈষ্ণব কবিতায় বর্ণিত রাধার বিরহের দশটি অবস্থার উল্লেখসূত্রে কবি পূর্ব বাংলার মানুষের অর্থাবেগের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যকে এ দেশের অস্তিত্বের সঙ্গে একীভূত করে দেখেছেন।

### □ বঙ্গাল সতর্কতা

সন্ধ্যা, নীলাঘরী, কবরী, মুহূর্ত, সূর্য, বিরহিনী, প্রণাঢ়, জ্ঞান, সজ্জলতা।



### □ নমুনা প্রশ্নাবলি □

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'আমার পূর্ববাংলা' কবিতাটি কবির উজ্জল উপহাসপন তাঁর-

ক. সৌন্দর্য ও স্বদেশ চেষ্টনার

খ. প্রকৃতি ও মানবপ্রেম

গ. মুক্তিযুদ্ধ ও একুশের চেতনার

ঘ. দেশপ্রেম ও মানবতায়

২. 'আমার পূর্ববাংলা' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?

ক. অক্ষরবৃত্ত

খ. মাত্রাবৃত্ত

গ. গদ্য

ঘ. ব্রজবৃত্ত

৩. গদ্যছন্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-

i. নির্ধারিত পর্বলংঘ্যে রক্ষা করা যায় না

ii. সুনির্দিষ্ট তাল বিভাজন থাকে না

iii. কোনো ছন্দ রীতি মেনে চলে না

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

নিচের কবিতাংশটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

এ সব, হামারি দুঃখের নাই ওর

এ ভরা ভাদর, মাছ ভাদর

শূন্য মন্দির মোর।

৪. কবিতাংশটির ভাবের মিল রয়েছে নিচের কোনটিতে?

ক. ঘর আর বিদেশ আত্মনা আত্মলতার একাকার

খ. কত দশা বিরহিনীর-এক দুই তিন দশটি

গ. এখানে জ্ঞান আত্মলতার চিরকাল অভিসার

ঘ. ঘুমের অলসতার চোখ বুঁজে আসার মতো শক্তি

৫. কবিতাংশটিতে 'আমার পূর্ববাংলা' কবিতার অন্যতম কোন ভাবের প্রকাশ পেয়েছে?

ক. হৃদয়ের ব্যাকুলতা

খ. বিচ্ছেদের অনুভূতি

গ. মিলনের আত্মলতা

ঘ. শক্তির অবেশা

৬. 'অশেষ অনুভব নিয়ে

i. বাংলার মুখ আমি দেখিরাছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ  
খুঁজিতে বাই না আর;

ii. আমি যে দেখিতে চাই; আমি যে বলিতে চাই বাংলার  
ঘরে;

iii. জীবন অথবা মৃত্যু চোখে রবে-আর এই বাংলার  
ঘাল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii



১. আসুন ছবির মতো এই দেশে বেড়িয়ে যান

রক্তের এমন ব্যবহার, বিষয়ের এমন তীব্রতা

আপনি কোনো শিল্পীর কাজে পাবেন না, বসন্ত শিল্প মানেই নকল নয় কি?

অথচ দেখুন, এই বিশাল ছবির অন্য ব্যবহার সব উপকরণ

অবহিত :

ক. বিরহিনীর দশা কয়টি?

খ. 'প্রণাঢ় নিকুঞ্জ' কবিতাে কবি কী কল্পিয়েছেন?

গ. 'রঙের এমন ব্যবহার' অংশটিতে 'আমার পূর্ববাংলা' কবিতার কোন দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. এই বিশাল ছবিই 'আমার পূর্ববাংলা' কবিতার মূলভাবকে ধারণ করেছে- বিশ্লেষণ কর।

### সৃজনশীল প্রশ্ন

২. এখানে ঘুরুর ডাকে অপরাহ্নে শান্তি আসে মানুষের মনে;  
এখানে সুবজ শাখা আঁকবাক্স ফুল পাখিরে রাখে ঢেকে  
জ্বামের আড়ালে সেই বউকথাক-প্রতির যদি ফেল দেখে  
একবার, -একবার দু'গহর অপরাহ্নে যদি এই ঘুরুর গুলনে  
ধরা দাও, -তাহলে অনন্তকাল থাকিতে যে হবে এই জনে;  
মৌরির গন্ধমাখা ঘাসের শরীরে ত্রুস্ত দেহটির রেখে  
অস্থিরের ক্ষেতবরা কটি কটি শ্যামা গোকলের কাছে ডেকে  
রা'ব আমি; -চকোরীর সাথে যেন চকোরের মতন মিলনে;  
ক. 'আমার পূর্ববাংলা' কোল কাব্যছন্দ থেকে সংকলিত ?  
খ. 'হলয় ছুঁয়ে যাওয়া সিক্ত নীলাম্বরী' কলতে কী বোঝানো হয়েছে?  
গ. কবিতাংশ ও 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় শান্তির উৎসের পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।  
ঘ. প্রকৃতির রূপময়তায় সাদৃশ্য থাকলেও কবিতাংশটির সাথে 'আমার পূর্ববাংলা' কবিতার ব্যক্তিগত অনুভবের পার্থক্য  
বিস্তারিত— মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর।

### ✗ সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

#### ১. চিত্রের চিত্রটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



ক. বিরহিণীর দশা কন্যাটি?

খ. 'হলয় ছুঁয়ে যাওয়া সিক্ত নীলাম্বরী' কলতে কী বুক?

গ. উদ্দীপকে অঙ্কিত প্রকৃতির সঙ্গে 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় বর্ণিত প্রকৃতির তুলনা কর।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় বর্ণিত কবির স্বদেশপ্রেম ও প্রকৃতিপ্রীতির স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

#### ১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) বিরহিণীর দশা মশাটি।

খ) এ চিত্রকল্পে মধ্যযুগের বাংলা কবিতার প্রসঙ্গ এসেছে।

বৈষ্ণব কবিতায় স্বর্গী রাস্তে রাধার বিরহের মে ছবি পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, বর্ষাকে উপেক্ষা করে রাধা নীল শাড়ি পরে রাস্তার অন্ধকারে কুন্দের সঙ্গে মিলনের আশায় অভিসারে যেতেন। এতে নারিকার সিক্ত নীল শাড়ি নারকের মনে যে গভীর অনুরাগের জন্য দিত পূর্ব বাংলার সবুজ-শ্যামল প্রকৃতিও যেন কবির মনে এই অনুরাগের জ্বালা দিয়ে তাঁর অন্ধরকে ছুঁয়ে গেছে। প্রকৃতির এই অব্যবহিত সবুজ-শ্যামল রূপকেই 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় হলয় ছুঁয়ে যাওয়া সিক্ত নীলাম্বরী হিসেবে রূপায়ন করা হয়েছে।

গ) উদ্দীপকটিতে বাংলার মানুষ, প্রকৃতি ও সৌন্দর্যের এক অসাধারণ চিত্র ফুটে উঠেছে। গ্রাম নির্ভর বাংলাদেশের শান্ত রূপের এই চিত্র প্রকৃতি ও মানুষকে একাকার করে দিয়েছে। এ চিত্র থেকেই সাধারণ গ্রামীণ জীবন চেনা যায়। এ চিত্রে একতাবদ্ধ বাগ্মণির সহজ জীবনচিত্রটিও ধরা পড়ে। বাস্তবিক জীবন প্রবাহেই মানুষগুলো এখানে একে অপরের অনেকটা কাছে চলে এসেছে। প্রকৃতি ও মানুষ যেন এখানে এক অচ্ছেদ্য নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে।

## আমার পূর্ব বাংলা

‘আমার পূর্ব বাংলা’ কবিতাটি সৌন্দর্যবর্ধিত ও প্রকৃতি ভাবনার এক অদ্ভুত স্নিগ্ধ ফসল। পূর্ব বাংলার প্রকৃতি এখানে অজ্ঞাত অনুভবের সৃষ্টি করে। কবিতায় বর্ণিত অন্ধকারের তমালগন্ধের স্নিগ্ধতা, লতায়-পাতায় ঘেরা গৃহ, ঘনঘোর কর্ণা, প্রকৃতির সঙ্গে একাকার হয়ে যাওয়া সিন্ধু নীলাবরী, কনরী এলো করে আকাশ দেখার মুহূর্ত প্রকৃতিকে অধিকতর জীবন ঘনিষ্ঠ করে তুলেছে। কবিতাটিতে আবহমান বাংলার প্রকৃতি ও মানুষের অনুভব সৌন্দর্যের দিকটিও উঠে এসেছে।

এভাবে উদ্দীপকের অঙ্কিত প্রকৃতির সঙ্গে ‘আমার পূর্ব বাংলা’ কবিতায় বর্ণিত প্রকৃতির একটি চমৎকার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

ঘ) ‘আমার পূর্ব বাংলা’ কবিতাটি কবি সৈয়দ আলী আহসান-এর ‘বদেশপ্রেম ও প্রকৃতিবীতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন। পদ্যছন্দে রচিত এ কবিতাটিতে আবহমান গ্রামবাংলার উদার প্রকৃতি ও সৌন্দর্যের পাশাপাশি মানবমনে তার প্রভাবের বিষয়টিও ফুটে উঠেছে। এ কবিতায় বিভিন্ন সব উপমা ও অনেকগুলো চিত্রকল্প ব্যবহার করা হয়েছে। এসব উপমা ও চিত্রকল্পের মাধ্যমে বাংলার উদার প্রকৃতি ও বিভিন্ন সমাজ-সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটেছে। পূর্ব বাংলা কবির কাছে কখনো অন্ধকারের দ্বিধা তমাল আবার কখনোবা পাতায় ছাওয়া লতাগৃহের অনুঘর্ষে ধরা দিয়েছে। এ ধরনের অসংখ্য উপমা ও চিত্রকল্পের মাধ্যমে এ কবিতায় পূর্ব বাংলার যে রূপবৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা কবির ‘বদেশপ্রেম ও প্রকৃতিবীতিকেই মূর্ত করে তোলে। উদ্দীপকের চিত্রটিতেও কবিতায় বর্ণিত প্রকৃতির সহজ সরল বিভিন্ন রূপের একটি প্রতিবিম্ব ফুটে উঠেছে। কবিতায় নানা উপমা ও চিত্রকল্পের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার যে দ্বিধা ও সহজ সরল জীবনচরিত্র তুলে ধরা হয়েছে আলোচ্য উদ্দীপকেরও তার একটি আংশিক ছায়াপাত ঘটেছে। তাই কবিতা ও উদ্দীপকে পরিবৃষ্টিত স্বীকণ ও প্রকৃতির সিবিত্ত সম্পর্ক বেশ কবির মালসজ্জারই এক অবলম্ব্য রূপায়ন। যার স্বেচ্ছায় দিয়ে কবি সৈয়দ আলী আহসানের গভীর দেশপ্রেম ও প্রকৃতিবীতির পরিচয় ফুটে উঠেছে।

## ২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

গ্রামের ছুটিতে নারদা এবার নানু বাড়িতে ছুটি কাটিতে আসে। নারদা আশে বর্ধনও এতো ভালো করে গ্রামের প্রকৃতি দেখেনি। নবুজ ধানক্ষেতের মিটি গছ, বাটবুকের ছায়ায় গ্রাম্য পথিকের নিচিন্তভাবে বিশ্রাম নেয়া, পুকুর আর বিলে শাপলা ফুলের হুড়াহুড়ি, পাখির কলতান আর গাছ-গাছালিতে ভরা ব্রিঙ্ক শাদ কুটির নারদাকে মুগ্ধ করে দিয়েছে। এসব যতই দেখেছে ততই বাংলাদেশ সম্পর্কে তার ধারণা পরিষ্কার হয়েছে। এছাড়া এসব দেখে সে সঙ্গে আনা কবিতার খাতাটি কবিতা লিখে শুরু ফেলছে।

ক. ‘আমার পূর্ব বাংলা’ কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?

খ. ‘হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া সিন্ধু নীলাবরী’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. ‘আমার পূর্ব বাংলা’ কবিতার কোন দিকটি উপর্যুক্ত উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে?

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ‘আমার পূর্ব বাংলা’ কবিতায় কবির যে রূপমুগ্ধতা ফুটে উঠেছে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

## ২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) ‘আমার পূর্ব বাংলা’ কবিতাটি পদ্যছন্দে রচিত।

খ) ‘হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া সিন্ধু নীলাবরী’ – ‘আমার পূর্ব বাংলা’ কবিতায় ব্যবহৃত এক অনন্য চিত্রকল্পের বাক্য। এ চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে কবি সৈয়দ আলী আহসান মধ্যযুগের বাংলা কবিতার প্রসঙ্গ এনেছেন। বৈষ্ণব কবিতায় বর্ধা রাতে রাধার কিরহের যে ছবি পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়-রাধা ঘনঘোর বর্ধাকে উপেক্ষা করে নীল শাড়ি পরে রাতের অন্ধকারে থির মিলনের আশায় অভিসারে যেতেন। নরিকর সিন্ধু নীল শাড়ি নারকের মনে যে গভীর অনুরাগের জন্ম দিয়েছে পূর্ব বাংলার নীলাবত শ্যাকল প্রাকৃতিক পরিবেশের তেমনি কবির হৃদয় ছুঁয়ে যায়। এ যেন কবির ‘বদেশের প্রতি ভালোবাসাকেই প্রতিফলিত করে। চিত্রকল্পটিতে কবির সেই হৃদয়বোধ ও রূপমুগ্ধতাই প্রকাশ পেয়েছে।

গ) সৈয়দ আলী আহসান বাংলাদেশের সাহিত্য জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর চিত্রকল্পের মাধ্যমে এক অসাধারণ কবিতা ‘আমার পূর্ব বাংলা’ – যার ভিতর দিয়ে কবির ‘বদেশবীতির সুস্পষ্ট পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে।

## আমার পূর্ব বাংলা

উন্মীপকের নায়লা শহরে মেয়ে, বার কবিতা লেখারও অভ্যাস আছে। গ্রীষ্মের ছুটিতে নায়লা তার দাদু বাড়িতে বেড়াতে যায়। শহরে বাস করে বলে গ্রামকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ আগে তেমনভাবে হয়নি। এবারে তাই গ্রামকে কাছ থেকে দেখেছে আর বুঝতে পারছে বাংলার রূপ কতটা সৌন্দর্যমণ্ডিত। বাংলার প্রকৃতি ও সহজ সরল মানুষের সৌন্দর্য নায়লাকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করছে। তাই নায়লার সঙ্গে অন্য কবিতার খাতটিও 'বদশের সৌন্দর্যের কবিতা'র ভরে উঠেছে। বাংলার প্রকৃতির একেকটি দিক নায়লার কবিতার এক একটি বিষয় হয়ে উঠেছে। সৈয়দ আলী আহসান রচিত 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতাটিতেও 'বদশের রূপ ও সৌন্দর্য' বর্ণিত হয়েছে। সৈয়দ আলী আহসানও তার কাব্যের বিষয় হিসেবে বাংলার রূপ ও সৌন্দর্যকে বেছে নিয়েছেন। কারণ উন্মীপকের নায়লা যেমন বাংলার প্রকৃতি দেখে বিমোহিত হয়েছে তেমনি সৈয়দ আলী আহসানও বাংলার বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। কবি সেই মুগ্ধতা বর্ণিত হয়েছে কবিতার বাণীতে চিত্রকল্পের আড়ালে। বাংলার সৌন্দর্য কবির মনে জন্ম দিয়েছে অজস্র অনুভূতি। কবি সেই অনুভূতিকে উপমা, রূপক আর চিত্রকল্প দিয়ে বেড়াতে লাগিয়েছেন তা সত্যিই মনোমুগ্ধকর। উন্মীপকের নায়লাও 'বদশের প্রতি আলোবাগাছ মুগ্ধ হয়ে কবিতায় সে অনুভূতি ব্যক্ত করেছে। তাই বলা যায় উন্মীপকে আমার পূর্ব বাংলার 'বদশের'রিত কবিতার অনুভূতির দিকটিই বিশেষভাবে মূর্টে উঠেছে।

ঘ) আধুনিক ও মননশীল কবি সৈয়দ আলী আহসান রচিত 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতাটি কবির সৌন্দর্য প্রীতি ও 'বদশ' চেতনার ভাবমূর্তিতে উজ্জ্বল এক কবিতা।

উন্মীপকের নায়লা গ্রীষ্মের ছুটিতে তার দাদু বাড়ি বেড়াতে যায়। গ্রামে গিয়ে সবুজ ধানক্ষেত আর ধানের মিটি গন্ধ, পাখির কলতান, শাপলা ফুল ভরা পুকুর, বটগাছের ছায়ায় বিশ্রামরত গ্রাম্য পথিকের নিশ্চিন্ত চেহারা, পাছপালায় ছাওয়া শাদ স্লিক্স কুটিরের সৌন্দর্য নায়লাকে বিমোহিত করে। নায়লা বুঝতে পারে এই বাংলার সৌন্দর্যে কত বৈচিত্র্য লুকিয়ে আছে। বাংলাদেশের অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ নায়লা তার মুগ্ধতা কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করে। কবি সৈয়দ আলী আহসান ও বাংলাদেশের অপার সৌন্দর্যে মুগ্ধ। পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশকে তিনি তুলনা করেছেন তমাল গাছের অন্ধকারাচ্ছন্ন কোমল মাথুর্কের সঙ্গে। লতায় পাতায় থেরা কুটিরে যে শক্তির পরশ মেলে সেই শক্তি যেন সারা বাংলায় ছড়িয়ে আছে। বাংলার সৌন্দর্য কবির কাছে সন্ধ্যাশ্রের প্রকৃতির মতো। সন্ধ্যারের শাদ শীতল অনুভূতির মতো, কর্ণায় রাধার সিক্ত নীলাবরীর মতো। কবি কলিঙ্গাসের 'মেঘদূত' কাব্যের নায়িকার হৃদয়ে নবমখনের সন্ধ্যার যেমন আনন্দের জন্ম দেয় তেমনি আনন্দ কবি অনুভব করেন পূর্ব বাংলার রূপ দেখে। রাধা বিরহের দশটি দশার মধ্যে কবি খুঁজে পান বাংলার মানুষের ভাববেশ আর বৈশিষ্ট্যকে। কবি পূর্ব বাংলাকে মমতাময়ী নারী মূর্তির সঙ্গে কল্পনা করেছেন আর মেঘাচ্ছন্ন আকাশকে তুলনা করেছেন কাকের চোখের মতো 'বজ্র কালো চুলের সঙ্গে। পূর্ব বাংলা কবির চোখে সীমাহীন আনন্দ ও সৌন্দর্যের আধার কবি এদেশকে আকর্ষণীয় লতা-নিকুঞ্জের সঙ্গে তুলনা করেছেন। পট্টার রাশি রাশি ধান আর মাটির সোঁদা গন্ধ কবিকে যেন নিচেতন করে দেয়। নানা কর্ণের গাছ আর ফুলের সমারোহে কবি বিমোহিত হন বার বার, 'বদশের সৌন্দর্যে কবির এই মুগ্ধতা 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় অসংখ্য উপমা, রূপক ও চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

ও. নিচের উন্মীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রহিম পনেরো বছর বয়সে কানাকা চলে যায়। তার শৈশব ও কৈশোরের সময়টা কেটেছে বাংলার শ্যামল প্রকৃতিতে। তাই সূদূর প্রবাস জীবনে সে অন্যভূমিকে একটি মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারেনি। বাংলার রূপ, সৌন্দর্য ও সবুজের সমারোহ সব সময় তাকে তান্না করে ফিরেছে। বাংলা ও বাংলার মানুষের প্রতি রহিম অনুভব করে বাড়ির টান, যে টান কোনোদিনই ছিন্ন হয় না।

ক. কদম তরুর শাখা কয়টি ফুল নিয়ে মাটি ছুঁয়েছে?

খ. পূর্ব বাংলার প্রকৃতিতে 'সিক্ত নীলাবরী' কী হয়েছে কেন?

গ. রাধা কৃষ্ণের প্রেমালীলার সাথে রহিমের 'বদশের'রিত সাদৃশ্য তুলে ধর।

ঘ. 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতার আলোকে রহিমের 'বদশের'রিত মূল্যায়ন কর।



## ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কদম তরঙ্গ শাখা তিনটি ফুল দিয়ে মাটি ছুঁয়েছে।

খ) পূর্ব বাংলার অন্যতম স্বতন্ত্র বর্ষা। বাংলা সাহিত্যে বর্ষা বিশেষ একটা স্থান দখল করে আছে। এখানে মধ্যযুগের বাংলা কবিতার প্রসঙ্গ এসেছে। বৈশ্যন কবিতার বর্ষা-রাতের রূপার নিরুদ্ভব যে ছবি পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় বর্ষাকে উপেক্ষা করে নিরহ বিহ্বলা রাধা নীল শাড়ি পরে রাতের অন্ধকারে প্রিয় মিলনের আশায় অভিলারে যেত। নারিকার সিঁচ নীল শাড়ি নারকের মনে যে গভীর অনুরাগের জন্ম দিয়ে এসেছে পূর্ব বাংলার নীলাভ শ্যামল প্রকৃতি তেমনিই কবির মতো অনেকের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। তাই পূর্ব বাংলার প্রকৃতিকে 'সিঁচ নীলাখরী' বলা হয়েছে।

গ) উম্মীপকের রহিম বাংলায় মানুষের প্রকৃতিকে নিজের অনুভূতির আলোকে তুলে ধরেছেন। 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় কবি ও বাংলার মানুষের প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করেছেন রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলার মাধ্যমে।

আমাদের পূর্ব বাংলা এক অকৃত্রিম শান্তিময় নিকেতন, দিনের কর্ম কোলাহল শেষে এ প্রণয় নিবৃত্ত আমাদের হৃদয়-মনে এক অনাবিল শান্তির পরশ বুলিয়ে দেয়। এ শান্তি যেন সন্ধ্যার উদ্ভাসের মতো, সরোবরের অতলের মতো মনোরম। উম্মীপকের রহিম বাংলার মানুষের সরল, সহমর্মিতা ও আবেগ-অনুভূতিকে নিজের ভাবনার আলোকে অনুভব করেছেন। তাইতো সুদূর প্রবাস জীবনেও বাংলা ও বাংলার মানুষের কথা সে ভুলতে পারে না। রহিমের মতো কবির পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের চারিদিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে সুস্পষ্টভাবে। বিরহিলী রাধা যেমন কৃষ্ণ প্রেমের আবুলতায় সবকিছু উপেক্ষা করে অভিলারে খেরিয়ে যায় তেমনি পূর্ব বাংলার অধিবাসীরা তাদের মাতৃভূমিকে প্রাণ দিয়ে জলোবেসে নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে দেশের প্রতি মমত্ববোধের আকর্ষণে সর্বদা ব্যাকুল হয়ে থাকে। তাইতো কবি বাংলার মানুষের চারিদিক এ বৈশিষ্ট্য বৈশ্যন কবিতায় রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কবির পূর্ব বাংলা অর্থাৎ বাংলাদেশের রূপ তাঁর কাছে ধরা দিয়েছে প্রেম ও সৌন্দর্যের নীলাম্বুদী হিসেবে।

ঘ) উম্মীপকের রহিমের মতো আলোচ্য কবিতার মধ্যেও স্বদেশপ্রেম জায়গত। স্বদেশের রূপলাবণ্য ও বৈচিত্র্যে কবি অভিভূত ও বিমুগ্ধ। পূর্ব বাংলার প্রকৃতি তাঁর অন্তরে অজন্ত অনুভবের সৃষ্টি করেছে। আর সেই ভাবের প্রবাহকে সাজিয়েছেন উপমা ও রূপক। একই সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটেছে আবহমান বাংলার প্রকৃতি ও মানুষের অনুপম ঐতিহ্যের নানা অনুভবে।

উম্মীপকের রহিমের মধ্যে উৎসারিত হয়েছে স্বদেশপ্রেম। তাই সে সুদূর প্রবাস জীবনেও বাংলাদেশকে একটি মুহূর্তের জন্য তিনি ভুলতে পারে নি। বাংলার রূপ, সরল, সহমর্মিতা ও আবেগ-অনুভূতি সর্বদা তাকে তান্না করে বেড়ায়। উম্মীপকের রহিমের মতো কবিও স্বদেশপ্রেমে উদ্ভূত হয়ে উক্ত কবিতাটি রচনা করেছেন। স্বদেশের রূপলাবণ্য ও বৈচিত্র্যে কবি অভিভূত হয়েছেন এবং বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। বর্ষামুখর রাতের অন্ধকারে অভিলারিণী সিঁচ নীলাখরী অপূর্ব যে ভাবের সৃষ্টি করে, পূর্ব বাংলার রূপ-মাদুর্য যেন সেই বিমুগ্ধ প্রেমিকের কৃক উজাড় করে প্রেম-প্রীতি মমতা প্রকাশের অপরূপ চিত্র অঙ্কন করেছেন। উম্মীপকের রহিমের মতো কবিতাটিতে কবির স্বদেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও মমত্ববোধই ফুটে উঠেছে।

৪. নিজের উম্মীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

এখানে ঘুমুর ভকে অপরূহে শক্তি আসে মানুষের মনে,

এখানে সবুজ শাখা আঁকবাকা হলুদ পাখিরে রাখে ঢেকে,

জন্মের আড়ালে সেই বউ কলা কণ্ঠের যদি ফেলে দেখে একবার,

একবার দু'পহা অপরূহে যদি এই ঘুমুর গুঞ্জে

ধরা নাও, তাহলে অনন্তকাল থাকিত যে হবে এই বনে।

ক. কিসের পালক এক সময় সূর্যকে ঢেকে দেয়?

খ. 'বর্ষার অন্ধকারের অনুরাগ' বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপক এবং 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতার সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতার বিদ্যুৎ প্রকৃতি ভাবনার বরূপ বিশ্লেষণ কর।

### ৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) মেঘের পালক এক সময় সূর্যকে ঢেকে দেয়।

খ) আবহমান কাল থেকেই বাংলা কবিতার গুরুত্বের সাথে প্রেমিক-প্রেমিকার অভিসারের কাহিনী স্থান পেয়েছে। মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীতে অন্ধকারাচ্ছন্ন বর্ষা রাতে রাধা-কৃষ্ণের মিলন পর্বকে অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই বর্ষার বর্ষাসিক রাজনী প্রেমিক-প্রেমিকার জন্যে এক মোহনীয় মিলন অভিসারের চেতনা জাগায়। তাই শুধু মধ্যযুগেই নয়, পরবর্তী আধুনিক বাংলা কবিতায়ও বর্ষাকে প্রেমিক-প্রেমিকার অনুরাগ ও অভিসারের এক অসাধারণ মাহেশ্বরশক্তি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। 'বঙ্গেশ্বর প্রকৃতির প্রতি কবির যে অন্ধ আকর্ষণ তাকে প্রকাশ করতেই কবি এ উপমাটুকু ব্যবহার করেছেন। তাই এর ভেতর দিয়ে কবির প্রকৃতিপ্রেমের গভীরতাই বুঝানো হয়েছে।

গ) আধুনিক কবি সৈয়দ আলী আহসান তাঁর 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় 'বঙ্গেশ্বর চেতনার নানা উপমা, রূপক ও চিত্রকল্পে বাংলাদেশের সৌন্দর্যের বরূপ উন্মোচন করেছেন। কবির এ পূর্ব বাংলা ও উদ্দীপকে বর্ণিত কবিতাশের বাংলাদেশ যেন অপরূপ সৌন্দর্য ও অক্ষুরক্ত প্রেমের এক শক্তিময় নিকটতম।

সৈয়দ আলী আহসান-এর 'আমার পূর্ব বাংলা' তথা বাংলাদেশের লবুজ-শ্যামল-শ্লিষ্ট প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কান্না দিতে গিয়ে মনের সব ভাব ও জন্ম উজ্জ্বল করে দিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত আবেগপন উদার হৃদয়ে 'বঙ্গেশ্বর প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। বাংলার অনুশূন্য নিসর্গ- সৌন্দর্যকে তিনি কখনও পাণ্ডু তমালের শ্লিষ্টতার সঙ্গে, কখনও রাধার সিক্ত নীলাবরীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। উদ্দীপকের কবি জীবনানন্দ দাশও অন্যতম বাংলাদেশকে তাঁর সমস্ত সত্তা দিয়ে ভালোবাসেন। এ ভালোবাসা এমনই পরিপূর্ণ যে, পৃথিবীর আর কোথাও বাংলাদেশের প্রকৃতি, পরিবেশ, ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্যের কোনো বিকল্প আছে বলে তিনি মনে করেন না। কবি এ বাংলার রূপবৈচিত্র্য দুটোই ভরে দেখেছেন।

কবি ভুন্নুরের গাছ এবং পাতার নিচে বসে থাকার ভোয়ের সোয়েল পাখির সৌন্দর্যকে দুটোই ভরে প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধারে 'আমার পূর্ব বাংলা'র পাশাপাশি উদ্দীপকেও বাংলাদেশের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ) কবি সৈয়দ আলী আহসান 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় তাঁর জন্মভূমি পূর্ব বাংলার রূপবৈচিত্র্যকে বিভিন্ন উপমা, রূপক ও চিত্রকল্পের সাহায্যে জীবন্ত করে তুলেছেন। অপর সৌন্দর্যের নীলাভূমি এ বাংলাদেশ কবির লেখনীতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। উদ্ধৃত কবিতাংশেও দেশপ্রেমের পরিচয় সুস্টে উঠেছে কবির অনন্য রচনামূল্যের মাধ্যমে।

'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতাটিতে কবি সৈয়দ আলী আহসান বর্ণিত পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের রূপময় চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বাংলার প্রকৃতির রূপ-ঐশ্বর্য তিনি কান্না করেছেন আবেগাপ্ত বিহ্বল কণ্ঠে। কবি তাঁর পূর্ব বাংলাকে 'একগুচ্ছ শ্লিষ্ট অন্ধকারের তমাল' বলে আখ্যায়িত করেছেন। পূর্ব বাংলার সবখানেই ছড়িয়ে আছে অক্ষুরক্ত শ্যামলিমা। এর মাঠে-বাট-প্রান্তর জুড়ে বিরাজ করছে অগাধ গাছ-গাছালি।

বাংলার মাঠে-বাটে, পথে-প্রান্তরে, নদীর তীরে ছড়িয়ে থাকা নৈসর্গিক দৃশ্যাবলি যে দেখে সেই আত্মহারা হয়ে পড়ে। উদ্দীপকেও বাংলার সেই রূপমুক্তা প্রকাশ পেয়েছে। উদ্দীপকের কবিও পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের রূপ আর খুঁজতে চান না। অর্থাৎ বাংলার মাটিতেই তিনি প্রশান্তি ও তৃপ্তি পরিলব্ধিও পেয়েছেন। 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় এক উদ্দীপকে দুজন কবিই নিজ দেশের রূপে মুগ্ধ। উভয় কবিই সুফলিত শব্দ চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে দেশের প্রতি তাঁদের গভীর ভালোবাসা ব্যক্ত করেছেন।

৫. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

এখানে আকাশ নীল-নীলাভ আকাশ জুড়ে সজিনার মূল  
ফুটে থাকে হিম সালাং তার আশ্বিনের আলোর মতন,  
আকাশ মূলের কালো অীমরঙ্গ এই খানে করে গুঞ্জন  
রৌদ্রের দুপুর ভরে; বার বার রৌদ্র তার সূচিক্রম চুল  
কাঁঠাল আমের বুক নিঙড়ায় - মধে বিলে খেল আতুল  
কুলায়ে কুলায়ে ফেরে এই খানে জাম লিচু কাঁঠালের বন।

ক. পানিতে রাঙা উৎপলের কী ছবানো থাকে?

খ. কবি পূর্ব বাংলাকে 'একগাছ দ্বিধ্ব অন্ধকারের তমাল' বলেছেন কেন?

গ. 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতার সঙ্গে উদ্দীপকের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতার বিবৃত প্রকৃতি-অবস্থার পরিচয় দাও।

### ৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) পানিতে রাঙা উৎপলের পা ছবানো থাকে।

খ) কবি সৈয়দ আলী আহসান 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় বিভিন্ন উপমার ব্যবহার করে পূর্ব বাংলার অপরূপ রূপের মনোমুগ্ধকর বর্ণনা দিয়েছেন। এই চিত্রকল্পটি ব্যবহৃত হয়েছে পূর্ব বাংলার উপমা হিসেবে। কবির ভাব এখানে পেয়েছে একান্ত অন্তরঙ্গ ইন্দ্রিয়ানুভূতির তীব্রতা। অন্ধকারে তমালগাছ যে অনুশ্রম কোমল মাধুর্যের স্রোতলা সেয় পূর্ব বাংলার শ্যামল শান্তিময় পরিবেশ যেন ঠিক তেমনি। তাই কবি তাঁর প্রিয় পূর্ব বাংলাকে 'একগাছ দ্বিধ্ব অন্ধকারের তমাল' বলে অভিহিত করেছেন।

গ) প্রখ্যাত কবি সৈয়দ আলী আহসান 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতার স্বদেশের প্রশংসা পেয়েছেন। দেশপ্রেমিক কবি এ কবিতায় তাঁর জন্মভূমি পূর্ব বাংলার রূপ বৈচিত্র্যকে বিভিন্ন উপমা, রূপক ও চিত্রকল্পের সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। উদ্দীপকের কবিরও দেশের প্রতি পছন্দের মমত্ববোধের পরিচয় রয়েছে।

'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় সৈয়দ আলী আহসান পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের সবুজ শ্যামল দ্বিধ্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে মনের সব ভাব ও ভাষা উজ্জ্বল করে দিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত আবেগবশত ও উদার হৃদয়ে স্বদেশের প্রতি পছন্দের ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। বাংলায় অনুশ্রম সৌন্দর্যকে তিনি কখনও গাঢ় তমালের দ্বিধ্বতার সঙ্গে, কখনও রাধার সিক্ত নীলাঘরীর সঙ্গে তুলনা করেছেন।

উদ্দীপকের কবি অীমানন্দ দাশও জন্মভূমি বাংলাদেশকে তাঁর সমগ্র সত্তা দিয়ে ভালোবাসেন। এ ভালোবাসা এমনই পরিপূর্ণ যে, পৃথিবীর আর কোথাও বাংলাদেশের প্রকৃতি, পরিবেশ, ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্যের কোনো বিকল্প আছে বলে তিনি মনে করেন না। কবি বাংলার রূপবৈচিত্র্য দুটোই ভরে দেখেছেন। কবি লক্ষ করেছেন নীলাভ আকাশ জুড়ে সজিনার মূল, আকাশ মূলে কালো অীমরঙ্গ গুণ্ডণ করে, লিচু-কাঁঠালের বনের ছায়ায় খেরা থাকে চারিদিকে। 'আমার পূর্ব বাংলা' এবং উদ্দীপকেরও বাংলাদেশের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধারে। কবিতাটির সঙ্গে উদ্দীপকের সম্পর্ক এখানেই।

ঘ) 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় কবি সৈয়দ আলী আহসান বাংলার প্রকৃতির যে মনোমুগ্ধকর বর্ণনা দিয়েছেন তা যেন শিল্পীর তুলির আঁচে অঙ্কিত শান্ত-দ্বিধ্ব, সবুজ-শ্যামল অপরূপ পূর্ব বাংলা। উদ্দীপকেরও উদ্ভিষিত কবিতাংশের প্রকৃতি-চৈতন্যের নিবিড় পরিচয় পাওয়া যায়।

কবি সৈয়দ আলী আহসানের 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় কবি প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ হয়েছেন। ঋতু বৈচিত্র্যে বাংলার প্রকৃতি যে নানা রঙে সম্বিত হয়, অসাধারণ সক্ষতার সাথে কবি তা তাঁর কবিতায় উপস্থাপন করেছেন। বর্ষায় মেঘ-মেদুর অন্ধকার আকাশ কবির কাছে তমাল বৃক্ষের কালো ছায়ায় রূপ নিয়ে হাজির হয়। বর্ষা আর বিরহ পূর্ব বাংলার প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে। এ কবিতায় কবির অনুভব শুধু প্রকৃতির নিহক গাছ-পাখির প্রতি টান নয়, স্বদেশ চৈতন্যেরও নিবিড় পরিচয় মেলে এখানে। প্রকৃতির

রূপমুক্ততার মধ্য দিয়ে স্বদেশ চেতনার প্রকাশ ঘটেছে প্রবন্ধ উদ্বীপকেও। উদ্বীপকে বাংলার একটি দ্বিধা সন্ধ্যার কণ্ঠা অঘোরপ পেয়েছে। বাংলার নিসর্গ প্রকৃতির প্রতি বিমুগ্ধতা উভয় কবিতারই বিষয়বস্তু। দুজন কবিই বাংলার নিবিড় অনুভবের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তবে উপমা ও চিত্রকল্পের ব্যবহারে কিছুটা জিদ্বতা আছে।

### ● বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. সৈয়দ আলী আহসানের জন্ম কত সালে?

- কি ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে      গ ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে  
খি ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে      ঘি ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে

২. সৈয়দ আলী আহসানের জন্ম কোথায়?

- কি বিনাইলহাট      গ রাজবাড়ি  
খি মাগুরা      ঘি যশোর

৩. সৈয়দ আলী আহসানের পিতার নাম কী?

- কি ফকির আহমদ      গ সৈয়দ আলী আহমদ  
খি সৈয়দ নূরুজ্জামান      ঘি সৈয়দ হামজা

৪. সৈয়দ আলী আহসান কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?

- কি ২০০০ সালে      গ ২০০১ সালে  
খি ২০০২ সালে      ঘি ২০০৩ সালে

৫. সৈয়দ আলী আহসান একজন-

- কি আধুনিক কবি      গ প্রাচীনপন্থী কবি  
খি অসাম্প্রদায়িক কবি      ঘি মধ্যযুগীয় কবি

৬. কর্মজীবনে সৈয়দ আলী আহসান ছিলেন-

- কি অধ্যাপক      গ পুলিশ  
খি সাংবাদিক      ঘি ম্যাজিস্ট্রেট

৭. সৈয়দ আলী আহসান একজন-

- কি প্রাচীনপন্থী কবি      গ আধুনিক কবি  
খি মধ্যযুগীয় কবি      ঘি উত্তরআধুনিক কবি

৮. সৈয়দ আলী আহসান পড়াশুনা করেছেন-

- কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে      গ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে  
খি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে      ঘি করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে

৯. সৈয়দ আলী আহসান কোন বিষয়ে এম.এ করেছেন?

- কি বাংলা সাহিত্য      গ সংস্কৃত সাহিত্য  
খি ইংরেজি সাহিত্য      ঘি দর্শন শাস্ত্রে

১০. শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন-

- কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর      গ অমিয়া চন্দ্রবর্তী  
খি বিষ্ণু দে      ঘি সৈয়দ আলী আহসান

১১. সৈয়দ আলী আহসান কিসের পরিচালক ছিলেন?

- কি বাংলা একাডেমী      গ বার্ড  
খি শিক্ষা অধিদপ্তর      ঘি চলচ্চিত্র

১২. জাতীয় সংসদে ইংরেজি অনুবাদক কে?

- কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর      গ কাজী নজরুল ইসলাম  
খি সৈয়দ আলী আহসান      ঘি অমিয়া চন্দ্রবর্তী

১৩. দাগির উদ্দিন কর্পনকে অভিহিত হয়েছেন-

- কি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ      গ সৈয়দ আমির হামজা  
খি সৈয়দ নূরুজ্জামান      ঘি সৈয়দ আলী আহসান

১৪. 'কলক-লতা' শব্দের অর্থ কী?

- কি হেমন্ততা      গ লতাচল  
খি কর্পনতা      ঘি কলমীলতা

১৫. 'নিকুঞ্জ' শব্দের অর্থ কী?

- কি লতাগুহ      গ নুপুংগুহ  
খি বাগান      ঘি উদ্যান

১৬. 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?

- কি 'স্বল্প'      গ মাত্রাবৃত্ত  
খি 'স্বল্প'      ঘি মাত্রাবৃত্ত

১৭. 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতাটি নব্বইটি ছন্দে কোন এক থেকে?

- কি অনেক আকাশ      গ একক সন্ধ্যার বসন্ত  
খি সমুদ্রেই যাঁবে      ঘি সহসা সচলিত

১৮. সৈয়দ আলী আহসান এর গ্রন্থ নয় কোনটি?

- কি ছোটগল্পের কবিতা      গ সত্যত স্বপ্নত  
খি আমার প্রতিদিনের শব্দ      ঘি বন্দী শিবির থেকে

১৯. 'অনেক আকাশ' কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা কে?

- কি শামসুর রাহমান      গ আলি হাফিজ  
খি গোলাম মোস্তফা      ঘি সৈয়দ আলী আহসান

২০. বৈষ্ণব কবিতা কোন যুগের সাহিত্য কর্ম?

- কি প্রাচীন যুগের      গ অধ্যায়ুগের  
খি আধুনিক যুগের      ঘি অধিকার যুগের

২১. কোনটি সৈয়দ আলী আহসানের অনুবাদ গ্রন্থ?

- কি বুপার কোঁটা      গ হামলেট  
খি আমার জন্মভূমি      ঘি ছোটগল্পের কবিতা

২২. 'মেঘদূত' বিখ্যাত কাব্যটি কে লিখেছেন?

- কি অশ্বমেধ      গ কালিদাস  
খি কালিদাস      ঘি কালিদাস



## আমার পূর্ব বাংলা

৪৭. সৈয়দ আলী আহসান এর বর্ণনায় পূর্ব বাংলা একগুচ্ছ ব্লিচ্ছ

অঙ্গকারের-

ক) শিমুল

খ) তমাল

গ) পলাশ

ঘ) সেগুন

৪৮. 'আমার পূর্ব বাংলা' কোন জাতীয় রচনা?

ক) আত্মকেন্দ্রিক

খ) দেশপ্রেমমূলক

গ) বাসনাত্মক

ঘ) স্মৃতিকথামূলক

৪৯. 'এক সময় সূর্যকে ঢেকে দেয়'-

ক) অনেক পাখির পালক

খ) অনেক মেঘের পালক

গ) অনেক ধুলোর কণু

ঘ) অনেক আঁধারের কালর

৫০. রাশি রাশি ধান মাটি আর পানির গন্ধ কেমন?

ক) নির্বিক করা

খ) অসাড় করা

গ) নিভেতন করা

ঘ) নিরব করা

৫১. 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় এক গুচ্ছ ব্লিচ্ছ অঙ্গকারের তমাল বলতে কাকে বুঝিয়েছেন?

ক) ভারত

খ) বাংলাদেশ

গ) পাকিস্তান

ঘ) আসাম

৫২. 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় 'অঙ্গকারের তমাল' কিসের অনুস্মৃতি জাগায়?

ক) কোমল মাধুর্যের

খ) কঠোরতার

গ) নির্মমতার

ঘ) বিষম্বৃত্তার

৫৩. 'কবি মধুসূদন' কোন ধরনের রচনা?

ক) কাব্য গ্রন্থ

খ) প্রবন্ধ গ্রন্থ

গ) অনুবাদ গ্রন্থ

ঘ) উপন্যাস

৫৪. 'কানের চোখের মতো কল্যাণ চুল এলিয়ে'- কবি কল্পনা করেছেন-

ক) নারীর রক্ত রূপ

খ) মমতাময়ী নারীর মূর্তি

গ) সৌন্দর্যের প্রতিমারূপ

ঘ) নারীর দেবী রূপ

৫৫. 'সিক নীলামখরী' কী রূপে যায়?

ক) জনয় ক্ষত করে

খ) জনয় রুঁয়ে যায়

গ) মনোকষ্ট হয়

ঘ) বেদনার সৃষ্টি হয়

৫৬. কবি পূর্ব বাংলাকে কল্পনা করেছেন-

ক) অক্ষররূপে

খ) পুণ্যভূমিরূপে

গ) পৃথিবীরূপে

ঘ) মমতাময়ী নারীরূপে

৫৭. 'কবিতার কথা' কোন জাতীয় রচনা?

ক) কাব্যগ্রন্থ

খ) ছোট গল্প

গ) নাটক

ঘ) প্রবন্ধ গ্রন্থ

৫৮. পূর্ব বাংলা তুলানীয়-

ক) ধাব গাছের সাথে

খ) তমালের সাথে

গ) নারিকলা গাছের সঙ্গে

ঘ) বট গাছের সাথে

৫৯. কবিতায় 'আমার পূর্ব বাংলা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে-

ক) দুইবার

খ) তিনবার

গ) চারবার

ঘ) পাঁচবার

৬০. 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতাটির নিকল নামকনা কী হতে পারত?

ক) সুন্দরী পূর্ব বাংলা

খ) সোনার বাংলা

গ) সিক নীলামখরী পূর্ব বাংলা

ঘ) পূর্ব বাংলা একটি দেশ

৬১. চির সবুজের সমারোহ কোথায়?

ক) নেপালে

খ) থাইলে

গ) বাংলাদেশে

ঘ) ভারতে

৬২. কবি পূর্ব বাংলাকে প্রগাঢ় নিঃস্বপ্ন বলেছেন-

ক) আবহাওয়ার অন্য

খ) শান্তির নীড় বলে

গ) মূলে-মূলে শোভিত বলে

ঘ) সবুজ পাতার জগত বলে

৬৩. 'গবেষণা' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ কী?

ক) গো+অঘা

খ) গো+এঘা

গ) গ+এঘা

ঘ) গবে+অঘা

৬৪. 'প্রগাঢ়' শব্দটির 'প্র' কোন উপসর্গ?

ক) অসম

খ) বাংলা

গ) ভারসি

ঘ) হিন্দি

৬৫. 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতার সাথে সানুশ্যপূর্ণ কোনটি?

ক) রাখালি

খ) সোনার তরী

গ) তাহারেই পড়ে মনে

ঘ) পল্লবীর্ষা

৬৬. কবিতায় মেঘাচ্ছন্ন আকাশকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?

ক) হরিণীর চোখ

খ) নারীর কল্যাণ চুল

গ) পাখির পাখা

ঘ) নারীর কল্যাণ চোখ

৬৭. সৈয়দ আলী আহসান একজন সফল-

ক) কবি

খ) রাজনীতিবিদ

গ) উপন্যাসিক

ঘ) গল্পকার

৬৮. কবির অমূল্য আনন্দের উৎস-

ক) সাহিত্য সাধনা

খ) মূলের বাগান

গ) বিশ্ব প্রকৃতি

ঘ) বাংলাদেশের রূপরেখা

৬৯. শিল্পবোধ ও শিল্পচেতনা লক্ষ্যীয়- কার কবিতায়?

ক) সুফিরা কামাল

খ) সৈয়দ আলী আহসান

গ) অমির চন্দ্রবর্তী

ঘ) মধুসূদন দত্ত

৭০. 'এমন দিনে তারে কথা যায়

এমন দিনে খোর বরাছা' - পত্রিকাটির রচয়িতা

ক) সৈয়দ আলী আহসান

খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ) সুফিরা কামাল

ঘ) জলীম উদ্দীন

৭১. 'অন্ধকারের ডমাল' কোন অনুষ্ঠিত আধার?

- ক কোমল মাধুর্যের  
খ অন্ধকারের  
গ ভয়ের  
ঘ বেদনার

৭২. অন্ধকারের অনুরাগ জায়ে কখন?

- ক বসন্তকালে  
খ বর্ষাকালে  
গ শরৎকালে  
ঘ হেমন্তকালে

৭৩. 'উৎপল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে-

- ক দোলাপ  
খ শাপলা  
গ পল্ল  
ঘ রজনীন্দ্র

৭৪. 'সন্ধ্যার উল্লেখের মতো' এখানে সন্ধ্যা বলতে বুঝায়-

- ক সন্ধ্যাশ্লোক  
খ দিনের প্রথম ভাগকে  
গ দিনের মধ্যভাগকে  
ঘ রাতকে

৭৫. 'পুলকিত সজলতা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে-

- ক নবীনতা অর্থে  
খ সাহস অর্থে  
গ অল্পকাল অল্পকাল অর্থে  
ঘ নবীনতা অর্থে

৭৬. রাশি রাশি ধান মাটি- 'রাশি রাশি ধান' কী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে?

- ক বিশেষণ  
খ সর্বনাম  
গ বিশেষ্য  
ঘ নির্ধারক বিশেষণ

৭৭. 'অভিসার' শব্দটির 'অভি' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

- ক ধমন অর্থে  
খ নম্যক অর্থে  
গ পতঙ্গ অর্থে  
ঘ সন্ধ্য অর্থে

৭৮. 'হুমি আমার পূর্ব বাংলা'- এখানে 'আমার' কোন পদ?

- ক সর্বনাম  
খ সম্বন্ধ  
গ অব্যয়  
ঘ সম্বোধন

৭৯. 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতাটি নির্বিত্ত হয়েছে-

- ক ১ টি বাক্য  
খ ২ টি বাক্য  
গ ৮ টি বাক্য  
ঘ ১০ টি বাক্য

৮০. সবুজ শ্যামল পূর্ব বাংলা কবির নিকট কী?

- ক কলকাতা  
খ সন্ধ্যার উল্লেখ  
গ প্রাণ্য নিকুঞ্জ  
ঘ সরোবরের অতল

৮১. কবিতায় নিচের কোন কাব্যের অনুদ্বন্দ্ব ব্যবহৃত হয়েছে-

- ক মেঘদূত  
খ সারদামঙ্গল  
গ চণ্ডীপদ  
ঘ মঙ্গলকাব্য

৮২. 'বিমুক্ত বেদনার শান্তি'- কবিতার অর্থ-

- ক বেদনার মুক্তি হওয়া  
খ বেদনার শান্তি পাওয়া  
গ বিমুক্ততার মধ্যে প্রশান্তি  
ঘ মুক্ততার মধ্যে শান্তি

৮৩. 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতাটি কিসের ফলস্রু?

- ক কবির আনন্দের  
খ কবির অন্ধরস অনুভূতির  
গ কবির উজ্জ্বলকল্পের  
ঘ কবির চাওয়া পাওয়ার

৮৪. নিচের কোন পদকে সৈয়দ আলী আহসান স্রুযিত হয়েছে?

- ক শিত পুরস্কার  
খ আদমবী পুরস্কার  
গ অলক পুরস্কার  
ঘ বাংলা একাডেমী পুরস্কার

৮৫. কবির চেয়ে মোহাম্মদ স্রুটি করে-

- ক শ্যামল শান্ত পরিবেশ  
খ জনগণ  
গ ধনসম্পদ  
ঘ ইতিহাস

৮৬. পানিতে পা ডুবিয়ে রাজা-উৎপল- বলতে বুঝায়-

- ক অলস আনন্দের লাল পল্ল  
খ মীথির পল্ল  
গ সরোবরের পল্ল  
ঘ পানিতে ডোলালো পা

৮৭. সৈয়দ আলী আহসান কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন?

- ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে  
খ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে  
গ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে  
ঘ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

৮৮. সৈয়দ আলী আহসান অভিযুক্ত-

- ক স্বদেশের স্বপ্নাকাল্য ও বৈচিত্র্য  
খ রাষ্ট্র-কৃষকের প্রেমের স্রুশ্য  
গ মদ-মদীর সৌন্দর্য  
ঘ নীরব নিরুজ্জ্বলতার জন্য

৮৯. 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতাটিতে উপমা ব্যবহৃত হয়েছে কোন চরণে-

- ক সন্ধ্যার উল্লেখের মতো  
খ কবরী এলো করে আকাশ দেখার মুহূর্ত  
গ বিমুক্ত বেদনার শান্তি  
ঘ অজ্ঞাত ফুলের বন্যা

৯০. 'সরোবরের অতল' উপমাটির অর্থ কী?

- ক শান্ত-শীতল অনুভূতির গভীরতা  
খ শান্ত সুন্দর সরোবর  
গ প্রশস্ত সরোবর  
ঘ গভীর সরোবর

৯১. নানা রঙের ছটায়- এর অর্থ হচ্ছে-

- ক নানা রঙের ব্যবহার  
খ নানা রঙের খাছপালার ব্যবহার  
গ নানা উপমা রূপ চিত্রকল্প ব্যবহার  
ঘ কোন রং ব্যবহার না করা

৯২. 'অভিসার' শব্দটির অর্থ কী?

- ক প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন  
খ প্রেমিকের সঙ্গে কল্যাণ  
গ প্রিয়জনের সঙ্গে খোপনে দেখা করতে যাওয়া  
ঘ নায়ক নায়িকার বিচ্ছেদ

৯২. প্রেম বিহীন পূর্ব বাংলার মানুষ আবহমান কাল ধরে-

i. আপনাকে করেছে পর

ii. পরকে করেছে বাহির

iii. বাহিরকে করেছে পর  
কোনটি সঠিক?

ক i. খ ii, iii. গ iii. ঘ i, iii.

৯৩. সৈয়দ আলী আহসান উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেছেন-

i. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে

ii. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

iii. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে  
কোনটি সঠিক?

ক i. খ ii. গ iii. ঘ i, iii.

৯৪. কবি 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতার কার চোখের সঙ্গে তুলনা করেছেন?

i. হরিনের ii. কাকের iii. মাছাতার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i. খ ii. গ i, ii. ঘ iii.

৯৫. 'জনয় ঝুঁয়ে যাওয়া সিন্ধু নীলধরী' - একটি

i. চিত্রকল্প ii. উপমা iii. অনুপ্রাস  
কোনটি সঠিক?

ক i. খ ii. গ iii. ঘ i, iii.

৯৬. 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় উপসর্গবদ্ধ শব্দ-

i. প্রণয় ii. সন্ধ্যা iii. অশেষ  
কোনটি সঠিক?

ক i. খ ii. গ iii. ঘ i, ii, iii.

৯৭. গদ্যছন্দর বৈশিষ্ট্য-

i. এতে সুনির্দিষ্ট পর্ব থাকে না।।। অত্যনুপ্রাসহীন

iii. এতে প্রবাহমানতা থাকে না  
কোনটি সঠিক?

ক i, ii. খ ii. গ iii. ঘ i, iii.

৯৮. কাকের চোখের মতো-

i. কালো চুল ii. কালো চোখ

iii. কালো মুখ  
কোনটি সঠিক?

ক i. খ ii. গ iii. ঘ i, ii.

৯৯. 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থটির রচয়িতা-

i. মুহম্মদ আব্দুল হাই

ii. সৈয়দ আলী আহসান

iii. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ  
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i. খ ii. গ iii. ঘ i, iii.

১০০. জনয় ঝুঁয়ে যাওয়া?

i. জেঙ্গা শাড়ি

ii. নীল শাড়ি

iii. সিন্ধু নীলধরী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i. খ ii. গ iii. ঘ i, ii.

নিচের উল্লিখিত পত্র ১০১ ও ১০২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

আবির এবারই প্রথম গ্রামে এলো। এর আগে দানুর কাছে অনেক গল্প শুনেছে। গল্প শুনে শুনেই গ্রামকে ভালোবেসে ফেলেছে সে। গ্রামে আসার পথে যে দৃশ্য সে দেখেছে তা ঘেন্না গভীর চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর।

১০১. উদ্দীপকের আবহের সাথে তোমার পঠিত কোন কবিতার

মিল পাওয়া যায়?

ক বঙ্গভাষা

খ আমার পূর্ব বাংলা

গ পাড়ের

ঘ একটি ফটোগ্রাফ

১০২. উদ্দীপকটিতে ইঙ্গিত রয়েছে-

(i) গ্রাম বাংলার

(ii) প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের

(iii) বিপন্ন প্রকৃতির

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ iii ঘ i ও ii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৮২ ও ৮৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

অনেকদিন পর বিশেষ থেকে দেশে ফিরেছে ফিরোজ।

বিহাদবন্দর থেকে টাঙ্গির দিয়ে সরাসরি সে তার গ্রামে ফিরেছে। কিন্তু এটা কোথায় এলো সে। গ্রামকে একদমই চেনা যাচ্ছে না। কলকরখানার পেটা এলাকা ভরে গেছে।

আমের সেই সবুজ সুন্দর প্রকৃতি কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে। এসব দেখে বুঝটা তার মোড়ান দিয়ে ওঠলো।

১০৩. উদ্দীপকটির বিপরীত চিত্র ফুটে ওঠেছে-

ক বোমার ভরী কবিতার

খ বাংলাদেশ

গ আমার পূর্ব বাংলা

ঘ বঙ্গভাষা কবিতার

১০৪. উদ্দীপকটিতে প্রাঙ্গণ রয়েছে-

(i) নিসর্গ প্রীতির কথা

(ii) প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা

(iii) বিপন্ন প্রকৃতির কথা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ i, iii ঘ ii ও iii



# আঠারো বছর বয়স

## সুকান্ত ভট্টাচার্য

### কবি পরিচিতি

বিশ্বেশ্বর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য মাত্র নয় বছর বয়সেই কবিতা লেখা শুরু করেন। বিদ্রোহের কবি কাজী নজরুল ইসলামের মতোই তিনি তাঁর কাব্যে অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও বর্বলার বিরুদ্ধে যেমন সংগ্রামের ডাক দিয়েছেন, তেমনি বিপ্লব ও মুক্তির পক্ষে সজাগে একাঘাতা ঘোষণা করেছেন। জমিদারি শাসনের তীব্র ক্রোধাত্ত তার মনকে এতোটাই বিময় করে তুলেছিল যে, তিনি মার্ক্সবাদী রাজনীতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে শোষণবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। সামাজিক অসুচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, নির্বাপিত মানুষের প্রতি গভীর মমতা তাঁর কবিতার বাণীরূপ লাভ করেছে। মাত্র ২১ বছর বয়সে এ প্রতিভাবান কবির মৃত্যু হয়।



জন্ম : ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় মাতামহের বাড়িতে (পৈতৃক নিবাস গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়ার উলশিয়া গ্রামে)।

মৃত্যু : ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে।

### রচনাবলি

ছাড়পত্র, ঘুম নেই, পূর্ণাঙ্গাস, মিঠেকড়া, অভিমানে, হরতাল।

### উৎস ও পরিচিতি

‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতাটি ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ ‘ছাড়পত্র’ থেকে সংকলিত হয়েছে। অনুমান করা হয় যে, কবি আঠারো বছর বয়সে পদ্যপর্ণের পূর্বেই কিংবা আঠারো বছর বয়সে এ কবিতাটি রচনা করেন। সম্ভবত কবি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বয়সসিকালের বৈশিষ্ট্যসমূহকে এ কবিতায় তুলে ধরেছেন।

আঠারো বছর বয়স অসম্ম ও নির্জীক। এ বয়স যেমন দুঃসাহসের উপর ভর করে সকল বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে যায়, তেমনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে দুর্বিলীভভাবে মাথা উঠু করে দাঁড়ায়। এ বয়সের মাধ্যমেই মানুষ যৌবনে পদ্যপর্ণ করে বলে তার মতো প্রচণ্ড আত্মহত্যা করে হয়। মানবতার প্রদ্বো ও মানুষ এ বয়সে অধিক সোচ্চার ও সংগ্রামী হয়। সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের জন্য মানুষ এ বয়সে রক্তক্ষয়্য সিতে আসে। অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, জুলুম ও নিপীড়নের পাশাপাশি নানা সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে মানুষ এ বয়সে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। মানুষ মানুষে ভেদাভেদ নির্মূলের বয়স এই আঠারো বছর। এ বাস সতেজ ও তরু হলেও অসহ্য বদ্বর্ণার তা ছটিকট করে। জীবনের এ সন্ধিক্ষণে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা জটিল আবর্তনে মানুষ নিজেকে অজিয়ে মেলে। এ সময়ের সামান্য অসচেতনতা বিহবা সংঘর্ষের অজব মানুষের জীবনে চারম বিপর্নয় থেকে অন্যতে পারে। কর্তৃত্বের দীর্ঘাধাস এ বাসকে নেতিবাচকতার কাণো চান্দরে ঢেকে সিতে পারে; জন্ম সিতে পারে লক্ষ লক্ষ কাণো দীর্ঘাধাস।

গতি সিয়েই সম্ভব মনের অস-অর্থা-আর ছবিরতার মতো প্রতিকূল পরিপার্শ্বিক অবস্থা সূর করা। এ বাস সে গতির প্রতীক। অসম্ম এ বাসের রয়েছে নানা দুর্বেশ ও দুর্বিপাক মোকলেকা কলার অকুরত প্রাধশক্তি। এ বাসের কোনো ত্রুটি নেই। এ বাস গণ চলে নিত্য আনন্দে। এ বাসের অধিকারী মানুষ দুর্বল, জীত, রক্ষা বা কাপুরুষ নয়। এ বাস সকল সময়, সকল অবস্থায় নতুন কিছু করতে চায়। প্রগতি ও সভ্যতার পথে নিরন্তর ধাবমানতাই এ বাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই জাতীয় জীবনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে সম্ভবতবেই কবির কামন্দ - ‘এ দেশের বুকে আঠারো আসুক বেমে।’

ছন্দ : ‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। ৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। প্রতি চরণে মাত্রা সংখ্যা (৬+৬+২)।

### বানান সতর্কতা

স্পর্ধা, সিটমার, আহা, ভাঙর, তীব্র, মজ্জবা, জীত, সশেষ, ক্ষত-নিষ্কত, দীর্ঘাধাস, অয়ক্ষনি, অয়ধী।

## □ নমুনা প্রশ্নাবলি □

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- আঠারো বছর বয়সে কী সেই?
  - ক. মজলা
  - খ. কান্না
  - গ. যজ্ঞবা
  - ঘ. পদঞ্চলন
- 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার প্রকাশিত হয়েছে-
  - ক. তত্ত্ব ও অতত্ত্বের দৃষ্টি
  - খ. সময়ের প্রতিচ্ছবি
  - গ. শোষণ-কল্পনায় বিস্তারিত
  - ঘ. ভাবগোচর অমিত সম্ভাবনা
- নিচের কোন শব্দগুচ্ছ প্রত্যয়ী আঠারো বছর বয়সের ধারক?
  - ক. কল্পনা, পরিনির্ভরশীলতা ও উদ্যোগ
  - খ. দুর্বিনীত, কল্যাণ ও সবেবদনশীলতা
  - গ. দীর্ঘশ্বাস, সাহসিকতা ও উজ্জীবন
  - ঘ. পদঞ্চলন, দুঃসাহসী, বন্ধু ও প্রাণবান
- কাজী নজরুল ইসলাম বিস্তারিত কবি। সুবাস্তু ভট্টাচার্য কিশোর কবি। উভয়ের মধ্যে মিলটি তাঁদের-
  - i. কাব্যদর্শে
  - ii. শ্রেণিভেদনায়
  - iii. প্রতিভার ব্যক্তিতে
 নিচের কোনটি সঠিক?
  - ক. i
  - খ. ii
  - গ. i ও ii
  - ঘ. ii ও iii

কবিতার অংশ দু'টি পত্র এবং ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

যাহাদের চলা গেছে

উদ্ধার মত ঘুরিয়ে ধরলী শূন্যে অমিত বেগে।

~~~~~

যারা জীবনের পসরা বহিয়া মৃত্যুর ঝরে ঝরে  
করিতেছে ফিরি, ভীম রূপভূমে প্রাণ ব্যক্তি রেখে হারে।

- কবিতার অংশ দু'টির উদ্ভিখিত ভাবটি নিচের কোন পঙ্ক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে?
  - ক. এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রেরণ
  - খ. এ বয়সে কান্দে আসে কত মজলা
  - গ. এ বয়সে কাশো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে
  - ঘ. এ বয়সে কাঁপে বেবদনায় ধরো ধরো।
- এ বয়সে যেমনো তীব্র, কাপুরুষ নয়  
পথ লড়ে এ বয়স যায় না থেমে
- আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে  
অবিশ্রান্ত, একে একে হয় জড়ো।
- কবিতাংশে আঠারো বছর বয়সের কোন অব প্রকাশিত হয়েছে  
ক. অন্ধকারের হাতছানি
- খ. ব্যর্থতার কষ্ট
- গ. সাহসী গতিশীল
- ঘ. আঘাতে জর্জরিত

## সৃজনশীল প্রশ্ন

- আঠারো বছর বয়সের সেই ভাব  
পদাঘাতে চাঙ্গা ভক্তিতে পাখর বাঁধা  
এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়  
আঠারো বছর বয়স আসে না কান্দা  
ওই যে, প্রবীণ, ওই যে পরম পাক  
তবু কর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা  
ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা  
অক্ষরে বন্ধ করা খাঁচায়।

ক. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?

খ. আঠারো বছর বয়সের জীবনবোধকে কবি কেন তীব্রতা ও প্রখরতার সাথে তুলনা করেছেন?

গ. কবিতাংশ দুটিতে কী বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সমাজের দুরবস্থা লাঘবে দ্বিতীয় কবিতাংশটি কতটুকু সহায়ক বলে 'তুমি মনে কর' 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার আলোকে মূল্যায়ন কর।

২. দুজন মনোবিজ্ঞানীর মতবাদ :

সিগমন্ড ফ্রয়েড: ১৬-১৮ বছর বয়সে ছেলেমেয়েরা সমলিঙ্গীয় ধেমের আসক্তিতে ভোগে। বীর সৌন্দর্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে অত্যধিক সচেতন হয়ে ওঠে এ বয়সেই (সাইকো-এনালাইটিক তত্ত্ব)।

এরিক-এরিকসন: ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সের 'জুনির না শিত না যুবক'। এ বয়সে বীর চিন্তার চেয়ে সমাজ চিন্তাই প্রবল হয়ে ওঠে। সমাজের উন্নতির জন্য প্রতিবাদীও হয়ে ওঠে এ বয়সীরাই। আবার সামাজিক মূল্যবোধের বিলম্বাচরণ করে এ বয়সেই (সাইকো-সোশ্যাল তত্ত্ব)।

ক. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে?

খ. কবি আঠারো বছর বয়সকে মূলতঃ বলেছেন কেন?— ব্যাখ্যা কর।

গ. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কবির মনোভাবের সাথে সিগমন্ড ফ্রয়েডের বক্তব্যের বৈপরিত্যটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কবির দৃষ্টিভঙ্গি যেন এরিক-এরিকসনের বক্তব্যের প্রতিফলন— বিশ্লেষণ কর।

### ✗ সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

১. দিকের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শাঙ্করী বজ্রবের মেধাবী ছাত্র রাকি পরীক্ষায় ক্লাববরই ভালো রেজাল্ট করে। এ জন্য সবাই তাকে খুব পছন্দ করে। তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সবাই প্রায় নিশ্চিত। কিন্তু হঠাৎ এক সহপাঠীর প্ররোচনায় সে মাস্ক সেল তুল করে। অনেকটা নৌদুহলবশে তুল করলেও এক সময় সে এতে আসক্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে লেখাপড়ায়ও সে অমনোযোগী হয়ে ওঠে। এমনকি নিয়মিত কলেজে যাওয়াও ছেড়ে দেয়। মাদকাসক্তির কারণেই একসময় তার লেখাপড়ার ইতি ঘটে। কিছুদিন পর বখাটে তরল হিসেবে সর্বত্র তার কুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

ক. এ বয়সে কানে কী আসে?

খ. 'এ বয়সে কালো লক্ষ দীর্ঘস্থানে'—এ অংশে কবি যে দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তা ব্যাখ্যা কর।

গ. রাকির মধ্যে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার কোন বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়েছে— ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'মাদকাসক্তির কারণে একসময় তার লেখাপড়ার ইতি ঘটে'— 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

### ১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) এ বয়সে কানে মজ্ঞা আসে।

খ) কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য এ অংশে তরল বয়সের নেতিবাচক দিকের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কারণ এ বয়সে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে জীবনকে সার্থকতার পথে নিয়ে যেতে না পারলে তরল বয়সের কালো অধ্যায় নেমে আসতে পারে। অনেক সময় আঠারো বছর বয়সের তরলতার উপযুক্ত পরিবেশ-পরিচ্ছিন্ন ও সঠিক নির্দেশনের অভাবে সুন্দর পথে জীবন পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়। সচেতনতার সাপে এ সময় নিজেকে পরিচালনা করতে না পারলে তরলতার পদমূলন ঘটে। সুন্দর সম্ভাবনাময় জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়। লক্ষ দীর্ঘস্থানে বিপন্ন হয় তার জীবন। তারকমের অস্থিরতা এতবেই মানুষের জীবনে সমৃদ্ধির বসন্তে বিপর্যয় ঢেকে নিয়ে আসতে পারে।

গ) কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় তারকমের ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি নেতিবাচক দিকটিও তুলে ধরেছেন। তারকমের ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তরলতা দেশ, জাতি ও মানবতার কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করে। সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে সমাজের মঙ্গলের জন্য কাজ করে। যে তারল্য অকুরত আলোকের অভিসারী, সে তারকমের অপর পিঠেই রয়েছে অন্ধকার। যাকে কবি তারকমের নেতিবাচক দিক বলেছেন। তরলদের কানে তারকমের ইতিবাচক মজ্ঞার পাশাপাশি নেতিবাচক মজ্ঞাও কম আসে না। তাই এ সময় তাদের অধিকতর সচেতন হতে হয়। কেননা, এ সময় সত্য ও সুন্দর পথ থেকে পদমূলনেরও যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে। উদ্দীপকের রাকি তারকমের এই নেতিবাচক মজ্ঞে দীক্ষিত হয়েই সম্ভাবনাময়

## আঠারো বছর বয়স

একটি আদ্যোক্ত পথ থেকে হঠাৎ ছিটকে পড়ে। জীবনে যে একজন ভালো স্থপতি বা চিত্রকর হতে পারতো, সমসাময়িক মাদক সেবা করে সে-ই হয়ে ওঠে একজন কুখ্যাত বখাটে তরুণ। তারপরের উদ্দীপনাকে সঠিক পথে কাজে লাগাতে না পারার কারণেই তার জীবনে এ বিপর্যয় নেমে আসে। সামান্য অসচেতনতা যে তরুণদের জীবনের চরম বিপর্যয় হতে পারে, কবি সুকান্তের কবিতায় ফুটে ওঠা তারপরের এ বৈশিষ্ট্যটিই রাকিন খেত্রে কার্যকর হয়েছে।

খ) সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় তারপরের অরণ্য গাওয়ার পাশাপাশি এর নেতিবাচক দিকগুলোও তুলে ধরেছেন। আঠারো বছর বয়সী তরুণরা তাদের অকুরুদ্ধ প্রাণশক্তি আর অমিয় তেজ দিয়ে সকল বাধা অতিক্রম করে যেমন দেশ, সমাজ ও নিজের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে পারে, তেমনি আবার আত্মনিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়ে কখনো কখনো নিজের বা সমাজের চরম সর্বনাশও হতে পারে। উদ্দীপকের রাকি আত্মনিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ এ ধরনেরই একজন পথভ্রান্ত তরুণ। সে একজন ভালো ছাত্র হওয়ার পরও সামান্য বিস্মৃতির জন্য মাদক সেবনের মাধ্যমে সেবাপ্রভুর ইতি টেনে নিজের সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে নষ্ট করে দিয়েছে। রাকির মতো অনেক তরুণই এ বয়সে এসে তারপরের উজ্জ্বল ও উদ্দীপনাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে না। ফলে তাদের জীবনে নেমে আসে চরম বিপর্যয়। তাতে ব্যক্তি ও পরিবারের সাথে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশ ও জাতি। কিন্তু তারপরও এটাই তারপরের ধর্ম। এজন্যই এ বয়সে সবাইকে সাবধানে পথ চাতে হয়।

সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় অত্যন্ত পর্যবেক্ষণশীলতার সাথে তরুণ জীবনের এ নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যটি ফুটিয়ে তুলেছেন।

## ২. নিজের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

তুহিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পর থেকেই সে ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়ে। রাষ্ট্র ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে সে সোচ্চার হয়ে ওঠে। সকল বন্ধু-বান্ধবকে এ আন্দোলনে সম্পৃক্ত করার জন্য নিরাত সে পরিশ্রম করতে থাকে। অবশেষে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের মিছিলে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে সে নিজের জীবন বিসর্জন দেয়।

ক. এ বয়স কিসের পূণ্য জ্ঞানে?

খ. আত্মকে শপথের কোলাহলে সঁপে দেয়া কলতে কী বুঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের তুহিনের মানসিকতার সাথে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার কোন দিকটির মিল রয়েছে- ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'আঠারো বছর বয়স' ও উদ্দীপকের আলোকে জাতির সংকটময় মুহুর্তে তারপরের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

## ২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) এ বয়স জ্ঞানে রক্তদানের পূণ্য।

খ) আঠারো বছর মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। গর্ভনির্ভরতা পরিহার করে এ বয়সেই মানুষ নিজের উপর নির্ভর করতে শুরু করে। এ বয়সেই তারা অধিকার আদায় ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। শত বাধা-বিপত্তিও এ সময় তাদের রূপান্তরিত করে না। তাই সমাজ ও দেশের স্বার্থে কোথাও যদি কখনো প্রতিরোধ গড়তে বা আন্দোলন করতে হয় তবে এ বয়সী তরুণরা সর্বপ্রথম সেখানে এগিয়ে যায় এবং কোনো অবস্থাতেই সেখান থেকে তারা পিছিয়ে আসে না।

শপথের কোলাহলে আত্মকে সঁপে দেয়া কলতে তরুণদের এ দৃঢ় মনোবৃত্তি আর সংগ্রামী চেতনাকেই বুঝানো হয়েছে।

গ) 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তারপরের নেতিবাচক দিকগুলো পাশাপাশি ইতিবাচক দিকগুলোও তুলে ধরেছেন। এ বয়সটি মানবজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ পটপরিবর্তনের সময়। এ সময়কে ভালোভাবে ব্যবহারের উপরই নির্ভর করে জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতা। এ কবিতার অন্যতম একটি দিক হলো তারপরের সংগ্রামী চেতনা। উদ্দীপকের তুহিন সত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থী। ভাষা আন্দোলন তার দ্বাঢ়কে উজ্জ্বলিত করে। সে মাতৃভাষার অমর্যাদায় স্বেচ্ছা হয়। তুহিনের কর্মকাণ্ডে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অসীম ধৈর্য নিয়ে সে তার বন্ধু-বান্ধবদের উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস চালায়। দিন-রাত পরিশ্রম

## আঠারো বছর বয়স

করে ভাষা আপোলালকে বোঝান করে। তারুণ্যের ধর্মক বজায় রেখে শেষ পর্যন্ত সে ভাষা আপোলালে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অবশেষে আত্মহত্যার মাধ্যমে সে তার অস্বীকারের প্রতি অঁটল থাকে। এদিক থেকে সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় এ বয়সের যে সংগ্রামী চরিত্র তুলে ধরেছেন তুহিন যেন তারাই এক সার্থক রূপায়ন।

ঘ) 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তারুণ্যের যে বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন উদ্দীপকের তুহিনের মাঝেও তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। কবির ভাষায় অধিকার আদায়ের সংগ্রামে শপথের কোলাহলে যারা নিজেদের আহ্ব্যকে সাঁপে নেন উদ্দীপকের তুহিন তাদেরই একজন।

'আঠারো বছর বয়স' মূলত তারুণ্যের প্রতীক। যুগে যুগে তরুণরাই বিভিন্ন সামাজিক ও শেখসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে সমাজ পরিবর্তন করতে চায়। এ কাজে বাধা আসলে যে কোনো উপায়ে তা ভিত্তিতে চায়। এর জন্য রক্ত ঝরাতেও তারা কখনো ফুটোবোপ করে না।

উদ্দীপকে পকিভ্রান্তি শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে তুহিন ও তার সহপাঠীরা রক্তশপথ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মাতৃভাষার সাহুলা সহ্য করতে না পেরে তুহিনদের তরুণস্বপ্ন অত্যাচারের ভয়কে উপেক্ষা করে এগিয়ে চলে। সিলেট পরিপ্রসঙ্গের মাধ্যমে বন্ধুদের সচেতন করার মধ্য দিয়ে মাতৃভূমি, মাতৃভাষার প্রতি তুহিন তার সংগ্রামী চেতনা ও অক্ষুণ্ণ ভালোবাসার প্রমাণ দেয়। তারুণ্যের মন্ত্রে উজ্জীবিত তুহিন ভাষার জন্য শেষ পর্যন্ত নিজের জীবন দান করে তাকুণ্যের মহিমাকেই উপেক্ষা তুলে ধরেছে।

আঠারো বছর হচ্ছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার বয়স। অদমা সাহসে সকল বাধা-বিঘ্নকে পেরিয়ে যাওয়ার বয়স। এ বয়স প্রয়োজন হলে রক্ত বা জীবন দিতেও কখনো পিছপা হয় না। কবি সুকান্ত এ কথাটিই তার কবিতায় মূর্ত করে তুলেছেন।

৩. নির্দিষ্ট উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী সীমান্ত ও নীলা। ওরা দুজনেই ক্যাম্পাসজীবিত একটি নাট্য সংগঠনের সাথে জড়িত। ক্যাম্পাস জীবনের প্রায় দুবছর অতিবাহিত হয়েছে তাদের। এরই মধ্যে একদিন নীলার ক্যাম্পাস ধরা পড়ে। চিকিৎসার সামর্থ্য না থাকায় নীলার পরিবারে নেমে আসে হতাশা। সীমান্ত তার বন্ধুদের নিয়ে নীলার চিকিৎসার্থে অর্থ বোশাসের চেষ্টা করে। এ লক্ষ্যে একটি কলসার্টের আয়োজন করে তারা। কলসার্ট থেকে সংগৃহীত টাকায় নীলার চিকিৎসা এগিয়ে চলে।

ক. আঠারো বছর বয়স কী জানে না?

খ. 'বিশ্বের মুখে এ বয়স অগ্রণী' বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

গ. সীমান্তের ভূমিকাটি 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে-ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তারুণ্যের কাছে কাপার হার মেনেছে - 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার আলোকে উক্তটি বিশ্লেষণ কর।

## ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) আঠারো বছর বয়স কীনা জানে না।

খ) আঠারো বছর বয়স তারুণ্য ও বিনির্ভরতার প্রতীক। এ বয়সেই মানুষ সমাজ সচেতন হতে শুরু করে। সমাজের নানা অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজ সংস্কারমূলক কাজেও তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। সমাজসেবামূলক কাজ থেকেও এ সময় তারা পিছিয়ে থাকে না। আত্মমানবতার সেবার আত্মনিয়োগ করা তাদের পরম ধর্ম হয়ে ওঠে। দুর্বোধ্য কবলিত অসহায় মানুষের পাশাপাশি এ সময় তারা অসুস্থ মানুষের পাশেও কল হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের যে কোনো সংকটের ক্ষেত্রে তারাই পালন করে অগ্রণী ভূমিকা। 'বিশ্বের মুখে এ বয়স অগ্রণী' বলতে মূলত এ কথাটিই বুঝানো হয়েছে।

গ) উদ্দীপকের সীমান্ত ও তার বন্ধুরা তাদের সহপাঠী নীলার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে যে সেবাধর্মী কাজটি করেছে কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় 'বিশ্বের মুখে এ বয়স অগ্রণী' বলে তারই প্রতিফলন করেছেন।

## আঠারো বছর বয়স

সীমান্ত তার তারতম্যের প্রাণাবেশ দিয়ে উপলব্ধি করেছে যে অসুস্থ নীলার জন্য কিছু করা দরকার। এ প্রয়োজনীয়তটিকে সে শুধু নিজের চিন্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেনি। সে তার বীর বুদ্ধিমত্তা ও ব্যাপিন চিন্তা-চেষ্টা দিয়ে এটা বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর পদক্ষেপও নিয়েছে। এ লক্ষ্যে সে তার বন্ধুদের সহযোগিতা নিয়েছে। এরপর নানা প্রকৌশলতা পেরিয়ে এক সময় সে তার অজীভ লক্ষ্যে পৌঁছেছে। তার এ অসীম তারতম্য শক্তির বলেই সম্ভব হয়েছে অসহায় নীলার চিকিৎসা। প্রাণশক্তিহীন ভরপুর তার মতো অসংখ্য তরুণের কন্ডাই সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর কবিতায় উল্লেখ করেছেন।

খ) উদ্দীপক ও 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় মূলত তারতম্যের অমিত শক্তির কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সীমান্ত ও তার বন্ধুরা তাদের তারতম্য দিয়ে নীলাকে যেমন ক্যান্সারের মরণ থাবা থেকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে কবিতায়ও তেমনি যে কোনো বিনয়ের মুখে তরুণদের অথবা ভূমিকার কথা বলা হয়েছে।

উদ্দীপকের সীমান্ত বয়সে তরুণ হলেও সূর্যের ন্যায় প্রণীত। সহপাঠীর ক্যান্সার ধরা পড়ায় তার মধ্যে অন্য রকম এক তারতম্য শক্তি জেগে ওঠে। নিজের অভ্যন্তরেই মানবক্যান্সারের যে সুত্ত বাসনা তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো, তা এ সময় মহীকহ হয়ে ওঠে। কারও বিন্দে এমন সাহসিকতাপূর্ণ কাজ তরুণরাই করতে পারে বলে কবি মনে করেন। অসীম সাহসের সাথে তারা পাত্রে সমাজ ও দেশের নানা দুর্বেশ মোকাবিলা করতে। সেজন্য আমাদের দেশের তরুণদের সীমান্তের মতো তারতম্যশক্তি সম্বয় করা প্রয়োজন। মানুষের জীবনে রোগ, মৃত্যু কখনো বলে-কয়ে আসে না। নীলার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। তার পারিবারিক অবস্থা ভালো নয়। ফলে খুব প্রয়োজন ছিল সীমান্তের মতো একজন উদ্যোগী সহপাঠীর। সীমান্তের কর্ম তৎপরতার গুণে নীলার যথাযথ চিকিৎসা করা সম্ভব হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় ক্যান্সার ধরা পড়লে এবং সময় মতো চিকিৎসা শুরু করতে পারলে এ রোগ ভালো হয়। তাই আমরা কালতে পারি, সীমান্ত ও তার বন্ধুদের তারতম্যের কাছে নীলার ক্যান্সার হার মেনেছে।

## ৪. নিজের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মোমেন পিতা-মাতার একমাত্র ছেলে। কলেজে ভর্তি হওয়ার পর খারাপ বন্ধুদের সাথে মিশে পড়াশোনায়ে সে অমনোযোগী হয়ে ওঠে। এর ফলে এইচ এস সি পরীক্ষায় অকৃতকার্যও হয় সে। ছেলের এ ফলাফলে বাবা খুব কষ্ট পান। এ কারণে গালামন্দ করে তিনি তাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন। মোমেন এতে অভিমান করে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। কয়েকদিন বন্ধু-বান্ধবদের সাথে কাটিয়ে এরপর সে চলে যায় ঢাকায়। সেখানে গিয়ে একটি দোকানে সে সেলসম্যান হিসেবে চাকরি নেয়। এরপর সেলসম্যান থেকে ম্যানেজার এবং ম্যানেজারের চাকরি ছেড়ে এক সময় সে নিজেই একটি দোকান দিয়ে বসে। এখন সে একাই ছয়টি দোকানের মালিক। ঢাকায় ওটি ফ্ল্যাট আর পাঁচটি প্রুটও রয়েছে তার।

ক. আঠারো বছর বয়স স্পর্ধায় কী তোলবার খুঁকি নেয়?

খ. 'এ বয়সে কেউ মাথা নোড়াবার নয়'-বলে কবি কী বুঝিয়েছেন?

গ. মোমেনের 'বিনির্ভরতার বিষয়টি 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে - ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে তারতম্যের মানসিকতার সাথে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য তুলে ধর।

## ৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) আঠারো বছর বয়স স্পর্ধায় মাথা তোলবার খুঁকি নেয়।

খ) আঠারো বছর বয়সে মানব জীবনের এক দুঃসহ সময়। এ বয়সে তরুণেরা দুঃসাহসে মাথা তোলার খুঁকি নেয়। এ সময় কোনো কিছুকেই তারা ভয় পায় না। চলার পথে যে কোনো বাধাকেই তারা পদাধাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলতে চায়। কোনো প্রতিদ্বন্দ্ব পরিবর্তিত করেই তারা মাথা নত করে না। দৃঢ় আত্মবিশ্বাসে এ বয়সে তারা সামনে এগিয়ে যেতে চায়। তাদের এ স্পর্ধিত আচরণকেই কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য 'এ বয়সে কেউ মাথা নোড়াবার নয়' বলে উল্লেখ করেছেন।

## আঠারো বছর বয়স

গ) পরনির্ভরতা পরিহার করে স্বনির্ভরতায় পদার্পণের ব্যস হচ্ছে আঠারো বছর। এ বয়সেই মানুষ তার নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করে। নতুন করে জিনতে শিখে নিজেকে। আসলে মানবজীবনের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যয়সমীকাল। এ সময় তারঙ্গের যে দুঃসহ অনুভূতি তৈরি হয় তার একটি ইতিবাচক এবং আরেকটি নেতিবাচক দিক রয়েছে। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর ‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতায় অত্যন্ত নিখুঁতভাবে এ বিষয়টি তুলে ধরেছেন। উন্মীপকের মোমেনের মধ্যে তারঙ্গের এই দ্বিধা মিকই কিয়মান। দুঃসহ তারঙ্গের উন্মাদনা সহ্য করতে না পেরে কলেজে ‘অর্জিত হওয়ার পরই খাঁচা বন্ধনের সাথে মিশে সে তার লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে ওঠে এবং এইচএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়। আবার এ কারণে বাবা তাকে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে কালে সে তার দুঃসাহসের উপর জর করে তিকই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় এবং তারঙ্গের ইতিবাচক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে পুত্র মনোবল, প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেকে সে প্রতিষ্ঠাও করে। সফল বাধা ও প্রতিকূল্য উপেক্ষা করে স্বনির্ভরতার সাথে নিজেকে একভাবে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তারঙ্গশক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য সে বিষয়টিই অত্যন্ত চমৎকার বাণীবিন্যাসে তাঁর কবিতায় তুলে ধরেছেন।

ঘ) তারঙ্গশীল কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর ‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতায় আঠারো বছর বয়সকে মানবজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হিসেবে তুলে ধরেছেন। এ কবিতায় তারঙ্গের যে বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে উঠেছে উন্মীপকের মোমেনের জীবনে তারই কিছু প্রতিফলন ঘটেছে।

‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতায় এ বয়সের যে ‘বহুপ চিহ্নিত হয়েছে তাকে মানব মনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথা কলা হয়েছে। এসব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মানুষের ব্যক্তিজীবন ছাপিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের পাশাপাশি দেশের প্রচলিত নীতি-নীতির উপরও প্রভাব বিস্তার করতে চায়। তাই এ বয়স মানবজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কৈশোর থেকে মানুষ এ বয়সেই তারঙ্গ পদার্পণ করে। অনেকের উপর নির্ভরশীলতা পরিহার করে এ সময়ই মানুষ তার নিজের পায়ে দাঁড়ানোর প্রকৃতি নেয়। এ বয়সী তরঙ্গদের মধ্যে সব সময় এক ধরনের অসহ্য উত্তেজনা কাজ করে। যা তাকে আকৃষ্ট করে নতুন কোনো পথে, নতুন কোনো কাজে।

উন্মীপকের তরঙ্গ মোমেনও এই তারঙ্গের অসহ্য উত্তেজনা আক্রান্ত। তাই কলেজে ‘অর্জিত হওয়ার পর অতীতের থেকে সে অনেক বেশি কৌতূহলী হয়ে ওঠে। এ জন্য খাঁচা বন্ধনের পাশাপাশি পড়েও সে বুঝতে পারে না সে কী করছে। যারা তার বন্ধু তারাও তারঙ্গের শিকার। তাই বয়সের দাবি মেটাতেই তারা তাদের কৌতূহলের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে খাঁচা কাজের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। বাস্তবিকভাবেই মোমেন এতে তার লেখাপড়ার প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়ে। এরই ফলশ্রুতিতে সে তার এইচ এস সি পরীক্ষায় খারাপ ফল লাভ করে। বন্ধুদের কুসংজ্ঞা তাকে তার অতীত লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে। পরীক্ষার খারাপ করার কারণে পিতার শাসন তার কাছে বিষময় মনে হয়েছে। যে কারণে অভিমান করে সে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। এর পর তারঙ্গের মধ্যে মাথা নত না করার যে প্রবৃত্তি কাজ করে তাকে ধারণ করে সে অনেক কষ্ট ও পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে।

তারঙ্গা অস্বপ্ননির্ভর। তারঙ্গের এ অব্যব কখনো কখনো জীবনকে ফুল পথে পরিচালিত কালেও তা আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সাহায্য রাখে। তাই কবি তার ‘অসম্পন্ন তুক অগণিত আঠারোর অর্থহীন তরঙ্গের আগমন প্রত্যাশা করেছেন।

## ৫. নিচের উন্মীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সমবয়সী অন্য বন্ধুদের চেয়ে ‘অপন অনেক বেশি মেধাবী ও সাহসী। অসীম সাহসিকতায় মানুষের বেকোনো বিপদে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়সহ যে কোনো দুর্ভোগের পর সব ধরনের প্রতিকূল্য অতিক্রম করে সে তার সংগঠনের কর্মীদের নিয়ে উপস্থিত হয় দুর্ভোগকবলিত এলাকায়। এভাবেই সব সময় সে দুর্দশাভ্রাতা মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের দুর্দশা লাঘবের চেষ্টা করে।

ক. মাথা তোলার ঝুঁকি নেয়া হয় কোস বয়সে?

## আঠারো বছর বয়স

খ. আঠারো বছর বয়সকে ভয়ংকর বলা হয়েছে কেন?

গ. 'বপনের সাহসিকতা' 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার কোন দিকটিকে তুলে ধরেছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'বপনের হাতো তরুণরা আমাদের দেশের চালিকাশক্তি' - 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ করো।

## ৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) মাথা তোলার সূঁচি নেয়া হয় আঠারো বছর বয়সে।

খ) আঠারো বছর বয়সের বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ করেই এ বয়সকে ভয়ংকর বলা হয়েছে। এ বয়সের তরুণরা শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তাজাখান বিলিয়ে নিতে তারা যুদ্ধবোধ করে না। আবার এ বয়সকে কেন্দ্র করে জবিয্যে জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ধারিত হয়। ফলে চরম এক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয় এ বয়সীদের। সংগ্রাম, রক্ত, দুঃসাহস, সফলতা ও ব্যর্থতা- এ বিষয়গুলো আঠারো বছর বয়সের সঙ্গে গুরুপ্রোক্তভাবে জড়িয়ে আছে বলেই এ বয়সকে ভয়ংকর বলা হয়েছে।

গ) তালুকের কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় তরুণদের নানা বৈশিষ্ট্যের কথা উদ্বেগ করা হয়েছে। উদ্ধৃত উক্তিপকেও 'বপন ও তাঁর সংগঠনের বহুসংখ্যক মনুষ্যের সেবা করার বিষয়টি লক্ষ করা গেছে।

'বপনের সাহসিকতা' 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় বর্ণিত আঠারো বছর বয়সীদের মানবতার কল্যাণে আহ্বাত্যাগের দিকটিকে তুলে ধরেছে। আঠারো বছর বয়সের ধর্মই হলো আহ্বাত্যাগের মহান মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়া। মনুষ্যের দুঃখ-কষ্ট দুর্দশা প্রভৃতি দেখলে এ বয়সীদের অন্তর বেঁচে ওঠে। তখন তারা মনুষ্যের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার জন্যে নিজস্বের উৎসর্গ করে। উদ্ধৃত উক্তিপকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে 'বপনের কর্মকাণ্ডের মধ্যে। অসীম সাহসিকতা নিয়ে সে এবং তার সংগঠন মনুষ্যের দুঃখ ও দুর্ভোগ নিরাসনের প্রচেষ্টা চালায়। বিশেষ করে দুর্বিষদ তথা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় তার কর্মতৎপরতা বেড়ে যায়। সর্বল প্রতিদ্বন্দ্বিতা অতিক্রম করে সে ও তার সংগঠন দুর্যোগপবলিত এলাকায় হাজির হয়। দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে সেবা ও সাহায্য দিয়ে তাদের দুঃখ নিবারণ করে সে। 'বপন ও তার সংগঠনের এমন মানবসেবার কথাই কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় ব্যক্ত করেছেন।

ঘ) বিদ্রূপী চেতনার কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য রচিত 'আঠারো বছর বয়স' একটি তারল্যশীল কবিতা। এ কবিতার আলোকে রচিত উক্তিপকেও তারল্যের মহিমা প্রকাশ পেয়েছে।

উক্তিপকের 'বপন একজন তরুণ যুবক। অসীম সাহসিকতা নিয়ে সে ও তার সংগঠন দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় মনুষ্যের সেবা ও সাহায্য করে। ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগেও সে ঘরে বসে থাকে না। সব প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঠেলে সে তার গাছো হাজির হয় এবং দুর্দশাগ্রস্ত মনুষ্যের পাশে দাঁড়ায়। তার এ জুমিকা 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার তারল্য শক্তির কথাই 'অরল করিয়ে দেয়।

কবি মনে করেন এমন সাহসিকতাপূর্ণ কাজ কেবল তরুণরাই করতে পারে বলে। তাইই পারে সমাজ ও দেশের নানা সমস্যা ও সংকট দূর করতে। সেজন্যে আমাদের দেশের সকল তরুণের 'বপনের মতো' অপরিস্রম তারল্যশক্তি সঞ্চয় করা দরকার। কেননা ভৌগোলিকভাবেই এদেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ এলাকা হিসেবে পরিচিত। ফলে আমাদের দেশের মনুষ্যের দুঃখ-দুর্দশার সীমা নেই। শুধু প্রাকৃতিক নয়, মনুষ্যের সৃষ্ট দুর্যোগও এদেশের মনুষ্যকে নানাভাবে দুর্দশায় নিপতিত করে। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট এসব দুর্যোগ-দুর্দশা দূর করার জন্যে আমাদের দেশের তরুণসমাজ গুরুত্বপূর্ণ জুমিকা পালন করতে পারে। বিভিন্ন এলাকায় দুর্যোগ মোকাবিলা করে দুর্দশাগ্রস্ত মনুষ্যদের সেবা করার জন্য 'বপনের মতো' তরুণদের উদ্যোগে সংগঠন গড়ে তুললে সহজেই মনুষ্যের দুঃখ ও দুর্দশা লাঘব করা সম্ভব। তাই বলা যায়, 'বপনের মতো' তরুণরাই হতে পারে আমাদের দেশের দুর্যোগ মোকাবিলার মূল চালিকাশক্তি।

আমাদের দেশের তরুণদের উচিত গুরুত্বের ধারণায় উজ্জীবিত হয়ে দেশের উন্নয়নে কাজ করা। তাহলেই দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হবে।



## ● বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. সুকান্ত ভট্টাচার্য কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
 

|           |             |
|-----------|-------------|
| কি আসাম   | খি ত্রিপুরা |
| গি কলকাতা | ঘি নেপাল    |
২. কত সালে সুকান্ত ভট্টাচার্য মৃত্যুবরণ করেন?
 

|              |              |
|--------------|--------------|
| কি ১৮৪৭ সালে | খি ১৯৪৭ সালে |
| গি ১৮৭৪ সালে | ঘি ১৯৭৪ সালে |
৩. সুকান্ত ভট্টাচার্য কত বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন?
 

|           |           |
|-----------|-----------|
| কি ১৮ বছর | খি ১৯ বছর |
| গি ২০ বছর | ঘি ২১ বছর |
৪. সুকান্ত ভট্টাচার্য -এর পিতার নাম কী?
 

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| কি নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য | খি নিজরামচন্দ্র ভট্টাচার্য |
| গি নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য | ঘি বিকাশচন্দ্র ভট্টাচার্য  |
৫. সুকান্ত ভট্টাচার্য -এর পৈতৃক নিবাস কোথায়?
 

|               |                |
|---------------|----------------|
| কি গোপালগঞ্জ  | খি নারায়ণগঞ্জ |
| গি মুন্সীখণ্ড | ঘি ধাড়ীপুর    |
৬. সুকান্ত ভট্টাচার্য কোন কাব্যগ্রন্থের সম্পাদনা করেছিলেন?
 

|         |         |
|---------|---------|
| কি অকাল | খি আকাশ |
| গি আকাশ | ঘি আবাস |
৭. 'ছাত্তপত্র' কী?
 

|                |            |
|----------------|------------|
| কি উপন্যাস     | খি নাটক    |
| গি কাব্যগ্রন্থ | ঘি প্রবন্ধ |
৮. সুকান্ত ভট্টাচার্য কোন লেখক শিল্পী সন্দের পক্ষে কাজ করেছিলেন?
 

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| কি মার্কসবাদ | খি ফ্যান্সিবাদ বিরোধী |
| গি মৌলবাদ    | ঘি ফেমিনবাদ           |
৯. সুকান্ত ভট্টাচার্য কোন স্কুলের ছাত্র ছিলেন?
 

|              |            |
|--------------|------------|
| কি কালুরাঘাট | খি কলকাতা  |
| গি বেলেঘাটা  | ঘি বাদনপুর |
১০. সুকান্ত ভট্টাচার্য -এর ম্যাজিক পরীকার ফলাফল কী ছিল?
 

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| কি কৃতকার্য    | খি অকৃতকার্য      |
| গি প্রথম বিভাগ | ঘি দ্বিতীয় বিভাগ |
১১. সুকান্ত ভট্টাচার্য -এর অন্য কোথায় জন্মগ্রহণ?
 

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| কি নিজ গ্রামের বাড়িতে | খি পিতার কর্মস্থলে |
| গি বাড়ুয়ালায়ে       | ঘি হাসপাতালে       |
১২. কিশোর কবি কে?
 

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| কি অমিয় চক্রবর্তী    | খি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় |
| গি সুকান্ত ভট্টাচার্য | ঘি শামসুর রাহমান           |
১৩. 'ছাত্তপত্র' কী?
 

|                |            |
|----------------|------------|
| কি কাব্যগ্রন্থ | খি প্রবন্ধ |
| গি কবিতা       | ঘি নাটক    |
১৪. সুকান্ত ভট্টাচার্য কোন যুগের কবি?
 

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| কি রবীন্দ্র-মহাবিশ্বাস যুগের       |  |
| খি মাইকেল-রবীন্দ্রোত্তর যুগের      |  |
| গি মজরুল-জীবনানন্দোত্তর যুগের      |  |
| ঘি জীবনানন্দ-বিষ্ণু দে উত্তর যুগের |  |
১৫. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি কোথা হতে সংকলিত?
 

|           |              |
|-----------|--------------|
| কি অভিধান | খি ছাত্তপত্র |
| গি আকাশ   | ঘি দুম নেই   |
১৬. সুকান্ত ভট্টাচার্য -এর কিশোরকালে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল?
 

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| কি মহাযুদ্ধ    | খি মুক্তিযুদ্ধ    |
| গি প্রথম যুদ্ধ | ঘি পানিপথের যুদ্ধ |
১৭. সুকান্ত ভট্টাচার্য -এর কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
 

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| কি দুম নেই    | খি রামি শেষ        |
| গি নিঘের বঁশি | ঘি দুহুর্ভের কবিতা |
১৮. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটির ছন্দ কোনটি?
 

|                |                |
|----------------|----------------|
| কি 'বরবৃত্ত    | খি মাত্রাবৃত্ত |
| গি 'অক্ষরবৃত্ত | ঘি খন্দাছন্দ   |
১৯. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি কবির সত্তা ব্যা কত বছর বয়সে রচিত?
 

|           |           |
|-----------|-----------|
| কি ১৮ বছর | খি ১৯ বছর |
| গি ২০ বছর | ঘি ২১ বছর |
২০. আঠারো বছর বয়সের কী নেই?
 

|          |             |
|----------|-------------|
| কি হাসি  | খি কান্না   |
| গি আনন্দ | ঘি যন্ত্রণা |
২১. 'সঁপা' শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্দেশ কর।
 

|           |            |
|-----------|------------|
| কি সমর্পণ | খি সঁপা    |
| গি নিবেদন | ঘি সন্ধ্যা |
২২. 'সড়' শব্দটির ব্যুৎপত্তি কী?
 

|         |         |
|---------|---------|
| কি সড়া | খি সঁপা |
| গি সড়া | ঘি সঁপা |
২৩. কখন হাল ঠিকমতো রাখা ভার হয়ে ওঠে?
 

|               |               |
|---------------|---------------|
| কি নিপর্দায়ে | খি দুর্বিপাকে |
| গি নিপর্দায়ে | ঘি দুর্বিপাকে |

## আঠারো বছর বয়স

২৪. সবকিছুর পরও কবি কার জয়ধ্বনি শুনতে পান?

- ক) সত্যেরোর                      খ) আঠারোর  
গ) উনিশের                      ঘ) বিশের

২৫. 'ছাত্তপত্র' কাব্যছড়টি কত সালে প্রকাশিত হয়?

- ক) ১৯৪৬ সালে                      খ) ১৯৪৭ সালে  
গ) ১৯৪৮ সালে                      ঘ) ১৯৪৯ সালে

২৬. বিপদের মুখে আঠারোর ভূমিকা কী?

- ক) জীর্ণ ভূমিকা                      খ) অগ্রণী ভূমিকা  
গ) নেতৃত্বের ভূমিকা                      ঘ) পল্লবের ভূমিকা

২৭. কবিতায় কবি কোন সময়ের বৈশিষ্ট্যকে 'তুলে ধরেছেন'?

- ক) শৈশবের                      খ) যৌবনের  
গ) তরুণ্যের                      ঘ) বয়ঃসন্ধিকালের

২৮. আঠারো বছর বয়স পথে প্রান্তরে কী ছোঁটায়?

- ক) বিদ্রোহ                      খ) তুফান  
গ) প্রতিবাদ                      ঘ) আঙন

২৯. আঠারো বছর বয়সে কী উঁকি দেয়?

- ক) যৌবন                      খ) তরুণ্য  
গ) যুগ্মবাস                      ঘ) শপথ

৩০. বছর শব্দের ব্যুৎপত্তি কী?

- ক) বৎসর                      খ) বাৎসরিক  
গ) বর্ষ                      ঘ) বার্ষিক

৩১. কবি আঠারোর কী শুনতে পান?

- ক) আহ্বান                      খ) পদধ্বনি  
গ) জয়ধ্বনি                      ঘ) সুমধুর তাল

৩২. আঠারো বছর বয়স বেদনায় কাঁপে কীভাবে?

- ক) ধড়ফড়                      খ) তিরতির  
গ) ধরো ধরো                      ঘ) পড়ো পড়ো

৩৩. আঠারো বছর বয়সীর প্রাণ কেনম?

- ক) জীর্ণ আর প্রথম                      খ) বিদ্রোহী  
গ) প্রতিবাদী                      ঘ) অগ্নয়

৩৪. আঠারো বছর বয়সের তরুণরা কীভাবে চলে?

- ক) হাওয়ার বেগে                      খ) ঝড়ের বেগে  
গ) ট্রেনের বেগে                      ঘ) বাত্পের বেগে

৩৫. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার প্রতি চোখে মাজানখ্যা-

- ক) ১১                      খ) ১২  
গ) ১৩                      ঘ) ১৪

৩৬. 'আঠারো বছর বয়সের' তরুণরা কীভাবে মাথা তোলার ঝুঁকি নেয়?

- ক) স্পর্ধায়                      খ) অয়ে  
গ) গিহশমে                      ঘ) শঙ্কিত চিত্তে

৩৭. 'নতুন' শব্দের ব্যুৎপত্তি কী?

- ক) নব                      খ) নন্দন  
গ) নবো                      ঘ) নুতন

৩৮. 'আজা আজা প্রাণে অসহনীয় কোন বিষয়টি?

- ক) বেদনা                      খ) যজ্ঞা  
গ) ময়না                      ঘ) আনন্দ

৩৯. নিচের কোন বস্তুটি শুদ্ধ?

- ক) স্টিমার                      খ) স্টীমার  
গ) ত্রিত্র                      ঘ) নির্মখান

৪০. কবি কোথায় আঠারো নেমে আসার আহ্বান করেছেন?

- ক) বিদেশের মাটিতে                      খ) পরাধীন দেশে  
গ) এদেশের বুকে                      ঘ) নরপতনের দেশে

৪১. তরুণরা আত্মকে কার কাছে সমর্পণ করেন?

- ক) শপথের কোলাহলে                      খ) মৃত্যুর কাছে  
গ) সত্যের কাছে                      ঘ) স্বার্থপরতার কাছে

৪২. কোন কবির মতো সুকান্ত অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন?

- ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর                      খ) শামসুর রাহমান  
গ) কাজী নজরুল ইসলাম                      ঘ) রফিক আজাদ

৪৩. 'আঠারো বছর বয়স' অনুধাবনমূলক এর সমধর্মী কবিতা কোনটি?

- ক) বৃক্ষ                      খ) অনন্ত প্রেম  
গ) সবুজের অভিমান                      ঘ) তাহারাই পেতে মনে

৪৪. জাতীয় জীবনের চাঞ্চিকা শক্তি কে?

- ক) তরুণ্য ও যৌবন শক্তি                      খ) মুক্তিযোদ্ধা  
গ) সংসদ সদস্যরা                      ঘ) সাধারণ জনগণ

৪৫. দেশ, জাতি ও মানবতার কল্যাণে কারা এগিয়ে যায়-

- ক) সহজ সরল গোষ্ঠেরা  
খ) আঠারো বছর বয়সের তরুণরা  
গ) প্রথাবিরোধী তরুণ যুবকেরা  
ঘ) বৃদ্ধরা

৪৬. 'তুফান' শব্দের কী অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে?

- ক) প্রগতি                      খ) পরাজয়  
গ) পরীক্ষা                      ঘ) পতনপনতা

৪৭. আঠারো বছর বয়স কী জানে?

- ক) আত্মত্যাগ করতে                      খ) কামতে  
গ) ভয় পেতে                      ঘ) রক্ত দানের পুণ্য

৪৮. 'রক্তদানের পুণ্য' বলতে বুঝানো হয়েছে-

- ক) রক্ত দিতে আসে                      খ) শোষণ করতে আসে  
গ) রক্ত দিতে আসে                      ঘ) রক্ত বিক্রি করতে আসে

## আঠারো বছর বয়স

৪৯. আঠারো বছর বয়সে মানুষ প্রায় দেয় কেনা?

- ক) মুক্তির কল্যাণে      খ) বিপদে পড়ে  
 গ) দুর্ঘটনায় পড়ে      ঘ) ইচ্ছে করে

৫০. এ বয়স দুঃসহ কেন?

- কি) অসহায় বলে  
 গি) বোকা বলে  
 গি) শক্তিশীল বলে  
 ঘ) দুঃখান্বিতা উঁকি দেয় বলে

৫১. এ বয়সে ভয় থাকে না কেন?

- কি) বেপদরোয়া বলে  
 গি) দেহ-মনে শক্তি আছে বলে  
 গি) ভয়হীন বলে  
 ঘ) গীতিহীন বলে

৫২. আঠারো বছর বয়স ভয়ঙ্কর কেন?

- কি) বিপদগ্রামী বলে  
 গি) বন্ধনহীন বলে  
 গি) দুঃসহ বলে  
 ঘ) কদে মজা আসে বলে

৫৩. আঠারো বছর বয়সে মানুষ আত্মপ্রত্যয়ী কেন?

- কি) মুক্তিমান বলে  
 গি) নিরাপত্তা বলে  
 গি) মুখীনীত যৌবনে পদার্পণ করে বলে  
 ঘ) কিশোর থাকে বলে

৫৪. এ বয়সকে উত্তরকালীন পর্যায়ে বলা হয় কেন?

- কি) এ বয়সে উদাসীন বলে  
 গি) কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করে বলে  
 গি) এ বয়সে কর্মঠ হয় বলে  
 ঘ) বন্ধনহীন জীবন যাপন করে বলে

৫৫. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় আঠারো বছর বয়সের কোন ভাব প্রকাশিত হয়েছে?

- কি) অধ্যবসায়ের হাতছানি      খ) বার্ষিকার কষ্ট  
 গি) সাহসী গতিশীল      ঘ) আশ্রয়ে অবরিত

৫৬. আঠারো বছর বয়সে ক্ষত-বিফত হয়-

- কি) প্রাণ      খ) নুক  
 গি) শরীর      ঘ) পাজর

৫৭. আঠারো বছর বয়স দুর্বার কেন?

- কি) স্থবির বলে  
 গি) প্রচণ্ড বেগে চলে বলে  
 গি) হতাশ বলে  
 ঘ) উদাসীন বলে

৫৮. 'পূর্বাভাস' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা-

- কি) সুজয় মুখোপাধ্যায়      খ) সুকান্ত ভট্টাচার্য  
 গি) শামসুর রাহমান      ঘ) কাজী নজরুল ইসলাম

৫৯. প্রাণবন্ত তরঙ্গ ফুট হয় কেন?

- কি) পরাজয় দেখে      খ) নৃহা দেখে  
 গি) হতাশা দেখে      ঘ) অজ্ঞানের দেখে

৬০. 'তারল্যা' শক্তি এটিয়ে যায়-

- কি) দুর্বীর গতিতে      খ) শূন্য গতিতে  
 গি) মীর গতিতে      ঘ) স্বাভাবিক গতিতে

৬১. 'তারল্যা' যন্ত্র দেখে-

- কি) নতুন জীবনের      খ) মুক্তির  
 গি) বাচ্য      ঘ) অর্থোপার্জনের

৬২. 'এ বয়সে আনে রক্তমানের পূর্বা' - উক্তিটির রচয়িতা-

- কি) কাজী নজরুল ইসলাম      খ) সুকান্ত ভট্টাচার্য  
 গি) সুশীল মুখোপাধ্যায়      ঘ) রফিক আজাদ

৬৩. 'আঠারো বছর বয়স' পাথর বাধা জড়তে চায়-

- কি) হাত দিয়ে      খ) হাতুড়ি দিয়ে  
 গি) চকচাকেতে      ঘ) কোলাশ দিয়ে

৬৪. 'দুর্ঘর্ষণে হাল ঠিকমতো রাখা অরা' - কোন কবিতায়?

- কি) পাঞ্জেরি      খ) জীবন-বন্দনা  
 গি) বাংলাদেশ      ঘ) আঠারো বছর বয়স

৬৫. কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য -এর রচনা-

- কি) হরতাল      খ) ধর্মঘট  
 গি) কর্মবিরতি      ঘ) ঘেরাও

৬৬. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় প্রথম ত্রুবক প্রকাশিত হয়েছে

- কি) তাকায়ের শক্তিমনতা      খ) তাকায়ের অরহত্ব  
 গি) তাকায়ের মাতৃবৃন্দ      ঘ) তাকায়ের অসহায়তা

৬৭. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায়-

- কি) সচেতনতা মূলক      খ) প্রেমের  
 গি) প্রকৃতি চেতনা      ঘ) বিপ্লবাত্মক

৬৮. 'বাস্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে' - কবির উদাহরণ?

- কি) উপমা      খ) বৃন্দ  
 গি) চিত্রকল্প      ঘ) শ্রেয়

৬৯. 'অহরহ' এর সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?

- কি) অহ+রহ      খ) অহ+অহ  
 গি) অহঃ+অহ      ঘ) অহঃ+রহ

৭০. দুঃসহ শব্দটির 'দুঃ' কী?

- কি) অনুবর্ণ      খ) উপবর্ণ  
 গি) অব্যয়      ঘ) বিশেষণ

৭১. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?

- কি) আত্মা      খ) ষ্টিয়ার  
 গি) দুঃস্থ      ঘ) দীর্ঘস্থান

৭২. 'দুর্ঘর্ষণ' শব্দটি গঠিত হয়েছে?

- কি) সন্ধি      খ) সমাস  
 গি) প্রত্যয়      ঘ) উপসর্গ



৯১. অঠারো বছর বয়সের আছে-

i. আত্মপ্রকাশ করার মনোবৃত্তি

ii. স্বপ্নকথ্যতার রূপ

iii. দুর্বোধ মোকাবেলার অনন্য শক্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i. খ ii. গ iii. ঘ i, ii

৯২. কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণের বিষয়টি-

i. উত্তেজনার

ii. স্থিরতার

iii. বেগ-উচ্চত্বের

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i. খ ii. গ iii. ঘ i, iii.

৯৩. কবি অঠারোকে আহ্বান অনিয়মেছেন-

i. গহীর বলে

ii. অসহায় বলে

iii. ঢালিকা শক্তি বলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i. খ ii. গ iii. ঘ i, ii.

৯৪. দেশ রক্ষার বার্থে-অঠারো বছর বয়সীদের হত্যা করা

নিজদের সম্পর্ক করে-

i. সব মানুষ

ii. সব বাঙালি

iii. সশস্ত্র বাহিনীর সৈনিকরা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i. খ ii. গ iii. ঘ i, ii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৯৫ ও ৯৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

অনিস খুব সাহসী ছেলে। মানুষের বিপদে-আপদে প্রাণ বাজি রেখে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে তার সময়সীমী ছেলেদের নিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছে। কল্যা, যুববিক্রম কিংবা অনিবার্জ শীতে সে তার সংগঠন নিয়ে দুর্বোধপূর্ণ এলাকায় ছুটে যায়। অনিসের হত্যা তরুণেরা ভালো কাজে কখনও পিছু হটে না।

৯৫. অনিসের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে তারুণ্যের -

(i) ইতিবাচক দিক

(ii) নেতিবাচক দিক

(iii) সাহসিকতার দিক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii ও iii গ ii ও iii ঘ i ও iii

৯৬. অনিসের ক্ষেত্রে কোন চরণটি প্রযোজ্য -

(i) অঠারো বছর বয়সে আসে না কাঁদা

(ii) দুর্বোধে হাল ঠিকমতো রাখা যায়

(iii) এসেশের বুক অঠারো আনুক নেমে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ iii ঘ i ও ii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৯৭ ও ৯৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

হাদিশ শ্রেণির ছাত্র হাদিম একটি রাজসৈনিক ছাত্র সংগঠনের সদস্য। সেই সুবাদে অনেকের সাথেই তার ওঠা-বসা। ধীরে ধীরে এক সময় সে সত্যসী ও টানাবাজ হয়ে ওঠে। টানার টাকা ভগ্নাভগ্নি নিয়ে এক সময় সে খুন হয়ে যায়। তার লাশের পাশে পড়ে থাকে একটি চিরকুট। চিরকুটে লেখা, 'বেশি বাড়লে এভাবেই থামতে হয়।'

৯৭. উদ্দীপকের আবহাটা তোমার পঠিত কোন কবিতার প্রতিফলিত হয়েছে?

ক বদভাষা

খ অঠারো বছর বয়স

গ পায়েরি

ঘ আমার পূর্ব বাংলা

৯৮. হাদিমের মধ্যে তারুণ্যের কোন দিকটি ফুটে ওঠেছে?

(i) ইতিবাচক দিক

(ii) নেতিবাচক দিক

(iii) অসহ্য যন্ত্রণার দিক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii ও iii গ ii ও iii ঘ i ও iii

# একটি ফটোগ্রাফ

শামসুর রাহমান

## কবি পরিচিতি

কবি শামসুর রাহমানের কবিতা দেশপ্রেম ও সামাজিক সচেতনতার সচেতক ও মীত। নাগরিক জীবন, মুক্তিযুদ্ধ ও গণ-আন্দোলন তাঁর কবিতায় জুগায়িত হয়েছে বিভিন্ন সংবেদনশীলতার। তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা চল্লিশটিরও বেশি। কবিতা অনুবাদেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ছোট্টদের জন্য কবিতা ও ছড়া রচনাতে তাঁর লাফা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তিনি উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং স্মৃতিকথাও লিখেছেন। সাবাদিকতা পেশার সাথে যুক্ত এই কবি বিভিন্ন সময়ে ‘মর্নিং নিউজ’, ‘দৈনিক বাংলা’ সহ বেশ কিছু পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। প্রায় এক দশক ধরে তিনি ছিলেন ‘দৈনিক বাংলা’র সম্পাদক।



জন্ম : ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় (পৈতৃক নিবাস নরসিংদীর পাড়াটালী গ্রামে)।

মৃত্যু : ১৭ আগস্ট, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায়।

## রচনাবলি

‘এক ফোঁটা কেমন অনল’, ‘প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে’, ‘রৌত্র কন্যাটিতে’, ‘বিফল নীলিমা’, ‘নিজ বাসভূমে’, ‘বন্দী শিবির থেকে’, ‘দুঃসময়ের মুখোমুখি’, ‘কিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা’, ‘বাংলাদেশ বন্দু দেখে’, ‘উজ্জী উটের পিঠে চলেছে বদেহ’, ‘বুক তার বাংলাদেশের হলব’, ‘শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা’ ইত্যাদি।

## উৎস ও পরিচিতি

শামসুর রাহমানের ‘একটি ফটোগ্রাফ’ কবিতাটি নেয়া হয়েছে তাঁর ‘এক ফোঁটা কেমন অনল’ কাব্যগ্রন্থ থেকে। এ কবিতায় সময়ের বিবর্তনে মানুষের হলবানুজ্বতির পরিবর্তনকে তুলে ধরা হয়েছে।

পুত্রের মৃত্যুর তিন বছর পর পুত্রশোকে কাতর পিতা একদিন এক অতিথিকে ঘরের সাদা দেয়ালে কোলানো মৃত পুত্রের ফটোগ্রাফটি দেখিয়ে তার মৃত্যুর ঘটনা বর্ণনা করেন। এ সময় তিনি তার নিরাবেশ, নিরাসক্ত ও নিস্পৃহ শীতল কঠোর গুণে নিজেই চমকে ওঠেন। দীর্ঘদিন পর, এভাবেই পুত্রশোকে তাঁর বুক আবার মোড়ক দিয়ে ওঠে। মাত্র তিনটি বছরের ব্যবধানে তার জনয়ে বয়ে চলা শোকের নদীটি কীভাবে শুকিয়ে চর হয়ে গেছে, তা ভেবে তিনি অবাক হন।

কীভাবে পুত্রশোক তুলে যেতে পারলেন-এই বেদনাময় জিজ্ঞাসা নিয়ে দেওয়ালে কোলানো ফটোগ্রাফটির দিকে তাকান তিনি। কিন্তু দেওয়ালে পুত্রের ছবিতে কেবল নিরতিমান নিস্পন্দক দৃষ্টি।

যে প্রিয়জন একদা ছিল সজীব ও প্রাণবন্ত, মৃত্যুতে তার জীবন্ত অতিক্রম হারিয়ে যায়। দেয়ালের ছবিতে থাকে তার নিরাবেশ অতিক্রম। কিন্তু তার সজীব স্মৃতি থাকে অক্ষর জুড়ে। কালের নিষ্ঠুরতা প্রিয়জনের শোকময় স্মৃতি হল থেকে মুছে ফেলতে চায়, কিন্তু সংবেদনশীল মন থেকে তা কিছুতেই মুছে ফেলতে পারে না।

ছন্দ : কবিতাটি মুক্তক অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। চরণ ৮, ১০ ও ৬ মাত্রার। পর্ব বিন্যাসে বৈচিত্র্য আছে। সর্বত্র চরবাহিতিক মিল রক্ষিত হয়নি। ছন্দের প্রবাহমানতাও সফলীয়।

## শব্দার্থ ও টীকা

সফল : সাদা।

ফটোগ্রাফ : আলোকচিত্র।

- নিম্পূহ : অনাসক্ত।  
 ক্ষীয়মান : ক্রমহ্রাসমান, ক্ষয়িষ্ণু।  
 নিম্পলাক : পলাকহীন।  
 উর্জাঙ্গল : মাকড়সার সুতোয় তৈরি জাল (এখানে 'পুঞ্জীভূত' স্মৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে)।  
 বাজঝাঁই : উচ্চ ও কর্কশ। গায়ক বাজ খাঁ বা বাজ বাহাদুরের কণ্ঠের অনুরণ। (এখানে রক্ষককণি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে)।

□ বানান সতর্কতা

উর্জাঙ্গল, ফটোগ্রাফ, গ্রীষ্ম, দীর্ঘদ্বাল, নিম্পূহ, ক্ষীয়মান, বাজঝাঁই।

□ নমুনা প্রশ্নাবলি □

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ফটোগ্রাফটি সম্পর্কে কে জানতে চেয়েছিলেন?

- ক. প্রতিবেশি                      খ. অতিথি  
 গ. আত্মীয়                      ঘ. বাড়িওয়ালার

২. উর্জাঙ্গল বলতে কবিতায় কী বোঝানো হয়েছে?

- ক. পুঞ্জীভূত স্মৃতি                      খ. উদ্ভূত জাল  
 গ. মাকড়সার জাল                      ঘ. দুঃখ-কাতরতা

৩. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার প্রথম দৃশ্যকটি-

- i. বর্ণনাময়ী  
 ii. সংলাপময়ী  
 iii. চিত্রময়ী

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii                      খ. i ও iii  
 গ. ii ও iii                      ঘ. i, ii ও iii

কবিতাংশটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

"এ যেন সভায় বসে রক্ষককণি,  
 বাক্যহীন পুত্র শোকের।  
 অবিদল অশ্রুধারা-ভিত্তিরা বসলে,  
 যথা তরু, তীক্ষ্ণ শর সারস শরীরে  
 বাজিলে কঁদে নীরবে।"

৪. রক্ষককণি একটি ফটোগ্রাফ কবিতার কোন চরিত্রের  
 প্রতিনিধি?

- ক. অতিথি                      খ. মৃতপুত্র  
 গ. পিতা                      ঘ. বাজ খাঁ

৫. 'পুত্র শোকে বাক্যহীন' এবং 'ক্ষীয়মান শোক'-পুত্রহারা  
 দুই পিতার ভিন্ন অবস্থার কারণ কী?

- ক. বয়সের পার্থক্য                      খ. সময়ের ব্যবধান  
 গ. পেশাগত ভিন্নতা                      ঘ. ভৌগোলিক দূরত্ব

□

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. চিঠিটা তার পকেটে ছিলো

হেঁচকা আর রক্তে ভেজা।

\*\*\*\*\*

মা গড়ে আর হাসে,  
 "তোমার ওপর রাগ করতে পারি।"  
 নারকেলের দিড়ে কোটে,  
 উড়ুকি ধানের মুড়ুকি ভাজে  
 এটা-সেটা আরো কত কি।  
 তবু খোকা যে বাড়ি ফিরবে।  
 ত্রাসে খোকা।

ক. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতাটি কার লেখা?

খ. কবিতায় 'বাজখাঁই' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. অনুচ্ছেদের চিহ্ন এবং 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার ফটোগ্রাফের সাযুজ্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ. প্রতীক্ষারত মা এবং পুরহারা পিতার অনুভূতির তুলনা কর।

২. একটি দলিল খুঁজতে গিয়ে আজম সাহেবের চোখে পড়ে জাঁপ-মলিন সার্টিফিকেটটি। তাঁরই ছেলে মুকুলের এসএসসি পাশের সনদ; যে মারা গেছে সত্যক দুখ্‌তিনায় বছর পাঁচেক আগে। তখন সবাই ভেবেছিলো এতো আদরের পুত্র হারাবার শোক সহ্য করতে পারবেন না আজম সাহেব। কিন্তু সময়ের হাত ধরে স্মৃতির জালালা থেকে দূরে সরে গেছে মুকুলের মূখ। মৃত পুত্রের সার্টিফিকেটটি অকেজো খিবেচলার মুহুর্তে ফেলে দেন আজম সাহেব।

ক. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতাটি কোন ছন্দে লেখা?

খ. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার পুত্রের মৃত্যুর প্রেক্ষাপটটি বর্ণনা কর।

গ. আজম সাহেব এবং একটি ফটোগ্রাফ কবিতায় পুত্রহারা পিতার মাঝে কী বৈপরীত্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'সময়ের হাত ধরে স্মৃতির জালালা থেকে দূরে সরে গেছে মুকুলের মূখ' আজম সাহেবের এই অনুভূতির আলোকে কবিতাটির ভাববস্ত্ত বিশ্লেষণ কর।



### ✱ সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

১. নিজের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত অবস্থায় ক্যাপ্টেন মিলন আইজরিকোস্টে মাওয়ায়া বাবা মুকিম সাহেব খুবই পুশি হল। প্রতি সন্ধ্যাই মিলন সেখান থেকে মা-বাবা ও স্ত্রী-সন্তানদের সাথে যোগাযোগ করত। আইজরিকোস্টের পরিবেশ পরিস্থিতির খবরা-খবরও জানাতো সে। ওখান থেকে সে বেশ কয়েকটি ছবিও পাঠিয়েছিল। ছেলের পাঠানো ছবি দেখে বাবা বিস্ময়ে অভিভূত হতেন। হঠাৎ একদিন খবর এলো মিলন আর নেই। তারপর অনেক দিন কেটে গেছে। মিলনের মৃত্যুর পর চার বছর পেরিয়ে গেছে। বাবা আজো ছেলেকে ভুলতে পারেন নি। আজও তিনি বুকে পাখর তেপে বেঁচে আছেন। মাঝেমধ্যেই ছেলের ছবি দেখে তিনি তুকরে তুকরে কেঁদে ওঠেন।

ক. সফেন দেয়ালে কী ছিলো?

খ. 'ক্ষীয়মান শোক' বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

গ. মুকিম সাহেবের সঙ্গে 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় উল্লিখিত পিতার সম্পর্ক নিরূপণ কর।

ঘ. 'সময়ের বিবর্তনের ফলে মানুষের মনের পরিবর্তন ঘটে'- মন্তব্যটি উদ্দীপক ও 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ করো।

### ১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) সফেন দেয়ালে ছিলো একটি শান্ত ফটোগ্রাফ।

খ) 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় উল্লিখিত পিতা এক সময় তার পুত্রশোক খুবই কাঁদত ছিলেন। কিন্তু পুত্রের মৃত্যুর তিন বছর পর আশঙ্কক অতিথিকে পুত্রের মৃত্যুর কথা অবলীলায় বলতে পেলে তিনি অনুভব করলেন, সময়ের ব্যবধানে তার কলহের শোকে নদীটি যেন শুকিয়ে রক্ত চরে পরিণত হয়েছে। মূলত মানুষের জীবনে কোনো শোকই দীর্ঘদিন সমানভাবে জিয়াশীল থাকে না। সময়ের ব্যবধানে ক্রমশ তা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যায়। 'ক্ষীয়মান শোক' বলতে এখানে এ কথাটিই বুঝানো হয়েছে।

গ) শামসুর রাহমান রচিত 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় সন্তানহারা এক পিতার সন্তান বাৎসর্যের পরিচা পাওয়া যায়। কবিতায় উল্লিখিত সন্তান হারানো পিতার সঙ্গে উদ্দীপকের মুকিম সাহেবের মিল রয়েছে।



## একটি ফটোগ্রাফ

উদ্দীপকের মুকিম সাহেব ও কবিতায় উল্লিখিত পিতা উভয়েই সন্তানহারা। কবিতায় উল্লিখিত পিতা তিন বছর পূর্বে তাঁর ছোট ছেলেকে হারিয়েছেন যার মৃত্যু ঘটেছিল পুকুরে ডুবে। অন্যদিকে মুকিম সাহেবের পুত্র বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত অবস্থায় আইজরিকোস্টে মারিফ পাশনকালে মারা যান। সন্তানদের অকাল মৃত্যু তাঁদের দুজনকেই শোকাহত করে। কালের নিষ্ঠুরতা কবিতায় উল্লিখিত পিতার মন থেকে সন্তান হারানোর শোক ক্ষীরমাল্য করে দিয়েছে। তাই তো বাড়িতে আসা অতিথির কাছে নির্বিকার ভিত্তে তিনি তার সন্তানের মৃত্যুর ঘটনা বর্ণনা করেতে পেরেছেন। মুকিম সাহেবেরও একই অবস্থা। তার বছরের ব্যবধানে পুত্র হারানোর শোক তুলতে না পারলেও শোকের সেই তীব্রতা কিন্তু নেই। তাই সন্তান হারানোর বেমনাকে তিনি বুকে পাখর চাপা দিয়ে রাখেন আর প্রকাশ্যে চোখের জল না ফেলে সন্তানের ছবি দেখে মাঝে-মাঝে ডুকরে ডুকরে কাঁদেন। এনিক থেকে তারা দুজন একই মানবানুভূতিকে ধারণা ও লাগন করছেন।

ঘ) পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় কষ্ট পিতার কাছে পুত্রের দাশ। পিতার স্নেহ, ভালোবাসা এক সময় সন্তানের মৃত্যুর কাছে পরাজয় বরণ করে। কোনো বাবা তার সন্তানের মৃত্যুকে সহজে মেনে নিতে পারেন না। এই সত্যটিই তুলে ধরা হয়েছে ‘একটি ফটোগ্রাফ’ কবিতা ও আলোচ্য উদ্দীপকে।

কবিতায় উল্লিখিত পুত্রশোক পিতা তিন বছর পর হঠাৎ তার হারানো পুত্রের স্মৃতিকে ব্যক্ত করেছেন আপাত অতিথির কাছে। ঘরের সাদা দেয়ালে ফটোগ্রাফের মধ্যে যে ছবি আছে তা বেন বারবার পিতাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে গ্রীষ্মের কাক ডাকা দুপুরে কীভাবে পুত্রকে হারিয়েছেন। মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে তার শোক কীভাবে এতটাই স্থিরমাল্য হয়ে গেছে এই ভেবে পিতা অবাক হয়ে গেছেন। যে সন্তান এক সময় ছিল সজীব, প্রাণবন্ত সে আজ নিখর নিভর একটি ফটোগ্রাফের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণভাবে তার অতিকৃত প্রকাশ করছে। মৃত্যুতে তার জীবন্ত অতিকৃত হারিয়ে গেলেও অন্তর জুড়ে রয়েছে তার স্মৃতি। তবে তাও ক্রমশ ক্ষীরমাল্য হয়ে ওঠছে।

‘সময়ের বিবর্তনের ফলে মানুষের মনের পরিবর্তন ঘটে’ কবিতার মতো আলোচ্য উদ্দীপকেও এ মন্তব্যটির সত্যতা ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকের মুকিম সাহেবের একমাত্র পুত্র মিলন আইজরিকোস্টে গিয়ে মারা গেছেন। সন্তানের এ অকাল মৃত্যু আজও তিনি মেনে নিতে পারেন নি। সন্তানের বিরোধ বাধা ক্রমশ ক্ষীরমাল্য হলো ও অন্তর থেকে আজও তার স্মৃতি মুছে ফেলাতে পারেন নি। আসলে কোনো মানুষই এটা পারেন না। এটাই মানব ধর্ম। স্বজনদের হারিয়ে তারা যেমন শোকে আশুত হয়, তেমনি সময়ের ব্যবধানে সেই শোকের তীব্রতা কমেও আসে। কিন্তু হৃদয় থেকে সেই শোকের দাশ কখনোই পুরোপুরি মুছে যায় না। চিরদিন তা ক্ষীণ প্রদীপ শিখার মতো জ্বলতে থাকে।

## ২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বীর মুক্তিযোদ্ধা কবির হোসেন মহল মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন। তাঁর স্ত্রী নাদিয়া খানম তার কসার ঘরের দেয়ালে বামীর একটি ফটোগ্রাফ টাঙিয়ে রেখেছেন। কবির সাহেবের দুই ছেলে মুহিত ও সজীবের অহংকার তাঁদের বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা। দেশের স্বাধীনতার জন্য বীরের মতো তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন। তারা যখন কারও কাছে বাবার বীরত্ব নিয়ে গল্প করে, তখন তাদের মধ্যে কোনো শোক বা কষ্টের ছাপ থাকে না।

ক. সন্তান কিসের ভেতর থেকে নিষ্পলক চেয়ে থাকে?

খ. পিতার বুক চিরে কেন দীর্ঘশ্বাস বের হয়নি?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ফটোগ্রাফের সকে ‘একটি ফটোগ্রাফ’ কবিতায় উল্লিখিত ফটোগ্রাফের তুলনা কর।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ‘একটি ফটোগ্রাফ’ কবিতায় বিদ্যুৎ পিতৃশোকের বরণ বিদ্রোহ কর।

## ২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) সন্তান হ্রেমের ভেতর থেকে নিষ্পলক চেয়ে থাকে।

খ) শামসুর রাহমানের ‘একটি ফটোগ্রাফ’ কবিতায় উল্লিখিত পিতা একদিন পুত্রের অকাল মৃত্যুতে গভীর শোকে আচ্ছন্ন ছিলেন। অথচ পুত্রের মৃত্যুর মাত্র তিন বছর পর তিনি এ শোকাহত দুঃস্বাদাঢাট অত্যন্ত নিষ্পৃহ ও নিরাবেগ কণ্ঠে অতিথিকে বর্ণনা করেন।

## একটি কটোয়াক

মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে তাঁর জন্মে বয়ে চলা শোকের নদীটি শুকিয়ে এমন রক্ত চরে পরিণত হয়েছে যে, সন্ধানের মৃত্যুসংবাদ পরিবেশনকালে তাঁর বুক চিরে সামান্য দীর্ঘশ্বাসও বের হয়নি। মূলত সময়ের ব্যবধানে শোকের তীব্রতাহ্রাসের চিরন্তন বাস্তবতার কারণেই এমনটি হয়েছে।

গ) 'একটি কটোয়াক' কবিতায় কবি শামসুর রাহমান মৃত পুত্রের ছবিকে কেন্দ্র করে পিতার অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। উদ্দীপকেও একটি ছবিকে কেন্দ্র করেই অনুভূতির জ্ঞাপন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের সঙ্গে 'একটি কটোয়াক' কবিতার তুলনা করলে দেখা যায় যে, দুটি ঘটনাই ছবি বা কটোয়াককে কেন্দ্র করে। তবে কটোয়াক দুটির তুলনা করলে দেখা যায় কবিতার ফটোয়াকটি কবিতায় বর্ণিত পিতার, পুত্র তিন বছর আগে পানিতে ডুবে মারা যায়। উদ্দীপকের নাদিয়া খানমের মৃত 'বামি মিনি মহাল মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। কবিতায় দেখতে পাই ফটোয়াকটির পরিচয় দিতে গিয়ে পিতা তাঁর পুত্রের মৃত্যুর ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন অকলীল্য। সময়ের বিবর্তনে এ কথাগুলো বলতে গিয়ে তাঁর কণ্ঠস্বর একটুও কাঁপে নি; বুক কেটে দীর্ঘশ্বাসও বের হয়নি। অথচ প্রাণাধিক পুত্রের জীবিত অবস্থায় তার মৃত্যুর কথা কল্পনাতেও ভাবতে পারতেন না তিনি। উদ্দীপকের নাদিয়া খানম অতি যত্নে তাঁর 'বামির' ছবিটি বসার ঘরের দেয়ালে টানিয়ে রেখেছেন। তাঁর ছেলেকে অহংকার তাদের পিতা মুক্তিযোদ্ধা। অন্যদের কাছে তারা এমন স্বাভাবিকভাবে বাবার বীরত্বের কথা বলে যে, তাদের কথা শুনে মনে হবে এখনো তিনি জীবিত আছেন। তাঁর জন্য তাদের মধ্যে কোনো শোক বা কষ্ট নেই। মূলত উদ্দীপক এবং কবিতার দুটি ফটোয়াক একটি সত্যকেই তুলে ধরে, শোক বহনই তীব্র হোক সময়ের ব্যবধানে ক্রমশ তা ক্ষয় হতে থাকে। তবে নিষ্ঠুর সময় মানুষের জন্ম থেকে হিরাজন হারানোর শোক ও 'স্মৃতিকে মুছে ফেলাতে চাইলেও সম্পূর্ণভাবে কখনোই তা পারে না।

ঘ) কবি শামসুর রাহমানের 'একটি ফটোয়াক' কবিতায় মৃত পুত্রের ব্যাপারে পিতার যে আত্মগ প্রকাশ পেয়েছে উদ্দীপকের সজীব ও মুহিতের মধ্যেও তাদের পিতার ব্যাপারে সেই একই ধরনের আত্মগ প্রকাশ পেয়েছে। তবে সন্ধানের মৃত্যু হলে তার অন্য পিতার মধ্যে যে অজর্বেদনা কাজ করে পিতার মৃত্যুতে সন্ধানের মধ্যে তা দেখা যায় না। এজন্য বলা হয়, পৃথিবীতে সবচেয়ে জরী বন্ধ হচ্ছে পিতার কাঁধে সন্ধানের লাশ। তাই কবিতার পিতা ও উদ্দীপকের সজীব ও মুহিতের মধ্যে আত্মজিজ্ঞাসাগত কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। এখানে উভয় ক্ষেত্রে হিরাজনের 'স্মৃতিচারণ' দেখা গেলেও শোকের কাঁদুরতা দেখা যায়নি। মূলত সময়ের ব্যবধানেই এটা সঙ্গম হয়েছে।

উদ্দীপকের নাদিয়া খানম অতি যত্ন করে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা 'বামির' ছবিটি বাঁধিয়ে দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছেন। তাঁর ছেলেকে মারা পিতার জন্য গর্ববোধ করে এবং অন্যদের কাছে নিরাসক্তভাবে অকলীল্য পিতার বীরত্ব অথবা মৃত্যুর কাহিনী বলে যায়। এ সময় কোনো শোকই যেন তাদের 'স্পর্শ' করে না। অন্য দিকে 'একটি কটোয়াক' কবিতায় অতিথির লাগে কথোপকথনে চমকে যাওয়া পিতাকে দেখা যায় মৃত পুত্রের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে 'স্মৃতি রোমন্থনের মাধ্যমে বেদনার বিহ্বল' হতে। মাত্র তিন বছর পূর্বে পানিতে ডুবে মারা যায় তাঁর ছেলে। ছেলের মৃত্যুর পর তাঁর নিকট জীবন অসহনীয় মনে হয়। সান্ত্বনার সব ভাষাই তক্ত হয়ে যায় সে বেদনার সামনে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে দুঃসহ শোকও এক সময় সহনীয় হয়ে আসে। এমনকি দিনে দিনে তার তীব্রতা ক্রমশ কমে আসে। এভাবেই সংবেদনশীল মানব জন্ম থেকে সময় তার হিরাজন হারানোর শোক ঝুলিয়ে দিতে চায়। কিন্তু পারে না। সময়ের ব্যবধানে শোকের তীব্রতাহ্রাস গেলেও মানবমন থেকে হিরাজন হারানোর বেদনা কখনোই একবারে কিলীন হয়ে যায় না। এটাই জগতের নিয়ম। এ কারণেই মানুষ পৃথিবীতে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতে পারে।

৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

পণি মিয়া একজন দরিদ্র কৃষক। অতি কষ্টে একমাত্র ছেলে রিপনের পড়ালেখার খরচ চাণিয়েছেন। ছেলেও ছিল মেধাবী। এসএসসি ও এইচএসসিতে জিপিএ-এ পেয়ে ভর্তি হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছেলেকে নিয়ে পণি মিয়ার অনেক স্বপ্ন। ছেলে মানুষের মতো মানুষ হবে, সংসারের হাল ধরবে, পণি মিয়ার পরিশ্রম সার্থক হবে। কিন্তু ক্যাম্পাসে দুপক্ষের আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে গোলাগুলির ঘটনা ঘটলে ক্রসকারারে নিহত হয় রিপন। সব স্বপ্ন শেষ হয়ে যায় পণি মিয়ার। তার কাছে ছেলে এখন শুধুই 'স্মৃতি'।

ক. কত বছর আগে ছেলেটি গ্রামের পুকুরে ডুবে গিয়েছিল?

খ. সময়ের ব্যবধানে মানুষের শোক ড্রান হয়ে যায় কেন?

গ. উম্মীপকের আবহের সঙ্গে 'একটি কট্টোছাফ' কবিতার কোন দিকটির মিল পাওয়া যায়? বর্ণনা কর।

ঘ. 'একটি কট্টোছাফ' কবিতার বিষয়বস্তুর ভিন্নমাত্রিক বহিঃপ্রকাশ ঘটিছে উম্মীপকে- বিশ্লেষণ কর।

### ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) তিন বছর আগে ছেলেটি গ্রামের পুকুরে ডুবে গিয়েছিল।

খ) প্রকৃতির নিয়মেই সময়ের ব্যবধানে মানুষের শোক ড্রান হয়ে যায়। 'একটি কট্টোছাফ' কবিতার পিতা এক সময় পূজ হারানোর বেদনায় কাতর ছিলেন। কিন্তু তিন বছর পরে আশত অতিথির প্রশ্নের উত্তরে সেখানে পুজের কট্টোছাফের দিকে নির্বিকার দৃষ্টিতে তাকিয়ে পুজের মৃত্যুর কবীনা করেছেন তিনি। অতিথি বিনায়েতের পর পুজের কট্টোছাফটির সামনে ঈর্ষিয়ে তিনি আত্মজিজ্ঞাসায় মেতে উঠেন। এই অল্প সময়ের ব্যবধানে কীভাবে তার পূজশোকের দুঃসহ বহন্য এতোটা ড্রান হয়ে গেলে তা ভেবে তিনি অবাক হন। মূলত প্রাকৃতিক নিয়মেই সময়ের ব্যবধানে মানুষের শোক এভাবে ড্রান হয়ে যায়।

গ) সাপ্লিক কবি শামসুর রাহমানের 'একটি কট্টোছাফ' কবিতার সঙ্গে উম্মীপকের আবহের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। উভয়ক্ষেত্রেই সজ্ঞানকে নিয়ে বপ্ত্র দেখা এবং বপ্ত্রজন্মের বিষয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'একটি কট্টোছাফ' কবিতার আমরা দেখতে পাই, পিতা তার সজ্ঞানের ভবিষ্যৎ নিয়ে বপ্ত্র দেখেছেন, স্বপ্নের উপাঙ্গল হুনেছেন। কিন্তু মৃত্যু নামক কঠিন বাস্তবতা পিতার সেই উপাঙ্গলকে ছিঁড়ে ফেলেছে চিরতরে। এখন ছেলে শুধু হ্রসবে আবদ্ধ একটি ছবি।

অপরদিকে, উম্মীপকে গরিব কৃষক গণি মিয়ার কট্টের সাংসারে একমাত্র আশার প্রতীক তার ছেলে। শত কট্টেও ছেলের দেখাপড়া চলিয়েছেন গণি মিয়া। ছেলেকে নিয়েই তার যত বপ্ত্র-সাধ। ছেলে মানুষ হবে, সাংসারের হাল ধরবে, দুঃখ মুচবে তার, সার্থক হবে তার পরিশ্রমের। কিন্তু সজ্ঞানীদের ওলিতে এক নিমিষেই গণি মিয়ার বপ্ত্র ভেঙে যায়। তার ছেলে এখন শুধুই 'স্মৃতি'।

ঘ) বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান কবি শামসুর রাহমানের 'একটি কট্টোছাফ' কবিতায় একজন পিতার সজ্ঞানের মৃত্যুশোকের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

'একটি কট্টোছাফ' কবিতায় একটি ছবিকে খিঁচি অতিথির নিকট একজন পিতার কঠে সজ্ঞান হারানোর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সেখানে টাঙানো ছবিটি দেখিয়ে পিতা জানান তার ছেলে এখন মৃত। কিন্তু পিতার নিরাসক্ত, নিরবেশ কঠ পিতাকে আহত করে। তিনি ভাবতে থাকেন কী করে ছেলের মৃত্যুশোকের নদী তবিয়ে পেল। অপরদিকে উম্মীপকের গণি মিয়ার কাছে পুজের মৃত্যু এখনো অতীত হয়ে যায়নি। পূজকে নিয়ে যে বপ্ত্র দেখতেন, এখন সেগুলো তার কাছে 'স্মৃতি' মাত্র।

সবশেষে কলা যায়, উম্মীপক এবং 'একটি কট্টোছাফ' কবিতার মূল সুর একই। কবিতায় পিতার পূজশোক সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু গণি মিয়ার ক্ষেত্রে তার অন্তরের পরিবর্তনের বিষয়টি আলোচিত হয়নি।

৪. নিচের উম্মীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

কতি ঢাকার একটি কুলের গণম শ্রেণির ছাত্র। গ্রীষ্মের ছুটিতে সে পিতা-মাতার সাথে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যায়। একদিন অল্প দুপুর কোয়ার কতি তার চাচাত ভাইয়ের সাথে কলার জেলার ভেঙ্গে পুকুরে ফুটে থাকা লালপদ্ম ফুলতে যায়। ইতঃ পাঁ পিছলে পড়ে গিয়ে সে দ্রুত পানিতে তলিয়ে যায়। চাচাত ভাই এর চিকিৎসার লোকজন যতক্ষণে তাকে পানি থেকে তোলেন ততক্ষণে সে মারা যায়।

ক. ছেলেটি কোথায় ডুবে যায়?

খ. পিতা নিজের কষ্টের গনে নিজেই চমকে উঠলেন কেন?

গ. উম্মীপকের কতির মৃত্যু ফলে 'একটি কট্টোছাফ' কবিতার ছেলেটির মৃত্যুর প্রতিচ্ছবি- ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উম্মীপকটিতে 'একটি কট্টোছাফ' কবিতার বিষয়বস্তুর পরিপূর্ণভাবে প্রতিচ্ছবি হারানি- বিশ্লেষণ কর।

## ৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) ছেলেটি ধামের পুকুরে ডুবে যায়।

খ) শামসুর রাহমান রচিত 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় সন্তানহারা এক পিতার সন্তান বাৎসর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সন্তানের মৃত্যুর সংবাদ স্বাভাবিক ভাবে বলতে পারায় পিতা চমকে ওঠেন। তিন বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করা পুত্রের স্মৃতিকে তিনি অন্তরে ধারণ করে আছেন। কিন্তু এক সময় এ শোকের যে তীব্রতা ছিল তা যেন আজ অনেকটাই কমে এসেছে। এ কারণেই আশাত অতিথির প্রবেশে উত্তরে তিনি অনেকটা নির্বিকার ভিত্তে পুত্রের মৃত্যুর ঘটনা বর্ণনা করতে পেরেছেন। পুত্রের মৃত্যুর সেই কল্মশতম ঘটনা এতো শীতল ও স্বাভাবিকভাবে বলার কারণেই তিনি তার নিজের কষ্টবশ ভনে নিজের চমকে উঠেন।

গ) কবি শামসুর রাহমান রচিত 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় পুত্রহারা এক পিতৃহৃদয়ের মন্দীভূত শোকানুভূতির প্রকাশ ঘটছে। তিন বছর আগের কোনো এক কাক-ডাকা গ্রীষ্মের দুপুরে পুকুরের পানিতে ডুবে এক অগাধত পিতার ছোট ছেলে মারা যায়। ছেলের এ অকাল মৃত্যু বাবার হৃৎকাতর মন কখনো মেনে নিতে পারেনি। ফলে উর্দাঙ্গল কুনে অর্বাচ ছেলের স্মৃতিকাতর হয়ে পিতার দিল কাটতে থাকে। সময়ের ব্যবধানে এ শোকের তীব্রতা মন্দীভূত হয় এবং পিতা ধীরে ধীরে পুত্রের স্মৃতির প্রবরতা ছুলে যেতে থাকেন।

কবির মৃত্যু 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার ছেলের মৃত্যুর কথাই মনে করিয়ে দেয়। কচি শৈশব বয়সের উচ্ছলতার তার চাচাতো ভাইয়ের সাথে পদ্মকুল তুলতে গিয়ে পানিতে ডুবে মারা যায়। এতে তার পিতা-মাতার কষ্ট পাওয়াই স্বাভাবিক। এতে করে কলতে পারি- কবির মৃত্যু ও কবিতার বর্ণিত ছেলের মৃত্যু একই রকম যজ্ঞনা সৃষ্টি করেছে।

ঘ) কবি শামসুর রাহমান রচিত 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় উল্লিখিত পিতা মাত্র তিন বছর পূর্বে মৃত পুত্রের ফটোগ্রাফ দেখিয়ে নিরাসক্ত কণ্ঠে অতিথিকে পুত্রের মৃত্যুর ঘটনা বলে যাওয়ায় আশাতসূচিতে তাকে নিরবেশ বলেই মনে হয়। কিন্তু নিষ্পূহ শীতল কণ্ঠে সংবাসের মতো করে ঘটনাটি বলার পর তাঁর তীব্র অনুশোচনা প্রকাশ এ ধরনাকে মিথ্যা প্রমাণ করে। দেয়ালে টানানো মৃত পুত্রের ফটোগ্রাফের সামনে বাঁকির তীব্র আত্মদ্বন্দ্বি তাঁর সন্তানবাসল্য এবং পতীর পুত্রশোকেরই বিহ্বলপ্রকাশ। এ বিষয়গুলোই কবিতায় ব্যক্ত করা হয়েছে।

উদীপকে বার সবটুকু আসেনি। উদীপকে কবির মৃত্যুর বিষয়টি সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু পিতৃহৃদয়ের শোক বা যজ্ঞনা পরিব্যস্ত হয় নি। কবিকে নিয়ে পিতা-মাতা গ্রীষ্মের ছুটিতে ধামের বাড়িতে বেড়াতে যান। সেখানেই ঘটে যায় এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। পানিতে ডুবে অকাল মৃত্যু হয় কবির।

কবিতার বিষয় আরও বিস্তৃত। উদীপক বার একটি অংশ ধারণ করেছে মাত্র।

৫. নিচের উদীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আমেরিকায় দশ বছর প্রবাস জীবন শেষে দেশে ফিরেছেন জামিল আহমেদ। স্ত্রী আর দুই সন্তান নিয়ে আলোহি ছিলেন সেখানে। ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেষ হওয়া মাত্রই মাটির টানে দেশে ফিরেছেন। বাড়ির কলার ঘরের দেয়ালে কুলাচো ছোট একটি শিতর ছবি তার মনটাকে বিহ্বল করে দিল। ছবিটি তার বড় ছেলে মনোয়ারের। যাকে তিনি প্রায় কুলাচোই বসেছেন। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে সে মারা যায়।

ক. কাকে দেয়ালের সফল ফটোগ্রাফটি দেবানো হয়েছিলো?

খ. কেন, কল গলা কীপল না? - ব্যাখ্যা কর।

গ. উদীপক ও 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় বর্ণিত শিশু হৃদয়ের অবস্থার মধ্যকার মিলগুলো তুলে ধর।

ঘ. কালের গুরুতর প্রিয়জনের শোকময় 'স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলাতে চায়, কিন্তু পায় না।'- উদীপক ও 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার আলোকে উক্তিটির সার্থকতা বিচার কর। <http://zoaddar.org>

## ৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) জিজ্ঞাসু অতিথিকে দেয়ালের সফেদ ফটোগ্রাফটি দেখানো হয়েছিলো।

খ) অতিথিকে সন্তানের মৃত্যু সংবাদ কলতে গিয়ে শামসুর রাহমানের 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার প্রধান চরিত্র পিতার গলা কাঁপানো না। পিতা তার আশঙ্কক জিজ্ঞাসু অতিথিকে দেয়ালে টাঙানো ফটোগ্রাফটি দেখিয়ে পুত্রের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেন। তিন বছর আগে এক কাক-ডাকা গ্রীষ্মের দুপুরে গ্রামের পুকুরে ডুবে তার ছোট পুত্রটি মারা গিয়েছিল। মৃত্যুর পর বাস্তবিকভাবেই পিতা পজীর শোকে আচ্ছন্ন ছিলেন। কিন্তু তিন বছর পর সে ঘটনা তিনি সম্পূর্ণ নিরাবেগ ও নিরাসক্ত কণ্ঠে বলে যাচ্ছেন। সেই শোকবহ ঘটনা কর্তব্যে গিয়ে তার বুক চিরে কোনো দীর্ঘশ্বাস বের হচ্ছে না। এমনকি গলা বা কণ্ঠস্বরও কাঁপছে না। সময়ের ব্যবধানে তার এ শোকের তীব্রতা, হ্রাসের বিষয়টিই গলা না কাঁপার ভেতর দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে।

গ) বাংলাদেশের প্রবাল কবি শামসুর রাহমানের 'একটি ফটোগ্রাফ' একটি অনবদ্য সৃষ্টি। পুত্রের মৃত্যুর বহুশয় কাতর বাবার শোকের মাত্রা সময়ের ব্যবধানে কমে যাওয়া, অতিথিকে আবেগহীনভাবে পুত্রের মৃত্যুর কাহিনী কলতে পারা এবং পরক্ষণেই আহতভাবে দক্ষীভূত হওয়ার মধ্য দিয়েই বর্ণিত হয়েছে একটি ফটোগ্রাফ কবিতার কাহিনী। পুত্রের মৃত্যুর তিন বছর পরই পুত্রের মৃত্যুর কাহিনী জিজ্ঞাসু অতিথিকে অবলীলায় কলতে পারায় পিতা নিজের নিজের প্রশ্নে প্রশ্নবদ্ধ হয়েছেন। যে ছেলেকে নিয়ে তিনি যশু দেখেছেন ভবিষ্যতের, তিন বছরের ব্যবধানে পিতার সেই আবেগে কমে গেছে। অতিথির কাছে পুত্রের মৃত্যুর খবর জানতে তিনি আবেগান্বিত হন নি। উদ্দীপক ও 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় বর্ণিত পিতৃ-হৃদয়ের অবস্থার মধ্যে বসন্ত সাদৃশ্যই পরিলক্ষিত হয়। 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার পিতার মতোই জমিল সাহেবও তার পাঁচ বছর বয়সে মারা যাওয়া সন্তানের কথা ভুলতে বসেছেন। প্রবাল জীবনেও এ সন্তানের কথা মনে পড়ে নি। আজ দেয়ালে ঝুলানো ছবিটি তাকে তার ছেলের কথা মনে করিয়ে দেয়।

ঘ) দাপটিক কবি শামসুর রাহমানের 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, প্রিয়জন হারানোর শোক সময়ের বিবর্তনে ক্ষয়মান হয়, কিন্তু সবেদনশীল মানব মন থেকে তা কখনোই একেবারে মুছে যায় না।

'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতাটি পাঠ করে আমরা অনুধাবন করতে পেরেছি, মৃত সন্তানের স্মৃতি পিতার মন থেকে কখনোই মুছে যায় না। তিন বছর আগে ছোট ছেলে গ্রীষ্মের পুকুরে ডুবে মারা গেছে- কবিতা পিতা আশঙ্কক অতিথিকে কলতে পারলেও পিতার মনে প্রশ্ন জেগেছে- কী করে তিনি নিরাবেগ কণ্ঠে তা কলতে পারলেন? ছেলে মরে গেলেও পিতার স্মৃতিতে সে জন্মিত, হয়তো সে স্মৃতি আজ মলিন প্রায়। অনুরণভাবে, জমিল আহমেদ গ্রী-সন্তান নিয়ে দশ বছর আমেরিকায় বাস করেছেন। পাঁচ বছর বয়সে মারা যাওয়া তার বড় ছেলে মনোয়ারের কথা প্রত্যাহিক জীবনে তার চেতন মনে পড়েন। কিন্তু দেয়ালে ঝুলানো ছবিটি নিমিষেই জমিল আহমেদের মনকে বিধ্বস্ত করে দেয়। পুরাতন স্মৃতি হুকে রক্তক্ষরণ ঘটায়। তাই কলা যায়, উজ্জ্বলি যথার্থ। সবেদনশীল মন থেকে প্রিয়জনের স্মৃতি কখনই মুছে ফেলা যায় না।

৬. নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



ক. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার পিতার কত বছর উর্দা জাল বুনে কেটেছে?

খ. কাক ডাকা গ্রীষ্মের দুপুরে কলতে কী বুঝানো হয়েছিল?

গ. উদ্দীপকের চিত্রটি 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার প্রতিনিধিত্ব করছে - ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'ব্রহ্মের ভেতর থেকে আমার সন্তান চেয়ে থাকে নিম্পলক, তার চোখে নেই রাগ কিংবা অভিমান।' - উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

## ৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় পিতার তিন বছর উর্দা জাল বুনে কেটেছে।

## একটি ফটোগ্রাফ

খ) 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার কবি শামসুর রাহমান একজন পিতার অকলম্বৃত কিশোরপুত্রের একটি ফটোগ্রাফকে কেন্দ্র করে মানবজীবনের এক করণ কাহিন্যকে তুলিয়ে তুলেছেন। এ পুত্রটি কাক-ডাক্ষা গ্রীষ্মের দুপুরে গ্রামের পুকুরের পানিতে ডুবে মারা যায়। গ্রাম বাংলায় কাক-ডাক্ষা দুপুর একটি অগুপ্ত ইঙ্গিত হিসেবে বিবেচিত। পুত্রের মৃত্যুর ঘটনাটি যেন সেই অগুপ্ত ইঙ্গিতকেই বহন করছে। আর এই অগুপ্ত ইঙ্গিতের কথা বুঝতেই কবিতার কাক-ডাক্ষা গ্রীষ্মের দুপুর কথটি ব্যবহার করা হয়েছে।

গ) আধুনিক কবি শামসুর রাহমান এর 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় সময়ের আবর্তনে ব্যক্তিমনের পরিবর্তন এবং সেই শোকের প্রতি মানুষের সংবেদনশীলতা প্রকাশ পেয়েছে।

'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় একজন পিতা অভিধির কাছে অত্যন্ত সহজে তাঁর ছোট ছেলেটির মৃত্যুকবিতা বলে পেলেন। এ কাহিনী বলতে গিয়ে তাঁর গলা একটুও কাঁপেনি। বুক চিরে একটি দীর্ঘশ্বাসও বের হয় নি। চোখ দুটোও ছাড়া করে ওঠেনি। পিতা তাঁর নিজের নির্লিপ্ত নিরাবেশ কণ্ঠস্বর শুনে নিজেরই চমকে উঠলেন। মাত্র তিনটি বছরের ব্যবধানে নিজ পুত্রের মৃত্যুটা কখন ধবরে পরিণত হয়েছে তা তিনি খেয়ালই করেন নি। কে যেন তার শোকের নদীতিকে রক্ষা করে পরিণত করে দিয়েছে। পিতার কাছে যে পুত্র একদা ছিল সজীব ও প্রাণবন্ত; মৃত্যুর তার জীবন্ত অস্তিত্ব হারিয়ে যায়। সেয়ালের ছবিতে থাকে পুত্রের নিরাবেশ ছিন্ন অস্তিত্ব। কালের নিষ্ঠুরতা পুত্র হারানোর শোকময় স্মৃতিকে পিতার মন থেকে মুছে ফেলতে চায়; কিন্তু সংবেদনশীল পিতৃহৃদয় থেকে তা কিছুতেই মুছে ফেলা যায় না।

সময়ের ব্যবধানে শোকের বেদনা কখনোই বিলীন হয়ে যায় না। সাময়িকভাবে এ বেদনা ক্রিমিত হয়ে থাকে মাত্র। পিতৃহৃদয় পুত্র হারানোর বেদনা কখনো মুছে ফেলতে পারে না। এ বেদনা ক্ষুধারার মতো পিতার অন্তরে প্রবাহিত হয়।

ঘ) কবি শামসুর রাহমান তাঁর 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় সেয়ালে টানানো মৃত পুত্রের ছবির মাধ্যমে পিতৃহৃদয় তথা মানবমনের এক গভীর সত্যকে তুলে ধরেছেন।

একজন পিতা তিন বছর পূর্বে তাঁর ছোট ছেলেকে হারিয়েছেন। ছেলেটি এক কাক ডাক্ষা দুপুরে গ্রামের পুকুরে ডুবে মারা যায়। শাব্দ সেয়ালে স্বেদে বাঁধানো ছেলেটির একটি ফটোগ্রাফ কোলানো আছে। ব্যক্তিতে এক অভিধি এলে কুশল বিনিময়ের পর পিতা তার কাছে ছবির ছেলেটির মৃত্যুর ঘটনাটি অবলীলায় বলে পেলেন। অত্যন্ত সহজে তিনি ঘটনার কবিতা লিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর একবারও কাঁপল না; বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাসও বেরিয়ে এলো না; তার চোখ দুটো একটুও স্নানুল করে উঠল না। নিজের মধ্য পুত্র শোকের এ 'ঈশ্বরতা'ব্রাসের ব্যাপারটা তাঁকে চমকিত করল। তিনি বুঝতে পারলেন যে, সময় নামক অমোঘ নিয়ন্ত্রক তাঁর বুকের মধ্যকার শোকের নদীতিকে ঢাকিয়ে চরে পরিণত করেছে। পিতা তাঁর স্বীয়মান শোক নিয়ে সেয়ালে টানানো পুত্রের ছবির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর পুত্রের ছবিতে তিনি কেবল নিরতিমান দৃষ্টি দেখতে পান। স্বেদে বাঁধানো পুত্রের ছবির নির্বিকারিত পিতার কাছে এক নিষ্ঠুর ও কঠিন বাস্তবতা হিসেবে প্রতিচ্ছাৎ হয়। তিনি বুঝতে পারেন, এক সময়ের জীবন্ত সজীব পুত্র আজ আর অনুভূতিশীল নেই। এই বাস্তবতার কাঠিন্যের পিতার অন্তরে হাহাকার যেন আরও রক্তাক্ত হয়ে ওঠে।

ছবি কখনো কথা বলে না। মৃত ব্যক্তির ছবি এক দৃষ্টিতে সকলকে কেবল ছিন্নভাবে দেখে যায়। তার চোখে রাগ কিংবা অভিমানের কোনো ছিহও থাকে না। অগুপ্ত বাস্তবতার এটাই স্বাভাবিক।

## ● বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতাটি কেন কবিতা থেকে নেয় হয়েছে?

- ক) রৌদ্র করেটিতে      খ) বিদগ্ধ নীলিমা  
গ) এক বোঁটা কেনস অল      ঘ) দুঃসমনের মুখোমুখি

২. বাংলাদেশের প্রথম কবি কে?

- ক) শামসুর রাহমান      খ) সুফিয়া কামাল  
গ) নুসরত ভট্টাচার্য      ঘ) ফররুখ আহমদ

৩. কর্মজীবনে শামসুর রাহমান কী ছিলেন-

- ক) অধ্যাপক      খ) সাংবাদিক  
গ) লেখক      ঘ) বুদ্ধিজীবী

৪. শামসুর রাহমানের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কয়টি?

- ক) ত্রিশটি      খ) অষ্টাশটি  
গ) চতুর্দশটিও বেশি      ঘ) শতাধিক

৫. কবিতা অনুবাদে কবি শামসুর রাহমান ছিলেন—

- ক) সিদ্ধহস্ত                      খ) সচেতন  
গ) প্রশংসাবাদী                ঘ) অধিষ্ঠিত

৬. কবি শামসুর রাহমানের পৈতৃক নিবাস কোন জেলায়?

- ক) ঢাকায়                        খ) ফরিদপুর  
গ) রংপুর                      ঘ) নরসিংদী

৭. কবি শামসুর রাহমান কোন ধরমে অনুপ্রাণিত হয়েছেন?

- ক) মাঝে অস্থির                খ) আত্মবিশ্বাসী  
গ) বাস্তববাদী                ঘ) পাঠ্যভিত্তিক

৮. শামসুর রাহমান এক দশক ধরে কোন পত্রিকায় সম্পাদক ছিলেন?

- ক) দৈনিক খবর                খ) দৈনিক বাংলা  
গ) দৈনিক ইত্তেফাক        ঘ) দৈনিক সংবাদ

৯. শামসুর রাহমানের অনুবাদ কোনটি?

- ক) ১৯২৯ খ্রি.                খ) ১৯৩৯ খ্রি.  
গ) ১৯৩৮ খ্রি.                ঘ) ১৯২৭ খ্রি.

১০. কবি শামসুর রাহমানের মৃত্যুসাল কোনটি?

- ক) ২০০২ খ্রি.                খ) ২০০৪ খ্রি.  
গ) ২০০৬ খ্রি.                ঘ) ২০০৮ খ্রি.

১১. শামসুর রাহমান 'দৈনিক বাংলা' পত্রিকাটি কত বছর সম্পাদনা করেন?

- ক) ৭ বছর                      খ) ৮ বছর  
গ) ৯ বছর                      ঘ) ১০ বছর

১২. ছোটদের জন্য শামসুর রাহমান কোন ধরনের গ্রন্থ রচনা করেন?

- ক) কবিতা ও ছড়া            খ) নাটক ও গল্প  
গ) উপন্যাস ও নাটক        ঘ) ছোটগল্প ও গীতিকাব্য

১৩. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার মাত্রা বিন্যাস কী রূপ?

- ক) ৮, ১০, ৪                খ) ৮, ৬, ৪  
গ) ৮, ১০, ৬                ঘ) ৮, ৬, ৬

১৪. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত হয়েছে?

- ক) মুক্তক অক্ষরবৃত্ত ছন্দ    খ) পয়ার ছন্দ  
গ) মাত্রাবৃত্ত ছন্দ            ঘ) ব্রহ্মবৃত্ত ছন্দ

১৫. দেয়ালে তুলানো ফটোগ্রাফটি কার?

- ক) পিতার                      খ) অতিথির  
গ) গৃহকর্মীর                ঘ) পুত্রের

১৬. ঘরের ভেতর থেকে কে আঁকির থাকে?

- ক) গৃহকর্তা                    খ) গৃহকর্মী  
গ) গৃহকর্মীর সন্তান        ঘ) অতিথির পুত্র

১৭. সন্তানের চোখে কী ছিল না?

- ক) কষ্ট                        খ) রাগ  
গ) অভিযোগ                ঘ) বেদনা

১৮. অতিথি বিদায় নিলে পিতা কীভাবে ফটোগ্রাফটির ছবোচ্চিৎ হয়?

- ক) শোকাতুরভাবে        খ) হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে  
গ) বেদনার কাতর হয়ে    ঘ) প্রশ্রুতভাবে চোখে

১৯. উপাখ্যান কুনে কেটেছে—

- ক) সাতটি বছর                খ) তিনটি বছর  
গ) দুটি বছর                ঘ) পাঁচটি বছর

২০. পুত্রের মৃত্যুর বর্ণনার সময় পিতার কষ্টের কতটা ছিল?

- ক) ভারী ও অস্পষ্ট        খ) সহন ও আবেগহীন  
গ) নিশ্চুৎ ও শীতল        ঘ) অশান্ত ও আবেগপূর্ণ

২১. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার উদ্ভিদ্ধিত দেয়ালের রং কেমন ছিল?

- ক) ধোঁয়া                      খ) ধূসর  
গ) নীল                        ঘ) সফর

২২. পিতা পুত্রের মৃত্যু সংবাদটি কীভাবে বর্ণনা করেছিলেন?

- ক) কান্নাজড়িত কণ্ঠে        খ) অবশেষে কণ্ঠে  
গ) অস্থির পদচারণায়    ঘ) সহজে

২৩. ছোট ছেলেরটির ছুঁতে যাওয়ার কিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?

- ক) লৌহ খণ্ডের সঙ্গে        খ) কলার খোঁসার সঙ্গে  
গ) পাথরের টুকরোর সঙ্গে    ঘ) স্মৃতির পাতার সঙ্গে

২৪. ছোট ছেলেরটি কোথায় ছুঁতে গিয়েছিল?

- ক) অলাশয়ে                খ) ঘরের পুকুরে  
গ) নদীর তীরে            ঘ) বিলের অভ্যন্তরে

২৫. ছোট ছেলের ছুঁতে যাওয়ার মুহূর্তটি কখন?

- ক) দুপুর                      খ) সন্ধ্যা  
গ) ভোরবেলা                ঘ) বিকেলবেলা

২৬. ছোট ছেলেরটি কোন কতুতে পলিতে ছুঁতে যায়?

- ক) বর্ষা                        খ) শীত  
গ) বসন্ত                      ঘ) গ্রীষ্ম

২৭. ফটোগ্রাফটি কেমন?

- ক) বিষন্ন                      খ) উষ্মহীন  
গ) শান্ত                        ঘ) ত্রুণ

২৮. কে পিতার শোকের নদীকে রক্ত চর করেছিল?

- ক) বাজবাই কেউ        খ) স্মৃতির যন্ত্রনা  
গ) দুঃখ সময়            ঘ) যান্ত্রিক যন্ত্রনা

২৯. কবি শামসুর রাহমান কোন ধরনের কবি?

- ক) রূপশীল বাঙালি      খ) পল্লী বাঙালি  
গ) অস্থির সময়ের      ঘ) নাথকিক জীবনের

৩০. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় কয়টি চরিত্র রয়েছে?

- ক) ৩টি      খ) ৪টি  
গ) ১টি      ঘ) ২টি

৩১. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার পূর্ব বিন্যাস কেমন?

- ক) বৈচিত্র্যময়      খ) বাগধাতু  
গ) বিচ্ছিন্ন      ঘ) দৃষ্টিনন্দন

৩২. শামসুর রাহমান কোন ধরনের প্রস্থোপস্থ?

- ক) কাব্যগ্রন্থ      খ) উপন্যাস  
গ) গল্পগ্রন্থ      ঘ) নাটক

৩৩. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার কোন ত্রুটিকে সন্ধ্যাপ্রকাশ পেয়েছে-

- ক) প্রথম ত্রুটিকে      খ) দ্বিতীয় ত্রুটিকে  
গ) তৃতীয় ত্রুটিকে      ঘ) শেষ ত্রুটিকে

৩৪. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার কোন ত্রুটিকে পিতৃহত্যার হাহাকার ধ্বনি হয়েছে?

- ক) প্রথম ত্রুটিকে      খ) দ্বিতীয় ত্রুটিকে  
গ) তৃতীয় ত্রুটিকে      ঘ) সব ত্রুটিকে

৩৫. পুত্রের ছবির নির্বিকারত্ব কোন ত্রুটিকে প্রকাশ পেয়েছে?

- ক) প্রথম ত্রুটিকে      খ) দ্বিতীয় ত্রুটিকে  
গ) তৃতীয় ত্রুটিকে      ঘ) সর্বত্রই

৩৬. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় উল্লিখিত 'সফেল' শব্দটির অর্থ কী?

- ক) হালকা      খ) ফ্যাকাসে  
গ) নানা      ঘ) ধূসর

৩৭. আলোকচিত্র শব্দটির ইংরেজিতে শব্দরূপ কোনটি?

- ক) অটোগ্রাফ      খ) বায়োগ্রাফ  
গ) ফটোগ্রাফ      ঘ) রেডিওগ্রাফ

৩৮. 'এই যে আসুন' কথাটি কে, কাকে বলেছে?

- ক) গৃহকর্তা অতিথিকে      খ) গৃহকর্তা অতিথিকে  
গ) অতিথি গৃহকর্তাকে      ঘ) অতিথি গৃহকর্তাকে

৩৯. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় উল্লিখিত 'জিজ্ঞাসু' শব্দটি কলতে কী বোঝায়?

- ক) জানার আগ্রহ      খ) জিজ্ঞাসাকারী  
গ) জিজ্ঞাসার আগ্রহ      ঘ) উৎসুক মনোভাবাপন্ন

৪০. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় বান্ধবত্ব 'বান্ধাই' কথতে কী বুঝ?

- ক) উচ্চ ও কর্কশ ধ্বনি      খ) বস্ত্রপাতের ধ্বনি  
গ) বিশ্রী কঠিন শব্দ      ঘ) বায়ু পাখির ভীতুতা

৪১. 'এ আমার ছোট্ট ছেলে' যে নেই এখন' চরণটি ঘরা কী প্রকাশ পেয়েছে?

- ক) নিরাশভাব      খ) ঘনীভূত শোক  
গ) অন্যাবেশ      ঘ) বেদনার পুনরাবৃত্তি

৪২. বিষয়বস্তুর সিক থেকে নিম্নের কোন কবিতাটি পৃথক?

- ক) বঙ্গভাষা      খ) বাংলাদেশ  
গ) একটি ফটোগ্রাফ      ঘ) আমার পূর্ব বাংলা

৪৩. পিতার হৃদয় থেকে পুরশোক কে ত্রিভিত করেছিল?

- ক) শোক      খ) প্রকৃতি  
গ) সময়      ঘ) বাস্তবতা

৪৪. 'এ আমার ছোট্ট ছেলে' যে নেই এখন' চরণটি ঘরা কী প্রকাশ পেয়েছে?

- ক) নিরাশভাব      খ) ঘনীভূত শোক  
গ) অন্যাবেশ      ঘ) বেদনার পুনরাবৃত্তি

৪৫. বিষয়বস্তুর সিক থেকে নিম্নের কোন কবিতাটি পৃথক?

- ক) বঙ্গভাষা      খ) বাংলাদেশ  
গ) একটি ফটোগ্রাফ      ঘ) আমার পূর্ব বাংলা

৪৬. পিতার হৃদয় থেকে পুর শোক কে ত্রিভিত করেছিল?

- ক) শোক      খ) প্রকৃতি  
গ) সময়      ঘ) বাস্তবতা

৪৭. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার দ্বিতীয় অংশ কীভাবে তুলে ধরা হয়েছে?

- ক) নাটকীয়তার মাধ্যমে      খ) স্বথোক্তির মাধ্যমে  
গ) অনুচ্ছেদের মাধ্যমে      ঘ) অভিনব ঢাঙ্গে

৪৮. 'বান্ধাই' কেউ যেন আমার শোকের নদীটিকে কত দ্রুত রক্ত চর করে দিলো - 'বান্ধাই' শব্দটির তাৎপর্য কী?

- ক) উচ্চ ও কর্কশ কণ্ঠ      খ) কঠিন পরিস্থিতি  
গ) বান্ধাই বনের সঙ্গী      ঘ) বায়ু বাহাদুর ঝাঁ

৪৯. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার পিতা পুত্রের ফটোগ্রাফটির নামে নীচতলে তার শোকের পরিমাণ কেমন হয়?

- ক) সামান্য      খ) অতিসামান্য  
গ) কমপ্রমাণমান      ঘ) কমবর্ধমান

৫০. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় 'রক্ত চর' কথতে কী বোঝানো হয়েছে?

- ক) শোকে বুক বেদনার্ত হয়ে ওঠা  
খ) শোকে অন্য রক্ত হয়ে যাওয়া  
গ) শোকের তীব্রতা কমে যাওয়া  
ঘ) শোক ভীত হয়ে ওঠা



৫১. পিতার আত্মপালঙ্কিত পরিবর্তনের 'ধারণা' কী?

- ক) সন্তানের শোকের তীব্রতা  
খ) 'স্মৃতিচারণাত্মক' আত্মজ্ঞান  
গ) অতীত কর্মের জন্য অনুশোচনা  
ঘ) নারীত্বশীল হওয়া

৫২. পিতার শোকাত্তর অনুভূতির 'ধারণা' কী?

- ক) বিদ্যালয়, বেননার কঠোর  
খ) দীর্ঘস্থায়ী, চোখ ছল ছল করা  
গ) তীব্র কষ্ট, দীর্ঘ 'স্মৃতিচারণ'  
ঘ) চোখ বুজে থাকে, দীর্ঘস্থায়ী কঠোর

৫৩. একটি ফটোগ্রাফ 'কবিতার উদ্ভিষ্ট' 'নিষ্পলক' শব্দটির অর্থ হলো—

- ক) চোখের পাতা ফেলা  
খ) এক চোখে তাকিয়ে থাকা  
গ) চোখ বুজে থাকে  
ঘ) পলকহীন চোখ

৫৪. পিতা কখন অতিথিকে পুত্রের মৃত্যুর বিষয়টি জানান?

- ক) কথার ওকতে  
খ) পুত্রের 'স্মৃতিচারণের' মুহুর্তে  
গ) অতিথির বিনয়ানুযায়ী  
ঘ) কিছু অফাফের পর

৫৫. 'কী সহজে হয়ে গেল বলা' - বলতে কী বোঝায়?

- ক) ক্রমান্বয়ে পুত্র শোক কমে আসে  
খ) সব কিছু 'স্বাভাবিক' হয়ে যাওয়া  
গ) বিদ্যাপ্রাপ্তিভাবে সত্য প্রকাশ করা  
ঘ) প্রকৃতির বিধানকে মেনে নেওয়া

৫৬. 'উপার্জন' শব্দটির অভিধানিক অর্থ কী?

- ক) মাকড়সার সুতোয় তৈরি আল  
খ) 'স্মৃতির' সুতোয় তৈরি আল  
গ) পোকায় সুতোয় তৈরি আল  
ঘ) পায়ের সুতোয় তৈরি আল

৫৭. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় 'চোখ ছলছল করলো না' বলতে কী বোঝায়?

- ক) শোকতাপ কমে আসে  
খ) শোকে পাখার হয়ে যাওয়া  
গ) শোক থেকে শান্তি সঞ্চিত করা  
ঘ) শোকেরা যন্ত্রণা

৫৮. 'স্নেহের ভেতর থেকে আমার সন্তান চেয়ে থাকে নিষ্পলক' তার চোখে নেই—

- ক) সন্তান অভিমান করে থাকে  
খ) সন্তান পিতার কাছে প্রশ্ন রাখতে চায়  
গ) দীর্ঘবে চেয়ে থাকে  
ঘ) কোন রাগ বিদ্বেষ অভিমান

৫৯. 'পাখরের টুকরোর মতন' - কবিতার অর্থ কী?

- ক) পাখরের মতো দ্রুত ছুবে যাওয়া  
খ) পাখরের টুকরোর মতো আকৃতি  
গ) পাখরের মতো কঠোরতা  
ঘ) পাখরের মতো শব্দ

৬০. 'কত উপার্জন বুনে কেটেছে' বলতে কী বোঝায়?

- ক) কথায় কথায় দিন কেটে যাওয়া  
খ) না বলা কথার জুগ  
গ) 'স্মৃতিচারণ' করে দিন কাটানো  
ঘ) ভাল বুনে কাটানো

৬১. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার শেষ দিকে পিতার মনে কোন ভাব প্রকাশ পেয়েছে?

- ক) শীকারোক্তি  
খ) তিক্ততা  
গ) অবশেষ  
ঘ) বাস্তবতা

৬২. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার 'শোকের নদী' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

- ক) শোকের যন্ত্রণা  
খ) জীবনের শোক  
গ) পুত্রের মৃত্যু থেকে পাওয়া শোক  
ঘ) নদীর স্রোতের মতো বহমান শোক

৬৩. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় উদ্ভিষ্ট 'স্নেহের ভেতর' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

- ক) কাঠের স্নেহে বাঁধানো সন্তানের ছবি  
খ) সাধারণ যেকোনো স্নেহ  
গ) স্নেহরূপ স্মৃতিশক্তি  
ঘ) স্নেহ ল মনের কঠোরতা

৬৪. অতিথিকে সন্তান হারানোর কথা বলতে গিয়ে পিতার বেনমার 'ধারণা' কেমন ছিল?

- ক) সন্তানের শোকে পিতৃহৃদয় আত্মজ্ঞান হওয়া  
খ) সন্তান হারানোর অনুশোচনা  
গ) অতীত কর্মের অনুশোচনা  
ঘ) পুত্র প্রতিপালনে ব্যর্থতার অনুশোচনা

৬৫. অতিথি বিনয় নিলে পিতার ফটোগ্রাফটির মুখোমুখি দাঁড়াবার কারণ কী?

- ক) নতুন করে পুত্রের শোক জেপে ওঠায়  
খ) মৃত পুত্রশোক জুগে যাওয়ার বেনমার  
গ) হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে পুনরায় ফিরিয়ে আন দেয়ার জন্য  
ঘ) অতিথিকে মৃত পুত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য

৬৬. 'তিনটি বছর মায় তিনটি বছর' - চরিত্রের তাৎপর্য কী?

- ক) স্বল্প সময়ের লুপ্ত প্রচেষ্টা  
খ) মৃত স্মৃতি ছড়িয়ে পড়া  
গ) স্মৃতি ধনীভূত হওয়া  
ঘ) অতি মৃত

৬৭. 'দেবিরে সফেন দেয়ালের শান্ত ফটোগ্রাফটিকে' চরিত্রে উল্লিখিত 'শান্ত ফটোগ্রাফ' কথাটির তাৎপর্য কী?

- ক) নীরব নিশ্চল ফটোগ্রাফ  
খ) ধূলির ফটোগ্রাফ  
গ) প্রপাতীর ফটোগ্রাফ  
ঘ) নীরব ও অভিমানে কাতর ফটোগ্রাফ

৬৮. নিম্নে উল্লিখিত কোন চরিত্রে পুত্রের মৃত্যুর কারণ বর্ণিত হয়েছে?

- ক) পাথরের টুকরার মতো ভুলে গেছে  
খ) কী সহজে হয়ে গেল কলা  
গ) এ আমার ছোট ছেলে যে নেই এখন  
ঘ) আমার সন্তান চেয়ে থাকে নিম্পলক

৬৯. 'বাজবাই' শব্দটির অর্থ কী?

- i) উচ্চ ii) কর্শ  
iii) মিটি

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i খ) ii গ) iii ঘ) i, ii ও iii

৭০. নিম্পলক শব্দটির অর্থ কী?

- i) পলকহীন ii) চোখ বুজা থাকা  
iii) চোখের পাতা না ফেলা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i খ) i ও ii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৭১. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার বৈশিষ্ট্য কোনটি?

- i) কবিতাটি মুক্তক অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত  
ii) পূর্ব বিন্যাসে বৈচিত্র্য আছে  
iii) সর্বত্র চরিত্রাত্মিক মিশ্র রসিকত হারনি

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) i, ii ও iii ঘ) ii ও iii

৭২. পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ কবিতার সমগ্র পিতার অবস্থা কেমন ছিল?

- i) পিতার গলা কাঁপলো না  
ii) বুক চিরে বেরলো না দীর্ঘশ্বাস  
iii) চোখ ছলছল করলো না

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i খ) ii গ) iii ঘ) i, ii ও iii

৭৩. ছেলেটি কখন গ্রামের পুকুরে ডুবে গেছে?

- i) বছর তিনেক আগে ii) ভরা অপরাহ্নে  
iii) কাক ডাকা গ্রীষ্মের দুপুরে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i ও ii

৭৪. মৃত সন্তানের স্মৃতি কবিতার সমগ্র পিতার কষ্টের কেমন ছিল?

- i) সহজ ii) নিষ্পৃহ  
iii) শীতল

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i খ) ii গ) i ও iii ঘ) ii ও iii

৭৫. সন্তানের চোখে কী নেই?

- i) কষ্ট ii) রাগ  
iii) অভিমানে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i খ) i ও ii গ) ii ও iii ঘ) i ও iii

৭৬. 'শোকের নদীটিকে কত দ্রুত রক্ষা চর করে নিল' বলতে কী বুঝায়?

- i) শোকের তীব্রতা কমে আসা  
ii) স্মৃতি কাতরতা থেকে পরিত্রাণ  
iii) অতিথিকে দেখে সন্তানবৎসল্যে জেগে ওঠা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৭৭. 'কাক ডাকা গ্রীষ্মের দুপুর' বলতে কী বুঝায়?

- i) কোলাহলের অবসান  
ii) বাতাসের চিন্তে স্মৃতির জাগরণ  
iii) নিরব নিস্তব্ধতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i খ) i ও ii গ) ii ও iii ঘ) iii

৭৮. 'প্রপাতুল চোখে' বলতে কী বুঝায়?

- i) ভীত দৃষ্টিতে ii) শোকাতুর  
iii) কাতর ও অধীর জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i খ) ii গ) iii ঘ) ii ও iii

৭৯. 'সন্তান শোকে মা এলাবামে রসিকত ছবি দেখেছে' নিম্নের কোন কবিতার সঙ্গে মন্তব্যটির সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়?

- i) তাহারেই পড়ে মনে ii) পোনার তরী  
iii) একটি ফটোগ্রাফ

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i গ) iii ঘ) i, iii

১০. নিচের কোন কবিতার বিকল্প নাম হতে পারে 'শোক' -

i) তাহেরেই পড়ে মনে ii) পাঞ্জেরি

iii) একটি ফটোগ্রাফ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii গ) i ও iii ঘ) iii

১১. 'উপমা' বলতে তুলনাকে বোঝায়। এই অর্থে নিচের কোন চরণটি উপমার দৃষ্টান্ত?

i) দেখিয়ে সফল সোয়ালের শান্ত ফটোগ্রাফিকে

ii) পাখরের টুকরোর মতন ছুবে গেছে

iii) তার চোখে সেই রাগ কিংবা অভিমান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii গ) i ও iii ঘ) ii ও iii

১২. নিচের কোন চরণটি চিত্রকল্পের দৃষ্টান্ত?

i) পাখরের টুকরোর মতন ছুবে গেছে আমাদের এগের পুরুর।

ii) কত উজ্জ্বল বুনে কেটেছে

iii) হ্রদের ভেতর থেকে আমার সন্তান চেরে থাকে নিম্পলক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) i ও ii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৩. সলাপাখরিতা নাটকীয় ওণ। নিচের কোন চরণটিতে সলাপাখরিতা প্রকাশ পেয়েছে?

i) কী সহজে হয়ে গেল কথা

ii) কী নিস্পৃহ, কেমন শীতল

iii) এই যে, আত্ম, তারপর কী খবর? আছে তো ভালো?

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) iii গ) ii ঘ) i, ii ও iii

১৪. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার উপস্থাপিত বিধরকল্পের স্বরূপ কী?

i) স্মৃতি অন্তরে সজীব অবস্থায় থাকে

ii) আপন জনের স্মৃতি ফুলে ফাটার নয়

iii) সময়ের আবর্তে শোকের তীব্রতা কমে আসে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) iii গ) ii ঘ) i, ii ও iii

১৫. কবি শামসুর রাহমানের কবিতার কোন দিকগুলো বিভিন্ন

সংবেদনশীলতায় রূপায়িত হয়েছে?

i) নাগরিক জীবন

ii) যুক্তিসূচক

iii) গণ-আন্দোলন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) iii গ) i, ii ও iii ঘ) ii ও iii

নিচের উল্লিখকটি পড় এবং ১৬ ও ১৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :  
রাহেলা বেগম আজও স্বপ্নের ঘোরে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। প্রতিবারের মতো এবারও সে অনেকক্ষণ ধরে মীর নিঃশ্বাস নেয়। সে স্বপ্নে তার হারিয়ে যাওয়া সন্তানটিকে দেখে। দেখে সন্তানটি তার পাশ থেকে ধা বেয়ে কুকের উপর উঠে তার সঙ্গে খেলা করতে চায়। এরপর খুম থেকে জেপে উঠে সে অস্থির হাতে এয়লাবামের পাতাগুলো উন্টায়।

১৬. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় রাহেলা বেগমের অনুরূপ চরিত্র কে?

ক) অতিথি

গ) প্রতিবেশি

খ) পিতা

ঘ) মা

১৭. সন্তানের জন্য রাহেলা বেগমের মন খারাপ হয় কেন?

ক) অকালে পুত্রকে হারিয়েছে বলে

খ) পুত্রের সফল দাবী মেটানো সম্ভব হানি বলে

গ) অন্যায় সন্তানরাও মন খারাপ করে থাকে বলে

ঘ) সন্তান হারানোর কথা মনে পড়ে বলে

নিচের উল্লিখকটি পড় এবং ১৮, ১৯ ও ২০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

রবু মারা ফাটার পর তার 'স্বামী ওয়াজেদ আবারও বিয়ে করে। দ্বিতীয় স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে সে ভালই আছে। রবুর কথা তার মনে পড়ে কিনা তা বোকা যায় না। তবে রবুর কন্যা স্মৃতি আজও তার মাকে ফুড়ে পারেনি।

১৮. 'স্বামী ওয়াজেদের রবুর কথা মনে পড়ে কি না বোকা যায় না কেন?

ক) সে হানি খুশি থাকে বলে

খ) সে গভীর মুখে থাকে বলে

গ) সে স্বাভাবিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে বলে

ঘ) রবুর উপস্থিতি তার জীবনে বিরক্তি সৃষ্টি করেছিল বলে

১৯. উল্লিখকটির সঙ্গে 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার মিল কোথায়?

ক) স্মৃতি কাতরতার

খ) হারিয়ে যাবার বেদনার

গ) কন্যার মাকে স্মরণ করার

ঘ) 'স্বামী' স্মৃতি কাতরতার

২০. সন্তানদের নিয়ে সে ভালই আছে - বাক্যটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কী?

ক) নতুন সংসার হলে এমনই হয়

খ) লোকটির ফুলে ফাটার স্বভাব

গ) সময়ের পরিবর্তনে স্মৃতি শক্তি দুর্বল হয়ে গেছে

ঘ) প্রথম স্ত্রী তার জীবনকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল



# উপন্যাস

## পদ্মানদীর মাঝি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

“আত্মোপলব্ধিহীন  
শিক্ষা  
অশিক্ষারই  
নামান্তর”

## □ লেখক পরিচিতি

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে বিহারের সাঁওতাল পরগনা জেলার দুমকা শহরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে বি.এস.সি পড়ার সময় 'অতলী মামী' নামে এক বিখ্যাত গল্প রচনা করে তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। ছাত্র হিসেবে তিনি খুবই মেধাবী ছিলেন। তিনি পড়াশুনা শেষ করতে পারেননি। পরবর্তীতে সাহিত্য সৃষ্টিকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম 'অতলী'। এটি ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বামপন্থী সৃষ্টিজ্ঞের সাহিত্যিক। তাঁর রচনাবলির মধ্যেই নিজস্ব জীবনদর্শনের সার্বিক রূপায়ণ লক্ষ করা যায়। বামপন্থী লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সৎ ও আদর্শবাদী এক অসামান্য কবিশিল্পী।

## □ রচনাবলি

উপন্যাস : তাঁর রচিত সাহিত্যকর্মগুলোর মাঝে অতলী, নিবারাজি কাকা, পদ্মানদীর মাঝি, পুতুল নাচের ইতিকথা, শহরতলী, চতুর্ভুজ, জীবন্ত, সোনার চেয়ে দামী, ইতিকথার পরের কথা প্রভৃতি উপন্যাস।

গল্পছহু : অতলী মামী, প্রাপ্তিহাসিক, মিহি ও মোটা কাহিলী, আজ কাল পরের গল্প, ছোট বকুলপুরের যাত্রী, ফেরিওয়ালা ইত্যাদি।

## □ উপন্যাস পরিচিতি

উপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ১৯টি উপন্যাসের মধ্যে সর্বাধিক পঠিত, আলোচিত ও একধিক ভাষায় অনূদিত জনপ্রিয় উপন্যাসটির নাম 'পদ্মানদীর মাঝি'। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। 'পদ্মানদীর মাঝি' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুর্থ উপন্যাস। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদ 'Boatman of the Padma' প্রকাশিত হয়।

'পদ্মানদীর মাঝি' বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট আঞ্চলিক উপন্যাস। পদ্মার তীরসংলগ্ন কেকুপুর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের পদ্মার মাঝি ও জেলসের বিখ্যাত জীবনলেখ্য এতে চিত্রিত হয়েছে। শহর থেকে দূরে সরিল জেলে ও মাঝিদের যে জীবনচিহ্ন এতে অঙ্কিত হয়েছে তা ফল বাজবের সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে। জেলেপাড়ার মাঝি ও জেলেসের জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, অভাব-অভিযোগ যা কিনা প্রকৃতিপন্থভাবে সেই জীবনধারণের অবিরোধ্য অংশ তা এখনো বিশ্বস্ততার সাথে চিত্রিত হয়েছে। 'পদ্মানদীর মাঝি' একটি সার্বিক আঞ্চলিক উপন্যাস। উপন্যাসের আভ্যন্তরীণ, রচনামূল্য, পাত্র-পাত্রীদের ভূমি আরোপিত ভাবা, জীবনচরিত্র, জীবনচরিত্র এসব আঞ্চলিক উপন্যাসেরই পরিচর্যবাহী। জেলে অধ্যুষিত গ্রামের জীবনমাত্রাই আলোচিত উপন্যাসটির মূল উপজীব্য। পদ্মানদী এলাকার তীরবর্তী কয়েকটি গ্রামের জেলেদের জীবনের নিখুঁত চিত্র এ উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে।

□ আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে 'পদ্মানদীর মাঝি'-র সার্বিকতা : কতিপয় বৈশিষ্ট্যের জন্য 'পদ্মানদীর মাঝি' শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক উপন্যাসের মর্যাদা পেয়েছে। যেমন-

ক. উপন্যাসের পটভূমি পদ্মানদীর তীরবর্তী কেকুপুর গ্রাম।

খ. এ উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা একান্তভাবেই এই এলাকা ও পরিবেশের উপযুক্ত।

গ. এ উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের মুখে প্রযুক্ত রয়েছে কৃষিকর্ষা বিবর্তিত আঞ্চলিক ভাষা।

ঘ. উপন্যাসের কনিয়া সাধুভাষা, কিন্তু পাত্র পাত্রীদের মুখের ভাষা আঞ্চলিক। উপন্যাসিকের নিজস্ব কনিয়া ভাষা ও পাত্র-পাত্রীদের মুখে প্রযুক্ত আঞ্চলিক ভাষার পরিমিত ও শৈল্পিক প্রয়োগ পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসকে উপজীব্য ও সার্বিক করে তুলেছে।

### ■ উপন্যাসের সংজ্ঞা

শ্রীশচন্দ্র দাশ তাঁর 'সাহিত্য সম্পর্ক' গ্রন্থে উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন- 'গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত জীবন-দর্শন ও জীবনানুভূতি কোনো বাস্তব কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া যে বর্ণনাত্মক শিল্পকর্মে রূপান্তরিত হয়, তাহাকে উপন্যাস কহে।' E.M. Froster- এর মতে, উপন্যাসের শব্দ সংখ্যা কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার হওয়া উচিত। শ্রী নারায়ণ রেদুদী উপন্যাসের জীবনের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন- 'A Novel is not life as it is but life as it should have been'- অর্থাৎ, 'উপন্যাসের জীবন অবিকল জীবন নয়, কিন্তু জীবন যে রকম হওয়া উচিত সে রকমই।'

### ■ উপন্যাসের গঠনসূত্র

উপন্যাসের সংজ্ঞা ও গঠন কৌশলকে সামনে রেখে উপন্যাসতত্ত্ববিদ, পণ্ডিত ও সমালোচকগণ উপন্যাসের পাঁচটি সূত্র বিবৃত করেছেন। যেমন-

১. প্রজ্ঞাবনা, ২. সমস্যার উপস্থাপনা, ৩. আত্মনাজাগরণের মধ্যে জটিলতার প্রবেশ, ৪. চরম সঙ্কেত মুহূর্ত, ৫. সঙ্কেত বিমোচন বা উপসংহার।

■ উপন্যাসের শ্রেণি বিভাগ : বিষয়বস্তু ও প্রকৃতি অনুসারে উপন্যাসকে অদ্বন্দ্ব পক্ষে নয়টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. ঐতিহাসিক উপন্যাস : ঐতিহাসিক অবলম্বন করে যে উপন্যাস রচিত হয়, তা-ই ঐতিহাসিক উপন্যাস। যেমন- অটোর আইভানহো, জর্জি ইয়ানের চেমিস-খান, লিও টলস্টয়ের ওয়ার অ্যান্ড পিস, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রাজসিংহ, আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর ইত্যাদি।

২. সামাজিক-পরিবারিক উপন্যাস : পরিবার ও সমাজ জীবনের নানা বিষয়বস্তু, ঘটনা ও ঘট-প্রতিঘাতকে অবলম্বন করে এ ধরনের উপন্যাস লেখা হয়ে থাকে। যেমন- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কৃষ্ণকান্তের উইল, বিঘবন্ধু; মোহাম্মদ নজিবুর রহমানের আনোয়ারা; শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পত্নীসন্ধ্যা, পূহসাহ, চরিত্রহীন; কাজী ইমদাদুল হকের আবদুল্লাহ প্রভৃতি।

৩. কাব্যধর্মী উপন্যাস : যেসব উপন্যাসে কাহিনী ও চরিত্রটিরই অপেক্ষা লেখকের কাব্যসৃষ্টি প্রাধান্য পায় এবং কলিায় ও ভাবার্থগীতিতে তা ফুটে ওঠে, সে ধরনের উপন্যাসকে কাব্যধর্মী উপন্যাস বলা হয়। যেমন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষের কবিতা', কাজী নজরুল ইসলামের 'ব্যথার দান', বুদ্ধদেব বসুর 'যে দিন ফুটল কমল' ইত্যাদি।

৪. মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস : যে উপন্যাসের পায়-পাঠ্যের মনোবিশ্লেষণ লেখকের কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে সে ধরনের উপন্যাসকে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলা হয়। যেমন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চোখের বালি', 'ঘরে বাইরে'; মনিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিবারাির কাব্য' ইত্যাদি।

৫. গোয়েন্দা উপন্যাস : বিভিন্ন অপরাধমূলক ঘটনাকে অবলম্বন করে সার্বক গোয়েন্দা চরিত্র সৃষ্টি করে এ ধরনের উপন্যাস লেখা হয়। শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত, সত্যজিৎ রায় বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট গোয়েন্দা উপন্যাস রচয়িতা।

৬. ব্যক্তিরসাত্মক উপন্যাস : সামাজিক নানা অসঙ্গতিকের তীব্র ব্যঙ্গ ও হাস্যরসের মাধ্যমে এ ধরনের উপন্যাসে উপস্থাপন করা হয়। গুরুভরম, শিবরাম চক্রবর্তী ও সৈয়দ মুহতাব আলী এ ধরনের রচনায় বিশেষ সাফল্য দেখিয়েছেন।

৭. আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস : উপন্যাসিক তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের নানা ঘট-প্রতিঘাতকে অদ্বন্দ্ব রচনামাণ্ডলী ও লিপি ভুলতায় মধ্য দিয়ে উপভোগ্য উপন্যাসে রূপদান করেন। যেমন- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চার খণ্ডে লেখা 'শ্রীকান্ত', বিজুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' ইত্যাদি।

৮. আত্মজীবনীমূলক ভ্রমোপন্যাস : কোনো জু-পথটক বা ভবনুরে লেখক তাঁর ভ্রমণ পথের বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে আত্মজীবনীকীর আদলে যখন উপন্যাসের মতো সরস ও উপভোগ্য করে লেখেন তাকে আত্মজীবনীমূলক ভ্রমোপন্যাস বলে। সৈয়দ মুক্ততাবা আলীর 'দেশে-বিদেশে', অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে প্রবাসে' আত্মজীবনীমূলক ভ্রমোপন্যাসের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

৯. আঞ্চলিক উপন্যাস : বিশেষ কোনো অঞ্চল বা সে অঞ্চলের নির্দিষ্ট পরিচয়ের মানুষের সুখ-দুখ, হাসি-কান্না মিশ্রিত যে কাহিনী তাই আঞ্চলিক উপন্যাস। যেমন- তারানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কর্কট', 'হাঁসুলি বাকের উপকথা', মনিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানন্দীর মাঝি', অম্বিক মল্লবর্মণের 'তিতাস একদিন নদীর নাম' প্রভৃতি।

## □ নমুনা প্রশ্নাবলি □

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গরিব কাঁচাচি ওসমান। বহু কষ্টে মাথার খাম পায়ে ফেলে পরের জমিতে ফসল কলায় সে। কিন্তু ফসলের পুরো অংশ সে পায় না। সে পায় অর্ধেক। এতো কষ্টের ফসল সবটুকু পায় না বলে তার দুঃখের কোনো অন্ত নেই। সে খেতমস্তুর, খেতের মালিক নয়। খেতের মালিক খেতের কাছে না গিয়েও অর্ধেক ফসল নিয়ে নেয়। এই মালিকরা যেন জোঁকের মতো-ই রক্তচোষা। গরিব চাষির রক্ত চুষে এরা ফুলে-ফেঁপে ওঠে। কিন্তু এ শোষণ দীর্ঘদিন চলতে পারে না। একদিন তারা সংযত হয়। রক্তে দীড়ায় শোষণক জোতদারদের বিরুদ্ধে।

ক. 'পদ্মানদীর মাঝি' কোন ধরনের উপন্যাস?

খ. 'ইলিশের মওসুম ফুরাইলে কিছুল পদ্মা কৃপন হইয়া যায়' - কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. ওসমান মিয়ার মানসিকতার সঙ্গে কুবের মাঝির মানসিকতার কতটুকু মিল রয়েছে?

ঘ. 'প্রেক্ষাপট জিন্না হলেও ওসমান ও কুবের শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছে।' - এই উক্তিটির তাৎপর্য বিচার কর।

২. মানিকগঞ্জের মধুপুর এলাকার অধিবাসী আমজাদ। এলাকার অধিকাংশ লোক মৃশিঙ্গের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। জন্ম-অনটনের কারণে হেলে- মেয়েকে ভালোভাবে খেতে দিতে পারে না সে। ইচ্ছে থাকে সন্তেও ফুলে পাঠাতে পারে না, তবে আদুসিকতার প্রভাবে মৃশিঙ্গের কিছুটা পরিবর্তন হওয়ায় আমজাদের পরিবারেও পরিবর্তন এসেছে। আজ তারা দুকোনা দুমুঠো খেতে পার। একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

ক. মিছা কথা কইলাম নাকি রে কুবির? -এ উক্তিটি কার?

খ. 'ঈশ্বর থাকেন ঐ গ্রামে, জ্বর পড়ীতে- এখানে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।' - উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

গ. আমজাদের পরিবারে স্বস্তির নিঃশ্বাসের কারণ 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের জেলেদের জীবনে কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সময়ের পটভূমিতে মৃশিঙ্গীদের পরিবর্তন আসলেও 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে জেলে জীবনে পরিবর্তন দেখা যায় না। উক্তিটির তাৎপর্য বিচার কর।

৩. আমার বিবাহে আমার স্বতর পনের টাকা নগদ এবং পাঁচ হাজার টাকার গহনা দিয়েছিলেন। বাবা তাঁহার এক দলদল বস্তুর কাছে খবর পাইয়াছেন, ইহার মধ্যে পনের হাজার টাকাই ধার করিয়া সংগ্রহ করিতে হইয়াছে।

ক. কুবেরের মেয়ের নাম কী?

খ. হোসেন মিয়াকে রহস্যময় লোক ক্যা হয়েছে কেন?

গ. উদ্ধৃতাংশের পংখ্যার সঙ্গে 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে পংখ্যার যে বৈষম্য দেখা যায় তা নিরূপণ কর।

ঘ. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত পংখ্যার কারণ এবং এ থেকে উদ্ধৃতাংশের উপায় 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৪. পদ্মানদীর ভাঙনে মৃশিঙ্গের মধুপুর গ্রামের অধিকাংশ ঘরবাড়ি নদীপার্শ্বে বিলীন হয়ে গেছে। বাস্তবীন গরিব এই লোকজলির পুনর্বাসনের জন্য কাজ করছে উদারী, সাহসী ইকবাল রহমান। নিঃস্বার্থভাবে নিজের জমির অনেকখানি অংশ তাদের পুনর্বাসনের কাজে লাগালেন। অসহায় লোকগুলো তাঁই পেলে ইকবাল সাহেবের জায়পায়।

ক. রক্তের উৎসব কোন গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়?

খ. মাজের দাম বুঝিয়ে দেয়ার সময় ধনজয় কুবেরকে সরিয়ে দেয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. হোসেন মিয়ার সঙ্গে ইকবাল সাহেবের সাহায্য করার মানসিকতার সাদৃশ্য নিরূপণ কর।

ঘ. 'হোসেন মিয়ার মতো ইকবাল সাহেবের সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মানসিকতা একবারেই নেই।' - এই উক্তিটির তাৎপর্য বিচার কর।



## ✧ সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

## ১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আমাদের গ্রামটি একেবারেই অজ পাড়াপাঁ। শহর থেকে বহুদূর। গ্রামের শেষ প্রান্তে নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাস ছিল জেলে, কুমার ও কামার শ্রেণির। এরা কদম্ব গাি ঘেঁষাঘেঁষি করে একত্রে বসবাস করলেও কলহ ছিল এদের নিত্যসঙ্গী। বাবা প্রায়ই বলতেন অসংকুল বলেই এদের গ্রাম থেকে দূরবর্তী স্থানে বসতি গড়তে মেয়া হয়েছে। তবে এদের জীবন-ধারণ পদ্ধতিতে রাম-রহিমের কোনো প্রভেদ ছিল না।

ক. সমস্ত ভূমিতে কার অধিকার বিতৃত হয়ে আছে?

খ. 'ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, অন্নপদ্মীতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।' - কেন, বুঝিয়ে দাও।

গ. উদ্দীপকে 'পদ্মাদর্শীর মাঝি' উপন্যাসের জেলাপাড়ার চিত্র কতটটা প্রতিফলিত হয়েছে- ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'এদের জীবন-ধারণ পদ্ধতিতে রাম-রহিম কোনো প্রভেদ ছিল না।' - 'পদ্মাদর্শীর মাঝি' উপন্যাস অকাঙ্ক্ষিত উক্তিটির তাৎপর্য বিশদ কর।

## ১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) সমস্ত ভূমিতে স্থানীয় অধিকার বিতৃত হয়ে আছে।

খ) মালিক বন্দোপাধ্যায় তাঁর 'পদ্মাদর্শীর মাঝি' উপন্যাসে অত্যন্ত নির্মোহ দৃষ্টিকোণ থেকে পদ্মা তীরবর্তী জেলে সম্প্রদায়ের রত্ন জীবন বাস্তবতার চিত্র অংকন করেছেন।

পদ্মাতীরের জেলেরা শোহিত, বসিত, প্রতারিত ও নিশ্চীত। গোটা সমস্ত ভূমিতে হুঁড়িরে আছে স্থানীয়দের অধিকার। নির্ধারিত কম খাজনার জমিটুকুতে কুঁড়ে উঠতে থাকে। অত্যন্ত অল্প খাজনার এ ব্যবস্থা ছাড়া তাদের আর অন্য কোনো উপায় নেই। তাই উঠোন ছাড়াই তারা বসবাস করে। সরিষার সসারোও প্রাকৃতিক নিয়মে শিঙর জন্ম হয়, শিক্ষা-সীকার কোনো ব্যবস্থা নেই। সরিষা তাদের জীবনের চরম ও নিত্যসঙ্গী। এরা নানা সেবতার পূজা করলেও তাদের আগের কোনো পরিবর্তন হয় না। ঈশ্বরও তাদের প্রতি কখনো সদয় হন না।

জেলেদের ভাগ্য বিভ্রমনার এই চিত্রটি কুলে ধরতে গিয়েই লেখক অত্যন্ত ব্যঙ্গাত্মকভাবে 'ঈশ্বর থাকেন ঐ গ্রামে অন্ন পদ্মীতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না' - উক্তিটি করেছেন।

গ) উদ্দীপকে একটি অল্প পাড়াপাঁ-র কথা বলা হয়েছে। এ গাঁয়ের শেষ প্রান্তে যে নদী রয়েছে সেখানে বসতি গড়ে তুলেছে জেলে, কামার ও কুমার শ্রেণির মানুষ। লি শ্রেণির মানুষ বলেই গ্রামের অল্প সমাজ এভাবে তাদের গ্রামের এক প্রান্তে বসতি স্থাপনে বাধা করেছে।

'পদ্মাদর্শীর মাঝি' উপন্যাসে বর্ণিত জেলেদের জীবনচিত্র যেন উদ্দীপকে বর্ণিত এসব মানুষের জীবনচিত্রেরই প্রতিচ্ছবি। গ্রামের বাইরে পদ্মা নদীর তীরে গড়ে উঠেছে কেতুপুরের জেলে পাড়া। গ্রামের মানুষ এদের দূরে রাখতে চায়। কেবল যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই গ্রামের মানুষের সঙ্গে জেলেদের ওঠা-বসা। একদিকে গ্রামের অবস্থাপন্ন লোকদের অবহেলা, অপরদিকে প্রাকৃতিক দুর্ভাগ্য-এ দুটিক থেকেই জেলেপাড়ার মানুষদের বিভ্রমণা সহ্য করতে হয়। এর মাঝে বসতি গড়ে তুলতে চাইলেও জমিদারের অনুমতির প্রয়োজন হয়। এ বিচারে উদ্দীপকে বর্ণিত দিল্ল শ্রেণির জনবসতিতে 'পদ্মাদর্শীর মাঝি' উপন্যাসে উদ্ভিষিত জেলেপাড়ার প্রতিচ্ছবিনী বলা চলে।

ঘ) উদ্দীপকে এক অল্প পাড়াপাঁয়ের বর্ণনা পাই। অল্প সমাজ থেকে বাসের অবস্থান বেশ দূরে। কেবল প্রয়োজন হলেই অল্প সমাজের লোকজন কখনো কখনো তাদের কাছে যায়। জেলে-কামার-কুমার শ্রেণির লোকজন সেখানে একত্রে বাস করলেও কলহ এদের নিত্যসঙ্গী। অসংকুল বলেই এদের আবাসস্থল গড়ে উঠেছে অল্প সমাজ থেকে দূরে নদী তীরবর্তী অঞ্চলে। এদের মধ্যে রাম-রহিমের কোনো পার্থক্য নেই। সব্বদের জীবন-ধারণ পদ্ধতি প্রায় একই। নির্দিষ্ট একটি স্থান পরিচরে এরা অনেক বেশি

পরিবার বসবাস করে। পরিশ্রম ও অতীব এসের নিত্যসঙ্গী। এরা জীবনের ধরোজনে কারণে-অকারণে যেমন কলহ করে তেমনি আবার মিলেও যায়।

মনিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাস থেকে অন্তসমাজ কর্তৃক প্রায় অবহিত যেখিত এ শ্রেণির মানুষদের জীবন ও জীবিকা সম্পর্কে অধিকতর স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। এখানে কুবের, গমেশ, অমিনুখি ও জহর মাঝিদের পা শেখাইয়ে করে কবিতা পড়ে তুলতে দেখা যায়। এসের মাঝে প্রত্যাশা রয়েছে, সুখ-দুঃখের ভাগ্যভাগি আছে, কলহ ও পুর্মিলনও আছে। এরা পরিশ্রমী এবং অস্বচ্ছন্দ। এরা স্বার্থে চেয়েও সন্নিহিত নামের এক বড় অর্থ পালন করে। এসের জীবন-যাপন পদ্ধতিও উদ্দীপকে বর্ণিত সমাজ ব্যবস্থার মতো।

উপরিউক্ত আলোচনার রেশ ধরে বলা যায় যে, এসের জীবন-যাপন পদ্ধতিতে রাম-রহিম কোনো প্রভেদ নেই। এ বিচারে উভয়টিকে ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসের আলোকে তাৎপর্যময় বলা যায়।

২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

গফুর চার বিঘা জমি ভাণ্ডে চাষ করে। সে বর্গাচাষী। উপরি উপরি দুবছর খরায় মার্চের ধান তকিয়ে গেছে। ওরা বাপ-বেটিতে দুকোলা পেট ভরে দুটো খেতে পর্যন্ত পায়নি। এদিকে ঘরের চালো ফুটো। কৃষ্টি-বাদলে ঘরে পানি পড়ে। মেয়েটিকে নিয়ে, কোনো রকমে রাত কাটায়, পা ছড়িয়ে শোবার ঠাই মেলে না।

ক. কুবেরের কীর নৌকায় মাছ ধরে?

খ. ‘মসে মসে সবলেই বাছা জলে মুখ ফুটিয়া তাহা বলিবার অধিকার তাহার নাই’- কেন?

গ. উদ্দীপকের বর্ণনার সঙ্গে কুবেরের আঙা কুটিরের তুলনা কর।

ঘ. ‘কোণে বসে রাত কাটাই, পা ছড়িয়ে শোবার ঠাই মেলে না।’- ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসের আলোকে উক্তির তাৎপর্য বিচার কর।

## ২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কুবের ধনজয়ের নৌকায় মাছ ধরে।

খ) বিজ্ঞানী ধনজয়ের নৌকায় মাছ ধরে কুবের জীবিকা নির্বাহ করে। এমনই একদিন পদ্মায় মাছ ধরতে গিয়ে সে অনেক বেশি মাছ পায়। কুবেরের শরীর ভালো না থাকায় সে ঢালাস বাতুর কাছে যেতে পারে নি। লোজী ধনজয় নৌকায় এসে জানায় মাত্র দুশ লাভারুটি মাছ হয়েছে। কুবের বুঝতে পারে, ধনজয় তাকে নিশ্চিত ঠিকিয়েছে। কিন্তু মুখ খুলে প্রতিবাদ করার শক্তি তার নাই। কেননা প্রতিবাদ করতে গেলে ধনজয়ের নৌকায় মাছ ধরার অধিকারটুকু তাকে হারাতে হবে। এভাবেই আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে দরিদ্রের প্রতি ধনিকশ্রেণির শোষণের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে।

গ) উদ্দীপকটি সরস্বতী চরিত্রাণ্যায় রচিত ‘মহেশ’ গল্পের অংশ বিশেষ। উদ্দীপকে গফুর ও তার মেয়ের কটকট জীবনের কথা উঠে এসেছে। অল্প একটু জমি থেকে যে শস্য তারা পায় তা থেকে তাদের দুকোলা খাবার টুকুও নিশ্চিত হয় না। জমি থেকে পাওয়া শস্যের ছাণ্ড অতি সামান্য। ঘরের ঢালায় বিছিয়ে দেয়ার মতো পর্যাপ্ত নয়। ফলে কৃষ্টি-বাদলে ঘরের কোণে বসে তারা রাত কাটায়, পা বিছিয়ে শোয়ার মতো অবস্থা পর্যন্ত তাদের থাকে না। উদ্দীপকের বর্ণনার সঙ্গে কুবেরের আঙা কুটিরের মিল দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। পদ্মায় ওপর নির্ভর করে কুবেরের সংসার চলে। নুন আনতে পাছা ফুরায় অবস্থা। ফলে ঘরের ঢালায় সে ছান দিতে পারেন না। যেটুকু ছান ছিল তা অসুস্থ মালার বিছানার নিচে বিছিয়ে দিয়েছে। ফলে কৃষ্টি বলে কুবের ঘরের নিরাপদ কোণে আশ্রয় নিয়ে কৃষ্টির জলে ঘরের যে দিকটা ভেসে যায় সে দিক থেকে পানি সরে যাবার জন্য চিন্তন করে সেহ।

ঘ) উদ্দীপকটিতে একটি সন্নিহিত-দুঃখী পরিবারের কটকট জীবনের কথা উঠে এসেছে। এরা দুকোলা দুদুটো ভাত খেয়ে জীবন অতিবাহিত করতে পারে না। বাতবতা এসের এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে- দুকোলা খাবার খাওয়াতো দুই পাক মশা গুজার ঠাইটুকু থেকেও তারা ক্রমান্বয়ে বঞ্চিত হতে থাকে। কৃষ্টি-বাদলে ঘরের ঢালা বেয়ে ঘরে জল এসে উদ্দীপকে বর্ণিত শিতা-কন্যার পা ছড়িয়ে শোবার অবকাশ পর্যন্ত মেলে না।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) রচিত 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি এই দরিদ্র ও অবহেলিতদের জীবন কথা হয়ে উঠেছে। এখানে ভ্রম সমাজ যেমন এদের দূরে চলে রাখতে চায়, তেমনি প্রাকৃতিক দুর্যোগ কলংকশাখীও তাদের সমুদ্রে নির্ভর করে বেঁচে থাকে চায়। এদের নুন আসতে পাঁচা ফুরায় অবস্থা। এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কুবের পদ্মার ওপর নির্ভর করে জীবিকার সন্ধান করে। বর্ষা চলে গেলে বাঁচার জন্য তাকে কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়। অথচ জীবিকা মেলে না। কুবেরের ঘরের ঢালায় ছন নেই। কুটি-বাদলে ঢালের ভাঙ্গা দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে মোক জেলে যায়। তাই রাত জেগে কুবেরকে কুটিন পানি সরে যাওয়ার জন্য বাবস্থা করে দিতে হয়। এ কঠোর দরিদ্র জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে দাঁড়িয়েছে 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি।

উপরিস্তিত আলোচনার প্রেক্ষিতে ক্যা যায়, 'কোন্ বসে রাত কাটাই, পা ছড়িয়ে শোবার ঠাই মেলে না'- উদ্দীপকের এ উক্তিটি 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের এক জিন্মতর প্রতিচ্ছবি।

৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



ক. ইলিশের মরসুম ফুরাইলে পদ্মা কী হয়ে যায়?

খ. 'জিরানের লাইগা ক্যান ক সেই? বাড়িতে গিয়া সারাজা দিন জিরাইশ'- ধনঞ্জয় কুবেরকে কেন এ কথা বলেছিলো?

গ. 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে উদ্দীপকটির অবস্থান ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকটি জেলেজীবনের অপর্যায়ী ও নোদুলায়মান জীবনকে উপজীব্য করে তুলেছে।- 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের আলোকে উক্তিটির তাৎপর্য বিচার কর।

### ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) ইলিশের মরসুম ফুরাইলে পদ্মা কৃপণ হয়ে যায়।

খ) অসুস্থ কুবের একটি বিশ্রাম নেয়ার জন্যে ধনঞ্জয়ের অনুমতি প্রার্থনা করলে বার্থীক দোস্তী ধনঞ্জয় কুবেরকে এ অমানবিক উক্তিটি করে। ইলিশ ধরার মৌসুমে কুবের একদিন অসুস্থ ছিল। কুবের আসে একদিন মাছ ধরতে না

গেলে তার পরিবারের সদস্যদের মুখে অন্ন ভুটবে না। তাই স্ত্রী মালার নিষেধ সত্ত্বেও কুবের মাছ ধরতে গিয়েছিল। সারারাত মাছ ধরে রাতের শেষ প্রহরে অসুস্থ কুবের ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তখন একটি বিশ্রাম নেওয়ার কথা বললে ধনঞ্জয় তাকে নিষেধ করে। কারা ধনঞ্জয় আসে কুবের বিশ্রাম নিলে সে সমস্যাটা মাছ ধরা থেকে বিরত থাকতে হবে। তাই ধনঞ্জয় এ উক্তিটি করেছিল।

গ) উদ্দীপকে একটি জেলে নৌকার চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। নৌকাটির এক পাশে একটি ছাঁটনির মতো দেখা যায়। নৌকার রয়েছে জাল ও জলে জাল ফেলার ব্যবস্থা। নৌকার ছাঁটনিটি এমন যে বর্ষা-বাদলে সেখানে দু একজন মাঝি কোনো রকমে মাথা গুজে থাকতে পারে। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসেও এ ধরনের জেলে নৌকা দেখা যায়। সে নৌকাগুলো আকারে বেশি বড় নয়। তারও পেছনের দিকে সামান্য একটি ছাঁটনি আছে। বর্ষা-বাদলে সেখানেও দু-তিনজন কোনো রকমে মাথা গুজে থাকতে পারে। মাঝখানে নৌকার পটীতলে হাত দুই জায়গা ফাঁক থাকে। এই ফাঁক দিয়ে নৌকার খোলে মাছ জমা করা হয়। জাল ফেলার ব্যবস্থাও রয়েছে নৌকার এক পাশে। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে জেলে নৌকার এ বর্ণনার সঙ্গে উদ্দীপকের চিত্রটির সামান্য চেনা পড়ে। এ বিবেচনার উদ্দীপকটি 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে বর্ণিত জেলে নৌকায় এক সার্থক প্রতিচ্ছবি।

ঘ) একটি জেলে নৌকাকে কেন্দ্র করে উদ্দীপকটি তৈরি করা হয়েছে। এটি একটি ভাসমান মাছ ধরার নৌকা। উল্লল তরঙ্গ মল্লার মাঝে নৌকাটি দুলছে। জেলে নৌকাটি তাই স্থির নয়। নৌকার বুক ভেদে রয়েছে ইলিশ মাছ ধরার একটি আবহ। মানিক

বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি জেলে সমাজকে কেন্দ্র করে লিখিত হয়েছে। এদের জীবন যেমন অনিশ্চিত, তেমনি। অল্প সময় সুখ-মুগ্ধের দোলায় দোলায়িত। সমাজের অল্প মানুষের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ কালবৈশাখীও তাদের ধ্বংস করতে চায়। তাই উপন্যাসিক আক্ষেপ করে বলেন যে, ঈশ্বরও যেন তাদের প্রতি বিমূৰ্হ হয়েছেন। সে সঙ্গে উজ্জল তরঙ্গমালায় দৌলুয়মান জেলে নৌকার মতোই এদের জীবনেও বার বার আর্থিক অশিচছতার দোলা লাগে। পদ্মাকে কেন্দ্র করেই এদের অধিকাংশের জীবিকা গড়ে উঠে। কমাতি, কোনো বিঘ্নের তারা একরোখা মনোজব পোষণ করলেও অর্থনৈতিক পীড়নে পুনরায় আশোপকামী হয়, এ ক্ষণস্থায়ী ও দৌলুয়মান জীবনের আরেকটি রক্ত সত্য হয়ে দেখা দেয় দরিদ্র। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকটি মূলত পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে বর্ণিত অনিশ্চিত ও দৌলুয়মান জেলে জীবনকে উপজীব্য করে চিত্রিত হয়েছে।

৪. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

হরিপদের ছয় সন্তান। এদের কভিকেই তিনি ঠিক মতো প্রতিপালন করতে পারেন না। তিনি নিজেই খেটে খাওয়া মানুষ। সবার মুখে দুঃখের অল্প জোপাতেই তাকে হিমশিম খেতে হয়। তাই জেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে তিনি উদাসীন। তার মতে, শিক্ষা না হলেও বাঁচা যায়, তবে অল্প ছাড়া বাঁচা যায় না।

ক. কুবেরের কয়টি সন্তান?

খ. 'পোলা দিয়া করুম কী? নিজেগোর খাওন জোটে না, পোলা' - উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

গ. কুবের এবং হরিপদের দরিদ্রতার রূপ একই- এ মজবুত সাথে তুমি কতটুকু একমত? সুকিয়ে দাও।

ঘ. অধিক জনসংখ্যার প্রধান কারণ অশিক্ষা- উদ্দীপক ও পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের প্রেক্ষিতে বিষয়টি বিশ্লেষণপূর্বক তোমার মতামত দাও।

### ৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কুবেরের মোট চারটি সন্তান।

খ. কুবের নিজের জীবনের আর্থিক অসচ্ছলতার জায়গা থেকে উদ্ভূত উক্তিটি করেছে। কুবের পরিণ, প্রতিদায়িত্ব অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করে তার সংসার চলে। সারারাত নদীতে মাছ ধরে ত্রাচ্ছ-ত্রাচ্ছ কুবের যখন সকালবেলা গণেশকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিল তখন পথেই দলুলা তাকে জেলে জন্ম হওয়ার সংবাদ দেয়। জেলে হওয়ায় কুবের বিরক্ত হয়ে বলে- 'চুপ যা গণেশ।' সংসারের ঘারা আছে কুবের তাদের খাবার যোগান দিতেই হিমশিম খায়। তাই নতুন জেলের আগমনে খুশি না হয়ে তাকে বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা যায়। মূলত সীমাহীন দরিদ্রতার কারণেই কুবের আলোচ্য উক্তিটি করে।

গ) মালিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি' এর রূপ অজ্ঞ। উপন্যাসের নায়ক কুবেরের জী, জেলে-মেয়ে ও পিসিকে নিয়ে মোট সাতজনের সংসার। দরিদ্রতার কন্ডায়েত জর্জরিত কুবের পরিবারের লোকদের দুঃখের অল্প জোপাতেই প্রতিদায়িত্ব হিমশিম খায়। তার কাছে অল্পের চহিলা মৌচোদেই সর্বোচ্চ, শিক্ষা বা ক্লাসিচা চিন্তার দূর অতীত। উদ্দীপকের হরিপদও ছয় সন্তানের মুখে দুঃখের অল্প জোপাতেই হিমশিম খায়। তার কাছে শিক্ষার চেয়ে অল্পের চহিলা মৌচোদেই মুখ্য বিষয়।

সুতরাং আমরা দেখি যে, উপন্যাসের কুবের ও উদ্দীপকের হরিপদের চিন্তা একই মেরুতে অবস্থান করেছে। উভয়ের মধ্যে চিন্তার সামঞ্জস্যের প্রধান কারণ দুজনেই দরিদ্রতার নির্মমতার শিক্ষার।

ঘ) শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো প্রবেশ না করলে তার মধ্যে নানা কুসংস্কার ও অজ্ঞতা বাসা বাঁধে। ফলে ঐ সব অশিক্ষিত মানুষ নিজেরাই নিজেদের জীবনে সমস্যা সৃষ্টি করে। এ রকম একটি সমস্যার নাম জনসংখ্যার অধিক। বেশ রক্ষা ও পরিকল্পিত জীবন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই এ সমস্যাটির সৃষ্টি হয়। এটি এমন এক স্তম্ভাবহ সমস্যা- যে সমস্যা থেকে আরও অনেক নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

‘পদ্মা নদীর মাঝি’ উপন্যাসে কুবের ও উম্মীপকের হরিপদ উভয়ই খেটে খাওয়া মানুষ। অশিক্ষার কারণে জীবন ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তারা অসচেতন। ফলে দুজনের সংসারেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত সন্তানের আগমন ঘটেছে। কল্যাণল নারিত্রের নিষ্ঠুর নির্মমতায় উভয়ই দিশেহারা। তাদের কাছে সংসারের মানুষগুলোর মুখে শুধু যোগানোই মূল কথা, শিক্ষা তাদের কাছে বিলাসিতা মাত্র। উভয়ের জীবনে যে বিপর্যয় নেমে এসেছে তার প্রধান কারণ শিক্ষার অভাব।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিত্রাণিত কলা যায় যে, অশিক্ষাই অধিক জনসাধারণের জন্য দারী।

৫. নিচের উম্মীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

গোপাল অত্যন্ত দরিদ্র। অনেক ডেইরি কল্লও সে দারিত্র্যকে ভয় করতে পারেনি। এভাবে দিনের পর দিন সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু জীবন চালাতে গেলে কিছু না কিছু তো করতেই হবে। তাই যখন তার সামনে আর কোনো পথ খোলা রইল না, তখন বাধ্য হয়েই সে চুরি করতে শুরু করলো।

ক. কুবের কাকে চুরি করে মাছ দিয়েছিল?

খ. ‘চুপ যা গোপী, ঘুম যা’- কুবের কেন এ কথা বলেছিল?

গ. উম্মীপকের গোপাল চরিত্রটি কুবের চরিত্রের আংশিক প্রতিচ্ছবি- ব্যাখ্যা কর।

ঘ. নারিত্রাই অপরাধের মূল কারণ- উম্মীপক ও কুবের চরিত্র অবলম্বনে বিষয়টি বিশ্লেষণ কর।

### ৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কুবের শীতল বাবুকে চুরি করে মাছ দিয়েছিল।

খ) ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কুবেরের দরিদ্র কুটির প্রতাপশালী হোসেন মিয়া সাময়িকভাবে অতিথ্য গ্রহণ করে। রাতে হোসেন মিঞা যখন গভীর ঘুমে অচেতন তখন কুবের সবার অগোচরে তার পাঞ্জাবির পকেট থেকে আধুনিহ কিছু পরয়া চুরি করে। এদৃশ্য কুবেরের মেয়ে গোপী দেখে ফেলে এবং বাবার কাছে তার জ্ঞপ্তি চায়। চুরির ব্যাপার নিজের সন্তানের কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার লঙ্ঘিত ও জীত কুবের পরবর্তীতে যাতে হোসেন মিয়ার কাছে ধরা না পড়ে সেজন্য গোপীকে ধমকায়।

গ) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাধারণ সৃষ্টি পদ্মানলীর মাঝি উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কুবেরের সাথে উম্মীপকের গোপাল চরিত্রের যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়। উপন্যাসের কুবের অত্যন্ত দরিদ্র। সে গরীবের মধ্যে গরীব, ছোটলোকের মধ্যে ছোটলোক। মৌনুমে মাছ ধরে এবং বাকি সময় ‘মাঝিগিরি’ করে অতি কাট্টে সে সংসার চালায়। মাঝে মাঝে তাকে উপোসও করতে হয়। অভাবের তাড়নায় সে সর্বদা অস্থির থাকে। দারিত্র্যের বেড়াভালে আবদ্ধ কুবেরের মধ্যে প্রায়শই ন্যায়-অন্যায় বোধ কাজ করে না। এ কারণে সুযোগ পেলে মাঝে মাঝে সে চুরিও করে।

উম্মীপকের গোপাল চরিত্রটিও অত্যন্ত দরিদ্র। সংসারের অভাব মোটাত্ত কোনো উপায়াকর না পেয়ে সেও চৌর্যবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করে।

উপরিউক্ত চরিত্র দুটি পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পাই যে, উভয়ই সংসারের চাহিদা মোটাত্ত চৌর্যবৃত্তির আশ্রয় নেয়। অতএব, কলা যায় উম্মীপকের গোপাল চরিত্রটি উপন্যাসের কুবের চরিত্রেরই প্রতিচ্ছবি।

ঘ) ‘দারিত্র্য মানুষের জীবনে অভিশাপবরপ’। কল্যাণল নারিত্র প্রথম পাওয়া যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর সৃষ্টি কুবের চরিত্রের মধ্যে। উপন্যাসের নায়ক কুবের অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির লোক। কঠোর পরিশ্রমী হওয়ার পরও বড় সংসারের একমাত্র উপার্জনকর্ম ব্যক্তি বলে তাকে সর্বদা আশঙ্কায় মধ্যে থাকতে হয়। বছরের বয়েস মাস পদ্মার বুকে মাছ ধরে এবং বাকি সময় অন্যের নৌকায় মাঝিগিরি করে যে সামান্য আয় হয় তা দিয়ে তার সংসার কোনোমতে চলেতে চায় না। বাধ্য হয়ে তাকে বিক্রয় চিন্তা করতে হয়। কিন্তু বিক্রয় আয়ের রাস্তা না থাকায় বাধ্য হয়ে তাকে অন্যায় পথের আশ্রয় নিতে হয়। তার বিবেক তাকে তাড়া করলেও সে নিরুপায়।

উদ্ভিষিত উদ্দীপকের গোপাল ও দারিদ্র্যের কাছে পর্তুদিত হয়ে অবশেষে অপরাধের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। কুকের ও গোপালের অপরাধের কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, উভয়ই দারিদ্র্যের শিকার। সুতরাং একথা নির্দিষ্ট করা যায়, দারিদ্র্যই হচ্ছে অধিকাংশ অপরাধের মূল কারণ।

৬. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

কালবৈশাখী ঋতু পুরো গ্রামটি লগুঙও হতে গেছে। গ্রামটিকে আর আগের মতো চেনা যাচ্ছে না। কারো ঘরের চাল উড়ে গেছে তো কারো ঘরের উপর ছেড়ে পড়েছে গাছ। চাঙ্গা পড়া ঘরের মধ্যে থাকা কলিমুদ্দীনের বউ-বাচ্চাসহ সবাই মারা গেছে। ঘটনার আকস্মিকতায় কলিমুদ্দীন যেন হঠাৎ করেই যোবা হয়ে গেছে।

ক. কোন কড়ো গোপীর পায়ে আঘাত লাগে?

খ. 'না মিয়া, ঘর দিয়া কাম নাই'— কে, কেন এ কথা বলেছে?

গ. উদ্দীপকের আলোকে পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের প্রাকৃতিক দুর্যোগের বর্ণনা দাও।

ঘ. 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের আলোকে উদ্দীপকটির অভ্যুদিত তথ্যপর্ব বিশ্লেষণ কর।

### ৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) আখিনের কড়ো গোপীর পায়ে আঘাত লাগে।

খ) পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে বর্ণিত আখিনের কড়ো জেলেপাড়ার ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। এ কড়ো মুসলমান পাড়ার আমিনুদ্দিন ত্রী-পুত্র নিহত হয়। কড়ো পরবর্তী হোসেন মিঞার সৌজনে সবাই যখন নতুন ঘর নির্মাণে ব্যস্ত তখন আমিনুদ্দিকে নতুন ঘরের প্রস্তাব করা হলে সে প্রত্যাখ্যান করে। কারণ ঐ কড়ো তার সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে। সবাইকে হারিয়ে জীবন সম্পর্কে বিতৃষ্ণা জন্মে। এজন্য সে নতুন করে জীবন ও সংসার কোনোটাই শুরু করতে চায় না।

গ) বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। প্রায়ই বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের উপরে নির্মম আঘাত হানে। লগুঙও করে দিয়ে যায় উপকূলবর্তী অঞ্চলসহ সারা দেশকে। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর মধ্যে অন্যতম ঘূর্ণিঝড়।

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে আখিনের কড়ো নামের জাহাজ ঘূর্ণিঝড় লগুঙও করে দেয় নদী তীরবর্তী কেরুপুরের জেলেপাড়া। ঘর-বাড়ি নিশ্চিহ্ন হওয়া থেকে প্রাণহানি পর্যন্ত সবকিছুর শিকার জেলেপাড়ার মানুষগুলোর অসহায় চিত্র অঙ্কিত হয়েছে উক্ত উপন্যাসে।

উদ্ভিষিত উদ্দীপকেও আমরা সেভাবে পাই, কালবৈশাখী ঋতুর নির্মমতার শিকার আলোচিত গ্রামটিও লগুঙও হয়েছে। পদ্মানদীর মাঝির আমিনুদ্দিন মতো উদ্দীপকের কলিমুদ্দীনের ত্রী-পুত্রসহ সবাই নিহত হয়েছে। এদিক থেকে উদ্দীপকের সাথে কেরুপুরে সংঘটিত আঞ্চলী ঋতুর বেশ মিল আছে।

ঘ) দুর্যোগপ্রবণ ও উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের বিপর্যয় সামাল দিতে অন্য দেশের সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়। কারণ দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য পর্যাপ্ত সামর্থ্য তাদের নেই। যেমন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে বর্ণিত আখিনের কড়ো পদ্মানদীর কেরুপুর গ্রামের জেলেপাড়ার যে জাহাজ ক্ষতি হয় তা থেকে উদ্ধারের উপায় ঐ গ্রামের বাসিন্দাদের কারোই নেই। কারণ তারা অত্যন্ত দরিদ্র। দু'কোনা পেট ভরে খাওয়ার নিশ্চয়তা তাদের নেই তারা ঘর-বাড়ি ও পরিবারের এতেন সর্বনাশের প্রতিকার করতে, এটা ভাবা বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই উপন্যাসে আমরা দেখি কড়ো বিলম্বিত ঘর-বাড়ির সামনে অসহায় মানুষগুলোর নির্বাক ও হতবিস্ময় মুখ।

উদ্দীপকেও কালবৈশাখীর তাজব কলিমুদ্দীনের মতো সবকিছু হারানো মানুষগুলো ঘটনার আকস্মিকতায় হতবিস্ময় হয়ে পড়ে। নতুন করে বাঁচার যথু দেখতেও তারা ভুলে যায়। কেননা, নতুন করে ঘর তৈরি ও সংসার শুরু করার মতো আর্থিক সামর্থ্য তাদের নেই।

উপন্যাস ও উদ্দীপকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে জনজীবনে দুর্ভোগের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা আমাদের গ্রামা জীবনের একটি অতি পরিচিত বাস্তব দৃশ্য। কুসোরা, আমিনুদ্দিন বা কলিচুন্নিদের মতো প্রতিবছরই হাজার হাজার মানুষ তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে এ দুর্ভোগের শিকার হয়। তাই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে থেকে তাদের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।

৭. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার সহায়তায় গোলাযোগ্যপূর্ণ লিবিয়া থেকে দেশে ফিরেছে শত শত নিঃস্ব ব্যক্তিগণ। হুমায়ুন জীবিকার সন্ধানে সর্বত্র বিক্রি করে পরিবারের মুখে অল্প যোগ্যালের প্রত্যাশায় এক বছর পূর্বে লিবিয়ায় পাড়ি জমিয়েছিল। কিন্তু ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মুখে সে লিবিয়া ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। অনেক কষ্টে আন নিয়ে গ্রামে ফিরে আসার পর হুমায়ুন তার লিবিয়া-তিউনিসিয়া লীমাস্তে অটকে পড়া বিত্তীয়িকার দিনগুলোর অভিজ্ঞতার কথা বলে গ্রামবাসীদের কৌতূহল মেটায়। অভ্যন্তরীণর অঙ্গ হামলা, লিবিয়ার দিকে মার্কিন রক্তহীন এগিয়ে আসা, প্রায়ে বাঁচতে হাজার হাজার বাঙালির আহাজারি, লীমাস্তে পথে লাগা দুর্ভোগ ও দিনের পর দিন লা বেয়ে অভিবাসিত করাসহ লাগা ভ্রমকের কাহিনী শুনে গ্রামের অনেকেই হুমায়ুনের ব্যক্তিতে একে একে ভড়ো হতে থাকে।

ক. রাসু কোথা থেকে পালিয়ে এসেছিল?

খ. গ্রাম ছড়িয়া, দেশ ছড়িয়া নিরুদ্দেশ যাত্রার গভীর বিষাদ ওদের আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে— কেন, ব্যাখ্যা কর।

গ. হুমায়ুন রাসুরই প্রতিমূর্তি— ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'পদ্মালদীর মাঝি' উপন্যাসের আলোকে উদ্দীপকটি বিশ্লেষণ কর।

### ৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) রাসু ময়নাধীপ থেকে পালিয়ে এসেছিল।

খ) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস 'পদ্মালদীর মাঝি'র এ বাক্যে অসহায় উদ্ধাস্ত মানুষদের কথা বলা হয়েছে। উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নপ্রস্টা হোসেন মিয়া'র নৌকার অবস্থানরত ময়নাধীপশামী একটি অসহায় মুসলমান পরিবারের কথা যারা বাকহীন ও ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় জড়লড় হয়ে বসে রয়েছে। এটি মানুষের রসূল মিয়া'র পরিবার। হোসেন মিয়া তার সাদাভাষা অনাকীর্ণ করে তোলার জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে অসহায় মানুষদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে ধীপে নিয়ে যাচ্ছে। অজানী মানুষের জীবন ও জীবিকার সন্ধানে অজানা দেশে পাড়ি জমিয়েছে। তারা জ্ঞানে লা সেখানে জীবন কেমন হবে। একটি অজানা আশংকা তাদের চোখে মুখে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই বলা হয়েছে, গ্রাম ছড়িয়া, দেশ ছড়িয়া নিরুদ্দেশ যাত্রার গভীর বিষাদ ওদের আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে।

গ) ব্যক্তিমান উপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার পদ্মালদীর মাঝি উপন্যাসে অনেকগুলো চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। উদ্দীপকে লিবিয়া ফেরত হুমায়ুনকে ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষদের একজন বলা যায়। ভ্রমণের পরিবর্তন করার মানসে হুমায়ুন এক বছর আগে আত্মীয় পরিজনকে ছেড়ে লিবিয়া পাড়ি জমিয়েছিল। সেখানে গিয়ে অধিক অর্থ উপার্জন করে দেশে পরিবার পরিজনদের মুখে হাসি ফোটাবে। চলছিলও কোনো রকম। কিন্তু ভ্রমণের নির্মম পরিহাসের শীকার হয় হুমায়ুন। হঠাৎ করে সেন্সে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার সর্বকৃত্ত ছেড়ে শুধু কোনো রকমে তাকে নিঃস্ব অবস্থায় দেশে ফিরে আসতে হয়। আজ সে এক তার পরিবার অবস্থার পতিত হলেও তাকে ফিরে পেয়ে খেল বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। একইভাবে উপন্যাসেও পরীণ জেলে রাসু এতেকটুকু সজ্ঞাততার প্রত্যাশায় জীব সন্ধানদের নিয়ে হোসেন মিয়া'র ময়নাধীপে গিয়েছিল, কিন্তু সেখানে প্রতিবন্ধ অবস্থার মাঝে ন্যাগ্রাম করে জীব-সন্ধানদের হারিয়ে নিঃস্ব অবস্থার চিত্রের প্রমুখী নিয়ে ভ্রমণের পালিয়ে এসেছে। এসব দিক থেকে উদ্দীপকের

হুমায়ূনের সাথে রাসু চরিত্রের যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়। প্রত্যেক মানুষই কোনো না কোনোভাবে বাঁচতে চায়। এখানে রাসুর মতো হুমায়ুনও নতুন করে বাঁচার আশার নিজের বাসভূমে ফিরে আসে।

ঘ) সাম্যবাদী সমাজ চেকনায় বিশ্বাসী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত পদ্মানদীর মাঝি পন্থা তীরবর্তী কেকতপুর ও আশপাশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন কাহিনী সংবলিত একটি কালজয়ী উপন্যাস। এ উপন্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র হলো রাসু। পীতম মাঝির অল্পে রাসু তার অগাধ অশেষে খ্রী-সন্তানদের নিয়ে হোসেন মিলার মনোবিশিষ্ট গিয়েছিল। রাসুও কেকতপুর গ্রামের অগাধ বিভূষিত অন্যান্য মাঝির মতো মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতো। কিন্তু মাছ ধরার সামান্য আয়ে তার সংসার চলতো না। তাই নতুন করে বাঁচার আশায় পরিবার-পরিজন নিয়ে সে ময়না ঘাঁপে পাড়ি জমায়। আদিম মানুষের ন্যায় প্রাণাঙ্কুর সজ্ঞার পর ময়নাঘাঁপে খ্রী-সন্তানদের সবাইকে হারিয়ে নিত্ব অবস্থায় শুধু প্রাণটুকু নিয়ে সে আবার গ্রামে ফিরে আসে। একইভাবে উদ্দীপকের হুমায়ুনও পরিবারের আর্থিক সঙ্কলতা ও নিশ্চিত অবিষহের জন্য এক বছর পূর্বে লিবিয়ার পাড়ি জমিয়েছিল। নিজের সর্ব্ব বিক্রি করে পরিবারের মুখে অল্প যোগানের প্রত্যাশায় লিবিয়ার গিয়ে একই ভালো আয়-রোজগারের জন্য সে প্রাণাঙ্কুর ছেঁটা করতে থাকে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। অল্প কিছুদিনের মধ্যে সে দেশের সরকার প্রধানের সাথে দেশবাসীর মুখ সেগে হাওয়ায় হাজার হাজার মানুষের মতো হুমায়ুনও নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য সীমান্তে আশ্রয় নেয়। তারপর অনেক কষ্ট করে কোনো রকমে প্রাণ নিয়ে সে দেশে ফিরে আসে। রাসু আর হুমায়ুন এ দেশের হাজারো অগাধ বিভূষিত মানুষের প্রতিিনি। তারা যেখানেই যায় দুর্ভাগ্য সেখানেই তাদের শিষ্ট নেয়। বিভিন্ন পুঁথিতে এটাই প্রকৃতির নিয়ম।

৮. নিজের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আলী হোসেনের খ্রী সাহানা প্রায় সারা বছর অসুস্থ থাকে। এ নিয়ে তার চারটি অপারেশন হলো। এর পেছনে আলী হোসেনকে অনেক টাকা খরচ করতে হয়েছে। এজন্য তাকে খানিকটা জমিজমাও বিক্রয় করতে হয়েছে। সাহানা প্রায়ই রাতে ঘুমোতে পারে না। তার ঘরা অধিক পরিশ্রমের কাজও হয় না। এ নিয়ে আলী হোসেন তাকে প্রায়ই উচ্চবাচ্য করে। এরপরও সাহানা চুপ করে থেকে সে তার স্বামী ও সন্তানদের সজ্জি রাখতে চায়। সন্তানদের মুখে তুলে খাইয়ে দিতে চায়। থোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো ছড়া কেউ প্রতিিনি সে তার বাচ্চাদের ঘুম পাড়ায়। স্বামী ও সন্তানদের সুখী করতে সে তার সাধ্যমতো চেষ্টা চালায়।

ক. নিজের ছেলে দুটিকে কে ঘরে আটকিয়ে রাখতে চায়?

খ. আদিম অসভ্যতার আবেষ্টনী, অভ্যয় সুমার্জিত সভ্যতার- ব্যাখ্যা কর।

গ. তোমার পঠিত পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের কোন চরিত্রটির সাথে উদ্দীপকের সাহানার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের আলোকে সাহানার ভাণ্ডালিপি বিশ্লেষণ কর।

### ৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) নিজের ছেলে দুটিকে ঘরে আটকিয়ে রাখতে চায় মালা।

খ) কালজয়ী উপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি একটি আঞ্চলিক উপন্যাস। কেকতপুর গ্রামের ছেলেদের পাশাপাশি বাড়ির বৌ-কিরাও দিনরাত পরিশ্রম করে। ঘরের কাজ তো রয়েছেই। ধরে আনা মাছগুলো টুকরিতে করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিক্রয় করতে হয়। বাড়িকে বসে ছেলেমেয়েদের যত্ন নেয়া ছেলে পাড়ার মহিলাদের পক্ষে কখনো সম্ভব হয় না। মায়ের দুধ খাওয়া পর্যন্তই মায়ের আলম যত্ন পাওয়া যায়। মালা পশু হওয়ায় অন্যান্য মহিলাদের মতো ব্যস্ততা থাকে না। তার অকুরত সময় থাকায় ছেলে মেয়েগুলোর অতিরিক্ত যত্ন নেয়ার চেষ্টা করে। সন্ধ্যা পর যখন সে সন্তানদের কাছে পায় মুখে তুলে আঁত খাইয়ে দেয়। গল্প অনিদ্রে ঘুম পাড়ায় এ বেন এক আদর্শ মাতৃমূর্তি। ছেলে পাড়ার পরিকল্পনার সাথে তার এই আচরণ মোটেই খাপ খায় না। মাঝার উকুন, গায়ে মাটি, ছোড়া দুগ্ধ কপড়, উলস ছেল-পুলে, স্যাত স্যাতে মাটির মেকে এই সবকিছু এখানে আচরণের সঙ্গে কৈশরীতা তৈরি করে।



গ) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি একটি কাব্যজীবী উপন্যাস। এ উপন্যাসে পদ্মানদীরের দরিদ্র জেলসেবের জীবন-যাপনের এক নির্মম চিত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে। কেকতুপুর গ্রামের এক হতভাগ্য গৃহবধু মালা। অন্য থেকেই সে পশু। আজন্ম পশু এ মালা যেন সংসার ধারনে অনুরাগী এক চিরায়ত বাঙালি রমণী।

জেলে পাড়ার অন্যান্য মায়ের তুলনায় মালার সংসারধর্ম পালনে ব্যতস্ত রয়েছে। যদিও সে পশু তবুও আপলে রাখতে চায় স্বামী ও সন্তানদের। চিন্তা চেতনায় সে অন্যদের তুলনায় উন্নত মানসিকতার। জেলে পাড়ার অবহেলিত জেলে মেয়েদের মুখে ভাত তুলে খাইয়ে দিতে দেখেছি আমরা একমাত্র মালারকে। রূপকথার গল্প শুনিতে ঘুম পাড়াতে দেখা যায় পশু মালাকে। কিন্তু পশুত্বের অভিলাষ তাকে স্বামীর সোহাগ থেকে বঞ্চিত করে। এদিক থেকে মালা সংসারের এক হতভাগ্য গৃহবধু। অন্যদিকে উদ্দীপকে বর্ণিত সাহানারও এক ধরনের গৃহই বলা যায়। বহুব্যবহার অপারেশন ইওয়ার সংসারের জনস্বপ্নপূর্ণ কোনো কাজ সে করতে পারে না। স্বামী সন্তানদের অনেক যত্ন করতে চেয়েও পারে না। তার পেছনে টাকা পরয়া ব্যয় হওয়ায় স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট। সেও মালার মতো সন্তানদের ঘুম পাড়ানি গান শোলায়। এতো কিছু পরও অসুস্থতার কারণে স্বামী সোহাগ থেকে সে বঞ্চিত।

ঘ) ক্রয়েজীর ও মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে সন্তানতার আলোকবর্তিত জেলে সম্প্রদায়ের জীবনচিত্র চিত্রায়িত করতে গিয়ে সেখানকার এক হতভাগ্য গৃহবধুর জীবন কাহিনী বিবৃত করেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পদ্মানদীর প্রমজীবী মানুষদের জীবনচিত্র আঁকতে গিয়ে সংসার ধর্মে পরিণতি মানসিকতার এক শাশ্বত বাঙালি নারী চরিত্রকে তুলে এনেছেন— যে কিনা আজন্ম পশুত্বের অভিলাষে অভিলাষ। সে পশু বটে কিন্তু সংসারের সকলকে মায়ার বন্ধনে আপলে রাখতে চায়। নিধন নিশ্চয় জীবনে স্বামী তাকে প্রতিনিয়ত অবহেলা করে। মালা একজন উপেক্ষিত বঞ্চিত ও নিতম্ব—। নিজের চোখের সামনে স্বামীকে নিজের ছোট বোনের সাথে আঁবেধ প্রবয়ে আসক্তি দেখেও প্রতিবাদহীন অবস্থায় তাকে থাকতে হয়। আবহমান বাংলার শতকেটি নারীকেই এমন নিঃশব্দ ও অসহায় অবস্থায় পড়তে হয় বটে কিন্তু মালা তার পশুত্বের কারণে আজ যেন একই বেশিই অসহায়। তার অবস্থা আজ অতো বেশি মর্মান্তিক।

উদ্দীপকে বর্ণিত সাহানাকেও আমরা অসহায় এক গৃহবধু হিসেবে দেখতে পাই। ভ্রমের নির্মম পরিবর্তনের স্বীকার হয়ে তাকে তার সময়ই অসুখ থাকতে হয়। মানুষের সুস্থতা-অসুস্থতার ওপর তার নিজের কোনো হাত প্রায় না থাকলেও তাকে সংসারে সকলের কাছ থেকে গল্পনার স্বীকার হতে হয়। স্বামী-সন্তানকে অধিক জলোবাসায় আপলে রাখতে চাইলেও তাকে কেউ সময় দেয় না। উপরন্তু স্বামী তাকে নানাজবে অপদত্ত করে। বেঁচে থাকার এহেন নির্মম পরিস্থিতি দিবে মেনে নেয়া ছাড়া সাহানার যেন আর কিছুই করার থাকে না। সে সব সময় স্বামীকে সুখী করতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। ব্যর্থ হয়, তবুও তার চেষ্টার যেন শেষ নেই। ক্রুরের খেমন মালারকে কোনো বিষয়ে কথা বলতে দেয় না। তেমনি সাহানাকেও স্বামীর পালম্প উপেক্ষা করে সব কিছু মুখ বুজে সহ্য করতে হয়।

মালা ও সাহানা দু'জনই শাশ্বত বাঙালি নারী চরিত্র। স্বামী-সন্তানকে অবলম্বন করেই তাদের বাঁচার প্রত্যাশা। তাদের বেশি কিছু প্রত্যাশা না থাকলেও প্রতিনিয়ত উপেক্ষিত ও অনাদৃত থেকে তাদের জীবন কাটাতে হয়। মালা ও সাহানা আবহমানকালের প্রতিবাদহীন নির্বাক হাজারো বাঙালি নারী চরিত্রেরই প্রতিনিধিত্ব করছে। এরা দুজনই সমাজ সংসারের ভাগ্যবিধিত গৃহবধু।

### ৯. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সামান্য কিছু গুঁজি সঙ্গে নিয়ে ঢাকা শহরে ব্যবসা করতে আসে নোয়াখালির শমিক। ঢাকার এসে প্রথমে সে অবস্থান নেয় কারওয়ান বাজারের পাশের একটি বাড়িতে। ধীরে ধীরে আশ-পাশের মানুষের সঙ্গে গড়ে উঠে তার সখ্য। ছোট-বড় ব্যবসাও শুরু করে সে। ব্যবসা করতে গিয়ে এক পর্যায়ে সে চোরাকারবারের সাথে জড়িয়ে পড়ে। রাতারাতি হয়ে উঠে আকুল ফুলে কলাপাহাড়। তার জীবনযাপনে আসে পরিবর্তন। বস্ত্র এলাকা ছেড়ে বাসা নেয় অভিজাত আবাসিক এলাকায়। বড় আরপায় বিয়ে করে। কিছুদিনের মধ্যে বেশ কয়েকটি কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেরও মালিক হয় সে। কিন্তু তারপরও বস্ত্রবাসীদের কাছ থেকে নিজেকে সে সরিয়ে নেয় না। তাদের দুঃখ-দুর্দশায় সব সময় সে সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দেয়।

- ক. হোসেন মিয়া কেতুপুর এসে প্রথম কান বাড়িতে আসায় নেয়?  
 খ. 'হোসেন মিয়ার যে ক্ষতি করে, শান্তি সে তাহাকে নির্মমভাবেই দেয়।' – কেন, ব্যাখ্যা কর।  
 গ. শফিক হোসেন মিয়ারই এক সার্থক প্রতিজ্ঞা – ব্যাখ্যা কর।  
 ঘ. 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের আলোকে শফিক চরিত্রটির স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

### ৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) হোসেন মিয়া কেতুপুর এসে প্রথম অহর মাঝির বাড়িতে আসায় নেয়।  
 খ) বড় অমায়িক ব্যবহার হোসেন মিয়ার। সাপেতে রঙের সাদির ফাঁকে সবসময় মিটি করে হাঙ্গে সে। ধনী-নরির, ভদ্র-অভদ্রের পার্থক্য তার কাছে নেই। সকলের সঙ্গে তার সমান মৃদু ও মিঠা কথা। জেলেপাড়ায় সে নির্দিষ্ট ব্যাভাষ্য করে। হোসেন মিয়া হাসিমুখে একেবারে বাড়ির ভিতরে গিয়ে জেঁকে বসে গল্পভঙ্গব করে। তার মতলব হাসিলের আয়োজন আরম্ভ করলেও জেলে পাতার লোকজন তাকে কিছু বলতে পারে না। কেননা বর্ষাকালে ঘরের ফুটী চাল মেরামত করা, উপবাসের সময় বিনা সুদে কর্তৃ দিয়ে সে জেলে পাতার মানুষকে সহযোগিতা করত। বিপদে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াত। তাই কেউ তার ক্ষতি করলে নির্মমভাবে সে তাকে শাস্তি দিত।

গ) উপন্যাসিক মনিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের হোসেন মিয়া ও উকীলকের শফিকের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। দু'জনই ব্যবসা করে এবং অবস্থার পরিবর্তনের জন্য অবৈধ উপার্জনের পথ বেছে নেয়।

উপন্যাসে বর্ণিত হোসেন মিয়া লোকটি বহুদর্শী ও বহু অভিজ্ঞ এক ব্যক্তি। কেতুপুর এলাকার প্রথমে তাকে মীনহীন ও কর্পকশূন্য এক ব্যক্তিরূপে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু অসাধারণ মানসিক শক্তির অধিকারী কর্মী ও উন্মাদী এই ব্যক্তির জগৎ পরিবর্তনটা বেশ ছেঁকিবাজির মতো মনে হয়। নানা দিক থেকে নানারকম ব্যবসার মধ্য দিয়ে সে আত্মা ফুলে কলাপাছ হয়ে উঠে। কেতুপুর এলাকার মীন-নরির মানুষের কাছে সে চির কৃতজ্ঞ। সে তাদের পরম বন্ধু ও বিপদে-আপদে সে সকলের পাশে দাঁড়ায়। নিঃস্বার্থভাবেই সে তাদের সহায়-সহযোগিতা করতো। কিন্তু তারপরও পদ্মা নদীর মাঝিরা তাকে খুব একটা বিশ্বাস করতো না। তারা মনে করতো হোসেন মিয়া মতলববাজ। তবু তার সামনে গেলে তারা সব কিছুই ভুলে যেতো। তাদের কাছে হোসেন মিয়া ছিল এক রহস্যময় ব্যক্তি। কুবের যখন হোসেন মিয়ার নৌকায় কাজ নেয় তখন সে তার নানামুখী ব্যবসার অনেক কথাই জ্ঞানতে পারে। কিন্তু তারপরও এ নিয়ে সে কিছু বলতে সাহস পায়না।

উকীলকের শফিকও ব্যবসার উদ্দেশ্যে গ্রাম থেকে শহরে আসে। শহরে এসে প্রথমে ছোটখাটো ব্যবসাও শুরু করলেও কিছুদিনের মধ্যেই সে হোসেন মিয়ার মতো চোরাকারবারে জড়িয়ে পড়ে। ফলে অল্প দিনেই আত্মা ফুলে কলাপাছ হয়ে ওঠে সে। তারপর বতি ছেড়ে এক সময় সে অভিজাত এলাকার বাসিন্দা হয়ে ওঠলেও হোসেন মিয়ার মতোই মজির বক্তব্যবাদের কথা ভুলতে পারে না। হোসেন মিয়ার মতো সেও তাদের নানা আপদে-বিপদে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। অর্থ-বিত্ত তাকে অমানুষ বা অকৃতজ্ঞ করেনি। তাই তো হোসেন মিয়ার মতো সেও উপরে উঠে গিয়ে বার বার নিজেকে নিচে নামিয়ে এনেছে। বক্তব্যবাদের যে কোনো দুষ্ট-দুর্দশায় পরম বন্ধু হিসেবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে নিজের কৃতজ্ঞতাবোধের প্রমাণ দিয়েছে। এদিক থেকে শফিক আর হোসেন মিয়া যেন একই চুল্লার এপিঠ-ওপিঠ।

ঘ) বাংলাদেশের বিখ্যাত নদী পদ্মা ও তার কীর সংলগ্ন কিছু এলাকার জনজীবনের পটভূমিকায় লেখা বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত একটি আঞ্চলিক উপন্যাসের নাম 'পদ্মা নদীর মাঝি'। এ উপন্যাসের একটি বিশেষ চরিত্র হলো হোসেন মিয়া। সামন্ততান্ত্রিক প্রথার বিরুদ্ধে সামাবাদী চেতনা নিয়ে আবির্ভূত এ হোসেন মিয়াই উপন্যাসের পুরো কাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

উকীলকে বর্ণিত শফিক নোয়াখিলির প্রত্যঙ্গ গ্রাম থেকে ব্যবসার জন্য ঢাকায় আসে। তারপর ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করার কিছুদিনের মধ্যে নিজেকে চোরাকারবারের সাথে জড়িয়ে ফেলে। এতে দ্রুত সে তার জাগ্রত পরিবর্তন ঘটতে সক্ষম হয়। ঢাকায়

আসার পর প্রথমে যে ব্যক্তিতে সে বাস করতো সেখানকার মানুষের সে পরম বন্ধু। বিপদ-আপদের জ্ঞানকর্তা। তাই তারা তার চোরাকারবারের কথা জ্ঞানলেও কেউ কখনো মুখ ফুটে কিছু বলে না।

উপন্যাসের রহস্যময় চরিত্র হোসেন মিয়া। তারও বাড়ি গোয়াবালি। কয়েক বছর ধরে সে কেতুপুরে বাস করেছে। তার বয়স কত চেষ্টার দোহা দেখে তা অনুমান করা যায় না। পাকা চুল সে কাল্প দেয়, নুরে মেহেন্দি রঙ লাগায়, কানে আভরমাথনো তুলা ঝুঁজে রাখে। প্রথম মথল সে কেতুপুরে এসেছিল পরনে ছিল একটা ছোঁড়া ছুপি, মাথায় একঝাঁক রম্মক লু-খষা দিলে গায়ে বড়ি উঠত। জেলেপাড়ার নিবাসী মুসলমান মাঝি অহরের বাড়িতে সে আশ্রয় নেয়, অহরের নৌকার বৈঠা বাঁধত। আজ সে তার হৈল চিকন শরীরটিকে আজাদুলখিত পাতলা পাঞ্জাবিতে ঢেকে রাখে, নিজের পালসিতে এবাংসেবাংসে পাড়ি জমায়। সারা দিকে সানারকম ব্যবসার মধ্য দিয়ে সে ফুলে ফোঁপে উঠেছে। সে কেতুপুর সংলগ্ন এলাকার মীন-নরিন্দ্র জেলে মাঝিদের পরম বন্ধুরূপে আবির্ভূত হয়। সে হয় ওঠে তাদের নিত্যদিনের সুখ-দুঃখের সাথী।

চরিত্রিক দিক থেকে উদ্দীপকের শব্দিক ও হোসেন মিয়ার যথেষ্ট মিল রয়েছে। তারা আর্থিক অবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে চোরাকারবারের সাথে যুক্ত হয়েছে। এদিক থেকেও উভয়ের মধ্যে মিল রয়েছে। সব মিলিয়ে তারা এ সমাজের এমন একটি বিশেষ শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেছে, যে শ্রেণি পর্নীর আড়াল থেকে সমাজকে খুব শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

১০. দ্বিতীয় উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১০ মার্চ ২০১১। রাত ১০টা হঠাৎ করেই টেলিভিশনের পর্দায় জাপানের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া সুনামি ও ভূমিকম্পের চিত্র ফুটে উঠে। সুনামি ও ভূমিকম্পে জাপানের পূর্বমূহলের বিস্তীর্ণ এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। মানুষের ঘরবাড়ি, যানবাহন সবকিছু আনিয়ে নিয়ে যায় সমুদ্রগর্ভে। প্রাণহানি ঘটে হাজার হাজার মানুষের।

ক. 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসে কোন কড়ের বর্ণনা রয়েছে?

খ. 'অন্ধিনের ঝড়ে সব আশা-ভরসা তাহার উড়িয়া গিয়াছে'- কেন ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সুনামির ফলে জাপানে যে ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়েছে তার সাথে কেতুপুরের ঘূর্ণিকড়ের তুলনা কর।

ঘ. 'জাপানের পূর্বমূহলের বিস্তীর্ণ এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়'- 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের আস্রাকে উক্তটি বিশ্লেষণ কর।

### ১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসে অন্ধিন মাসের ঝড়ের বর্ণনা রয়েছে।

খ) কেতুপুরের মারিট্রান্ট গরিব জেলে কুকের মাঝি। গোপীর্ষ বিয়ে নিয়ে কুকের একটি বন্ধু ছিল। তার আশা ছিল গণেশের বিভবাস শালা যুগলের সঙ্গে গোপীর্ষ বিয়ে দিয়ে সম্বত চার কুড়ি টাকা পথ লাভ করবে। এতে সে অর্থনৈতিকভাবে যেমন লাভবান হবে, তেমনই গোপীর্ষ সুখে থাকবে। কিন্তু এ বছর অন্ধিনের ঝড়ের কারণে তার সব আশা গুড়বালি হয়ে গেল। কেননা, এ ঝড়ে গোপীর্ষ পা ভেঙে যায়। এ জন্য যুগল চার কুড়ি টাকা পথ দিয়ে গোপীর্ষ পরিবর্তে সোনাখালির এক রূপসী কন্যাকে বিয়ে করে ঘরে আনে। অর্থাৎ এ টাকার কুকেরই পাওয়ার কথা ছিল। তাই অন্ধিনের নির্মম ঝড়ে কুকের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা ভেঙে চূরনার হয়ে যায়।

গ) উদ্দীপকে বর্ণিত ১০ মার্চ ২০১১ জাপানে যে ভূমিকম্প ও সুনামি হয় তাতে করে ঘরবাড়ি সহ হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করে। পূর্বমূহলের শহরগুলোতে ধ্বংস ভাঙলীলা ঘটেছে তা বর্ণনাতীত। সেখানে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে প্রিয়জন হারানোর হাহাকাহ। আবার কেউ কেউ সমুদ্র উপকূলে দাঁড়িয়ে স্বজনের ক্রিরে আসার অপেক্ষার গ্রহণ গুণছে। তেমনই 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসেও অন্ধিনের মাঝামাঝি সময় পদ্মাতীরবর্তী কেতুপুর গ্রামে কড়ের গ্রন্থও ভাঙলীলা চলে। সারা রাতভর এই ভাঙলীলা শেষে সকালে ঝড় কমে আসলেও গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি অব্যাহত থাকে। ইনিশের মনস্তম্ভ বেহেতু ফুরিয়ে আসতে শুরু করে তাই এসময় শেষ বাড়তি উপার্জনের আশায় জেলেপাড়ার সমর্থনই সব পুঙ্খ একসাথে নৌকা নিয়ে পূন-পূন্যতে চলে যায়। তারারও এ ঝড়ের কবলে পড়ে। কড়ের পর জেলে পাড়ার দিকে তাকানো যায় না, সব-সব্বিত্বি কুটিরগুলোকে দেখে মনে হয়, কে যেন

আবজর্জনার মতো তাদের চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। কোনো ঘর কাঁচ হয়ে পড়েছে তো কোনো ঘরের ঢালা নেই। কোনো ঘরের ঢালা উপরে গিয়ে পড়ে আছে আবার পীতম মাঝির গোয়াল ঘরের উপর। মুসলমান মাঝিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমিনুদ্দিন। তার ছেলে ও স্ত্রী ঘরের তাগাত মৃত্যুবরণ করে। স্ত্রী বিবর্ণ মুখে কঁপতে কঁপতে জেলেপাড়ার প্রায় সব নর-নারীই খড়ের কবলে পড়া তাদের স্বজনদের অপেক্ষায় পদ্মাতীরে গিয়ে দাঁড়ায়। আরক্ত চোখে চেয়ে থাকে উন্মত্ত জলরাশির দিকে। এই বুঝি তারা মিরে আসছে।

উন্নীপকে সুনামি ও ভূমিকম্পের ফলে জাপানে ধংস ও তাৎকালীলার যে চির আমরা দেখতে পাই ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ উপন্যাসে আশ্বিনী খড়ের তাৎকালীলার সেই একই ধরনের চিত্র পরিলক্ষিত হয়।

ঘ) আশ্বিন মাসের খড়ে কেশুপুরের জেলেপাড়ার যে ভয়াবহ দুর্ঘটনা নেমে আসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ উপন্যাসে তার একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন।

এ কড়ুটি প্রবাহিত হয় আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি সময়ে। দু’দিন পর বেহেতু ইলিশ ধরার মাসুম ফুরিয়ে যাবে তাই জেলেপাড়ার সমর্থদের পুরুষ যারা ছিল তারা সবাই সৈনিক নৌকা নিয়ে মাছ ধরার জন্য বেরিয়ে পড়ে। এমন সময় খুবই হয় কড়ু। সবাই এ খড়ের কবলে পড়ে। খড় গরু হলে ঘরে ঘরে মেয়েরা উঠালে পিঁড়ি পেতে রাখে, খড়ের সেবতা সেই পিঁড়িতে বসবে, শান্ত হবে। পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা ও মঙ্গল কামনায় ঘরের মেয়েরা কপাল কুটে মনুসুনকে ডাকতে থাকে। সকালে খড়ের প্রকোপ কিছুটা কমে আসলে দমকা হাওয়া পুরোপুরি ধামে লা। সেই সাথে চলে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। গতকালের খড়ে জেলেপাড়া লগুঙ হতে গেছে। ঘরগুলো আবজর্জনার মতো চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কারও ঘরে ঢালা নেই। কারও বাড়িতে বড় বড় পাছ উপড়ে পড়েছে। মুসলমান পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে আমিনুদ্দিন। আমিনুদ্দিন ঘর পড়ে তার স্ত্রী ও ছেলে মারা গেছে। অজানা আশঙ্কায় ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ঘরের মেয়েরা নদীর তীরে স্বজনদের জন্য অপেক্ষা করছে কখন তারা ফিরবে।

উন্নীপকেও আমরা এমন রিজের প্রতিফলন দেখতে পাই। ভূমিকম্প ও সুনামিতে জাপানের পূর্বাঞ্চল ধংসরূপে পরিণত হয়েছে। হাজার হাজার মৃতদেহ জেলে আসছে উপকূল থেকে। বসন্তবাড়ি, যানবাহন সব জেলে গেছে। আধুনিক বিশ্বের অন্যতম প্রযুক্তি সমৃদ্ধ দেশ জাপান হুহুর্তে যেন ভয়াবহ এক ধংসরূপে পরিণত হয়েছে। যারা বেঁচে আছে তারা জানে না তাদের স্বজনরা কে কোথায় আছে। তবু তাদের প্রতীক্ষা প্রহর গুণছে তারা। এ যেন পদ্মাতীরবর্তী কেশুপুরবাসীদেরই ভাগ্য বিভ্রমনার এক ভিন্নতর সংস্করণ।

প্রকৃতির কাছে কেশুপুর নিবাসী সরিষা জেলে সম্প্রদায়ের মতো জাপানের মতো উন্নত রাষ্ট্রের নাগরিকরাও যেন সমান অসহায়। তাই মানুষ-মানুষে সকল ভেদভেদ ভুলে গিয়ে প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা মোকামেলায় আমাদের সবাইই সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। নইলে এর ভয়াল হিংস্র বাবা থেকে আমরা কেউই রক্ষা পাবো না।

## গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানমূলক প্রশ্নাবলি

১. 'পদ্মানদীর মাঝি' কোন ধরনের উপন্যাস?  
উত্তর: 'পদ্মানদীর মাঝি' একটি আত্মকল্প উপন্যাস।
২. মিছা কইলান নাকি রে কুবির?— এ উক্তিটি কার?  
উত্তর: 'মিছা কইলান নাকি রে কুবির'— এ উক্তিটি ধনঞ্জয়ের।
৩. কুবিরের মেয়ের নাম কী?  
উত্তর: কুবিরের মেয়ের নাম গোপী।
৪. রথের উৎসব কোন গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়?  
উত্তর: কেতুপুর গ্রামে রথের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।
৫. 'উপন্যাস' শব্দের আক্ষরিক অর্থ কী?  
উত্তর: উপন্যাস শব্দের আক্ষরিক অর্থ কাল্পনিক কাহিনী।
৬. শ্যামাদাসের বাড়ি কোন গ্রামে?  
উত্তর: শ্যামাদাসের গ্রামের নাম আকুরটাকুর।
৭. আখিনের ঝড়ে কার পা ভেঙেছিল?  
উত্তর: আখিনের ঝড়ে গোপীর পা ভেঙেছিল।
৮. 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কে?  
উত্তর: 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কুবির।
৯. 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের নায়িকা কে?  
উত্তর: 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের নায়িকা কপিল।
১০. 'আমারে নিবা মাঝি লগে'—উক্তিটি কার?  
উত্তর: 'আমারে নিবা মাঝি লগে'—উক্তিটি কপিলার।
১১. কুবির পদ্মার কোথায় মাছ ধরতেন?  
উত্তর: কুবির সোণালগৈর মাছ ধেরে উজানে মাছ ধরতেন।
১২. ময়নাখীপ কোথায় অবস্থিত?  
উত্তর: ময়নাখীপ নোয়াখালীর সন্দ্বীপে অবস্থিত।
১৩. কুবির যে নৌকা দিয়ে মাছ ধরতেন তার মালিক কে?  
উত্তর: কুবির যে নৌকা দিয়ে মাছ ধরতেন তার মালিক ধনঞ্জয়।
১৪. আখাগোড়া নৌকার হাল ধরে বসে থাকে কে?  
উত্তর: আখাগোড়া নৌকার হাল ধরে বসে থাকে ধনঞ্জয়।
১৫. কুবির টাকার অভাবে কার পুত্রের জমা নিতে পারেনি?  
উত্তর: কুবির টাকার অভাবে কপিল সাক্ষর পুত্রের জমা নিতে পারেনি।
১৬. বিপুল পদ্মা কখন কখন হয়ে যায়?  
উত্তর: উলিশের মৌসুম ফুরালে বিপুল পদ্মা কখন হয়ে যায়।
১৭. কুবিরের অত্যন্ত অনুপাত কে?  
উত্তর: কুবিরের অত্যন্ত অনুপাত পদ্মেশ।

১৮. 'হ গীত না তর মাথা'— কথাটি কার?  
উত্তর: 'হ গীত না তর মাথা'— কথাটি কুবিরের।
১৯. একশ'র মধ্যে চালান বাবুকে কয়টি মাছ টানা দিতে হয়?  
উত্তর: একশ'র মধ্যে চালান বাবুকে পাঁচটি মাছ টানা দিতে হয়।
২০. কুবির চুরি করা মাছ কাকে দেয়?  
উত্তর: কুবির চুরি করা মাছ শীতলবাবুকে দেয়।
২১. ধনঞ্জয় মাছ বিক্রি করে কুবিরকে কয়টি মাছের হিসাব দেয়?  
উত্তর: ধনঞ্জয় মাছ বিক্রি করে কুবিরকে দু'শ' সাতান্নটি মাছের হিসাব দেয়।
২২. ঈশ্বর কোন পলতীতে থাকেন?  
উত্তর: ঈশ্বর থাকেন জ্বর পলতীতে।
২৩. 'পুলা নিয়া কলম কী'— উক্তিটি কার?  
উত্তর: 'পুলা নিয়া কলম কী'— উক্তিটি কুবিরের।
২৪. কেতুপুর গ্রামের বিপা মাঝির ছেলের নাম কী?  
উত্তর: কেতুপুর গ্রামের বিপা মাঝির ছেলের নাম রাসু।
২৫. কুবিরের বাবার নাম কী?  
উত্তর: কুবিরের বাবার নাম হারাদন।
২৬. পদ্মার ওপারের গ্রামের নাম কী?  
উত্তর: পদ্মার ওপারের গ্রামের নাম সোনাখালি।
২৭. অন্নবাবার মাঠে কোন দিন মেলা বসে?  
উত্তর: অন্নবাবার মাঠে মেলা বসে রথের দিন।
২৮. কোন দুটি দিন মেলায় ভিত্তি হয়?  
উত্তর: মেলায় ভিত্তি হয় প্রথম ও শেষ দিন।
২৯. হোসেন মিয়া প্রথম এসে কেতুপুরের কার বাড়িতে অন্নায় দেয়?  
উত্তর: হোসেন মিয়া কেতুপুরের জহা মাঝির বাড়িতে অন্নায় দেয়।
৩০. হোসেন মিয়া কেমন বাড়তি?  
উত্তর: হোসেন মিয়া একজন রহস্যময় ব্যক্তি।
৩১. জেলেপাড়ার কয় ঘর মাঝিকে প্রথমে ময়নাখীপে নিয়ে যাওয়া হয়?  
উত্তর: জেলেপাড়ার তিন ঘর মাঝিকে প্রথমে ময়নাখীপে নিয়ে যাওয়া হয়।
৩২. রাসু ময়নাখীপে গিয়েছিল কত বছর আগে?  
উত্তর: রাসু ময়নাখীপে গিয়েছিল তিন বছর আগে।
৩৩. ময়নাখীপ থেকে রাসু কোন মাসে পলিয়ে এসেছিল?  
উত্তর: ময়নাখীপ থেকে রাসু বৈশাখ মাসে পলিয়ে এসেছিল।

৩৪. রাসুর পরিবারে কয় জন সদস্য ছিল?  
উত্তর: রাসুর পরিবারে রাসুসহ পাঁচজন সদস্য ছিল।

৩৫. রাসুর মামার বয়স কত?  
উত্তর: রাসুর মামার বয়স আশি বছর।

৩৬. সিধু দাস কয় পয়সা নিয়ে মেলায় গিয়েছিল?  
উত্তর: সিধু দাস এক পয়সা নিয়ে মেলায় গিয়েছিল।

৩৭. কুবেরের প্রতিবেশীর নাম কী?  
উত্তর: কুবেরের প্রতিবেশীর নাম সিধু দাস।

৩৮. মনে মনে কার ওপর কুবেরের রাগ ছিল?  
উত্তর: মনে মনে আমিনুদ্দিন ওপর কুবেরের রাগ ছিল।

৩৯. মেজকর্তার প্রকৃত নাম কী?  
উত্তর: মেজকর্তার প্রকৃত নাম অনন্ত তালুকদার।

৪০. ময়নাছীপের মালিক কে?  
উত্তর: ময়নাছীপের মালিক হোসেন মিয়া।

৪১. কুবের বাজারে কোন বিলাসনের খবর পেয়েছিল?  
উত্তর: কুবের বাজারে 'জলান ব্যাড়া'-র খবর পেয়েছিল।

৪২. গণেশের ত্রীর নাম কী?  
উত্তর: গণেশের ত্রীর নাম উজুপী।

৪৩. কুবেরের শ্যালকের নাম কী?  
উত্তর: কুবেরের শ্যালকের নাম অধর।

৪৪. পীতমের ছেলের নাম কী?  
উত্তর: পীতমের ছেলের নাম মার্ঘন।

৪৫. 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের নরিক কপিলার স্বামীর নাম কী?  
উত্তর: 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের নরিক কপিলার স্বামীর নাম শ্যামাদাস।

৪৬. যুগল কোল গ্রামের রূপসী কন্যাকে বিয়ে করেছে?  
উত্তর: যুগল সোদানবী গ্রামের রূপসী কন্যাকে বিয়ে করেছে।

৪৭. যুগল কত টাকা পণ দিয়ে বিয়ে করেছে?  
উত্তর: যুগল চার কুড়ি টাকা পণ দিয়ে বিয়ে করেছে।

৪৮. হোসেন মিয়া আমিনুদ্দিন সঙ্গে কার নিক দেনা?  
উত্তর: হোসেন মিয়া আমিনুদ্দিন সঙ্গে নছিবনকে নিকা দেন।

৪৯. ময়নাছীপের পরিসর কত মাইল?  
উত্তর: ময়নাছীপের পরিসর এগারো মাইল।

৫০. হোসেন মিয়ার উপনিবেশের লোক সংখ্যা কত?  
উত্তর: হোসেন মিয়ার উপনিবেশের লোক সংখ্যা একশর কম নয়।

৫১. ময়নাছীপের মোড়ল হলো কে?  
উত্তর: ময়নাছীপের মোড়ল হলো বিপিন।

৫২. ময়নাছীপের আদি বাসিন্দা কে?  
উত্তর: ময়নাছীপের আদি বাসিন্দা বসির।

৫৩. কেতুপুরের দুজন মুসলমান মাঝির নাম কী?  
উত্তর: কেতুপুরের দুজন মুসলমান মাঝির নাম জহর ও আমিনুদ্দিন।

৫৪. মলা কার নৌকায় আমিন বাড়ি হাসপাতালে গিয়েছিল?  
উত্তর: মলা মেঝাবানুর নৌকায় আমিন বাড়ি হাসপাতালে গিয়েছিল।

৫৫. গোপীর বিয়ে হয়েছিল কার সাথে?  
উত্তর: গোপীর বিয়ে হয়েছিল বজুর সাথে।

৫৬. বৈকুন্ঠ কার কাছে ময়নাছীপের কথা শুনেছে?  
উত্তর: বৈকুন্ঠ শ্যামাদাসের নিকট ময়না ছীপের কথা শুনেছে।

৫৭. পায়ের সমস্যা ছাড়াও আরও একটি পন্থুত কী?  
উত্তর: পায়ের সমস্যা ছাড়াও আরও একটি সমস্যা, সে হাসতে জানে না।

৫৮. 'আজল খুড়ার' আসল নাম কী?  
উত্তর: 'আজল খুড়ার' আসল নাম ধনজয়।

৫৯. গণেশের শালার নাম কী?  
উত্তর: গণেশের শালার নাম যুগল।

৬০. মালিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?  
উত্তর: মালিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিহারের সাঁওতাল পরগনা জেলার দুমকা শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

৬১. ধনজয়ের গ্রামের নাম কী?  
উত্তর: ধনজয়ের গ্রামের নাম কেতুপুর।

৬২. মালিক বন্দ্যোপাধ্যায় কবে জন্মগ্রহণ করেন?  
উত্তর: মালিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

৬৩. কে গগন ঘোষকে মেরে জখম করেছে?  
উত্তর: এলায়েত গগন ঘোষকে মেরে জখম করেছে।

৬৪. 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি কবে প্রকাশিত হয়?  
উত্তর: 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

৬৫. হোসেন মিয়া কুবেরের কত টাকা মাফ করেছিল?  
উত্তর: হোসেন মিয়া কুবেরের দুই টাকা মাফ করেছিল।

৬৬. 'হালা ডাকাইত'-এ উক্তিটি কার প্রসঙ্গে করা হয়েছিল?  
উত্তর: 'হালা ডাকাইত'-এ উক্তিটি শীতল বজুর প্রসঙ্গে করা হয়েছিল।

৬৭. কপিলার স্বামীর বাড়ী কোন গ্রামে?  
উত্তর: কপিলার স্বামীর বাড়ী আকুটাকুর গ্রামে।

৬৮. 'না গোলা মাঝি, জেল খাট'- উক্তিটি কার?  
উত্তর: 'না গোলা মাঝি, জেল খাট'- উক্তিটি কপিলার।

৬৯. ঘূর্ণিঝড়ে কার বউ মারা গেছে?

উত্তর: ঘূর্ণিঝড়ে আমিনুদ্দিন বউ মারা গেছে।

৭০. পীতম মাঝির বাড়ি কোথায়?

উত্তর: পীতম মাঝির বাড়ি কেশুপুরের বেলেপাড়ার একেবারে উত্তর সীমান্তে।

৭১. দুপাঁর বয়স কত?

উত্তর: দুপাঁর বয়স বাইশ বছর।

৭২. গোপীর বয়স কত?

উত্তর: গোপীর বয়স এগার।

৭৩. কুকের মাঝি কার কন্যা ছুরি করেছে?

উত্তর: কুকের মাঝি দেবীপঙ্কের কন্যা মৌসুমী কন্যা ছুরি করেছে।

৭৪. ধনঞ্জয় মাহের কত অংশ ভাণ পায়?

উত্তর: ধনঞ্জয় মাহের অর্ধেক অংশ ভাণ পায়।

৭৫. বৈকুণ্ঠপুরী কার?

উত্তর: বৈকুণ্ঠপুরী শ্যামালানের।

৭৬. মুখল কত বছর বয়স অবধি বিয়ে করতে পারেনি?

উত্তর: মুখল ষোল বছর বয়স অবধি বিয়ে করতে পারেনি।

৭৭. ঝড়ের সেবতা কিসে বলবেন?

উত্তর: ঝড়ের সেবতা পিড়িতে বলবেন।

৭৮. 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসে চির যৌবনা কে?

উত্তর: 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের চির যৌবনা বিশাল পদ্মানদী।

৭৯. কুকের কয় পয়সার তেল কিসে এনেছিল?

উত্তর: কুকের দুই পয়সার তেল কিসে এনেছিল।

৮০. কুকের কয় ছেলে-মেয়ে?

উত্তর: কুকের চার ছেলে-মেয়ে।

৮১. 'অন্নবাহার মাঠ' কোথায় অবস্থিত?

উত্তর: পদ্মার পাড়ে ছকেশোর পথের এক পাশে।

৮২. মহকুমা শহরের নাম কী?

উত্তর: মহকুমা শহরের নাম আমিনাবাড়ি।

৮৩. বহু ও গোপী কয় মাস দেশে থাকবে?

উত্তর: বহু ও গোপী দুই মাস দেশে থাকবে।

৮৪. মালা কখন সঙ্গে আমিন বাড়ি গিয়েছিল?

উত্তর: মালা রাসুর সঙ্গে আমিন বাড়ি গিয়েছিল।

৮৫. কেশুপুর থেকে পাঁচ মাইল দূরে কোন চরা অবস্থিত?

উত্তর: কেশুপুর থেকে পাঁচ মাইল দূরে চন্নার চরা অবস্থিত?

৮৬. হোসেন মিয়া কোন এলাকার বাসিন্দা ছিল?

উত্তর: হোসেন মিয়া নোয়াখালি এলাকার বাসিন্দা ছিল।

৮৭. রসুলের বাড়ি কোথায়?

উত্তর: রসুলের বাড়ি মাদুর চর।

৮৮. রথের উৎসব কোথায় হয়?

উত্তর: রথের উৎসব সোনালান্দী গ্রামে হয়?

৮৯. 'উপন্যাস' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?

উত্তর: 'উপন্যাস' শব্দটি সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে।

৯০. বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম সার্থক উপন্যাসিক কে?

উত্তর: বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম সার্থক উপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৯১. বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম সার্থক উপন্যাস কোনটি?

উত্তর: বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম সার্থক উপন্যাস দুর্গেশ-নন্দিনী।

৯২. 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি কে লিখেছেন?

উত্তর: 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি লিখেছেন মনিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

৯৩. মনিক বন্দ্যোপাধ্যায় কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তর: মনিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

৯৪. পদ্মানদীর অপর নাম কী?

উত্তর: পদ্মানদীর অপর নাম কীর্তিনাশা।

৯৫. কুকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কে?

উত্তর: কুকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু গণেশ।

৯৬. হোসেন মিয়া কুকের জন্য কত টাকা খত লিখেছিল?

উত্তর: হোসেন মিয়া কুকের জন্য একশ টাকা দশ আনার খত লিখেছিল।

৯৭. বহু গোপীকে বিয়ে করতে কত টাকা পণ দিয়েছিল?

উত্তর: বহু গোপীকে বিয়ে করতে পাঁচ মুড়ি টাকা পণ দিয়েছিল।

৯৮. হোসেন মিয়া কোথায় নতুন সমাজের পতন করেন?

উত্তর: হোসেন মিয়া ময়মনসিংগে নতুন সমাজের পতন করেন।

৯৯. কত বছর বয়সে হোসেন বাড়ি ছেড়ে গিয়েছিল?

উত্তর: হোসেন বিশ বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে গিয়েছিল।

## অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

১. কিছু শরীরের দিকে তাকাইবার অবসর কুবেরের নাই।

উত্তর: মানিক কন্দোপাধ্যায় রচিত 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে উপর্যুক্ত উক্তিটি নেয়া হয়েছে।

পদ্মাশাড়ের কেতুপুর গ্রামের সন্ধ্যামণীল দরিদ্র জেলে কুবেরকে লক্ষ্য করেই উদ্ধৃত উক্তিটি করা হয়েছে।

কুবের জেলে সমাজের একজন দরিদ্র জেলে। তার নিজস্ব কোনো জাল বা নৌকা নেই। তাই ধনজয় বা অন্যদের নৌকায় দু'আনা-চার আনা ভাগে মজুরি খাটে। টাকার অভাবে এবারও অবিল সাহায্য পুকুরটি সে জমা দিতে পারেনি। সারা বছর তাকে পদ্মার মাছের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। কুবেরের মতো গরিব মাঝির পক্ষে বিশাল পদ্মার কুক মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করা সত্যিই অসাধারণ ব্যাপার। বর্ষার সময়ই ইলিশ ধরার মৌসুম। এই সময়টাকেই পদ্মার বিপুল পরিমাণ ইলিশ মাছ ধরা পড়ে। অন্য সময় বিপুল পদ্মা অত্যন্ত কৃপণ হয়ে যায়। তখন পদ্মানদী তার মীন সন্তানগুলোকে কোণায় বেন সুকিরে ফেলে। শত চেষ্টা করেও তখন আর খুব একটা মাছ পাওয়া যায় না। এ সময় সহায় সফলাহীন দরিদ্র কুবের খুব পরিশ্রম করে টাকা উপার্জনের জন্য। বাতৈ দুর্দিনে তাকে অভাব-অনটনে না থাকতে হয়। একদিন অসুস্থ শরীরে মাছ ধরতে যাওয়ার সময় জী মলা তাকে কাজে না যাওয়ার জন্য নিষেধ করে। কিছু মালার নিষেধ সত্ত্বেও অসুস্থ শরীরে কুবের কাজে খেরিয়ে পড়ে। অলোচ্য অংশে মূলত এ কথাটিই বলা হয়েছে।

পদ্মাশাড়ের জেলে সমাজ আশামীর সুখ ব্যাঙ্গস্বের প্রত্যাপায় বিরাগ প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকে। অসুস্থ শরীরে মাছ ধরতে যাওয়া কুবেরকে সেখান সহজেই এটা বোঝা যায়।

২. 'জিরানের লাইগা ক্যান ক দেহি' বাড়িতে পিছা সারাতা দিন জিরাইস'- ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: অসুস্থ কুবের একটি বিশ্রাম নেয়ার জন্য ধনজয়ের অনুমতি প্রার্থনা করলে স্বার্থী ধনজয় কুবেরকে এ অমানবিক উক্তিটি করে। ইলিশ ধরার মৌসুমে কুবের একদিন অসুস্থ ছিল। কুবের জালে একদিন মাছ ধরতে না গেলে তার পরিবারের সদস্যদের মুখে অন্ন ছুটবে না। তাই জী মলার নিষেধ সত্ত্বেও কুবের মাছ ধরতে গিয়েছিল। সারারাত মাছ ধরে রাতের শেষ ঘন্টারে অসুস্থ কুবের রক্ত হয়ে পড়ে। তখন একটি বিশ্রাম নেয়ার কথা বললে ধনজয় তাকে নিষেধ করে। কারণ ধনজয় জালে কুবের বিশ্রাম নিলে সে সময়টা মাছ ধরা থেকে বাকি থাকতে হবে। তাই ধনজয় এ উক্তিটি করেছিল।

৩. 'ইটা কী কও বুড়া'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: উক্তিটি কুবের তার নৌকার মাঝিক ধনজয়কে উদ্দেশ্য করে করেছিল। সারারাত মাছ ধরার পর সকালে দেবীপালের ঘাটে মাছ বিক্রি শেষে কুবের ধনজয়কে জিজ্ঞাসা করেছিল, কতগুলো মাছ হয়েছিল। ধনজয় যখন বলেছে দুইশ পদ্মশী মাছের দাম পেয়েছি, তখন কুবের অবাক হয়ে ধনজয়কে একথা বলেছিল। কুবের আশ্চর্য করেছিল আজ অনেক মাছ হবে। কেননা সে নিজে মাছ ধরেছে এবং এ সপর্ক তার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাই ধনজয়ের কথায় সে বিমিত হয়।

৪. 'মিছা কইলাম নাকিরে কুবির'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: মাছ বিক্রির সঠিক হিসাব জানতে চাইলে ধনজয় প্রত্যাপ্তরে কুবেরকে এ উক্তিটি করেছিল। ধনজয় ছিল মধ্যবৃত্তভাষণকারী। সুযোগ পেলেই সে মাছের দাম নিয়ে কুবেরকে মিথ্যা কথা বলত। তাই মাছ বিক্রির সময়টাকে সবসময় কুবের ধনজয়ের সঙ্গে আঠার মতো লেগে থাকত। একদিন শরীরে জ্বর থাকার কারণে কুবের ধনজয়ের সাথে মাছ বিক্রির সময়টা থাকতে পারে না। ধনজয় মাছ বিক্রি করে নৌকায় ফিরে এসেই কুবের মাথা উঁচু করে জিজ্ঞাসা করে 'কতটি মাছ হইল আজান বুড়া? শ-চারের কম না আঁয়?'- ধনজয় উত্তরে বলে, 'হ চাইর শ না হাজার, দুই শ শাতপদ্মশাখান।' কুবের তার কথা বিশ্বাস করতে না পেয়ে বলে, 'ইটা কী কও বুড়া।' তখন ধনজয় রাগ করে কুবেরকে



৫. গরিবের মধ্যে সে গরিব, ছোটলোকের মধ্যে আরও বেশি ছোটলোক'- উক্তিটি দ্বারা লেখক কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর: উক্তিটি দ্বারা লেখক দরিদ্র মাঝি কুবেরের অর্থনৈতিক দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। পদ্মা নদীর অভিজ্ঞ মাঝি হয়েও কুবেরের নৌকা নেই, মাছ ধরার জাল নেই। অজ্ঞানী সংসারটাকে টেনে নেয়ার জন্যে ধনজয়ের নৌকায় অসুস্থ শরীরে সারারাত বৃত্তিতে ভিজে অল্পাধিক পরিশ্রম করে মাছ ধরে সে। এ অমানবিক পরিশ্রম করেও সে পায় না মালের সঠিক হিসাব, সঠিক দাম। দরিদ্রের শ্রেণিবিন্যাসে তার অবস্থান অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের। অর্থাৎ গরিবের মধ্যে সে আরও গরিব ও ছোটলোক।

৬. 'ইহা মহত্ত্ব নয়, পরোপকার নয়- ইহা রীতি; অপরিহার্য নিয়ম'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: পদ্মা পাড়ার মাঝিরা অনেকটা অসহায় ও নিরক্ষর হলেও একের প্রতি অপরের সহানুভূতিশীল আচরণকে তারা অনেকটা অপরিহার্য নিয়ম বলে মনে করত। হোলেন মিসার মরাদাখীণ থেকে বিপদা মাঝির ছেলে রাসু পাণিয়ে এসে নোয়াখালি হয়ে সুপলী পৌঁছে। সেখান থেকে কাঁঠাল বোকাই একটি নৌকায় চড়ে সে কেতুপুর আসে। এ নৌকার মাঝিরা সোনাখালির মেলায় যাবে। কেতুপুর আসতে হলে তাদের অতিরিক্ত তিন ক্রোশ পথ বৈঠা ঠেলে আসতে হবে। এতে তাদের অতিরিক্ত শ্রম ও সময় ব্যয় হলেও বিনিময়ে তারা কিছুই পাবে না। তারপরও রাসু তাকে কেতুপুর পৌঁছে দিতে কলার তারা তাতে অস্বীকৃতি জানায়নি। এতে যথেষ্ট বিরক্ত হলেও তারা তাকে ঠিকই কেতুপুর পৌঁছে দেয়। লাভের পরিবর্তে যতটাই ক্ষতি হোক পদ্মনদীর মাঝিদের কেউ এভাবে প্রত্যাখ্যান করে তারা তা গ্রহণ না করে পারে না। এটা তাদের কোনো মহত্ত্ব নয়, এটা এক অপরিহার্য সামাজিক রীতি। ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় আর দশটা সামাজিক রীতির মতো এ রীতি সবাই গালন করে।

৭. 'পোলা দিয়া ককম কী? নিজেগোর খাঙন জোটে না, পোলা'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: কুবের নিজের জীবনের আর্থিক অসচ্ছলতার জায়গাটি থেকে উদ্ধৃত উক্তিটি করেছে। কুবের গরিব, প্রতিদিন্যত অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করে তার সংসার চলে। সারারাত নদীতে মাছ ধরে ক্রান্ত-ক্রান্ত কুবের যখন সকালবেলা গণেশকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিল তখন পথেই নকুল তাকে ছেলে জন্ম হওয়ার খবর দেয়। ছেলে হওয়ার কুবের বিরক্ত হয়ে বলে- 'চুপ বা গণেশ।' সংসারে যারা আছে কুবের তাদের খাবার যোগান দিতেই হিমশিম খায়। তাই নকুল ছেলের আশ্রমে খুশি না হয়ে তাকে বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা যায়।

৮. 'মনে মনে সকলেই বাহ্য জ্ঞানে মুখ ফুটিয়া তাহা বলিবার অধিকার তাহার নাই'- কেন?

উত্তর: বিংশশতাব্দী ধনজয়ের নৌকার মাছ ধরে কুবের জীবিক নির্বাহ করে। এমনই একদিন পদ্মায় মাছ ধরতে গিয়ে সে অনেক বেশি মাছ পায়। কুবেরের শরীর ভালো না থাকায় সে চলাচল বাবুর কাছে যেতে পারেনি। শোভী ধনজয় নৌকার এসে জানায় মাত্র দুশ সাতারটি মাছ হয়েছে। কুবের কুবতে পারে, ধনজয় তাকে নিশ্চিত ঠিকিয়েছে। কিন্তু মুখ খুলে প্রতিবাদ করার শক্তি তার নাই। কেননা প্রতিবাদ করতে গেলে ধনজয়ের নৌকার মাছ ধরার অধিকারটুকু তাকে হারাতে হবে। এভাবেই আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে দরিদ্রের প্রতি ধনিকশ্রেণির শোষণের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে।

৯. 'কুবেরের তো সে ক্ষমতা নাই। তার যতখানি সাধ্য সে তা করিয়াছে'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে কুবেরের দরিদ্রতার কারণ চিত্র ফুটে উঠেছে। পদ্মারীকর্ষী কেতুপুর গ্রামে জেলেপাড়ার দরিদ্র বাসিন্দা কুবের। চিরপুত্র জী মালী ও সন্দ্বীপদের নিয়ে কুবের রচনা করেছে তার অভাবের সংসার। তমুপরি জী জন্ম দিয়েছে আরও একটি ছেলে-সন্ধান। এতে খুব একটা আনন্দিত না হলেও পিতা ও 'বানী হিসেবে কুবের তার সামর্থ্য অনুযায়ী দরিদ্র গালনের চেষ্টা করেছে। দরিদ্রের কন্ঠাঘাতে নৃত্য কুবের তার জীনা আত্মত্বের বেড়া দিয়ে বুড়ি ছাঁট আটকিয়েছে। ঘন ছাঁড়য়ার ছানটুকু পর্যন্ত সে তার ভেজা স্যাঁতসেঁতে মেঝের তলে পেকে দিয়েছে। দেবীপাঞ্জের রেল কোম্পানির কল্যা চুরি করে আঙনের ব্যবস্থা করেছে। দ্বিত্যতম জীনা জেনো সে এতোটুকুই করতে পেরেছে, এর বেশি কিছু করার ক্ষমতা কুবেরের নেই।

১০. 'ঘুমে ও প্রাঙিতে কুবেরের চোখ দুটি বুজিয়া আসিতে চায়, আর সেই নিমীলন পিপাসু চোখে রাগে-দুখে আসিতে চায় জল'- উক্তিটি দ্বারা লেখক কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর: আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে সমাজের অত্যন্ত শ্রেণির প্রতি উচ্চবিত্তের শোষণের নির্মম চিত্র ফুটে উঠেছে। বর্ধা নৌসূন্দের এক রাতে কুবের ও গণেশ পদ্মা নদীতে মাছ ধরছিল। সেই রাতে কুবেরের মাছ পড়ে। কুবেরের আশা ছিল মাছ যেহেতু অনেক

## পদ্মা নদীর মাঝি

ধরা পড়েছে, মেহেতু টাকাও পাওয়া যাবে বেশি। তাই ধনঞ্জয় নৌকায় ফিরে এলেই কুবের মাথা উচু করে জিজ্ঞাসা করে ‘কতটি মাছ ইইল আজান খুঁড়া? শ-চাত্তরে কম না আঁ? – ধনঞ্জয় উত্তরে বলে ‘দুই শ সাতপঞ্চাশখানা।’ কুবের জানে ধনঞ্জয় নিশ্চয় তাকে ঠেকাচ্ছে। কিন্তু মুখ খুলে প্রতিবাদ করার শক্তি তার নেই। কারণ প্রতিবাদ করলেই সে তার কাজ হারাতে পারে। ফলে সংসার জীবনে নেমে আসবে সীমাহীন অভাব-অনটন। আর্থিক নিরাপত্তাহীনতাই তাদের এতটাই ঘেঁষাশীল করে থাকে। তাই হাড়কাটা পরিশ্রম করেও বিকশালী ধনঞ্জয়ের বঞ্চনার প্রতিবাদ সে করতে পারে না। আর এটা করতে না পেলে অসহায় কুবের মাঝির চোখ দিয়ে অশ্রুমালা জল বেরিয়ে আসতে চায়।

## ১১. ‘হ গীত না তর মাথা।’ – কে, কাকে, কোন প্রসঙ্গে এ কথা বলেছে?

উত্তর: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ‘পদ্মনদীর মাঝি’ উপন্যাসে পদ্মার তুকে ধনঞ্জয়ের নৌকার ভাণমাঝি কুবের তার সন্তান গণেশকে এ কথাটি বলেছে।

কেতুপুরের জেলে কুবের ও গণেশ সমস্ত রাত পদ্মার তুকে মাছ ধরে ক্লাস্ত। এক অবকাশে ধনঞ্জয়, কুবের ও গণেশ পালা করে তামাক টানে। এক সময় কুল ঘেঁষে বৈঠা ধরে তারা গল্পবোঝে যেতে থাকে। এসময় কুবেরের সহযোগী গণেশ হঠাৎ তাকে একটি গাল পাওয়ার অনুরোধ করে। অনূহ শরীর দিয়ে মাছ ধরে কুবের ছিল খুবই ক্লাস্ত। তাই সে তার অত্যন্ত অনুগত গণেশকে ‘হ গীত না তর মাথা’ – উক্তিটির মাধ্যমে হুমকি দিয়ে গাল পাওয়ার ব্যাপারে নিজের অনজ্ঞতার কথা প্রকাশ করে।

## ১২. পুরো সন্ডাল জন্ম হওয়ার কুবের খুশি হলো না কেন?

উত্তর: সন্ডাল জন্মালেও দারিদ্র্যের কারণে জেলেপাড়ায় তেমন কোনো আদর হয় না। কুবেরের সংসারে এক স্ত্রী ও এক শিশুর পাশাপাশি দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে রয়েছে। তার বা আত তাতে তাদের ভরণ-পোষণ করতেই অনেক কষ্ট হয়। এ জন্য অনূহ শরীর দিয়েও বাধ্য হয়ে তাকে পদ্মার তুকে মাছ ধরতে হয়। এ অবস্থায় ঘরে আরেকজন নতুন অতিথি আসা মানে তার জন্য আরও একটি বাতুলি চাপ। এ জন্য অতিরিক্ত খাবার ও থাকার জায়গার ব্যবস্থা করার দৃষ্টিভঙ্গি সে অহির হয়ে ওঠে। তাই পুরো সন্ডাল হলোও সে খবরে কুবের খুশি হতে পারেনি।

## ১৩. ‘পদ্মা কাইল নিমু’- শীতলবাবু কেন এ কথা বলেছিলেন?

উত্তর: ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ উপন্যাসের অন্যতম দূর্ব চরিত্র শীতলবাবু কুবেরকে লক্ষ করে আলোচ্য উক্তিটি করেছে। শীতলবাবু একজন সুযোগসন্ধানী মানুষ। সে মাঝে-মধ্যেই জেলেনের কাছ থেকে কম দামে চুরি করা মাছ ক্রয় করে। একদিন কুবেরকে নৌকা থেকে ইশারায় তেকে নিয়ে তার কাছে সে তিনটি ইলিশ চায়। কুবের প্রথমে তাকে আজ মাছ দিতে রাজি হয়নি। এ কারণে শীতল তাকে বেশি দাম দেয়ার প্রস্তোতন দেয়। এতে মাছ দিতে রাজি হয় কুবের। তারপর কুবের নৌকায় ফিরে এসে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে বড় বড় তিনটি ইলিশ কাপড়ের নিচে মুকিয়ে নৌকা থেকে নেমে যায়। মাছগুলো একটা চটের থলের মধ্যে ভরে দিতেই শীতল বাবু তার দাম না দিয়ে চলে যেতে উদ্যত হয়। এমতাবস্থায় কুবের শীতলবাবুর কাছে পয়সা চাইতেই শীতলবাবু আলোচ্য উক্তিটি করে।

## ১৪. ‘‘পয়সা নাই ত দিমু কী? কাইল নিমু, নিম্যস নিমু।’’ – কেন এ উক্তি করা হয়েছে?

উত্তর: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ‘পদ্মনদীর মাঝি’ উপন্যাসের প্রত্যেক চরিত্র শীতল বাবু কুবেরকে উদ্দেশ্য করে এ উক্তিটি করে। কুবের খরিব মাঝি। সে সারারাত ধনঞ্জয়ের নৌকায় মাছ ধরার পর ভোরে মাছ বিক্রির সময় ধনঞ্জয় তাকে নৌকায় রেখে মাছের দরদাম করতে ডাঙায় যায়। এই অবকাশে প্রত্যেক শীতল বাবু কুবেরের কাছে কম দামে মাছ নেবার লোভে গোপনে মাছ বিক্রির প্রস্তাব দেয়। কুবের প্রথমে চুরি করে মাছ দিতে রাজি না হলেও বেশি পয়সা দেয়ার প্রস্তাবে সে কাপড়ের নিচে মুকিয়ে তিনটি মাছ শীতলের হাতে তুলে দেয়। মাছ পাওয়ার পর শীতল বাবু পয়সা না দিয়েই চলে যেতে উদ্যত হয়। কুবের দাম চাইলে কাল মেবে বলে শীতল বাবু কখন পা বাড়ায়, কখন কুবের তার ছেলেমেয়েদের খাওয়ানোর কথা বলে দৃঢ়তার সঙ্গে পয়সা দাবি করলে শীতল বাবু তাকে আলোচ্য উক্তিটির মাধ্যমে আতঙ্কিত করার চেষ্টা করে।

শীতল বাবুর এই উক্তি মধ্য দিয়ে জেলেপাড়ার সমাজে শোষণ এবং প্রত্যাশালী ব্যক্তিদের মিথ্যাচারিতার এক বাস্তবচিত্র প্রকাশিত হয়েছে।

১৫. 'অঁই, অঁখন দ্যান, খামু না? পোলা গো খাওয়ামু না? ' কে, কাকে, কেন একথা বলেছে?

উত্তর: উদ্ধৃত উক্তিটি 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের নায়ক কুবেরের। শীতল বাবুকে লক্ষ্য করে সে এই উক্তিটি করেছে। কুবের পরিচয় মাঝি। সে সারারাত ধনঞ্জয়ের নৌকায় মাছ ধরার পর ভোরে মাছ বিক্রির সময় ধনঞ্জয় তাকে নৌকায় রেখে ডাঙায় যায় মাছেরা সরাসরি করতে। এই সুযোগে প্রত্যেক শীতল বাবু কুবেরের কাছ থেকে কম দামে ছুরি ক্রয় করে মাছ কেনার প্রস্তাব দেয়। কুবের প্রথমে ছুরি করে মাছ দিতে রাজি না হলেও বেশি পরস্রা দেয়ার প্রস্তাবে সে কাপড়ের নিচে লুকিয়ে তিনটি মাছ শীতলের ব্যাগে তুলে দেয়। মাছ পেয়ে শীতল বাবু পরস্রা না দিয়েই চলে যেতে উদ্যত হয়। কুবের দাম চাইলে কাগ দিবে বলে শীতল বাবু বর্ধন বাড়ির উদ্দেশ্যে পা বাড়ায়, তখনই কুবের ফিষ্ট হয়ে একথা বলে।

১৬. 'হালা ডাকাইত'- কে, কাকে কেন প্রসঙ্গে এ উক্তি করেছিল?

উত্তর: মলিক বন্দোপাধ্যায় রচিত 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের বিশিষ্ট চরিত্র শীতল বাবুকে কুবের আলোচ্য উক্তিটি করে। শীতল বাবু তৎকালীন শোষক সমাজের একজন বার্ষণ্য ও নীচ প্রকৃতির ব্যক্তি। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে সে অসামান্য পটু। গরীব জেলসের ঠিকরে অল্প পরস্রা মাছ দিতেও সে খেটে দক্ষ ছিল। সারারাত মাছ ধরার পর সকল বেলা প্রায়শই প্রত্যক্ষাধীন কুবেরকে ছুরি করে তাকে মাছ দেয়ার কাজে সে প্ররোচিত করে। কুবেরও প্রলোভনে পড়ে অসিদ্ধান্ত সন্তোষ তিনটি মাছ লবান অক্ষয় শীতল বাবুকে দেয়। তারপর মাছগুলো চট্টন খালের মধ্যে ভরে শীতল বাড়ির পথে হাঁটতে শুরু করে। কুবের তার কাছে পরস্রা চাইতেই 'কাইল দিহু' বলে দ্রুতপায়ে সে সামনে এগিয়ে যায়। ফোড়-দুর্ধ, কষ্ট আর অভিমানে নিজের অজান্তেই কুবের আলোচ্য উক্তিটি করে।

শোষক শ্রেণির সামাজিক বৈষম্য ও অত্যাচার সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকে নিরন্তর সহ্য করতে হলেও কুবেরের অন্তর থেকে তার প্রতিবাদী ও ঘৃণার উত্তাপ কখনো কখনো স্বাভাবিকভাবেই বের হয়ে আসে।

১৭. 'মুখাতুষ্কার দেবতা, হসিকল্লার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনেনিন সাজ হয় না'- কেন, ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: সমাজের অন্ধকার শ্রেণির জেলে জীবনের বাতল-বনিত কথটি এখানে ব্যক্ত করা হয়েছে। পদ্মার তীরে গড়ে ওঠা জেলসের গ্রাম কেশুপুর। চারদিকে বিস্তীর্ণ ফাঁকা জায়গা থাকলেও গ্রামের বাড়িগুলো এতো কাছাকাছি তেলো হয়েছে, সেখান থেকেই দরিদ্র মানুষগুলো নিজেরাই নিজস্বের প্রবন্ধনা করেছে। কথায় ব্যাখ্যা জীবনের সকল কালো অমতি বেঁধে গেছে, তাই কোনো জিহ্বাসেও তারা কঁদতে পারে না। সর্বোপরি তাদের জীবনে কাম আছে কিন্তু প্রেম নেই। কোনেনিন তারা তাদের জীবনের আদর- সোহাগ অথবা ভালোবাসা জানিয়ে বুকে টেনে দিতে পারে না।

১৮. 'জন্মের অভ্যর্থনা এখানে পঙ্কীর, নিরুৎসব, বিষন্ন'- কেন?

উত্তর: পদ্মা নদীর জেলসের মানবের জীবনচিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক উক্তিটি করেছেন। প্রকৃতির সঙ্গে অঁতন সঙ্গাম করেই পদ্মা নদীর জেলসের বেঁচে থাকতে হয়। দারিদ্র্যই যেন তাদেরক সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। দারিদ্র্যের কারণে এরা শিশুর আগমনে অভ্যর্থনা না জানিয়ে বরং পঙ্কীর, নিরুৎসব ও বিষন্ন হয়ে পড়ে। জেলসেপাড়ার নতুন শিশুর জন্ম কোনো আনন্দের সম্ভার তো করতে পারছেই না, এ জন্য যেন সংসারের সুখ ও দারিদ্র্যকে করে তোলে আরও প্রকট। কলে নতুন শিশুর আগমন এখানে কোনো আনন্দ সংবাদ বয়ে আসে না, বরং বয়ে আসে বিষন্নতা ও হতাশা।

১৯. 'তঁাহারই কলে জেলসেপাড়টি হইয়া উঠিয়াছে অমজমটি'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: পদ্মা নদীর কেশুপুর গ্রামের একটা নির্দিষ্ট এলাকায় জেলসের বসবাস। এ গ্রামের চারপাশে প্রচুর বেঁটা জায়গা থাকা সত্ত্বেও সে অমিতে বসবাসের অধিকার জেলসের নেই। চারদিকে ফাঁকা জায়গা থাকে সত্ত্বেও জেলসের তাই অপেক্ষাকৃত কম খাজনার বিনিময়ে বসে পরস্রার একটি বাড়ির পা দিয়ে আরেকটি বাড়ি বা কুঁড়েঘর তুলে কোনোরকমে মাথা গোঁজার ঠাই করে নেয়। আর এজন্যই জেলসেপাড়টি হয়ে উঠেছে অমজমটি।

২০. 'পুরুষানুক্রমে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: জেলাপাড়ার চারপাশে কাঁকা জায়গা থাকলেও জেলসেদের ঘরগুলো গায়ে গায়ে ঘেঁষা। জায়গার অভাব জগতে না থাকলেও তাদের জন্মে বরাদ্দ জায়গা অতটুকুই। বাকি কাঁকা জায়গাগুলো ভূখামীদের। তাই পুরুষানুক্রমে জেলাপাড়ার একটি কুঁড়ের সাথেই কম খাজনার আরপাতে আর একটি কুঁড় উঠে। এমনভাবেই বসবাস তারা অস্বস্ত। জেলসেদের জীবনে এটি যেন একটি প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর বাইরে তাদের কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষা পৌঁছে না।

২১. দাবী আছে, প্রত্যাশা আছে, সুখদুঃখের ভাগ্যভাগি আছে, কলহ এবং পুনর্মিলনও আছে।- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: আলোচ্য অংশে ঔপন্যাসিক অষ্টম জীবনবাহ্যবতার মধ্যেও পদ্মার তীরে সলতল কৈতুপুর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের মাঝিসের পারস্পরিক মানবিক সম্পর্ক চিত্রিত করেছেন।

শহর থেকে দূরে নীল-নরিত জেলে ও মাঝিসের জীবন স্বভাব বৈশিষ্ট্য উদ্ভূত। জীবনের দুগতি, দুর্দশা, ক্ষুধা, চিকিৎসাহীনতা এদের জীবনের চিরসঙ্গী। প্রতিদিনের উদ্ভবিত মানুষের শোষণ, প্রকৃতির নিষ্ঠুর আচরণ, কালবৈশাখীর হোলক, বর্ষার ঘরভরা জল, শীতের কাঁপুনি- এরই মধ্যে যাপিত হয় জেলসেদের জীবন। ক্ষুধা, দারিদ্র্য এদের নিত্যসঙ্গী। তবুও এদের মাকে বস্তু আছে রয়েছে বেঁচে থাকার গভীর আকাঙ্ক্ষা। সুখ-দুঃখের অপ্রাভাগিতে এরা একে অপরের সঙ্গে একাত্ম। কুবের ও গণেশের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে লেখক যেন সমগ্র জেলে সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের দিকটিই প্রকাশ করেছেন। কুবের ও গণেশ দরিদ্র জেলে; তাদের নিজের নৌকা নেই। ধনজ্বরের নৌকা ও জালের সাহায্যে তারা পদ্মার বুকে মাছ ধরে। দুজনের জীবনের লকট সমস্যা অভিন্ন; বেঁচে থাকার সংগ্রামেও এরা একাত্ম। গণেশের সাথে কুবেরের যে সম্পর্ক; ধনজ্বরের সাথে কুবেরের সে সম্পর্ক কার্যকর হয় না। কারণ ধনজ্বর নৌকার মালিক। মালিকের সাথে শ্রমিকের সম্পর্ক কখনো মধুর নয়। তবে কুবের-গণেশ সম্পর্ক ভিন্নতর; এরা একে অপরের সমবাহী। নিজস্বের মধ্যে বণ্ডা বিবাদ ছিলও অতিক্রম করার সংগ্রামে এরা দুজন দুজনের সহযোগী। তাই কলহ ছিলও এরা তা পর মুহুর্তে হুলে গিয়ে অভিন্ন অতিক্রমের সংগ্রামে লিপ্ত হয়। সুখ, দুঃখ, সংগ্রাম ও বস্তু প্রত্যাশায় এদের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই।

দরিদ্র হলেও পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও মানবিক সম্পর্ক রক্ষায় জেলে সম্প্রদায়ের মানুষগুলো একে অপরের সঙ্গে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ।

২২. 'জন্মের অন্তর্ঘর্ষনা এখানে গভীর, নিরুৎসব, বিষন্ন।'- উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

উত্তর: জীবনবাহী লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পদ্মনদীর মাঝি' উপন্যাসে আলোচ্য উক্তিটির মাধ্যমে কৈতুপুর নিবাসী পদ্মার তীরবর্তী মানুষদের সীমাহীন দারিদ্র্য আর অসহায়ত্বের বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

পদ্মার প্রান্ত জুড়ে রয়েছে অসংখ্য দরিদ্র, অসহায় ও নিরস্ত্র মানুষের বসতি। 'পদ্মনদীর মাঝি' যেন এদেরই জীবনলেখ্য। ঔপন্যাসিকের বেনদারী কোভ থেকে আঁচ করা যায় যে এদের বাঁচ-মরাতে কোনো তফাত নেই। পদ্মার মীন সন্ধানগুলোর গাঁড় আঁশটে গছকে আরও তীব্র করতেই যেন এদের বেঁচে থাকা। ভ্রম সমাজ এদের ঘুরার সঙ্গেই গ্রহণ করে সাময়িক প্রয়োজন মেটার মাত্র। অভাব এদের নিত্যসঙ্গী। দারিদ্র্য এদের সবচেয়ে কাছের বন্ধু। স্বাস্থ্য কারণেই এদের পরিবারে কোনো নতুন মানব সন্ধান এলে এরা আনন্দের চেয়ে চিন্তিতই হয় বেশি। এরা অসহায়ের মতো নবজাতকের ঘুমেই নিকে তাকিয়ে জবিষ্যতের অনিশ্চয়তার কথা চিন্তা করে। কুবেরের ঘরেও নতুন সন্ধান এসেছে। এ শুভ সংবাদ কুবেরের কানে বিধবং মনে হয়। "পোলা দিয়া কলম কী? নিজগোত্র খাওন জোটোনা, পোলা!" এদের এ কই, অসহায়ত্ব আর জীবন-মজগা প্রকাশ করতে গিয়েই ঔপন্যাসিক অত্যন্ত বেদনার সাথে বলেছেন - 'জন্মের অন্তর্ঘর্ষনা এখানে গভীর, নিরুৎসব, বিষন্ন।'

২৩. "ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপট্টাতে। এখানে তাঁহাকে বুজিয়া পাওয়া যাইবে না।"- উক্তিটির তাৎপর্য লেখ।

উত্তর: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মনদীর মাঝি' উপন্যাসে পদ্মার তীরবর্তী জেলে সম্প্রদায়ের রূঢ় জীবন বাস্তবতা নির্মোহ দৃষ্টিকোণ থেকে অঙ্কন করেছেন।

পদ্মাতীরের জেলেরা শোষিত, বঞ্চিত, প্রতারিত ও নিপুহীত। পোতা সমতল ভূমিতে ছড়িয়ে আছে ভূখামীদের অধিকার। নির্ধারিত কম খাজনার প্রতিদ্বন্দ্বিতে কুঁড়ে উঠতে থাকে। অত্যাচার, দুর্ভিক্ষ, দুঃখ, দুঃখ তাদের অন্য উপায় নেই। তাই উঠোন ছাড়াই

## পদ্মা নদীর মালিক

তারা বসবাস করে। দারিদ্র্যের সংসারেও প্রাকৃতিক নিয়মে শিগার জন্ম হয়, শিক্ষা নীক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই। দারিদ্র্য তাদের জীবনের চরম ও নিত্যসঙ্গী। এরা বিক্রি ও বিচিরা সেবতার পূজা করে, কিন্তু সে তুলনায় তাদের প্রাপ্তির ঘরে শূন্য পড়ে।

পদ্মার পাড়ে অনেক পরিবর্তন ঘটে, নতুন চর জাগে, কিন্তু পরিবর্তন নেই শুধু দরিদ্র জেলসের আগার। রোগ-শোক, কালবৈশাখী, ব্রাহ্মণ শ্রেণি, শীতের আঘাত সবাই তাদের শত্রু। নোংরা, অগতি ও অবাধ্যকার পরিবেশে ইশ্বরও বাস করতে চান না। ইশ্বর অসীম করুণার উৎস হলেও তার দৃষ্টি এদের প্রতি পড়ে না। এ সম্মানহীন, অভিশপ্ত জেলে জীবনে নেই এতটুকু সুখের আশ্বাসন। ঘরে বাইরে এরা প্রবঞ্চিত; তারা জীবনের সমুদ্র আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। নবজাতকের আগমনেও কোনো নতুনত্ব নেই এদের সংসারে। তাই গভীর দুঃখে তারা ধারণা করে ইশ্বরও অভিজ্ঞতার মধ্যে বসবাস করেন। কেননা অভিজ্ঞতের বৈদ্যিক সুখ ও সমৃদ্ধময় জীবা যাপন করে। স্বস্তরপক্ষে আলোচ্য প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রেথিবিক্ত সমাজের এক নির্মম চিত্র অংকিত হয়েছে।

২৪. “হাসের অভাব এ জগতে নাই, তবু মাথা ওঁজিবার ঠাই এদের ওঁইটুকুই”-কে, কোন প্রসঙ্গে এ উক্তিটি করেছে?

উত্তর: দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর সময়ের গনমানুষের লেখক মলিক বশোপাধ্যায়ের কালোস্তীর্ণ উপন্যাস ‘পদ্মানদীর মালিক’-তে লেখক নিজেই পদ্মানদীর তীরবর্তী উন্মুক্ত উদার পরিবেশে খেটে খাওয়া অসহায় দরিদ্র ও বঞ্চিত জেলে জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিত্বের অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

পদ্মানদীর কেতুপুর গ্রামে বশোপাধ্যায় জেলসের বসবাস। তবে তা গ্রামের মূল অংশে নয়। মূল গ্রাম থেকে খানিকটা দূরে নদী তীরবর্তী একটি ফাঁকা জায়গায় সংকীর্ণভাবে গড়ে উঠেছে জেলেপাড়া। এ পাড়ার চতুর্দিকে ফাঁকা জায়গার অভাব নেই। কিন্তু এখানে বাড়িগুলো গড়ে উঠেছে পা ঘেঁষাঘেঁষি করে, যা প্রথমে দেখলে মনে হয় সুখিবা এ তাদের অলাভকর সংকীর্ণতা। মনে হয় এ বিরাট, উন্মুক্ত ও উদার পৃথিবীতে গভীর মানুষগুলো নিজেরাই নিজস্বের প্রবঞ্চিত করছে। কিন্তু ভালোভাবে লক্ষ করলে তাদের এই অলাভকর সংকীর্ণতার অর্থ সুস্পষ্ট হয়। জেলেপাড়ার আশেপাশে যে প্রশস্ত জমি পতিত রয়েছে তার মালিক গ্রামের উচ্চবর্ণের কর্তব্যাক্ষর। সে জমিতে বসতিনির্মল করতে হলে অধিক খাজনার তা বরাদ্দ নিতে হয়। কিন্তু জেলেপাড়ার মানুষদের সে সক্ষমতা নেই। তাই অল্প খাজনার সামান্য স্থানেই একটি ঘরের পাশেই আরেকটি ঘর ওঠে। দীর্ঘকাল ধরে পুরন্যখালুদ্রমে এ অবস্থা চলছে। ফলে জেলেপাড়া এমন এক ঘিণি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার পরিণত হয়েছে যেখানে প্রতিটি অধিবাসীকেই মানবের জীবন-যাপন করতে হয়।

পৃথিবীতে স্থানের অভাব নেই সত্য; কিন্তু সে সফল স্থানে দরিদ্র ও নিচর ব্যক্তির অধিকার নেই। বিশাল এই ধরনীর বুকে তারা অসহায়, নিচর, রিক্ত। লেখকের আলোচ্য উক্তিতে শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থার এই করুণ সত্যটিই ফুটে ওঠেছে।

২৫. ‘ধর্ম যতই পৃথক হোক দিনযাপনের মধ্যে তাহাদের বিশেষ পার্থক্য নাই।’- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: পদ্মার তীরবর্তী জেলেরা ধর্মের চেয়ে দারিদ্র্য নামের এক বড় অধর্ম পালন করে। এ জন্য তাদের শোষণক-আশাক, খাবার-দাবার বা ধর্মচরনের ক্ষেত্রে তেমন কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। কাটিকে লেবো ব্রাহ্মণ বা মৌলভী বলে আলাদা করা যায় না। তাদের বাড়িতে বাড়িতে নামাজখাবা বা আলাদা পূজার ঘরও নেই। মুসলমান মেয়েদের পর্বা রক্ষার্থে বাড়ির চরপাশে ছেঁড়া চট বা সুপারি গাছের গাভা দিয়ে বেড়া দেয়া থাকলেও আর কোনো কৈশিটি দিয়ে তাদের বাড়িঘরকে খুব একটি পৃথক করা যায় না। তাই কলা হয়েছে, ‘ধর্ম যতই পৃথক হোক দিনযাপনের মধ্যে তাহাদের বিশেষ পার্থক্য নাই।’

২৬. ‘সকলেই তাহারা সমভাবে ধর্মের চেয়ে এক বড় অধর্ম পালন করে- দারিদ্র্য’- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: কেতুপুর গ্রামে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করে। ফুগা-তুম্বা, অজাক-অনটন, রোগ-শোক, শোষণ-বঞ্চনা তাদের নিত্যসঙ্গী। কিন্তু সমস্ত দুঃখ-দারিদ্র্যের মাঝেও কেতুপুরের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরাজমান। বার্ষিক ছুখে তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত বণ্ডা-বিনাদ হলেও অতি সহজেই তা আবার মিটে যায়। তাদের ধর্ম আলাদা হলেও জীবনযাপন ও সংসারধর্মে তারা সবাই একই রকম। দারিদ্র্যের কথ্যাত্তে উভয় সম্প্রদায়ের জীবনই জর্জরিত। অভাব তাদের সবার জীবনকেই এক-ই রকমের সৈথে রেখেছে।

২৭. 'জেলেপাড়ার ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনেদিন বন্ধ হয় না'-উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: পদ্মনদীর কেতুপুর নিবাস জেলে ও মাথিরা মানববৈতার জীবনযাপন করে। মুচুং-মরিচা, অভাব-অনটন, রোগ-শোক তাদের নিত্যসঙ্গী। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় দুদিন পরপরই কোনো না কোনো ঘরে নতুন শিশুর জন্ম হয়। অভাব-অনটনের কারণে তাদের কন্ডায় জেলেপাড়ার বাতাস সব সময় ভারী হয়ে থাকে। নোহো ও অবাধ্যতার পরিবেশে তাদের এ কন্ডা কখনো থামে না। তাই এ বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য লেখক অত্যন্ত চমককরভাবে বলেছেন, 'জেলেপাড়ার ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনেদিন বন্ধ হয় না।'

২৮. 'সব গেছে মামা, আমার কেউ নাই'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: কেতুপুরের দরিদ্র জেলে রাসু হোসেন মিয়ার কঁসে পা দিয়ে সপরিবারে ময়নাখীপ যায়। বিবরণ পরিস্থিতির কারণে সেখানে তার স্ত্রী ও তিন সন্তান মৃত্যুবরণ করে। হতভাগ্য রাসু সেখান থেকে কোনোক্রমে জান নিয়ে পালিয়ে গ্রামে চলে আসে। গ্রামে ফিরে আসার পর সকলের কাছে বিব্রতভাবেরে সে তার ময়না খীপের দুঃখের বিবরণ প্রকাশ করে। মামা পীতম মাথির সাথে প্রথম সাক্ষরকালে এসব ঘটনা বলতে গিয়েই সে আবেগান্বিত হয়ে আলোড়িত উক্তিটি করে।

২৯. 'যাহাদের সে বিসর্জন দিয়া আসিয়াছে ময়নাখীপ, তাড়াতাড়ি আবার তাহাদের ফিরিয়া পাওয়া চাই'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: অভাবের কারণে রাসু তিন বছর আগে স্ত্রী ও তিন সন্তান নিয়ে হোসেন মিয়ার ময়নাখীপে বসবাস করতে গিয়েছিল। সেখানে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে তার স্ত্রী-সন্তানদের মারা গেলে রাসু কোলোমতে পালিয়ে কেতুপুরে ফিরে আসে। একসময় তার বন্ধুর কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে কুন্দের মাথির বিবাহযোগ্য মেয়ে গোপী। গোপীকে রাসুর খুবই পছন্দ হয়। একই নোহো হওয়া সত্ত্বেও তার চাহনি ও মোহনীয় রূপ অতুলনীয় মনে হয় তার কাছে। গোপীকে পেলে রাসু আবার জীবনটাকে নতুন করে আরম্ভ করতে পারে। কারণ ময়নাখীপে যে স্ত্রী-সন্তানদের সে বিসর্জন দিয়ে এসেছে তাদের সে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে পেতে চায়।

৩০. 'যাহারা পদ্ম, অসহায় জীব, শক্তিকে লজ্জা দেওয়া তাহাদের পক্ষে ভাল কথা নয়'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: রাসুর দুঃখস্বার্থ কথা শুনে কেতুপুরের জেলেরা হোসেন মিয়ার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারে পীতম মাথির বাড়িতে একদিন বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকে হোসেন মিয়াকে কেউ কোনো বিরূপ মন্তব্য করার সাহস না পেলেও সবার চোখের দৃষ্টি ও বসার ভঙ্গি যেন হোসেন মিয়াকে আশামীর পর্যায়ে নিয়ে যায়। একদিক থেকে তার মতো ক্ষমতাধর মানুষের জন্য এটা ছিল যথেষ্ট অপমান ও লজ্জাজনক একটি বিষয়। সবার সামনে হোসেন মিয়া প্রকাশ্যে এভাবে অপমানিত হলে- একথা জেবে কুন্দের মনে মনে খুব কষ্ট পায়। তার স্মৃতিতে হোসেন মিয়া খুব শক্তিশালী মানুষ। তাই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে জেলে পাড়ার সাধারণ দরিদ্র মানুষদের এমন কোনো আচরণ করা উচিত নয়- যা হোসেন মিয়ার জন্য লজ্জা বা অপমানের কারণ হয়। মানব মনের এটা এক অদ্ভুত অনুভূতি। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই নিজের অজান্তে এ ধরনের একটি অনুভূতি কাজ করে। প্রত্যেকের অবচেতন মনেই শক্তিমানদের অপদত্ত হওয়া দেখে সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। মানব মনের এটা এক আদর্শ বৈশিষ্ট্য।

৩১. 'যে যাহারে ভালবাসে সে তাহারে পায় না, গানে এই গভীর সমস্যার কথা আছে। বড় সহজ গান নয়'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: গবেশ ও কুন্দের পদ্মখীরবর্তী কেতুপুর গ্রামের দরিদ্র দুজন জেলে। শৈশব থেকেই তাদের মধ্যকার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এখনও টিকে আছে। একসময় তারা যখন ক্রান্ত হয়ে পড়ে তখন গবেশ কুন্দেরকে গান পাওয়ার জন্যে অনুরোধ করে। কুন্দেরের ধমকে গবেশ কিছুকণ চুপ করে থাকে এবং তারপর আপন মনে নিজেই গান শুরু করে দেয়। গান পাওয়ার মতো কণ্ঠস্বর গবেশের ছিল না। কিন্তু তার গানের কথাগুলো ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। গানের মূল তত্ত্ব হলো পৃথিবীতে যে যাকে কামনা করে সে তাকে পায় না। গবেশের এরকম তত্ত্বপূর্ণ গান কুন্দের ও ধনজয় মনোযোগ দিয়ে শোনে।

৩২. 'সন্ধ্যার সময় জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে আজিকার সন্ধ্যা নামে সানন্দ'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: পদ্মখীরবর্তী কেতুপুর গ্রামের জেলেরা দরিদ্র বলেও বছরের দু-একটা দিন তাদের আনন্দময় কাটে। পূজা-পার্বণ আর মেলায় মিলে তারা এ আনন্দ উপভোগ করে। একবার মধ্যে সোলাখীরির রথের মেলায় দিনটি বিশেষভাবে উদ্বেগব্যাপ্য। বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় সোলাখীরি গ্রামে রথের মেলা বসে। আগপেটা ভাত খেয়ে ঘরের দিনের পর দিন কেটে যায় মেলা থেকে আসা সামান্য উপকর তাদের ঘরে আনন্দের চেষ্টা জাগিয়ে তোলে। বউরা হাসিমুখে লাগ পাতের শাড়ি পরে নেড়ে-চেড়ে দেখে, ছেলেমেয়েরা বাঁশি বাজায় আর মাটির পুতুল বুকে জড়িয়ে ধরে। তাই সন্ধ্যার সময় জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে আজিকার সন্ধ্যাটি নামে সানন্দে।

৩৩. 'ফিরিয়া সে যায় পলাইয়া চুপি চুপি চোরের মতো'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: মনসাখীপ পদ্মাতীরবর্তী কেতুপুরের অসহায় মাঝিদের নিকট একটি বিজ্ঞানিকামর ঘাঁপ। ধনাঢ্য হোসেন মিয়া এ ঘাঁপের অভিন্নকার। বিরণ প্রকৃতি ও নান্য জন্তু-জলবায়োরের সঙ্গে লড়াই করে জীবনযাপন করতে হয় এ ঘাঁপে। তাই হোসেন মিয়া আশা-কানসা নিয়ে বাসের এ ঘাঁপে নিয়ে আসে বাতবে জীবনযাপন করতে গিয়ে তাদের অনেকই মনে যায়। কিন্তু তারপরও হোসেন মিয়াকে তারা ফিরে যাওয়ার কথা বলতে পারে না। কারণ হোসেন মিয়ার কাছে তারা নানাকাবে স্বপ্নী। হোসেন মিয়ার অবস্থা হলে হয় জেল খাটিতে হয় নতুবা অসহায়ভাবে জীবনযাপন করতে হয়। তাই যারা ঘাঁপ ছেড়ে যেতে চায় তারা হোসেন মিয়াকে না জানিয়ে চুপি চুপি চোরের মতো পালিয়ে যায়।

৩৪. 'বজ্রাতি করম যদি, নদীতে চুবান নিমু কপিলা'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: কপিলাকে উদ্দেশ্য করে কুবের উক্তিটি করেছে। 'স্বামী পরিত্যক্তা কপিলা কুবেরের বাড়ি বেড়তে আসে। কপিলা ছিল হাস্যরসের আধার। তাই সুযোগ পেলেই কুবেরের সঙ্গে সে হাসি-তামাশায় মগ্ন হতো। কুবের মাঝি এক সফ্যার ভুল করে তামাক ফেলে নদীর ঘাটে নৌকার কাছে যায়। এ সুযোগে কপিলা সে তামাক নিয়ে সেখানে যায়। অন্ধকারে মহিলা কণ্ঠের এ মিতমহাস্যে যাবড়ে যায় কুবের। পর দুহুতেই কুবের কপিলাকে সেখানে পায়। অতঃপর কুবেরের হাত ধরে কী এক রহস্যময় ইঙ্গিত করে কপিলা। সরলপ্রাণ কুবের এ রহস্য বুঝতে না পেরে তার বাড়ির উপর হাত রেখে আলোচ্য উক্তিটি করে।

৩৫. 'হাসলা যে মাঝি'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: কুবেরের স্বপ্নবাহিনী গ্রাম চরভাড়া বন্যায় তলিয়ে গেলে মালার কান্দাকাটিতে গণেশকে নিয়ে কুবের চরভাড়া যায়। এ সময় কুবের কপিলাকে বাগের বাড়িতে বসে এসেছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু কপিলা স্বাভাবিক কোনো উজ্জ্ব না নিয়ে নিরাশভাবে বলে, 'আমার কথা খোঁও'। স্বাভাবিক প্রশ্নে কপিলার বিরক্তিজব সেখে কুবের সপ্তভরের জন্যে বৈকুণ্ঠের দিকে তাকায়। একদুখ খোঁয়া ছেড়ে বৈকুণ্ঠ চোখ মটকিয়ে তাকে কী যেন ইশারা করে। ইশারার মানে বুঝতে না পেরে কুবের মনু মনু হাসলে কপিলা তার জড় কণ্ঠে আলোচ্য উক্তিটি করে।

৩৬. 'অন্ধকারে যে বাস করে মনু আলোতে তাহার চোখ ঝলসাইয়া যায়, চোখ ঝলসানো আলোতে সে হয় অন্ধ'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: কুবের সম্পর্কে আলোচ্য কথাটি বলা হয়েছে। কুবেরের স্বপ্নবাহিনী গ্রাম চরভাড়া বন্যায় তলিয়ে গেলে মালার কান্দাকাটিতে কুবের গণেশকে নিয়ে চরভাড়া উপস্থিত হয়। এ সময় মালার স্বামী পরিত্যক্তা হলে কপিলা সেখানেই ছিল। কুবের যখন পশু মালাকে বিয়ে করে সে সময় কপিলা বড়ই দুঃস্থ ছিল। মালার পশুত্বের কারণে কপিলার তথ্যতা কুবেরের কাছে বাতবের চেয়ে বেশি সজীব বলে অনুভূত হয়েছিল। বিষয়টি যেন অন্ধকারে বাস করা মানুষের চোখে আলোর জীবন্ত প্রতিক্রিয়ার মতোই।

৩৭. 'জিহবাদের শাস্ত নিরীহ কুবেরকে কোথায় যেন সে লইয়া যাইবে'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: কুবের গরীব নিরীহ প্রকৃতির লোক। কিন্তু কপিলা আসার পর তার মনের গভীরে কী যেন এক চেতনা জেগে উঠতে চায়। কপিলা তামাক এগিয়ে দিতে নদীর ঘাটে যায়, থেমে থেমে কথা বলে এবং তার সঙ্গে নদীতে মাছ ধরতে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। কপিলা হাসতে হাসতে বাঁশের কবির হতো বঁকা হয়ে কাপায় বসে পড়ে। এসব দেখে কুবেরের মনে সন্দেহ জাগে, স্বামী পরিত্যক্তা রূপী কপিলার মনে যেন কী আছে। শাস্ত নিরীহ কুবেরের জীবনে উন্মাতাল কড় তুলে সে যেন তাকে কোথায় টেনে নিয়ে যেতে চায়।

৩৮. 'কে আসে কী আছে কপিলার মনে?'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: বন্যাপ্রবৃত্ত স্বপ্নবাহিনী থেকে শালা-শালীকে নিজের বাড়িতে আনার পর চিন্তার অধীন হয়ে নদীতে মাছ ধরতে যাওয়ার সময় ভুলক্রমে তামাকের ভেলাটি বাড়িতে ফেলে এসেছিল কুবের। তার শ্যালিকা কপিলা তামাকের ভেলাটি পেঁচিছে সেবার জন্যে নদীর ঘাটে আসে। সফ্যার অন্ধকারে নির্জন নদীতীরে কপিলা কুবেরের হাত ধরে টানটানি করে। কপিলা নদীতে মাছ ধরতে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানায়। কপিলার এ ধরনের রহস্যময় আচরণ ও অন্যায় আবদার কুবেরের কাছ দুর্বোধ্য মনে হয়।

৩৯. 'মনভা ভাল না মাঝি, ছাড়বা না? মনভা কাতর বড়'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: দুর্গাপূজার সময় কপিলা তার ঘোনের ছেলে লখকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যার সময় মেজকর্তা অনন্ত তালুকদারের বাড়িতে পূজা সেবিত্তে যায়। কতকশণ পরে কুবেরও ততি গুটি পায়ে সেখানে যায়। কুবের কপিলাকে অনন্ত তালুকদারের কর্মচারী শীতল বাহুর সঙ্গে হাসতে হাসতে কথা বলতে দেখে মনে মনে কিন্তু হত্ব ওঠে। শীতল প্রসাদ চেয়ে এনে যখন কপিলার আঁচলে বেঁধে দেয় তখন কপিলা নির্লজ্জের মতো হেসে ওঠে। এরপর ফেরার সময় নীরবে পথ লেতে লেতে হঠাৎ কুবের শক্ত করে কপিলার আঁচল চেপে ধরে এবং শীতলের সঙ্গে হেসে হেসে কথা কলার কানাল জানতে চায়। কুবেরের প্রশ্নের জবাবে কপিলা করুণ কণ্ঠে উদ্ঘৃষিত কথাটি বলেছে।

৪০. 'আরে পুরুষ! রাত ভইরা ঘুমাইয়া ঘিয়ানে কয়, যা তুই ঘুমা গা'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: বাড়ির তাড়বে ঘরের ঢাল গোপীর পায়ে ওপর পড়ায় তার একটা পা ভেঙে যায়। ভাতা পায়ের যন্ত্রণায় গোপী সবসময় কান্নাকাটি করে। তাই গোপীর পাশে সবসময় একজনকে বসে থাকতে হয়। হঠাৎ একদিন গোপীর পায়ের যন্ত্রণা খুব বেড়ে যায়। সে রাতে গোপীর শিয়রে বসেছিল কপিলা। কুবেরও অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থেকে হঠাৎ কোনো একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। শেষ রাতে ঘুম ভেঙে গেলে কুবের কপিলাকে ঘুমোতে যাওয়ার জন্য বলে এবং বাকি রাত সে গোপীর কাছে বসে থাকবে বলে জানায়। কুবেরের এ কথার প্রতিক্রিয়ায় অনেকটা ভাঙ্ছিলোর মতো কপিলা কুবেরকে আলোচ্য কথাটি বলেছিল।

৪১. 'আমারে নিবা মাঝি লগে'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: আলোচ্য উক্তিটি কুবেরের প্রতি কপিলার প্রেমের আকৃতি প্রকাশিত হয়েছে। হোসেন মিয়া'র তত্ত্বাবধানে কুবের তার বন্ধ্যা গোপীকে বহুর সঙ্গে বিয়ে দেয়ার আয়োজন করে। বিয়ে উপলক্ষে কপিলা আসে কুবেরের বাড়িতে। অতীতকালে গোপীকে হারিয়ে নাসু প্রতিশোধগ্রহণ হয়ে ওঠে। সে যত্নবদ্ধতুলকভাবে কুবেরকে চুরির দায়ে অভিযুক্ত করে এবং পুলিশ এসে কুবেরের ঘরে তদন্ত চালায়। তদন্তের ফলে কুবেরের ঘরে পীতম মাঝির চুরি যাওয়া টাকার খুঁটিটা পাওয়া যায়। এমন বিপদের সময় কুবের যায় হোসেন মিয়া'র পরামর্শ নিতে। হোসেন মিয়া কুবেরকে ময়লাধীশে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। ফলে কুবের ময়লা ধীশে যাওয়ার জন্যে হোসেন মিয়া'র নৌকায় ওঠে। এসময় কপিলাও কুবেরের সাথে ময়লা ধীশে যাওয়ার প্রস্তাব করে বলে- 'আমারে নিবা মাঝি লগে?' কপিলা এর আশে আরও একবার নদীর ঘাটে কুবেরের সাথে রনিকতা করে এ উক্তিটি করেছিল।

৪২. 'মনভায় অসুখ মাঝি, তোমার লাইগা ভাইবা ভাইবা কাহিল হইছি'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: তার প্রতি দুর্গাভক্তার কারণেই কুবের চরভাঙায় এসেছে তা কপিলার অজানা নয়। তাই কুবের যখন তার কাহিল চেহারা দেখে উল্লেখ প্রকাশ করে তখন কপিলা কুবেরকে সম্মত করার জন্যে উদ্ঘৃষিত কথাটি বলে। কুবেরের অন্যোই ভেবে ভেবে সে যে কাহিল হয়েছে এবং এটা তার মনের অসুখ- এখানে সে একথাই প্রকাশ করতে চেয়েছে।

৪৩. 'অতিথি আসিয়াছে, অতিথি চলিয়া যাইবে, তারপর সপরিবারে উপবাস করিবে সে'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: কুবেরের স্বতন্ত্রতাবাহিনী গ্রাম চরভাঙা বন্যায় তলিয়ে গেলে কুবের মালার ছোট ছোট ভাইবোন ও যাকী পরিত্যক্তা কপিলাকে সঙ্গে করে কেতুপুরে নিয়ে আসে। কিন্তু একেবারেই মনুষ্যের খাওয়া-দাওয়া ও জলপোষনের কথা চিন্তা করে তার মনে ব্যতি নেই। অতিথি এসেছে এক সময় চলেও যাবে। কিন্তু এর জন্যে অতিথিতে হয়তো কুবেরকে সপরিবারে উপবাস করতে হবে। তখন একটা পরগা নিয়ে কেউ তাকে সাহায্য করবে না। আল্পন অভ্যাস-অনুচিনের কথা চিন্তা করে কুবেরের মনে এসব ভাবনা উদয় হয়েছে।

৪৪. কপিলার মা শ্যামাদাসকে দিন-রাত গাল দেয় কেন?

উত্তর: কপিলার মা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের সন্তানকংসল মা। মাল্য-কপিলার নিরবচ্ছিন্ন সুখ সে আত্মকৃতজ্ঞাবে কামনা করে। বড় মেয়ে মাল্য পশু হওয়া সত্ত্বেও কুবের তাকে স্ত্রী হিসেবে মর্যাদা দেয়ার কুবেরের প্রতি সে কৃতজ্ঞ। কিন্তু ছোট মেয়ে কপিলা কর্মকর্ম, সমর্থ ও বহুভাবে গুণবিত্ত হওয়া সত্ত্বেও শ্যামাদাস তাকে নিয়ে সংসার করে না। দাঁষ্ট্যত কলহের জের ধরে পুনরায় সে বিয়ে করে এবং কপিলাকে ত্যাগিয়ে দেয়। নিজ থেকে শ্যামাদাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেও বিশেষ লাভ হয় না। ফলে মেয়ের দুঃখে সন্তান অন্তঃপ্রাণ কপিলার মা শ্যামাদাসের প্রতি বিকৃত হত্ব এবং সে কারণেই দিন-রাত কলহ-প্রকাশে শ্যামাদাসকে গাল দেয়।



৪৫. 'দুদিন পরে জীবনযুদ্ধে সমস্ত জগতের সঙ্গে যখন ভাঙ্সনের লাড়াই বিধিবে তখন মধ্যাহ্নতা করিতে আসিবে কে'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।  
উত্তর: কুবের একদিন ঘুম থেকে উঠে পিঠির কাছ থেকে কিছু চিড়া এনে গণেশকে দিয়ে খেতে বলে। খাওয়া শেষে কিছু চিড়া সে তার ছেলে লখারকে দিয়ে অপর ছেলে চন্ডিকে দিয়ে খেতে বলে। লখা একবার সম্বত না হলে চন্ডির সঙ্গে তার মারামারি বাধে। কুবের সেমিকে সেখেও সেখে না। অর্থাৎ সে মধ্যাহ্নতাকারী হয়ে বিবাহ মিটিয়ে সেবে না। সে আবে, ছেলেরদের শিক্ষা হোক, নিজে নিজের ভাগ বুঝে নিতে শিখুক। দুদিন পর জীবনযুদ্ধে সমস্ত জগতের সঙ্গে যখন এ ছেলেরদের যুদ্ধ করতে হবে, তখন তো কেউ মধ্যাহ্নতা করতে আসবে না।

৪৬. 'আনিম অসম্মততার আবেষ্টনী, অভিন্নর সুমার্জিত সম্মততার'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: পদ্মাতীরবর্তী ছেলেরদের জীবনযাপন সার্বিকভাবেই দুর্বিষহ। পদ্ম হওয়ার কারণে মালার আচরণ ভিন্ন। স্বভাবগতভাবেও তার গৃহকর্ম ও মাতৃত্বের নিজস্ব একটি ধরন রয়েছে। চেষ্টা করেও সারাদিন মালা দুই ছেলে লখা ও চন্ডিকে পায় না। কিন্তু সম্বার পর সে যেন আশ্রম মাতৃমূর্তি। ছোটটিকে তখন দিয়ে বড় দুটিকে নিজের হাতে সে ভাত মেখে খাওয়ায় আর অবিরাম রূপকথার গল্প তুলিয়ে যায়। লেখকের নৃজিত মালার এ মাতৃত্ব তার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খায় না। মালার মাঝার উতুল, গায়ে মাটি, পরনে ছেঁড়া দুপরি কাপড়। চন্ডি ও লখা উলঙ্গ, চালের পঁচা খড় আর সেখানে চেরা বাঁশের চেঁচি তোলা স্নাতকসৈতে চেঁচি তোলা মাটিতে মেখে- এই সবকিছুই তার সুসজ্জা মাতৃমূর্তির সঙ্গে তীব্র বৈপরীত্য তৈরি করে। স্বভাব ও পরিবেশের ও তীব্র বৈপরীত্য তুলে ধরই উক্তিটির মর্মকথা।

৪৭. 'ক্যান মাঝি ক্যান, এত পোসা ক্যান?'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: কুবের মাঝির মেয়ে গোপীরা পা জলো হলে জী মালার মনেও পঙ্কত্বের অভিলাষ থেকে মুক্তক হওয়ার স্বপ্ন জাগে। এ ব্যাপারে কুবের কোনো সাড়া দেয়নি। তাই সে একদিন বামীর অনুশ্রুতিতে রাসুকে নিয়ে আমিনবাড়ি সরকারি হাসপাতালে যায়। ডাক্তারকে পা দেখিয়ে সেলিন ওরা আর বাড়ি ফিরতে পারেনি। পরদিন বেলা বায়েটায় মালা যখন বাড়ি ফেরে বামী কুবের তখন রাগ করে মালার সঙ্গে কথা বলে না। মালার কুশলাদিও জিজ্ঞেস করে না। মালার কোনো কথায় অগ্রাহ্যও দেখায় না সে। বামীর এহেন রক্তমূর্তি সেখে প্রতিবাদের বরো মালা তাকে আলোচ্য উক্তিটি করে।

৪৮. 'জন্ম হইতে অভ্যস্ত বিকলাঙ্গ এতোকাল পরে মালাকে বিশেষভাবে কাতর করিয়াছে'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: একদিন কুবের খবর পেল কপিলা চরভাট্যার বেড়াতে এসেছে। তাই কপিলাকে দেখার কৌশলবরূপ সে শুধু ছেলেরদের নিয়ে চরভাট্যা গিয়েছিল। পরে মালা জানতে পারে কপিলা চরভাট্যাতেই ছিল। কুবের যে কপিলাকে দেখার জন্যেই লেখনে গিয়েছিল, সে ব্যাপারে তার সন্দেহ ফনীভূত হয়ে ওঠে। তাই জন্ম থেকেই বিকলাঙ্গ পা-টি তাকে এতোকাল পরে বিশেষভাবে কাতর করে তোলে।

৪৯. 'ওই অলস, অকর্ম্ম্য রমণীটির জন্যে কুবের হঠাৎ নিবিড় স্নেহ অনুভব করে'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: মেয়েকে নিয়ে চিহ্নিত কুবেরের শারঙি কণা প্রসঙ্গে শ্যামালাসের সঙ্গে কুবেরের তুলনা করে। সে বলে যে, কুবের তার সোনার জামাই। কারণ তার পদ্ম মেয়ে মালাকে কুবের মাঝার করে রেখেছে। কিন্তু কপিলায় বামী কপিলায় সঙ্গে পদ্ম মতো ব্যবহার করেছে বলে সিন-রাত কপিলায় মা তাকে গালি দেয়। শারঙির মুখে এতো প্রশংসা শুনে কুবের মনে মনে জবে মালার জন্যেই তার আজ এতো প্রশংসা। পদ্ম হলেও সে মালাকে কখনও অন্যমন করে নি। কিন্তু তার জন্যে সং গৃহস্থ ও সং বামী বলে মালার মা কুবেরের যে প্রশংসা করেছে তাতে সে মনে মনে তার অলস ও অকর্ম্ম্য জীর প্রতি হঠাৎ নিবিড় স্নেহ অনুভব করে।

৫০. 'কুবেরের ভাড়া কুটিরের তুলনায় বৈকুণ্ঠপুরী'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: শ্যামালাসের বাড়ি-ঘর সেখে কুবের বিখিত হয়। চারভিটার চারবালা বড় বড় ঘর শ্যামালাসের। সবগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং ঘরের ভেতরে রয়েছে কাঠের সিঁদুক, বেতের বঁটি, বাসনকোসনসহ মূল্যমান আরও অনেক কিছু। উঠানের একপাশে ধানের মরাই এবং অন্য পাশে গোয়াল ঘর। লক্ষী শ্রী মাঠনো শ্যামালাসের ঘর-সংসার সেখে কুবেরের মনে ছেলে ওঠে

তার নিজের বাড়ির ছনের ছাউলির অঙ্কা ঘর আর মাটির হাড়ি-পাতিলের ছবি। নিজের বাড়ি-ঘরের তুলনায় শ্যামালাসের বাড়ি-ঘর তার কাছে তাই বৈকুণ্ঠপুরী বলে মনে হয়।

### ৫১. কুবের কেন শ্যামালাসের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছিল?

উত্তর: কপিলা চলে যাওয়ার পর কুবেরের সমস্ত হৃদয় জুড়ে এক অবাচিত শূন্যতা ও হাহাকার বিরাজ করে। কপিলার সান্নিধ্য লাভের জন্যে তার মন অমনটান করতে থাকে। কোনো কাজকর্মই তার মন বসে না। তার শুধু কপিলার কথাই মনে পড়ে। তাই একদিন সমস্ত লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে কুবের আমিনবাড়ি হাসপাতালে গোপীকে দেখার কথা বলে কপিলার স্বামীর বাড়ি আকুনটাকুন গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হয়।

### ৫২. 'তরে চিনা গেলাম কপিলা, পরনাম কইরা গেলাম তরে' - উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: একদিন আমিনবাড়ি হাসপাতালে গোপীকে দেখতে যাওয়ার নাম করে কুবের শ্যামালাসের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়। যেহেতু কপিলা সে বাড়ির গৃহবধূ তাই সে স্বাধীনভাবে কুবেরের সঙ্গে কথা বলেনি এবং সেবা-বহু ও যথাযথভাবে করতে পারেনি। রাতের বেলা কুবেরকে ততে দেওয়া হয় এমন একটা ঘরে যেখানে একটা পাঁঠা বাঁধা ছিল। সে ঘরে রক্ষিত পাটের গছ ও পাঁঠার গছে রাত্রে কুবের একটুও ঘুমতে পারেনি। সারারাত নির্মুখ থেকে সকালে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে উঠানে কপিলার সঙ্গে দেখা হলে ক্ষুব্ধ কুবের আলোচ্য উক্তিটি করে।

### ৫৩. "যাও পা মাঝি। ক্যান আইছিলো তুমি।" - কে, কাকে এবং কেন এসে এ উক্তি করেছিল?

উত্তর: মার্কসবাদে নীক্ষিত জীবনদর্শিতা কবীসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "পদ্মনদীর মাঝি" উপন্যাসের কপিলা কুবেরকে উদ্দেশ্য করে এ উক্তি করেছিল।

কপিলার আকর্ষণে তার ভগ্নিশ্রিত কুবের একদিন কপিলার স্বতন্ত্রবাড়ি গিয়ে উপস্থিত হয়। সেখানে যাওয়ার পর কুবেরের প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়। কুবেরের প্রতি যথেষ্ট মমত্ববোধ থাকলেও তার বাড়িতে যেভাবে কুবেরের সেবা করেছে, এখানে কপিলা তা করতে পারে না; কারণ সে এখানে পরের ঘরের বৌ। রাত্রি যাপনের বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় কপিলা পাটের ঘরে পাঁঠার সাথে কুবেরকে থাকতে দিয়েছিল। সারারাত পাট ও পাঁঠার গছে কুবেরের মেজাজ এতোই খারাপ হয় যে, সকালে উঠেই সে বাড়ি যাওয়ার প্ররক্তিত গ্রহণ করে। বাড়িতে যাত্রার মুহূর্তে কপিলা অনুযোগের সুরে তার অনিচ্ছাকৃত অক্ষমতার কথা কালে কুবের প্রচণ্ড অভিমান নিয়ে তাকে অপমান করার হেতু সিজ্জেল করে। উত্তরে কপিলা তার অসহায়ত্বের কথা জানায়। তাদের কণপোকণ চলাকালে কপিলার শত্রুত্ব কপিলা কর সাথে কথা বলছে তা জানতে চায়। এহেন স্বত্বপূর্ণ অবস্থায় কপিলা বিচলিত হয়ে মনের আবেগ অবদমিত করে অভিমানের স্বরে বলে ওঠে, "যাও পা মাঝি। ক্যান আইছিলো তুমি।" এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কুবেরের প্রতি কপিলার চূড়ান্ত ভালোবাসার নিবিড় বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। শ্যামালাসের স্ত্রী কপিলা তার অবস্থান সম্পর্কে সচেতন থাকলেও ভগ্নিশ্রিত কুবেরের প্রতি আকর্ষণ সে কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারে না।

উপর্যুক্ত উক্তিতে কুবেরের প্রতি কপিলার দুর্নিবার ভালোবাসার তির্যক প্রকাশ ঘটেছে।

### ৫৪. 'কান লগে কথা কস বৌ' - উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: কল্যা উপলক্ষে কেতুপুর আসার পর থেকেই কপিলা সেবা-বহু, হাসি-ঠাট্টার মাধ্যমে কুবের মাঝির হৃদয়ে আসন পড়ে তোলে। একদিন আমিনবাড়ি হাসপাতালে গোপীকে দেখতে যাওয়ার নাম করে আকুনটাকুন গ্রামে কপিলার স্বামী শ্যামালাসের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়। শরীরে জ্বর থাকার সেন্নিন বাড়ি ফিরতে পারে না কুবের। রাতের বেলা কুবেরকে যে ঘরে থাকতে দেয়া হয়েছিল সেখানে ছিল পাট ও পাঁঠার গছ। পাট ও পাঁঠার গছে কেঁদেদেয়ে রাত কাটিয়ে সকালে কুবের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে কপিলার প্রতি লক্ষ্য করে কোভ প্রকাশ করতে থাকে। এসময় পাশের ঘর থেকে দুজনের কণপোকণ শুনতে পেয়ে কপিলার শত্রুত্ব কপিলার উদ্দেশে আলোচ্য উক্তিটি করে।

৫৫. 'গোসা করছ মাঝি? গোসা কইরো না' - উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: শ্যামালস কপিলাকে নিয়ে যাওয়ার পর কেমন যেন উত্থা হয়ে পড়ে কুবের। তাই কুবের একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে কপিলার স্বামীর বাড়ি গিয়ে হাজির হয়। তাকে দেখে শ্যামালস খুশি হলেও কপিলা আগের মতো আচরণ করে না। কেননা, কপিলা সেখানে পরাধীন এক গৃহবধূ। তাই ইচ্ছা থাকে সন্তেও কুবেরের সেবা-বল্ল করার সুযোগ সে পায় না। সে বাড়িতে অতিথি কী খাবে, কোথায় শোবে এসব সেখান সুযোগ তার ছিল না। তাই কুবেরকে পাঠ ও পঁঠান দুগ্ধে ভরা একটি ঘরে অনেকটা বিশ্রিত রাত কাটাতে হয়। তাই পরদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠেই কপিলার কাছ থেকে কুবের বিন্যাস নিতে যায়। কুবেরের মনের অবস্থা অনুমান করে কপিলা বলে, 'গোসা করছ মাঝি? গোসা কইরো না।' একভাবেই কুবেরের কাছে সে তার নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে।

৫৬. 'আখিরের ঝড়ে সব আশা-ভরসা তাহার উড়িয়া গিয়াছে' - উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: কেশবপুরের সরিষাফ্রিট পরিব জেলে কুবের মাঝি। গোপীর বিয়ে দিয়ে কুবেরের একটি ঋণ ছিল। তার আশা ছিল গনেশের বিজ্ঞান শালা ছুপলের সঙ্গে গোপীর বিয়ে দিয়ে নিজে চার ফুটি টাকা পণ শাদ করবে। এতে সে অর্থনৈতিকভাবে যেমন লাভবান হবে, তেমনিই গোপীও সুখে থাকবে। কিন্তু এ বছর আখিরের ঝড়ের কারণে তার সব আশা ভেঁষেবাগি হয়ে গেল। যুগল চার ফুটি টাকা পণ দিয়ে সোনখালির এক রূপসী কন্যাকে বিয়ে করে ঘরে আনে। অর্থাৎ এ টাকটো কুবেরেরই পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আখিরের নির্মম ঝড়ে কুবেরের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

৫৭. 'গৃহ ও নারী, অন্ন ও বস্ত্র, ভূমি ও স্বত্ব সবই তো পাইলে তুমি, এ বার শুধু খাটিবে ও জন্ম দিবে সম্বালের, এটুকু পারিবে না' - উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: যত লোক হোসেন মিয়া ময়নাধীশে নিয়েছেন তাদের সকলকেই তিনি নিজের খরচায় ঘর বানিয়ে দিয়েছেন, চাষের জন্যে বিনা পরিশ্রমে জমি দিয়েছেন, হালের বনান কিনে দিয়েছেন, নিজের খরচে খাবারের ব্যবস্থা পর্যন্ত করে দিয়েছেন। হোসেন মিয়া এরা বিনিময়ে কোনো খাজনা বা ফসল চান না। তিনি শুধু চান ধীপটা মানুষ ও ফসলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক। হোসেন মিয়া যাদেরকে ময়নাধীশে নিয়ে এসেছেন তাদের সকলকেই তিনি অনেক উপকার করেছেন। এসব উপকারের বিনিময়ে হোসেন মিয়ার একটাই প্রত্যাশা, তারা শুধু সন্তান জন্ম দিয়ে ময়নাধীশকে লোকে-লোকান্তর্য করে তুলবে।

৫৮. 'হোসেন মিয়ার ছকুমের চেয়ে দড়ির বঁধন তো এ ধীপে জোরালো নয়' - উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: ময়নাধীশের এনায়েত বশির মিয়ার ক্রীকে প্রায়ই উদ্ভাস্ত করত। একদিন দুপুরবেলা ফাঁকা পেয়ে সে বশিরের ক্রী ঘরে ঢোকে। বশিরের ক্রী চেঁচামেচি শুনে আকবরের ক্রী এসে তাকে রক্ষা করে। হোসেন মিয়া ময়নাধীশে গেলে ময়না ধীপের মোকুল বিশপ তার কাছে এনায়েতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। সব শুনে হোসেন মিয়া এনায়েতকে তিন দিন তিন রাত গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে বলে। সাথে সাথেই ছকুম পলিত হয়। কিন্তুও বঁধনটা খুব শক্ত ছিল না। কেননা, ধীপের সকলই একথা জানে যে, হোসেন মিয়ার ছকুমের চেয়ে দড়ির বঁধন এ ধীপে জোরালো নয়। সুতরাং বঁধন খালসা হয়েও ক্ষতি নেই।

৫৯. 'ময়নাধীশে মোস্তা পামু কই' - উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: হোসেন মিয়া তার ময়নাধীশে লোকবসতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে নীলমিন ব্যবৎ বিভিন্ন এলাকা থেকে সর্বস্বান্ত লোকদের সগ্রহ করে ময়নাধীশে আশ্রয় দেয়। আখিরের ঝড়ে সর্বস্বান্ত মাঝি আমিনুদ্দিন ময়নাধীশে যাওয়ার জন্যে হোসেন মিয়ার নৌকায় ওঠে। তিন দিন পর হোসেন মিয়া তার নৌকায় এসে সবায় খবর-খবর দেয়। এরপর সে আমিনুদ্দিন সাথে রসুলের বোন নছিবনের বিয়ে সম্পন্ন করার কথা বলেন। কিন্তু আমিনুদ্দিন চায় ময়নাধীশে পৌঁছে আরও দুমাস পর বিয়ে সম্পন্ন করতে। তার প্রত্যুত্তরে হোসেন মিয়া আমিনুদ্দিনকে লাক করে আলাচ্য উল্লিষ্ট করেছিল।

৬০. 'মুসলমান মসজিদ লিগি, হিন্দু দিব ঠাঙ্কর ঘর- না মিয়া, আমার ধীপির মন্দি ও কাম চলব না' - উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: রাজা বাড়ির আজিজ সাহেব মোস্তা হিসেবে ময়নাধীশে যেতে রাজি হয়েছিলেন কিন্তু হোসেন মিয়া তাকে রাজি না হওয়ায় তিনি যেতে পারেন নি। এ ব্যাপারে তাঁর আপত্তি, কাম হিন্দুদের প্রাণের মিয়া জাদান, ময়নাধীশে হিন্দু-মুসলমান মিলেমিশে

বসবাস করবে। সেখানে ধর্মীয় কোনো বিভেদ তিনি সৃষ্টি হতে দেবেন না। অজিঞ্জ সাহেব যদি ময়নাধীশে যান তাহলে তিনি হয়তো সেখানে মসজিদ বাসাতে চাইবেন, আর মুসলমানরা মসজিদ বাসায়ে হিন্দুরা হজরত তাদের সেবে মন্দির বাসায়ে চাইবে। এতে করে ময়নাধীশে ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টি হবে, যা হোসেন মিয়ায় কাম্য নয়।

৬১. 'ধনী-দরিদ্র, ক্ষত্র-অক্ষত্রের পার্থক্য তাহার কাছে নাই, সকলের সঙ্গে তাহার সমান মৃদু ও মিঠা কথা'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: হোসেন মিয়ার বাড়ি পূর্বে ছিল নোয়াখালী জেলায়। কেতুপুর এসে তিনি বসবাস করছেন মার করেই বছর হলো। প্রথম দিকে তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। আতে আতে তিনি প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক হন এবং বিশেষাধি করে সুখী জীবনযাপন করেন। হোসেন মিয়া সমাজের বিভ্রাটালী মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েও নীচুশ্রেণির মানুষের সঙ্গে সম্ভাব বজায় রেখেছেন। নীচুশ্রেণির মানুষের সুখ-দুঃখ প্রকৃতির সাথে তিনি নিজেকে অঙ্গভিভাবে জড়িয়ে রেখেছেন। তিনি এখনও নিজেকে নীচুশ্রেণির মানুষ হিসেবে মনে করেন এবং এ মনে করাতে আত্মকৃত্তি লাভ করেন। তাই তিনি ধনী-দরিদ্র, ক্ষত্র-অক্ষত্র নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে সমান মৃদু ও মিঠা ব্যবহার করতেন।

৬২. 'পুরুষের ভাণ্যের কথা কে জানে! আজ ফকির-কাল রাজা'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: হোসেন মিয়ার ময়নাধীশে জী-সজল হারিয়ে রাসু কেতুপুরে ফিরে আসে। কেতুপুর এসে নতুন করে সংসার করার ইচ্ছা জাগে তার। কুবেরের কন্যা গোপীর্ষ প্রতি তার নজর পড়ে। গোপীর্ষকে বিয়ে করে সংসার গড়ার বাসনা নিয়ে কুবেরের কাছে নিজেকে গোপীর্ষ বোধ্য জামাই হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে রাসু কুবেরের কাছে প্রস্তাব করে। সে কুবেরকে জানায় যে, সেবিশিষ্ট একটি দোকান দিয়ে সে ব্যবসা আরম্ভ করবে। কুবেরের মন তার প্রতি নরম করার জন্যে সে আরও বলে যে, পুরুষেরা ইচ্ছা করলে নিজের জন্ম নিয়েই গড়তে পারে। একথা বলে সে কুবেরকে বোধ্যতে চেয়েছে যে, পুরুষের জন্ম পুরুষের নিয়ন্ত্রণেই থাকে।

৬৩. ইলিশের মরসুম ফুরাইলে বিপুল পদ্মা কূপণ হইয়া যায় কেন?

উত্তর: বর্ষাকালের জরা পদ্মা থাকে ইলিশে জরপুর। কিন্তু শীতকালের শুষ্ক পদ্মা শুধু ইলিশ নয় অন্য সব মাছও যেন কোথায় লুকিয়ে রাখে। কুবেরের মতো জেলেনের তখন দারুণ দুর্ভাগ্য পড়তে হয়।

কুবেরসহ কেতুপুরের সকল জেলে বর্ষার জরা মওসুমে পদ্মার ত্রুকে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। শুষ্ক মওসুমে পদ্মার ত্রুকে মানুষ পারাপার করে জীবন ধারণ করে। কুবেরের মাছ ধরার জাল ও নৌকা ছিল না। তাই সে ধনজয়ের নৌকায় ভাগে মাছ ধরে। একদিন তারা সেবিশিষ্টের দুই মাইল উজানে মাছ ধরছিল। সারারাত মাছ ধরে কুবের ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরলে জী মালী তাকে পদ্মায় মাছ ধরতে না গিয়ে বিশ্রাম নিতে বললে কুবের তাতে রাজি হয় না। কুবেরের মাধ্যম তখন অনাগত দিনের দুর্ভাগ্যের বিষয়টি ঘুরপাক খেতে থাকে। তাই শরীর ভাল থাক বা নাই থাক- বর্ষাকালে একটি মুহূর্তও কাজ না করে ছোয়ায় নষ্ট করা যাবে না। সামনে শুষ্ক মওসুম। সেই মওসুমে বিপুল পদ্মা কূপণ হয়ে যায়। পদ্মার ত্রুকে জেলেরা তখন আর মাছের সম্ভাব পায় না। পদ্মা তখন তার মাছগুলোকে কোথায় যেন লুকিয়ে ফেলে। পদ্মাও যেন ভাণ্যাহত দরিদ্র জেলেনের এভাবেই তখন বসিত করে।

৬৪. 'মাঠে জলের বদলে থাকে ফসল অথবা- ফসল কাটা রিক্ততা'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: বর্ষাকালে পদ্মার তীরবর্তী অঞ্চল জলমগ্ন থাকে। এ সময় মানুষের চলাফেরার প্রধান বাহন হয়ে ওঠে নৌকা। শীতের শেষে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে নৌকার প্রয়োজন কমে আসে। তখন বাঁল-মাঠ-প্রান্তরে জল থাকে না। ফসল মাঠ একসময় জলমগ্ন থাকত, সেখানে ফসল কিংবা ফসল কাটার রিক্ততা লক্ষ করা যায়। তখন শস্যহীন মাঠের মতো জেলেনের জীবিকা নির্বাহের প্রধান আশ্রয় যে পদ্মা তাও অনেকটা শুকিয়ে যায়।

৬৫. 'আমি লগে ছামু মাঝি'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: পুলিশের তত্ত্বাধিতে কুবের চুরির দায়ে সোণী সাব্যস্ত হয়। কুবের নদীর ঘাট দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় কপিলায় সঙ্গে সাফল্য হয়। কপিলায় কাছে বিভ্রান্তিত আনতে গেলে কুবের সাব্যস্ত হয়। যেহেতু এর কোনো সাফল্য প্রমাণ নেই, তাই কুবের এ চরম

## পদ্মা নদীর মাঝি

পরিস্থিতিতে অসহায় হয়ে পড়ে। কিন্তু ঘাটে হোসেন মিয়া'র নৌকা বাঁধা থাকতে সে কিছুটা আশ্বস্ত হয়। কুবের হোসেন মিয়া'র বাড়িতে গিয়ে তাকে বিবাহরিত জালানোর ইচ্ছা গোষণ করে কপিলাকে বাড়ি ফিরে যেতে বলে। কিন্তু কপিলা এতে রাজি হয় না। এ বিপদের দিনে কুবেরকে সে এক্ষণে ছেড়ে যাবে না। তাই সেও কুবেরের সঙ্গে হোসেন মিয়া'র বাড়ি যেতে চায়। সে তার এ অগ্রহের বিষয়টি প্রকাশ করতে গিয়েই কুবেরকে লক্ষ করে আলোচ্য উক্তিটি করে।

৬৬. 'একা অত দূরে কুবের পাড়ি নিতে পারিবে না'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: পুলিশ কুবেরের বাড়ি থেকে পীতম মাঝির চুরি যাওয়া ঘটনা উদ্ধার করে। টাকা চুরির অপরাধে কুবের অপরাধী, একমাত্র হোসেন মিয়াই পারে তাকে বাঁচাতে। আর তা সম্ভব ময়নাধীপে পাড়ি জমানোর মাধ্যমে। কিন্তু এতোদিনের সংসার ছেড়ে কুবের একা কীভাবে থাকবে? কপিলা বলে, 'আমার নিবা মাঝি লগে?' সাথে সাথে কুবের অনুভব করে- 'হ, কপিলা চলুক সঙ্গে। একা অতদূরে কুবের পাড়ি নিতে পারিবে না।'

৬৭. গ্রাম ছাড়া দেশ ছাড়া নিকশেন যাত্রার গভীর বিষাদ ওদের আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে।

উত্তর: নিজ পরিবার এবং বাসভূমি থেকে উন্মূল হয়ে হোসেন মিয়া'র ময়নাধীপে পাড়ি দেওয়ার সময় প্রতীক্ষারত একটি পরিবারের মানসিক অবস্থা কনিা প্রসঙ্গে 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের লেখক মনিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ উক্তিটির অবতারণা করেছেন।

নোয়াখালি অঞ্চলের মানুষ হোসেন মিয়া এক সময় কেতুপুর গ্রামে এসেছিল নিঃস্ব অবস্থায়। অবৈধ ব্যবসা করে এখন সে গ্রামে টাকার মালিক। দূর সমুদ্রে সে একটি জাহাজ কিনেছে, যার নাম ময়নাধীপ। সেখানে সে মানুষের বসতি গড়ে তুলতে চায়। দুঃখী-দরিদ্র মানুষদেরকে বৌশলে হোসেন মিয়া তার ধীপে নিয়ে যায়। এমনভাবে এক সময়ে একটি পরিবার ময়নাধীপে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। হোসেন মিয়া'র নৌকার মাঝি কুবের শুধু মাঝিই নয়, বরং হোসেন মিয়া'র প্রতিনিধিরূপে সবকিছু তদারক করার দায়িত্বও তার। তদারকির এক ফাঁকে সে লক্ষ করে নৌকার ছইয়ের ভেতরে পরিবারের সদস্যরা সবাই কেন্দ্র ঘন নির্জন, নিঃশ্রাণ, মনমরা। সবাই নিশ্চুপ, কারো মুখে কোনো কথা নেই। সবাই কি যেন ভাবছে, এমনকি বাচ্চাগুলোও চুপচাপ। পরিবারটি ময়নাধীপের ঘাটী খিয়ার তারা নির্ঝাঁক ও নিভ্রা। তারা ভবিষ্যৎ আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তার জীত-সজ্জা। তারা তাদের জন্মভূমি, গ্রাম, চৌধুরপুত্রদের ভিটে-মাটি ছেড়ে অজানা এক ধীপে পাড়ি জমাচ্ছে। ফলে ভবিষ্যতের অবনা তাদের মনমরা করে তুলেছে। নিজভূমি ছেড়ে অজানার উদ্দেশে পাড়ি জমাতে গিয়ে ময়নাধীপপামী পরিবারটি যেন গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন। আলোচ্য অংশে জন্মভূমি তথা পৈত্রিক ভিটা ত্যাগের এক বেদনাক্লান্ত পরিস্থিতি প্রকাশ পেয়েছে।

৬৮. ঘরের লোক বলিয়া না দিলে ঘটির সন্ধান চোর পাইত কোথায়?

উত্তর: মনিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে টাকা হারানোর ঘটনার বৃদ্ধ মাঝি পীতমের ভাগ্নে রাসুকে অভিযুক্ত করার পরোক্ষ ইঙ্গিত করতে গিয়ে লেখক আলোচ্য উক্তিটির অবতারণা করেছেন।

উপন্যাসের একটি বিশেষ চরিত্র রাসু হোসেন মিয়া'র ময়না ধীপে সবকিছু হারিয়ে শেষ পর্যন্ত আবার তার নিজগ্রাম কেতুপুরে ফিরে আসে। এ সময় তার মামা পীতম মাঝি তাকে নিজের ঘরে আশ্রয় দেয়। রাসু হোসেন মিয়া'র কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে কিছু টাকা পায়। ওদিকে কুবেরের মেয়ে গোপীকে বিয়ে করতে চায় গণেশের শ্যালক যুগল। রাসুও গোপীকে পছন্দ করে। এক পর্যায়ে গোপীর পা ভেঙে গেলে যুগল কিছুটা শিথিয়ে যায়, এগিয়ে আসে রাসু। কুবের রাসুর কাছ থেকে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি হয়। এমন সময় পীতম মাঝির ঘরে এক চুরির ঘটনা ঘটে। ঘরের এককোণে মাটির নিচে গুঁতে রাখা পীতমের সারা জীবনের সঞ্চয় সাত-কুড়ি তের টাকা ভর্তি একটি ঘটি চুরি হয়ে যায়। এ ব্যাপারে পীতম তার ভাগ্নে রাসুকে সন্দেহ করে। সে জানে রাসুর বড়ভাচরিত্র ভালো নয়। এজন্য সে আগে থেকেই তাকে অপছন্দ করতো। কিন্তু ময়নাধীপ থেকে ফিরে আসার পর তার কষ্ট দেখে সে তাকে নিজের ঘরে থাকতে দিয়েছে। পীতম মাঝি মনে করে রাসু ছাড়া কেউ এ কাজ করেনি। আর অন্য কেউ করলেও তার সাথে রাসুর যোগাযোগ রয়েছে। কেননা, ঘটিটি যেখানে রাখা ছিল তা ঘরের লোক বলে না দিলে কারো পক্ষেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিল না।

রাসুর চরিত্র সম্পর্কে তার মামার ধারণা বরাবরই নেতিবাচক ছিল। তাই সংঘটিত চুরির প্রেক্ষিতে তার মামা পীতম মাঝির সঙ্গেই ও কোজেনা কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে রাসুর যে অবস্থান সে সম্পর্কেই লেখক আলোচ্য উক্তিটির অবতারণা করেছেন।

৬৯. ‘কথা দিয়া কথা রাখিল না কুবের, কুবেরের সে সর্বনাশ করিয়া ছাড়িবে’ - উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ রাসু প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কুবেরের মেয়ে গোপীকে বিয়ে করতে ব্যর্থ হয়ে প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে। আশ্বিনের ঝড়ে গোপীর পা কেটে যাওয়ার পর কুবের গোপীকে রাসুর সঙ্গে বিয়ে দেয়ার জন্য সন্মত হয়। কিন্তু আমিনবাড়ি হাসপাতালে চিকিৎসার পর গোপীর পা মোটামুটি ভালো হয়ে উঠলে কুবের মাঝি হোসেন মিয়া’র পরামর্শে বন্ধু নামের অন্য একজনের সঙ্গে গোপীর বিয়ে দিয়ে দেয়। কথা দিয়ে কথা রাখা না করার রাসু কুবেরের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে আলোচ্য উক্তিটি করে।

## প্রয়োগমূলক উত্তরের সহায়ক তথ্যাবলি

### ১. পদ্মানদীতে জেলেনের মাছ ধরার দৃশ্য বর্ণনা কর।

উত্তর: প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি। এ উপন্যাসটির শুরুতেই তিনি পদ্মার জেলেনের মাছ ধরার যে দৃশ্য তার একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন।

পদ্মা হচ্ছে ইলিশ মাছের সবচেয়ে বড় বিচরণক্ষেত্র। এই ইলিশ মাছ ধরেই পদ্মা তীরবর্তী জেলেরা তাদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। বর্ষাকাল হচ্ছে জেলেনের মাছ ধরার উৎকৃষ্ট সময়। এ সময় কোনো রকম বিরতি ছাড়াই দিনরাত তারা মাছ ধরে। তাদের এই মাছ ধরার প্রদান দুটি উপকরণ হচ্ছে জাল ও নৌকা। এই জাল ও নৌকা নিয়ে ইলিশ মাছ ধরার জন্য তারা তখন সমস্ত পদ্মা চষে বেড়ায়। সন্ধ্যাকালে পদ্মার তীরে পাড়াসে দেখা যায়, নদীর বুকে অসংখ্য জেলেকির মতো শত শত আলো খিঁকিতভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেখানে অনেকটা দুর্ভেদ্য সজ্জার মতো এ আলোজলো প্রায় সারারাতই এভাবে ঘুরে বেড়ায়। রহস্যময় ভুল অঙ্কনের ভেন কবের ভুলে থাকা এই আলোজলো জেলে নৌকার আলো। এ আলো দিয়েই সারারাত তারা তাদের মাছ ধরার কাজটি সম্পন্ন করে। শেষরাতে আকাশে যখন ক্ষীণ চাঁদটি ওঠে, তখনও এ আলোজলি নেভে না। নদী জুড়ে বিচরণশীল এই বিকিঙ আলোজলিই জেলেনের রাজিকালীন কর্মব্যস্ততার সাক্ষ্য বহন করে। জেলেনের মাছ ধরার এ নৈশকালীন দৃশ্য পদ্মার বুকে এক চমৎকার আবহ তৈরি করে।

বাড়ন অভিজ্ঞতার আলোকেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে পদ্মানদীতে জেলেনের মাছ ধরার এ দৃশ্যটি জীবন্ত করে তুলে ধরেছেন।

### ২. জেলে নৌকার বর্ণনা দাও।

উত্তর: পদ্মা নদীতে যে নৌকা নিয়ে জেলেরা মাছ ধরে তা আকারে বেশি বড় নয়। তার পিছনের গদুইয়ের দিকে সামান্য ছাউনি থাকে। বাকি সমস্তটাই খোলা। মাঝখানে নৌকার পাটাতনে হাত দুই কাঁক রাখা হয়। সেই ফাঁকা জায়গা দিয়ে নৌকার খেলের ভেতর মাছ জমা করা হয়। নৌকার পাশেই থাকে জাল ফেলার ব্যবস্থা। ত্রিকোণ বাঁশের স্ক্রেনে বিপুল পাকার মতো জালটি নৌকার পাশে লাগানো থাকে। জালের শেষ সীমার বাঁশটি থাকে নৌকার পার্শ্বদেশের সঙ্গে সমান্তরাল। তার দুই প্রান্ত থেকে লম্বা দুটি বাঁশ নৌকার ধারে এসে মিশে পরস্পরকে অতিক্রম করে নৌকার ভিতরে হাত দুই এগিয়ে যায়। এ দুটি জালের হাতল। এই হাতল ধরেই নদীতে জাল উঠা-নামা করানো হয়।

গভীর জলে বিরাট টোটের মতো দুটি বাঁশে বাঁধা জাল লাগে। নড়ি ধরে বাঁশের টোট হা করা জাল নামিয়ে দেয়া হয়। জালে মাছ পড়লে হাতের নড়ি বেয়ে জেলের কাছে তার খবর পৌঁছে। তখন সে নড়ির সাহায্যেই জালের নিচে জালের খুব বন্ধ করে হাতলের সাহায্যে তা নৌকায় টেনে তোলে।

### ৩. জেলেপাড়ার বর্ণনা দাও।

উত্তর: পদ্মার তীরবর্তী কেতুপুর গ্রামের বাইরে জেলেপাড়া। জেলেপাড়াটি নদী থেকে বেশি দূরে নয়। জেলেপাড়ার চারিদিকে ফাঁকা জায়গাগুলো জু-বাঁমীদের দখলে। অর্ধচ জেলেপাড়টি হয়ে রয়েছে খিলি। বাড়িগুলো গায়ে গায়ে জমটি বেঁধে আছে। প্রথম দেখলে মনে হবে যে, এ বুঝি জেলেনের অনাবশ্যক সংকীর্ণতা। উন্মুক্ত উদার পৃথিবীতে এরা যেন নিজেনের প্রবলতা করছে। কিন্তু শুধু দেখলে বুঝা যায়, সমস্ত ভূমিতে জু-বাঁমীদের অধিকার ছেড়ে দিয়ে একটি ফুড়ের আনাচে-কানাচে তারই নির্ধারিত কম পাজনার অমিত্যুতে বাধ্য হয়েই তাদের আরেকটি ফুঁড়ে ওঠাতে হয়। এর মধ্যেই জেলেপাড়টি খুব অমজমটি। আর্থিক অসচ্ছলতাও তাদের একইরকম কাছাকাছি থাকতে বাধ্য করছে। এদের জীবন-ধারণ পদ্ধতিও বড় কঠিন। শীতে তাদের হাড় কাঁপে, বর্ষার জলে ঘর ভেসে যায়, স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে লেপে থাকে অসুখ-বিসুখ। গ্রামের ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণের অন্ত মানুষগুলো তাদের দূরে ঠেলে রাখতে চায়, অপরদিকে প্রকৃতির বাস, দুর্ভোগ তাদের ধ্বংস করতে চায়। জেলেপাড়ার নিঃশব্দ আর নিরুদ্ভ

## পদ্মা নদীর মাঝি

মানুষগুলোর জীবন কাহিনী এ চক্রেই আবর্তিত হয়; জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে চলেতে থাকে শিশুর জন্মনয়, আকাশে-বাতাসে শোনা যায় তাদের তন্তু গিঁথানোর আরও তন্তু দীর্ঘখাস। সে সঙ্গে খালসরফকর গুমোটি পরিকবেশে চলে দাপত্য কলহ। বিশ্বাস্যকৃত্য বহিষ্ঠত পরিকবেশে তাদের মাঝে লেখা যায় সূতীন্ত্র সজ্ঞান। কলহ, পরশীকাতরতা, ঈর্ষা, মারামারি ও কাড়াকাড়ির এ বৃত্তাবদ্ধ জীবন একদিকে যেমন ঘণ্টেট মালবেতর লিকে তেমল কট ও বেদনাদায়ক।

৪. 'অন্নবাবার মাঠ'-এর সংখিল্ল বর্ণনা দাও।

উত্তর: 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসে কেতুপুর গ্রামের অদূরে পদ্মার অপর পাড়ে 'অন্ন-বাবার মাঠ' নামক একটি জায়গার বর্ণনা রয়েছে। স্থানটির 'অন্নবাবার মাঠ' নাম হওয়ার একটি ইতিহাস আছে। অনেকদিন আগে এ অঞ্চলে একবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। সেসময় কোথা থেকে এক সন্ন্যাসী এসে এ মাঠে আত্মনা পাড়েন এবং একটি বিরাট অন্নসর খুলে বলেন। নিজের কান্তে সন্ন্যাসীর এক কানাকড়িও সফল ছিল না। কিন্তু মানুষের ওপর তার এমন প্রভাব ছিল যে, তার হুঁচুম বড় বড় জমিদার, মহাজল মথকে মথ চাল-ডাল পাঠিয়ে দিত এ মাঠে। শত শত অন্নলোক কোমর বেঁধে বড় বড় উনুনে এসব রান্না করে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের মধ্যে বিতরণ করত। সন্ন্যাসী বাবা এ মাঠ থেকে ক্ষুধার্ত মানুষের মধ্যে অন্ন বিতরণ করতেন বলে তখন থেকেই এ মাঠটির নাম হয়েছে 'অন্নবাবার মাঠ'।

৫. সোনাখালী গ্রামের রথের মেলায় পরিচয় দাও।

উত্তর: পদ্মাতীরবর্তী কেতুপুর ও আশপাশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় জীবনে প্রতিবছর হালি-আলমের বন্যা নিয়ে উপস্থিত হয় সোনাখালির রথের মেলা। রথ উপলক্ষে কেতুপুরের জনগোষ্ঠীর মধ্যে তেমল কোনো ধুমধাম হয় না। রথের দিন পদ্মার ওপারে অন্নবাবার মাঠে বেশ বড় একটি মেলা বসে এবং উল্টারন পর্যন্ত এ মেলা ছাড়াই হয়। মেলায় ভিড় বেশি থাকে প্রথম এবং শেষ দিন, মাঝখানের কয়েকদিন মেলা একটু কিমিয়ে যায়। গ্রামবাসীর প্রয়োজনীয় ও শখের সমস্ত পণ্য মেলায় আমদানি হয়। মেয়েরা মাধ মিটিয়ে শাখা ও কাঁচের চুড়ি পরে। ছেলেরা কোমরে বেঁধে দেয় তারা নতুন ফুলি। সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে কয়েকটি ছানে জুয়াখেলাও চলে।

৬. ছোলেদ মিলার ময়নাঘীপের বর্ণনা দাও।

উত্তর: ময়নাঘীপের কিছু অংশ ভিত্তিকৃতি ও কিছু অংশ ত্রিকোণবিশিষ্ট। ঘীপটির বিস্তৃতি এগারো মাইল। ঘীপের কিছু অংশ পরিষ্কার করে বসতি স্থাপিত হয়েছে, চাষাবাদও হচ্ছে। বাকি অংশ জুড়ে রয়েছে জঙ্গল। ঘীপের পশ্চিম প্রান্তে অসংখ্য নারকেল গাছ। ঘীপের মাঝখানে মাইলখানেক লম্বা লকনাড জলা আছে। জলার ধারে খনিকটি ধানের জমি। জলা ও জঙ্গলে থাকে অসংখ্য মাশ। থাকে মালেরিয়ার প্রকোপও। তবে অন্য কোনো জন্তু-জানোয়ার নেই সেখানে। ঘীপ লোকসংখ্যা একশর কম নয়। বিল্লমহীল পরিশ্রম সেখানে। জীবন সেখানে নির্মম ও নীরব। পাঁচ বছরে মাত্র ত্রিশটি পরিবার সেখানে ছাড়াই হয়েছে। অমিলুনি ও রসুলকে ধরলে ঘীপে গৃহস্থ পরিবারের সংখ্যা দাঁড়ায় বহির্শে।

৭. কুবের ও শীতলবাবুর মধ্যে ইলিশ মাছ বিক্রির ঘটনাটির বিবরণ দাও।

উত্তর: শীতলবাবু শোষণ সমাজের অত্যন্ত 'বার্ষিক' ও নীচ প্রকৃতির লোক। সন্তানের পেটের ক্ষুধা নিবারণের জন্যে কুবের ধনজয় ও গণেশের চোখ কাঁকি দিয়ে দু-চারটি ইলিশ চুরি করত। একদিন প্রচণ্ড কুবের মধ্যেও সে তিনটি মাছ চুরি করে শীতলবাবুকে দেয়। শীতলবাবু মাছ তিনটি চট্টের খলের মধ্যে পুরে পথসা না দিচ্ছেই চলে যেতে উদ্যত হয়। কুবের পরসা চাইলে শীতলবাবু জ্ঞানায় যে, পরসা পরে দেবে। এতে কুবের ঘণ্টেট ফুক হলেও জোর করে কিছু কান্তে পারে না। কেননা, তাহলে এতে তার চুরির ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়বে। তাই সে অঙ্কুটখরে বলে, 'হালা ডাকহিত'।

৮. পীতম মাঝির বাড়িটির বর্ণনা দাও।

উত্তর: পীতম কেতুপুর গ্রামের অবস্থাসম্পন্ন জেলে। সে রাসুর মামা। তার অবস্থা ভালো হলেও জীবন কৃপণ। এ পাড়ায় জেলেনের মধ্যে পীতমই সবচেয়ে বড় আসের মালিক। তার বাড়িতে কোনো উঠোন নেই। গোয়াল পার হয়েছে ঢুকতে হয় বড় ঘরে। জেলেপাড়ায় পীতমের জাল এক অর্পণ। এ দুই সর্বজনবিদিত। আর সেই সাথে পীতমের বাড়িটিও লোকের কাছে



## পদ্মা নদীর মাকি

কয়েকখানা কল পরিচিত। তার ঘরের পেছনে সামান্য কাঁকা জায়গা ও একটি ভোবা রয়েছে। তারপর রয়েছে বাঁশঝাড়। সে বাঁশঝাড়ে আছে বড় বড় সাপ। মেরিকথা জেলেপাড়ার পীতম জেলের বাড়িটি নানা দিক দিয়ে প্রসিদ্ধ।

৯. আশ্বিন মাসের ঝড়ে জেলেপাড়ার কার সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে? তার ক্ষতির বিবরণ দাও।

উত্তর: আশ্বিনের ঝড়ে কেতুপুর নিবাসী মুসলমান মাকি আমিনুদ্দিন সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে। ঝড়ের রাত্রে আমিনুদ্দিন ছিল পদ্মার তীরে। তার ঘরে ছিল স্ত্রী ও সন্তানসেবা। ঝড়ের তাড়নে আমিনুদ্দিন ঘরের ওপর পড়ায় সাথে সাথেই আমিনুদ্দিন স্ত্রী মারা যায়। সন্ধ্যায় গাছের নিচে থেকে টেনে বের করা সময় ছেলেটাকে। তখনও তার সেহে প্রাণ ছিল। কিন্তু সেখান থেকে টেনে বের করার ঘটনাক্রমে গরু সেও মারা যায়। শুধু মেয়ে মরীনের কিছু হয়নি। পদ্মা থেকে ফিরে এসে আমিনুদ্দিন এ মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে পড়ে।

১০. গণেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উত্তর: 'পদ্মানদীর মাকি' উপন্যাসের গণেশ কেতুপুর গ্রামের দরিদ্র জেলে। কুবেরের সঙ্গে সে মহাজল ধনজনের নৌকায় মাছ ধরে। কুবের হলো গণেশের খুব আপন লোক। যেকোনো কাজকর্মের ব্যাপারে পরামর্শের জন্যে সে কুবেরের ওপর নির্ভরশীল। বোকা স্বভাবের গণেশ কোনো কাজই দ্রুত করতে পারত না। তার কাজে দিলেমি ছিল বলে সে প্রায় সময়ই ধমক খেত। ধমক খেলেও তার রাগ করার স্বভাব ছিল না। গণেশ ছিল সৎ স্বভাবের মানুষ। তার এ সততাটি তাকে বিশেষ চরিত্রের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

১১. রাসুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উত্তর: 'পদ্মানদীর মাকি' উপন্যাসে রাসু অন্যান্য মাকির মতো পদ্মার নৌকা ভালায়, নদীর সঙ্গে যুদ্ধ করে মাছ ধরে। কিন্তু তার সামান্য আয়ে সংসার চলে না। তাই ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে সে হোসেন মিয়া'র ময়নাবীথে পাড়ি দেয়। ভাগ্য বদলের জন্য ময়নাবীথে হোসেন মিয়া তাকে সবই দিয়েছিল, কিন্তু ভাগ্য তাকে সহায়তা করেনি। জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করতে গিয়ে সেখানে সে একে একে স্ত্রী-পুত্র সব হারিয়ে নিঃশব্দ হয়ে পড়ে। অবশেষে বেঁচে থাকার তাগিদে সেখান থেকে জান নিয়ে সে পালিয়ে আসে তার নিজ গ্রামে। গ্রামে এসে আবার সে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হয়। একসময় কুবেরের মেয়ে গোপীকে সে বিয়ে করতে অস্বীকার করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোপীকে না পেয়ে চুরির দায়ে সে কুবেরকে ফাঁসিয়ে দেয়।

১২. শীতলবাবুর পরিচয় দাও।

উত্তর: 'পদ্মা নদীর মাকি' উপন্যাসে শীতলবাবু একটি অপ্রধান চরিত্র। শীতলবাবু একজন শঠ, প্রতারক ও প্রকায়ক। সুবিধাবাদী শীতলবাবু পীতম মাকির মেয়ে ঘুপাঁক নিয়ে সংসার গেঁতেছে। প্রায়শই সে প্রতারণাপূর্বক কুবেরের কাছ থেকে মাছ হাতিয়ে নেয়। মৃত্যু বেশি দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে সে কুবেরকে মাছ চুরি করে আবার অন্য প্ররোচিত করে। তার কন্ঠায় প্ররোচিত হয়ে কুবের মাছ চুরি করে এনে দিলে সে আত্মানীকাল পরসী লিখে বলে মাছ নিয়ে চলে যায়। তারপর কুবের তার বাড়িতে গিয়ে পরসী চাইলে শীতলবাবু কুবেরের সঙ্গে রক্ত ব্যবহার করে তাকে তাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। এভাবে কুবেরের মতো অসহায় জেলেনের সে প্রতারণা করতো। তবে স্ত্রী ঘুপাঁক ফল অসহায় দরিদ্রদের সাহায্য করতো তাতে ক্ষোভ প্রকাশ করলেও মনে মনে সে এক ধরনের তৃপ্তি পেতো।

১৩. আমিনুদ্দিন সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উত্তর: 'পদ্মানদীর মাকি' উপন্যাসের আমিনুদ্দিন পদ্মাপাড়ার একজন দরিদ্র মুসলমান মাকি। পদ্মাপাড়ার কেতুপুর গ্রামে যে কয়েক ঘর মুসলমান মাকি আছে আমিনুদ্দিন তাদের অন্যতম। তার সুখের সংসারে হঠাৎ করেই চরম বিপর্যয় নেমে আসে। আশ্বিনের ভয়াবহ ঝড়ে তার সবকিছুই লুপ্তভূত হয়ে যায়। পদ্মার মাছ ধরতে বাঁকা অবস্থায় জ্ঞানক্রমে সে নিজেকে খেলেও উঠোনের পাশের প্রকাণ্ড আমগাছটি ঘরের উপর ছেড়ে পড়লে তাকে তার স্ত্রী-পুত্র মারা যায়। বেঁচে থাকে শুধু বিবাহবাঁধা কন্যাটি।।

আপন বলতে যারা ছিল তাদের সকলকে হারিয়ে আমিহুমি হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। কিছুদিন পর মেয়েকে বিয়ে দিয়ে আমিহুমি আবার নতুন সংসার গড়ার উদ্দেশ্যে হোসেন মিয়র ময়নাধীশে পাড়ি জমায়।

### ১৪. সংক্ষেপে মেজ কর্তার পরিচয় দাও।

উত্তর: 'পদ্মানদীর মার্জি' উপন্যাসে মেজ কর্তা অনন্ত তালুকদার একজন জোতদার বা ভূস্বামী। কেতুপুরের অদূরে অপ্রশস্তিতে তিনি বাস করেন। মেজ কর্তার চরিত্র নিয়ে কিছু রটনা থাকলেও বাস্তবে তার কোনো প্রতিফলন দেখা যায় না। মালাকে অভ্যুত্রে কেউ কেউ তাকে অপবাদ দিলেও তাদের মধ্যে কখনো কোনো অবৈতিক সম্পর্ক ছিল না। শিক্ষার আলো বিতরণ করতে তিনি এক সময় জেলেসের বাড়ি বাড়ি ঘুরতেন। মেজ কর্তা কতের পর জেলেসের ঘর-বাড়ি মেরামত করার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। উপন্যাসে তার মধ্যে কোনো কপটতা বা দুচরিত্রের ছাপ লক্ষ করা যায় না।

### ১৫. সংক্ষেপে হোসেন মিয়র পরিচয় দাও।

উত্তর: হোসেন মিয়া একজন ধর্ম ও শ্রেণি নিরপেক্ষ মানুষ। উপন্যাসিকের কানায় একই রহস্যময় লোক এই হোসেন মিয়া। তার বাড়ি সোয়াখালি অঞ্চলে। কয়েক বছর ধরে সে কেতুপুরে বাস করে। তার চেহারার ক্ষেত্রে বয়স অনুমান করা কঠিন। সে পাকা চুলে কণা দিয়ে, নূরে মেহেনি রং লাগিয়ে, কানে আতর-মাখা কুলা গুঁজে ঘুরে বেড়ায়। হোসেন মিয়া বর্তমানে বিজ্ঞান। সে দরিদ্রদের সুখে রাখার স্বপ্ন দেখে। তাদের সঙ্গে সুমিষ্ট আচরণ করে ও আর্থিক সহযোগিতা দেয়। অথচ প্রথম যখন সে কেতুপুরে এসেছিল তখন পরনে ছিল ছেঁড়া লুঙ্গি, মাথায় ছিল রক্ষ চুলা এবং ঘষা দিলে গায়ে খড়ি উঠতো। বর্তমানে খাটো তৈল চিটন দেহটিকে সে আচ্ছাদিত পাতলা পাঞ্জাবিতে ঢেকে রাখে। নিজের পানসিতে পদ্মা পাড়ি দেয়। গত বছর নিকা করে দু'নয়র ঝাঁক ঘরে এনেছে। নিত্য নতুন উপায়ে সে অর্থ উপার্জন করে। উপন্যাসের দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদে হোসেন মিয়াকে পরোপকারী হিসেবে দেখা যায়। কত্রে কেতুপুর গ্রামটি বিপন্ন হলে আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে কুবেরের অশ্রুধারা থামে সে নতুন করে তুলে দেয়। ব্যক্তিগত ও আত্মপ্রত্যয়ে হোসেন মিয়া প্রকৃতির অসংকলিত প্রতিফলিতার বিরুদ্ধে লড়াই করে শত্রুর মধ্য ময়নাধীশের পত্তন ঘটায়। ময়নাধীশকে নিয়ে তার অশ্রুর অস্ত নেই। লোভ দেখিয়ে, আশা দিয়ে, নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখিয়ে এক একটি পরিবারকে সে ময়নাধীশে নিয়ে আসে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সেখানে সে এক আধুনিক মানব সমাজের পত্তন ঘটতে চায়। মূলত মলিক বন্দোপাধ্যায়ের সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার মঙ্গলপ্রতিভাই হচ্ছে এই হোসেন মিয়া।

হোসেন মিয়র চরিত্রে 'স্বপ্ন ও বাস্তবের অপরাধ সমন্বয়' ঘটেছে। রহস্যময় চরিত্রিকারী হোসেন মিয়া অবৈধ পণ্যের ব্যবসা করলেও সাধারণ ও নিরস্ত-নিষ্কর মানুষদের সে ভালোবাসে এবং সহযোগিতা করে।

### ১৬. সিধু দাসের পরিচয় দাও।

উত্তর: 'পদ্মানদীর মার্জি' উপন্যাসের একটি অপ্রধান চরিত্র সিধু দাস। সিধু দাসের স্বভাব-চরিত্র ভালো নয়। কৌশলে নিজের স্বার্থ হাসিল করার সে সে খুব পারদর্শী। ঠগবাগি করে সোনাখালির রথের মেলা থেকে সে অন্যায় জিনিসপত্রের সঙ্গে আত একটা খালির মাথা সংগ্রহ করে এনেছিল। যে পরলা নিয়ে সে মেলায় গিয়েছিল তার একটিও তাকে খরচ করতে হয়নি। সন্ধ্যায় খালির মাথার ভাণ দেবে এ লোভ দেখিয়ে সিধু দাস কুবেরের কাছ থেকে চাল, তেল ও মশলা হাতিয়ে নেয়। অর্থ কুবেরের মেয়ে তার কাছ থেকে তরকারি আনতে গেলে সে বলে দেয় যে তরকারি বিড়ালে খেয়ে গেছে। সিধু দাস ছিল মূলত একজন ঠক ও পাণ্ডাবাজ।

### ১৭. মালার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উত্তর: 'পদ্মানদীর মার্জি' উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র মারা। তার পিতার নাম বৈকুণ্ঠ এবং ভাইয়ের নাম অধর। তার সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো সে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কুবেরের স্ত্রী এবং প্রধান নারী চরিত্র কপিলার বড় বোন। চার সন্তানের জননী মারা আজন্ম পশু। সংসারধর্মে অনুরাগী মারা একজন শান্ত বাগ্গালি নারী চরিত্র। পশু নিয়েও সে সংসারকে আগলে রেখেছে। পশু হলেও তার মধ্যে নারীত্বের কোনো গুণের অভাব নেই।

**১৮. শ্যামাদাসের পরিচয় দাও।**

**উত্তর:** ‘গঙ্গানদীর মার্জি’ উপন্যাসে শ্যামাদাস একটি অগ্রধান চরিত্র। শ্যামাদাসের বাড়ি কেশপুরের মূরবতী আকুনটাকুনা গ্রামে। সে কপিলার স্বামী। শ্যামাদাস আকুনটাকুর গ্রামের একজন অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থ। শ্যামাদাস দেখতে লম্বাচওড়া ধকাও জোয়ান মানুষ। মাথায় ঘাড় ছোঁয়া বাবরি এবং বোঁচা নাকের নিচে রয়েছে এক জোড়া গোঁফ। সে যখন খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে তখন মনে হয় বিশ্বজগতে সে কাউকে তোয়াক্কা করে না। কপিলা তার সাথে বর্ণভা করে বাপের বাড়ি চলে এলে শ্যামাদাস আবার বিয়ে করে। এরপর দ্বিতীয় জীবন মৃত্যু হলে কপিলাকে আবার সে বাড়িতে নিয়ে যায়।

**১৯. এনায়েতের পরিচয় দাও।**

**উত্তর:** এনায়েত হোসেন মিয়া ময়নাঘাঁপের একজন বাসিন্দা। গায়ের জোরে সে সেখানকার অনেকের সঙ্গেই গজগোল বাড়িয়েছে। গিরীহ-দুর্দল গঙ্গা খোঁষকে মেরে জখম করেছে। একদিন দুপুরবেলা সকলে যখন কাজে গিয়েছিল তখন এনায়েত বসিরের জীর ওপর চড়াও হয়। এরপর হোসেন মিয়া ময়নাঘাঁপে গেলে একদিন লম্বায় ময়নাঘাঁপের মোড়ল বিপিন হোসেন মিয়ায় কাছে এ ব্যাপারের লালিশ জানায়। সব ঘটনা শুনে হোসেন মিয়া এনায়েতকে তিন দিন দণ্ডি দিয়ে বেঁধে অন্যায়ের রাক্ষস নির্দেশ দেয়। কিন্তু যখন এ বিচার কার্যকর হচ্ছিল তখন রাতের বেলা জ্যোৎস্নার আলোয় কুবের দেখতে পায়, হোসেনের ঘরের দাওয়ায় বসি এনায়েত থালায় ভাত খাচ্ছে। চুপিসারে বসিরের বউই তাকে এভাবে ভাত খাওয়াচ্ছিল। হোসেন মিয়া কুবেরের কাছ থেকে এ ঘটনা শুনে তা চোখে ছেতে বলে। এরপর বসিরের বউকে এনায়েতের সাথে বিয়ে দিয়ে বসিরকে সে ময়নাঘাঁপ থেকে বাইরে নিয়ে আসে।

**☑ প্রয়োজনক প্রশ্নের উত্তরে মূল বইয়ের যে অংশগুলোর সাথে উল্লিখকের সম্পর্ক, জায়াপাত, আলোকপাত, প্রতিফলন, মিল, অমিল, সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য ইত্যাদি নিরূপণ করতে হয়, উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তরে বর্ণিত তথ্যগুলো সেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে সহায়ক হবে।**



# প্রশ্নাবলি

# ঢাকা শিক্ষা বোর্ড

## প্রশ্নাবলি

বাংলা (আবশ্যিক)

প্রথম পত্র (সৃজনশীল)

বিষয় কোড : ১ ০ ১

[২০১২ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় - ২ ঘণ্টা ১০ মিনিট

পূর্ণমান-৬০

[ বিশেষ নোটঃ- প্রদত্ত উদ্দেশ্যগুলো মনোযোগ নিয়ে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর নাও। প্রত্যেক বিভাগ থেকে দু'টি করে মোট ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। গ বিভাগে যে কোনো একটি উপন্যাস থেকে উত্তর করতে হবে। তান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জরপত। এই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ সুখ্যাতি।

## ক বিভাগ - পদ্য

১. শ্যামপ্রসাদ বাসু তাঁর শিক্ষিত কন্যা কল্যাণীর নিয়ে নিচের সন্ধ্যা পাশ করা ভাঙনের অমিরের সঙ্গে। বিয়েতে কল্যাণীর বাবা মেটা অকের যৌতুক দেবার পরেও অমির এবং তার মা কল্যাণীকে চাপ দেয় তার বাকার কাছ থেকে আরো টাকা আনার জন্য। কিন্তু কল্যাণী প্রতিবাদ কনায়। কল্যাণীর উপর তরু হয় নির্মম। এক পর্যায়ে কল্যাণী খামীর খর হাতুকে বাধ্য হয়।
  - ক) হৈমন্তীর পিতার নাম কী? ১
  - খ) "আমার বুকের ভিতরটা হু হু করিছা উঠিল।" - কেন? ২
  - গ) "যে কারণে কল্যাণীর সংসার ভেঙে যায়, হৈমন্তীর জীবনের বকল পরিণতির জন্য সেই একই কারণ নারী" - ব্যাখ্যা কর। ৩
  - ঘ) উদ্দেশ্যের কল্যাণীর সঙ্গে হৈমন্তীর বৈশাদুত কোথায়? - বিশ্লেষণ কর। ৪
২. ফুল মার্চে একদল শিশু আপন মনে খেলার ব্যস্ত। মার্চের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন পাতুর সকলের বেগুমমা। তিনি শিশুদের তেঁকে বললেন, 'তোমরা এমন দৌড়-খাঁপ করতে গিয়ে হাড়-পা ভাঙবে, কথা পাবে। তার চেয়ে এস সবাই বসে পড়ালেখা করি- জল বাড়বে, বিন্দ্যাবুজি বাড়বে।' একটি শিশু বলল, 'মজাটা কমবে।' সাথে সাথে সব শিশুরা হেসে উঠল। একে একে সবাই ছুটে গালাস খেলার মার্চে- মনের অনাগে তরু করল খেলা।
  - ক) এ পৃথিবীতে প্রথমশুভ্রের প্রচলন সেই কোথায়? ১
  - খ) 'যে খেলার ভিতর আসল সেই কিন্তু উলির পাতনার অশা আছে, তার নাম খেলা নয়, জুয়া খেলা।' - বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
  - গ) উদ্দেশ্যের বেগুমমা 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধের কোন চরিত্রের সঙ্গে তুলনীয়? কেন? ৩
  - ঘ) 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে বর্ণিত সাহিত্যের উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যের শিশুদের খেলার উদ্দেশ্য অভিন্ন।" - এ বিষয়ে দু'জনেই তোমার মতামত নাও। ৪
৩. চারদিকে পবিত্রত্বনি হানাদার বহির্দীর্ঘ বর্ষ অত্যাচার। নারী-পুরুষ-শিশু কেউ এদের নির্মমতা থেকে বাস যায়নি। মেশিনগান, কামানের গোলায় শহরে রাস করা যাচ্ছিল না। ... আমি চিৎকার গড়ে গেলাম। সবে ২১ বছরে পা দিয়েছি। ছোট বোকা থেকে বড় লেখকাম দেশের জন্যে কিছু করার। তাই সেশ-মাতৃকর ভাতে সাড়া দিচ্ছে বাঁপিয়ে গললাম যুদ্ধে। (জৈনক মুক্তিযোদ্ধার 'মুক্তিচারণ')
  - ক) 'অসিমনি নদ্যার' গল্পে 'আঙুনি চিতা' কী? ১
  - খ) কসিমনি নদ্যারের 'পনচুলাস নিপু' অভিসেতার পনচুলাসের মতো কৈতক বাঁপে- কেন? ২
  - গ) উদ্দেশ্যের উল্লিখিত 'কর্ষ অত্যাচার'কে 'অসিমনি নদ্যার' গল্পের 'খজরানক খাঁসার' সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত করা যায়? - ব্যাখ্যা কর। ৩
  - ঘ) "উদ্দেশ্যের মুক্তিযোদ্ধা ও 'অসিমনি নদ্যারের' যুদ্ধে অংশগ্রহণ একই প্রেরণাজাত।" - উক্তিট মূল্যায়ন কর। ৪

## খ বিভাগ - পদ্য

৪. রকে ভেজা গিটাসি পকেট থেকে বের করে সালামের মতো নিতে বুক ফেটে যায় সমীরের। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের সর্বত্র পবিত্রত্বনি হানাদার বহির্দীর্ঘ বর্ষে শূন্য হস্তাযজ্ঞ শুরু করে তখন স্বাধীনতার দূর প্রত্যয় নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল সালাম আর সমীর দুই বন্ধু। চুক তরার সময় সালামের পকে ভসি পাতা। মৃত্যুর অতীর রাকে সালাম মাকে লিখেছিল- আমরা খাঁসি হলেই মা। বাংলাদেশ কখনো মায়া নেয়াবে না।
  - ক) 'সাদী কপুরুষ' কতায়? ১
  - খ) 'অর শ্রিশ প্রাণের সংসারে' - কথটি নিয়ে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২
  - গ) উদ্দেশ্যের পবিত্রত্বনি হানাদার বহির্দীর্ঘ (যে শূন্য হস্তাযজ্ঞের কথা আছে 'বাংলাদেশ' কবিতায়) কীভাবে তা বর্ণিত হয়েছে আলোচনা কর। ৩
  - ঘ) "সালামের গিট 'বাংলাদেশ' কবিতার 'বাংলাদেশ অন্য অক্ষত মূর্তি জাগে'-এই মর্মগী প্রকাশ করে"- তোমার মতামত লেখ। ৪
৫. বাংলাদেশের সফির বিশাল 'নিমুদ্র বীপ'। প্রাকৃতিকভাবে জেলা ওঠা এই বীপ এখনও জেয়ারে প্রাণিত হয়, ভাটায় জেলা ওঠে। জঙ্গলবীপ বীপটি বাস, সিংহ, কুমির সাপসহ হিংস্র প্রাণীতে জঙ্গল। এখানে নদী জলসে উজ্জ্বল ও সুখীনি জেলেরা বসতি গড়ে তুলছে। সত্য পৃথিবীর সব ধরনের

## প্রশ্নাবলি

সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত হীপটিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রোগবাণি এবং বিস্ত্র প্রণিতুলার সাথে সন্ধ্যায় করে মানুষগুলো অসীম সাহসে নিজের পতাকা উড়িয়ে টিকে আছে। এই সার্থী মনুষ্যেরই মানব সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য প্রশংসার সন্নিবিষ্ট।

- ৩) "অমর্যাবতী" কী? ১
- খ) "বন-স্বাপন-সমুদ্র জরা-মৃত্যু-ভীষণা ধরা" কথটি নিয়ে কী বোঝানো হয়েছে? ২
- গ) উল্লীপকত বর্ণিত হীপটির অবস্থার সঙ্গে "জীবন-বন্দনা" কবিতায় বর্ণিত পৃথিবীর কোন অবস্থার তুলনা করা যায়? ৩
- ঘ) "উল্লীপকটির সন্ধ্যায় মানুষেরে কহমাত্রিক হ্রস্ব ছুটে উঠেছে 'জীবন-বন্দনা' কবিতায়।" - আলোচনা কর। ৪
- ৬) বৈশাখকে বরণ করার উদ্দেশ্যে যেতেছে সবাই। কিন্তু নদীবার মনে শেফের ছায়া। তার হেলে রোহাং চলে গেছে অজানার দুনিয়ায়। অন্যথা বার এনিমিত্তে রোহাংই মাতে নিজে বেরিয়ে পড়তো নববর্ষের উৎসবে ঘোষা নিজে। রোহাংহীন জীবনের সব আদম্ব নিঃশেষ হয়ে গেছে নদীবার। আজ তার কেবল মনে হয়- "পৃথিবীতে আমি পড়েছি অচি ভরমুক্ত, সে এখানে নাই।"
- ক) "নদীবার দুয়ার গেছে খুলি" প্রণতি কার? ১
- খ) "তাহারেই পড়ে মনে" কবিতাটি নটীকীয় ওপলম্পদ" ব্যাখ্যা কর। ২
- গ) উল্লীপকটির রোহাং "তাহারেই পড়ে মনে" কবিতার কোন অঙ্ককে "বরণ করিয়ে দেয়" আলোচনা কর। ৩
- ঘ) উল্লীপক "তাহারেই পড়ে মনে" কবিতার ভাবের প্রতিফলন ঘটাবে।" - মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

## ৭ বিভাগ - উপন্যাস

## "পদ্ম নদীর মর্মি"

- ৭) হানিফ ব্যাটরি গাড়ি চালিয়ে প্রতিদিন মলিককে তিনশ টাকা দেয়। ষ্ট্রীটার ছেলে এক মেয়ে ও বৃদ্ধ বাবা-মা নিয়ে হানিফের বড় সাংসার। হানিফের লব নিজের একটা গাড়ি থাকবে। কিন্তু অজাবের সন্ধ্যায় সে চালিয়েও টাকা জমাতে পারে না। শরীর ধরাশয় হলেও তার একটা দিন যত্নে বলে থাকার উপায় নেই। গাড়ির মলিক অধিহীন প্রায়ই নিজের প্রয়োজনে গাড়িটা ব্যবহার করে। তখন হানিফের কোনো উপার্জন হয় না। কই হলেও হানিফ দুখ ছুটে কিছু বলতে পারে না। গরীব বলে যেন বঞ্চিত হওঁড়াই তার নিমিত্ত।
- ক) "হ, গীত না তার মাথা।" - উক্তিটি কার? ১
- খ) "হানিফের মরসুম ফুরাইলো বিপুল পদ্ম কুলাপ হইয়া যায়" - কেন্দ্র ব্যাখ্যা কর। ২
- গ) উল্লীপকত জড়িতুলার সঙ্গে "পদ্ম নদীর মর্মি" উপন্যাসের বন্ধনয় চরিত্র কতটা সাদৃশ্যপূর্ণ? - আলোচনা কর। ৩
- ঘ) "উল্লীপকত হানিফের মতো পদ্ম নদীর মর্মিরাও শোষণ ও বন্ডার শিকার।" - বিশ্লেষণ কর। ৪

৮।



সরকারি জায়গার পড়ে ওঠা একটি দরিদ্র হাট। সেখানে অসংখ্যের পাশে সম্পদ প্রতিদান, হাত-বাহুর কাজ হয়ে ওঠে। লম্বা পদ্ম ফুলটি নদী উল্লিখের এমনতর কল্প থেকে প্রতিফলিত কর

- ক) কোন অঙ্কতে পদ্ম নদীতে ইলিশ ধরা? "মরসুম" চমকে? ১
- খ) "ইহা মহত নয়, পরোপকার নয়- ইহা বীতি, অপরিহার্য নিয়ম" - মন্তব্যটি ব্যাখ্যা কর। ২
- গ) ছবি চমাপরা লোকটির অচল "পদ্ম নদীর মর্মি"র কোন বিখ্যতির ইঙ্গিত দেয়? আলোচনা কর। ৩
- ঘ) ছবি চরিত্রবাদের জীবনযাপন "পদ্ম নদীর মর্মি"র জেলোপাত্তর জীবনযাপনের সঙ্গে কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ? - বিশ্লেষণ কর। ৪
- ৯) সজ্ঞান জন্ম না পেওয়ার অপর্যায় মোমেনাকে অভিযে নিয়ে আবার দিয়ে করে তার খামী। মোমেনা আশ্রয় নেয় তার বড় বোন সন্ধিনার বাড়িতে। টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে সন্ধিনা কানে শোনে না। ফলে সজ্ঞানের অজব অভিযোগেও কনকে পায় না। তার চর সজ্ঞানের দেখাশোনা করে মোমেনা। সেবা-বন্ধ আর পরম মমতায় সন্ধিনার সৎসারকে অরিয়ে হলে মোমেনা। সন্ধিনার খামী কুসুসও মোমেনাকে পেয়ে খুশি হয়। দ্বিতীয় গীত মাথা ঝাঙায়ে মোমেনার খামী তাকে নিজে এলে সে ঘিরে যায় না।

## প্রশ্নাবলি

- ক) কপিলার খামীর নাম কী? ১
- খ) 'জন্মের অত্যাশ্রয়না এখানে গম্বীজ, নিরপেক্ষ, বিধগু- কেন? ২
- গ) সকিনা চরিত্রটি 'পরমানবীর মন্দির, উপন্যাসের কোন চরিত্রকে 'অরণ্য করিয়ে দেয়? আলোচনা কর। ৩
- ঘ) 'খামীর খরে মিলে যতবার বিধবে কপিলার তুলনায় মোমেনার সিদ্ধান্ত সঠিক'- এ সম্পর্কে তোমার মতামত লেখ। ৪

## অথবা

গ বিভাগ- উপন্যাস  
'তিতাস একটি নদীর নাম'

৭।



চিত্র-১ : মাদ শরার জন্য 'তিতাস বিশেষ-যাত্রা'



চিত্র-২ : 'নদীর তীর থেকে চর' পড়ার দৃশ্য

- ক) 'জৈকর' কী? ১
- খ) 'নামটি হালের কাছে বড় মিটা- কেন? ২
- গ) চিত্র-১ 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের কোন ঘটনাকে 'অরণ্য করিয়ে দেয়? আলোচনা কর। ৩
- ঘ) চিত্র-২ এ নদীতে চর পড়ার দৃশ্যের সঙ্গে তিতাস নদীতে চর পড়ার ঘটনার তুলনামূলক মূল্যায়ন কর। ৪
- ৮। যে সময়ে তার আমার মাথায় পরিণত নিলেন, আমি তার বোঝা কি না জানি না। এই স্মৃতি মুহুর্তে আমার মনে পড়ছে মাতৃময়ী সেই নদীর কথা যিনি আজকাল থেকে তুলে এসে আমাকে পালন করেছিলেন নিজ সন্তানের মতো করে। তাঁর হেঁদেই প্রতিদান আমি নিতে পারি নি। আরো মনে পড়ছে পাড়া-গাঁও সেই মেয়েটির কথা, যে ছিল বলে আমার খেলার সখী, যে এখনো আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে, এসেপতি লেগে যা় মনে হয় 'ও বুঝি এতটা' (পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিকের ভাষণের অংশ)
- ক) ভূমারী মেয়েদের উপন্যাসের নাম কী? ১
- খ) "লোক বলে মা মরতো বাপ ভালই"- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২
- গ) উপন্যাসের মাতৃময়ী মা 'তিতাস একটি নদীর নাম'ের কোন চরিত্রকে মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ) উপন্যাসের পাড়া গাঁও মেয়েটি ও অনন্যবায়ার প্রতীক্যা এক সূত্রে গাঁথা।"- মতব্যক্তি বিচার কর। ৪
- ৯। 'পাল' সম্বন্ধে বলুন লেখা একটি বিখ্যাত উপন্যাস। গঙ্গারীধরবর্মা মনুসিংহের জীবন কাহিনী নিয়ে এ উপন্যাস। অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে জেলসেলে জীবন এখানে গ্রাসানো গেছে। কীভাবে তারা গঙ্গার তুলে নৌকা ভাঙিয়ে লেগে, গঙ্গার তীরে গ্রামের ভূমারী মেয়েরা ভাল বর পাওয়ার আশায় 'পুণ্যপুত্রের প্রত্ন' করে; গঙ্গার তীরে ঘামজলিতে অগাধ আর পরিচরার মাছের নাকদ পুজে-উপসেবের মধ্য দিয়ে মনুসিংহ কীভাবে অসম্পূর্ণ পুণ্য- আর চিত্র আছে এই উপন্যাসে। তাদের সব কাজের সঙ্গী গঙ্গা নদী। তাই এই উপন্যাসের নাম 'পাল'।
- ক) অনন্য পড়াশোনা করার জন্য কোন শহরে নিয়েছিল? ১
- খ) 'সেহের মত গোপন হইয়াও বাতাসের মত স্পর্শকলপ'- উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। ২
- গ) উপন্যাসের 'পুণ্যপুত্রের প্রত্ন'র মত 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে মালো মেয়েরা যে প্রত্ন পালন করে তার তুলনা কর। ৩
- ঘ) উপন্যাসের 'পাল' উপন্যাসটির মত 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের নামকরণ সার্থক হয়েছে কি? - তোমার মতামত লেখ। ৪



## প্রশ্নাবলি

## বহুনির্বাচনি অসীম

বাংলা (অবশ্যিক)

প্রথম পত্র

[২০১২ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময়- ৪০ মিনিট

পূর্ণমান-৪০

[ বিশেষ টিপস:- সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অসীমের উত্তরপত্র গ্রন্থের ত্রুটিবদ্ধ নথ্যের বিপরীতে প্রদত্ত কপিঅনুলিপি বৃক্সমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বসে পয়েন্ট কলাম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরতি কর। প্রতিটি গ্রন্থের মান ১]

প্রশ্নপত্রের কোন বাক্যর দাগ/ চিহ্ন সোয়া যাবে না

১. 'আতর্জিতক দুর্নীতি বিরোধী নিবন্ধ' কোনটি?
  - (ক) ১ মার্চ
  - (খ) ৯ ডিসেম্বর
  - (গ) ২৭ ফেব্রুয়ারি
  - (ঘ) ৩১ অক্টোবর
২. 'একুশের গল্পে' 'সমুদ্রাঙ্গীর জনতা' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?
  - (ক) বিচ্ছিন্ন গোত্র
  - (খ) স্বেচ্ছাসেবক মনুষ্য
  - (গ) সমুদ্রাঙ্গীরা ঘাটী
  - (ঘ) অগণিত জনতা
৩. 'জীবা-আবেগে রূপিত না পরি দ্বারা উদ্ধৃত-শির' - এখানে 'উদ্ধৃত শির' নিজের কোন অর্থটি নির্দেশ করে?
  - (ক) দুইতা
  - (খ) অবিচলতা
  - (গ) গৌরবভূমি
  - (ঘ) বর্ধিত

নিচের উল্লিখকটি পড় এক ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

হেভামস্টার কামাল হোসেন 'হুত্র-জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য' শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। হুত্রের ঐক্য উপদেশমূলক বইটি পড়ে না কিন্তু গল্পের বই পড়ে।
৪. 'হুত্র-জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য' শীর্ষক গ্রন্থটি 'সাহিত্যে খেলা' গ্রন্থের উল্লিখিত কোন গ্রন্থের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?
  - I. যোগেশ্বর রামায়ণ
  - II. বাসুদেব রামায়ণ
  - III. ভগবত গীতা
  - (ক) I
  - (খ) II
  - (গ) I ও II
  - (ঘ) II ও III
৫. 'সহিত্যে খেলা' গ্রন্থের আলোকে ছাত্রদের গল্পের বই পড়ার কারণ, এরোগ-
  - (ক) শিক্ষামূলক
  - (খ) উদ্দেশ্যপূর্ণ
  - (গ) আনন্দনায়ক
  - (ঘ) উপদেশমূলক
৬. 'জমিনীয়ার জনাইয়ি যে, আমাদের একটা রোগ আছে-পলত' -
  - (ক) নবলম্পতির প্রেমালোপ
  - (খ) জবরোসাবসিনী
  - (গ) সুভাসনার যন্ত্র
  - (ঘ) জীজ্ঞাসিত অবলিতি

নিচের উল্লিখকটি পড় এক ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:-

যে বিধান-সিদ্ধ ভূমি করিগে রচনা,  
পড়ে নি কি তার রেখা জীবনের প্রোভেহ-

হোমার যে ভীতি ভাষা অক্ষয় অবায়
৭. উল্লিখকদের শেষ চরিত্রের সঙ্গে নিজের কোন চরণটি সমার্থবোধক?
  - (ক) কতিপক কতিপক ধান এল বরষা ১
  - (খ) আমার সোনার দান তুলতে এসে ১
  - (গ) এখন আমার লহ তরুণা করে ১
  - (ঘ) যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী ১
৮. উল্লিখকদের 'ভূমি' 'সোনার তরী' কবিতার কোনটির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ?
  - (ক) অমি
  - (খ) মমি
  - (গ) তরী
  - (ঘ) নদী
৯. 'সুলালী গায়ত্রিতে বহুদিন পনি পড়ে নি কেনা?
  - (ক) জন্মভূমির ভারসে
  - (খ) নিষেধাজ্ঞা থাকায়
  - (গ) হিন্দুধর্মের তিক্ত বসে
  - (ঘ) মণিক না থাকায়
১০. কাজী নজরুল ইসলাম কত খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?
  - (ক) ১৯৭৪
  - (খ) ১৯৭৫
  - (গ) ১৯৭৬
  - (ঘ) ১৯৭৭
১১. আধুনিক বাংলা কবিতার জনক কে?
  - (ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত
  - (খ) কবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
  - (গ) কাজী নজরুল ইসলাম
  - (ঘ) শামসুর রাহমান

১২. "হেমন্তী চূপ করিয়া রহিল"- বাক্যটির জটিল রূপ কী?

- (ক) সে হেমন্তী চূপ করিয়া রহিল  
(খ) যে হেমন্তী সে চূপ করিয়া রহিল  
(গ) একজন হেমন্তী কিন্তু সে চূপ করিয়া রহিল  
(ঘ) হেমন্তী বলিয়া সে চূপ করিয়া রহিল

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:-

সীমা ও রীমা দুই বোন। এক সহপাঠী অসুস্থ হলে সীমা ভ্রাতৃ হাতে হাসপাতালে নিয়ে সুস্থ করে তোলে। রীমা দুরূহ প্রকৃতির। সে খোলাদুলা করে এবং ভবিষ্যতে সেনাকর্মকর্তা হতে চায়।

১৩. সীমার স্বভাব ঘোষণার কোন বৈশিষ্ট্য ঘৃণা উদ্ভূত?

- (ক) মাদুরূপ  
(খ) ভূত্বিনীকতা  
(গ) দুসাহস  
(ঘ) ভীতীশ্বর

১৪. রীমার স্বভাব 'বৈষম্যের গান' গ্রন্থের কোন অংশটিতে প্রকাশিত হয়েছে?

- (ক) অলপোন্নয় দেখিয়া নিভ্রাতল  
(খ) দুর্বলতার পাশে বলা  
(গ) নীল মজ্জার মণি আতলা  
(ঘ) অতি জ্ঞানের অদ্ভুতাম্বা

১৫. জাতিসংঘ এইকল বিষয়ে সংস্থা UNAIIDS এর উদ্দেশ্য কী?

- (ক) বিশ্ব এইকল নিকা ঘোষণা  
(খ) আক্রান্তদের পুনর্বাসন  
(গ) আক্রান্তদের চিকিৎসা প্রদান  
(ঘ) মানুষকে সচেতন করে তোলা

১৬. "সবম পুঁসিগে সে স্মৃতিবাক্ত মানুষ"- কে?

- (ক) মোনাফের  
(খ) কমলাকান্ত জলবর্তী  
(গ) কলিমকি নফসার  
(ঘ) তপু

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:-

অলপোন্নয় বিন্দ্যাম্বিকের প্রতিভাজ্ঞান সন্দেহভূর। এর ছাড়াও, বিদান ও সংস্কারের দান। গানের ছায়েই নীচ জাতের মানুষের সঙ্গে মোমোশা করায় জ্ঞান যিনি এখন আর বিন্দ্যাম্বিকের ছায়েই না।

১৭. সন্দেহভূর মতো নিচের কোন চরিত্রটি একই পরিচরিত্রের শিল্প?

- (ক) মৃত্যুঞ্জয়  
(খ) পুত্র  
(গ) ন্যাডু  
(ঘ) বিলাসী

১৮. উদ্দীপকের বিলাসী গল্পের কোন সামগ্রিক নিরীতি উপস্থাপিত হয়েছে?

- (ক) প্রাণত্যাগ  
(খ) শ্রেণিবৈষম্য  
(গ) নিষ্ঠুরতা  
(ঘ) কর্তব্য

১৯. "দুর্নিম" শব্দটিতে কোন নিয়মে রেফ হয়েছে?

- (ক) সমাস  
(খ) সম্বি  
(গ) প্রত্যয়  
(ঘ) উপসর্গ

২০. "মহামর্গের আইনে" পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার পূরণ-

- (ক) অর্ধেক  
(খ) সমান  
(গ) সেতুতল  
(ঘ) বিভাগ

২১. হেমন্তীর বাবা হেমন্তীকে কী নামে ডাকতেন?

- (ক) হেম  
(খ) সুতি  
(গ) হেমন্তী  
(ঘ) শিশির

২২. "অলিম্বিকি নফসার" গল্পে লতিফেলার ঐতিহ্যের চিত্র কোনটি?

- (ক) হাতে লরি  
(খ) মাথায় পাগড়ি  
(গ) বামরি চুল  
(ঘ) লম্বা চোঁচ

২৩. সাক্ষী কটাক্ষ "পুঁসিগে" কমলাকান্ত নিচের কিসের সাথে তুলনা করল?

- (ক) চোর  
(খ) গরু  
(গ) সাক্ষী  
(ঘ) অধিকারী

২৪. "পঞ্চদশ গল্পের মত"- এখানে "পঞ্চদশ" বাক্যে কবি কোন কথ্যে সুবিবেচন?

- (ক) বিবেচি  
(খ) ফরাসি  
(গ) ফারসি  
(ঘ) ইংরেজি

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৫ ও ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:-

বিবেল কিনটায় ফাইনাল ফুটবল খেলা শুরু হওয়ার কথা। খেলাঘর, প্রশাসন অধিষ্টি, রেফারি সবাই উপস্থিত। কিন্তু টিভি ক্যামেরা, ফুল, বেতুন, কবুতর ইত্যাদির আয়োজন করতে করতে বিবেল পাঁচটায়ও খেলা শুরু করা গেল না।

২৫. উদ্দীপকের খেলাঘরভূমির সাথে "কমলাকান্তের জবানবন্দী"র

নিচের কোন চরিত্রের মিল আছে?

- (ক) কমলাকান্ত  
(খ) হাকিম  
(গ) প্রদ্য গোয়ালিনী  
(ঘ) ভিকিল

২৬. উদ্দীপকের ফুলারের সাথে "কমলাকান্তের জবানবন্দী"র মিল আছে-

- (ক) কালক্ষেপণ  
(খ) অর্থহীন আড়ম্বর  
(গ) বিবর্তিত অশেষতা  
(ঘ) অসঙ্গত অভিব্যক্তি

২৭. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় ঘীষের পুপুরটি কেনম হিল?

- (ক) খুশু-ভাকা  
(খ) ডিল-ভাকা  
(গ) কোকিল-ভাকা  
(ঘ) কাক-ভাকা

নিচের উল্লিখকটি গড় এক ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:-

রূপক ভূমিনার বংশের ফলে। পূর্বপুরুষের ভোগ বিনাস এবং অনুবর্নশিতার কারণে তাদের বিশাল ভূমিনারি বিলীনপ্রায়।  
আত্মহত্যা রূপক হারানো সম্পদ পুনরুদ্ধারের সঙ্কল্পে লিপ্ত।

২৮. উল্লিখকের পূর্বপুরুষের প্রবণতায় সঙ্গে 'পায়েরি' কবিতার নিচের কোন চর্যটির মিল আছে?

- (ক) বসন্তে বসন্ত ঘরীয়া দিন গোলে  
(খ) এ কী খল-সিয়া জিন্দগামী'র বাঁধ  
(গ) শুধু গায়নতের, শুধু বেয়াচের ফুলে  
(ঘ) আত্মি হয়ে জন্মে ছুপে যাহ জীবনের জায়গারী।

২৯. 'পায়েরি' কবিতার কবির ভাষায় উল্লিখকের রূপককে কী বলা যায়?

- (ক) পায়েরি  
(খ) মুসাবির  
(গ) যারী  
(ঘ) সওদাগর

৩০. অমিয়া চন্দ্রসেইর কোন কবিতায় ছন্দে 'আলোপদ' কবিতারি লক্ষ্যক?

- (ক) একমুঠো  
(খ) অসিচ্ছেষ  
(গ) গায়াগার  
(ঘ) গায়াবল

৩১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

- (ক) ১৮৬৩  
(খ) ১৮৬৫  
(গ) ১৮৬৮  
(ঘ) ১৮৭৬

৩২. "ভায়েরি গড়ে মনে" কবিতায় কে কবিত্তে বসন্তের বন্দনগীত রচনা করত বলাছেন?

- (ক) কবির ঘামী  
(খ) কবির ভক্ত  
(গ) অকুর রাজন  
(ঘ) মাথের সন্ধ্যাসী

৩৩. 'আহিত্তে খোঁগা' প্রবন্ধ অনুসারে সাহিত্যের উদ্দেশ্য কী?

- (ক) আদম সেওয়া  
(খ) শিক্ষা সেওয়া  
(গ) মনোরঞ্জন করা  
(ঘ) আত্মপ্রকাশ করা

নিচের উল্লিখকটি গড় এক ৩৪ ও ৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:-

১৯৭১ সালে পাক-হামানার বহিনীর আক্রমণের মুখে বিনা ভাবতের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়। সেখানে তার মনে পড়ে বাড়ির কথা। যুদ্ধের ন্যস্তি মাস সে কাটিয়েছে বাড়ি ফেরার স্বপ্ন নিয়ে।

৩৪. উল্লিখকের বিনার মতো 'একটি কুলসী গাছের কবিনীর কোন চরিত্রটি 'বৃত্তিকাকর'?

- (ক) বকরখিন  
(খ) মেদাসের  
(গ) মতিন  
(ঘ) ইতিমূল

৩৫. উল্লিখকের বিনা এক 'একটি কুলসী গাছের কবিনীর' গল্পের উভয়সের বাক্য হারানোর কারণ কী?

- (ক) সামাজিক  
(খ) সাম্প্রদায়িক  
(গ) দুর্বিস্ময়ক  
(ঘ) রাজনৈতিক

৩৬. 'একুশের গল্প'র তপু এককালে কী হাতে চেয়েছিল?

- (ক) মিটিটারি  
(খ) ভাকার  
(গ) কবি  
(ঘ) রাজনীতিক

নিচের উল্লিখকটি গড় এক ৩৭ ও ৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:-

গর্মেতিস কর্মী সেলিম শ্রমিকসের প্রতি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে চানকি খেতে বরখায় হয়। দারুণ অর্থকুরে নিপতিত হলেও সেলিম হাল ছাড়ে না। দূর আত্মহত্যাের সাথে শ্রমিকসের সঙ্গে নিজে দুর্বির আপোশান গড়ে তোলে।

৩৭. উল্লিখকের শেষ লাইনের সাথে নিচের কোন গাইনটির ভাবাকত সাদৃশ্য আছে?

- (ক) এ বছস কাঁপে বেননায় ঝরেঝরে  
(খ) দুর্গোতা হাল ঠিকমতো রাধা তার  
(গ) এ বছসে কেউ মাথা নোছাবার নয়  
(ঘ) অটরো বজর বরসে আঘাত আসে

৩৮. উল্লিখকের সেলিম চরিত্রে অটরো বজর বরসে কোন বৈশিষ্ট্যটি বিলম্ব?

- (ক) সন্দর্ধ  
(খ) উন্ময়  
(গ) প্রথরতা  
(ঘ) অসহিষ্ণুতা

৩৯. 'কবর' কবিতায় বৃদ্ধপু তার নথিত্তে কয়টি কবিতের কর্ণা নিচ্ছেনে?

- (ক) ৪টি  
(খ) ৪টি  
(গ) ৫টি  
(ঘ) ৫টি

৪০. 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় বিরহিণীর কয়টি দশার কথা বলা হয়েছে?

- (ক) ৮টি  
(খ) ৯টি  
(গ) ১০টি  
(ঘ) ১১টি

# হৈমন্তী

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

### লেখক পরিচিতি

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন অতুলনীয় ও সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি একাধারে ছিলেন কবি, সুরকার, গীতিকার, গল্পকার, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, অভিনেতা, শিল্পী ও চিত্রকর। তিনি সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ও মঞ্চ শিকাসংগঠক হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। মাত্র পনের বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্য 'বনফুল' প্রকাশিত হয়। তিনি ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা নিয়ে এশীয়দের মধ্যে সাহিত্যে সর্বপ্রথম নোবেল পুরস্কার পান। বাংলা ছোটগল্পের পথিকৃৎ তিনি। 'শান্তিনিকেতন' ও 'বিশ্বভারতী' তাঁরই সৃষ্টি।  
জন্ম : ১৮৬১ সালের ৭ মে (২৫ বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে।  
মৃত্যু : ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট (২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতায়।

### রচনাবলি

ছোটগল্প : গল্পকল্প, গল্পসত্তা।  
প্রবন্ধ সাহিত্য : ভিন্নপদ, চিত্তিপদ, রশ্মির চিত্র, জাপান যাত্রী।  
চিত্রনাট্য : চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা, চঞ্জলিকা, বিসর্জন, মালিনী।  
প্রবন্ধ সাহিত্য : বিভিন্ন প্রবন্ধ, সভ্যতার সংকট, পঞ্চভূত, কলাভর।  
জীবন কথা : জীবন স্মৃতি, বিদ্যালয়ের চরিত, বুদ্ধদেব, আমার ছেলেবেলা।  
নাটক : অঙ্গোদর, চিরকুমার সঙ্গ, অরণ্যরতন, তাপসী, তালের দেশ, ডাকঘর, রক্তবদনী, মুক্তধারা, দুকুট, রাজা, গৃহ প্রবেশ।  
উপন্যাস : বৌ ঠাকুরদাসীর হাট (প্রথম), রাজর্ষি, চোখের বাজি, নৌকাজুবি, পোরা, চতুরঙ্গ, ঘরে বাইরে, ঘোষাঘোষা, মালম্ভ, দুই বোন, চার অধ্যায়, শেষের কবিতা।  
কাব্যছন্দ : বনফুল (প্রথম), সন্ধ্যা সঙ্গীত, মানসী, চিত্রা, সোনার তরী, চৈতালী, ফকিরা, খেয়া, পূর্ববী, কলাক, শ্যামলী, প্রভাত সঙ্গীত, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, গীতাঞ্জলি, শেষলেখা, মহুয়া, পুনশ্চ, ছড়ার ছবি, কল্পনা, কড়ি ও কোমল।

### উৎস ও পরিচিতি

'হৈমন্তী' গল্পটি প্রথম চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ বঙ্গাব্দে (১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ) প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি প্রথমে 'গল্প সত্তা' গ্রন্থে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে; পরে 'গল্পকল্প' তৃতীয় খণ্ডে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে সন্নিবেশিত হয়। 'হৈমন্তী' এক স্বাভাবিকোন্মল, পবিত্র, মাদুর্ঘ্য, লাবণ্যময়ী মেয়ের কাহিনী; যে যৌতুকপ্রথার যুগকালে নির্মম বলি হয়েছিল। জয়হীন পার্থক্য স্বতন্ত্র-শাওভিন্ন নিষ্ঠুর আচরণে আর তার ওপমুর্জ অথচ পৌলন্দ্যহীন বানীর নিশ্চেষ্ট অসহায়তার মুখে সন্তান, গর্ভ, নিষ্কলম সত্যপ্রতীতি এবং একই সঙ্গে তেজস্বিনী হৈমন্তীর বেনদ্যাবিধুর পরিণতি আমাদের মর্মমূলে আঘাত করে।

### শব্দার্থ ও টীকা

|             |                  |              |                            |
|-------------|------------------|--------------|----------------------------|
| পালিচা      | : কাপোতি।        | আসক্তি       | : গভীর অনুরাগ।             |
| পদ্মাসন     | : পদ্মের আসন।    | শঙ্ক ব্যামো  | : কঠিন রোগ।                |
| প্রলব       | : অক্ষয় / বিতা। | বাজবাই       | : কর্কশ / উচু।             |
| ওঁচা        | : নিকৃষ্ট।       | ঋণাত্মক      | : স্বল্পস্থায়ী।           |
| রক্তে রক্তে | : ছিঁড়ে ছিঁড়ে। | প্রজ্ঞাপ্রতি | : ব্রহ্মা / বিদ্যার দেবতা। |

## देशवाणी

|             |                                       |                         |                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| পৌনঃপুনিক   | : বার বার ছোট এমন।                    | চুলায় দেয়া            | : খোদায় যেতে দেয়া।                                                                                                                                                                  |
| বিষম        | : দুঃসহ, দারুণ।                       | আপেক্ষিক গুরুত্ব        | : তুলনামূলক গ্রহণযোগ্যতা।                                                                                                                                                             |
| শুশানচাটী   | : শ্মশানে বিচার্য করে এমন।            | Archaeologist           | : পুরাতত্ত্ববিদ।                                                                                                                                                                      |
| বিভুক্তি    | : শিথল দিকের দরজা।                    | এফ.এ : F.A (First Arts) | : বর্তমান উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়।                                                                                                                                                      |
| টিপাই       | : তিন পাঠ্যাওয়াল ছোট টেবিল।          | তত্ত্বশাসন              | : তামার পাত খোলই করা প্রাচীনকালের অনুশাসন।                                                                                                                                            |
| খোঁটা       | : নিন্দার্থে হিন্দুভাষী লোকজন।        | পৌরীমান                 | : প্রাচীন হিন্দু শাজিবনের বিধান অনুসারে 'আট বছর বয়সী কন্যাকে বিয়ে দেয়া'।                                                                                                           |
| রাস         | : শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা সংক্রান্ত উৎসব। | প্রত্নতাত্ত্বিক         | : প্রাচীন কাংসোবশেষ, মুদ্রালিপি ইত্যাদি থেকে ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয়ের বিদ্যা বা প্রত্নতত্ত্বে পণ্ডিত ব্যক্তি।                                                                          |
| কোঠি        | : অনুপক্রিয়।                         | মাটিমো                  | : ইয়েরেজ লেখক। 'স্তীর লেখা' 'চরিত্রতত্ত্ব' বিখ্যাত গ্রন্থ।                                                                                                                           |
| আইবড়       | : অবিরাহিত।                           | ফ্রেঞ্চ রেভোল্যুশন      | : আঠারো শতকের শেষ প্রান্তে সংঘটিত ঐতিহাসিক ফরাসি বিপ্লবের উপরে লেখা এডমন্ড বার্কের বিখ্যাত গ্রন্থ- "Reflections on the Revolution in France" গ্রন্থটি ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। |
| পঞ্চমথর     | : রাসবিশেষ।                           |                         |                                                                                                                                                                                       |
| বাজখাঁই নাস | : করুণ ধ্বনি।                         |                         |                                                                                                                                                                                       |
| অধি         | : শাস্ত্রের তপস্বী।                   |                         |                                                                                                                                                                                       |
| সেবালত      | : পূজার ঘর।                           |                         |                                                                                                                                                                                       |
| শিকার তোলা  | : ছগিত রাখা।                          |                         |                                                                                                                                                                                       |

■ सामान मछईछा

খান, বিধা, ফ্রেঞ্চ রেভলুশ্যন, হুম্‌বোল্ড, বর্ষ, সল্লাসী, শশানচাৰী, খরোঁৰ, প্রত্নতাত্ত্বিক, অৰুণোদয়, শতরত্ন, অজুতপুৰিক, শ্বতৰ, পব, চঁজিয়া, উৎসুক, বিশী, কোঠি, নিবুজিতা, আইবড়, ঈশদ, গজনা, কল্যাণ, গহবর, আচ্ছর, অজুতপূৰ্ব, গৌরীদাস, টিপাই, পদ্মাসন, গাণিচা, আনাড়ি, খিড়কি, প্রথাক, কবিয়া, কট, দগতি, শনাতা, অক্ষ।

□ नमूना प्रश्नावलि □

बहुनिर्वाचन प्रश्न

১. 'হৈমন্তী' গল্পে অপূর্ণ জীবনে কত বছর বয়সটি অধ্যয়ন হয়েছিল?

ক. ঘোলা                  খ. সতের  
গ. আঠার                ঘ. উনিশ

২. হৈমন্তীকৃত যোগ বহুর বস্তুগটি ছিল-

i. সময়ের যোগ                      ii. প্রকৃতির যোগ  
iii. নিয়মের যোগ  
নিচের কোনটি সঠিক?

क. i. ७ ii                      ख. i. ७ iii  
 ग. ii. ७ iii                    घ. i. ii. ७ iii

নিচের সংলাপগুলো পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

আলো : বাবা, আমার ফিরতে সন্ধ্যা হবে। খাবার হুঁপটে  
 বেবে খেলান, সময়মতো বেয়ে দিও।

আফতাব : ঠিক আছে। তিনিই কৌটোটা কোথায় রে মা?

আলো : ওটা আমি সরিয়ে রেখেছি। তিনি পেলে তুমি সারানিন তিন কাপ চায়ে ছ-চামচ তিনি খাবে।

আফতাব : সেখিন তোর লুকনো চিনির কোঁটার হতো  
না আমিও জীবন থেকে গুচিয়েছি হই! হা হা হা!

- পৌরীশহর ও হৈমন্তীর কণ্ঠোপকরণের সঙ্গে  
সংলগ্নজলার মানস্য রয়েছে-

i. তবে

ii. माशिका शब्दाद्वय

iii. অংশ শৈলীদৃশ্য

निम्नलिखित स्थानों में से एक चुनिए।

क. i    ख. i ও iii    গ. ii ও iii    ঘ. i, ii ও iii

৪. 'হৈমন্তী' গল্পের শিতা-শূলীত কোন বিষয়টি সহলাশতলোর  
মলভারের সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ?

ક. સમ્પાદકનું ગૃહીતરૂપ      ચ. ઉપાગ્રહ ગણનાકાર

५. रिक्तान्न पददीप्तान्

১. রমেনা বাবু একমাত্র কন্যা দীপার বিয়েতে স্বত্ত্বা বাড়ির চাহিলা মোটাতে দশ স্ত্রী 'কবলিংকার ও লক্ষ টাকা নিয়েছেন। দীপা শিক্ষকতা করেন; কবিতা পাঠ ও তার আলোচনার তাঁর অবসর কাটে। সংসারের কাজেও সে পারদর্শী। সংসারে কন্যাদান হয়েছে শুধু রমেনা বাবু মৃত্যুর আগে তাঁর বিষয়-সম্পত্তি সমাঙ্গসেবামূলক প্রতিষ্ঠানে দান করেন।

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে নোবেল পুরস্কার পান?

খ. 'আইবড়' মেয়ে বলতে হৈমন্তী গল্পে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. হৈমন্তী চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্য দীপার মধ্যে লক্ষ করা যায়?— বুঝিয়ে দাও।

ঘ. শ্রীশঙ্কর বাবু ও রমেনা বাবুর চরিত্রের একটি তুলনামূলক আলোচনা কর।

২. ঘটনা-১

'পারশুভরে একটি বাতুলেই ছাঙ্গের চকু টাটায়, কুলে যাইতে পারে না। খেলতে পারে না। মাতব্বর কয়-কি, মাইয়ারে বিয়া দিবা না? ঘরে রাখেন দায় তখন। মাইয়ারা যত বড় হইব টাকা তত বেশি লাগিব। এতো টাকা কই পামু কন'- সাফল্যে গ্রামের হাজির বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে বলছিলেন পঞ্চাশোর্ধ দুলু মিয়া।

ঘটনা-২

হট্টাইলের আড়ালিয়া গ্রামের পারভীনের বিয়ে হয় হাফিজের সঙ্গে। এক বছর আগে বিয়ের কথা পাকাপাকির সময়ে নির্ধারিত টাকা হাতে পাওয়ার দুই-তিন দিন পর কাজের কথা বলে ঘর ছাড়ে হাফিজ। পারভীনকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হয়। বর্তমানে তার কথা ও আচরণে অসংগতি দেখা দিয়েছে।

ক. হৈমন্তীর প্রকৃত ভক্ত কে ছিল?

খ. 'পাশ করিবই এবং জালো করিয়াই পাশ করিব'- অনুর এই পথ করার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের ঘটনা-১ এ 'হৈমন্তী' গল্পে কুটে ওঠা বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'উদ্দীপকের ঘটনা দুটি পরিবর্তিত সময়ের পরে 'হৈমন্তী' ছোট গল্পে কুটে ওঠা সমাজ চিত্রের প্রকাশভঙ্গি মাত্র- এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তোমার মতামত উপস্থাপন কর।

১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রেবা মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত ও ব্যক্তিভুলসম্পন্ন মেয়ে। একটি বয়স হয়ে বিয়ে হওয়াতে স্বত্ত্বা বাড়িতে প্রথম প্রথম বেশ কথা বলতে হয়েছে তাকে। কিন্তু বুদ্ধিমতী রেবা এ পরিস্থিতি বেশদিন চলতে দেয়নি। সে তার সেবা ও কার্যকর্ম দিয়ে সবার মন জয় করে নেয়। রেবা জ্ঞানে অর্থ-সম্পদ দিয়ে স্বত্ত্বা বাড়ির মন জয় করার ক্ষমতা তাদের নেই। রেবার এ কৌশলই তাকে স্বত্ত্বা বাড়িতে গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

ক. বিয়ের সময় হৈমন্তীর ব্যাস কত ছিল?

খ. 'মেয়ের বয়স বেশি বলিয়াই পণের অক্ষটীও বড়'-উক্তিটি দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?

গ. রেবা ও হৈমন্তী চরিত্রের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে হৈমন্তীর কল্পন পরিণতির ঘটনাটি বিশ্লেষণ কর।

### ১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) বিয়ের সময় হৈমন্তীর বয়স ছিল সাতেরো বছর। <http://zoaddar.org>

## হৈমন্তী

খ) অগ্নি হিন্দু সমাজে পৌরীদান অর্থাৎ অগ্নি বছরের মেয়েকে বিয়ে দেয়ার রীতি ছিল। মেয়ের বয়স এখার পার হলেই তাকে বিয়ে দেয়া কষ্ট হতো। আর বেশি বয়সের মেয়েকে বিয়ে দিতে পবও বেশি দিতে হতো। 'হৈমন্তী' গল্পে হৈমন্তীর বয়স ছিল সতেরো। তাই অপুর সঙ্গে বিয়েতে অনেক যৌতুক দিতে হয়েছিল।

গ) রেবা ও 'হৈমন্তী' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হৈমন্তী দুজনেই বাংলার নারী সমাজের প্রতিনিধি। 'তৎকালীন সমাজের প্রেক্ষাপটে হৈমন্তীর বয়স অবৈধ রকমের বেড়ে যাওয়ায় অনেক গণের বিনিময়ে হৈমন্তীর বিয়ে হয়। কিন্তু স্বতন্ত্রবাড়িতে মাঝে-মধ্যে আত্মীয়-বন্ধনের কাছ থেকে তাকে বয়সের খোঁটা গুলতে হয়। আবার স্বতন্ত্রবাড়ির লোকজন যখন জানতে পারে হৈমন্তি বাবা সুদে টাকা এনে মেয়েকে যৌতুক দিয়েছে এবং তার বাবার কোনো অমানো টাকা নেই, তখন তার গুণের গুরু হয় নানা ধরনের নির্বাসন। হৈমন্তি বাবার সম্পর্কে যখন কটুকথা করা হয়, তখন হৈমন্তি তার প্রতিবাদ করলেও নিজের গুণের চালানো অত্যাচারের বিরুদ্ধে সে কোনো প্রতিবাদ করে না। হৈমন্তী শিক্ষিত, সত্যবাদী ও স্বচ্ছ ধারার মেয়ে হলেও সে তার বুদ্ধি দিয়ে সমাজ সংসারের কূট-কৌশল প্রতিহত করতে পারে না। নিষ্ঠুর যন্ত্রণা সহ্যে না পেয়ে একসময় হৈমন্তীর জীবনে করল পরিণতি নেমে আসে। অপরদিকে উদ্দীপকের রেবারও বেশি বয়সে বিয়ে হয়। তবে শিক্ষিতা রেবা যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলী। যেসব বিষয়ে সে দুর্বল সেসব বিষয়ে বুদ্ধি দিয়ে স্বতন্ত্রবাড়ির লোকদের সে মন জয় করে নেয়। রেবা জানে তাদের যৌতুক দেয়ার ক্ষমতা নেই। তাই মুখের মিষ্টি কথা আর কাজ-কর্ম দিয়ে সে সংসারের সবলের মাল জুড়িয়ে চলে। রেবা আর হৈমন্তী উভয়েই শিক্ষিতা, স্পষ্টজ্ঞাযী কিন্তু হৈমন্তীর চেয়ে রেবা সমাজ-সংসার সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন ও কৌশলী। তাই স্বতন্ত্র বাড়ির সবাইকে সে তার কন্ঠায়ত করতে পেরেছে। এখানেই রেবা ও হৈমন্তীর মধ্যে বৈশাদৃশ্য ফুটে ওঠেছে।

ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'হৈমন্তী' গল্পে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার স্রষ্টা অবয়বটি ফুটে উঠেছে। তৎকালীন সমাজে যৌতুক প্রথার নগ্ন প্রাচীর অনেক নারী হয়েছে ক্ষত-বিক্ষত। তাদের জীবনে নেমে এসেছে ভয়াবহ করণ পরিণতি। 'হৈমন্তী' গল্পে হৈমন্তী শৈশবে মাতৃহীন হয়েছে। পিতা পৌরীশংকর বাবুর চাকুরিসূত্রে হিমালয়ের পাদদেশেই হৈমন্তী বেড়ে ওঠেছে। অনেকের ধারণা, রাজকর্মচারী হওয়ায় পৌরীশংকর অনেক অর্থ-সম্পদের মালিক। আর সে লোভেই অপুর বাবা অপুর সঙ্গে হৈমন্তীর বিয়ে দিতে অস্বীকারী হয়। যদিও তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে হৈমন্তীর বয়স অবৈধ রকমের বেড়ে গিয়েছিল; কিন্তু বয়সের চেয়েও পনের টাকার পরিমাণটা বেশি হওয়ার কারণেই অপুর বাবার এই অস্বীকার। বিয়ের পর প্রথম কিছুদিন হৈমন্তীর আসন্ন-বহু ভাগ্যেই ছিল। কিন্তু যখন জানা গেল হৈমন্তীর বিয়েতে যে টাকা পণ দেয়া হয়েছে তা হৈমন্তীর বাবা ধার করে দিয়েছেন এক তিনি উচ্চ পদস্থ কোনো রাজ কর্মকর্তা নন্দ, বরং তিনি রাজ পরিবারের শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ তখন হৈমন্তীর প্রতি তার স্বতন্ত্রবাড়ির লোকজনের আচরণ অনেকটাই পাণ্ডে যায়। হৈমন্তীর গুণের নেমে আসে নানামুখী নির্বাসন। প্রতিদিন্যত চলে বয়সের খোঁটা এবং পুজোর খালা সাজাতে না পারার জন্য কষ্টকি। এক পর্যায়ে বাবা পৌরীশংকরকে যখন মিথ্যাবাদী করা হয়, তখন হৈমন্তী তার প্রতিবাদ করে। তবে সেই প্রতিবাদ কোনো সুফল বয়ে আসে না। 'হানী' অণু যদিও হৈমন্তীকে অনেক ভালোবাসে, কিন্তু পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে এর কোনো প্রতিকার বা প্রতিবাদ সে করতে পারে না। হৈমন্তী ছিল স্বচ্ছ ধারার মানুষ। কোনো মিথ্যাকে সে প্রগ্রহ দিতে শেখেনি। মাতৃহারা হওয়ায় সংসারের কালকর্মের সে যেমন অগুণ্ট ছিল, তেমনি সাংসারিক কূট-কৌশল সম্পর্কেও ছিল অজ্ঞ। তাই ভো উদ্দীপকের রেবা যে কৌশল অবলম্বন করে জীবনের করণ পরিণতির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করেছে, হৈমন্তী শিক্ষিতা ছয়ও সে কৌশল অবলম্বন করতে পারেনি। ফলে তার জীবনে নেমে এসেছে এক ভয়াবহ করণ পরিণতি।

## ২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

রবিন একটি বেলরকারি সংস্থার চাকুরি করে। সে অজোবেসে বিয়ে করেছে লতাকে। যৌতুক প্রদানকে সে খুশি করে। কিন্তু বাবা যৌতুকের অন্য প্রায়ই লতাকে চাপ দেয়। লতার প্রতি মানসিক নির্বাসন বাড়িতে দেয় তার বাবা। তাই রবিন তার বাবাকে উপেক্ষা করে ব্রীকে নিয়ে একদিন আলাদা বাসার ওঠে যায়।

ক. 'হৈমকে আমি নইয়া বাইব'-উক্তিটি কার?

খ. 'আমি পাইলাম, আমি ইহাকে পাইলাম' - উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

গ. 'হৈমন্তী' গল্পের অণু চরিত্র উদ্দীপকের রবিনের মতো প্রতিবাদী নর - ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'অণু রবিনের মতো উদ্দীপকী হলে হৈমন্তীর জীবনের পরিস্থিতি প্রত্যক্ষম হতো' - বিশ্লেষণ কর।

## ২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) 'হেমকে আমি লইয়া যাইব'-উক্তিটি অপূর।

খ) হেমন্তীর সাথে বিয়ের আগে অপূ হেমন্তীর ছবি দেখে মনে মনে তাকে জনরের মনিকোটায় স্থান দেয়। অতঃপর মজপাঠের মধ্য দিয়ে হেমন্তীকে বধু হিসেবে পাওয়ার পর সে এক অতুত শিহরণ অনুভব করে। বিয়ের আগের তার হাতের ওপর হেমন্তীর কোমল হাতের স্পর্শ তাকে বর্ণি়া অনুভূতিতে আচ্ছন্ন করে দেয়। সে আবেগে আশ্রুত হয়ে পড়ে। হেমন্তীর ফটোগ্রাফ দেখার পর তাকে নিয়ে সে মনে মনে যে কল্পনার জাল বুনেছিলো তা যেন এতদিনে বাস্তব হয়ে ওঠে। এ কারণেই হেমন্তীর পাশে বসে অপূ আশন মনে এ উক্তিটি করে।

গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'হেমন্তী' গল্পে তৎকালীন হিন্দু সমাজের যৌতুক প্রথা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রদত্ত উদ্দীপকেও একই বিষয় ফুটে ওঠেছে।

'হেমন্তী' ছোটগল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হেমন্তীর প্রতি 'স্বামী' অপূর ভালোবাসার কোনো কমতি ছিল না। কিন্তু যৌতুকের লোভে অপূর বাবা-মা হেমন্তীর উপর মানসিক নির্যাতন শুরু করে। তখন অপূ এর বিরুদ্ধে কোনো জোরালো প্রতিবাদ করেনি। হেমন্তীর কল্যাণ পরিনতি দেখে সে শুধু মনে মনে আর্থদান করেছে। একবার সামান্য প্রতিবাদ আসতে গিয়েও বাবার রক্তচক্ষুর সামনে সেটা করতে পারেনি। অপরদিকে উদ্দীপকের রবিন যৌতুক প্রথাকে ঘৃণা করে। সে বিয়েতে কোনো যৌতুক নেয়নি এবং তার বাবা যখন যৌতুকের জন্য চাপ প্রয়োগ করে তখন সে তার স্বীকে নিয়ে আলসা বাসায় ওঠে যায়। এটাই ছিল তার প্রতিবাদের অঙ্গ। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, অপূ ও রবিনের মানসিকতার মধ্যে এক ধরনের বৈপরীত্য রয়েছে। সামাজিক আত্মতার কারণে রবিন কিন্তু এখানে অপূর মতো দুর্বলচিত্তের পরিচয় দেয়নি।

ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'হেমন্তী' ছোটগল্পে যৌতুক প্রথার ঘৃণাকর্ষে বলি হওয়া এক শাক্যমণী মেয়ের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। উদ্দীপকেও যৌতুক প্রথার শিকার এক নারীর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

উদ্দীপকের রবিন যৌতুক প্রথাকে ঘৃণা করে। সে তার বিয়েতে কোনো যৌতুক নেয়নি। কিন্তু তার বাবা ছিলেন যৌতুকসোভী। তিনি যৌতুকের জন্য রবিনের স্বী লতার উপর নানা ধরনের অত্যাচার শুরু করেন। লতার উপর এ নির্যাতনকে মেনে নেয়নি রবিন। সে এর প্রতিবাদ করে। প্রতিবাদ হিসেবে সে তার স্বীকে নিয়ে আলসা বাসায় ওঠে। অপরদিকে 'হেমন্তী' গল্পেও হেমন্তী যৌতুক প্রথার শিকার হয়েছে। অতর্কিত যৌতুক প্রত্যাশী অপূর মা-বাবা আশাহত হয়ে হেমন্তীকে নানাভাবে নির্যাতন করতে থাকেন। এক সময় হেমন্তী মানসিকভাবে ছেড়ে পড়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। হেমন্তী নির্যাতিত হলেও অপূ তার প্রতিকার বা প্রতিবাদ করতে পারেনি। অপূ যদি রবিনের মতো পদক্ষেপ নিত, তবে হেমন্তীর জীবনে কোনো কল্যাণ পরিণতি নেমে আসতো না। তার জীবন ওঠতো লতার মতোই মনুহ।

ঙ. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রাসেল চৌধুরী তাঁর একমাত্র ছেলে সুজাত চৌধুরীকে বিয়ে দেন বিত্তশালী কামাল সাহেবের একমাত্র মেয়ে রশ্মির সঙ্গে। বিয়ের কিছুদিন পরই উচ্চ শিক্ষার জন্য সুজাত পাড়ি জমায় অস্ট্রেলিয়ায়। এরই মধ্যে কামাল সাহেবের মৃত্যু হয়। কামাল সাহেবের সমস্ত সম্পত্তি উইল অনুযায়ী 'কামাল ট্রাস্ট ফাউন্ডেশন' এর আওতায় চলে যায়। উইলের সংবাদ পেয়ে রাসেল চৌধুরীর মাথায় আকাশ ছেঁতে পড়ে। দিনে দিনে রশ্মির উপর ক্রোধ বাড়তে থাকে এবং নির্যাতনও শুরু হয়। এক সময় সুজাতও রশ্মির সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়।

ক. হেমন্তীর বিয়েতে কত টাকার গহনা দেয়া হয়েছিল?

খ. কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু কন্যা বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না- কেন?

গ. উদ্দীপকের সুজাতের সঙ্গে 'হেমন্তী' গল্পের অপূ চরিত্রের অমিলগুলো তুলে ধরো।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে অপূর বাবার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধর।



## ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) হেমন্তীর বিরুদ্ধে পাঁচ হাজার টাকার গহনা দেয়া হয়েছিল।

খ) আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের পথিকৃৎ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি শ্রেষ্ঠ সামাজিক সমস্যানুলক গল্প 'হেমন্তী'। এ গল্পে আমরা দেখি, পৌরীশব্দর বাবু তার একমাত্র মেয়েকে নিয়ে হিমালয়ের পাদদেশে কোনো এক রাজার অধীনে শিক্ষকতা করতেন। তিনি লক্ষ করেননি যে, তার মেয়ের ব্যাস দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। তৎকালীন সমাজে আট বছর বয়সের সময় কন্যাদের নিয়ে দেয়ার রীতি থাকলেও হেমন্তীর বয়স সে লীলা লঙ্ঘন করে ছোলেতে উত্তীর্ণ হয়েছে। এ কারণে হেমন্তীর বিরুদ্ধে পণের পরিমাণ বেশি হওয়ার অপূর বাবা বিয়ের উদ্যোগ পূর্বে কোনো বিলম্ব করতে রাজি হননি। তার ধারণা ছিল, বিলম্ব করলে হেমন্তীর যদি অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায় তবে বিশাল অঙ্কের বৌতুকটি তার হাতছাড়া হয়ে যাবে। এ কারণেই বরের বাপ অর্থও অপূর বাবা বিয়ের ব্যাপারে দেরি করতে চাননি।

গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'হেমন্তী' ছোটগল্পের নায়ক অণু। উদ্দীপকের সূত্রাত চরিত্রের সাথে এই অণু চরিত্রের বেশ কিছু মিল পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত সূত্রাত রাশেন চৌধুরীর একমাত্র ছেলে। যার বিয়ে হয় কামাল সাহেবের একমাত্র মেয়ে রনির সাথে। বিয়ের পর সূত্রাত উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে পাড়ি জমায়। কিন্তু হেমন্তী গল্পে অণু কলেজে পড়ার জন্য বাড়িতেই থাকে। তবে একাদ্ব্যবর্তী পরিবার ব্যবস্থার জন্য বাড়িতে থেকেও হেমন্তীর প্রতি পূর্ণাঙ্গভাবে সে দায়িত্ব পালন করতে পারে না। মা-বাবার ইচ্ছা ও সমাজের রীতি-নীতির কাছে নিজেকে সর্পণ করলেও স্ত্রী হেমন্তীর প্রতি অপূর ভালোবাসার কোনো কমতি ছিল না, কিন্তু উদ্দীপকের সূত্রাতের মধ্যে সে ভালোবাসা অনেকটাই অনুপস্থিত। হেমন্তীর বাবার ধন-সম্পত্তির উপর অপূর বাবার যেমন লোভ ছিল তেমনি উদ্দীপকে বর্ণিত সূত্রাতের বাবা রাশেন চৌধুরীরও লোভ ছিল কামাল সাহেবের সম্পত্তির দিকে। বাবার সেই লোভের সাথে সূত্রাতের কোনো জিজ্ঞাসা ছিল বলে মনে হয় না। তাই কোনো যৌক্তিক কারণ ছাড়াই এক সময় সে স্ত্রীর সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। এদিক থেকে অপূর চরিত্রের সাথে সূত্রাত চরিত্রের যথেষ্ট বৈপরীত্য লক্ষ করা যায়।

ঘ) গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'হেমন্তী' গল্প তৎকালীন হিন্দু সমাজের সমাজবাস্তবতার এক চিত্র। এ গল্পের নায়ক অপূর বাবা সেই সমাজের বৌতুক লোভীদের প্রতিনিধি।

অর্থ, বিত্ত, প্রতিপত্তির লোভ মানুষকে অমানুষ এবং হিংস্র হতে সাহায্য করে। 'হেমন্তী' গল্পে অপূর বাবাও অর্থলোভের কারণে হিংস্র হয়ে ওঠে। উদ্দীপকে উল্লিখিত রাশেন চৌধুরী তার ছেলে সূত্রাতকে কামাল সাহেবের মেয়ের সাথে বিয়ে দেন সম্পত্তির লোভে। উত্তরাধিকার সূত্রে সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে তার ছেলে। কিন্তু আশাহত হতে হলো কামাল সাহেবের মৃত্যুর কারণে। এ যেন অপূর বাবারই প্রতিমূর্তি। বাড়তি অর্থ পাওয়ার আশা শেষ হওয়ার পর সূত্রাতের বাবা রাশেন চৌধুরী রনির উপর অপূর বাবার মতোই নির্বীকন শুরু করে। রাশেন চৌধুরীও অন্ততঃ মুখোশ পরে অপূর বাবার মতো একজন অভ্যাচারী স্বভাবরূপে আবির্ভূত হন। উচ্চ শিক্ষিতা হয়েও সামাজিক কু-প্রথা আর স্বভাবের লোভের কাছে পরাজিত হয়েছে হেমন্তী। বৌতুক ও অর্থলোভী অপূর বাবা এতেটাই স্বার্থী ছিলেন যে, অসুস্থ পুরন্যকে চিকিৎসকের কাছেও যেতে দেননি। আর তার এ অর্থলালসাই হেমন্তীকে নির্মমভাবে করণ পরিস্রবিত্তির দিকে ঠেলে দেয়।

উদ্দীপকের রাশেন চৌধুরীও অপূর পিতার মতোই পুত্রব্রতের সাথে অমানবিক আচরণ করেছে। এমনকি তার সাথে পুত্র সূত্রাতের যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। এক্ষেত্রে সূত্রাতের বাবার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং অপূর বাবার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেন একই সূত্রে গাঁথা।

অদিক অর্থলোভী মানুষকে পণ্ড বানিয়ে দেয়। এর ফলে মানুষ তার মনুষ্যত্ব হারিয়ে কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে পড়ে। তাই অদিক অর্থলোভী পরিহার করে ধাত্যকেরই উচিত নিজেদের ভেতরকার মানবিকতাবোধকে জ্ঞাত রাখা।

৪. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বাবার টেলিফোন পেয়েই অবির মনস্তত্ত্ব ব্যক্তি চলে গেলো। অসুস্থ মায়ের ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে মামাতো বোন রেখাকে বিয়েও করলো সে। বিয়ের পর পরই তার মা মারা গেলো। এরপর বাবার সম্বন্ধি নিয়ে বটসহ ডাকায় ফিরলো অবির। মাসখানেক পর বাসা পরিবর্তন করে বাড়ি দেখে একটি নতুন বাসা নিলো। এরপর হেসে-খেসে সুখে-শান্তিতেই তাদের দিন কাটতে লাগলো।

ক. বিয়ের সময় অপূর বয়স কত ছিল?

খ. বিয়ের ব্যাপারে অপূর মতামত অন্যায় ছিল কেন?

গ. অপূর সাথে অবিরের মিল-অমিলগুলো তুলে ধরো।

ঘ. 'এরপর বাবার সম্বন্ধি নিয়েই বটসহ ডাকায় ফিরলো অবির' – হৈমন্তী পত্রের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

### ৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) বিয়ের সময় অপূর বয়স ছিল ১৯ বছর।

খ) তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে পিতামাতার সামনে ছেলেমেয়েদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার তেমন কোনো মূল্য ছিল না। বিশেষ করে বিয়ের ব্যাপারে পিতা-মাতা আর মুক্তকণ্ঠে সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত। কখনো কখনো বর-কনেকে এ বিষয়টি জানিয়ে তাদের মতামত চাওয়া হলেও তা ছিলো একেবারেই একটি আনুষ্ঠানিকতামাত্র। কার্যত তাদের মতামতের কোনো মূল্য ছিল না। 'হৈমন্তী' পত্রের নায়ক অপূর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। এ জন্যেই অপূ নিজে বর হলেও বিয়ের ব্যাপারে তার মতামত ছিল একেবারেই অন্যায়।

গ) অপূর সাথে অবিরের কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিল থাকলেও বেশ কিছু ক্ষেত্রে অমিল রয়েছে। সামাজিক রীতি-নীতির কারণে অনেকটা বাধ্য হয়েই অপূ তার পিতার পছন্দের কনেকে বিয়ে করেছে। পঞ্চাঙ্কের বিয়ের ব্যাপারে স্বাধীন মতামত দেয়ার মতো একটি সমাজে বাস করেও অবির কেবল তার অসুস্থ মায়ের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য রেখাকে বিয়ে করেছে। এক্ষেত্রে অপূর বিয়ের পেছনে তার পিতার অর্থলোভ কাজ করলেও অবিরের ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটেনি। বরং এখানে এক ধরনের মাতৃভক্তি ফুটে ওঠেছে। অপূর বাবা যেভাবে পুত্র এবং পুত্রবধূর দাম্পত্য জীবন পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছেন অবিরের বাবা কিন্তু তেমনটি করেন নি। বরং স্ত্রী বিয়োগের মাধ্যমে কিছুটা নিঃসঙ্গ হয়ে যাওয়ার পরও তিনি তার পুত্রের সাথে পুত্রবধূকে শহরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। নিজের স্বার্থের চেয়ে সন্তানের সুখটাকেই তিনি এখানে বড় করে দেখেছেন। এসব থেকে বোঝা যায়, অপূ যে ধরনের রক্ষণশীল সমাজে বড় হয়েছে অবির তা হয়নি। অবিরের বাবা অপূর বাবার মতো অনুদার বা অর্থলোভীও ছিলেন না। এদিক থেকে অপূ মতোটা পরাধীন ছিলো অবির ছিলো অতোটাও স্বাধীন।

ঘ) অপূ এবং অবির দুটি শৃংখল সময় ও সমাজের মানুষ। কর্মবিকারমান সমাজের দুটি অংশীদার হয়ে তাদের অবস্থান। তাই তাদের সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তিজীবনে এই জিজ্ঞাসার স্তোত্র থাকটাই স্বাভাবিক। তারপরও একই সময় ও সমাজের সব মানুষের আচরণ আচরণ ও চিন্তাধারা এক হয় না। সবার পরিবার ও ব্যক্তির মানসিক পটভূমিও এক হয় না। এদিক থেকে অপূ ছিল বিশ শতাব্দির এক হিন্দু রক্ষণশীল পরিবারের সন্তান, আর অবির একবিংশ শতাব্দির এক আধুনিক শিক্ষিত তরুণ। সামাজিক সংস্কারের মধ্যে অবস্থান অপূর বাবা ছিল প্রচণ্ডভাবে অর্থলোভী ও স্বার্থপর। আর অবিরের বাবা ছিল মুক্ত চিন্তার অধিকারী একজন আধুনিক মনোর মানুষ। তাই অপূ তার বিয়ে থেকে শুরু করে হৈমন্তীর শেষ পরিণতি পর্যন্ত পিতার ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। আর অবির উনার চিন্তাই তার মায়ের ইচ্ছার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে রেখাকে বিয়ে করেছে এবং তার পিতা নিজের সংস্কার স্বার্থের কথা না ভেবে সন্তানের মঙ্গলের জন্য বউকে সাথে নিয়ে পুত্রকে তার কর্মস্থলে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। হৈমন্তীকে বাবু পরিবর্তনের জন্য বাইরে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অপূকে তার পিতার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে দেখা গেলো। পিতার ধমক বেয়ে সে তার এ অবস্থান ধরে রাখতে পারেনি। পঞ্চাঙ্কের অবিরের সাথে তার পিতার একটি চমককার সূক্ষ্মসূত্র রয়েছে বলে উদ্দীপকে প্রতিভাভূত হয়েছে।

অপু একটি পরাধীন সমাজ ব্যবস্থার প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের সামনে আবির্ভূত হলেও অবিরকে আমরা একটি স্বাধীন সমাজ সমাজের প্রতিনিধি হিসেবেই দেখতে পাই। তাই হেমন্তীর ক্ষেত্রে যে কলশ পরিবর্তিত হয়েছিল রেখার ক্ষেত্রে তা ঘটান কোনো সম্ভাবনা দেখা যায়নি। অবিরকেও দেখা যায়নি অপুর মতো মানসিক যন্ত্রণার ছটফট করে সমকালীন সমাজ ব্যবস্থার নানা অব্যবস্থাপনা নিয়ে কোনো ধরনের ব্যঙ্গ করত।

৫. নিচের উল্লিখিত পত্র এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জগদ্বির কথাশিল্পী সোহেলা আহমেদ ভালাবাসে নিয়ে করেছিলেন তার খালতো বোন রিপারকে। বিয়ের প্রায় বছরখানেক পর সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হয়ে রিপা মারা যায়। রিপার এই আকস্মিক মৃত্যু সোহেলকে তত্ত্ব করে দেয়। এরপর এক যুগ কেটে গেলেও সোহেলা আর বিয়ে করেনি। পরিবারের সবার অনুরোধ উপেক্ষা করে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে জীবনে আর কখনো বিয়ে করবে না। রিপার স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরেই সে বেঁচে আছে। সে তার লেখা-লেখির ভেতর রিপাকে এখনো জীবন্ত করে রেখেছে।

ক. কে পাড়ীর সন্ধান করছেন?

খ. জ্যেষ্ঠের অপ্রাশন্য রোমন কবিতা কী বোঝানো হয়েছে?

গ. সোহেলা আহমেদের সাথে অপুর কোন কোন বিষয়ে মিল রয়েছে বলে তুমি মনে করো, কেন?

ঘ. 'সে তার লেখা-লেখির ভেতর রিপাকে এখনো জীবন্ত করে রেখেছে' - 'হেমন্তী' গল্পের আলোকে উক্তি বিশ্লেষণ কর।

### ৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) অপুর মা পাড়ীর সন্ধান করছেন।

খ) শ্রী হেমন্তীর জন্য 'হেমন্তী' গল্পের কবক অপু তার বিরহাকাতর অবস্থানটি তুলে ধরতে গিয়েই জ্যেষ্ঠের খররৌত্র ও অপ্রাশন্য রোমনের কথা উল্লেখ করেছে। মানুষ যেমন অল্প শোকে কাতর এবং অধিক শোকে পাশর হয়ে যায় হেমন্তীর বিরহে অপুর অবস্থাও ঠিক তেমনিটি হয়েছিলো। তাই এ বিষয়টি প্রকাশ করতে গিয়েই অপু জ্যেষ্ঠ মাসের খররৌত্রকে তার অপ্রাশন্য রোমন বলে অভিহিত করেছে।

গ) সোহেলা এবং অপু দুজন দুটি পৃথক সময় ও সমাজের মানুষ। তারপরও তাদের মধ্যে বেশ কিছু মিল রয়েছে। তারা দুজনই তাদের জীকে গভীরভাবে ভালোবাসতো। নিষ্ঠুর নিয়তি তাদের দুজনের কাছ থেকেই অকালে তাদের জীবনের কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু তারপরও, তারা তাদের জীবনের কোনোভাবে অসম্মান করেনি। এমনকি তারা তাদের স্মৃতিকেও দূরে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা করেনি। পরিবারের তগিদ থাকার পরও দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারেও তারা কেউ উৎসাহ দেখায়নি। বরং, জীবনের প্রতি নিজস্বের অকৃত্রিম ভালোবাসাকে মহিমাম্বিত করার জন্য তারা উভয়েই তাদের সাহিত্যকর্মে জীবনের অন্য একটি অলাভা হান করে দিয়েছেন। আর এর ফলেই আমরা হেমন্তীর সাথে পরিচিত হতে পেরেছি। জ্ঞানতে পেরেছি, তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার নানা চলচিত্র।

ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি অসামান্য কালজয়ী ছোটগল্প 'হেমন্তী'। গল্পকথক অপু তার জীবনের একটি কলশ অধ্যায় বিবৃত করতে গিয়ে এ গল্পে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার কিছু নেতিবাচক দিক তুলে ধরেছেন। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার প্রচলিত পন্থা ও গোঁড়ানল প্রথার নির্মম বলি হয়ে শ্রী হেমন্তী তার জীবন থেকে হারিয়ে যায়। তারপরও সে তার ভালোবাসার এই মানুষটিকে ছুলনি। এমনকি নতুন করে আবার বিয়েও করেনি। তবে বিয়ের ব্যাপারে পরিবারের পক্ষ থেকে তাকে চাপে রাখা হয়। ঠিক এমনি এক জীবনশিক্ষণে সে তার ভালোবাসার মানুষটিকে নিয়ে যে গল্প লিখে সেটাই 'হেমন্তী'। তার এ গল্পের মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে পশ্চিমের এক পাহাড়ি অঞ্চলে অনেকটা নির্জন পরিবেশে বেড়ে ওঠা মাতৃহারা হেমন্তী। পিতা গোঁড়ীশংকরের হে-অলোবাসা ও আদর্শ বেড়ে ওঠা এই হেমন্তীর সামাজিক রীতি অনুযায়ী বিয়ে হয়নি। গোঁড়ীদান প্রথার নামে দশ বছর বাসের

## হৈমন্তী

মধ্যে কন্যাদের বিয়ে দেয়ার যে রীতি সমাজে চালু ছিল তা লঙ্ঘন করে সত্যেরো বাহর বয়সে হৈমন্তীর বিয়ে হয় তার চেয়ে দুবছরের বড় কোলকাতার অপুর সাথে। মেয়ের বয়স বেশি বলে অপুর বাবা হৈমন্তীর পিতার কাছ থেকে অনেক বেশি পথ আদায় করে নেয়। অপুর বাবার ধারণা ছিল, রাজার অধীনে চাকরি করা হৈমন্তীর পিতার অনেক ধন-সম্পদ। কিন্তু এক সময় তার সে ধারণা মিথ্যা প্রতীয়মান হলে আদরের বউমা হৈমন্তীর প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ শাল্টে যায়। নন্দন নারায়ীর যথেষ্ট সহানুভূতি ও 'স্বামী' অপুর অগাধ ভালোবাসা পাওয়ার পরও স্বতঃস্ফূর্তভাবে হৈমন্তী নানান্তর্যে নির্বাসিত হতে থাকে। এরই এক পর্যায়ে তার জীবনে সেমে আসে কলশ পরিবর্তি। অপুর কাছ থেকে সে অনেক দূরে চলে যায়। তারক হারিয়ে অণু শোকে পাখর হয়ে যায়। আর সে বিষয়টিই অণু তার শিল্পিত কথামালা দিয়ে হৈমন্তী গল্পটিতে সুতিয়ে তুলেছে। ঠিক একইভাবে উদ্দীপকে বর্ণিত সোহেল আহমেদও তাই করেছে। সে তার নানা সাহিত্যকর্মে স্ত্রী বিপার জীবনচক্রকে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেছে। যদিও তার স্ত্রী হৈমন্তীর মতো পরিবারিক নির্বাসনের শিকার হয়ে কলশ পরিবর্তির দিকে ধাবিত হয়নি; বরং রাষ্ট্রীয় অব্যবহাপনার কারণে দুর্ঘটনার শিকার হয়েই মৃত্যুবরণ করেছে। আর সেই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার কাছ থেকে সে চলে গেছে অনেক অনেক দূরে। যে মৃত্যু অতিক্রম করে কেউ আর কারো কাছ থেকে আসে না।

যুগে যুগে দেশে দেশে যে সংবেদনশীল মানুষগুলো তাদের নানা সৃষ্টিকর্মের ভেতর হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনদের ধরে রাখার প্রয়াস চালায়, অণু আর সোহেল হচ্ছে তাদেরই সার্থক প্রতিিনিধি।

## ৬. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

পারুলের বয়স চৌদ্দ। বাবা রোভম আলীর তিন সন্তানের মধ্যে সে সবার বড়। পাশের গাঁয়ের লতিফ লস্করের ছেলে আজিজের সাথে এ সময় তার বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের পর থেকেই স্বতঃস্ফূর্তে বাড়ির রাজাবাবার দায়িত্ব পড়ে তার ওপর। এ ছাড়া কাপড় ধোয়া এবং ঘর বাড়ি পরিষ্কারের কাজও করতে হয় তাকে। এসব করতে গিয়ে এক সময় সে হাঁপিয়ে ওঠে। মাঝে-মাঝে রাজা ভালো না হলে স্বতঃস্ফূর্তে বাড়ির লোকজন তাকে নানা কষ্ট কথার শোনায়। অনেক কষ্টে নিরবে সে এসব সহ্য করে। মা-বাবার সংসারের অভাবের কথা চিন্তা করে সে তাদের কাউকে এসব জ্ঞানায় না। এভাবেই নিরবে-নিঃশব্দে কাটিতে থাকে তার কষ্টের জীবন।

ক. বিবাহের সময় হৈমন্তীর বয়স কত ছিল ?

খ. স্বতঃস্ফূর্তে হৈমন্তীকে সেখানে বনমালী বাবু আঁতকে ওঠেছিলেন কেন?

গ. 'রাজা ভালো না হলে স্বতঃস্ফূর্তে বাড়ির লোকজন তাকে নানা কষ্ট কথার শোনায়' - উক্তিটির মধ্যে হৈমন্তী গল্পের কোন অংশটির ছায়াপাত ঘটেছে? কেন?

ঘ. 'এভাবেই নিরবে নিঃশব্দে কাটিতে থাকে তার কষ্টের জীবন' - 'হৈমন্তী' গল্পের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

## ৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) বিবাহের সময় হৈমন্তীর বয়স ছিল সত্যেরো বাহর।

খ) পিতা পৌরীশংকরের বন্ধু কামালী বাবুর ঘটকালিতেই কোলকাতার অপুর সাথে গিরিনন্দিনী হৈমন্তীর বিয়ে হয়। বিয়ের পর কামালী বাবু তার বন্ধু পৌরীশংকরকে চাকরি ছেড়ে মেয়ের কাছাকাছি একটি বাড়ি নিয়ে বসবাস করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু যৌক্তিক কারণেই পৌরীশংকর তাতে রাজি হননি। বিয়ের পর হৈমন্তী খুব বড়লোক বাবার কন্যা এই নিরোচনায় স্বতঃস্ফূর্তে বাড়ির লোকজন তাকে পরম আদর-যত্নে রাখে। কিন্তু অপুর বাবা যখন জানতে পারেন তার এ ধারণা ভুল তখন থেকেই হৈমন্তীর প্রতি স্বতঃস্ফূর্তে বাড়ির লোকদের আচরণ-আচরণ হঠাৎ বদলে যায়। তার ওপর চাপতে থাকে নানা ধরনের মানসিক নির্বাসন। সুশিক্ষিতা হৈমন্তী প্রকাশ্যে তার কোনো প্রতিবাদ না করলেও মানসিকভাবে মুখড়ে পড়ে। সে তার এসব কষ্টের কথা 'স্বামী' অণু বা বাবা পৌরীশংকরকে না জ্ঞানিয়ে একা একাই সব সহ্য করে। এতে তার মানসিক চাপ আরও অনেক বেড়ে যাওয়ার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। এ সময় কামালী বাবু একদিন অপূর্বের বাড়িতে আসলে একই হৈমন্তীর মলিন চেহারা ও জল্পবাহ্য সেখানে আঁতকে ওঠেন।

গ) 'রাঙ্গা ভাঙ্গা না হলে স্বপ্ন বাড়ির লোকজন তাকে নানা কষ্ট কষ্টা শোনা' উক্তিটির সাথে হেমন্তী গল্পের একটি বিশেষ অংশের মিল রয়েছে। মাতৃহারা হেমন্তী পশ্চিমের এক পাহাড়ি এলাকায় পিতা গৌরীশংকরের সান্নিধ্যেই বড় হয়েছে। সেখানে কোনো নিকটাত্মীয় না থাকায় সংসারের অনেক বাস্তবিক কাজকর্মের সাথেই তার পরিচয় ঘটেনি। পিতা উচ্চ শিক্ষিত হলেও আচার সর্বত্র প্রচলিত ধর্মকর্মের প্রতি তার কোনো আস্থা ছিল না। তাই তিনি মেয়েকে এসবের কিছুই শেখাননি। বিয়ের পর হেমন্তী বড়লোক পিতার একমাত্র কন্যা বলে স্বপ্ন বাড়িতে তাকে কোনো কাজ করতে দেয়া হতো না। কিন্তু অপূর বাবা যখন তার এক বন্ধুর কাছ থেকে গৌরীশংকরের পেশাগত পদবি ও আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে সুশ্রুতি ধারণা পান তখন থেকেই হেমন্তীর প্রতি তার মনোমুগ্ধ ও আচরণ বদলে যায়। তারপর থেকেই হেমন্তীর সাথে শুরু হয় এক ধরনের বৈরি আচরণ। এমন সময় হেমন্তীর ওপর একদিন পূজা সাজানোর দায়িত্ব পড়ে। এ সময় হেমন্তী এ ব্যাপারে তার অজ্ঞতার কথা জানালে তাকে অনেক কষ্ট কষ্টা জন্মে হয়। এছাড়াও অহেতুক তার বাবার প্রসঙ্গ টেনে এনে তার সম্পর্কেও অশালীন মন্তব্য করা হয়। উক্ত ঘটনাটির সাথে উদ্দীপকে বর্ণিত পার্শ্বলতার সাদৃশ্যমূলক বিষয়টির একটি বিশেষ মিল রয়েছে। কেননা, পার্শ্বলতার যে বয়স তাতে যখন সাদৃশ্যমূলক সম্পর্কে তার অনভিজ্ঞতা থাকে তা একেবারেই স্বাভাবিক। তাই এটির জন্য স্বপ্নবাড়ির লোকজনের এ ধরনের কষ্টকষ্ট এনেদারাই অনাকর্ষিক। যেমন অনাকর্ষিক ছিল মাতৃহীন শিক্ষিতা তরুণী হেমন্তীর পূজা সাজানোর অজ্ঞতা নিয়ে স্বপ্নবাড়ির লোকজনের নানা অশালীন কটুক্তি।

ঘ) শৈশবে মাতৃহারা হেমন্তীকে নিয়ে পশ্চিমের এক পাহাড়ি এলাকায় অনেকটা নির্জন পরিবেশে বাস করতেন পিতা গৌরীশংকর। এ জন্যে সমসাময়িক মেয়ের বিয়ে দেয়ার বিষয়টি তার মাঝে আসেনি। শেষ পর্যন্ত বহু কলমালী বাবুর কথায় তিনি এ ব্যাপারে সচেতন হন এবং তার ঘটকালিতেই কোলকাতার এক রক্ষণশীল পরিবারের শিক্ষিত তরুণ অপূর সাথে হেমন্তীর বিয়ে দেন। বিয়ের সময় পপ হিসেবে তিনি নগদ ১৫ হাজার টাকা ও ৫ হাজার টাকার গহনা দেন। অপূর বাবার ধারণা ছিল, রাজার অধীনে তার বেয়াই গৌরীশংকর খুব বড় চাকরি করেন এবং তার মাঝেই ব্যাংক ব্যালেন্স রয়েছে। এ জন্য বিয়ের পর থেকেই স্বপ্ন বাড়িতে হেমন্তীর আদর যত্নের কোনো কমতি ছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে অপূর বাবা যখন জানতে পারলেন, তার এ ধারণা মিথ্যা, তখন থেকেই হেমন্তীর ভাষা বদলে যায়। তার ওপর শুরু হয় নানা নির্বাসন। এসব নির্বাসনের ফলে সে শারীরিক ও মানসিকভাবে অনুচ্ছ হয়ে পড়ে। এভাবেই ধীরে ধীরে উঠলেও খামী অপূ বা পিতা গৌরীশংকরকে সে এসবের কিছুই জানায়নি। উদ্দীপকের পার্শ্বলতার ক্ষেত্রেও ঠিক একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। মা না থাকার কারণে হেমন্তী যেমন সংসারের অনেক কাজই শিখতে পারেনি, তেমনি বয়স কম হওয়ার কারণে পার্শ্বলতারও অনেক কাজে অনভিজ্ঞতা ও অসম্মতা ছিল। আর এসবের জন্য তাকে মেসব অত্যাচার সহ্যেতে হতো তা ছিল খুবই সূরসহ।

নিরন্তরাভাবে সমাজে চলতে থাকে এ ধরনের বিষয়গুলোরই রসিকনাথ ঠাকুর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তাঁর 'হেমন্তী' গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন।

৭. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

হয় সন্তানের জনক রহিম আলী একজন মল্লি কৃষক। মাত্র এগারো বছর বয়সেই সে তার বড় মেয়ে শেফালিকে একুশ বছর বয়সী ফরিদের সাথে বিয়ে দেয়। বিয়ের সময় কনে পক্ষ থেকে বর পক্ষকে মৌতুক হিসেবে নগদ পাঁচ হাজার টাকা এবং একটি হাটকেল দেয়া হয়। ফরিদের গীতা খাঁওয়ার অভ্যাস ছিল। মাত্র-মধ্যে জুয়াও খেলতো সে। এ জন্যে কোনো কোনো দিন বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হতো তার। দেশী করে মাত্র-মধ্যেই সে শেফালিকে অত্যাচার করতো। জুয়া খেলায় হেরে আসলে এ অত্যাচারের মাত্রা যেতো আরো বেড়ে। শেফালি তার স্বপ্ন-শাওড়িকে এ বিষয়টি জানালেও তার কোনো প্রতিকার হয়নি; বরং ফরিদের অত্যাচারের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। এক সময় বাপের বাড়ি থেকে নতুন করে মৌতুক আনার জন্যে শেফালিকে চাপ দেয় সে। এ চাপ সহ্য করতে না পেরে শেফালি শেষ পর্যন্ত ফাঁসিতে ঝুলে আত্মহত্যা করে।

ক. হেমন্তীর বিয়েতে নগদ কত টাকা পপ দেয়া হয়েছিল?

খ. 'হেমকে আমি লইয়া যাইব' - এ কথার মাধ্যমে অপূর কী ধরনের মনোবৃত্তি প্রকাশ পেয়েছে?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শেফালির সাথে হেমন্তীর কোন কোন ক্ষেত্রে মিল রয়েছে?

ঘ. 'শেফালি ও হেমন্তী একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ' - হেমন্তী গল্পের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

## ৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) হেমন্তের বিয়েতে নগদ পনের হাজার টাকা পণ্য দেয়া হয়েছিল?

খ) অপুর কণ্ঠে উচ্চারিত 'হৈমকে আমি লইয়া যাইব' কথাটির মধ্য দিয়ে তৎকালীন হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে এক ধরনের বিদ্রোহী মনোবৃত্তি প্রকাশ পেয়েছে।

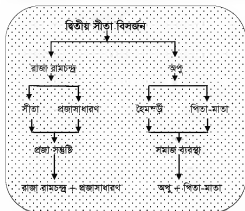
তাকারের পরামর্শ অনুযায়ী বায়ু পরিবর্তনের জন্য গৌরীশংকর তার একমাত্র কন্যা হৈমন্তিকে স্বতন্ত্রবাড়ি থেকে নিজ বাড়ি নিয়ে যেতে চাইলে অপুর বাবা তাকে বাধা দেন। কঠিন অসুখের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও পিতার এমন আচরণে অণু অবাচ হয়। এ ঘটনা দেখে সে আর ছিন্ন থাকতে পারে না। তাই এতোদিনের সংস্কার ভেঙে সে তার বাবাকে আলোচ্য উক্তিটি করে।

গ) 'হৈমন্তী' গল্পে বর্ণিত সামাজিক কুপ্রথাগুলোর মতো এখনো জিন্দা পরিচয়ের আমাদের সমাজে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে আছে। গৌরীদাস প্রথার পরিবর্তে বান্যবিবাহ এবং পণপ্রথার পরিবর্তে যৌতুকপ্রথা আমাদের সমাজকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষতবিক্ষত করে তুলছে। বিশেষ করে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের অশিক্ষিত নবিত্র মানুষগুলো এসবের শিকার হচ্ছে বেশি। শহরের শিক্ষিত মানুষের একাংশও এ থেকে মুক্ত নয়। সরকার ও বেশ কিছু এনজিও এ ব্যাপারে দীর্ঘদিন থেকে কাজ করে আসলেও পরিহিত্তিতর আশানুরূপ উন্নতি হয়নি। সংবাদ মাধ্যম থেকে আমরা প্রায়ই এ সংক্রান্ত অনেক লোমহর্ষক ঘটনা জানতে পারি। যৌতুক দিতে ব্যর্থ হয়ে অনেকে এলিড সজ্ঞাসেরও শিকার হয়। কোনো কোনো গৃহবধূকে এসব কারণে গায়ে বেঁধে রাখা দেলে আগুন লাগিয়ে দেয়ার ঘটনাও ঘটে। 'হৈমন্তী' গল্পে বর্ণিত একদলবর্তী পরিবার ব্যবস্থা অনেকাংশে বিলুপ্ত হয়ে গেলেও গৃহবধূদের উপর নির্ভরতনের মাত্রা এখনো খুব একটা কমেনি। হৈমন্তী মালিকভাবে তার স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রির কাছ থেকে নির্ভরতনের শিকার হলেও নন্দন নারানী ও 'বামী অপুর কাছ থেকে সহানুভূতি পেয়েছে। কিন্তু শেফালির মতো গৃহবধূরা 'বামীর কাছ থেকেই বেশি নির্ভরতনের শিকার হচ্ছে। তাই নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যায় যে, 'হৈমন্তী' গল্পের সামাজিক কুপ্রথাগুলো জিন্দা নামে এবং জিন্দারূপে এখনও আমাদের সমাজে বিদ্যমান থেকে তার কুপ্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'হৈমন্তী' ছোটগল্পে তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের যে বিশেষ দুটি কুপ্রথা কথ্য তুলে ধরেছেন তার একটি হচ্ছে গৌরীদাস এবং অপরটি পণপ্রথা। ঘটনাক্রমে এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হৈমন্তী এ দুটি সামাজিক দুট ক্ষত ঘুরাই আক্রান্ত হয়েছিলো। হৈমন্তীর পিতা গৌরীশংকর পণ্ডিতের এক রাজার অধীনে শিক্ষা বিভাগের প্রধান হিসেবে কাজ করতেন। সেখানকার পাহাড়ি এলাকার শৈশবে মাতৃহীন একমাত্র মেয়েকে নিয়ে অনেকটা নির্জন পরিবেশেই তিনি বাস করতেন। সেখানে তাদের কোনো আত্মীয়স্বজন ছিল না। দেশের প্রচলিত ধর্মকর্মেরও খুব একটা বিশ্বাস করতেন না গৌরীশংকর। তাই ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি-নীতি সম্পর্কে হৈমন্তীর অনেক কিছুই জানা হয়নি। তৎকালীন সমাজের একটা বিশেষ রীতি ছিল অতি থেকে দশ বছরের মধ্যেই মেয়েদের বিয়ে দেয়া। এটাকে বলা হতো গৌরীদাস প্রথা। কিন্তু গৌরীশংকরের উদারনীতির কারণে মেয়ের বয়স সতেরো বছর হয়ে গেলেও তার বিয়ের বিষয়টি কখনো আলোচিত হয়নি। গৌরীশংকরের বড় বনমালী বাবুই হৈমন্তীর বিয়ের ব্যাপারে উদ্যোগ নেন। তার মাঝেই কোলকাতার এক রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারের শিক্ষিত ভরসা অপুর সাথে হৈমন্তীর বিয়ে হয়।

তৎকালীন সমাজের আরো একটি বিশেষ রীতি ছিল বিয়ের অন্য মেয়েদের পক্ষ থেকে ছেলের পণ দেয়া। যেহেতু গৌরীদাস প্রথা অনুযায়ী হৈমন্তীর বিয়ের বয়স অনেক আগেই পার হয়ে গিয়েছিল সেহেতু তার বিয়েতে পণের পরিমাণও ছিল বেশি। বিয়ের পর স্বতন্ত্র বাড়িতে হৈমন্তীর আদর বন্ধের অভাব না থাকলেও অপুর বাবার অর্থ লিপ্সার কারণে হৈমন্তীর জীবনে এক সময় দুর্ভোগ নেমে আসে। পার্শ্ববাসীর ক্ষেত্রেও এর খুব একটা ব্যতিক্রম হয় নি। হৈমন্তী ও পার্শ্ববাসী দুটি সমাজ ও সময়ের প্রতিনিধি হলেও তাদের অপচলিপি ছিল অনেকটা একই রকম। দুজনেই দুটি সামাজিক দুর্ভিক্ষ ও অনুদার পরিবার ব্যবস্থা ঘুরা ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। এদিক থেকে তারা যেনো একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। তাদের মধ্যে ঘটনাপ্রবাহ পার্থক্য থাকলেও মৌলিক জীবনচক্রের কোনো পার্থক্য ছিল না।

৮. নিচের সারসিটি লক্ষ্য কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



যথাযথ মায়িক পালন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। অপু ছিল একজন ছাত্র। তার নিজস্ব কোনো আয়ের উৎস ছিল না। তীর জন-পোষক ও নিজে সবার জন্য বাবার উপরেই তাকে নির্ভর করতে হতো। তাই তার অর্থলোভী পিতা যখন ভাতারের পরামর্শ অনুযায়ী হৈমন্তীকে বামু পরিবর্তনের জন্য বাইরে যেতে বাধ্য দেন তখন বামী হিসেবে সে তার তীর প্রতি যথাযথ মায়িক পালন করতে পারেনি। এমনকি কোন নারায়ীর কাছ থেকে হৈমন্তীর ওপর পরিবারিক নির্ভরতার কথা শুনেও সে তার কোনো প্রতিবাদ বা প্রতিকার করতে পারেনি।

গ) সীতা এবং হৈমন্তীর সাথে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশ মিল ছিল। সীতা এবং হৈমন্তী উভয়েই ব্যক্তিগত মত প্রকাশের কোনো সুযোগ ছিল না; কিংবা থাকলেও তারা কেউই সে সুযোগ গ্রহণ করেনি। তারা উভয়েই স্বামীভক্ত ছিল। সীতা সীতাকে সন্তী-সাক্ষী জেনেও প্রজাদের দাবির মুখে তাদের খুশি করার জন্য স্বামী রাজা রামচন্দ্র তাকে কন্যাবাসে পাঠান। একইভাবে যথেষ্ট বস্ত্র, অন্ন ও ভালো মানুষ হওয়া সত্ত্বেও অপু তার বাবা-মার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে স্বামী হিসেবে সীতা হৈমন্তীর প্রতি যথাযথ মায়িক পালন করতে পারেনি। উক্ত ক্ষেত্রেই সমাজের কাছে মানবতাবোধ পরাজিত হয়েছে। নিরীহ নির্বিকৃত ব্যক্তি নারীর প্রতীক হিসেবে দুটি চরিত্রই সমানভাবে সার্থক হয়ে উঠেছে।

ঘ) রামায়ণের কাহিনী থেকে জানা যায়, অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্র রাজা হিসেবে তার অভিজ্ঞতার দিনে সৎমাতা কৈকেয়ীর যত্নে পিতৃসত্য পালন ও পিতার সমান রক্ষার্থে রাজত্ব ত্যাগ করে চৌদ্দ বছরের জন্য বনেচ্ছার কন্যাবাসে যান। এ সময় তার স্ত্রী এবং মিতিলারাজ অনেকের কন্যা পঞ্চসতীর অন্যতম সীতা তার সঙ্গী হন। লঙ্কার রাজা রাবণস্বরাজ রাবণ সীতাকে সেখানে থেকে হরণ করে নিয়ে যায় এবং সুন্দর মধ্যমে রাজা রাম তাকে লঙ্কাপুরী থেকে উদ্ধার করে অযোধ্যায় নিয়ে আসেন। এ সময় প্রজার সীতার সন্তী-সাক্ষী তাকে আবার কন্যাবাসে পাঠান। হৈমন্তী গল্পের কথক অপু মনে করে সেও তার স্ত্রী হৈমন্তীর প্রতি একই ধরনের আচরণ করেছে। কেননা, হৈমন্তী একজন পবিত্র ছাত্র ও সুন্দর মনের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও কিনা দেখে তার প্রতি তার পরিবার যে অমানবিক ও নিষ্ঠুর আচরণ করেছে স্বামী হিসেবে তা থেকে সে তাকে রক্ষা করতে পারেনি। বহু সেও যেন

ক. অপু কাকে দ্বিতীয় সীতা বলে অভিহিত করেছে ?

খ. অপু তার স্ত্রীর প্রতি যথাযথ মায়িক পালনে ব্যর্থ হয়েছিল কেন?

গ. কোন কোন ক্ষেত্রে সীতার সাথে হৈমন্তীর মিল ছিল বলে ভুঝি মনে কর ?

ঘ. 'সুন্দর রক্ত দিয়া আমাকে যে একদিন দ্বিতীয় সীতা বিসর্জনের কাহিনী লিখিতে হইবে সে কথা কে জানিত' - উদ্দীপকের আলোকে এ উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

### ৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) অপু তার স্ত্রী হৈমন্তীকে দ্বিতীয় সীতা বলে অভিহিত করেছে।

খ) তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় যে সামাজিক রীতি-নীতি ও একাত্তবর্তী পরিবার গ্রন্থা চালু ছিল তার কারণেই অপু তার স্ত্রীর প্রতি

অন্যদের দলভুক্ত হয়ে হেমন্তীর কলশ পরিস্রবিত্যে আরও ত্বরান্বিত করেছে। আর এ জন্যই এই সংসার কান্দন থেকে অকালে করে গড়তে হয়েছে হেমন্তীর মতো একটি প্রস্তুতিকা গোলাপকে। আর সেই করে পড়ার কাহিনী নিয়েই অপূর এই অমর ছোটগল্প 'হেমন্ত' রচনা করেছে। আর এ গল্পটি লিখতে গিয়েই সে বলেছে, 'তুকের রক্ত দিয়া আমাকে যে একদিন দ্বিতীয় সীতা বিসর্জনের কাহিনী লিখিতে হইবে সে কথা কে জানিত।'

### ● বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- বাংলা ছোটগল্পের পথিকৃৎ কাকে বলা হয়?  
 (ক) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়  
 (খ) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়  
 (গ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়  
 (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- নিচের কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত উপন্যাস নয়?  
 (ক) গোরা (খ) দুর্গেশবন্দ্যোপাধ্যায়  
 (গ) ঘরে বাইরে (ঘ) চার অধ্যায়
- 'কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন'- কন্যাটি কে?  
 (ক) শিখি (খ) নারসী  
 (গ) বিলাসী (ঘ) পার্ভতী
- 'বিবাহ বন্ধকে আমার মত বাচাই করা অনাবশ্যক ছিল'-  
 কার মত?  
 (ক) অপূর (খ) মৃত্যুঞ্জয়ের  
 (গ) রবীন্দ্রনাথের (ঘ) তপু
- বাসে হেমন্তী অপূর চেয়ে কত বছরের ছোট ছিল?  
 (ক) ২ (খ) ৩  
 (গ) ৪ (ঘ) ৫
- কে হিমালয়ের মিতা?  
 (ক) অন্নদাশঙ্কর (খ) গৌরীশংকর  
 (গ) হেমন্তী (ঘ) অপূ
- হেমন্তীর সখ ছিল -  
 (ক) বইপড়া ও গোলক বাওয়ানো  
 (খ) ধান শোনা  
 (গ) সেলাই করা  
 (ঘ) সংগীত চর্চা ও রান্না করা
- হেমন্তী বন্ধকে নিচের কোন মন্তব্যটি প্রয়োগ?  
 (ক) সূর্যের মতো প্রব  
 (খ) চাঁদের মতো মিষ্টি  
 (গ) প্রদীপের ন্যায় সহনশীল  
 (ঘ) সূর্যের মতো রক্ত
- 'পোড়া কপাল আমার! নাভ বউ যে বসনে আমাকেও হাস  
 মানাইল'- মন্তব্যটি কে করেছিলেন?  
 (ক) অপূর ঠাকুরমা  
 (খ) অপূর পিসিমা  
 (গ) অপূর মাসিমা  
 (ঘ) অপূর দূর সম্পর্কের সিসিমা
- হেমন্তীর শাওড়ি হেমন্তীর বয়স কত বলে দাবি  
 করেছিলেন?  
 (ক) ১১ বছর (খ) ১২ বছর  
 (গ) ১৬ বছর (ঘ) ১৭ বছর
- কে হেমের সাথে সত্যের বাঁধনে বাঁধা পড়েছিল?  
 (ক) হেমন্তীর বাবা (খ) হেমন্তীর বামী  
 (গ) হেমন্তীর শ্বশুর (ঘ) হেমন্তীর শাওড়ি
- হেমন্তীর বাবাকে ঋষি কলার কারণ কি?  
 (ক) শ্রদ্ধা প্রদর্শন (খ) ভাগ্যবাসা প্রদর্শন  
 (গ) কটাক্ষ করা (ঘ) ঘৃণা করা
- হেমের নির্বাসনের খবর অপূর কার কাছ থেকে পেত?  
 (ক) হেমের পিতা (খ) হেমের শ্বশুর  
 (গ) হেমের শাওড়ি (ঘ) নারসী
- এডমন্ড বার্ক কে?  
 (ক) ইংরেজ রাজনীতিক (খ) ফরাসি প্রাবন্ধিক  
 (গ) ফরাসি বাগ্গী (ঘ) ইংরেজ কবি
- রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কি?  
 (ক) বলাকা (খ) বনফুল  
 (গ) শেষের কবিতা (ঘ) ঘরে-বাইরে
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন?  
 (ক) ১৯১৩ সালে (খ) ১৯২৩ সালে  
 (গ) ১৯৩৩ সালে (ঘ) ১৯৩৪ সালে
- 'হেমন্তী' গল্পটি কবে প্রথম প্রকাশিত হয়?  
 (ক) ১৯১৪ সালে (খ) ১৯১৫ সালে  
 (গ) ১৯১৬ সালে (ঘ) ১৯১৭ সালে



১৮. মারানীর সঙ্গে অপূর সম্পর্ক কী?  
 ক বোন                      খ বাফবি  
 গ মাসি                     ঘ পিসি

১৯. 'নোব সমস্তই হৈমর'- নোবটা কী?  
 ক ব্যসের                  খ স্বভাবের  
 গ সমাজের                ঘ শিকার

২০. রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য কত বছর বয়সে প্রকাশিত হয়?  
 ক ১৪ বছর                খ ১৫ বছর  
 গ ১৬ বছর                ঘ ১৭ বছর

২১. এশীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম কে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান?  
 ক ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা    খ গাও জিং জিয়ান  
 গ কেজাবুরো ওয়ে            ঘ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?  
 ক ঢাকার                    খ কমলতার  
 গ আসামে                  ঘ রাজশাহীতে

২৩. তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থায় পৌরীদান করা হতো কত বছরের মেয়েকে?  
 ক আট বছর                খ নয় বছর  
 গ বার বছর                ঘ সাত বছর

২৪. 'অপুর যখন বিয়ে হয় তখন তার বয়স কত ছিল?'  
 ক আঠারো                খ বিশ  
 গ সত্তেরো                ঘ উনিশ

২৫. বিয়ের সময় হেমন্তীর বয়স কত ছিল?  
 ক পনেরো                খ ষোল  
 গ সত্তেরো                ঘ আঠারো

২৬. হেমন্তীর বাবা তাকে কী বলে ডাকত?  
 ক শিশির                    খ বুড়ি  
 গ হৈম                        ঘ হৈমি

২৭. অপূর বিবাহের ঘটক কে?  
 ক বনমাণী                  খ করিম আলী  
 গ সুদেশ                    ঘ কাজী আলী

২৮. হেমন্তীর বাবা অপূরকে কত টাকার একটি নেটি গুঁজে দিয়েছিল?  
 ক পাঁচ টাকা                খ একশত টাকা  
 গ পাঁচশত টাকা            ঘ এক হাজার টাকা

২৯. হেমন্তী গল্পে হেমন্তীর ক্যাটি নাম ছিল?  
 ক চারটি                    খ পাঁচটি  
 গ তিনটি                    ঘ ছয়টি

৩০. কত বছর বয়সী কন্যাকে রেখা বলা হতো?  
 ক দশ                        খ নয়  
 গ আট                      ঘ বার

৩১. বিবাহ সংঘর্ষে অপূর মতামত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল-  
 ক অপরূপ বললে            খ অপরূপ বরা বললে  
 গ অপরূপ বেকার বললে    ঘ অপরূপ ভাড়া বললে

৩২. F.A-এর সম্পূর্ণ রূপ কী হয়?  
 ক Fine Arts                খ First Admission  
 গ First Art's                ঘ First Audit

৩৩. 'বিড়কি' মানে কী?  
 ক বাড়ির সামনের দিকের সরঞ্জাম  
 খ বাড়ির দক্ষিণ দিকের সরঞ্জাম  
 গ বাড়ির পেছনের দিকের সরঞ্জাম  
 ঘ বাড়ির পশ্চিম দিকের সরঞ্জাম

৩৪. বড় বাগানের মেয়ের সঙ্গে অপূর বিয়ে সেয়া হলো কেন?  
 ক পথের অঙ্কটা বড় বলে    খ মেয়ে সুন্দরী বলে  
 গ মেয়ে শিক্ষিত বলে        ঘ মেয়ে শিক্ষকের কন্যা বলে

৩৫. 'অমি পাইলাম, অমি ইহাকে পাইলাম'-অপূর কোন এ কথা বলেছে?  
 ক হৈমন্তীকে বিয়ে করার কারণে  
 খ হৈমন্তীর স্পর্শ অনুভব করে  
 গ হৈমন্তী শিক্ষিত মেয়ে বলে  
 ঘ হৈমন্তীর মা নেই বলে

৩৬. 'খেট্টা' শব্দটি নিয়ে কী বুঝানো হয়েছে?  
 ক নিদার্থে হিম্মতিযুক্ত লোকজন  
 খ নিদার্থে উদ্ভৃতাধি লোকজন  
 গ নিদার্থে ফারিসিয়াধি লোকজন  
 ঘ নিদার্থে ইংরেজিযুক্ত লোকজন

৩৭. 'আন্তের অংশন্যু রোমন'-কথায়টি কী প্রকাশ পায়?  
 ক প্রচণ্ড দুঃখের সহনে অপূর চোখের জল শুকিয়ে গেছে  
 খ অপূর দুঃখ ভাষাকাত  
 গ অপূর চিত্তশান্ত  
 ঘ অপূর হৈমন্তীকে পেয়ে নিশ্চেহার

৩৮. 'ইহার অন্যাজ্ঞের মানুখ'- কারা?  
 ক অপূর বাপ-মা            খ অপূর পিসি মারা  
 গ হৈমন্তী ও তার বাবা    ঘ অপূর আত্মীয়রা

৩৯. 'ওঁচা' মানে কী?  
 ক ভালো                    খ উৎকৃষ্ট  
 গ দিকুট                    ঘ পড়া

৪০. হেমন্তীকে দেখে সকলের কানাকানি পড়ে গেল কেন?

- ক) হেমন্তী সুন্দরী বলে  
খ) হেমন্তীরা ব্যঙ্গ বেশি বলে  
গ) হেমন্তী শিক্ষিত বলে  
ঘ) হেমন্তী গনী বলে

৪১. 'আইবুড়ো' মেরে কাকে বলে?

- ক) এধাতো বহুরের বেশি বয়সী অবিবাহিতা মেরেকে  
খ) তেরো বহুরের বেশি বয়সী অবিবাহিতা মেরেকে  
গ) বারো বহুরের বেশি বয়সী অবিবাহিতা মেরেকে  
ঘ) পনেরো বহুরের বেশি বয়সী অবিবাহিতা মেরেকে

৪২. 'পঞ্চম ধর' কথাটি দিয়ে কী বুঝানো হয়েছে?

- ক) কোকিলের সুরস্বর  
খ) পাঁচজনের সুর  
গ) মধুর ধ্বনি  
ঘ) তিক্ত ধ্বনি

৪৩. 'বাজঝাঁই' মানে কী?

- ক) মধুর ধ্বনি  
খ) কর্কশ ধ্বনি  
গ) বাজনা  
ঘ) তিক্ত ধ্বনি

৪৪. অপূর বোন নারায়ীকে গল্পনা সহ্য করতে ছাড়াই কেন?

- ক) বউনিকে ভালোবাসে বলে  
খ) অপূরকে ভালোবাসে বলে  
গ) হেমন্তীর কথা শুনে বলে  
ঘ) স্বামীর দর করে না বলে

৪৫. 'মাথা খাওয়া' বাধ্যবাধাটির অর্থ কী?

- ক) যোগ হওয়া  
খ) নির্ভয়ের মতো আচরণ করা  
গ) ব্যামো হওয়া  
ঘ) মাথা নষ্ট হওয়া

৪৬. 'শিকার তোলা' মানে কী?

- ক) পাওয়ার সন্ধাননা  
খ) হুমকি দেয়া  
গ) স্থগিত রাখা  
ঘ) অটিকে রাখা

৪৭. 'চুলোয় যাওয়া' বাধ্যবাধাটির অর্থ কী?

- ক) গোড়ায় যেতে দেয়া  
খ) চিরন্তনে বিনষ্ট হতে দেয়া  
গ) হারিয়ে যাওয়া  
ঘ) পুড়িয়ে দেয়া

৪৮. 'দক্ষিণ হাতের জোর' কথাটি দিয়ে কী বুঝানো হয়েছে?

- ক) দক্ষিণ হাতের জোর  
খ) টাকা-পয়সা দিয়ে  
গ) দক্ষিণ দিকের বাতাস  
ঘ) মনি-মুক্তার জোরে

৪৯. 'সীতা' কে?

- ক) কৃষ্ণের ভগ্নি  
খ) রামচন্দ্রের স্ত্রী  
গ) দশরথের কন্যা  
ঘ) দেবি

৫০. 'চাপা দেয়া' মানে কী?

- ক) প্রকাশিত করা  
খ) বন্ধ করে রাখা  
গ) গোপন করা  
ঘ) চাপা দিয়ে রাখা

৫১. 'কানাকানি' মানে কী?

- ক) কানে কানে কথা  
খ) গোপন পরামর্শ  
গ) গোপনে বিবাহ  
ঘ) গোপন সন্ধি

৫২. 'হেমন্তী' গল্পটি কিসের প্রতীক?

- ক) পথ প্রথার নির্মম ছবি  
খ) তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের নিষ্ঠুরতা  
গ) বৌদ্ধের মূলকারণে নারীদের বলিদান  
ঘ) উপরের সবগুলো

৫৩. হেমন্তীর করুণ পরিণতির অন্য দায়ী কে?

- ক) অপূর গিস্টেট আচরণ  
খ) হুমায়ূন খুওর-শাওকির নিষ্ঠুর আচরণ  
গ) তৎকালীন হিন্দু সমাজের স্বার্থলোলুপ মানসিকতা  
ঘ) উপরের সবকটি

৫৪. 'কানাকানি' শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে গঠিত হয়েছে?

- ক) সন্ধি  
খ) সমাস  
গ) উপসর্গ  
ঘ) প্রত্যয়

৫৫. 'হিমালয়ের তিনি যেন মিতা' অপূর শব্দের সম্পর্কে অপূর-উক্তিটির প্রেক্ষিতে নিচের কোনটিকে যথার্থবোধ্য বলা যায়?

- ক) পাহাড়ি এলাকার মানুষ ভালো হয়  
খ) পাহাড়ি বাতাস বাতায়ের জন্য ভালো  
গ) মানুষের চরিত্রের উপর পরিপার্শ্বিকতার প্রভাব  
ঘ) হেমন্তীর পিতা পাহাড়ের সাথে মিতালি করেছিলেন

৫৬. 'হেমন্তীর অন্য বায়ু পরিবর্তন প্রয়োজন'-এ উক্তিটির প্রেক্ষিতে নিচের কোন উক্তিটি অপেক্ষাকৃত অধিক গ্রহণযোগ্য?

- ক) বায়ু পরিবর্তন বাতায়ের জন্য ভালো  
খ) বায়ু বদলে পরিবেশ-পরিস্থিতির বোঝানো হয়েছে  
গ) কালকাতা শহরের চেয়ে অন্য জায়গায় আবহাওয়া ভালো  
ঘ) মানব শরীরের ওপর বায়ুর বিশেষ প্রভাব রয়েছে

৫৭. তৎকালীন কলকাতার সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে নিচের কোন উক্তিটি সত্য নয়?

- ক) নারীদের শিক্ষার অধিকার ছিল  
খ) সমাজে বৌদ্ধ প্রচার প্রচলন ছিল  
গ) সমাজে বাল্য বিবাহের প্রচলন ছিল  
ঘ) মনে-বাইরে নারীরা ছিল নিপুণ

৫৮. পনের আবেগিক গুরুত্ব কিসের চেয়ে বেশি ছিল?

- ক) বয়সের চেয়ে                      খ) সুন্দরের চেয়ে  
গ) টাকা-পয়সার চেয়ে              ঘ) মান-সম্মানের চেয়ে

৫৯. নিচের তত্ত্ব বানানটি চিহ্নিত কর-

- ক) পৌনঃপুনিক                      খ) পৌরনপুনিক  
গ) পৌনঃপুনিক                      ঘ) পৌনঃপুনিক

৬০. 'বিধা' শব্দটির সঠিক সমার্থক শব্দ কোনটি?

- ক) নাশয়                                  খ) নৃশিখা  
গ) অনভ্যাস                              ঘ) চিত্রা

৬১. 'কলানাকারি' শব্দটি কোন সমাসের উদাহরণ?

- ক) বহুব্রীহি                              খ) দ্বন্দ্ব  
গ) ব্যতিহার বহুব্রীহি                  ঘ) তৎপুরুষ

৬২. 'হৈম তার অর্থ বুঝিল না'-অভিব্যাক্য বাক্যে রূপান্তর কর।

- ক) হৈম তার অর্থ সম্পর্কে অবুধ রহিল  
খ) হৈম তার অর্থ বুঝতে পারল  
গ) হৈম তাহার অর্থ বুঝিতে পরিল না  
ঘ) হৈম তার অর্থ বুঝিতে ব্যর্থ হইল

৬৩. 'বেওয়ারিশ' শব্দটির সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি?

- ক) ওয়ারিশবিহীন                      খ) যার ওয়ারিশ নাই  
গ) ওয়ারিশ নেই যার                  ঘ) যার কোনো ওয়ারিশ নেই

৬৪. 'অকৃত' শব্দটি কোন সমাসের উদাহরণ?

- ক) নঞ বহুব্রীহি                      খ) নঞ তৎপুরুষ  
গ) বিভূ                                  ঘ) তৎপুরুষ

৬৫. 'রোহিণী' সম্পর্কে নিচের কোন বাক্যটি সমর্থনযোগ্য?

- ক) পঁচ বছর বয়সী কন্যা              খ) নয় বছর বয়সী কন্যা  
গ) আট বছর বয়সী কন্যা              ঘ) দশ বছর বয়সী কন্যা

৬৬. 'বিত্রী' শব্দটির বিপরীত শব্দ কোনটি?

- ক) ত্রী                                          খ) সুন্দর  
গ) সৌন্দর্য                                  ঘ) অমরিন

৬৭. 'নিবাস' শব্দটির 'বি' কোন ধরনের উপসর্গের উদাহরণ?

- ক) বাংলা                                  খ) হিন্দি  
গ) আরবি                                  ঘ) সংস্কৃত

৬৮. 'হেমন্তী' গল্পে হেমন্তী কিসের বণি?

- ক) যৌতুকপ্রথার                      খ) সামাজিক অত্যাচারের  
গ) স্বামীর অত্যাচারের                  ঘ) বাবার নির্মমতার

৬৯. 'হেমন্তী' গল্পে প্রকাশিত হয়েছে -

- ক) তৎকালীন মুসলিম সমাজের চিত্র  
খ) তৎকালীন হিন্দু সমাজের চিত্র  
গ) তৎকালীন হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের চিত্র  
ঘ) তৎকালীন ব্রাহ্ম সমাজের চিত্র

৭০. 'হেমন্তী' গল্পের সময়কাল কত?

- ক) সাতেরো শতক                      খ) আঠারো শতক  
গ) উনিশ শতক                          ঘ) বিশ শতক

৭১. 'সে আমার সম্পত্তি নয়, সে আমার সম্পদ'।- উক্তিটিতে প্রকাশিত হয়েছে -

- ক) হেমন্তীর বিত্ত-বৈভব  
খ) হেমন্তীর প্রতি অপূর ভালোবাসা  
গ) অপূর অর্থলোভুলতা  
ঘ) সম্পদ ও সম্পত্তির পার্থক্য

৭২. তৎকালীন হিন্দু সমাজের নারী ছিল -

- ক) পুরুষের সহায়তাকরী              খ) পুরুষের ভেগের সামগ্রী  
গ) পুরুষের ছায়াচরী                  ঘ) পুরুষের হাসির পাখী

৭৩. 'হেমন্তীর চরিত্রে পঠক কিসের ছায়া লক্ষ করেন?

- ক) সরব প্রতিবাদের ছায়া              খ) গিরব প্রতিবাদের ছায়া  
গ) অনহায়তা                              ঘ) নিষ্ঠুরতা

৭৪. অপু হেমন্তীকে ভালোবাসলেও সে ছিল -

- ক) সিম্পহ                                  খ) প্রতিবাদী  
গ) নিষ্ঠুর                                  ঘ) যোগ্য স্বামী

৭৫. 'হেমন্তী' গল্পটির উপজীব্য -

- ক) হেমন্তী ও অপূর ভালোবাসার চিত্র  
খ) হেমন্তীর বিয়দমন কাল পরিণতি  
গ) হেমন্তীর প্রতি সমাজের নিষ্ঠুরতা  
ঘ) যৌতুকপ্রথার নিষ্ঠুরতা

৭৬. রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ ছোটগল্প 'হেমন্তী'র প্রতিপাদ্য বিষয় কী?

- ক) পণপ্রথার মারাত্মক কুফল  
খ) স্বতন্ত্র-শাস্তির নির্ধাতন  
গ) স্বামী অক্ষমতা  
ঘ) হেমন্তীর প্রতিবাদহীনতা

৭৭. ছোটগল্প হিসেবে 'হেমন্তী' গল্পের সার্থকতা কোথায়?

- ক) গল্পের প্রারম্ভে                      খ) গল্পের শেষে  
গ) হেমন্তীর চরিত্রে                      ঘ) অপূর চরিত্রে

৭৮. 'হেমন্তী' গল্পের শেষে প্রকাশিত হয়েছে -

- ক) স্বামীর নির্যাতনের দিকটি  
খ) যৌতুক প্রথার নির্মম দিকটি  
গ) শাস্তির নির্মমতা  
ঘ) স্বতন্ত্রের নির্মমতা

৭৯. হেমন্তীর পিতার প্রতি আখতারের পর আখাত এসেছে কীভাবে?

- (ক) শাওড়ির লোকের অনগ্রসর ও অবজ্ঞায়  
(খ) শওর বাড়ির লোকের মিথ্যাচারে  
(গ) শওর বাড়ির লোকের অপবাদে  
(ঘ) অপূর স্বীকারোক্তিতে

৮০. 'ঋষি বাবা' কথাটি ব্যবহারের তাৎপর্য কী?

- (ক) হেমন্তীর বাবা অগ্নো মানুষ  
(খ) হেমন্তীর বাবা মিথ্যার ব্যাপারে আপোষসহী  
(গ) হেমন্তীর বাবা রাজ কর্মচারী  
(ঘ) হেমন্তীর বাবা মিথ্যুক

৮১. 'প্রজাপতির দুই পক্ষ' বলতে বুঝানো হয়েছে—

- (i) কন্যাপক্ষ (ii) বরপক্ষ  
(iii) ঘটকপক্ষ

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) iii (গ) i ও ii (ঘ) ii

৮২. 'হেমন্তী' নামটি দিয়ে আশঙ্কা নেই—

- (i) বাড়িবাড়ির (ii) মামলা হওয়ার  
(iii) প্রভুতান্ত্রিকদের মধ্যে বিবাদের

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) ii ও iii

৮৩. 'অবতৃপ্ত' কথাটি দিয়ে বুঝানো হয়েছে—

- (i) পরিপাটিহীন (ii) বেমানান  
(iii) বেচল

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

৮৪. 'প্রজাপতি' কিসের প্রতীক? —

- (i) ব্রহ্মা (ii) সুন্দরের  
(iii) হিন্দু পুরাণ অনুসারে বিয়ের দেবতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) ii ও iii

৮৫. হেমন্তীর সখ ছিল —

- (i) বই পড়তে  
(ii) লোকজনকে খাওয়াতে  
(iii) যাত্রা দেখতে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) ii (গ) i ও ii (ঘ) ii ও iii

৮৬. 'প্রবন্ধনা' শব্দটির মানে হলো—

- (i) প্রভাষণ (ii) মিথ্যা আশ্বাস  
(iii) ঠকানো

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) ii (গ) i ও ii (ঘ) i ও iii

৮৭. 'এডমন্ড বার্ক' সম্পর্কে প্রযোজ্য বিশেষণটি হলো—

- (i) রাজনীতিক (ii) প্রাবন্ধিক  
(iii) বক্তা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

৮৮. অপূর প্রতিবাদহীনতার কারণ -

- (i) অপূর পরণামতা (ii) সামাজিক নীমান্দতা  
(iii) স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার কমতি

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) ii (গ) i ও ii (ঘ) i ও iii

৮৯. বাখরা প্রকাশক শব্দ হলো—

- (i) ঢাক পেটালো (ii) চুলোর দেয়া  
(iii) ব্যামো হওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) ii (গ) i ও ii (ঘ) iii

৯০. 'হেমন্তী' গল্পে ব্যবহৃত বাখরাগাথো হলো—

- (i) শিকার তেলা (ii) মাধা খাওয়া  
(iii) ঘরের অরুচি

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) ii, iii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) ii ও iii

৯১. 'হেমন্তী' গল্পের প্রতিপাল্য বিষয় হল -

- (i) তৎকালীন সমাজের অন্যায়  
(ii) তৎকালীন পণপ্রচার প্রাদুর্ভাব  
(iii) তৎকালীন যুদ্ধের স্বামীর অক্ষমতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৯২ ও ৯৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:  
রাহেলার মা রাহেলাকে কোলে রেখে মারা যায়। তাই রাহেলা পিতার শ্রদ্ধা-মাগা-মমতায় বড় হয়। কিন্তু মা হারা সংসারে রাহেলার ব্যয় আঠারো হলেও বিয়ে দেয়ার কোনো নাম নেই। কারণ একে তো রাহেলার মা নেই তার ওপর আবার তার বাবা পরিগ। মেয়েকে বিয়ে দিলে বরকে যে টাকা দেয়ার বিধান প্রচলিত আছে। তাই এভাবেই তার বিয়ের ব্যয় পেরিয়ে যাচ্ছে।

৯২. 'রাহেলা' তোমার পঠিত কোন চরিত্রের প্রতিচ্ছবি?

- (ক) হেমন্তী (খ) বিলাসী  
(গ) অপূর মা (ঘ) হেমন্তীর মা

৯৩. 'হেমন্তী' গল্পে বরপক্ষকে টাকা দেয়াকে কী বলা হয়েছে?

- (ক) পণপ্রথা (খ) যৌতুকপ্রথা  
(গ) বিনিময় প্রথা (ঘ) বিবাহ প্রথা

৯৪. রাহেলার বিয়ে না হওয়ার জন্য দায়ী হলো—

- (i) তৎকালীন সমাজ (ii) পিতার দারিদ্র্য

(iii) রাহেলার অনিচ্ছা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i খ ii গ i ও ii ঘ ii ও iii.

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৯৫ থেকে ৯৭ নম্বর পর্যন্ত প্রশ্নের উত্তর দাও:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হৈমন্তী' গল্পটি তৎকালীন হিন্দু সমাজের মর্শ্বাক্রম। এখানে গল্পকার তদানীন্তন গোড়াপন্থি সমাজব্যবস্থার মানবিক অন্যায়, উৎপীড়ন, নির্যাতনের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। বিশেষ করে নারী ছিল তৎকালীন হিন্দু সমাজের পুরুষের ভেতরে সামগ্রী। বাজারে কেনা পথের মতো তাদের ব্যবহার করা হতো।

৯৫. উদ্দীপকে কোন সময়কালের কথা বলা হয়েছে?

- ক উনিশ শতকের খ বিংশ শতকের  
গ একবিংশ শতকের ঘ আঠারো শতকের

৯৬. 'হৈমন্তী' গল্পে সমাজ-ব্যবস্থা কার স্বীকৃতকে নিঃশেষ করে নিয়েছিল?

- ক অপূর খ হৈমন্তীর  
গ নারানীর ঘ বনমালী বাসুর

৯৭. 'হৈমন্তী' গল্পে নির্যাতনের চিত্র ফুটে উঠেছে—

- (i) শতর-শাওড়ির (ii) পাড়া-প্রতিবেশীর  
(iii) আত্মীয়-স্বজনের

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও iii. খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii.

# সাহিত্যে খেলা

প্রথম চৌধুরী

## লেখক পরিচিতি

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম চৌধুরীর নাম অবিস্মরণীয়। বাংলা গদ্যের প্রথম যুগে সাধুরীতি প্রচলিত ছিল। আমরা বর্তমানে পড়ে যে চলিতরীতির ব্যবহার করছি, তার প্রথম প্রবক্তা, সমর্থক ও আন্দোলনকারী হলেন প্রথম চৌধুরী। প্রথম চৌধুরী ১৮১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে চলিতরীতিতে প্রবন্ধ রচনা শুরু করেন। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলা সাহিত্যে যুগসৃষ্টিকারী ‘সবুজ পত্র’ পত্রিকা প্রকাশ করেন। সবুজপত্র কেন্দ্রিক ভাষা ও সাহিত্যাদর্শ আন্দোলনে তাঁকে প্রকাশ বিরোধিতার সন্মুখীন হতে হয়। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তাঁর খনিষ্ঠ সমর্থক। এ ছাড়াও সমকালীন বিখ্যাত মদ্যশীল লেখকদের অনেকেই এ আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বাংলা গদ্যে প্রথম চৌধুরী নিজস্ব একটি আলাদা স্টাইল তৈরি করে গেছেন। অনেক অটীল ও গুরুপট্টার বিষয় তিনি এমন মজলিশি ভাষে আলোচনা করেছেন যে, তাতে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব হালকা হয়নি; হয়েছে পীড়িতময় ও আকর্ষণীয়। তাঁর রচনায় মননশীলতার সঙ্গে রয়েছে যুক্তিতর্কের ধারালো প্রকাশ; আর তাতে বক্তব্যের তীক্ষ্ণতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্যঙ্গের ঝাঁক।

জন্ম : ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে হাশোরে (পৈতৃক নিবাস পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামে)।

মৃত্যু : ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায়।

## রচনাবলি

চাচা ইয়ারী কথা, বীরবলের হালখাতা, রায়তের কথা, তেল-তুল-লবড়ি, সনেট পঞ্চাশং ইত্যাদি।

## উৎস ও পরিচিতি

প্রথম চৌধুরীর ‘সাহিত্যে খেলা’ প্রবন্ধটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ‘সবুজ পত্র’ পত্রিকার ১৩২২ বঙ্গাব্দের (১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ) শ্রাবণ সংখ্যায়। সাহিত্যের প্রকৃত সৌন্দর্যের স্বরূপ এবং আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সুবিস্তৃত রূপরেখা প্রদর্শন করতে গিয়েই লেখক এ প্রবন্ধটি রচনা করেন। লেখক প্রবন্ধটি শুরু করেছেন অপ্রতিপত্তি জঙ্কর রোম্যান্টিক প্রদম টোনে। এখানেই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, প্রকৃত শিল্পীর দক্ষতা কখনোই সীমাবদ্ধ নয়। তারা ইচ্ছে করলে শিবও গড়তে পারেন, আবার বাঁসরও গড়তে পারেন। কিন্তু অতি সাধারণ শিল্পীদের পক্ষে তা কখনোই সম্ভব নয়। প্রথম চৌধুরীর মতে, সাহিত্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে, সকলকে আদম্য দান করা, কারও মনোরঞ্জন করা নয়। সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য হয়ে পড়বে বশম্ভূত। অন্যদিকে শিক্ষা দান করাও সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়। কারও পাঠবিষয় মানুষ পড়ে অনিচ্ছার এবং বাধ্য হয়ে। পক্ষান্তরে সাহিত্যের রসাস্বাদন করে মানুষ বেজোয় ও আনন্দে। তাছাড়া শিক্ষার উদ্দেশ্য মূলত জ্ঞানের বিষয় জানানো; পক্ষান্তরে সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষের মনে সাড়া জপানো। লেখকের মতে, সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা চলে খেলাধুলার। খেলাধুলায় যেমন নিছক আনন্দই প্রদান, সাহিত্যেও তাই। খেলাধুলার যেমন আদম্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই, সাহিত্যের উদ্দেশ্য তেমনি—একমাত্র আদম্য দান করা।

## শব্দার্থ ও টীকা

কৌশল — ল্যাটিন।

পতায়াত — যাতায়াত।

## সাহিত্যে খেলা

|                         |                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| যথাসর্বস্ব              | — সমস্ত কিছু।                                                                                                                                       |
| স্বর্ণ                  | — সম রং বিশিষ্ট।                                                                                                                                    |
| সুগোত্র                 | — একই গোত্রভুক্ত।                                                                                                                                   |
| কুশীলব                  | — নীতি, অভিনেতা।                                                                                                                                    |
| মতিগতি                  | — ইচ্ছা ও প্রবণতা।                                                                                                                                  |
| বশ্যরাজ্য               | — শিল্পবশ্যের পরিমণ্ডল।                                                                                                                             |
| মলোচ্ছল                 | — মনের স্ফোৰ্য সাধন।                                                                                                                                |
| স্বার্থ                 | — নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি।                                                                                                                            |
| পরার্থ                  | — অন্যের হিত, পরোপকার।                                                                                                                              |
| কবিনবালেও               | — কোনো সময়েরই, কখনও।                                                                                                                               |
| নিপুণ                   | — সুজ্ঞেয়, পণ্ডিত ও প্রজ্ঞান।                                                                                                                      |
| মর্তবাসী                | — মাটির পৃথিবীর অধিবাসী।                                                                                                                            |
| খেলো করা                | — গুরুত্বহীন বা অসার করা।                                                                                                                           |
| সুর তারায় ছড়িয়ে রাখা | — সুর উচ্চ সতর্ক করে রাখা।                                                                                                                          |
| টীকাজঘ্য                | — মন্তব্যসহ ব্যাখ্যা ও মন্তব্য।                                                                                                                     |
| বধর্মচ্যুত              | — নিজের বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্যুত।                                                                                                                     |
| শিব                     | — মহাদেব, মঙ্গলকারী দেবতা।                                                                                                                          |
| পরমাত্মা                | — পরম ব্রহ্ম, ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্তা।                                                                                                                   |
| ঈর্ষা                   | — প্রাণীর দেহে অবস্থানকারী আত্মা।                                                                                                                   |
| প্রবৃত্তি               | — অভিরুচি, ইচ্ছা, বোকা, আসক্তি।                                                                                                                     |
| শবচ্ছেদ                 | — শবদেহ কেটে পরীক্ষা করা, মরা কাটা।                                                                                                                 |
| ইতর                     | — নীচ, অধম। এখানে লগ্না অর্থে ব্যবহৃত।                                                                                                              |
| নিষ্কাম কর্ম            | — ফলাভ্যন্তরীণ কামনা করা হয়নি এমন কাজ।                                                                                                             |
| রসাতল                   | — পুরাণে বর্ণিত ষষ্ঠ পাতাল, অধঃপাতল ধ্বংস।                                                                                                          |
| অনুভূতিলাপেক্ষ          | — অনুভূতির সাহায্যে উপলব্ধি করতে হয় এমন।                                                                                                           |
| গীতিকবিতা               | — আবৃত্ত্যভাবপ্রধান কবিতা বিশেষ, গিরিক (Lyric)।                                                                                                     |
| মৌল্যবান্ধ              | — ভাববন্ধন থেকে মুক্তি লাভ, আত্মার মুক্তি অর্জন।                                                                                                    |
| তর্কসাপেক্ষ             | — তর্কের মাধ্যমে বিচার বিবেচনা করতে হয় এমন।                                                                                                        |
| রাসভূমি                 | — আনন্দ-প্রমোদের জায়গা। অভিনয় প্রদর্শনের স্থান।                                                                                                   |
| পূন                     | — প্রাচীন আর্দ্রমাসে চতুর্দশের নিম্নতম শ্রেণি বা বর্ষ, অনার্থ।                                                                                      |
| তত্ত্ব                  | — কোনো বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান বা বিদ্যা, মতবাস, Theory।                                                                                               |
| অপত্যা                  | — অন্য উপায় না থাকায়, নিরুপায় বা বাধ্য হয়ে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও।                                                                                   |
| অবতীর্ণ                 | — অবতার হিসেবে মানুষের মূর্তিতে নেমেছে এমন বা নেমে আসা।                                                                                             |
| বর্ণভোজিক               | — আপন মনে নিজে নিজে কথা কলা, অন্যের উদ্দেশ্যে কথা হয়নি এমন উক্তি।                                                                                  |
| পেলা                    | — পাঁচালী কীটন ইত্যাদির আসরে গায়ক-গায়িকাকে দেয়া প্রোতাদের পারিতোষিক।                                                                             |
| বৈশ্য                   | — প্রাচীন আর্দ্রমাসের চতুর্দশের তৃতীয় তর-বারা কৃষিকাজ বা ব্যবসা-বাণিজ্য করতো।                                                                      |
| যোগবশিত রামায়ণ         | — রামচন্দ্রের প্রতি বলিষ্ঠ মূর্তির উপদেশ সংবলিত সংস্কৃত রামায়ণ। এতে যোগ ও আবৃত্ত্যজনন সম্পর্কিত বিস্তৃত বিষয় উপাখ্যানসহ উপদেশাত্মক অলৌকিক হয়েছে। |

- বাঙ্গালী** – ‘রামায়ণ’ গ্রন্থের বিখ্যাত স্থবি ও কবি। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের আদি কবি হিসেবে সম্মানিত। মৌর্যের এর নাম ছিল রত্নাকর এবং পেশা ছিল দম্ভাতা। জনশ্রুতি অনুসারে তিনি ব্রজের উপদেশে দম্ভাবৃত্তি ছেড়ে তপস্যামগ্ন হন এবং নারদের উপদেশে রামায়ণ রচনা করেন।
- রোদী** – ফ্রান্সোয়া অগুস্ত রোদী (১৮৪০-১৯১৭) বিশ্ববিখ্যাত ফরাসি ভাস্কর। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- ‘নরকের দুয়ার’ ও ‘ব্যাথার অব ক্রলে’। অন্যতম অসামান্য কীর্তি- ‘জিভিন’, ‘আদম’, ‘ইভ’। তিনি ভিক্টর হুগো, বালজাক, বার্নার্ড শ প্রমুখ বিখ্যাত সাহিত্যিকের প্রতিকৃতি নির্মাণ করেন।

### □ প্রবাদ, প্রবচন ও বাণধারা

- নসাতলে গমন – অধঃপাতে যাওয়া।  
 ভাদায় ভর দিয়ে থাকে – শূন্যলোকে জালা।  
 উপরি পাওয়া – বাড়তি আয় উপার্জন।  
 আকাশ-পাতাল প্রভেদ – বিস্তার পার্থক্য।  
 বাজারে কাটা – বিক্রি হওয়া।  
 মতিগতি – ভাবগতিক, মনের ভাব।  
 দা-কুমড়া লব্ধ – নিম্নমানের সন্তুষ্টির সম্পর্ক, হেঁয়ালী সম্পর্ক।

### □ বানান সতর্কতা

ভাস্কর, ভূতল, অবতীর্ণ, পতায়াত, উড়ে চড়া, মলয়কূট, ক্রীড়া, ব্রতী, ভেঁপু, উত্তেজনের, অতরাহা, অতর্ভূত, জীবাহা, মনোরঞ্জন, প্রায়শই, বাঙ্গালী, রামায়ণ, স্পষ্টিতর, আবিষ্কার, উপলীত, অনুভূতিলাপেখ, লগোয়, শব্দভেল, বার্ষ, নিগূঢ়।

### □ নমুনা প্রশ্নাবলি □

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ‘পর্যায়’ শব্দের অর্থ কোনটি?  
 ক. পারিচৈতনিক  
 খ. মনোজগৎ  
 গ. পরোপকার  
 ঘ. মনোরঞ্জন
- লেখকের মতে সাহিত্যের উদ্দেশ্য কোনটি?  
 ক. সমাজের মনোরঞ্জন করা  
 খ. অন্যের মনের অভাব পূর্ণ করা  
 গ. মানুষের মনকে জাগ্রত করা  
 ঘ. মনকে বিশ্বের খবর জানানো
- সাহিত্য ‘বহুমাত্র্য’ হয় তখন, যখন সাহিত্য চর্চা হয়-  
 ক. ফলাফলের আকাঙ্ক্ষা শূন্য  
 খ. জনসাধারণের সজ্ঞার জন্য  
 গ. জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য  
 ঘ. শিল্পীজীবনের সম্পূর্ণতার লক্ষ্যে
- নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:  
 ৪. ‘সাহিত্যে খেলা’ গ্রন্থের অনুচ্ছেদটির ‘জ্ঞানের কথা’র সমার্থক ভাব হল-  
 i. খবর প্রদান ii. পাঠকের মনচুড়ি  
 iii. মুখস্থবিদ্যা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক. i  
 খ. i ও ii  
 গ. ii ও iii  
 ঘ. i, ii ও iii
- ‘সাহিত্যে খেলা’ গ্রন্থটির অনুসারে নিচের কোনটি অনুচ্ছেদের মূলভাবের সঙ্গে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ?  
 ক. মনের শূন্যতা পূর্ণ করা সাহিত্যের লক্ষ্য  
 খ. কল্যাণ সাধন করা সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য  
 গ. প্রশংসা অর্জনের জন্য সাহিত্যের সৃষ্টি  
 ঘ. মনের সঙ্গে সম্পর্ক রচনা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য



## সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জন্মের কথা জানা হয়ে গেলে আর জানতে ইচ্ছে করে না-তা জেনে মনে আনন্দও জন্মে না। সূর্য পূর্বাকাশে ওঠে- এই তথ্য আমাদের মনে টানে না। কিন্তু সূর্যোদয়ে যে সৌন্দর্য ও দেখার আনন্দ তা সৃষ্টিকাল থেকে আজও বিন্যাস। এই সৌন্দর্য ও আনন্দানুভূতি পাঠক হৃদয়ে জাগিয়ে তোলার সাহিত্যের কাজ। পাঠ ও অনুধাবনের মাধ্যমে রসিক পাঠকের হৃদয়ে তা সঞ্চারিত হয়। রস গ্রহণে অসমর্থ লোকই সাহিত্যে সৌন্দর্য আনন্দানুভূতির পরিবর্তে আকৃষ্ট ও সঙ্কষ্ট খোঁজে। সাহিত্যে নির্মিত সৌন্দর্য-অনুভূতি যদি লোকহিত সাধন করে, তাহলে সাহিত্যের কুললক্ষণ নষ্ট হয় না। ওপু লোকহিতার্থে ও সঙ্কষ্টের জন্য প্রচেষ্টা সাহিত্যকে কুলত্যাগী করে, সাহিত্যিক শিককে রূপান্তরিত হন।

ক. 'রামায়ণ' কে রচনা করেছেন?

খ. 'অতি সস্তা খেলনা' কলতে কী বোঝানো হয়েছে?— ব্যাখ্যা কর।

গ. 'সাহিত্যের বধূমুখ্যত' হওয়ার বিষয়টি উপরের অনুচ্ছেদের কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে বুঝিয়ে দাও।

ঘ. 'শিক্ষা ও সাহিত্যের উদ্দেশ্য যে ভিন্নধর্মী'- বক্তব্যটি উপরের অনুচ্ছেদের কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে বলে তুমি মনে কর- উক্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

২. মানুষের একটি আশা-আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে নিজের অনুভূতি, উপলব্ধি অন্যের কাছে প্রকাশ করা। জয়নুল আবেদীনের মতো ছবি ঐক্যে, রবীন্দ্রনাথের মতো কবিতা-গান লিখে নিজ হৃদয়ানুভূতি ও রূপচেষ্টনা সে অন্য মনে ছড়িয়ে দিতে চায়। এভাবে সে জগতের সকল মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। চায় লক্ষ হৃদয়ের মধ্যে বেঁচে থাকতে। একাজ তখনই সফল হয়, যখন, রঙ-রঙ, আকারে-প্রকারে, ভাষার-সুরে, ছন্দে-ইচ্ছিতে নির্মূল রূপ বা অনুভূতি অন্যমনে প্রতিফলিত ও সঞ্চারিত করা যায়। এ কাজ যে পারে, শিল্পরাজ্যের সেই রাজা, সমাজ ধর্মের জ্ঞাতপাত, কর্তৃত্ব লেখানে একাকার।

ক. রোপার একটি শ্রেষ্ঠ ভাষ্যের নাম উল্লেখ কর।

খ. মানুষের সেহমনের সফল ক্রিয়ার মধ্যে কীভাবে শ্রেষ্ঠ কোন?— ব্যাখ্যা কর।

গ. প্রবন্ধে বর্ণিত 'ব্রাহ্মণশূত্রের' সমালোচিকার উপরের অনুচ্ছেদের কোন বক্তব্যে প্রতীয়মান হয়?— আলোচনা কর।

ঘ. উপরের অনুচ্ছেদের 'লক্ষ হৃদয়ের মধ্যে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা'- প্রবন্ধে বর্ণিত 'বিখ্যাতকের সঙ্গে লব্ধ পাতানোরই নামান্তর'-তোমার মতামত উপস্থাপন কর।

## সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

১. নিজের উদ্দেশ্যটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জনপ্রিয় কথাসাহিত্যী অণু রায়হানের আজ অনেক কথাই মনে পড়ছে। তিনি যখন তুলে পড়ার সময় তুলে ম্যাগাজিনের জন্য একটি পত্র জমা দিয়েছিলেন তখন অনেকের লেখা ছাপা হলেও তারটি ছাপা হয়নি। অথচ আজ তার লেখা না হলে নামী-দামী কাগজগুলোর সাহিত্য সম্পাদকদের মনই ভরে না। তার এ সাক্ষ্য একদিনে আসেনি। এ অন্য তাকে অনেক সাধনা করতে হয়েছে।

ক. মানুষের সেহমনের সফল প্রকার ক্রিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোনটি?

খ. সাহিত্য অগতে কোনোরূপ উচ্চ আশা নিয়ে প্রবেশ করা উচিত নয় কেন?

গ. অণু রায়হানের সাহিত্য চর্চার বিষয়টি 'সাহিত্যে বেলা' প্রবন্ধে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে?

ঘ. 'অণু রায়হানের লেখা না হলে নামী-দামী কাগজগুলোর সাহিত্য সম্পাদকদের মনই ভরে না'- 'সাহিত্যে বেলা' প্রবন্ধের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

## ১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) মানুষের সেহমনের সকল প্রকার ক্রিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে ক্রীড়া।

খ) সাহিত্য হচ্ছে একটি খেলার মাঠ। তাই খেলার মাঠে যেমন অ্যা-পরাজিত থাকতেই পারে তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও থাকতে পারে সফলতা বা ব্যর্থতা। মনের আনন্দে অনেকটা খেলার ছলেই সাহিত্য চর্চা করা উচিত। তাতে হয়তো একদিন সফলতা আসতে পারে। কিন্তু কেউ যদি উচ্চ আশা নিয়ে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করে তবে সেক্ষেত্রে তার পতনের যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে। কেননা, এ ধরনের উচ্চাকাঙ্ক্ষী কারো সাহিত্যকর্ম যদি পাঠকপ্রিয়তা না পায় তবে তার মনোবল ভেঙে যেতে পারে এবং তাতে করে তার ভেতরে লুক্কায়িত সম্ভাবনাও বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফলে তার পক্ষে আর কোনোদিনই স্বাভাবিক সাহিত্য চর্চাক্ষুণ্ণও সম্ভব হয় না। তাই এ জগতে কখনোই উচ্চাশা নিয়ে প্রবেশ করা উচিত নয়।

গ) লেখক প্রথম চৌধুরী তাঁর 'সাহিত্যে খেলা' গ্রন্থে দুশ্রেনির সাহিত্যিকের কথা বলেছেন। এক শ্রেনির সাহিত্যিক আছেন যারা অনেক উচ্চাশা নিয়ে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন। এসের কেউ কেউ সফল হলেও অনেকেই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন। আবার আরেক ধরনের সাহিত্যিক আছেন, যারা কোনোরূপ উচ্চাশা না নিয়ে অনেকটা খেলার ছলেই সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন। কালক্রমে দেখা যায়, এসেরই কেউ কেউ এক সময় বিখ্যাত সাহিত্যিক হয়ে ওঠেন। প্রথম চৌধুরীর দুটিভবি অনুযায়ী অপু রায়হান হচ্ছে শেফালিনের মতো। অপু রায়হান যখন স্কুল ম্যাগাজিনের জন্য গল্প জমা দেন তখন কিন্তু বিখ্যাত কোনো সাহিত্যিক হওয়ার জন্য তিনি তা করেননি। আবার অনেকের দেখা ছাশা হলেও নিজের দেখা ছাশা না হওয়ার তিনি কোনো হতাশাতেও ভোগেননি। বরং নিরমিত তিনি তার সাহিত্য চর্চা চালিয়ে গেছেন এবং এভাবেই এক সময় এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। লেখকের অজানি তিনি রাজরাজরনের মতো মিশে গেছেন।

ঘ) এমন একদিন ছিল যখন অপু রায়হানের দেখা তার স্কুল ম্যাগাজিনেই ছাশা হতো না। অথচ দীর্ঘ সাধনার পর তিনি এমন একজন অনগ্রসর ও নির্ভরযোগ্য লেখক হয়ে ওঠেছেন যে, তার দেখা না হলে পত্র-পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদকেরা তাদের বিশেষ লেখার পরিশোধলোকে অনেকটাই অপূর্ণ মনে করেন।

'সাহিত্যে খেলা' গ্রন্থে প্রথম চৌধুরী অপু রায়হানের মতো লেখকদের প্রসঙ্গেই বলেছেন, কোনোরূপ উচ্চ আশা নিয়ে সাহিত্য জগতে প্রবেশ না করে মনের আনন্দে অনেকটা খেলার ছলে এ জগতে প্রবেশ করলে এক সময় খ্যাতিমান হয়ে ওঠা সম্ভব। আর এটা যে সম্ভব অপু রায়হান ছিলেন তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এদিক থেকে আমরা বলতে পারি প্রথম চৌধুরী তাঁর 'সাহিত্যে খেলা' গ্রন্থে সাহিত্য চর্চার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে অত্যন্ত বুদ্ধিগতি ও সূচিন্তিত কিছু বিষয় তুলে ধরেছেন।

২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

কবি মুনিরুজ্জামান কেবল দেখালেখি নয়, ব্যাক্তিকীবনেও খুব কাব্যপ্রিয়। তিনি যখন তার বহু-বাঙ্গা বা সহকর্মীদের সাথে কথা বলেন, তখন প্রায়ই তাতে ছন্দ জুড়ে দেন। অনেক সাধারণ কথাই কবিতার ভঙ্গিমায় বলা তার একটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এ জন্য অনেকেই তাকে বঙ্গাব কবি বলে ডাকেন।

ক. রোদ্যা কে ?

খ. 'সাহিত্যে খেলা' গ্রন্থে রোদ্যার প্রসঙ্গ টানা হয়েছে কেন?

গ. রোদ্যাঁর সাথে মুনিরুজ্জামানের কী ধরনের মিল রয়েছে?— ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'অনেক সাধারণ কথাই কবিতার ভঙ্গিমায় বলা তার একটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে'— 'সাহিত্যে খেলা' গ্রন্থের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

## ২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) রোদ্যাঁ অগাধিখ্যাত একজন ফরাসি অক্ষর।

খ) যারা সত্যিকারের সাহিত্যিক তারা সাহিত্যে শিল্পের খেলা খেলে থাকেন। এর জন্য বিশেষ কোনো সময়-সুযোগের দরকার হয় না। যখন তখন মনের আনন্দেই তারা এ কাজটি করেন। অগাধভাবে করসি আনন রোদাও ছিলেন একজন জ্ঞাতশিল্পী। যখন তখন হাতের কাছে কাঁচা পেলেই তা দিয়ে তিনি মাটির পুতুল তৈরি করে ফেলতেন। এটা ছিল তার এক ধরনের খেলা। এ খেলা খেলতে খেলতেই তিনি অনেক বিখ্যাত জগৎ নির্মাণ করে অগাধভাবে হয়ে ওঠেন। এ জন্যেই 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধ তাঁর প্রশংসিত টেনে প্রকৃত সাহিত্যিকদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে।

গ) রোদা যেমন যখন তখন হাতে কাঁচা নিয়ে পুতুল তৈরি করে ফেলতেন মুনিরজ্জামানও তার বস্তু-বাক্য বা সহকর্মীদের সাপে কথা বলার সময় যখন তখন ছন্দ ব্যবহার করে এক ধরনের কাব্যময়তা সৃষ্টি করতেন। রোদাও ছিলেন একজন অগাধভাবে ভাবের আর মুনিরজ্জামান ছাড়া একজন কবি। দুজন শিল্পের দুটি আলাদা শাখার বিচরণ করলেও বস্তুবোধভাবে তাদের মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে। মনের আনন্দে অনেকটা খেলার ছন্দেই তারা তাদের শিল্পকর্মগুলো সৃষ্টি করেন।

ঘ) কবি মুনিরজ্জামান ও ফরাসি ভাষার রোদার মতো তারা সত্যিকারের শিল্পী তারা মনের আনন্দে অনেকটা খেলার ছন্দেই তাদের শিল্পকর্মগুলো নির্মাণ করেন। এ জন্যে তাদের বিশেষ কোনো সময় বা সুযোগের জন্য অশেষ করতে হয় না। তাদের শিল্প সৃষ্টির পেছনে বিখ্যাত হওয়ার কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকে না, বরং কাজ করতে করতেই এক সময় তারা বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। শিল্প সৃষ্টি তাদের একটি সহজাত বস্তুবোধ বিষয়। আর এ সহজাত বস্তুবোধ বিষয়টিই তাদের শিল্পবোধ হিসেবে কাজ করে। আর এই শিল্পবোধই এক সময় তাদের মহৎ শিল্পের স্রষ্টা করে তোলে। তারা সার্থক শিল্পী হিসেবে জগতে অমর হয়ে থাকেন। রোদার মতো অনেকেই এভাবে অমর হয়ে আছেন। উদ্দীপকের কবি মুনিরজ্জামান অমর হয়ে থাকবেন।

প্রাথমিক প্রথম চৌধুরী তাঁর 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে যথার্থভাবেই শিল্পীদের শিল্প নির্মাণের সহজাত ও বস্তুবোধ বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন।

৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আজ শুক্রবার। সাপ্তাহিক ছুটির দিন। অসিম সাহেব এদিন সাধারণত বাসায়ই থাকেন। জ্যেষ্ঠের দুপুরে প্রচণ্ড গরম থেকে বাঁচতে একটি প্রশান্তির জন্য তিনি বারান্দায় এসে বসলেন। সামনেই একটি খোলা জায়গা। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহ উপেক্ষা করে সেখানে একদল ছেলে ক্রিকেট খেলেছে। তবে এ খেলার মধ্যে প্রচলিত ছিঁদ-কানুনের কোনো বালাই নেই। মাঠেরও নেই কোনো সীমারেখা। খেলায় ছড়া ও আউট করারও কোনো প্রতিযোগিতা নেই। কিন্তু, তারপরও ছেলেগুলো এতেই যে কী আনন্দ পাচ্ছে তা বলে বোঝানো যায় না। এসব দেখতে দেখতেই অসিম সাহেব কল্পনার পাখায় ভর করে তার ছেলেবোলায় হারিয়ে গেলেন।

ক. পৃথিবীতে একমাত্র কোথায় ব্রাফন-শুন্সের পার্বত্য নেই?

খ. মানুষের দেহমনের সকল ক্রিয়ার মধ্যে কীভাবে শ্রেষ্ঠ কেনা?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ছেলেদের ক্রিকেট খেলার বিষয়টি 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে?

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সাহিত্য চর্চার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথম চৌধুরীর অভিমত বিশ্লেষণ করো।

### ৩.মং প্রশ্নের উত্তর

ক) পৃথিবীতে একমাত্র খেলার মাঠে ব্রাফন-শুন্সের পার্বত্য নেই।

খ) মানুষের দেহের যত প্রকার ক্রিয়া রয়েছে তার মধ্যে কীভাবে শ্রেষ্ঠ। কেননা কীভাবে উদ্দেশ্যবাহীন। খেলাধুলার আনন্দ ব্যতীত অন্য কোনো ফল লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে না। কীভাবে ব্যতীত অন্য যেকোনো কর্মে কোনো না কোনো ফল লাভের আকাঙ্ক্ষা বা উদ্দেশ্য থাকলেও মানুষ শুধু নিজের মনের আনন্দের জন্যই খেলাধুলা করে। এ খেলার একমাত্র আনন্দ লাভ ছাড়া অপর মনোরঞ্জন করা অথবা কোনো বৈয়াক্ষিক প্রত্যাশা থাকে না। তাই সত্য প্রকৃত ক্রিয়ায় মনো প্রাথমিক কীভাবে শ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করেছেন।

গ) প্রথম চৌধুরী তাঁর 'সাহিত্যে বেলা' গ্রন্থকে সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে নিজস্ব কিছু মহামত তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, সাহিত্য একটি বিপুল শিল্পকর্ম। যে শিল্পকর্মের মূল থাকে নিরর্থক আনন্দ। এর পেছনে ফল লাভের মতো কোনো সাক্ষীর্ষ উদ্দেশ্য থাকে না। মানুষ তার মনের আনন্দে অন্তরাছাড়ার স্বার্থ থেকে এটা সৃষ্টি করেন এবং পাঠক যোচ্ছায় ও সানন্দে এটি পাঠ করেন। এর পেছনে আনন্দ ব্যতীত অন্য কোনো ফল লাভের আশা থাকে না। যদি থাকে তবে তা সাহিত্য হয় না; তা হয় অপসাহিত্য।

উদ্দীপকের ছেলেগুলো কোনো ধরনের নিয়ম-কানুন অনুসরণ না করে ত্রিকোণে বেলা যে আনন্দ পাচ্ছে, জয়-পরাজয় বা ছুটা-চালের প্রতিযোগিতা হলে তারা কিছু এতেটা আনন্দ পেতো না। এ কারণেই প্রথম চৌধুরী তার গ্রন্থকে সাহিত্যকে বেলায় মাঠের সাথে তুলনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে স্পষ্টতই তিনি বলেছেন, যেখানে ফল লাভের আশা থাকে সেখানে কখনো নির্মল আনন্দ থাকে না। তাই লেখনি ধারণ করে যারা কোনো ধরনের ফল চাখে ব্রতী হন, তারা কখনো প্রকৃত সাহিত্যের ব্রতী হতে পারেন না। তারা হন বেলায় নির্মল।

ঘ) আধুনিক বাংলা সাহিত্যে চলিত পদ্যরীতির প্রবর্তক প্রথম চৌধুরী। 'সাহিত্যে বেলা' তাঁর একটি বহুল আলোচিত গ্রন্থ। এ প্রবন্ধে সাহিত্য চর্চার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি তাঁর মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

প্রত্যেক শিল্পের বেলায় একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে তেমনি সাহিত্যেরও তা রয়েছে। লেখকের মতে, সাহিত্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে আনন্দ দেয়া; কারণ মনোরঞ্জন করা নয়। মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে সাহিত্য সৃষ্টির বিঘরণিকে তিনি সমর্থন করেন না। কারণ মনোরঞ্জনের জন্য সাহিত্যের নামে যা সৃষ্টি হয়, তা প্রকৃত সাহিত্য নয়। তা এক ধরনের বেলায়। এ বেলায় দিয়ে অন্যকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব হলেও যিনি এটা পড়েন, তিনি কখনো সন্তুষ্ট হতে পারেন না।

এ কারণেই প্রথম চৌধুরী সাহিত্যকে বেলায় বিপরীতে বেলায় মাঠের সাথে তুলনা করেছেন। যেখানে উটু-নীচ ও ধর্ম-বর্ণের বিভেদ ঘুরিয়ে মানুষ কেবল নির্মল আনন্দের জন্য বেলা করেন। তাদের এ বেলায় হয় উদ্দেশ্যহীন। ফলে এতে কোনো ব্যক্তিত্ব চাপ থাকে না। থাকে শুধু নির্মল ও নির্ভেজাল আনন্দ। উদ্দীপকের ছেলেগুলো কোনো ধরনের জয়-পরাজয় বা কোনো ত্যোচ্ছা না করে ত্রিকোণে বেলা যে আনন্দ পাচ্ছে তা জয়-পরাজয় নির্ধারণী কোনো বেলায় কল্পনাও করা যায় না। একইভাবে যে সাহিত্যের মাধ্যমে ফল লাভের প্রত্যাশা থাকে, সেখানেও জয়-পরাজয়ের আশঙ্কা থাকে। আর যেখানে জয়-পরাজয়ের আশঙ্কা থাকে, সেখানে সবাই মিলে এক সাথে নির্মল আনন্দ উপভোগ করতে পারে না। এ কারণেই তিনি সাহিত্যকে উদ্দেশ্যহীন বেলায় সাথে তুলনা করেছেন। তাঁর মতে, যিনি লেখনি ধারণা করে সাহিত্যের মধ্যে নিজে বেলা না করে অপরের জন্য বেলায় তৈরি করেন, তিনি কখনোই প্রকৃত সাহিত্যিক হতে পারেন না।

৪. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

নঈম মোতকরা একজন পাঠকগির সৃজনশীল লেখক। আর্থিকভাবে তিনি কিছুটা অসচ্ছল হলেও এ নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা নেই। একবার এক প্রাণ্ডাবাণী প্রকাশনা সংস্থা থেকে তার কাছে নবম শ্রেণির বাংলা গাইড বই লেখার প্রস্তাব আসে। সংসারের আর্থিক দুরবস্থা লাঘবের একটি সম্ভাবনা দেখে তার ত্রী এতে খুশি হলেও বিনায়ের সাথে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

ক. সাহিত্যরাজ্যে বেলায় গেয়ে পাঠকের কী হতে পারে?

খ. সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য 'অধর্মচ্যুত' হয়ে পড়ে কেন?

গ. নঈম মোতকরার মতো লেখকদের বিঘরণটি 'সাহিত্যে বেলা' গ্রন্থের কীভাবে আলোচিত হয়েছে?

ঘ. লেখালেখির ব্যাপারে নঈম মোতকরার দৃষ্টিভঙ্গিটি 'সাহিত্যে বেলা' গ্রন্থের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

### ৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) সাহিত্যরাজ্যে বেলায় গেয়ে পাঠকের মনস্ত্রুটি হতে পারে।

ব) সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলেই সাহিত্য 'অধর্ম্যুত' হয়ে পড়ে। কেননা, সাহিত্য হচ্ছে অন্ধরাঙ্গার স্মৃতি। তার একমাত্র ফল হলো আনন্দ। তাই নিজের মনের আনন্দে খেলার জগে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না, তা প্রকৃত সাহিত্য নয়। তা এক ধরনের বেলা না। এ বেলা গৈরী পাঠক তৃপ্ত হতে পারেন। কিন্তু এটা গড়ে কোনো লেখক তৃপ্ত হতে পারেন না। লেখক যদি স্বাধীনভাবে তার মনের কথাগুলো তার সাহিত্যকর্ম তুলে ধরতে না পারেন তবে সেটা কোনো অবস্থাতেই সত্যিকারের কোনো সাহিত্য নয়।

গ) লেখক প্রথম সৌধুরী তাঁর 'সাহিত্যে বেলা' প্রবন্ধে মুরেশ্বরের সাহিত্যিকের কথা বলেছেন। এক শ্রেণির সাহিত্যিক আছেন যারা সমাজের মনোরঞ্জনের জন্য বা বিশেষ কোনো ফল লাভের আশায় সাহিত্য সৃষ্টি করেন। অপর শ্রেণি সাহিত্য সৃষ্টি করেন মনের আনন্দে। অন্ধরাঙ্গার স্মৃতিই তাদের সাহিত্য সৃষ্টির মূল প্রেরণা।

নঈম মোতকর হচ্ছেন এই শেষোক্তদের দলে। তিনি তার মনের আনন্দে সৃজনশীল সাহিত্য রচনা করেন। তাই প্রকাশনা সংস্থা থেকে তার কাছে যখন পাইন্ড বই লেখার প্রস্তাব আসে তখন অধিকন্তবে যথেষ্ট লাভবান হওয়ার সুযোগ থাকার পরও কিয়তের সাথে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

ঘ) লেখালেখির ব্যাপারে নঈম মোতকর সৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে একজন প্রকৃত সাহিত্যিকের মতো। 'সাহিত্যে বেলা' প্রবন্ধের লেখক প্রথম সৌধুরীর মতে তারাই প্রকৃত সাহিত্যিক যারা কোনোরূপ ফলের আশায় কিংবা করে মনোরঞ্জনের জন্য লেখনি ধারণ করেন না। তারা লেখনি ধারণ করেন মনের আনন্দে অনেকটা বেলায় হলে।

তাদের সাহিত্যকর্ম সমাজ বা ব্যক্তিবিশেষের মনোরঞ্জনের জন্য ব্যবহৃত হয় না। তাদের সাহিত্য ব্যবহৃত হয় মানুষের মনে অপার আনন্দ দানের জন্য। এ ধরনের সাহিত্যিকরা অর্থের পেছনে ছুটেন না। নিজের স্বকীয়তাকে বিসর্জন দিয়ে কারো বিশেষ চাহিদা পূরণের জন্যেও লেখনি ধারণ করেন না। এদিক থেকে নঈম মোতকর নিঃসন্দেহে একজন সার্থক, সফল ও প্রকৃত সাহিত্যিক।

৫. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ছাত্রজীবনে রাজনীতি করার সুবাদে পাস করার সাথে সাথেই বশির আহমেদের একটি ভালো চাকরি হয়ে যায়। জীবনে লেখালেখি করার অভ্যাস না থাকলেও সরকারকে খুশি করার জন্য সরকার প্রধানের উপর বিভিন্ন পরিকায় প্রকাশিত লেখা সংগ্রহ করে নিজের সম্পাদনায় সে একটি বই প্রকাশ করে। অনেকেরই নিজের নেতৃত্বাধীন প্রমাণ করার জন্য এ বইটি কিনতে ছমস্ত্রি খেতে পড়ে। বশির আহমেদ রাতরাতি হিরো বনে যায়। কিন্তু কয়েক বছর পর দেশের সরকার পরিবর্তন হলে তার এ বইটি আর বাজারে বিক্রি হয় না।

ক. কোনোরূপ কার্য উদ্ধারের অভিপ্রায়ে যারা লেখনি ধারণ করেন তারা মিসের মর্ম বোঝেন না ?

খ. কারো মনোরঞ্জন করা সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয় কেন?

গ. বশির আহমেদ সম্পাদিত বইয়ের ব্যাপারে লেখক প্রথম সৌধুরী তাঁর 'সাহিত্যে বেলা' প্রবন্ধে কী ধরনের মনোস্তব প্রকাশ করেছেন?

ঘ. 'এ বইটি আর বাজারে বিক্রি হয় না' - 'সাহিত্যে বেলা' প্রবন্ধের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

### ৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কোনোরূপ কার্য উদ্ধারের অভিপ্রায়ে যারা লেখনি ধারণ করেন তারা মিসের মর্ম বোঝেন না।

খ) একজন সাহিত্যিক কোনোরূপক অজ্ঞাবহাবে থেকে সাহিত্য সৃষ্টি করেন না। তিনি তার মনের পূর্ণতা থেকেই সাহিত্য সৃষ্টি করেন। তাই কেউ যদি কারো মনোরঞ্জন করার জন্য কোনো সাহিত্য সৃষ্টি করেন তবে তা সাহিত্য না হয়ে এক ধরনের খেলা হয়ে ওঠে।

এসব অপসাহিত্য দীর্ঘদিন পাঠক সমাজে টিকে থাকতে পারে না। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এক সময় তা কালের আবর্তে হারিয়ে যায়। তাই কখনোই কারো মনোরঞ্জন করা কোনো প্রকৃত সাহিত্যের উদ্দেশ্য হতে পারে না।

## সাহিত্যে খেলা

গ) সাহিত্য হচ্ছে মানবাহার খেলা। মানুষ তার মনের আনন্দে খেলার ছলেই এ সাহিত্য সৃষ্টি করে থাকেন। সাহিত্যিকরা জগৎজিক কোনো অভাববোধ থেকে সাহিত্য সৃষ্টি করেন না। নিজের মনের পূর্ণতা থেকেই তাদের সাহিত্য সৃষ্টি হয়। যারা কোনো বিশেষ ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সমাজের মনোরঞ্জন করার জন্য সাহিত্য সৃষ্টি করেন তাদের সে সৃষ্টি সাহিত্য না হয়ে খেলনা হয়ে ওঠে। শিশুরা যেমন নুদিন পর পুরনো খেলনা খেতে নতুন খেলনা নিয়ে মেতে ওঠে এ ধরনের অপসাহিত্যের অশোণ্ড ঠিক একই ঘটনা ঘটে। বশির আহমেদ সম্পাদিত বইটির খেত্রেও ঠিক তাই ঘটেছে। ‘সাহিত্যে খেলা’ গ্রন্থে লেখক প্রথম চৌধুরী অত্যন্ত চমৎকারভাবে এ বিষয়টিই তুলে ধরেছেন।

ঘ) সাহিত্য হচ্ছে অপর রসের আধার। সাহিত্য মানুষের মনকে আধিয়ে তোলে তাকে আনন্দে ভরে দেয়। যে সাহিত্য এ কাজ করতে পারে না তা প্রকৃত সাহিত্য নয়। যে সাহিত্য মানুষকে নির্মল আনন্দ দানের পরিকর্তে বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মনোরঞ্জন করে তাকে আর যাই হোক সাহিত্য বলা যায় না। যিনি কোনো বিশেষ ফলা লাভের আশায় কাউকে খুশি করার জন্য লেখনি ধারণ করেন, তার হাত নিয়ে যা সৃষ্টি হয় তা সাহিত্য নয়; খেলনা। এসব খেলনা কখনো দীর্ঘস্থায়ী হয় না। প্রয়োজন ফুরালে নুদিন পর পাঠক তা ছুঁড়ে ফেলে।

বশির আহমেদ সম্পাদিত বইটির খেত্রেও ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে। বাক্য তেজোমোদ করার জন্য বইটি প্রকাশ করা হয় তার ক্ষমতা থাকাকালে বইটি প্রচুর বিক্রি হলেও ক্ষমতা চলে যাওয়ার পর বইটির আর কোনো ক্রেতা পাওয়া যায় না। তবে এ বইটির যদি সাহিত্যমূল্য থাকতো তবে এর জাগ্যে এ ধরনের পরিস্থিতি ঘটতো না। কে ক্ষমতায় থাকতো বা না থাকতো তা দিয়ে নির্ধারিত হতো না তার পাঠকপ্রিয়তা বা বিক্রির সংখ্যা। পাঠক বেছায় এর সাহিত্য রস পান করার জন্য সব সময়েই এ বইটি কেনার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাতো। তাই আমরা বলতে পারি, এ সম্পর্কে লেখক প্রথম চৌধুরী যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা সর্বদ্যেই সত্য।

## ৬. নিচের উল্লীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জহিদ হাসান একজন উপন্যাসিক। একটি বিশেষ শ্রেণি ও বয়সের পাঠকদের কথা চিন্তা করে তিনি তার উপন্যাসগুলো লেখেন। ফলে তার উপন্যাসগুলো সব শ্রেণির পাঠকদের আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু তারপরও বাজারে তা প্রচুর বিক্রি হয়। এক শ্রেণির পাঠকদের মনোরঞ্জন করে অর্থ উপার্জন করাই তাঁর সাহিত্য রচনার মূল উদ্দেশ্য। সাহিত্যিক হিসেবে তিনি তার সাহিত্যের শিল্পমান নিয়ে কখনো চিন্তা করেন না।

ক. সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য কী?

খ. মন উত্তেজিত ও উঠতে চায়, নীচুতেও নামতে চায়— কেন?

গ. জহিদ হাসান এর সাহিত্য রচনার বিষয়টি ‘সাহিত্যে খেলা’ গ্রন্থে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে— ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘তিনি তার সাহিত্যের শিল্পমান নিয়ে কখনো চিন্তা করেন না’- উক্তিটি ‘সাহিত্যে খেলা’ গ্রন্থের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

## ৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সকলকে আনন্দ দেয়া।

খ) ‘সাহিত্যে খেলা’ গ্রন্থে মানুষের মন সম্পর্কে লেখকের পঞ্জীর অঙ্কনটি প্রতিফলিত হয়েছে। বস্তুত মানুষের মন বড় বিচিত্র। অনেক চিন্তাবিদ মানুষের মনকে একটা অঙ্ককার ঘরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অঙ্ককার ঘর যেমন রহস্যজনক, তার কোণার কী আছে তা কী মুশকিল, তেমনি মানুষের মনও বড় রহস্যময়। এ মন কখন কী চায়, কী বলে তা বোঝা খুব কঠিন। তবে সাধারণ মানুষের মন বাস্তবে এমন নয়; অনেকটা গতিহীন। তারা যেখানে আছে সেখানেই থাকতে চায়। তারা সামনেও এগুতে চায় না, আবার পেছনেও যেতে চায় না। তবে মাঝে-মাঝে কখনো পাখার আঁক করে তারা সব আরগীর ঘুরে আসে। এদ্যই লেখক বলেছেন, মানুষের মন উত্তেজিত ও উঠতে চায় আবার নীচুতেও নামতে চায়।

## সাহিত্যে খেলা

গ) প্রথম চৌধুরী তাঁর 'সাহিত্যে খেলা' গ্রন্থে সাহিত্য চর্চার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, সে অনুযায়ী উদ্দীপকের জাহিদ হাসানের সাহিত্য চর্চার আদর্শ ও উদ্দেশ্যের যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

প্রথম চৌধুরী এর মতে, সাহিত্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে সবাইকে আনন্দ দান করা, কারও মনোরঞ্জন করা নয়। একমাত্র আনন্দের জন্যই সাহিত্য রচনা করা উচিত। যারা আঁপটিক কোনো উদ্দেশ্য সাধনের আশায় সাহিত্য সৃষ্টি করেন তারা প্রকৃত সাহিত্যিক নন। তাদের হাতে সৃষ্ট সাহিত্য 'বন্দুত' হয়ে পড়ে। সেসব সাহিত্য সাহিত্যের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে পথভ্রষ্ট হয়। ফলে তাদের তৈরি সাহিত্য হয়ে যায় ছেলের হাতের খেলনা। যে খেলনা তৈরি করুনো সাহিত্যের উদ্দেশ্য হতে পারে না। কারণ খেলনার আবেদন ক্ষণকালীন। পঞ্চদশের সাহিত্যের আবেদন চিরস্থায়ী। এ কালের পাঠক সাধারণ জনগণ। তাই সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন করতে হবে সাহিত্যের নামে সত্তা খেলনা তৈরি করতে হয়। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে কোনো লেখক যদি সে খেলনা তৈরি করেন, তবে তিনি নিতান্ত সাহিত্যের উদ্দেশ্য হতে বিচ্যুত হবেন। উদ্দীপকের জাহিদ হাসান সাহিত্যের নামে এসব খেলাই তৈরি করছেন। প্রথম চৌধুরী তাঁর 'সাহিত্যে খেলা' গ্রন্থে অত্যন্ত চমকেবারেভাবে এ বিষয়টিই ফুটিয়ে তুলেছেন।

জাহিদ হাসান একজন উপন্যাসিক। অর্থ প্রাপ্তির আশায় প্রতিবছরই মেসার জন্ম তিনি উপন্যাস লেখেন। তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে এক শ্রেণির পাঠকের মনোরঞ্জন করা। ফলে সাহিত্যের নামে সত্তা খেলনা তৈরি করে তিনি একটি বিশেষ শ্রেণির পাঠকেরা মন আকর্ষণ করেন, যা কখনোই সাহিত্যের উদ্দেশ্য হতে পারে না। যার ফলে উদ্দীপকের জাহিদ হাসানের সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্যের সাথে প্রথম চৌধুরী তাঁর 'সাহিত্যে খেলা' গ্রন্থে আদর্শ সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাঁর সাথে কেবল বৈসাদৃশ্য নয়, এক ধরনের বৈপরীত্যও লক্ষ করা যায়। তাই এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, যে লেখক সাহিত্য ক্ষেত্রে ফলের চাষ করতে প্রবৃত্তি হন, তিনি যেমন গীতের মর্ম বোঝেন না, তেমনি গীতার ধর্মও বোঝেন না।

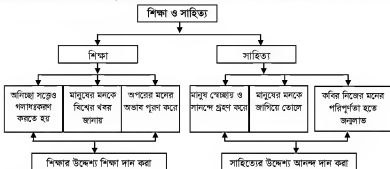
ঘ) উদ্দীপকের জাহিদ হাসান একজন উপন্যাসিক। অর্থ প্রাপ্তির আশায় এক শ্রেণির পাঠকের মনোরঞ্জন এর জন্য তিনি সাহিত্য রচনা করেন। যার কারণে তাঁর উপন্যাস সব শ্রেণির পাঠকদের আকর্ষণ করতে না পারলেও এক শ্রেণির পাঠকের কাছে প্রচুর বিক্রি হয় এবং তিনি তার প্রত্যাশা অনুযায়ী অর্থ লাভ করেন। এসব উদ্দেশ্যমূলক লেখায় শিল্পমানের ঘাটতি থাকলেও এ নিয়ে জাহিদ হাসানের কোনো মতাবলম্বী নেই। এক শ্রেণির পাঠকদের মনোহরণের জন্যই তিনি লেখেন। প্রথম চৌধুরী তাঁর 'সাহিত্যে খেলা' গ্রন্থে এ ধরনের সাহিত্য চর্চার উদ্দেশ্য সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতনতা মন্তব্য করেছেন।

প্রথম চৌধুরী মনে করেন, সাহিত্যের উদ্দেশ্য সবলকে আনন্দ দান করা, কারও মনোরঞ্জন করা নয়। কোনো রকম ফলাফলের প্রত্যাশা ছাড়া নিছক আনন্দের জন্যই সাহিত্য চর্চা করা উচিত। প্রাপ্তির প্রত্যাশা সাহিত্য চর্চার আদর্শকে সঙ্কুচিত ও কলঙ্কিত করে। তিনি মনে করেন, কবির কাব্য সৃষ্টির সাথে শ্রুতির বিধ সৃষ্টির একটি সাদৃশ্য রয়েছে। সৃষ্টিকর্তার কোনো অজ্ঞান না থাকলেও তিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন কেবল খেলার জন্য। অর্থাৎ সৃষ্টি তার লীলামাত্র। কবির সৃষ্টিও অনুরূপ। তাঁর কাব্য সৃষ্টির মূলেও কোনো অজ্ঞান দূর করা কিংবা আঁপটিক প্রাপ্তির প্রত্যাশা থাকে না। অন্তরাঙ্গার সৃষ্টি থেকেই সাহিত্য কিংবা কাব্যের সৃষ্টি এবং তাঁর ফলস্বরূপই লাভ হয় আনন্দ।

কারও মনোরঞ্জন করা কিংবা শিক্ষাদান সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়। কারণ ব্যক্তি বা সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য হয়ে পড়ে 'বন্দুত'। হাততালি বা বাহবা পাওয়া সাহিত্যের উদ্দেশ্য হতে পারে না। সাহিত্যরাজ্যে খেলনা পেয়ে পাঠকেরা মনস্ত্রষ্টি হতে পারে, কিন্তু তা গড়ে লেখকের মনস্ত্রষ্টি হতে পারে না। কারণ পাঠক সমাজ যে খেলনা আজ আদর করে, কাল সেটিকে ভেঙে ফেলে। একারণেই সেসব সত্তা সাহিত্য আজ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে কাল তা আবার হারিয়ে যাচ্ছে। এসব সাহিত্যের মধ্যে সাহিত্যের মৌলিক উপাদান না থাকতেই এমনটি হয়।

প্রবন্ধকার তাঁর 'সাহিত্যে খেলা' গ্রন্থে এ ধরনের সাহিত্যিক সম্পর্ক বলেছেন, সাহিত্যে আর বা-ই করো মনোরঞ্জনের চেষ্টা করো না। উদ্দীপকের জাহিদ হাসান মনোরঞ্জনের সামর্থ্য তৈরি করে এক শ্রেণির পাঠকের মনস্ত্রষ্টি করেছেন, সাহিত্যের শিল্পমূল্য সম্পর্কে চিন্তা করেন নি। ফলে তার সাহিত্যে চিরস্থায়ী আবেদন সৃষ্টি হয়নি। তাই কালের গর্ভে এক সময় তা হারিয়ে যাবে।

৭. নিচের সারণিটি লক্ষ্য কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



ক. কবির কাজ কী?

খ. শিক্ষা ও সাহিত্যের ধর্ম-কর্ম এক নয় কেন? বুঝিয়ে লেখ।

গ. সারণিটি 'সাহিত্যে খেলা' গ্রন্থের সাথে কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ বলে তুমি মনে কর?— ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'সাহিত্যের উদ্দেশ্য আনন্দ দান করা, শিক্ষা দান করা নয়।'— উদ্দীপক ও 'সাহিত্যে খেলা' গ্রন্থের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

### ৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কবির কাজ কাব্য সৃষ্টি করা।

খ) 'সাহিত্যে খেলা' গ্রন্থে প্রথম চৌধুরী শিক্ষা ও সাহিত্যকে স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেছেন। শিক্ষাকে মানুষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে, অমৃতের মতো সাহিত্য বা কাব্যরস সকলে খেয়াল ও সান্দশে পান করে। এছাড়া শিক্ষা মানুষের মনকে বিষের খবর জানালেও সাহিত্য মানুষের মনকে জাগায়। অপরের মনের অজ্ঞাব পূরণ করার হাতে শিক্ষকের হাতে শিক্ষা অনুশীলিত করলেও কবির নিজের মনের পরিপূর্ণতা হতেই সাহিত্যের জন্ম। তাই ধর্ম-কর্মের দিক থেকে শিক্ষা ও সাহিত্য কখনোই এক নয়।

গ) প্রথম চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের চলিত গদ্য রীতির অগ্রগণ্য। 'সাহিত্যে খেলা' গ্রন্থে তিনি বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে মন্তব্য করেছেন।

সারণিটি 'সাহিত্যে খেলা' গ্রন্থের বিষয়বস্তুর আলোকে তৈরি করা হয়েছে। সারণিটিতে শিক্ষা ও সাহিত্যকে পাশাপাশি প্রতিস্থাপন করে তার একটি তুলনামূলক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এখানে শিক্ষা ও সাহিত্যের উদ্দেশ্য কর্তব্যের পাশাপাশি এদের পার্থক্যও নির্দেশ করা হয়েছে। লোকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও শিক্ষা গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হলেও কাব্যরস সান্দশে পান করে। শিক্ষা মানুষের মনকে বিষের খবর জানালেও সাহিত্য মানুষের মনকে জাগিয়ে তোলে। অপরের মনের অজ্ঞাব পূরণের উদ্দেশ্যে শিক্ষার জন্ম হলেও কবির মনের পরিপূর্ণতা হতেই সাহিত্যের উৎপত্তি। এর একটি অর্থটি শিক্ষা জ্ঞানদান করলেও অপরটি অর্থটি সাহিত্য আনন্দ দান করে।

শিক্ষা ও সাহিত্যের উদ্দেশ্য এবং এদের প্রকৃতি কর্তব্যের দিক নিয়ে সারণিটি 'সাহিত্যে খেলা' গ্রন্থের সঙ্গে সাম্পূর্ণভাবেই সঙ্গতিপূর্ণ।



ঘ) 'সাহিত্যে খেলা' গ্রন্থে প্রথম চৌধুরী সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে হতামত প্রদান করেছেন। যে কোনো তত্ত্ব ও নির্দেশনাকে অগ্রাহ্য দেয়ার পাশাপাশি আনন্দ দান করাই যে সাহিত্যের প্রধান কাজ এ সম্পর্কেও তিনি সুস্পষ্ট মন্তব্য প্রদান করেছেন। প্রথম চৌধুরী তাঁর 'সাহিত্যে খেলা' গ্রন্থে সাহিত্যের বানা দিক নিয়ে দিক-নির্দেশমূলক হতামত প্রকাশ করেছেন। কোনো রূপ উদ্দেশ্য দিয়ে সাহিত্য রচনাতে প্রবেশ করা উচিত নয় বলেও তিনি মত প্রকাশ করেছেন। তিনি এমনও মন্তব্য করেছেন যে, সাহিত্যে যিনি ফল লাভের আশায় অংশগ্রহণ করেন, তিনি যেমন গীতার মর্ম বোঝেন না তেমনি গীতের মর্মও বোঝেন না। কেননা, সাহিত্য হচ্ছে এমনই নিষ্কাম কর্ম যার মধ্য দিয়ে জগৎজিক সব ধরনের মোহ থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব। সমস্ত কারণেই সাহিত্যের উদ্দেশ্যও হবে সবকাকে আনন্দ দান করা; শিক্ষা দান করা নয়। যদিও অলোচনা, সমালোচনা, সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্য উপলব্ধির মধ্য দিয়ে জ্ঞান লাভ সম্ভব। তাইও সর্বাসরি শিক্ষাদান করা সাহিত্যের রীতি বিরুদ্ধ কাজ। সাহিত্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে আনন্দ দান করা; শিক্ষাদান করা নয়। সারগিরি এ বিষয়টি সম্পর্কে 'সাহিত্যে খেলা' গ্রন্থে প্রথম চৌধুরীর সুস্পষ্ট মন্তব্য— 'সাহিত্যের উদ্দেশ্য সবকাকে আনন্দ দেওয়া, কারও মনোরঞ্জন করা নয়।' সমস্ত কারণেই মন্তব্যটি সাহিত্যে খেলা গ্রন্থের আলোকে তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে।

### ● বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. প্রথম চৌধুরী কত সালে জন্মগ্রহণ করেন ?

- |              |              |
|--------------|--------------|
| কি ১৮৬৭ সালে | খ ১৮৬৮ সালে  |
| গি ১৮৬৯ সালে | ঘি ১৮৭০ সালে |

২. প্রথম চৌধুরী কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?

- |             |            |
|-------------|------------|
| কি কলকাতায় | খি ঢাকায়  |
| গি যশোরে    | ঘি পাবনায় |

৩. প্রথম চৌধুরীর পৈতৃক নিবাস—

- |            |            |
|------------|------------|
| কি ঢাকায়  | খি পাবনায় |
| গি বরিশালে | ঘি রাণুরে  |

৪. প্রথম চৌধুরীর ছদ্মনাম —

- |           |             |
|-----------|-------------|
| কি কালকূট | খি বীরকল    |
| গি বনমূল  | ঘি নীলগোহিত |

৫. প্রথম চৌধুরীকে কলা হয় -

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| কি সাহিত্য সন্মিতি         | খি উপন্যাসের জনক      |
| গি চলিত গদ্যরীতির প্রবর্তক | ঘি সাধুরীতির প্রবর্তক |

৬. 'সবুজপত্র' পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় -

- |              |              |
|--------------|--------------|
| কি ১৯১০ সালে | খি ১৯১২ সালে |
| গি ১৯১৪ সালে | ঘি ১৯১৬ সালে |

৭. প্রথম চৌধুরী কোন মাসিক পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন ?

- |             |             |
|-------------|-------------|
| কি অরতী     | খি সবুজপত্র |
| গি দিকদর্শন | ঘি বরদর্শন  |

৮. 'সাহিত্যে খেলা' কোন ধরনের রচনা ?

- |            |             |
|------------|-------------|
| কি ছোটগল্প | খি গ্রন্থ   |
| গি উপন্যাস | ঘি রম্যরচনা |

৯. 'সাহিত্যে খেলা' গ্রন্থটি সবুজপত্র পত্রিকার কোন সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ?

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| কি প্রাণ সংখ্যায় | খি ভ্রম সংখ্যায়  |
| গি অধিল সংখ্যায়  | ঘি বৈশাখ সংখ্যায় |

১০. প্রথম চৌধুরীকে সনেটকার হিসেবে পরিচিতি দিয়েছে—

- |                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| কি সবুজপত্র     | খি রায়হের কথা    |
| গি সনেট পঞ্চাশৎ | ঘি চার ইয়ারি কথা |

১১. আমরা সাহিত্যে কাছকে হীরা এক হীরা কে কাচ বলে—

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| কি নিতাই ভুল করি    | খি সঠিক কাজ করি      |
| গি সংশয় প্রকাশ করি | ঘি দ্বিধা প্রকাশ করি |

১২. মনোজগতে কবির কাজের ঠিক উল্টো কাজ করে কে ?

- |               |                  |
|---------------|------------------|
| কি ছাত্ররা    | খি স্কুল মাস্টার |
| গি রাজনীতিবিদ | ঘি মুনি-ঋষি      |

১৩. প্রথম চৌধুরী কত সালে মৃত্যুবরণ করেন ?

- |              |              |
|--------------|--------------|
| কি ১৯৪২ সালে | খি ১৯৪৪ সালে |
| গি ১৯৪৬ সালে | ঘি ১৯৪৮ সালে |

১৪. 'সাহিত্যে খেলা' গ্রন্থকে উদ্ধৃতিবিত 'রোদাঁ' একজন -

- |              |             |
|--------------|-------------|
| কি কবি       | খি ভাস্কর   |
| গি সাহিত্যিক | ঘি সাংবাদিক |

১৫. 'কল্যাণিক অসিতে রামায়ণ' রচনা করেছিলেন কাদের জন্য ?

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| কি মুনি-ঋষিদের জন্য | খি সাধারণ মানুষের জন্য |
| গি শিক্ষকদের জন্য   | ঘি ছাত্রদের জন্য       |

১৬. 'পরার্থ' শব্দের অর্থ কী ?

- |              |              |
|--------------|--------------|
| কি পরের অর্থ | খি বার্ষপরতা |
| গি নীচতা     | ঘি পরোপকার   |

১৭. 'কুশীলব' শব্দের অর্থ কী?

- |            |           |
|------------|-----------|
| কি নাম     | খি চরিত্র |
| গি অভিনেতা | ঘি দর্শক  |

১৮. শাস্ত্রমতে 'কাবরল' কী?

- |            |         |
|------------|---------|
| কি কলের রস | খি অমৃত |
| গি গরল     | ঘি দেশা |

১৯. প্রথম চৌধুরীর মতে কারা সামাজিক জীব?

- |              |                |
|--------------|----------------|
| কি লেখকেরা   | খি পাঠকেরা     |
| গি শিক্ষকেরা | ঘি সাংবাদিকেরা |

২০. লেখকেরা দেশের কাছে কী আশা করেন?

- |         |            |
|---------|------------|
| কি টাকা | খি হাততালি |
| গি চিঠি | ঘি সম্মান  |

২১. পৃথিবীতে একমাত্র কোথায় ব্রাহ্মণ-শূত্রের প্রভেদ নেই?

- |          |               |
|----------|---------------|
| কি সভায় | খি নিমন্ত্রণে |
| গি ভূলে  | ঘি খেলার মাঠে |

২২. জাকার রোঙ্গা কোন দেশের লোকের?

- |             |            |
|-------------|------------|
| কি ভারতের   | খি গ্রাণের |
| গি আমেরিকার | ঘি ইতালির  |

২৩. যৌবনে বাঙালি কী করতে?

- |             |              |
|-------------|--------------|
| কি লেখালেখি | খি চাকরি     |
| গি কৃষিকাজ  | ঘি সম্ভাবুতি |

২৪. শিক্ষার উদ্দেশ্য কী?

- |              |                       |
|--------------|-----------------------|
| কি চাকরি লাভ | খি স্যাটিফিকেট অর্জন  |
| গি আনন্দ লাভ | ঘি বিশ্বের খবর জানানো |

২৫. 'মন উড়ুতেও উঠতে চায়, নিচুতেও নামতে চায়' - এই সুভাষিত উক্তিটি কোন গ্রন্থের?

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| কি বই পড়া          | খি সাহিত্যে খেলা |
| গি বীরবলের হাল খাতা | ঘি রায়চরণ কথা   |

২৬. 'সাহিত্য হচ্ছে জীবাস্থা ও পরমাত্মার মিলন' -

কথাটি বলেছেন -

- |                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | খি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় |
| গি প্রথম চৌধুরী      | ঘি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়    |

২৭. মানুষের দেহ-মনের সকল ক্রিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ -

- |           |                      |
|-----------|----------------------|
| কি জীভা   | খি ঘুমাসো            |
| গি বাওয়া | ঘি দর্শন শাস্ত্র পাঠ |

২৮. কোথায় বসলে দর্শকমণ্ডলির নন্দন-মন আকর্ষণ করা যায়?

- |                |           |
|----------------|-----------|
| কি চোয়ার      | খি বেদীতে |
| গি একটু উড়ুতে | ঘি রামঘরে |

২৯. আর্থ সমাজের চারটি বর্ণের মধ্যে নিম্নতম ভর -

- |              |          |
|--------------|----------|
| কি ব্রাহ্মণ  | খি শূত্র |
| গি ক্ষত্রিয় | ঘি বৈশ্য |

৩০. সব গুনে লেখকের বন্ধু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন?

- |                                  |
|----------------------------------|
| কি সাহিত্য চাকরি দেয়            |
| খি সাহিত্য আনন্দ দেয়            |
| গি সাহিত্য অর্থ জোগায়           |
| ঘি সাহিত্য খেলায়ালে শিক্ষা দেয় |

৩১. রামচন্দ্রের প্রতি বশিষ্ঠ মুনির উপদেশ স্মরণিত সংস্কৃত রামায়ণ হলো-

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| কি বাণ্টিকি রামায়ণ  | খি কৃত্তিবাস রামায়ণ |
| গি যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ | ঘি চন্দ্রবতী রামায়ণ |

৩২. 'এই পুতুল পড়া হচ্ছে জীব খেলা' - এই উক্তিটি কার কথা? কী হয়েছে?

- |                 |            |
|-----------------|------------|
| কি প্রথম চৌধুরী | খি রোঙ্গার |
| গি বাণ্টিকির    | ঘি শিবের   |

৩৩. 'কৌপীন' অর্থ কী?

- |           |              |
|-----------|--------------|
| কি কাপড়  | খি দারিদ্র্য |
| গি ল্যাঙট | ঘি কৌমার্য   |

৩৪. প্রাচীন আর্থ সমাজে কৃষিকাজ কনত -

- |               |              |
|---------------|--------------|
| কি ব্রাহ্মণরা | খি শূত্ররা   |
| গি বৈশ্যরা    | ঘি ক্ষত্রিয় |

৩৫. জীবজগতে একমাত্র নিছক কর্ম -

- |           |                 |
|-----------|-----------------|
| কি শিক্ষা | খি চাকরি করা    |
| গি খেলা   | ঘি অর্থ উপার্জন |

৩৬. পৃথিবীর শিল্পী মনেই শিল্পের খেলা খেলেন কেন?

- |                        |
|------------------------|
| কি দুখ ভুলে থাকার জন্য |
| খি আনন্দ লাভের জন্য    |
| গি সুখের অর্জনের জন্য  |
| ঘি বড় হওয়ার জন্য     |

৩৭. লেখকেরা অবশ্য দেশের কাছে হাততালির প্রত্যাশা রাখেন- এখানে 'হাততালি'র অর্থ কী?

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| কি নিজেকে প্রকাশ করা | খি প্রেরণা দেয়া  |
| গি বীকৃতি লাভ করা    | ঘি নিজেকে বড় করা |

৩৮. অর্থশূন্য ও উদ্দেশ্যহীন হলো-

- |          |              |
|----------|--------------|
| কি খেলা  | খি জুয়াখেলা |
| গি নকুতা | ঘি ধর্মচর্চা |

৩৯. ভগবানের বিশ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো -

- কি নিজের প্রভাব জারি করা      খি নিজেকে বড় করে তোলা  
গি আনন্দ উপভোগ করা      ঘি নিজের অস্তিত্ব পূরণ করা

৪০. আনন্দ ও মনোরঞ্জন শব্দ দুটি -

- কি একই জিনিস      খি এক কথা নয়  
গি একে অন্যের পরিপূরক      ঘি উদ্দেশ্য এক

৪১. শিক্ষা ও সাহিত্য পরস্পর -

- কি সমান      খি বিপরীত  
গি বহু      ঘি সমান্তরাল

৪২. যে সাহিত্য শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে তা-

- কি সার্থক      খি অসুন্দর  
গি ব্যর্থ      ঘি অব্যর্থ

৪৩. ক্লাস মাস্টারের সাহিত্যের জ্ঞান দেয়ার সাহিত্য হয়ে উঠেছে -

- কি সফল      খি অসুন্দর  
গি সুন্দর      ঘি নিরর্থক

৪৪. প্রথম স্টেপ্লীর মতে সাহিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো-

- কি আনন্দের মধ্য দিয়ে শিক্ষা  
খি বই পড়ার মাধ্যমে শিক্ষা  
গি সবকিছুকে আনন্দ দান করা  
ঘি মানুষকে জ্ঞান দেয়া

৪৫. ববির মতিগতি শিক্ষকের মতিগতির বিপরীত বলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিপরীত হবে -

- কি হাসপাতাল      খি লাইব্রেরি  
গি শিক্ষা পদ্ধতি      ঘি নাট্যকার

৪৬. আমাদের শিগুরা খেলতে চায় কিন্তু -

- কি পড়তে চায় না      খি হাঁটতে চায় না  
গি খেতে চায় না      ঘি শিখতে চায় না

৪৭. কবির সঙ্গে শিক্ষকের যে সম্পর্ক তেমনি কবিতার সঙ্গে -

- কি পাঠ্যসূচি      খি উপকরণের  
গি ছন্দের      ঘি শিক্ষার

৪৮. 'সাহিত্য বেলায়ছে শিক্ষা দেয়' উক্তিটির তাৎপর্য হলো -

- কি বেলাতে বেলাতে শিক্ষা গ্রহণ  
খি আনন্দের সাথে শিক্ষা গ্রহণ  
গি শিক্ষার সঙ্গে বেলা করা  
ঘি বেলায় ছলনায় শিক্ষা গ্রহণ

৪৯. 'সাহিত্যে বেলা' নামকরণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে -

- কি সাহিত্যের প্রকৃত রূপ  
খি সাহিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য  
গি সাহিত্য ও বেলাদুটির তুলনাক  
ঘি সাহিত্যে বেলায় প্রাধান্য

৫০. 'পৃথিবীর শিল্পী মাত্রই এই শিল্পের খেলা বেলায় থাকেন' বলেন -

- i. আনন্দ উপভোগের জন্যে  
ii. সুন্দাম অর্জনের জন্যে  
iii. অমর হয়ে থাকার জন্যে  
নিচের কোনটি সঠিক ?

- কি i      খি ii      গি iii      ঘি i ও ii

৫১. 'সাহিত্যে বেলা' প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে-

- i. সাহিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য  
ii. সাহিত্যের প্রকৃত গুরুত্ব  
iii. সাহিত্যের প্রকৃত রূপ  
নিচের কোনটি সঠিক ?

- কি i      খি ii      গি iii      ঘি i ও ii

৫২. পাঠকের মনোরঞ্জননের জন্যে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয় তা হয়ে থাকে -

- i. কণকালের চাহিদাসম্পন্ন  
ii. সত্যদেয়ের সাহিত্য কর্ম  
iii. অতি সমৃদ্ধ সাহিত্য কর্ম  
নিচের কোনটি সঠিক ?

- কি i ও ii      খি ii ও iii  
গি i ও iii      ঘি i, ii ও iii

৫৩. নিচের কোন বিষয়ে আনন্দ নেই ?

- i. ঘোষণাকর্মী নামায়ে পাঠে  
ii. সাহিত্য পাঠে  
iii. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায়  
নিচের কোনটি সঠিক ?

- কি i      খি ii ও iii      গি ii      ঘি i ও iii

৫৪. শিক্ষার্থীদের কানো অর্জিত সৃষ্টির দার থেকে ক্লাস মাস্টারদের মুক্তি দেয়ার জন্য প্রয়োজন -

- i. শিক্ষার্থীদের বেলায় বই পড়ায় আগ্রহী করে তোলা  
ii. পাঠ্যবহির্ভূত বই পাঠের জন্য লাইব্রেরি স্থাপন করা  
iii. পাঠ্যসূচিতে কবিতার পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়া  
নিচের কোনটি সঠিক ?

- কি i      খি ii ও iii      গি i ও iii      ঘি i ও ii

৫৫. 'কাব্য জগতে যার নাম আনন্দ তারই নাম বেদনা' বাক্যটি নিচের যে কাব্যরস সমর্থন করে তা হলো -

- i. হাস্যরস
- ii. শান্তরস
- iii. কল্মশরস

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i   খ ii ও iii   গ i ও iii   ঘ i ও ii

৫৬. 'সাহিত্যে খেলা' নামকনামে লিখিত রয়েছে -

- i. সাহিত্যের উদ্দেশ্য
- ii. সাহিত্যের বিষয়বস্তু
- iii. সাহিত্যের উপাদান

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i   খ ii   গ iii   ঘ iii ও i

৫৭. 'পাঠক সমাজ যে খেলা আজ আনন্দ করে, কাল সেটিকে ভেঙে ফেলে' উক্তিটির তাৎপর্য হলো -

- i. পাঠকের রুচির ওপর সাহিত্যকর্ম গড়ে উঠেছে
- ii. লেখকের রুচির ওপর সাহিত্যকর্ম গড়ে উঠেছে
- iii. সাহিত্য পাঠক সমাজের হাতের খেলনা নয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i   খ ii   গ iii   ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫৮, ৫৯ ও ৬০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

কাব্যজগতে যে আমাদের অরুচি ধরেছে সে অবশ্য আমাদের সোধ নয়, আমাদের শিক্ষার সোধ। যার আনন্দ নেই সেই নিজীব এ কথা যেমন সত্য, যে নিজীব তারও যে আনন্দ নেই, এ কথাও তেমন সত্য।

৫৮. উদ্দীপকটিতে বর্ণিত 'কাব্যজগতে অরুচি' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

- ক সাহিত্যে অনীহা   গ বিদ্যালয়ে অনীহা  
খ বিজ্ঞানে অনীহা   ঘ মর্শনে অনীহা

৫৯. উদ্দীপকে যাকে নিজীব বলা হয়েছে 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে তাহলো-

- ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান   গ শিক্ষা  
খ শিক্ষক   ঘ কবিতা

৬০. প্রাবন্ধিকের মতে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ক্রটিপূর্ণ হওয়ার কারণ কী?

- i. বিদ্যালয়গুলোতে প্রকৃত সাহিত্য পাঠ না দেয়া
- ii. বিদ্যালয়গুলোতে সাহিত্যের আদর্শ না জানানো
- iii. সাহিত্যের তাৎপর্য সম্পর্কে শিক্ষকগণের উদাসীনতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii   খ ii   গ ii ও iii   ঘ iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৬১, ৬২ ও ৬৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

স্কুল-কলেজের শিক্ষা অনেকাংশে ব্যর্থ নয়, অনেক ছেলে মারাত্মক। কেবলা আমাদের স্কুল কলেজ যে ছেলে-মেয়েদের 'বিশিষ্ট হবার সুযোগ' দেয় না শুধু তাই নয়, 'বিশিষ্ট হবার শক্তি' পর্যন্ত নষ্ট করে দেয়।

৬১. 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধের আলোকে 'বিশিষ্ট হওয়ার সুযোগ' না দেয়ার জন্যে দায়ী-

- ক শিক্ষা ব্যবস্থা   গ স্কুল মাস্টাররা  
খ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান   ঘ ছাত্রছাত্রীরা

৬২. 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধের কোন উদ্ভূতির সঙ্গে উদ্দীপকটির ভাবগত বৈসাদৃশ্য রয়েছে?

i. সাহিত্য ছেলের হাতের খেলনাও নয়, ওর হাতের বেতও নয়

ii. শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষের মনকে বিশ্বের খবর জানানো, সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষের মনকে জ্ঞানানো

iii. মন উন্মুক্তও উঠতে চায়, নিরুত্তেও নামতে চায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i   খ ii   গ i ও iii   ঘ iii

৬৩. উদ্দীপকে 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধের কোন বিষয় প্রকাশ পেয়েছে?

- i. সাহিত্যের উদ্দেশ্যকে সাধন করা
- ii. সাহিত্যের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করা
- iii. সাহিত্যের সুফল ভোগ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i   খ ii   গ iii   ঘ i ও ii

### □ লেখক পরিচিতি



জনীন্দ্রমুখের অত্যন্ত অনগ্রসর কলাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি চকিাশ বছর বয়সে মনের কোঁকে সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেন। পরবর্তীকালে জীবিকার তাগিদে অনেকটা সময় হার্মী বা মিয়ানমাতে অবস্থান করেন। শরৎচন্দ্র তাঁর জীবনের নানা অভিজ্ঞতা ও বিচিত্র সব মানুষের চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর সৃষ্টিতে। এই লক্ষ উপন্যাসিক মূলত সমাজের নীচ তলার মানুষকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি চরিত্রে অপরূপ মহিমা দান করেন। তাঁর প্রথম মুদ্রিত রচনা ‘মণির’ নামক একটি গল্প— যা কুঙ্কলীন পুরস্কারে ভূষিত হয়। চিরচ্ছন্ন নারী প্রতিকৃতির সার্থক রূপকার শরৎচন্দ্রের বহু উপন্যাস ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ও চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। তাঁর কয়েকটি উপন্যাস বিদেশি ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি-লিট ডিগ্রি প্রদান করে।

জন্ম : ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম বঙ্গের হুগলি জেলার সেবাদঙ্গপুর গ্রামে।

মৃত্যু : ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায়।

### □ রচনাবলি

সেবাদঙ্গ, পদ্মীসমাজ, গৃহলাহ, প্রীতাকা, সেনা-পাওনা, চরিত্রহীন প্রভৃতি।

### □ উৎস ও পরিচিতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত ‘বিলাসী’ গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় অগ্রহী পত্রিকায় ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে। ন্যাজা নামের এক যুবকের জ্ঞানিতে বিবৃত ‘বিলাসী’ গল্পে লেখকের ছেলেবেলার ছায়াপাত ঘটেছে। এখানে কেন্দ্রীয় চরিত্র বিলাসীর জীবন প্রবাহের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে আমাদের গ্রাম-বাংলার অর্থনৈতিক ধর্মাত্ম সমাজ ব্যবস্থার নিয়ম-নীতির যান্ত্রিক পিট অজ্ঞত নিরুপায় নারীর ভাড়া বুকের আত্মনা। পদ্মীর মুক্তিকা সংলগ্ন কবিশিল্পী শরৎচন্দ্র তাঁর ‘কাশীনাথ’ গ্রন্থের অন্তর্গত এই গল্পে দেখিয়েছেন, দুই ব্যতিক্রমধর্মী মানব-মানবীর অসাধারণ প্রেমের মহিমা। যা ছাপিয়ে উঠেছে জাতিগত বিভেদের সর্কীর্ণ সীমাকে।

অসদাচ্যাসধারণ মনোবলের অধিকারী, কর্মনিপুণ, গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিলাসীর অদ্বিক শক্তি ও ধৈর্য অপরিসীম। প্রেমের কারণে যেচ্ছো— মৃত্যু বরণকারী এ নারী তাঁর চরিত্রিক মহিমার আলোয় প্রতিবান করেছে সমাজের অনুসারতা ও রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে। অতঃপর শিক্ষিত হয়েছে বিবাদ ও নিঃসন্দেহতার গভীরে।

### □ শব্দার্থ ও টীকা

|                  |                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কৃতনিন্দা        | : কিন্দা অর্জন করেছে এমন পণ্ডিত অথবা বিদ্বান।                                                         |
| প্রত্নতাত্ত্বিক  | : পুরাতত্ত্ববিদ, প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ।                                                                  |
| মালো             | : সাপের ওষা।                                                                                          |
| সত্যযুগ          | : হিন্দু পুরাণে বর্ণিত চার যুগের প্রথম যুগ, যখন সমাজে অসত্য-অন্যায় বলে কিছু ছিল না।                  |
| কলি              | : হিন্দু পুরাণে বর্ণিত চার যুগের শেষ যুগ। পুরাণ মতে, এ যুগে অন্যায়, অসত্য ও অধর্মের বাড়াবাড়ি ঘটবে। |
| ফ্রোয়ডেশ        | : যেসব ইউরোপীয় দেশসমূহে আজার ধর্মের কোনো বলাই নেই।                                                   |
| বারওয়ালী        | : অনেকের সমবেত চেতায় যা করা হয়, সর্বজনীন।                                                           |
| মন্ত্রের দ্রষ্টা | : যিনি প্রথম মন্ত্র লাভ করেন।                                                                         |
| জিজ্ঞাসিতব্য     | : মতের আস্থার শাস্তি কামনা করে প্রাপ্তকে প্রস্তাব উৎসর্গ করা।                                         |

## □ বানান সতর্কতা □

সরস্বতী, কামাখ্যা, প্রত্নতাত্ত্বিক, যমরাজ, উৎকর্ষিত, তিলার্থ, অকালকুমাণ্ড, নিকা, দন্ড, শ্রাব্য-অশ্রাব্য, প্রাচ্য-অপ্রাচ্য, বারওয়ালি, এন্ট্রাপ, পঞ্চমুখ, মানস, কামাখ্যা, শিডি, স্ক্রুটি, উচ্ছুতা, বহুদশী।

## □ নমুনা প্রশ্নাবলি □

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘অ জঙ্ঘলের পথ, একটু মেখে পা ফেলে যেয়ো’-  
উক্তিটি কার?  
ক. মৃত্যুঞ্জয়ের খ. বিলাসীর  
গ. ন্যাত্তার ঘ. খুড়ার
২. ন্যাত্তকে সাপ ধরার বিদ্যা শেখাতে বিলাসীর আপত্তি  
ছিল, কারণ কাজটি-  
i. বিলাসীর অপছন্দের  
ii. শক্ত ও তীব্রিকর  
iii. প্রত্যক্ষাভাসক  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক. i ও ii খ. i ও iii  
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
৩. খুড়া গ্রামবাসীকে নিয়ে বিলাসীর ওপর হামলা  
করেছিল কেন?  
ক. জাত রক্ষা জরুরি হয়ে পড়েছিলো  
খ. মিত্রির বংশের মর্যাদা রক্ষার জন্য  
গ. মৃত্যুঞ্জয়ের বাণীনের প্রতি তার সোচ্ছন্দ ছিলো  
ঘ. সাপুড়ে বিলাসীকে ঘৃণা করতো  
অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:  
কল্পে জরুরি কাজে শহরে এসেছে। সকাল থেকে  
ঘোরাঘুরি করে ক্ষুধার্ত হয়ে খাবার চাইলে হোটেল

- মালিক কল, ‘আদিবাসীদের জন্য দুলাখর বাসন  
আমার হোটেলের রাধি দা’।
৪. কল্পে এর সঙ্গে ‘বিলাসী’ গল্পের কোন চরিত্রের মিল  
রয়েছে?  
ক. খুড়া খ. ন্যাত্ত  
গ. বিলাসী ঘ. মৃত্যুঞ্জয়
  ৫. কল্পে এর প্রতি হোটেল মালিকের মনোভাব ‘বিলাসী’  
গল্পের যে প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তা হল-  
i. অশুশ্রুতা  
ii. অজ্ঞতা  
iii. ব্রাহ্মবাদ  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i ও ii
  ৬. বিলাসী লোক ঠিকানো অপছন্দ করত, কেননা-  
i. তাদের ঘরে পর্যাপ্ত খাবার ছিল  
ii. এ পেশাটি ছিল ভয়ংকর ও ঝুঁকিপূর্ণ  
iii. তার ছিল সংজ্ঞা বাঁচার তীব্র আকাঙ্ক্ষা  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

## সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সৌদামিনী মালো যামীর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে ধনী অমি, বসন্তবাড়ি, গুরুসাহ করায় একর সম্পত্তির মালিক হয়।  
এই সম্পত্তির ওপর নজর পড়ে সৌদামিনীর জ্ঞাতি দেওর মনোরঞ্জন। সৌদামিনীর সম্পত্তি দখলের জন্য সে নানা কৌশল  
অবলম্বন করে। একবার সৌদামিনী দুর্ভিক্ষের সময় ধান ফেড়ের পাশে একটি মানব শিশু খুঁজে পায়। অসহায়, অসুস্থ শিশুটিকে  
সে তুলে এনে পরম ব্যস্তে আপন সন্তানের মতো লালন পালন করে। মনোরঞ্জন সৌদামিনীকে সমাজহীন করতে প্রচারণা করে যে,  
নামশূন্যের ঘরে ব্রাহ্মণ সন্তান পালিত হচ্ছে। এ যে মহাপাপ, হিন্দু সমাজের জাত ধর্ম শেষ হয়ে পেল।

- ক. ‘বিলাসী’ গল্পের কণিকাধারী কে?
- খ. মৃত্যুঞ্জয়ের ‘জাত বিসর্জনের’ কারণ বর্ণনা কর।
- গ. সৌদামিনী চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্যটি বিলাসীর চরিত্রের সঙ্গে মিলে যায়?— ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ‘মনোরঞ্জন যেন বিলাসী গল্পের খুড়ারই প্রতিচ্ছবি’- বিষয়টি মূল্যায়ন কর।

২. সুধীর রায় কুর্দান কেশের লোক। তার বাপান বাড়িতে কেশব নামের এক মালি কাজ করে। নীচু বংশের বলে তিনি মালিকে তুচ্ছতাচ্ছিল্যের চোখে দেখেন। একদিন তিনি বাগান বাড়িতে তার বসার চেয়ারে মালিকে বসতে দেখে রূপাঙ্কিত হন। তিনি তাৎক্ষণিক চেয়ারটি ছেড়ে ফেলেন এবং তার রক্তিকে দিয়ে মালিকে বেদন গ্রহণের করেন। এর কিছুদিন পর এ বাগান বাড়িতে তিনি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তাঁকে দ্রুত চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার কোনো যানবাহন পাওয়া গেল না। এ অবস্থায় কেশব অস্থির হয়ে পড়ে। সে সময়কোণ না করে সুধীর রায়ের অজ্ঞান দেহটাকে নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে গ্রামপথে ছুটেতে থাকে।

ক. কিলাসীর পারিবারিক পদবি কী?

খ. কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে খুঁড়া মৃত্যুঞ্জয়ের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে?— ব্যাখ্যা কর।

গ. সুধীর রায়ের আচরণে সমাজের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? 'কিলাসী' গল্প অবলম্বনে উত্তর দাও।

ঘ. কেশবের চরিত্রিক গুণাবলির আলোকে 'কিলাসী' গল্পে কথাসিদ্ধী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নীচুতলার মানুষত্বলোকে যে মানব-মহিমা দিয়ে চিত্রিত করেছেন তা প্রমাণ কর।

### সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

১. নিচের উদ্দেশ্যকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বশির আহমেদ ঢাকা শহরের উপকণ্ঠের একটি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম.এ ডিগ্রি গ্রহণ করে বাংলাদেশে ব্যাংকে যোগ দিয়েছেন। তার গ্রাম অনুন্নত, অর্থহীন, রাষ্ট্র-ঘাট, কুল-কলঙ্গ সেই কলঙ্গেই চলে। ক্রী-সন্ধান নিয়ে ঢাকা শহরে আরোহী জীবনের হাতছানি থাকলেও তিনি গ্রামেই বাস করেন। গ্রামের উন্নয়নে তিনি অর্থনীতি ভূমিকা পালন করেন। তাই গ্রামের মানুষ তাকে 'গ্রামের মিতা' বলে ডাকে।

ক. মৃত্যুঞ্জয় পাঠ্য কয় ক্রোশ পথ হেঁটে কুলে বিন্যা অর্জন করতে যেতো?

খ. সরাবতী বর না দিয়ে লুকাতে চাইবেন কেন?

গ. উদ্দেশ্যকর বশির আহমেদ শহরের গ্রামের প্রতি ভালোবাসার সাথে কিলাসী গল্পের তথাকথিত শিক্ষিতদের বৈশাশ্য দেখাও।

ঘ. 'শিক্ষিত সমাজ গ্রাম উন্নয়নে কতটা ভূমিকা পালন করে'— উদ্দেশ্যক ও কিলাসী গল্প অনুসারে বিশ্লেষণ কর।

### ১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) মৃত্যুঞ্জয় পাঠ্য দুই ক্রোশ পথ হেঁটে কুলে বিন্যা অর্জন করতে যেতো।

খ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'কিলাসী' ছোটগল্পের শুরুতেই তথাকালীন গব্বীর একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তখন গ্রামে গ্রামে কুল ছিল না। তাই ন্যাডার মতো অনেককেই মাইলের পর মাইল পথ পাড়ি দিয়ে কুলে যেতে হতো। কর্খার দিনে এক ইট্ট কাদা আর মাঝার উপর বৃষ্টি এবং গ্রীষ্মের দিনে বৃষ্টির বদলে কড়া সূর্য ও ধূলায় সাধারণ পাড়ি দিয়ে যে কষ্ট করে তারা কুলে যেতো— সে মৃত্যুঞ্জয়কে বুঝানোর জন্যই লেখক কণ করে বলেছেন, এসব দুর্ভাগ্যী বালকদের কষ্ট সেবে মা সরাবতী খুশি হয়ে বর দেবেন কি, তিনি যে কোথায় লুকাবেন তাই তো ছেবে পাবেন না।

গ) কলঙ্করী 'কিলাসী' গল্পে বিপরীত অবস্থানে থাকা দুজন সাধারণ মানব-মানবীর অসাধারণ ভালোবাসার সম্পর্ক বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে লেখক তথাকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও কনি করেছেন। তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিত্ব শিক্ষা লাভ করে শহরে চাকরি করেন। তারা শহরেই বসবাস করেন। গ্রামের সাথে তাদের আর কোনো সম্পর্ক থাকে না। ফলে গ্রামে ভালো রাষ্ট্র-ঘাট, কুল-কলঙ্গ কিছুই পড়ে ওঠে না। তাই মৃত্যুঞ্জয়ের মতো গ্রামের ছেলের অলং-কাদার পিছে বহুদূর পথ পাড়ি দিয়ে কুল করতে হয়। উদ্দেশ্যক বশির আহমেদ গ্রামের ছেলে। অনেক কষ্টে লেখাপড়া শেষ করে তিনি চাকরি নিয়েছেন বাংলাদেশে ব্যাংকে। তিনি শহরে থাকার সাক্ষ্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়া গল্পেও গ্রামে থাকেন। কলঙ্ক তার গ্রামকে তিনি অনেক ভালোবাসেন। গ্রামের উন্নয়নে

আহ্বানিয়েগে করে তিনি তৃত্ব হন। গ্রামের রাস্তা-ঘাট, কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠান জল্য সবার আগে তিনিই এগিয়ে আসেন। এমিক থেকে 'বিলাসী' গল্পে বর্ণিত তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের সাথে উদ্দীপকের বর্ণিত আহমেদ সাহেবের মধ্যে বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

(ঘ) কথাসিঁথী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বিলাসী' একটি অসাধারণ প্রেমের গল্প। উক্ত গল্প ও উদ্দীপকে সময়ের বিবর্তনে শিক্ষিত মানুষের গ্রামোল্লসনে মানসিকতার বৈপরীত্য প্রকাশ পেয়েছে।

'বিলাসী' গল্পের সমাজে শিক্ষার্থীদের বিদ্যার্জনের করার জন্য অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করতে হতো। বিদ্যার্জনের জন্য তাদের অনেককেই তখন প্রতিদিন চারকোশ পথ পাড়ি দিতে হতো। অধিকন্তু বার্ষিক দিনে মাখান ওপর মেঘের জল, পায়ের নিচে ইট্ট পরিমাণ কাঁচা এক ঝাঁমের দিনে জলের বদলে কড়া সূর্য ও কাদার বদলে ধুলোর সাগর পাড়ি দিতে হতো। এভাবে কষ্ট করে বিদ্যা অর্জনের পর অনেককেই চাকরি নিয়ে শহরে পাড়ি অর্জিতো। আবার অনেককেই গ্রামের বিরূপ পরিবেশে অপর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ও ছেল-মেয়েদের দীর্ঘপথ ছেঁটে বিদ্যার্জনের জ্বালায় গ্রাম ছেড়ে শহরে পলায়ন করতো। অপর গ্রামোল্লসনের অন্য তারা কেউই কিছু করতো না। যে গ্রামের দুর্ধোপময় পরিবেশের সাথে তারা সংগ্রাম করে মানুষ হয়েছে সেই গ্রামের উল্লসনের কোনো প্রায় তাদের কারোই ছিল না।

উদ্দীপকের চিত্রিত বিলাসী গল্পের তিক উত্তোরণ। এখানে গ্রামের ছেলে বর্ণিত আহমেদ লেখাপড়া করে বাংলাদেশ যাচ্ছে চাকরি পান। জী-সড়ল নিয়ে শহরে থাকার সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তিনি গ্রামে থাকেন। গ্রামের উল্লসনে আহ্বানিয়েগে করেন। এজন্য তাকে গ্রামের মানুষ 'গ্রামের মিতা' বলে লেখাওন করে।

সুতরাং তৎকালীন পঞ্চাঙ্গপন সমাজের শিক্ষিত লোকেরা গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে গেলেও এখনকার অনেক শিক্ষিত লোকই গ্রাম থেকে গ্রামের উল্লসন ঘটতে সচেষ্ট হন। সময়ের বিবর্তনেই মানুষের মধ্যে এই মানসিক পরিবর্তন এসেছে।

## ২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ভাঙারি পাশ করার পর বাবার আগন্তি অহাছ বহর সিটন তার গ্রামের বাড়ি রসুলপুর ফিরে যায়। সেখানে গিয়ে সে একটি ভিসপেনসারি খুলে বসে। গ্রামের সাধারণ রোশীরা এতে খুবই উপকৃত হয়। সিটনের এ উদ্যোগের ফলে এ পায়ের কাটিকে এখন আর চিকিৎসার অভাবে কষ্ট করতে হয় না।

ক. কুলে মেতে-আসতে ন্যাড়ায়ে প্রতিদিন বহর ক্রেশ পথ পাড়ি দিতে হতো?

খ. গ্রাম থেকে শহরে যাওয়া লোকগুলো আর গ্রামে ফিরে আসতে চাইতো না কেন?

গ. সিটনের গ্রামের সাথে 'বিলাসী' গল্পে বর্ণিত গ্রামের পার্থক্যগুলো কুলে ধরো।

ঘ. 'তার বাল করিতে থাকিলে তো পড়ীর এত দুর্লভ হয় না' - উক্তিটির আলোকে সিটনের গ্রামে ফিরে যাওয়ার বিষয়টি মূল্যায়ন কর।

## ২. নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কুলে মেতে-আসতে ন্যাড়ায়ে প্রতিদিন গ্রাম চার ক্রেশ পথ পাড়ি দিতে হতো।

খ) শহরে বেশব নার্সরিক সুবিধা থাকে গ্রামে তা না থাকার কারণেই গ্রাম থেকে শহরে যাওয়া লোকগুলো আর গ্রামে ফিরে আসতে চাইতো না। তৎকালীন সময়ে যোগাযোগের জন্য অলো রাস্তা-ঘাট, লেখাপড়ার জন্য ভালো কুল-কলেজ, চিকিৎসার জন্য ভালো হাসপাতাল, বাজারঘাট করার জন্য অলো সোকলপাট ও বিনুৎসহ যে সামাজিক সুবিধাগুলো শহরে ছিল গ্রামে তার কোনোেকিছুই ছিলো না বলে এ পরিহিতর সৃষ্টি হতো।

গ) 'বিলাসী' গল্পে বর্ণিত সামাজিক ব্যবস্থার মশার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে ম্যালেরিয়া থেকে বাঁচতে বা সড়লদের লেখাপড়া করানোর জন্য গ্রাম থেকে যারা শহরে যেতেন তারা অনেককেই আর গ্রামে ফিরে আসতেন না। ফলে গ্রামে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা ছিল খুবই কম। এ কারণে সেখানে অশিক্ষা ও কুল-কুল শক্তমান্নে বাসা বেঁধেছিল। ধর্মের নামে সেখানে চলতো মানবতার



অপমান আর চিকিৎসার নামে চলতো অপচিকিৎসা। সামাজিক বিচারের নামে সেখানে বিরাজ করতো অন্যায়-অবিচার। কিন্তু লিটনের গ্রামে সে ধরনের কোনো সমস্যা ছিল না। আর তা ছিল না বলেই সে ডাক্তারি পাশ করে গ্রামে ফিরে আসার মতো পরিবেশ পেয়েছে। তার মতো অনেক শিক্ষিত মানুষই হয়তো সে গ্রামে বাস করে। গ্রামের সাধারণ মানুষরা লিটনের মতো তাদের কাছ থেকেও অনেক সুবিধা পায়। তাই লিটনের গ্রামটি অনেকাংশেই অশিক্ষা, কুসংস্কার, অবিচার ও অপচিকিৎসামুক্ত একটি আধুনিক গ্রাম হয়ে ওঠে। ফলে এ গ্রামের পরিবেশ হয়ে ওঠে কিলাসী গল্পের গ্রাম পরিবেশ থেকে অনেকাংশেই উন্নত ও আধুনিক।

খ) কিলাসী গল্পে বর্ণিত গ্রামের মানুষগুলোর মধ্যে মশার স্ত্রাচার অতিষ্ঠ হয়ে ম্যালেরিয়া থেকে বাঁচতে বা সন্তানদের লেখাপড়া করানোর জন্য গ্রাম থেকে বারো শহরে যেতেন তারা সন্তানদের লেখাপড়া শেষে অনেকেরই আর গ্রামে ফিরে আসতেন না। তাদের শিক্ষিত সন্তানরাও চাকরি নিয়ে অন্যত্র চলে যেতো। এ কারণে তাদের গ্রামে অশিক্ষা ও কুসংস্কার শক্তভাবে বাসা বাঁধতো। সেখানে ধর্মের নামে চলতো মানবতার অধর্ম আর চিকিৎসার নামে চলতো অপচিকিৎসা। সামাজিক বিচারের নামে সেখানে বিরাজ করতো অন্যায়-অবিচার। কিন্তু লিটনের গ্রামের অবস্থা ছিল ভিন্ন। ‘কিলাসী’ গল্পে বর্ণিত সমাজব্যবস্থা দ্বারা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজ অনেকটাই বদলে গেছে। এখন গ্রামের রাজাঘাট উন্নত হয়েছে। এতে যোগাযোগ ব্যবস্থাও ভালো হয়েছে। শিক্ষিত হওয়ার পর অনেকেরই এখন গ্রামে বাস করছে। এতে কুসংস্কার হ্রাস পেয়েছে, বিচারের নামে অবিচারও বদলে গেছে। এছাড়া গ্রামের মানুষ এখন চিকিৎসা ও বিদ্যুৎ সেবাসহ অনেক দৈনন্দিক সুবিধাই ভোগ করছে। এতে গ্রামের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিও পাল্টে গেছে। সামাজিক ও রাজ্যীয় বিবর্তনের ধারায় গ্রামের এই যে উন্নতি তার মূলে কিন্তু রয়েছে শিক্ষিত মানুষের উপস্থিতি। আর তা লিটন ছাড়াই গ্রামে বাস করা এসব শিক্ষিত মানুষেরই একজন সার্থক প্রতিনিধি।

৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

প্রতিদিন দীর্ঘ যানজট পার হয়ে আসার ফলে আবার তার প্রথম ক্লাসটিতে মোটেও মনোযোগী হতে পারে না। তাই অন্যান্য বিষয়ে পাশ করলেও ব্যাচের সে ফেল করেছে। তার এ ফল দেখে সবাই ফুটু হলেও কেউ এর প্রকৃত কারণ খোঁজার চেষ্টা করেনি।

ক. রত্না শব্দটির অর্থ কী ?

খ. প্রমোশনের দিন দুখ ভরা করে বাড়ি এসে ন্যাভা তার মাস্টারকে চ্যাচানোর মতলব করতো কেন?

গ. ন্যাভার সাথে আখিরের কোন কোন ক্ষেত্রে মিল রয়েছে?

ঘ. ‘দীর্ঘ যানজট পার হয়ে আসার ফলে আবার তার প্রথম ক্লাসটিতে মোটেও মনোযোগী হতে পারে না’ – ‘কিলাসী’ গল্পের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

### ৩ ক প্রশ্নের উত্তর

ক) রত্না শব্দটির অর্থ হচ্ছে কল্যাণ।

খ) সকাল আটটার বাড়ি থেকে বের হয়ে ন্যাভা যখন তার অন্যান্য সহপাঠীর সাথে দুই ক্রোশ পথ পাড়ি দিয়ে কুলে যেতো তখন রাজ্যের অনেক দুর্ভিক্ষ করতো। এ দীর্ঘপথ হাঁটার ক্লান্তি আর দুর্ভিক্ষের দাবা ক্ষমি-কিমিরের কারণে ক্লাসে সে মনোযোগী হতে পারতো না বলে পরীক্ষার খাতায় ভুল উত্তর লিখতো। আর এর অনিবার্য পরিণতি হিসেবে প্রমোশনের দিন তাকে দুখ ভরা করে বাড়ি ফিরতে হতো। আর সেদিনই অন্যান্য বন্ধুদের সাথে মিলে সে মাস্টারকে চ্যাচানো বা অমন বিশ্রী কুল ছেড়ে দেয়ার চিন্তা করতো।

গ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় ছোটগল্প ‘কিলাসী’র অন্যতম চরিত্র ন্যাভা যেমন সকাল আটটার বাড়ি থেকে বের হয়ে দুই ক্রোশ পথ পাড়ি দিয়ে কুলে গিয়ে ক্লাস হয়ে পড়তো, আবারও তেমনি দীর্ঘ যানজটের কারণে কুলে যাওয়ার পথে ক্লান্তি অনুভব

করতো। এ কারণে ন্যাভা যেমন পড়ার মনোযোগী হতে পারতো না, তেমনি আবারও তার প্রথম ক্লাসটিতে মনোযোগী হতে পারতো না। এর ফলে প্রমোশনের দিন ন্যাভাকে যেমন মুখ ভার করে বাড়ি ফিরতে হতো, তেমনি আবারও মাত্র একটি বিষয়ে ফেলা করার জন্য পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিন মন খারাপ করে বাড়ি ফিরতে হতো। এদিক থেকে তাদের দুজনের মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে।

ঘ) লেখাপড়ার ভালো ফলাফলের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের মনোবোধ দিয়ে লেখাপড়া করা মরকার। আর এ জন্য মরকার একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশ। অনেককই বিদ্যাপ পরিবেশের কারণে লেখাপড়ার মনোযোগী হতে পারে না। ভালো মেধা থাকার পরও পরীক্ষায় কৃত্রিম ফলাফল অর্জন করতে পারে না। ‘কিলাসী’ গল্পের কথক ন্যাভা ও উদ্দীপকের আবার এ ধরনেরই অব্যবস্থাপনার শিকার। এদের দুজনের ক্ষেত্রেই আমরা একই ধরনের বাস্তবতা লক্ষ্য করি। সকাল আটটার বাড়ি থেকে বের হয়ে দুই ক্রেশ পথ বাড়ি দিয়ে ‘কুলে গিয়ে ন্যাভা যখন রাস্তা ছেড়ে পড়তো তখন পড়ার তার মন বসতো না। ঠিক একইভাবে নীর্থ যানজট অতিক্রম করে আবার যখন রাস্তা ছেড়ে ‘কুলে যায় তখন সে তার প্রথম ক্লাসটিতে মনোযোগী হতে পারে না। ফলে দুজনের পরীক্ষার ফলই খারাপ হয়। ন্যাভা ও আবারের মতো যারা বিদ্যাপ পরিবেশের কারণে তাদের মেধা অনুযায়ী ফলাফল অর্জনে ব্যর্থ হয় তাদের জন্য সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করা একান্ত মরকার। আর এ পরিবেশ নির্মাণের জন্য ব্যক্তি ও পরিবারের পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রেরও এগিয়ে আসা উচিত।

### ৪. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

হরিহর চক্রবর্তী সিটাইগঞ্জের অবস্থাসম্পন্ন লোক। তার একমাত্র ছেলে বিমল চক্রবর্তী মুচির মেয়ে লতাকে বিয়ে করে বাড়িতে আনে। কিন্তু তার বাবা সমাজের ভয়ে তাদের বাড়ি থেকে বের করে দেন। বিমল ও লতা নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে জীবনযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে প্রমাণ করে, ‘মানব ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম’।

ক. বিলাসীকে কে মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ি থেকে বের করে দেন ?

খ. ‘তাহার বয়স আঠারো কি আটশ ঠাঁহর করিতে পরিলাম না’ – কেন, ব্যাখ্যা কর।

গ. মৃত্যুঞ্জয় ও বিলাসীর মতো বিমল এবং লতাও কর্তৃত্বের শিকার – ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘মানব ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম’ – ‘বিলাসী’ গল্পের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

### ৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) মৃত্যুঞ্জয়ের অতি খুঁড়া বিলাসীকে মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ি থেকে বের করে দেন।

খ) মৃত্যুঞ্জয়ের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে গল্পকথক ন্যাভা একদিন তাকে দেখতে যায়। বাড়ির ভেতরে ঢুকে ধনীপের আলোর সে দেখতে পায়, একটি তক্তপোষের উপর কক্সলসার মৃত্যুঞ্জয় শুয়ে আছে। মৃত্যুঞ্জয়ের শিরের পাশে পাখা হাতে বসে আছে বিলাসী। দিন-রাত জেগে মৃত্যুঞ্জয়কে সেবা-শুশ্রূষা করে সে এতটাই রক্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো যে, তাকে দেখে বোঝার উপায় ছিল না তার প্রকৃত বয়স কতো। তাই বিলাসীর বয়স আঠারো না আটশ ন্যাভা তা ঠাঁহর বা আশ্চর্য করতে পারেনি।

গ) হাজার বছরের বর্ণগ্রন্থা ও হুদয়হীন সামাজিক বিধি ব্যবস্থার পেছনে পিঠি রক্তদ্রব মানবাত্মার কথা ফনিত হয়েছিল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘বিলাসী’ গল্পে।

উদ্দীপকের হরিহর চক্রবর্তীর একমাত্র ছেলে বিমল চক্রবর্তী বাবা-মার অমতে মুচির মেয়ে লতাকে বিয়ে করে বাড়িতে আনে। কিন্তু তার বাবা সমাজের ভয়ে এ বিয়ে মেনে নিতে পারেনি। তার পরিবার তাদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। এতে করে তারা চরম সমস্যায় পড়ে। নানা প্রতিকূলতার মধ্যাও তারা জীবনযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। অন্যদিকে ‘বিলাসী’ গল্পে মৃত্যুঞ্জয় নিচু জাতের মেয়ে বিলাসীকে বিয়ে করতে সম্মত হতে চায় না। তার খুঁড়া ও কাঙ্ক্ষিত অত্যন্ত গরীব মনে করে ‘আপা’ আখ্যা

দিয়ে তাকে সস্তিক বাড়ি থেকে বের করে দেয়। কিন্তু এতে মৃত্যুঞ্জয় দমে যায়নি। সে কিলাসীকে নিয়ে নতুন সংসার শুরু করেছে। নিজ ধর্ম ত্যাগ করে হয়েছে সাপুড়ে। শত কষ্ট সহ্য করেও কিলাসীকে সে ছেড়ে যায়নি। উদ্দীপকের বিমল ও লতার মধ্যেও তিক এমনিটাই দেখা যায়। বর্ণপ্রথার কারণে তাদেরও কিলাসী ও মৃত্যুঞ্জয়ের মতো কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে।

ঘ) শরৎচন্দ্র চিরকালই অসুন্দরের মাঝে সুন্দরকে খুঁজছেন। তাই তো তাঁর সাহিত্যে ঠাই নিয়েছে সমাজের চির অবহেলিত, পতিত এবং অশাভেজার। যাদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না, যাদের বিচারের বাবী নিরবে-নিশ্চুতে কাঁদে- তারাই তাঁর সাহিত্যে স্থান লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর অমন ছোটগল্প 'কিলাসী'তেও এ বিষয়গুলো চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। 'কিলাসী' গল্পে মৃত্যুঞ্জয় কিলাসীকে ভালোবেসে বিয়ে করে নিজের জাত-ধর্মকে বিসর্জন দিয়েছে। সমাজের চোখে মৃত্যুঞ্জয় 'অপ্রশাসী' হলেও মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে তার স্থান অনেক উপরে। কারণ কিলাসীকে সে মানুষ হিসেবে ভালোবেসেছে। সেখানে জাত-ধর্ম-বর্ণ কিছুই প্রাধান্য পায়নি।

উদ্দীপকের বিমল চক্রবর্তী মা-বাবার অমতে মুচির মেয়ে লতাকে বিয়ে করে ঘরে আসে। বিয়ের পর রক্ষণশীল সমাজের ভয়ে তার মা-বাবা তাদের বাড়ি থেকে বের করে দেয়। লতাকে বিয়ে করার ব্যাপারে বিমল কোনো জাতি বা বর্ণের কথা ভাবে নি। সে লতাকে ভালোবেসেই বিয়ে করেছে। তাদের দ্বন্দ্ব-জাত ভালোবাসা ও মনুষ্যত্বের কাছে জাত-ধর্ম সবকিছু ড়ান হয়ে গেছে। সেখানে মানবিক বোধ সর্বোচ্চ মর্যাদা পেয়েছে। মানব ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। মনুষ্যত্ব ব্যতীত মানুষ পত্তর সমান।

৫. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শ্যামলাসের একটি গরুর খামার আছে। সাতটি গাভী থেকে সে প্রতিদিন বিশ কেজি দুধ পায়। বিশ কেজি দুধের সাথে পাঁচ কেজি পানি মিশিয়ে বিক্রি করে। এ কথা জানতে পেরে তার স্ত্রী সরলা তাকে এ কাজ করতে মানা করে। সরলা বলে 'সৃষ্টিকর্তা আমাদের তো ভালোই রেখেছেন- তাহলে ওসব করে লাভ কী?'

ক. সাপুড়েরের সবচেয়ে লাভের ব্যবসা কী?

খ. কিলাসী মৃত্যুঞ্জয়কে শিকড় বিক্রি করতে নিষেধ করতো কেন?

গ. উদ্দীপকের বক্তব্য 'কিলাসী' গল্পের কোন অংশের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ- ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'সৃষ্টিকর্তা আমাদের তো ভালোই রেখেছেন- তাহলে ওসব করে লাভ কী?' 'কিলাসী' গল্পের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

### ৫. ক. প্রশ্নের উত্তর

ক) সাপুড়েরের সবচেয়ে লাভের ব্যবসা শিকড় বিক্রি করা।

খ) সাপুড়েরের সবচেয়ে লাভের ব্যবসা শিকড় বিক্রি করা। তাই সাপুড়ে হওয়ার পর মৃত্যুঞ্জয়ও এটা করতো। কিন্তু কিলাসী এটা পছন্দ করতো না। কারণ এটা ছিল একটি অসৎ প্রতারনা। এই শিকড় দেখে সাপ পালায় - এ ধরনের বশবর্তী হয়ে অনেক নিরীহ লোক এ শিকড় কিনতো। অথচ এ শিকড়ের মধ্যে এমন কোনো শক্তি ছিল না যা দেখে সাপ পালাতে পারে। এর ভেতরে ছিল অন্য এক রহস্য। যে সাপটি শিকড় দেখে পালায় সে সাপটি ধরার পর তার মুখে বার কয়েক লোহার শিক দিয়ে ছালা দেয়া হয়। এরপর তার সামনে লোহার শিকের মতো কোনো কিছু ধরলেই পালাবার চেষ্টা করে। তাই শিকড় দেখে সে পালাতে চায়। আর এটা দেখেই লোকজন শিকড় কিনে প্রতারিত হয়। নিজেদের যেহেতু খাঁওয়ার-গরার কোনো অভাব ছিল না, তাই মৃত্যুঞ্জয়কে শিকড় বিক্রি করে লোক ঠকতে কিলাসী নিষেধ করতো।

গ) উদ্দীপকে বর্ণিত চরিত্র শ্যামলাস মোটামুটি সচ্ছল জীবন-যাপন করে। তার একটি গরুর খামার আছে। সেখানে সাতটি গাভী প্রতিদিন বিশ কেজি দুধ দেয়। এ বিশ কেজি দুধের সাথে আরও পাঁচ কেজি পানি মেশালে মানুষ তা বুকেতে পারে না। শ্যামলাস প্রতিদিন এ অতিরিক্ত আয়ের লোভ ত্যাগ করতে পারে না। তাই দুধ পানি মিশিয়ে সে মানুষকে ঠকায়। তার স্ত্রী সরলা বিষয়টি

হৃদয়ে গেঁড়ে ব্যথিত হয়। সে তার স্বামীকে এ ধরনের লোক ঠেকানো ব্যবসা থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ জানায়। সরলা তার স্বামীকে তাদের সজ্জাটার কথাও মনন করিয়ে দেয়।

‘কিলাসী’ গল্পে শরৎচন্দ্র চর্যাপাখ্যায় অত্যন্ত নিপুণভাবে মানুষ ঠেকানোর এ ধরনের একটি ব্যবসার কথা উল্লেখ করেছেন। আর এ ব্যবসায়ি হলো গাছের শিকড় বিক্রি করা। সাপুড়েরের এটি জ্ঞাত ব্যবসা। মৃত্যুঞ্জয়ও এ ব্যবসা রত করেছে। কিন্তু কিলাসী এ ধরনের ব্যবসা পছন্দ করে না। তাই সে মৃত্যুঞ্জয়কে এসব ব্যবসা না করার জন্য অনুরোধ করে। কেননা, কিলাসী-মৃত্যুঞ্জয়ের খাবারের তো অবনা নেই। তাহলে কেন এই লোক ঠেকানো!

কিলাসী গল্পের এই অংশটির সাথে উর্দূকের দুখ বিক্রির বিঘরটির যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

ঘ) অপরাজেয় কবিশ্রী শরৎচন্দ্র চর্যাপাখ্যায় রচিত ‘কিলাসী’ গল্পে মানুষ ঠেকানোর ব্যবসার কথা বলতে গিয়ে কিলাসী তাদের সজ্জাটার প্রসঙ্গটি তুলে ধরেছে।

এ গল্পে সাপ ধরা, পোষ মানানো এবং তাকে নিয়ে খেলা করার কৌশল কণা করা হয়েছে। সাপকে ধরে দু-চারদিন ইড়িতে রেখে দিলে তার বিষদাঁত ভাঙা হোক আর নাই হোক সে কামড়তে চায় না। কথা তুলে কামড়বার ভান করে কিন্তু কামড়ায় না। তার উপর তার মুখে পরম লোহার ছাঁকা দিয়ে দিলে তারপর তাকে লোহার শিকড়ি দেখানো হোক আর শিকড়িই দেখানো হোক এতে সে পলাবার পথ খোঁজে পায় না। এ কৌশলকে পুঁজি বরে সাপুড়ে মৃত্যুঞ্জয় শিকড়ার ব্যবসা করে। কিলাসী এ রকম মানুষ ঠেকানোর পক্ষে নয়। তাই সে মৃত্যুঞ্জয়কে এ ব্যবসা না করার জন্য অনুরোধ করে। সব সাপুড়ে এ ব্যবসা করলেও কিলাসী এর পক্ষে নয়। কারণ, কিলাসী-মৃত্যুঞ্জয়ের তো খাওয়ার অবনা নেই। তারা মোটামুটি সজ্জা। তাই মিছামিছি লোক ঠেকানো তাদের উচিত নয়।

উর্দূপক্ষে শ্যামলাল ও সরলা মোটামুটি সজ্জা জীবন-যাপন করে। তারপরও শ্যামলাল মুখে পানি মিশিয়ে বিক্রি করে। এ কথা হৃদয়ে গেঁড়ে সরলা শ্যামলালকে এ থেকে বিরত রাখার জন্য আলোচ্য উক্তিটি করে।

সরলা ও কিলাসী দুজনেই মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ নুটি পৃথক চরিত্র। তবে তারা উভয়েই তাদের স্বামীকে অসং পথ পরিহার করে সংভাবে জীবিকা নির্বাহের আশ্রয় জালিয়েছে।

৬. নিচের উর্দূপকটি পড় এবং ধ্রুপদসৌর উত্তর দাও :

যাত্রাললের অভিলেখী তমলিকার একমাত্র মেয়ে সূচনা। মেয়েকে নিয়ে সে দেশময় ঘুরে বেড়ায়। বঙ্গোরাবপুরে অবস্থানকালে সূচনার মন সেয়া-সেয়া হয় মনির নামে এক মুসলিম যুবকের সাথে। মনির সূচনাকে বিয়ে করলে গ্রামে তোলপাড় শুরু হয়। মনিরের পরিবারকে একঘরে করা হয়। তাই পরিবারকে বাঁচাতে সূচনাকে নিয়ে একদিন সে নিজেও যাত্রা মলে মিশে যায়।

ক. মৃত্যুঞ্জয় কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেছিল?

খ. মৃত্যুঞ্জয় সাপুড়ে জীবন বেছে নিয়েছিল কেন?

গ. মনির ও সূচনার সাথে মৃত্যুঞ্জয় ও কিলাসীর অন্তর্গত সাদৃশ্য তুলে ধর।

ঘ. মনিরের সমাজত্বাধারের বিঘরটি ‘কিলাসী’ গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

### ৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) মৃত্যুঞ্জয় কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিল?

খ) শরৎচন্দ্রের অমর সৃষ্টি ‘কিলাসী’র অন্যতম প্রধান চরিত্র মৃত্যুঞ্জয় অসুস্থ হয়ে পড়লে মাগো কন্যা কিলাসী তাকে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত সেবা করে সুস্থ করে তোলে। সে তার মায়ামমতা ও নারী হৃদয়ের মাদুর্য দিয়ে তিলে তিলে মৃত্যুঞ্জয়ের মন জয় করে। তার এ মমতা মিশ্রিত ভালোবাসায় মৃত্যুঞ্জয়ের আত্মজ্ঞান মুছে যায়। মৃত্যুঞ্জয়ের খুঁটা এ কারণে কিলাসীকে ঘর থেকে টোলে-হিটতে বের করে দেয়। এরপর মৃত্যুঞ্জয় কিলাসীকে নিয়ে মাগোপাড়ায় গুঠে যায় এবং জীবিকার তাগিদেই এক সময় সাপুড়ে জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয়।

গ) 'কিলাসী' গল্পে অসম প্রেমের কহিলী বর্ণিত হয়েছে। উক্ত গল্পে জতিপাত বিচ্ছেদের সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করে মানব-মানবীর প্রেমের মহিমা উপস্থাপিত হয়েছে। আলোচ্য উদ্দীপকেও 'কিলাসী' গল্পের ছায়া প্রতিফলিত হয়েছে।

হিন্দু সমাজের ঐতিহ্যে কিলাসী-মৃত্যুঞ্জয় ছিল ব্যতিক্রম্যখরী মানব-মানবী। মৃত্যুঞ্জয় ছিল বিভিন্ন বংশের ছেলে অর্থাৎ উচ্চবংশীয়। অপরদিকে কিলাসী ছিল সাপুড়ে কন্যা অর্থাৎ নিম্নবর্ণের মানুষ। মৃত্যুঞ্জয়ের সাথে প্রেম ও বিয়ের ফলে তার জীবনবোধ, সেবাপরায়ণতা, সাহসিকতা ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু প্রচলিত রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ তাদের এ সম্পর্ক মেনে নেয়নি। তাই মৃত্যুঞ্জয় কিলাসীকে নিয়ে মালোপাড়ার বসবাস শুরু করে। উদ্দীপকে উল্লিখিত সূচনা ও মনির, কিলাসী-মৃত্যুঞ্জয়ের মতো ব্যক্তিত্ববী মানুষ। তারা দুজন পরস্পরকে ভালোবাসে বিয়ে করে। কিন্তু হিন্দুর চেয়েকে বিয়ে করার অপরাধে মুসলিম সমাজ মনিরকে একঘরে করে রাখে। সমাজের এ ধরনের আচরণে মনির সূচনাকে নিয়ে ব্যাথা মলে মিশে যেতে বাধ্য হয়। সুতরাং কিলাসী-মৃত্যুঞ্জয়ের সাথে মনির-সূচনার জীবনের এ পরিস্থিতির বেশ সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

ঘ) বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'কিলাসী' একটি কাব্যজরী ছোটগল্প। উক্ত গল্পে কিলাসী ও মৃত্যুঞ্জয়ের অসাধারণ প্রেমের মহিমা ফুটে উঠেছে।

মৃত্যুঞ্জয় বিভিন্ন বংশের অর্থাৎ উচ্চবর্ণের সন্তান হয়েও নিম্নবর্ণের মালো কন্যা কিলাসীকে বিয়ে করে। নিজ গ্রাম ছেড়ে সে চলে যায় মালোপাড়ায়। জাতপাত বিসর্জন দিয়ে সে সাপুড়ে বৃত্তি গ্রহণ করে। কারণ মৃত্যুঞ্জয় তার সমাজে উপেক্ষিত। তার কাছে অনেকেই আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করলেও দুঃসময়ে কেউ এগিয়ে আসেনি। এ সময় বৃদ্ধ মালো ও তার কন্যা কিলাসী মৃত্যুঞ্জয়ের পাশে এসে দাঁড়ায়। কিলাসীর প্রাণপণ চেষ্টায় সে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আসে। বাস্তবতার অভিঘাতে বংশ, বর্ণ- সর্বোপরি ধর্মের অঙ্কশারনুশূন্যতা তার সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিলাসীর অকৃত্রিম প্রেমে মনুষ্যত্বই বড় হয়ে ওঠে। তাই মানবিকতাকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে তাকে গ্রাম ছাড়তে হয়, বংশ বিসর্জন দিতে হয় এবং পেশা পরিবর্তন করতে হয়।

উদ্দীপকে মৃত্যুঞ্জয়ের মতো একই কারণে মনিরকে তার খ্রী সূচনাসহ গ্রাম ছাড়তে হয়। মুসলমান মনির ও হিন্দুর মেয়ে সূচনা পরস্পরকে ভালোবাসে বিয়ে করলে ধর্মাত্ম, রক্ষণশীল সমাজ তাদেরকে মেনে নেয়নি। তারা মনিরের পরিবারকে সামাজিক সফল সুবোধ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে একঘরে করে রাখে। তাই পরিবারকে এ সামাজিক অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য এবং ভালোবাসার মর্মীশা প্রতিষ্ঠার জন্য মনির সূচনাকে নিয়ে ব্যাথামলে মিশে গিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। এভাবেই তারা সমাজ ধর্মের চেয়ে মানব ধর্মের মহিমাকে বড় করে তোলে।

৭. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

নীচ জাতের মানুষ কেশব পেশায় একজন কুমার। মাতীর হাড়ি পড়িল তৈরি করে সে জীবিকা নির্বাহ করে। মোড়শী কন্যা রত্না তাকে তার কাছে সাহায্য করে। বাবার সাথে শহরে গিয়ে হাড়ি-পাতিলাও বিক্রি করে সে। একই গ্রামের ব্রাহ্মণের ছেলে সুভাষের ভালো লাগে রত্নাকে। রত্না কর্মঠ, সন্দলাপী, সুন্দরী বলেই হরকাত তার এ ভালো লাগা। রত্না সুভাষের সৌখিন ভাবা বুকে। রত্না তার সুভাষ সমাজের নিয়ম ভেঙে তাকে অধিকার কামক। অবশেষে সুভাষ-রত্না এক দিন গলিগে গিয়ে বিয়ে করে। বিয়ের পর চাকরি নিয়ে সুভাষ শহরে চলে যায়। সেখানে গিয়ে তারা এক সুখের নীড় বাঁধে।

ক. জাত বিসর্জন দেয়া কার্যছের ছেলোটি কে?

খ. মৃত্যুঞ্জয়কে অঙ্গাঙ্গের জন্ম দায়ী করা হয়েছিলো কেন?

গ. সুভাষ-রত্নার পরিবারের সাথে মৃত্যুঞ্জয় ও কিলাসীর পরিবারের তুলনামূলক আলোচনা কর।

ঘ. 'রত্নার গণ, গণ সুভাষকে মুগ্ধ করে'- মৃত্যুঞ্জয় কিলাসীর কোন দিকটিতে মুগ্ধ হয়েছে?— বিশ্লেষণ কর।

### ৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) জাত বিসর্জন দেয়া কার্যছের ছেলোটি হলো মৃত্যুঞ্জয়।

http://zoaddar.org

খ) রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের রীতি অনুযায়ী কি বর্ণের কারও হাতে উচ্চ বর্ণের কারও ভাত খাওয়াকে অন্নপাশ বলা হয়। কিলাসী গল্পে কায়হু বংশের ছেলে মৃত্যুঞ্জয় অসুস্থ অবস্থায় মালোক্ত্য কিলাসীর হাতে ভাত খেয়েছিলো বলে তৎকালীন হিন্দু সমাজ তাকে অন্নপাশের জন্য দায়ী করেছিলো।

গ) বর্ণভিত্তিক হিন্দু সমাজে উচ্চশ্রেণির কোনো মানুষ নিম্নশ্রেণির কারও হাতে অন্ন বা ভাত খেলে সমাজের দৃষ্টিতে তা যে গর্হিত পাশ বলে বিবেচিত হতো এটাই অন্নপাশ।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত ‘কিলাসী’ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র কিলাসীকে অনেক কষ্টের পথ পাড়ি দিয়ে মৃত্যুঞ্জয়কে জয় করতে হয়েছিলো। পক্ষান্তরে উদ্ভীপকের সুভাষকে পেতে রত্নার তেমন কষ্ট করতে হয়নি।

উদ্ভীপকে উদ্ভিষিত চরিত্র রত্না তার রূপ ও গুণ দিয়ে সুভাষকে মুগ্ধ করেছিল। শিক্ষিত সুভাষ ভালোবাসার মর্মবাণ দিয়ে রত্নাকে বিয়ে করে। এতে নিজের সমাজ-সংসার ত্যাগ করতে হলেও তারা আরও অমিষ্টজাত এলাকায় বসবাসের সুযোগ পায়। অপরদিকে মৃত্যুঞ্জয় ও কিলাসীকে এর সম্পূর্ণ উশেষ্ট পরিহীতির মুখোমুখি হতে হয়। মৃত্যুঞ্জয়কে দিন রাত সেবা করে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরিয়ে এনে কিলাসী যে ত্যাগের পরিচয় দিয়েছিলো রত্নাকে তা দিতে হয়নি। তবে সমাজের ভয়ে তাকে পালিয়ে বিয়ে করার জন্য ঠিকই খর ছাড়তে হয়েছিলো। নীচু জাতের সাপুড়ে কল্যা কিলাসীর ভালোবাসার স্পর্শ সমাজ যেমন মেনে নেয়নি, তেমনি রত্নার ভালোবাসাও সমাজে গ্রহণযোগ্য ছিল না।

ঘ) উদ্ভীপকে উদ্ভিষিত চরিত্র শিক্ষিত মুক্ত সুভাষ নীচু জাতের মেয়ে রত্নার প্রেমে পড়েছিল। রূপে ও গুণে অনন্য রত্নার হাত ধরে সুভাষ পালিয়ে যায় শহরে। সেখানে গিয়ে বিয়ে করে তারা সুখের সংসার গড়ে তোলে।

অপরদিকে ‘কিলাসী’ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র কিলাসী আহামরি সুন্দরী না হলেও হৃদয়ের ঐশ্বর্যে সে ছিল সমৃদ্ধ। মৃত্যুপথব্যস্তী মৃত্যুঞ্জয়কে যখন আত্মীয়-অন্যত্মীয় সবাই ছুঁতে গিয়েছিল, তখন সেবারাত্রী কিলাসী তার পিতার নির্দেশে সমাজের রক্তচক্রকে উপেক্ষা করে প্রাণপণে তার সেবা করে মৃত্যুর দুয়ার থেকে তাকে ফিরিয়ে এনেছে। কিলাসী তার ভালোবাসার শক্তিবলেই বিজ্ঞান বনের মধ্যে সকল ভয়কে জয় করে মৃতবন্ধ মৃত্যুঞ্জয়ের সেবা করতে পেরেছিল। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মৃত্যুঞ্জয় যখন মৃত্যুকে জয় করে সুস্থ হয়ে ওঠেছিল, তখন হৃদয়ের সৌন্দর্যবলে সে নিজের তিলে তিলে কিলাসীর জন্মকে জয় করে। যে নারী এমন সেবারায়ন তাকে ভালো না বেসে মৃত্যুঞ্জয়ের উপায় ছিল না।

মৃত্যুঞ্জয় ও কিলাসীর মতো রত্না ও সুভাষ জাত-ধর্মের চেয়ে মানব ধর্মকেই বড় করে দেখেছে বলে তাদের পক্ষে এমন ত্যাগ ও সাহসিকতা দেখানো সম্ভব হয়েছে।

### ● বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. ‘কিলাসী’ গল্পে কী বর্ণিত হয়েছে?

- ক. জাতিগত বিভেদ      খ. প্রেমের চিত্র  
গ. হিন্দুসমাজের চিত্র      ঘ. পণ্ডিতসমাজের চিত্র

২. কত সালে ‘কিলাসী’ গল্পটি প্রকাশিত হয়?

- কি. ১৯১৯ সালে      খি. ১৯২০ সালে  
গি. ১৯২১ সালে      ঘি. ১৯২৮ সালে

৩. ‘কিলাসী’ গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়—

- কি. সবুজপত্র পত্রিকায়      খি. বঙ্গদর্শন পত্রিকায়  
গি. ভারতী পত্রিকায়      ঘি. বিচিত্রা পত্রিকায়

৪. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

- কি. ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে      খি. ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে  
গি. ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে      ঘি. ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে

৫. শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয়—

- কি. নাট্যকার      খি. উপন্যাসিক  
গি. কবি      ঘি. ছোটগল্পকার

৬. ‘মন্দির’ গল্পের জন্যে শরৎচন্দ্র কোন পুরস্কার লাভ করেন?

- কি. অন্নপাশিণী বর্ণপদক      খি. এনুশে পদক  
গি. কুশলী পুরস্কার      ঘি. খল্লা একাডেমী পুরস্কার

৭. নিম্নে কোনটি শরৎচন্দ্রের প্রকাশিত প্রথম গল্প?

- ক) বিলাসী                      খ) ছবি  
গ) বিদ্যুত ছেলে                ঘ) মন্দির

৮. পশ্চিমবঙ্গের ছপলী জেলার কোন গ্রামে শরৎচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন?

- ক) হরিশপুর গ্রামে            খ) দেবানন্দপুর গ্রামে  
গ) লাহিবাঁপাড়া গ্রামে        ঘ) কাঁঠালপাড়া গ্রামে

৯. কত বছর বয়সে শরৎচন্দ্র মনের খোঁকে সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন?

- ক) চব্বিশ বছর বয়সে        খ) পঁচিশ বছর বয়সে  
গ) ছব্বিশ বছর বয়সে        ঘ) সাতাশ বছর বয়সে

১০. শরৎচন্দ্র জীবিকার তাগিদে দেশ ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলেন?

- ক) ভারতে                      খ) নেপালে  
গ) পাকিস্তানে                ঘ) বার্মায়

১১. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পরলোক গমন করেন -

- ক) কলকাতায়                খ) ছপলীতে  
গ) আসামে                    ঘ) জলপাইগুড়িতে

১২. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কত খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?

- ক) ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে        খ) ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে  
গ) ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে        ঘ) ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে

১৩. কোন দিকটি শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে উজ্জ্বলভাবে রূপায়িত হয়েছে?

- ক) সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি  
খ) নিচুতলার মানুষের প্রতিচ্ছবি  
গ) বাংলার মানুষের প্রতিচ্ছবি  
ঘ) বাঙালি জীবনের প্রতিচ্ছবি

১৪. 'কিলাসী' গল্পে উল্লিখিত কামকটিকা হলো—

- ক) বীণ                            খ) উপবীণ  
গ) সাগর                        ঘ) মহাসাগর

১৫. 'কিলাসী' গল্পে উল্লিখিত 'মনবা' কিসের দেবী?

- ক) ধনের দেবী                খ) সাগরের দেবী  
গ) বিস্ময়ের দেবী            ঘ) সম্পদের দেবী

১৬. মৃত্যুঞ্জয় কত মাস থেকে শয্যাগত?

- ক) এক মাস থেকে            খ) দেড় মাস থেকে  
গ) আড়াই মাস থেকে        ঘ) দুই মাস থেকে

১৭. 'কিলাসী' গল্পে 'বিষহরির সোহাই' ব্যবহৃত হয়েছে—

- ক) সাগরের শক্তি অর্থে        খ) দেহের শক্তি অর্থে  
গ) মন্ত্রশক্তি অর্থে                ঘ) প্রভার শক্তি অর্থে

১৮. 'কিলাসী' গল্পে উল্লিখিত 'কামবা' কোথায় অবস্থিত?

- ক) আসামে                      খ) মিজানমারে  
গ) ত্রিপুরায়                    ঘ) মিজোরামে

১৯. 'কিলাসী' গল্পে বাঙালির বিষ কোল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

- ক) বাঙালির আনন্দ        খ) বাঙালির ক্রোধ  
গ) বাঙালির দুঃখ            ঘ) বাঙালির কষ্ট

২০. 'কিলাসী' গল্পে কে মৃত্যুঞ্জয়কে চিকিৎসা করে?

- ক) কিলাসী                      খ) খুজু  
গ) বুড়া মালো                ঘ) ন্যাড়া

২১. কত সালে সাহিত্য কর্মের পীড়িত হিসেবে তাকা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রকে ডি.লিট ডিগ্রি প্রদান করেন?

- ক) ১৯৩৩ সালে                খ) ১৯৩৪ সালে  
গ) ১৯৩৫ সালে                ঘ) ১৯৩৬ সালে

২২. 'জরতী' পত্রিকার কোন সংখ্যায় 'কিলাসী' গল্পটি প্রকাশিত হয়?

- ক) কৈশাখ সংখ্যায়            খ) জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়  
গ) আষাঢ় সংখ্যায়            ঘ) শ্রাবণ সংখ্যায়

২৩. 'কিলাসী' গল্পের 'ন্যাড়া' চরিত্রটির সঙ্গে কার সাদৃশ্য পাওয়া যায়?

- ক) এক যুবকের                খ) শরৎচন্দ্রের  
গ) এক বৃদ্ধের                    ঘ) কিলাসীর

২৪. 'বিষহরির সোহাই' বুকি বা আর খাটে না - 'কিলাসী' গল্পে কখন তা বোকা ফেলা?

- ক) মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর পর  
খ) মৃত্যুঞ্জয় বমি করলে  
গ) মৃত্যুঞ্জয়কে সাগ্রে কামড়ালে  
ঘ) মৃত্যুঞ্জয় নিঃশ্বাস ফেললে

২৫. কী নামে কামকটিকা পরিচিত?

- ক) স্যামন মাছের দেশ        খ) গিল মাছের দেশ  
গ) জাম্বিনের দেশ            ঘ) পেঙ্গুইনের দেশ

২৬. 'কিলাসী' গল্পে উল্লিখিত সময়কালে দশম শ্রেণি ছিল—

২৭. বিবকট মহেশ্বরের অন্য নাম কী?
- ক) ধনঞ্জয়                      খ) মৃত্যুঞ্জয়  
গ) নিরঞ্জয়                    ঘ) সঞ্জয়
২৮. মৃত্যুঞ্জয়ের কতটুকু বাণীন ছিল?
- ক) আঠারো-বিশ বিখ্য                      খ) কুড়ি-বাইশ বিখ্য  
গ) কুড়ি-পঁচিশ বিখ্য                      ঘ) পঁচিশ-ছবিশ বিখ্য
২৯. কার পোষের সাপ ধরে পোষার সব ছিল?
- ক) মৃত্যুঞ্জয়ের                      খ) ন্যাভার  
গ) কিলাসীর                      ঘ) খুড়ার
৩০. 'একলা যেতে ভরা করবে না তো? একটু এগিয়ে দিয়ে আসব?'- উক্তিটি কার?
- ক) ন্যাভার                      খ) খুড়ার  
গ) কিলাসীর                      ঘ) মাদোর
৩১. কোনটি সাপুড়ের সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা?
- ক) সাপ বিক্রি করা                      খ) সাপের বিষ খাড়া  
গ) শিকড় বিক্রি করা                      ঘ) মাদুলি বিক্রি করা
৩২. 'কিলাসী গল্পে বর্ণিত মৃত্যুঞ্জয়ের অমার্জনীয় অপরাধ ছিল-
- ক) লুটি খাওয়া  
খ) সন্দেশ খাওয়া  
গ) পাঠার মাংস খাওয়া  
ঘ) কিলাসীর হাতের ভাত খাওয়া
৩৩. মৃত্যুঞ্জয় কোন বস্ত্রের ছেলে?
- ক) ব্রাক্স                      খ) কারাঙ্ক  
গ) বৈশ্য                      ঘ) শূদ্র
৩৪. মৃত্যুঞ্জয় কী সাপ মিনটি দশকের মধ্যে ধরল?
- ক) গোখরা                      খ) গম গোখরা  
গ) খরিশ গোখরা                      ঘ) জাত গোখরা
৩৫. কোনটি সাপ ধরার মজের শেষ লাইন?
- ক) মলসা দেবী আমার মা  
খ) ওলট-পালট পাভাল ফেঁড়  
গ) কার আজ্ঞা-বিষ হরিন আজ্ঞা  
ঘ) দুধরাজ, মণিরাজ

৩৬. 'ঠিক যেন কুলাদানিতে জল দিরা ভিজাইয়া রাখা বাসি ফুলের মতো'-উক্তিটি কার সম্পর্কে বলা হয়েছে?
- ক) মৃত্যুঞ্জয়                      খ) কিলাসী  
গ) ন্যাভার                      ঘ) খুড়া
৩৭. 'কিলাসী গল্পের মৃত্যুঞ্জয়ের খুড়ার কাজ ছিল -
- ক) ভাইগোঁর সুনাম করা  
খ) ভাইগোঁর দুর্নাম করা  
গ) ভাইগোঁর সঙ্গে ঝগড়া করা  
ঘ) ভাইগোঁর সেবা করা
৩৮. নিচু আতের মেয়েকে বিয়ে করা -
- ক) গুর অপরাধ  
খ) লম্বু অপরাধ  
গ) ক্ষমার যোগ্য অপরাধ  
ঘ) ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ
৩৯. মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর পর কিলাসী কতদিন বেঁচেছিল?
- ক) ৭ দিন                      খ) ৮ দিন  
গ) ৯ দিন                      ঘ) ১০ দিন
৪০. কীভাবে কিলাসীর মৃত্যু হয়?
- ক) গলায় দড়ি দিয়ে                      খ) নদীতে ডুবে  
গ) বিষ খেয়ে                      ঘ) ছাদ থেকে লাফিয়ে
৪১. মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর পর কিলাসী কী করেছিল?
- ক) আত্মহত্যা                      খ) নিকা  
গ) সমাজ ত্যাগ                      ঘ) দেশ ত্যাগ
৪২. কোন দিন সাপ ধরতে যাওয়া কারব?
- ক) মঙ্গলবার                      খ) বুধবার  
গ) বৃহস্পতিবার                      ঘ) রবিবার
৪৩. 'কিলাসী গল্পে কে নিতান্দিই একটা তুচ্ছ মানুষ ছিল?
- ক) মৃত্যুঞ্জয়                      খ) কিলাসী  
গ) ন্যাভার                      ঘ) কিলাসীর বাবা
৪৪. 'আমি একলা থাকতে পালব না'- এখানে 'আমি' কে?
- ক) ন্যাভার  
খ) মৃত্যুঞ্জয়ের খুড়া  
গ) ন্যাভার আত্মীয়ের বিধবা স্ত্রী  
ঘ) কিলাসী
৪৫. মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুতে কার মাথা হেঁটে হয়ে গেল?
- ক) কিলাসীর                      খ) ন্যাভার  
গ) কিলাসীর বাপের                      ঘ) খুড়ার





७४. 'विनामी' कोन भवनेन गाहितकर्म्म?

- (ক) প্রবন্ধ (খ) উপন্যাস  
 (গ) ছোটগল্প (ঘ) অনুবাদ সাহিত্য

७६. महाभारत नाम कीष्टावे विष्णो धतिग्न इला?

- ক) মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর ফলে  
খ) মৃত্যুঞ্জয়ের অসুস্থতা থেকে বাঁচার ফলে  
গ) মৃত্যুঞ্জয়কে শাশ্বত কাটার ফলে  
ঘ) কিলিসীকে বিয়ে করার ফলে

৬৬. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্পে কিসের পরিচয় পাওয়া যায়?

- (ক) ধর্মীয় চেতনা ও মূল্যবোধ  
 (খ) সমাজ সচেতনতা ও প্রগতিশীলতা  
 (গ) গ্রামীণ জীবন ও সংস্কৃতি  
 (ঘ) নাগরিক জীবনের আশা ও নিরাশা

৬৭. 'কিঙ্গারী' আত্মহত্যা করে তার প্রেমকে-

- (ক) তির্যকার করে গেল      (খ) অমরা করে গেল  
 (গ) সমাধি নিয়ে গেল      (ঘ) অভিশপ্ত করে গেল

৬৮. বর্তমান সমাজে 'বিলাসী' শব্দের মতো আত্মবিসর্জনের বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়।

- (ক) শর্ত বিশ্বাসের কারণে      (খ) অনবদ্য প্রেমের কারণে  
 (গ) সম্পদের কারণে          (ঘ) চাকরি হারানোর আশায়

৬৯. বর্তমানে সাপুড়েরা সাপের খেলা দেখিয়ে শেফড়ের পরিবর্তে বিক্রি করে-

- (ক) খেলনা সামগ্রী                      (খ) ওষুধ, আংটি  
 (গ) সাজা কাপড়                        (ঘ) গয়না সরঞ্জাম

୧୦. 'କିଙ୍ଗାରୀ' ଖାସ୍ତର ନାମେ 'ହେମନ୍ତୀ' ଖାସ୍ତର ନାମନା ହାଜା.

- (ক) সাক্ষরতার হার                      (খ) জলসেচনা  
(গ) বিদ্যুতের ব্যবহার                (ঘ) চাষাবাড়ি

৭১. 'কিলাসী' গল্পের 'ম্যাডা' চরিত্রের সঙ্গে 'হৈমন্তী' গল্পের 'অর্ণব' চরিত্রের প্রধান সাদৃশ্য হলো-

- (କ) ଓକର ଚରିତ୍ର ପୁରୁଷ      (ଖ) ଓକର ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣାବଳୀ  
 (ଗ) ଓକର ଚରିତ୍ର କେଶରୀ      (ଘ) ଓକର ଚରିତ୍ର ନାୟକ

१२. 'आमि तान गाये हाक मित्क गलि नाई'-कानन.

- (ক) শক্তি নেই বলে                      (খ) মৃত্যুঞ্জয়ের নিষেধ বলে  
 (গ) গাণ কাঙ্ক্ষ বলে                    (ঘ) গর্ব পরিচয়ের কারণে

৭৩. 'কিলাগী' গল্পটি কোন পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে?

- (ক) উত্তম পুস্তক                      (খ) মধ্যম পুস্তক  
 (গ) ন্যায় পুস্তক                      (ঘ) দ্বিতীয় পুস্তক

৭৪. 'সোহাই মানা' বাগধাতাগুলি প্রায়োগিক অর্থ-

- (ক) মজির লেখানো                      (খ) কথা রাখা  
 (গ) শর্তারোপ করা                      (ঘ) দিবিয় মেয়া

१६. 'ममोक्तम शिष्य एव कुमरकान्त बाटन मर्ति । एवै उक्तिः ।

- ☐ ক উপহাসসূচক ☐ গ শ্রেয়াস্বক  
☐ ঘ বিদ্রূপাস্বক ☒ ঘ ব্যঙ্গাস্বক

१७. 'खिलानी' शब्द 'गुनाम' शब्दों की तुल्य समझा जाता है।

- ☐ (a) ଶକ୍ତ                      ☐ (b) ନୁର୍କାମି  
☐ (c) ଅନୁକାମ              ☐ (d) ଶକ୍ତି

११. 'विनागी' गदग्रत आवातीति कीदृ

- (କ) ମାତୃ ଭାଷା                      (ଖ) ଚଳିତ ଭାଷା  
 (ଗ) ବ୍ୟାଘ୍ର ଭାଷା                    (ଘ) ଆଧୁନିକ ଭାଷା

৭৮. লেখক কোন উক্তিটির মাধ্যমে সনাতন হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেছেন?

- (১) অন্নপাণ। বাপ রে! এর কি আর প্রায়চিত্ত আছে
- (২) সনাতন হিন্দু এ কুলংকার মানে না
- (৩) বঙ্গদেশের মঙ্গলার জন্য সমস্ত অকাতরে সহ্য করিয়া তাকে হিন্দু হিন্দু করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম
- (৪) অতিকার হস্তী গোপ পাইয়াছে কিন্তু তেলোপোকা ঘিবিয়া আসছে

৭৯. বিলাতীরা ওপরে প্রামাণ্যবাদের জন্য হামলার মধ্য দিয়ে  
অত্যাধুনিক সমাজের কোন রূপটি ঘটি উঠেছে?

- (ক) স্বপ্নমধুবাতা                      (খ) শিল্পনৈতা  
(গ) আর্থনৈতা                        (ঘ) ইন্দ্রনৈতা

৮০. 'জের বাপরে আমি একলা থাকব না'- এ উক্তির প্রেক্ষাপট গ্রহণ করুন।

- ☐ ক মানবপ্রেমের ☐ খ পতিভক্তির  
☐ গ জ্ঞাত গৌরবের ☐ ঘ আত্মপ্রেমের

४१. 'विनांगी' शब्दज्ञान नामककृतं कला इत्य-

- (ক) বিষয়বস্তুর আলোকে  
 (খ) পটভূমির আলোকে  
 (গ) অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের ভিত্তিতে  
 (ঘ) ন্যায়িক চরিত্রের আলোকে

७२. 'विनागी' शब्दस्य सांस्कृतिकतायां गार्हपत्यो मूलः-

- (ক) মূল চরিত্র অঙ্কনে  
 (খ) পার্শ্ব চরিত্র অঙ্কনে  
 (গ) কলাসীর আত্মবিসর্জনে  
 (ঘ) কলাসীর প্রেমের পরিপূর্ণতায়

৮৩. 'কিলাসী' গল্পে অঙ্কিত হয়েছে-

- ক) সমাজ সংস্কারের চিন্তা  
খ) আত-গৌরবের চিন্তা  
গ) পশ্চাদপদ সমাজের চিন্তা  
ঘ) সাপুড়ে জীবনের চিন্তা

৮৪. মৃত্যুঞ্জয়ের খুঁড়া কর্তৃক মৃত্যুঞ্জয়ের প্রাণি অধিক হায়ে প্রচারের উদ্দেশ্য হলো-

- ক) মৃত্যুঞ্জয়কে স্বপথে ফিরিয়ে আনা  
খ) ধর্মীয় বিশ্বাস-বিশ্বাস সুপ্রতিষ্ঠিত করা  
গ) খুঁড়া কর্তৃক মৃত্যুঞ্জয়ের সম্পত্তি লাভ  
ঘ) চৌধুরী পুরস্কারের জাত রক্ষা করা

৮৫. খুঁড়ার দৃষ্টিতে মৃত্যুঞ্জয়ের বড় পাশ হলো-

- ক) বিলাসীকে বিয়ে করা  
খ) বিলাসীর হাতে জাত খাওয়া  
গ) জাত বিসর্জন দেয়া  
ঘ) বিলাসীর সঙ্গে বাস করা

৮৬. মৃত্যুঞ্জয়ের অন্তে কিলাসীর অসোবাসার বড় প্রমাণ হলো-

- i. সাপ ধরার বায়না ফিরিয়ে দেয়া  
ii. মৃত্যুঞ্জয়ের শোকে আহত হওয়া করা  
iii. মৃত্যুঞ্জয়কে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা  
নিচের কোন্টি সঠিক?

- ক) i    খ) ii    গ) iii    ঘ) i ও ii

৮৭. 'ঠাকুর আমার মাথার দিবিয় রইল, এসব তুমি আর কখনও করো না' - বিলাসীর এ নিষেধের বিষয় ছিলো-

- i. শিকড় বিক্রি করা    ii. জাত বিসর্জন দেয়া  
iii. সাপ ধরা  
নিচের কোন্টি সঠিক?

- ক) i    খ) i ও ii    গ) ii    ঘ) iii

৮৮. মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুতে সুবিধা হলো-

- i. খুঁড়ার    ii. হরিপুর সমাজের  
iii. বিলাসীর বাবার  
নিচের কোন্টি সঠিক?  
ক) i    খ) i ও iii    গ) ii ও iii    ঘ) i, ii ও iii

৮৯. বিলাসীর সং মাসিকতার পরিচয় মেলে-

- i. মৃত্যুঞ্জয়ের সেবা করার মাধ্যমে  
ii. শিকড় বিক্রিতে নিষেধ করার মাধ্যমে  
iii. সাপ ধরার বায়না প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে  
নিচের কোন্টি সঠিক?

- ক) i    খ) ii    গ) iii    ঘ) i ও ii

৯০. বর্তমান সমাজে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কন্ডাচি জাত বিসর্জনের বিষয়টি আসে-

- i. বিয়ে বন্ধনে    ii. ধর্ম বন্ধনে  
iii. ধর্ম-বিশ্বাসে  
নিচের কোন্টি সঠিক?

- ক) i ও ii    খ) i ও iii    গ) ii ও iii    ঘ) i, ii ও iii

৯১. ভূদেববাবুর প্রবন্ধের সঙ্গে তুলনা করা যায়-

- i. ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কিছু প্রবন্ধের  
ii. রাজা রামমোহন রায়ের কিছু প্রবন্ধের  
iii. ইশ্বরচন্দ্রের অধিকাংশ কবিতার  
নিচের কোন্টি সঠিক?

- ক) i ও ii    খ) i    গ) ii    ঘ) iii

৯২. বর্তমানে সামাজিক প্রেক্ষাপটে মৃত্যুঞ্জয়ের জাত বিসর্জন হলো দৃশ্যমান হতো-

- i. 'বিলাসী' গল্পের হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার অনুরূপ  
ii. মৃত্যুঞ্জয়ের খুঁড়ার মতো সমাজপতিদের নৈরাত্ত  
iii. হরিপুরের সমাজব্যবস্থার মতো নিষা জ্ঞাপন  
নিচের কোন্টি সঠিক?

- ক) i ও ii    খ) i ও iii  
গ) ii ও iii    ঘ) i, ii ও iii

৯৩. 'বিলাসী'র মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে-

- i. সমাজের অভ্যন্তর চোরা    ii. অসোবাসার অমরত্ব  
iii. ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা  
নিচের কোন্টি সঠিক?

- ক) i ও ii    খ) ii ও iii  
গ) i ও iii    ঘ) i, ii ও iii

৯৪. মৃত্যুঞ্জয়ের অগ্রপাণের মধ্যে খুঁড়া খুঁজে পেয়েছে-

- i. বিশাল সত্তাবনা    ii. বিলাসীর মৃত্যু  
iii. ধর্মীয় বিশ্বাস  
নিচের কোন্টি সঠিক?

- ক) i    খ) ii    গ) iii    ঘ) i ও ii

৯৫. মৃত্যুঞ্জয়ের অগ্রপাণের অন্যতম কারণ হলো-

- i. নিচুজাতের নারীর হাতে অন্নগ্রহণ  
ii. বিলাসীর প্রেমে পুনর্জন্ম  
iii. সমাজের নকলশীল মনোভাব  
নিচের কোন্টি সঠিক?

- ক) i ও ii    খ) i ও iii    গ) ii ও iii    ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৯৬ থেকে ৯৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

গোমের জন্যে জাত বিসর্জন দেয়া যায়, কিন্তু খাঁটি গোম বিসর্জন দেয়া যায় না। সিনেমা, নাটক, গল্প- এমন কী সমাজবাস্তবতায়ও তার অনেক প্রকাশ মেলে।

৯৬. জাত বিসর্জনের চেয়েও বড় বিসর্জন হলো-

- বিলাসীর আত্মবিসর্জন
- মৃত্যুঞ্জয়ের আত্মবিসর্জন
- মৃত্যুঞ্জয়ের অল্পশাপ

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i      খ ii      গ i ও ii      ঘ iii

৯৭. উদ্দীপকের জন্যে একটি দৃষ্টান্ত হলো-

- মৃত্যুঞ্জয়
- বিলাসী
- ন্যাভা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i      খ ii      গ iii      ঘ i ও ii

৯৮. 'বিলাসী' গল্পের সমাজবাস্তবতার তাৎপর্য কী?

- অভিভূত প্রখার চিত্র তুলে ধরা
- প্রথাগত সমাজের পরিবর্তন
- হিন্দু সমাজের পৌত্তলিক চিত্র তুলে ধরা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i      খ ii  
গ i ও iii      ঘ iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৯৯ ও ১০০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মহুয়া পালার হোমরা বেদে যখন নদের চাঁদকে মাজার জন্যে মহুয়ার হাতে বিষলক্ষের ছুরি তুলে দেয়, মহুয়া তখন সে ছুরি নিজের বুকে চালিয়ে দিয়ে তার প্রেমকে চির অমর করে রাখে।

৯৯. 'বিলাসী' গল্পের ন্যাভার বর্ণনা অনুযায়ী শাস্ত্রমতে উদ্দীপকের মহুয়ার ছান কোথায়?

- বর্ষে
- সরকে
- অমরকে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i      খ ii      গ iii      ঘ ii ও iii

১০০. মহুয়ার সঙ্গে তুলনা চলে-

- মৃত্যুঞ্জয়ের
- হেমছীর
- বিলাসীর

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i      খ ii      গ iii      ঘ i ও ii

## □ লেখক পরিচিতি

বাঙালি মুসলিম নারী-জাগরণের পথিকৃৎ রোকেয়া একাধারে ছিলেন বুদ্ধিজীবী, লেখিকা ও সমাজকর্মী। এই তিন রূপেই তিনি তাঁর নিজেকে বিকশিত করেছিলেন। বাঙালি, বাঙালি-মুসলমান, বাঙালি-মুসলমান নারী সমাজ, নারীশিক্ষা, নারীজাগরণ – এসবকে কেন্দ্র করেই তাঁর চিন্তা-ভাবনা আঘতিত হয়েছে। স্কুল, নারীবিদ্যালয় সংস্থা প্রতিষ্ঠা; এগন ছিল তাঁর কর্মের পরিধি। লেখিকা হিসেবে সেসব গল্প-কবিতা-উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি আহ্বানবাক্য করেছেন— সেসবের মধ্য দিয়েও নারীজাগরণ তথা সমাজহিত-এর আকাঙ্ক্ষাই তাঁর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। মূলত তিনি প্রাবন্ধিক; পঁচাত্তর তাঁর চিন্তার প্রধান বাহন। তাঁর বিকাশ ও কর্মক্ষেত্র মূলত তিন আয়তন—রংপুর (বাল্যভূমি), আগুন (বিহার) ও কলকাতা (পরিচয়)। অবশ্য কলকাতাতেই তাঁর প্রতিভার স্ফূর্ত ঘটেছিল।

জন্ম: ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে রংপুর জেলার মিঠাপুরা থানার গায়ারকান্দ গ্রামে।

মৃত্যু: ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে।

## □ রচনাবলি

মহিচর (১ম ও ২য় খণ্ড), পদ্মরাগ, অবরোধবাসিনী, সুলতানার স্বপ্ন (Sultana's Dream),

## □ উৎস ও পরিচিতি

‘অর্ধাঙ্গী’ প্রবন্ধে লেখিকা উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের গোড়ায় ভারতবর্ষে পুরুষশাসিত সমাজে জীবনের সবক্ষেত্রে নারী বিশেষ করে মুসলমান নারীসমাজের পশ্চাদগমন, কুসংস্কারাজ্ঞতা, অধিকারহীনতা ও দুর্বিসহ জীবন সম্পর্কে আবেগপাত করেছেন। পাশাপাশি এই প্রবন্ধে পুরুষের সংকীর্ণ নৃসিদ্ধি, স্বার্থপরতা ও অশিষ্টতাবাদী মানসিকতার পরিচয় সূচিয়ে তুলেছেন। তিনি এই রচনায় অত্যন্ত বসতি করে নারী সমাজকে জ্ঞানচর্চা ও কর্মরত, অধিকার সচেতনতা ও মুক্তি আকাঙ্ক্ষার উদ্ভূত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি বলিত নৃসিদ্ধি মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছেন, সমাজ যে পূর্ণ ও স্বাভাবিক পদ্ধতিতে অগ্রগতি হতে পারছে না তার কারণ পরিবার ও সমাজ জীবনের অপরিসীম অর্থের শক্তি নারী সমাজের দুর্বল ও অস্বাভাবিক। এজন্য তিনি পুরুষ সমাজের নৃসিদ্ধি ও সংকীর্ণতাকে দলীয় করেছেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন, সমাজ জীবনের অগ্রগতি ও কল্যাণ সাধনের জন্য নারীজাগরণ এবং সেই সঙ্গে পুরুষ সমাজের সংকীর্ণ নৃসিদ্ধি পরিবর্তনের কোনো বিকল্প নেই।

## □ শব্দার্থ ও টীকা

বাহুপ : পাগল, উন্মাদ।

নাস্তিক : গণিত কল।

পার্সি : পারস্য দেশের অর্থী উপাধি।

সরকারি মন্ত্রী : সরকার ও বাধ্য করণের অঙ্গ।

অমলা ভক্তি : অমলা। এখানে নারী সমাজ অর্থে ব্যবহৃত।

গুরুদেব : শ্রুত বা সান্না তুল্যবিশিষ্ট, গুরুত্বপূর্ণ।

সামন্ত : সামন্তের বর্ণিত মন্ত্রণা ও কৌশলগত পুত্র এবং সীতার স্বামী।

নীতি : সামন্তের বর্ণিত মন্ত্রণা ও কৌশলগত পুত্র ও সামন্তের পুত্র।

- কলাঘাস : ক্রিস্টোফার কলাঘাস (১৪৪৭-১৫০৬) প্রসিদ্ধ ইতালীয় নাবিক এবং আমেরিকা মহাদেশের আবিষ্কর্তা।  
 বোধোদয়া : ইন্ডোচত্র বিদ্যাসাগর রচিত 'শিক্ষিকা' তৃতীয় অংশ বইয়ের নাম 'বোধোদয়া'। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে।  
 এফ. এ : First Arts, বর্তমান উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়।  
 এন্ট্রান্স : প্রবেশিকা, বর্তমান মাধ্যমিক বা এস.এস.সি।

নজম-উল-ওলামা : জ্ঞানীদের মধ্যে নক্ষত্র।

শমস-উল-ওলামা : জ্ঞানীদের মধ্যে সূর্য।

### □ বানান সতর্কতা

বাস্পীভূত, নিরীক্ষণ, কীৰ, সূত্র, নিষ্ঠনির্বয়, বদিনি, অধিকারিনী, প্রণয়িনী, অর্ধাঙ্গী, নর্পন, গৌড়া, বহু-বামিহু, অস্ত্রপুত্র, জ্যোতির্বেতা, আবিষ্কার, শীর্ষক, গৃহিণী, ব্যক্ত, বিষয়, ধ্বংস।

### □ নমুনা প্রশ্নাবলি □

#### বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

- সাধারণের পানি বাষ্প হয়ে মেঘে পরিণত হয়। আবার সেই মেঘ কুটিলনা হয়ে সাগরে পতিত হয়। উপরের বাক্যগুলো দ্বারা বোঝানো হয়েছে-  
 ক. একে অপরের অনুসারী  
 খ. প্রত্যেকে আমরা পরের তরে  
 গ. একের কর্তব্য অন্যের অধিকার  
 ঘ. প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিকট স্বর্গী
- নারীদের শুধু রাষ্ট্রাধিনেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। কারণ এটা তাদের-  
 i. অকর্মণ্য করে তোলে  
 ii. মানসিক দাসত্ব প্রকাশ করে  
 iii. স্বামীদের আত্মমহিয়তা বৃদ্ধি করে  
 নিচের কোলটি সঠিক?  
 ক. i    খ. ii    গ. i ও ii    ঘ. ii ও iii
- 'অর্ধাঙ্গী' ধ্রুববে কবিতা 'নাকের সড়ি' শব্দের অর্থ কী?  
 ক. অধিকার ও মালিকানাধার বস্তু  
 খ. মেয়েদের আটক রাখার কৌশল  
 গ. তত্ত্ব বয়ান করে তৈরিকৃত রশি  
 ঘ. নতজানু ও বাধ্য করার অস্ত্র  
 নিচের কবিতাংশটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:  
 বিশ্বের বা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর  
 অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নয়।
- উপরের কবিতাংশের মর্মদুসারে নারীর সার্বক পরিচয় কেমনটি?  
 ক. প্রণয়িনী    খ. সহচরী  
 গ. অর্ধাঙ্গী    ঘ. সমজাঙ্গিনী
- সামাজিক কল্যাণ সাধনে বেশম রোকেয়ারা কেন আহ্বানটির সঙ্গে উপরের কবিতাংশের মিল আছে?  
 ক. নারীর মানসিক দাসত্ব মোচল  
 খ. নারীর বহাবস সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা  
 গ. নারীকে পুরুষের সমকক্ষ করা  
 ঘ. নারী পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা

#### সৃজনশীল প্রশ্ন

- রেণু ও রাজু একই পিতা-মাতার সন্তান। কিন্তু তাদের পিতা-মাতা রাজুকে রেণু অগণ্য বেশি আসর যত্ন করে। দুই ভাইবোন খেতে বসলে বড় ভাগটি রাজু পায়। রাজু কোনো অপরাধ করলে তাদের পিতা-মাতা বোটা-ছেলে বলে তা আমলে নেয় না। রাজুর জন্য গৃহশিক্ষক থাকলেও রেণুর জন্য তা রাখা হয়নি। রেণু যতটাই ব্যগ্রপ্রাণ হলেও পিতা-মাতা তার বিয়ে দেয়ার জন্য ততোহি ব্যাকুল হয়ে উঠছে। রেণু খিদের ব্যাপারে আশঙ্কিত করলে তার মা বলেন, মেয়েদের এতো লেখাপড়া শিখে কাজ নেই, বরং ঘর-দোর গোছানো, সুয়েটার বুনন এবং রান্না করাটা শিখে নিলেই চলবে।

ক. 'শমস-উল-ওলামা' অর্থ কী?

খ. 'নারীর' হলে 'অর্ধাঙ্গী' শব্দটি প্রচলিত হওয়ার সুবিধা কর্না কর।

গ. জেলুর পরিবারে নারীর যে অবস্থাটি ফুটে উঠেছে তা 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জেলুর মায়ের মনোভাবের মধ্যে যে বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে তা বিশ্লেষণ কর।

২. শিরিন এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। বালিকা বয়সে তার কুলে যাওয়ার খুব শখ থাকলেও সে পারিবারিক শাসন ভিত্তিতে কুলে যেতে পারে নি। মায়ের কাছে সে আরবি বর্ণমালা শিখেছে। এরপর কায়লা শিখে যখনই আমপার শিখতে শুরু করে তখনই তার বিয়ের প্রস্তাব আসে। তার পিতা-মাতা কলবিলম্ব না করে মেয়ের বিয়ে দেয়। অণ্যভাবে শিরিন ভালো স্বামী পেয়ে যায়। সে স্বামীর সংসারে থেকে নিজের প্রচেষ্টা ও স্বামীর উৎসাহে বিদ্যা অর্জন করে। তাতে সে সমাজে নারীর হীন অবস্থা বুঝতে পারে। নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য সে নারীশিক্ষা কেন্দ্র করে তার এলাকার নারীদের শিক্ষিত করে তোলে।

ক. অবরোধ প্রথা কী?

খ. নারীর প্রতি পুরুষের কোন দৃষ্টিভঙ্গি 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে প্রবন্ধকার সমালোচনা করেন?— কর্না কর।

গ. শিরিন পিতৃ-পরিবারে নারীর প্রতি মনোভাব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শিরিনের কাজের মধ্যে 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকের ইচ্ছার কি কোনো প্রতিফলন ঘটেছে? উক্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।



## ✕ সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

১. নিম্নের উদ্দেশ্যটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

পাখি পোষা অপূর একটি প্রিয় শখ। এ জন্য সুন্দর করে সে একটি খাঁচা বানিয়েছে। অনেক দিন ধরে এ খাঁচায় সে একটি ছুয়ু পুছতো। ফরিন নামে অপূর এক বন্ধু ছিল। সে ছিল একজন পাখি বিশারদ। একদিন অপূরের বাড়ি বেড়াতে এসে পাখির এ বন্দিদশা দেখে সে খুব কষ্ট পায়। অপূকে অনুরোধ করে পাখিটি সে খাঁচা থেকে মুক্ত করে দেয়। কিন্তু কী আশ্চর্য, পরদিন সকালে ঘর থেকে বেরিয়েই সে দেখতে পায়, পাখিটি তার খাঁচার পাশেই বসে আছে।

ক. 'জীবজাতির অবনতি' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখিকা নারীদের যে রোগটির কথা জানিয়েছেন সেটা কী ?

খ. 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে লেখিকা অক্যাদের অবনতির চিত্র দেখাতে চেয়েছেন কেন ?

গ. খাঁচামুক্ত পাখিটির সাথে 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধের কোন দিকটির মিল রয়েছে?

ঘ. 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধের আলোকে মুক্ত পাখিটি খাঁচার পাশে বসে থাকার কারণটি বিশ্লেষণ কর।

## ১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) 'জীবজাতির অবনতি' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখিকা নারীদের যে রোগটির কথা জানিয়েছেন সেটা হলো দাঙ্গড়।

খ) 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে লেখিকা অক্যা তথা নারী জাতির উন্নতির পথ আনিদ্ধারের জন্যই তাদের অবনতির চিত্র দেখাতে চেয়েছেন। কেননা, কোনো রোগীর চিকিৎসার জন্য সবার আগে যেমন সঠিকভাবে তার রোগ নির্ণয় করা দরকার তেমনি কোনো জাতির উন্নতির জন্য সবার আগে দরকার সঠিকভাবে তার অবনতির চিত্রটি প্রত্যক্ষ করা। তা না হলে তাদের অবনত অবস্থাকে কিছুতেই উন্নত করা সম্ভব হবে না।

গ) খাঁচামুক্ত পাখিটির সাথে 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধের যে দিকটির মিল রয়েছে তা হলো নারীদের মানসিক দাঙ্গড়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী স্বাধীনতা সব সময় পুরুষ মুখোপেক্ষ। পুরুষদের ইচ্ছায় নারীরা যেমন এক প্রকার গৃহবন্দি থাকে, তেমনি ঘরের বাইরে এলেও পুরুষদের ইচ্ছাকৃতই তা আসতে হয়। এখানে নারীদের কোনো জীবনীশক্তি বা চেতনাবোধের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় না। তাই যুগ যুগের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার নারীরা মনে করে, তারা প্রাণান্তকরবেই পুরুষদের দাসী। তাই অপূর পাখিকে

মুক্ত করে দেয়ার মতো কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা বিশেষ কোনো সমাজের পুরুষরা যদি নারীদের স্বাধীন করে দিতে চায় তবু তারা সেটাকে যথাযথভাবে গ্রহণ করতে পারে না। সেক্ষেত্রেও তারা পাখিটির মতোই চুপেচুপে এসে পুরুষেরই মুখাপেক্ষী হয়ে ওঠে। লেখিকা রোক্যা সাখাওয়াত হোসেন তাঁর 'অর্ধাঙ্গী' গ্রন্থে এটাকেই নারীদের মানসিক দাসত্ব বলে অভিহিত করেছেন। আর এ দাসত্ব থেকে তাদের মুক্ত করার লক্ষ্যেই তিনি তাদের অবনতির চিহ্ন দেখাতে চেয়েছেন।

ঘ) রোক্যা সাখাওয়াত হোসেন তাঁর 'অর্ধাঙ্গী' গ্রন্থে নারীজাতির যে বিশেষ গোণটির প্রথম টেনে এনেছেন তা হলো দাসত্ব। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ঘূর্ণ ঘূর্ণের সমিলিত অভিজ্ঞতার নারীরা সব সময় নিজেদের পুরুষের মুখাপেক্ষী করে রাখে। কোথাও কখনো তাদের স্বাধীনতা দেয়া হলেও তারা এ পুরুষনির্ভরশীলতার বলয় থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। রোক্যা এটাকে মানসিক দাসত্ব বলে অভিহিত করেছেন। উদ্দীপকের পাখিটি যেমন দীর্ঘদিন খাঁচার বন্দি থাকার পর মুক্ত হয়েও আবার খাঁচার কাছে ফিরে এসেছে, নারী জাতির ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনটিই ঘটে। এটা আসলে দীর্ঘদিনের অজ্ঞানতাবৃত্তির একটি মানসিক সমস্যা। একটানা দীর্ঘদিন একটি পরিবেশে থাকলে তার প্রতি মানুষের যে ধরনের একটি আলাদা টান ও নির্ভরশীলতা তৈরি হয়, খাঁচামুক্ত পাখি ও স্বাধীনতা পাওয়া নারী সমাজের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়। লেখিকা তাঁর 'অর্ধাঙ্গী' গ্রন্থে নানা দুর্ভিক্ষ ও দুর্ভাগ্য উপস্থাপন করে এ বিষয়টিই অত্যন্ত চমককারনাত্মক ভাবে ধরেছেন।

## ২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

দুসন্ধানের জনক রাশেল একটি বেসরকারি সাহায্য সংস্থার জনসংযোগ কর্মকর্তা। তার জী রিনা একটি বেসরকারি কলেজের শিক্ষক। তাদের একমাত্র ছেলে জহির ঢাকার একটি নামী কুলে ক্লাস সেভেনে পড়ে এবং একমাত্র মেয়ে অনিমা পড়ে ক্লাস থ্রিতে। তারা দুজনে মিলে প্রতি মাসে যা উপার্জন করে তাতে সংসার চালিয়েও বেশ কিছু টাকা উদ্ধৃত থাকে। রিনার সহকর্মী আমানও দুসন্ধানের জনক। তার জী একজন গৃহিণী। তাই একজনের উপার্জনে তার সংসার চালাতে খুব কষ্ট হয়। ছেলেমেয়েরা পাতার একটি সাধারণ কুলে লেখাপড়া করলেও তাদের অনেক চাহিদাই পূরণ করা সম্ভব হয় না। সংসার খরচ মিটিয়ে মাস শেষে হাতে কোনো টাকাও অবশিষ্ট থাকে না।

ক. সংসার জীবনকে কারা যিচ্চত শকটের ন্যায় বলে অভিহিত করেন?

খ. সংসার জীবনকে একটি যিচ্চত শকট বলা হয়েছে কেন?

গ. 'অর্ধাঙ্গী' গ্রন্থে রাশেলের সংসার সম্পর্কে লেখিকার যে মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে তা কুলে ধর।

ঘ. সংসার চালাতে জামানের কটের বিষয়টি 'অর্ধাঙ্গী' গ্রন্থের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

## ২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) শুক্রকেশ বুদ্ধিমানপন্থ সংসার জীবনকে যিচ্চত শকটের ন্যায় বলে অভিহিত করেন।

খ) দুজন মানুষের মিলিত প্রয়াসেই একটি সংসার গড়ে ওঠে বলে সংসার জীবনকে একটি যিচ্চত শকট বলা হয়েছে। এ যিচ্চত শকটের একটি শকট হচ্ছে পতি এবং অপরটি পত্নী। কোনো শকট বা পাড়ির দুটি চক্র বা চাকা যদি সমান না হয়, তবে সেই শকট বা পাড়ির পক্ষে অধিক দূরে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। ঠিক একইভাবে একটি সংসারের পতি এবং পত্নী যদি সমান না হন কিংবা তারা যদি সমান তাতে সন্তোষ না পান তবে সেই সংসার উন্নতির পথে অধিক দূর অগ্রসর হতে পারে না বলে শুক্রকেশ বুদ্ধিমান বা জ্ঞানী বুদ্ধিপন্থ সংসার জীবনকে একটি যিচ্চত শকটের ন্যায় বলে অভিহিত করেছেন।

গ) 'অর্ধাঙ্গী' গ্রন্থে লেখিকা রোক্যা সাখাওয়াত হোসেনের মনোভাব অনুযায়ী রাশেলের সংসারটি তুলনামূলকভাবে একটি আদর্শ সংসার। লেখিকা তাঁর গ্রন্থে বলেছেন শুক্রকেশ বুদ্ধিমানপন্থ মনে করেন, সংসারের বৈশিষ্ট্য একটি যিচ্চত শকটের মতো। এর একটি চক্র বা চাকা পতি আর অপরটি হচ্ছে পত্নী। একটি শকট বা পাড়ির দুটি চক্র বা চাকা সমান না হলে তা যেমন অধিক দূরে অগ্রসর হতে পারে না, তেমনি একটি সংসারে পতি এবং পত্নী যদি সমান না হয় তবে সে সংসারের চাকতিও উন্নতির পথে খুব একটা অগ্রসর হতে পারে না। সেদিক থেকে রাশেল এবং তার জী রিনা দুজনেই সমান সমান। তারা দুজনেই



সংসারের জন্য পরিশ্রম করে এক অর্থ উপার্জন করে। কলে তাদের সংসারে তেমন কোনো অজীব-অনটন নেই। এ জন্যই লেখিকা তার প্রবন্ধে নারী ও পুরুষের সমতার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। কেননা, তিনি মনে করেন, নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই একটি সংসার সুখমন্ডলে তার উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে পারে।

ঘ) 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে একটি সংসারকে ঘিরে শকট বা দুর্ভাগ্যের গাড়ি বলে অঙ্কিত করা হয়েছে। 'জল্পকেশ' বুদ্ধিমানের উদ্ভূতি দিয়ে প্রাথমিক রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এ প্রসঙ্গে বলেছেন, সংসারের এই দুটি চাকার একটি হচ্ছে পতি এবং অপরটি পত্নী। একটি গাড়ির দুটি চাকা সমান না হলে তা যেমন সামলে অগ্রসর না হয়ে একই স্থানে ঘুরপাক খায়, তেমনি একটি সংসারের পতি ও পত্নী সমান তাহলে বাস্তব করতে না পারলে সেই সংসারেরও উন্নতি হয় না। উদ্দীপকে বর্ণিত জামানের সাংসারিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তার সংসার হচ্ছে এমন একটি শকট বা গাড়ির মতো যার দুটি চাকা অসমান। কেননা, জামান নিজে চাকুরি করে সংসারের জন্য অর্থ উপার্জন করলেও শুধু গৃহিনী হওয়ার কারণে তার জীভা করতে পারে না। তাই এ অসমান চাকা নিয়ে তার পক্ষে সংসার নামক শকট বা গাড়ি নিয়ে অধিক দূরে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় না। আর এ কারণেই একক উপার্জনে সংসার চলাতে গিয়ে তাকে হিমশিম খেতে হয়। একেতো তার জীভ যদি তার সমান হতো অর্থাৎ রাশেদের জীভ মতো সংসারের অর্থ উপার্জনে সহযোগী হতে পারতো তবে তাদের সংসারের এ দুরবস্থা হতো না। লেখিকা অত্যন্ত বৌদ্ধিক ও বাস্তবতার সাথে জামানের সাংসারিক দুরবস্থার প্রকৃত কারণটি তার প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন।

৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আবুল কাদের হোসেনপুর গ্রামের একজন সাধারণ কৃষক। তিন মেয়ে ও দুই ছেলেসহ তাঁর পরিবারের সদস্য সংখ্যা সাত জন। জীভামের সালাম শেখের বাড়িতে কাজ করে। পড়াশোনার ব্যীকে ব্যীকে মেজো বাড়ির কাজ করে। মেয়েদের পড়ানোর ব্যাপারে কোনো আত্মহ না থাকলেও ছেলেদের শিক্ষিত করার জন্য তিনি আশ্রয় চেষ্টা করেন। তিনি মনে করেন, মেয়েদের নিয়ে দিলেই তার দায়িত্ব শেষ। ওদের পড়িয়ে কী লাভ।

ক. কে কন্যাকুলের রক্ষকবরণ দণ্ডায়মান হয়েছিলেন?

খ. 'জীভের বিদ্যার দৌড় সচরাচর বোধোদয় পর্যন্ত' - উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

গ. 'ওদের পড়িয়ে কী লাভ' - উক্তির সঙ্গে 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধের সাদৃশ্য আলোচনা কর।

ঘ. ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে আবুল কাদেরের ভূমিকার 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

### ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) হযরত মুহাম্মদ (স) কন্যাকুলের রক্ষকবরণ দণ্ডায়মান হয়েছিলেন।

খ) রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাঁর 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধের এ উক্তির মাধ্যমে নারী শিক্ষা প্রসঙ্গে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে বৈষম্য রয়েছে তা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, পুরুষরা কেবলে বিদ্যাচর্চার সর্বোচ্চ সুযোগ পায়, জীভের বিদ্যার দৌড় সেখানে কেবল বিশ্বরত্ন বিদ্যালয়ের রচিত শিশু শিক্ষার তৃতীয় ভাগ অর্থাৎ 'বোধোদয়' পর্যন্ত। পুরুষ যখন বাইরের জগতের জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল শাখায় বিচরণ করে, নারীরা তখন কেবল সূচিকর্ম ও নানা প্রকার রান্নার কৌশল নিয়ে ব্যস্ত থাকে। পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষেরা নারী শিক্ষার প্রতি খুব একটা নজর দেয় না। তারা মনে করে, নারীরা শিক্ষিত হলেও সমাজের তেমন কোনো লাভ হবে না।

গ) 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নারী শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন নারী শিক্ষার বেহাল অবস্থা দেখে। উদ্দীপকের আবুল কাদেরের মধ্যেও নারী শিক্ষার প্রতি অনীহা দেখা যায়।

আমাদের সমাজে নারী শিক্ষার পদ্ধতপন্থার মূল কারণ তাদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগের 'অজ্ঞতা'। পুরুষ শাসিত সমাজ নারীদের শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে চায়নি। তারা মনে করত নারীরা শিক্ষিত হলে সমাজ কলুষিত হবে। তাই অভিজ্ঞবন্দনা কন্যাদের শিক্ষাগ্রহণের বিষয়টিকে নিরুৎসাহিত করতেন। তারা মনে করতেন, মেয়রা কোনো মতে শিক্ষিত-পড়ত জানলেই তো চলে।

উদ্দীপকের আবুল কাশেমের একজন কৃষক। তার স্ত্রী পনের বাসায় কিয়ের কাজ করে। তার ধার্মা কন্যারাও বড় হয়ে মায়ের মতো কাজ করবে। তাদের পড়িয়ে লাভ নেই। নারী শিক্ষার অসীহার বরপ উল্লেখ্যে উদ্দীপকটি প্রবন্ধের সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ।

ঘ) 'অর্থালী' প্রবন্ধে নারী জগতের পবিত্র রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নারী-পুরুষের শিক্ষার মধ্যে যে বৈষম্য তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। উদ্দীপকে কৃষক আবুল কাশেমের মধ্যেও এ ধরনের মানসিকতা দেখা যায়।

পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষের কর্তৃত্ব এবং নারীর মানসিক দাসত্বের কারণে নারীরা পিছিয়ে আছে। আমাদের এ সমাজে নারীরা পুরুষের হাতের পুতুল। অন্যদিকে পুরুষের সাহায্যার্থী হয়ে চলার কারণে নারীর মধ্যে মানসিক দাসত্ব তৈরি হয়। আর এর কারণ হিসেবে নারী শিক্ষার বৈষম্য, সামাজিকভাবে নারীর অধিকার হরণ, সচেতনতার অভাব, নারীদের পরনির্ভরশীলতা এবং তাদের আত্মপ্রত্যয়হীন মনোভাব। নারীরা সম অধিকারের দাবিদার হলেও তারা পুরুষের তুলনায় সুবোধ-সুবিধা পায় খুবই কম। একজন পিতা হোসেনের লেখাপড়া করাতে হতেটা অল্পই দেখান, মেয়েদের কোনো ততোটা দেখান না। উদ্দীপকের কৃষক আবুল কাশেমের ছেলে দুটিকে শিক্ষিত করার ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েও মেয়েদের ব্যাপারে তিকই উদাসীনতা দেখিয়েছেন।

উদ্দীপকের এ বাতবতাই 'অর্থালী' প্রবন্ধে চমৎকারভাবে আলোচিত হয়েছে।

৪. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সবুজ ও নীলিমা দশ বছর ধরে সংসার করছে। কিন্তু কোনদিন সবুজ সংসারের উন্নয়নে নীলিমার সঙ্গে পরামর্শ করেনি। সে মনে করে মেয়েরা স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন। নীলিমাও এ নিয়ে তাঁর স্বামীকে কিছু বলে না। মালবাহিকার কর্মী হাবোয়া মনে করেন, 'সমাজে নারীর অবমূল্যায়নের জন্য নীলিমার মতো নারীরাই দায়ী। নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয় বলেই পুরুষরা তাদের উপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব করে।'।

ক. কাশেমের পর্বা মোচল হয়েছে?

খ. 'মানসিক দাসত্ব' বলতে লেখিকা কী বুঝিয়েছেন?— ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের নীলিমার মনোভাব 'অর্থালী' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয় বলেই পুরুষরা তাদের উপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব করে।'— উক্তিটি অর্থালী প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

### ৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) পার্শ্ব মহিলাদের পর্বা মোচল হয়েছে।

খ) নারী জগতের পবিত্র রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাঁর 'অর্থালী' প্রবন্ধে নারী জগতের মানসিক দাসত্বের শিক্ষার বলে অভিহিত করেছেন। দুর্গ দুর্গ ধরে পুরুষশাসিত সমাজে বাস করার জন্য নারীরা ভেতর-বাহির সব দিক থেকেই পুরুষের দাসী হয়ে পড়েছে। মূলত শিক্ষার অভাবেই তারা পুরুষের তুলনায় সবক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে। তারা অলো-মন্দ বিবেচনা না করে পুরুষের সব নির্দেশ মেনে নিয়ে ব্যক্তিত্বহীন ও অসাড় জীবন-যাপনে অঙ্গত হয়ে পড়েছে। শিক্ষিত নারীরাও পর্দাশীল জীবন-যাপন করার নিষেধের ক্রমতা অর্জনে কর্থ হয়েছে। তাই 'অর্থালী' প্রবন্ধে মানসিক দাসত্বকে নারীদের মূল সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। 'মানসিক দাসত্ব' বলতে মূলত নারীর ব্যক্তিত্বহীনতা ও মুক্তচিন্তার অক্ষমতাকেই বুঝানো হয়েছে।

গ) রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাঁর 'অর্থালী' প্রবন্ধে নিজস্বের অধিকার সম্পর্কে নারীদের উদাসীনতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। উদ্দীপকেও দেখা যায়, নারীরা নিজস্বের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয় বলে পুরুষের কারণে-অকারণে তাদের উপর কর্তৃত্ব করে।

অনেক আশে থেকেই আমাদের দেশের নারীরা সবদিক থেকে বঞ্চিত ছিল। উনিশ শতকের শুরুতে তাদের এ বন্দনা আরও প্রকট আকার ধারণ করে। পুরুষশাসিত এ সমাজে আশে থেকেই তাদের বাস্তবিক শিক্ষা-দীক্ষা, বাইরের অলোবাচাস ও জ্ঞানের অনুশীলন থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। আর এ জন্যই উদ্দীপকের নীলিমা দশ বছর ধরে সবুজের সংসার করলেও সবুজ

সংসারের উন্নয়নে নীলিমার কোনো মতামত গ্রহণ করেনি। আর নীলিমাও এ নিয়ে 'স্বামীকে কিছু বলেনি। এর মূল কারণ নীলিমা তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। আর এ অসচেতনতার কারণেই 'স্বামী' তার উপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব করতে পারে।

খ) বাঙালি মুসলিম নারী আগরণের পথিকৃৎ রোকোয়া সাখাওয়াত হোসেন তাঁর 'অর্ধাঙ্গী' গ্রন্থে সমাজ উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণের ওলফ্দের বিষয়টিকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তুলে ধরেছেন। এ গ্রন্থে তিনি নারী জটিকে জেগে ওঠারও আহ্বান জন্িয়েছেন। নীলিমার মতো নারীদের মানসিকতাই যে সমাজে নারীদের অবলম্ব্যারনের অন্যতম কারণ— গ্রন্থে তিনি এটাও উল্লেখ করেছেন।

'অর্ধাঙ্গী' গ্রন্থে রোকোয়া সাখাওয়াত হোসেন সেখিয়েছেন যে, আমাদের দেশে নারীর মূগু মূগু ধরে শেখিত, বঞ্চিত, লাঞ্চিত ও অবহেলিত। মুসলিম নারীরা সমাজের এক অদৃষ্ট শেকলে বসে। পুরুষশাষিত সমাজে অনেকটা গায়ের জোরেই তাদের শিক্ষা-নীক্ষার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। তাদের মেধা ও ইচ্ছা শক্তিকে কাজে না লাগানোর ফলে তারা আজ সমাজের সম্পদ না হয়ে বোঝায় পরিণত হয়েছে। এর ফলে তাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে এক ধরনের অস্বাভাবিক মানসিক দাসত্ব।

উদ্বীপকের নীলিমাও এ মানসিক দাসত্বের শিকার। সে তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। দশ বছর আগে সবুজের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। কিন্তু সংসারের উন্নয়নে তার 'স্বামী' কোনোদিনই তার সঙ্গে কোনো পরামর্শ করেনি। নীলিমা যদি নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতো তবে সবুজের মতো পুরুষেরা তার উপর এভাবে একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারতো না। তাই নারীদের এ মানসিক দাসত্বের খোঁস ছেড়ে নিজস্বের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার। আর সেই সাপে দরকার পরিবার ও সমাজের উন্নয়নমূলক কাজে নিজস্বের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৫. নিচের উদ্বীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বিয়ের ৪ বছরের মাথায় এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় রাবেয়ার 'স্বামী' মারা যায়। এ জন্য দুই বছরের একটি সন্তান নিয়ে তাকে তার বাবার বাড়িতে চলে যেতে হয়। বাবার বাড়িতে গিয়ে তাকে নানা গল্পনার শিকার হতে হয়। তার মাও তাকে কখনো কখনো গাল-মন্দ করে। এসব সহ্য করতে না পেরে রাবেয়া এক সময় ভাইদের কাছে তার বাবার সম্পত্তির অংশ দাবী করে। সবাই বিস্মিত, এমন কথা সে কী করে করতে পারলো! এতে করে তার বিভ্রমটা আরো বেড়ে যায়।

ক. মহম্মদীয় আইনে পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যা পুত্রের কত ভাগ পায়?

খ. 'মাতৃহত্যায় পক্ষপাতিতা নাই'— বসতে কী কুকানো হয়েছে?

গ. উদ্বীপকে খর্ষিত রাবেয়ার বিষয়টি অর্ধাঙ্গী গ্রন্থে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে— ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রাবেয়া সামাজিক বৈষম্যের শিকার— 'অর্ধাঙ্গী' গ্রন্থের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

### ৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) মহম্মদীয় আইনে পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যা পুত্রের অর্ধেক ভাগ পায়।

খ) 'মহম্মদীয় আইনে পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যা পুত্রের অর্ধেক ভাগ পাইবে, এ নিয়ম থাকলেও মাতৃহত্যায় পুত্র-কন্যার মধ্যে কোনো ব্যবধান বা পক্ষপাতিত্ব নেই। মায়ের নিকট পুত্র-কন্যা সবাই সমান স্নেহভাজের অধিকারী। কিন্তু আমাদের সমাজে পিতাকে কিছুটা ব্যবধান করতে দেখি। পিতা পুত্রের জন্য মতোমতো সুযোগ-সুবিধা করে দেন, কন্যার জন্য ততোমতো দেন না। এমনকি সন্তানদের সম্পত্তি কটনের ক্ষেত্রে সমতা রাখা তো দুজনের কথা মহম্মদীয় আইনও তারা মানেন না। মেয়েদের প্রতি তাদের এ বৈষম্যমূলক আচরণ সমাজ বাস্তবিক ভাবেই মেনে নেয়। আসলে পুরুষদের এ দৃষ্টিভঙ্গি সমাজেরই এক অপসৃষ্টি। অথচ মাতৃহত্যায় কিন্তু সব কিছুতেই নিরপেক্ষ। পার্শ্ব বা অপার্শ্বক কোনোর ক্ষেত্রেই তারা বৈষম্য করতে চান না। তার বাহ থেকে পুত্র-কন্যা সব সময় সমান স্নেহ ও ভালোবাসা পেয়ে থাকে। 'মাতৃহত্যায় পক্ষপাতিতা নাই'— কথাটি দিয়ে মূলত এ কথাই বুঝানো হয়েছে।

প) নারী অগ্রগতির অস্বাভাবিক রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তার 'অধীর্ষী' গ্রন্থে খ্রিস্টান ও মুসলমান সমাজে নারীদের অধিকার সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে সমাজে সমগ্র নারীজাতির অবস্থান স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন।

উদ্দীপকে বর্ণিত রাবেয়া চরিত্রটি পারিবারিক ও সামাজিক বৈষম্যের শিকার। 'খানী মারা যাওয়ার পর রাবেয়া নানামুখী সংকটে পড়ে। বাবার বাড়িতেও সে এ সংকট থেকে মুক্তি পাচ্ছিলো না। নিজের ন্যায্য অধিকার থেকেও সে বঞ্চিত হচ্ছিলো। এ সমাজে নারীরা যেন সর্বদাই বঞ্চিত। লেখিকা তাঁর 'অধীর্ষী' গ্রন্থে বলেছেন- মুসলমানদের মতে আমরা পুরুষের অর্ধেক অর্থাৎ দুজন নারী একজন নরনের সমতুল্য। অথবা দুইজন ভ্রাতা ও একজন অধীনী একর হইলে আমরা আড়াইজন হই।

মহম্মদীয় আইনে কলা হয়েছে যে, শৈত্বক সম্প্রদিকে কন্যা পুত্রের অর্ধেক ভাগ পাবে। এই নিয়মটি কিন্তু পুত্রকেই সীমাবদ্ধ। বাস্তবে এ অবস্থা আরও করুণ। উদ্দীপকের রাবেয়া এই নির্যম সমাজ বাস্তবতারই এক সাধারণ শিকার।

ঘ) বাস্তবিক মুসলিম নারী অগ্রগতির পরিবর্তে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন শিকার আলো থেকে বঞ্চিত বাস্তবিক মুসলিম নারী সমাজের শুল্লিত জীবন-যাপনে বেনদার্ত হয়েছেন। তিনি তার 'অধীর্ষী' গ্রন্থে এদেশের নারী সমাজকে তার আপন শক্তিতে জেগে ওঠার আহ্বান জাতিয়েছেন।

উদ্দীপকে বর্ণিত রাবেয়া চরিত্রটি পারিবারিক ও সামাজিক বৈষম্যের শিকার। 'খানী মারা যাওয়ার পর একটি মেয়ের স্বপ্ন বাড়িতে থাকার অধিকার খাঁস হয়ে পড়ে। সেখানে মেয়েরা অসহায় অবস্থায় পতিত হয়। রাবেয়াকে দেখেছি স্বপ্ন বাড়ি থেকে সন্তানকে নিয়ে বাবার বাড়িতে চলে আসতে। কিন্তু সেখানেও সে ভালো অবস্থায় থাকতে পারেনি। এক্ষেত্রে একটি মেয়ে পুরুষের উপর কতটুকু নির্ভরশীল সে মিকিট ফুটে উঠেছে। সমাজের অর্ধেক অংশ নারীসমাজকে সীমাহীন বৈষম্যমূলক আচরণের মাঝে রেখে কখনোই সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয়। পুরুষের যেমন উচ্চ জনস্বত্তি আছে, তেমনি নারীদেরও তা আছে। সেই জনস্বত্তির অনুশীলন ও চর্চার মাধ্যমে সমাজে বহু কল্যাণ হওয়া সম্ভব। অথচ রাবেয়া 'খানী মারা' সামাজিক ও মানসিকভাবে অসহায় হয়ে পড়ে। লেখিকা তাঁর 'অধীর্ষী' গ্রন্থে সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুরুষদের নিদারুণ বার্থপরতা, অধিপত্যবাদী মানসিকতার প্রেক্ষাপটে নারী সমাজ বিশেষ করে মুসলমান নারী সমাজের পতাদপনতা, দুর্বিষহ জীবন ও অধিকারহীনতার বিষয়টিকে স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন। রাবেয়া তার অসহায় অবস্থায় বাবার সম্পত্তি দাবি করাকে পরিবারের সবাই অপরাধমূলক কাজ হিসেবে ধরে নিয়েছে এবং তার ওপর সবার অসন্তুষ্টি এতে আরো বেড়ে গেছে। যা মোটেই কলিকত ছিলো না। বরং সবার কাছ থেকেই তার আরও অতিরিক্ত সহযোগিতা ও সহানুভূতি পাওয়ার কথা ছিলো। এ প্রসঙ্গে রোকেয়া তার অধীর্ষী গ্রন্থে স্পষ্ট করে বলেছেন, আমরা পুরুষের অর্ধেক অর্থাৎ দুজন নারী একজন পুরুষের সমান। মুহম্মদীয় আইনে কলা আছে, শৈত্বক সম্প্রদিকে কন্যা-পুত্রের অর্ধেক ভাগ পাবে। তবে এ নিয়মটি শুধু পুত্রকেই সীমাবদ্ধ। বাস্তবে এর অবস্থা আরও করুণ। সমাজ ব্যবস্থার এ বৈষম্যমূলক নীতি নারী জীবনকে দুর্দশাগ্রস্ত করে তুলেছে। নারীর প্রতি পুরুষ, পরিবার তথা সমাজের বৈষম্যমূলক আচরণই উদ্দীপক ও অধীর্ষী গ্রন্থে ফুটে উঠেছে। সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগতির বার্থে এর একটি সহজ ও যৌক্তিক সমাধান হওয়া উচিত।

ঙ. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

পরিবারের সমস্ত শিশু তার পছন্দের পাঠ্য মিনুকে নিয়ে করে। মিনু মেধাবী ছাত্রী। সে তার মেধা নিয়ে সমাজ উন্নয়নের পাশাপাশি নিজেকেও 'বাকল্য' করতে চায়, কিন্তু শিশু তাতে রাজি হয় না। ফলে শিক্ষিত নারী হয়েও মিনু ঘরে বসে থাকে। সেখানেও তার মতামতের কোনো মূল্য নেই। 'খানী মারা' সিদ্ধান্তই তাকে মুখ বুজে সহ্য করতে হয়।

ক. কে 'খানী মারা'র খেলা আলা পরিচয় দিয়েছেন?

খ. 'তাই বলিয়া পুরুষ 'প্রভু' হইতে পারে না' - উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

গ. শিশু 'অধীর্ষী' গ্রন্থের কোন চরিত্রটির প্রতিবন্ধিক করেছেন- ব্যাখ্যা কর।

ঘ. নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে - উদ্দীপক ও অধীর্ষী গ্রন্থের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

## ৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) রামচন্দ্র বামিতের ঘোষ আনা পরিচয় দিয়েছেন।

খ) উদ্ধৃত উক্তিটির মাধ্যমে লেখিক পুরুষ ও নারীর সম্পর্কের ধরন কেমন হওয়া উচিত তা বুঝাতে চেয়েছেন। শারীরিক দুর্বলতাবশত নারীজাতি পুরুষের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। নারীর প্রতি পুরুষশাসিত সমাজের বৈষম্যমূলক আচরণ তাদের কোণঠাসা করে রেখেছে। শিকার অভাবে তারা মানসিকভাবে সকা হতে পারছে না। কিন্তু তাই বলে পুরুষের উচিত নয় তাদের ওপর প্রভুত্ব বাটনো। জগৎজুড়ে প্রতিটি জীবই কোনো না কোনোভাবে একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হলেও ওরা কেউ কারও স্বামী বা প্রভু নয়। অথচ পুরুষ নারীর স্বামী হয়ে তার ওপর প্রভুত্ব করে। অথচ নারী-পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। মূলত এই বিষয়টি বোঝাতে লেখিকা তাঁর প্রবন্ধে উদ্ধৃত উক্তিটি করেছেন।

গ) উদ্দীপকের শিরোনাম 'অধীর্ণী' প্রবন্ধে উল্লিখিত রাজা রামচন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করছে। রোকেয়া স্বামীদের প্রভুত্বের বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য রামচন্দ্রের রাম ও সীতার ঘটনাটি উপস্থাপন করেছেন। রাম ও সীতার মধ্যে ভালোবাসার কর্মিত ছিল না। কিন্তু তারপরও রাম-সীতাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে পারেনি। উদ্দীপকে উল্লিখিত শিরোনাম এর মধ্যেও আমরা রামের স্বাপ লক্ষ্য করি। শিরোনাম পরিবারের অমতে ভাগ্যবশে মিনুক বিয়ে করে। তাদের মধ্যেও ভালোবাসার কর্মিত ছিল না। কিন্তু তারপরও শিরোনাম তার স্ত্রীকে স্বাধীনভাবে চলাতে দেয়নি। স্ত্রীর প্রতি শিরোনাম তার বামিতের ঘোষআনা অধিকার বজায় রাখতে চেয়েছে। রাজা রামচন্দ্রও ইচ্ছার বিরুদ্ধে সীতাকে কন্যাসে পরিণয়ে তার বামিতের ঘোষআনা পরিচয় দিয়েছেন। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এ প্রসঙ্গে বলেছেন, রামচন্দ্র সীতাকে কন্যাসে পরিণয়ে অশ্রমণিত করে বামিতের ঘোষআনা পরিচয় দিয়েছেন। তা না হলে রাম-সীতার অমন পবিত্র হৃদয়কে অবিশ্বাসের পদাঘাতে চূর্ণ করতে পারতেন না। সীতার সঙ্গে রাম যেন পুতুলের মতোই আচরণ করেছেন। শিক্ষিত নারী মিনুর সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অড়িত হওয়ার ইচ্ছাকে প্রত্যাখ্যান করে উদ্দীপকের শিরোনাম বামিতের ঘোষ আনা পরিচয় দিয়েছে এবং তার সাথে পুতুলের মতোই আচরণ করেছে। তাই কলা বায়, উদ্দীপকের শিরোনামের সঙ্গে প্রবন্ধের রামচন্দ্রের ব্যবহৃত শব্দ্যুপ রয়েছে।

ঘ) নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাঁর 'অধীর্ণী' প্রবন্ধে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, নারী সমাজের 'অধীর্ণী'। নারীকে বাস দিয়ে সমাজের সার্বিক কল্যাণ বা অগ্রগতি সম্ভব নয়। নারী-পুরুষের বোধ প্রত্যেকটোতেই সমাজের কল্যাণ সাধন হতে পারে। কিন্তু আমাদের সমাজে নারীর প্রতি পুরুষের রয়েছে সীমাহীন বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি- যা উদ্দীপকেও প্রতিফলিত হয়েছে। নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি হলো যথেষ্ট সংকীর্ণ, স্বার্থপর ও আধিপত্যস্বামী। রোকেয়া 'অধীর্ণী' প্রবন্ধে পুরুষ রামচন্দ্রের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির অবতারণা করে পুরুষের স্বার্থপরতা ও বামিতের গর্বের বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন। রামচন্দ্র সীতার পবিত্র জনরথশ্রী অবিশ্বাসের আঘাতে চূর্ণ করে বামিতের ঘোষআনা পরিচয় দিয়েছিলেন। অথচ রাম যদি সীতার প্রতি উনার মানসিকতার পরিচয় দিতে পারতেন, তাহলে সীতা তাঁর সমতুল্য সহচর হতে পারতেন। উদ্দীপকে উল্লিখিত শিরোনাম এর মধ্যেও আমরা রামচন্দ্রের শব্দ্যুপ দেখতে পাই। শিরোনাম তার স্ত্রী মিনুর বাবলখী হওয়ার বিষয়টি মেলে দিতে পারেনি। উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে জগতব্যবস্থে পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থার সর্বকক্ষের নারীর বিশেষ করে মুসলিম নারীরা ছিল পুরুষের আধিপত্যকামিতার শিকার। পুরুষরা একচেটিয়াভাবে নারীদের ন্যায্য শিক্ষা-সীকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। তারা মনে করেছে নারীরা শিক্ষিত হয়ে উঠলে সমাজ নষ্ট হয়ে যাবে।

পুরুষের সংকীর্ণ মানসিকতার কারণে নারীরা তাদের পিতার পার্শ্ববর্তী ও অপার্সিব সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। এই সমাজ ব্যবস্থার কারণেই রামচন্দ্র তার স্ত্রী সীতাকে বিবর্তন দিয়েছিলেন। উদ্দীপকের শিরোনাম ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কারণে মিনুক বাবলখী হতে দেয়নি। এমনকি সংসারের কোনো সিদ্ধান্তও তাকে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়নি।

সময়ের পরিবর্তন হলেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের অধিকারের বিষয়টি এখনও দারুণভাবে উপেক্ষিত। সমাজ উন্নয়নের বৃহত্তর স্বার্থেই এ পিরিহিতের দ্রুত অবসান হওয়া দরকার।

## বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. রোকোয়া সাখাওয়াত হোসেন কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
 

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| ক) ১৭১০ খ্রিস্টাব্দ | খ) ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ |
| গ) ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ | ঘ) ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ |
২. রোকোয়া সাখাওয়াত হোসেন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
 

|                                     |
|-------------------------------------|
| ক) রাংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে   |
| খ) বগুড়া জেলার ধুনট গ্রামে         |
| গ) ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ গ্রামে       |
| ঘ) সিরাজগঞ্জ জেলার দত্তবাড়ি গ্রামে |
৩. বাংলায় মুসলিম নারী আধরণের পথিকৃৎ কে?
 

|                            |
|----------------------------|
| ক) কুসুমকুমারী দেবী        |
| খ) সেখিনা হোসেন            |
| গ) বেনকীরা ভট্টা           |
| ঘ) রোকোয়া সাখাওয়াত হোসেন |
৪. রোকোয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ কোনটি?
 

|              |                |
|--------------|----------------|
| ক) দমিত নরকে | খ) মায়ার কাজল |
| গ) মতিচূর    | ঘ) একমুঠো      |
৫. 'অবলোদ্যবাসিনী' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
 

|                            |
|----------------------------|
| ক) খালেদ হোসাইন            |
| খ) রোকোয়া সাখাওয়াত হোসেন |
| গ) সুফিয়া কামাল           |
| ঘ) আহমেদা ইমাম             |
৬. রোকোয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত ইংরেজি গ্রন্থ কোনটি?
 

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| ক) Sultana's Dream | খ) Captive Ladie   |
| গ) King Lear       | ঘ) Rajmohan's Wife |
৭. রোকোয়া সাখাওয়াত হোসেন কী নামে লেখা প্রকাশ করতেন?
 

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| ক) মিসেস হোসেন     | খ) মিসেস আর.এস. হোসেন |
| গ) মিসেস আর.এস.এইচ | ঘ) বেগম রোকোয়া       |
৮. 'স্রী আতির অবনতি' গ্রন্থটির লেখক কে?
 

|                            |
|----------------------------|
| ক) রোকোয়া সাখাওয়াত হোসেন |
| খ) সুফিয়া কামাল           |
| গ) মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা  |
| ঘ) রজিয়া মাহবুব           |
৯. রোকোয়া সাখাওয়াত হোসেন কত খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?
 

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| ক) ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ | খ) ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ |
| গ) ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ | ঘ) ২০০০ খ্রিস্টাব্দ |
১০. 'অধীর্ণী' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
 

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| ক) রজিয়া সুপাতলা   | খ) রাবেয়া খাতুন           |
| গ) মাহমুদা সিদ্দিকা | ঘ) রোকোয়া সাখাওয়াত হোসেন |
১১. নিচের কোন গ্রন্থটি রোকোয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত?
 

|               |                |
|---------------|----------------|
| ক) পদ্মরাগ    | খ) পরাশর       |
| গ) ব্রহ্মাণ্ড | ঘ) কোয়ার কঁটা |
১২. নারী সমাজের উন্নতির উপায় উদ্ভেদ করার পূর্বে রোকোয়া সাখাওয়াত হোসেন তাদের কোন বিষয়টি কর্তব্য করতে চেয়েছেন?
 

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| ক) শিক্ষার পরিবেশ    | খ) অকনতির চিত্র    |
| গ) পারিবারিক অবস্থান | ঘ) সামাজিক অবস্থান |
১৩. কোনো একটি নতুন কাজ করতে গেলে কে প্রথমে গোলযোগ সৃষ্টি করে?
 

|           |            |
|-----------|------------|
| ক) পরিবার | খ) ব্যক্তি |
| গ) সমাজ   | ঘ) রাষ্ট্র |
১৪. 'স্রী আতির অবনতি' গ্রন্থে ধোঁড়া পর্দারিয় নারীরা কী খুঁজে পায়?
 

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| ক) পর্না-বিচ্ছেদ   | খ) দাসত্ব    |
| গ) শিক্ষার গুরুত্ব | ঘ) কুসংস্কার |
১৫. পার্শ্ব মহিলাদের পর্দাচ্ছিন্ন ঘটলেও কোনটি থেকে তারা মুক্ত হতে পারেনি?
 

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| ক) পরিবার গঠন   | খ) সামাজিক রীতিনীতি |
| গ) মাসিক দাসত্ব | ঘ) ধর্মীয়তা        |
১৬. কোন সভ্যতাকে অকৃতাবে অনুকরণ করতে গিয়ে পার্শ্ব পুরুষগণ স্রীনের পর্দার বাইরে এনেছেন?
 

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| ক) রোমান সভ্যতাকে   | খ) সিদ্ধ সভ্যতাকে  |
| গ) মিসরীয় সভ্যতাকে | ঘ) হিন্দু সভ্যতাকে |
১৭. কলম্বস কোন দেশের নাগরিক ছিলেন?
 

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| ক) ইতালি    | খ) আয়ারল্যান্ড |
| গ) পর্তুগীজ | ঘ) ইংল্যান্ড    |
১৮. কলম্বস কোন দেশ আবিষ্কার করেছেন?
 

|            |            |
|------------|------------|
| ক) স্পেন   | খ) জর্ডান  |
| গ) আমেরিকা | ঘ) বাহরাইন |
১৯. আমেরিকা মহাদেশ কে আবিষ্কার করেছিলেন?
 

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| ক) ভাস্কো-দা-গামা | খ) হিউগেন সাঙ |
| গ) ইবনে বতুতা     | ঘ) কলম্বস     |
২০. 'নবদম্পতির প্রেমলাপ' কবিতাটি কে লিখেছেন?
 

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| ক) কাজী নজরুল ইসলাম  | খ) সুফিয়া কামাল           |
| গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | ঘ) রোকোয়া সাখাওয়াত হোসেন |

২১. কলকবন আমেরিকা মহাদেশে অবিকার করার সংকল্প করলে  
তোকে তাকে কী কাত?

- ক) বুদ্ধিমান      খ) জ্ঞানী  
গ) পাখল      ঘ) বোকা

২২. নারীকে শিশুর সোয়ার পেত্রে পুষ্ক সমাজ কাকে আলশ  
হিসেবে দেখিয়ে থাকেন?

- ক) বেহুলাকে      খ) সীতাকে  
গ) মহালাকে      ঘ) বিলাসীকে

২৩. খ্রী-পুরুষের প্রকৃতি ব্যাখ্যা লেখিকা কোন কবিতার  
প্রদর্শ টেনেছেন?

- ক) নবদম্পতির প্রেমলাপ      খ) নারী  
গ) দুই বিধা অমি      ঘ) নিকরদেশ যাত্রা

২৪. কাদের বিদ্যা অর্জনের কোনো সীমা নেই?

- ক) রাজাদের      খ) প্রজাদের  
গ) পুরুষদের      ঘ) নারীদের

২৫. 'সৃজন নারী একজন পুরুষের সমান'- এই মতটি কোন  
আইনে উল্লেখ আছে?

- ক) ব্রিটন আইনে      খ) বৌদ্ধ আইনে  
গ) হিন্দু আইনে      ঘ) মুসলিম আইনে

২৬. 'শমন-উল-ওলামা' কারা?

- ক) জ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যে বীরা নৃপ  
খ) জ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যে যিনি গ্রহ  
গ) জ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যে যিনি চন্দ্র  
ঘ) জ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যে যিনি উপগ্রহ

২৭. জ্ঞানীদের মধ্যে যে নক্ষত্র তাকে কী বলে?

- ক) বিদ্যালাসী      খ) মহাজ্ঞানী  
গ) শমন-উল-ওলামা      ঘ) নক্ষত্র-উল-ওলামা

২৮. সাহিত্যখনে লেখিকা কী দেখাতে চেয়েছিলেন?

- ক) নজমুল্লাহ      খ) শামসুল্লাহ  
গ) শমন-উল-ওলামা      ঘ) নজম-উল-ওলামা

২৯. কন্যাকুলের রক্ষকবর্গে অবিস্তৃত হয়েছিলেন কে?

- ক) হযরত মুহম্মদ (স)      খ) হযরত দাউদ (আ)  
গ) স্বামী বিবেকানন্দ      ঘ) খোঁতম বুদ্ধ

৩০. কে কন্যা পাগলে আদর্শ হয়ে আছেন?

- ক) মহানবী (স)      খ) ইব্রাহীম (আ)  
গ) ইসমাইল (আ)      ঘ) দাউদ (আ)

৩১. 'ছত্র' কথাটির মানে কী?

- ক) ছমাক      খ) পাখলামি  
গ) শৈবাল      ঘ) ছাত্র

৩২. রোকিয়া সাখাওয়াত হোসেন এর স্বামীর নাম কী?

- ক) হেলাল হাফিজ      খ) সাখাওয়াত হোসেন  
গ) হোসেন সাখাওয়াত      ঘ) সাফয়েত হোসেন

৩৩. রোকিয়া সাখাওয়াত হোসেন রংপুর জেলার কোন গ্রামে  
জন্মগ্রহণ করেন?

- ক) পায়রাবন্দ      খ) কলিগঞ্জ  
গ) মাঝাইল      ঘ) মধুপুর

৩৪. কারা খ্রীনের অধিনী বা Partner বলে থাকে?

- ক) ওলামাওয়া      খ) ফার্সিরা  
গ) পাহাওয়া      ঘ) ইয়রওয়া

৩৫. 'বোধোদয়' করে রচিত গ্রন্থ?

- ক) বিশ্বচন্দ্র বিদ্যালাপ      খ) রাজা রামমোহন রায়  
গ) রোকিয়া সাখাওয়াত হোসেন      ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৬. 'অধীর্ষী' গ্রন্থে উল্লিখিত এফ.এ. এর পূর্ণাঙ্গ অর্থ কী?

- ক) Fine Arts      খ) First Arts  
গ) Final Arts      ঘ) Fast Art

৩৭. 'পরজার' শব্দের অর্থ কী?

- ক) পাহুকা      খ) পাহাওয়া  
গ) কামিজ      ঘ) মাফলার

৩৮. 'কাদখিনী' অর্থ কী?

- ক) কাদুনে মেয়ে      খ) মেঘমালা  
গ) নদী      ঘ) সমুদ্র তরঙ্গ

৩৯. রোকিয়া সাখাওয়াত হোসেন 'স্বামী' স্থলে কী শব্দ  
ব্যবহার করতে ইচ্ছুক?

- ক) প্রভু      খ) প্রাধান্য  
গ) অধীর্ষী      ঘ) প্রাণেশ্বর

৪০. মুসলিম আইনে 'একজন নর' সমান কয়জন নারী?

- ক) একজন      খ) দুইজন  
গ) আড়াইজন      ঘ) তিনজন

৪১. খ্রী জ্ঞতির শিক্ষার নৌড় সচরাচর কোন পর্যন্ত?

- ক) F.A পর্যন্ত      খ) B.A পর্যন্ত  
গ) M.A পর্যন্ত      ঘ) 'বোধোদয়' পর্যন্ত

৪২. সীতার সঙ্গে রাম কেমন ব্যবহার কাত?

- ক) খ্রীমূলত      খ) পৌর মতো  
গ) বাকার মতো      ঘ) পুতুলের মতো

৪৩. রামচন্দ্র কে?

- ক) রাধার স্বামী      খ) সীতার স্বামী  
গ) সীতার শিক্ষক      ঘ) কুমার ভাই

৪৪. অকলতা যেমন বৃষ্টির সাহায্য প্রার্থী মেঘও তেমনি কার সাহায্য প্রার্থী-

- (ক) বৃষ্টির (খ) অকলতার  
(গ) নদীর (ঘ) মরুভূমির

৪৫. রোকেরা সাখাওয়াত হোসেন 'অধীর্ষী' প্রবন্ধে দক্ষিণ বাহুর নৈর্ঘ্য কত বলেছেন?

- (ক) পঁচিশ ইঞ্চি (খ) সাতাশ ইঞ্চি  
(গ) ত্রিশ ইঞ্চি (ঘ) চল্লিশ ইঞ্চি

৪৬. 'শকট' শব্দের অর্থ কী?

- (ক) গাড়ি (খ) বাড়ি  
(গ) পুতুল (ঘ) জর

৪৭. 'তুলানও' শব্দের অর্থ কী?

- (ক) তুলার জৈর দণ্ড (খ) দাঁড়িপায়া  
(গ) তুলার ঘাছ (ঘ) তুলার তৈরি বাগিশ

৪৮. 'রাসভকর্ষ' কী?

- (ক) ধাধার কান (খ) হাড়ির কান  
(গ) বিড়ালের কান (ঘ) ছোট ছোট কান

৪৯. 'অল্পকেশ' অর্থ কী?

- (ক) পাকা চুল (খ) ওরুবার  
(গ) কাঁচা চুল (ঘ) কালো চুল

৫০. 'মানসিক নাসড়' বলতে রোকেরা সাখাওয়াত হোসেন কী বুঝিয়েছেন?

- (ক) নারীর অচেতন অবস্থা (খ) নারীর ব্যক্তিত্বহীনতা  
(গ) নারীর অসামগ্রিকতা (ঘ) নারীর পরাধীনতা

৫১. পার্ণি মহিলাদের মানসিক নাসড় মোচন হানি কেন?

- (ক) তাদের পর্দার জন্য  
(খ) তাদের পরাধীনতার জন্য  
(গ) তাদের অসচেতনতার জন্য  
(ঘ) সাংসারিক কাজকর্মের জন্য

৫২. 'বাতুল' বলতে কী বোঝায়?

- (ক) মত্ততা (খ) বুদ্ধিহীনতা  
(গ) পাগল (ঘ) বিচ্যুত

৫৩. পুরুষদের খ্রী জাতির ওপর উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেন না কেন?

- (ক) পুরুষেরা শক্তিশালী বলে  
(খ) পুরুষদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য  
(গ) পুরুষেরা খ্রীদের খাওয়ার বলে  
(ঘ) নারীরা পরাধীন বলে

৫৪. 'নাকেরা দর্শি' বলতে কী বোঝায়?

- (ক) দর্শি বিশেষকে (খ) পরাত হওয়ারকে  
(গ) বাধ্য করার অস্ত্র (ঘ) নাকের পরার অলঙ্কার

৫৫. রামচন্দ্র নীতের সাথে পুতুলের মতো ব্যবহার করতে কেন?

- (ক) স্বামী বলে (খ) ভাই বলে  
(গ) প্রিয়জন বলে (ঘ) রক্ষক বলে

৫৬. কলমসকে মানুষ বাতুল বলেছিল কেন?

- (ক) অবিশ্বাস্য কাজে হাত দিয়েছিল বলে  
(খ) মহাকাশ যাত্রা করেছিল বলে  
(গ) পাখিগামি করেছিল বলে  
(ঘ) আমেরিকা আবিষ্কার করেছিল বলে

৫৭. 'পুতুল' বাতলের কিছুই করতে পারে না কেন?

- (ক) পুতুল মাটির তৈরি বলে  
(খ) পুতুল অচেতন বলে  
(গ) পুতুল ছোট পদার্থ বলে  
(ঘ) পুতুল কথা বলতে পারে না বলে

৫৮. 'বোধদায়' কী জাতীয় রচনা?

- (ক) শিশু শিক্ষা (খ) বয়স্ক শিক্ষা  
(গ) সমাজোচনামূলক বই (ঘ) সহজপঠ্য

৫৯. 'মাছ মারো' শব্দটি দিয়ে রোকেরা সাখাওয়াত হোসেন কী বুঝিয়েছেন?

- (ক) পালিও না (খ) মেরো না  
(গ) মাছ ধরো না (ঘ) সোয়া করো

৬০. খ্রিস্টগ্রাম সমাজে রমণী আপন স্বত্ব ঘোষণা জোপ করতে পারে না কেন?

- (ক) পুরুষতান্ত্রিকতায় কারণে (খ) স্বাধীনতার অভাবে  
(গ) অসামগ্রিকতার জন্য (ঘ) সংকীর্ণতার জন্য

৬১. অপার্থিব সম্পত্তি বলতে বুঝায়-

- (ক) অবস্থগত সম্পত্তি (খ) বস্তুগত সম্পত্তি  
(গ) পবিত্র সম্পত্তি (ঘ) অপবিত্র সম্পত্তি

৬২. খ্রীলোকদের জীবনটা শুধু রান্নাবরেন্নী নীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয় কেন?

- (ক) তাদের মধ্যে রয়েছে নিজের সম্মাননা  
(খ) তারা শিক্ষা অর্জন করতে পারে বলে  
(গ) তারা রান্না করার জন্যই পৃথিবীতে আসেনি  
(ঘ) রান্না করা ভালো কাজ নয়

৬৩. 'হাফেজ' বলতে কী বোঝায়?

- (ক) সম্পূর্ণ কোরআন শরীফ যার মুখস্থ  
(খ) হরফ জ্ঞান আছে যার  
(গ) মস্তানায় পড়াশোনা করে যে  
(ঘ) নামায পড়ান যিনি



৬৪. 'সুত্রধর' বলতে কানের বোঝানো হয়েছে?

- কি যারা আল তৈরি করে    খি যে কাঠের কাজ করে  
গি যে অহাঙ্গ তৈরি করে    ঘি যে মড়ির কাজ করে

৬৫. নারীরা হস্তপদের সম্ভাবহার করে না কেন?

- কি নারীরা অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে বলে  
খি নব্বীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী বলে  
গি তারা অলস বলে  
ঘি রান্না করার কাজে ব্যস্ত থাকে বলে

৬৬. 'অধ্বনি' কয়টি?

- কি যে কাঠের কাজ করে    খি যে মাটির গিরি করে  
গি যে কাপড় বোনে    ঘি যে কাঁধা শেলাই করে

৬৭. 'অধীর্ণী' প্রবন্ধে 'অলস' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

- কি দুর্বল সমাজ    খি নারী সমাজ  
গি প্রতিবন্ধী    ঘি বলহীন শিশু

৬৮. ইংরেজরা উত্তমার্ধ বলতে কানের বুঝিয়ে থাকে?

- কি ব্রীন্দের    খি পুরুষদের  
গি মৌলভীদের    ঘি শিশুদের

৬৯. রোকো সাধাওয়াত শিল্পের কোনটিকে সুকঠিন বলেছেন?

- কি কৃষি    খি জুগালা  
গি অধীর্ণীতি    ঘি ধার্ষ্ট্র্য

৭০. ধার্ষ্ট্র্য ভীতনে রাজ্য শাননের ভাৱ কীভাবে রয়েছে?

- কি সূক্ষভাবে    খি স্থলভাবে  
গি স্পষ্টভাবে    ঘি অস্পষ্টভাবে

৭১. খ্রিষ্টকাল মাত্রা বৃদ্ধি পেলে পিতা দুহিতাকে কী করতে চেষ্টা করেন?

- কি জাজার    খি শিকক  
গি হাফেজা    ঘি সেবিকা

৭২. মেয়েদের জীবনটাকে কিসে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়?

- কি রান্নাঘরে    খি বিন্দ্যালয়ে  
গি কুখিক্ষেত্রে    ঘি অফিস-আদালতে

৭৩. পঞ্চদশপদতার জন্য কারা অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে?

- কি শিশুরা    খি নারীরা  
গি টোকাইরা    ঘি শ্রমিকরা

৭৪. মেয়েরা 'বাধী'র নিন্দা বা প্রশংসা করে কী দেখায়?

- কি মেদাধ    খি বিদেহ  
গি বিরোধ    ঘি বাকপটুতা

৭৫. 'অধীর্ণী' কোন ধরনের সাহিত্য কর্ম?

- কি ছোট গল্প    খি প্রবন্ধ  
গি উপন্যাস    ঘি নাটক

৭৬. রোকো সাধাওয়াত হোসেন কলাম ধরেছিলেন কেন?

- কি লেখক হওয়ার জন্য  
খি অভিনেত্রী হওয়ার জন্য  
গি নারী সমাজকে জাগানোর জন্য  
ঘি খ্যাতি অর্জনের জন্য

৭৭. রোকো সাধাওয়াত হোসেন আমাদের সাংসারিক জীবনকে কিসের সাথে তুলনা করেছেন?

- কি যন্ত্র    খি কারখানা  
গি রেললাইন    ঘি ছিটকি বান

৭৮. নারীরা প্রাতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন?

- কি পক্ষপাতমূলক    খি উদার  
গি সর্বকীয়    ঘি ইতিবাচক

৭৯. রোকো সাধাওয়াত হোসেনের মতে মাকুছদের কেমন?

- কি ইর্যাকাতর    খি পক্ষপাতহীন  
গি পক্ষপাতমূলক    ঘি কঠোর

৮০. 'বিলাতী-সভ্যতা' বলতে রোকো সাধাওয়াত হোসেন কী বুঝতে চেয়েছেন?

- কি প্রাচ্য সভ্যতা    খি পাশ্চাত্য সভ্যতা  
গি প্রাচীন সভ্যতা    ঘি উন্নত সভ্যতা

৮১. 'তাহারা যে জড় পদার্থ সেই জড় পদার্থই আছেন'।-

উক্তিটি কানের সম্পর্কে করা হয়েছে?

- কি বাহালি নারীদের সম্পর্কে  
খি পার্সি নারীদের সম্পর্কে  
গি খ্রিস্টান নারীদের সম্পর্কে  
ঘি হিন্দু নারীদের সম্পর্কে

৮২. কীভাবে রামচন্দ্র নীতার ওপর 'সামিতির' যোগাযোগ প্রদর্শন করেছিলেন?

- কি নীতাকে বনবাস দিয়ে  
খি নীতাকে অপমান করে  
গি নীতার অনুভব শক্তির মূল্য দিয়ে  
ঘি নীতার ইচ্ছাশক্তির মূল্য দিয়ে

৮৩. নারীমনের দাসত্ব মোচনের অন্য প্রয়োজন-

- কি কর্মমোচন    খি কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ  
গি শিকারহণ    ঘি গৃহে অবস্থান করা

৮৪. নারীরা কীভাবে পুরুষের যোগা সহন্য হয়ে উঠতে পারে?

- কি পরিশ্রমের মাধ্যমে  
খি বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে  
গি শিক্ষিত হওয়ার মাধ্যমে  
ঘি অধীক্ষকভাবে সাহায্য করে

৮৫. সমাজ রক্ষি ও সত্যতার উন্নয়নের জন্য অগ্রগতি-

- (ক) নারীর চেয়ে পুরুষের বেশি অগ্রগতি  
(খ) পুরুষের চেয়ে নারীর বেশি অগ্রগতি  
(গ) নারী-পুরুষের মিশ্র অগ্রগতি  
(ঘ) নারী পুরুষের সমান অগ্রগতি

৮৬. নারী সমাজকে বিকৃত কর্মপরিধিতে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রবন্ধ কোন উক্তিটি করা হয়েছে?

- (ক) প্রজন্মের স্বীকৃতি কিংবা তেজস্ক্রিয়তা জননীর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে  
(খ) তাই বলিরা জীলনটকে শুধু রান্নাঘরেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নহে  
(গ) করিম বকশা এ বরহালে মা  
(ঘ) অকলার হতেও সমাজের জীলন-মরদের কাঠি আছে

৮৭. নারীদের ওপর পারিবারিক ও সামাজিক নির্যাতন কমাতে আমাদের করণীয় কোনটি?

- (ক) নারীর ক্ষমতায়ন করা  
(খ) নারী শিক্ষা বৃদ্ধি করা  
(গ) ধর্মীয় কুসংস্কার বন্ধ করা  
(ঘ) সামাজিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি করা

৮৮. আমাদের সমাজে নারীদের উন্নতিকল্পে নিচের কোনটিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে না?

- (ক) শিক্ষার উন্নতি (খ) ক্ষমতায়ন  
(গ) কাজের সুযোগ সৃষ্টি (ঘ) পুরুষের সৃষ্টিভি

৮৯. আমাদের সমাজে জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি কারণ রয়েছে যেটি নারীদের প্রতি অবহেলার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। নিচের কোন বক্তব্যটি এ সত্যকে ধারণ করে-

- (ক) অনানিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না দেয়া  
(খ) বহুবিবাহ প্রথা  
(গ) ছেলে সন্তানের অপাধ্য অনেক সন্তান অন্য দেয়া  
(ঘ) বাল্যবিবাহ প্রথা

৯০. 'অধীর্ষী' শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে গঠিত?

- (ক) সন্ধিযোগে (খ) উপসর্গযোগে  
(গ) সমাসযোগে (ঘ) প্রত্যয়যোগে

৯১. 'অধীর্ষী' প্রবন্ধটিকে কীরূপ রচনা বলে বীকার করা যায়?

- (ক) শিক্ষামূলক (খ) উদ্দেশ্যমূলক  
(গ) ব্যঙ্গমূলক (ঘ) ধ্বংসামূলক

৯২. 'বিকৃত' শব্দটির 'বি' কোন শ্রেণির উপসর্গ?

- (ক) ফারসি (খ) তৎসম  
(গ) বাংলা (ঘ) আরবি

৯৩. 'অধীর্ষী' প্রবন্ধটির মূল বৈশিষ্ট্য কোনটি?

- (ক) মুক্তি প্রদর্শন (খ) নিষ্ঠা প্রদর্শন  
(গ) শিক্ষার আলো (ঘ) মূল্যবোধের অভাব

৯৪. 'পুঙ্খলিকা' কী আত্মীয় শব্দ?

- (ক) তত্ত্ব (খ) তৎসম  
(গ) দেশি (ঘ) বিদেশি

৯৫. 'নমস্তাশীর্ষী' শব্দটিতে কোন প্রত্যয় যোগ হয়েছে?

- (ক) নি (খ) ইনী  
(গ) অনি (ঘ) আনী

৯৬. 'নারাজ' শব্দটির 'না' কোন শ্রেণির উপসর্গ?

- (ক) ফারসি (খ) আরবি  
(গ) বাংলা (ঘ) তৎসম

৯৭. 'পুঙ্খলিকা' শব্দটির 'পু' কোন প্রত্যয় যোগ হয়েছে?

- (ক) পুঙ্খলিকা (খ) পুঙ্খলিকা  
(গ) পুঙ্খলিকা (খ) পুঙ্খলিকা  
(ঘ) পুঙ্খলিকা (খ) পুঙ্খলিকা

৯৮. 'প্রাণীর্ষী' শব্দটির সঙ্গে কোন প্রত্যয় যোগ হয়েছে?

- (ক) অনি (খ) ইনী  
(গ) অনি (ঘ) ইনী

৯৯. 'ইনী' প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ কোনটি?

- (ক) অধিকারিণী (খ) দোকানি  
(গ) জেলনী (ঘ) পথিণি

১০০. 'পরিবর্তিত' শব্দটির সঙ্গে কোন প্রত্যয় যোগ হয়েছে?

- (ক) ত (খ) ইত  
(গ) ইত (ঘ) ত

১০১. 'Better half' শব্দটির পরিভাষা কোনটি?

- (ক) পরমার্থ (খ) পরমার্থ  
(গ) নিকৃষ্টার্থ (ঘ) উত্তমার্থ

১০২. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?

- (ক) অস্ত্রপুর (খ) অস্ত্রপুর  
(গ) অস্ত্রপুর (ঘ) অস্ত্রপুর

১০৩. 'অধীর্ষী' প্রবন্ধে একটি স্থানে নারীকে কিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?

- (ক) পুরুষের সঙ্গে (খ) নরপুংসের সঙ্গে  
(গ) পুরুষের সঙ্গে (ঘ) পুরুষের সঙ্গে

১০৪. 'একে তো আ-কার ই-কার নাই,-' 'অধীর্ষী' প্রবন্ধে এ বাক্যে কিসের কথা বলা হয়েছে?

- (ক) উর্দু (খ) হিন্দি  
(গ) বাংলা (ঘ) ইংরেজি

১০৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নবদম্পতির প্রেমালাপ' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে—

- ক) স্বামী-স্ত্রীর প্রিয়ভাষন হবার শিক্ষা  
খ) স্বামী-স্ত্রীর উপযুক্ত সহচরী হবার শিক্ষা  
গ) স্বামী-স্ত্রীর সাংসারিক শিক্ষা  
ঘ) স্বামী-স্ত্রীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্যের শিক্ষা

১০৬. 'অর্ধাঙ্গী' গ্রন্থে কলকব্দের মন রত্নাঙ্কুরে নোয়ান করণ হল—

- ক) আধুনিক শিক্ষার অভাব  
খ) ধর্মীয় শিক্ষার অভাব  
গ) মাতার উপযুক্ত শিক্ষার অভাব  
ঘ) ঘরোয়া পদ্ধতির শিক্ষা গ্রহণ

১০৭. 'বাহা হোক, পড়া হইতে রক্ষা পাওয়া গেল' কীভাবে?

- ক) সামাজিক বাধার কারণে  
খ) দ্রুত বিয়ের কারণে  
গ) চাকুরির সুযোগ না থাকার কারণে  
ঘ) অশিক্ষার কারণে

১০৮. 'অর্ধাঙ্গী' গ্রন্থে বলা হয়েছে, টিয়া পাখির মতো আবৃত্তি করানো হয়—

- ক) কুরআন  
খ) কবিতা  
গ) উর্দুভাষা  
ঘ) বর্ণমালা

১০৯. 'অর্ধাঙ্গী' গ্রন্থে লেখিকা শব্দের চাকার ছোট-বড় মাথানে দেখিয়েছেন—

- ক) গতিশীলতার উদাহরণ  
খ) সামাজিক অবস্থা  
গ) সামাজিক নৈতিকতা  
ঘ) নারী-পুরুষের বৈষম্য

১১০. বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারী শিক্ষার অবস্থান—

- ক) অত্যন্ত নিম্নমানের  
খ) পূর্বের চেয়ে উন্নত  
গ) পুরুষের তুলনায় সামান্য  
ঘ) পুরুষের চেয়ে অনেক উন্নত

১১১. 'অর্ধাঙ্গী' গ্রন্থে নারী জগৎবাসের কেনজিক প্রধান অন্তরায় মনে করা হয়—

- ক) পর্দা  
খ) শিক্ষা  
গ) স্বামী-স্ত্রীর প্রভুত্ব  
ঘ) ধর্ম

১১২. এফ.এ বা First Arts বর্তমানে কোন শিক্ষার সমতুল্য?

- ক) মাধ্যমিক  
খ) নিম্ন মাধ্যমিক  
গ) উচ্চ মাধ্যমিক  
ঘ) দ্বিতীয়কোত্তর

১১৩. ভারতীয় উপমহাদেশে স্ত্রী আত্মিক অবনতির মূলে কোনটি বেশি দায়ী?

- ক) মানসিক দাসত্ব  
খ) অর্থিক সৈন্য  
গ) সামাজিক সমন্বয়  
ঘ) পারিবারিক দাসত্ব

১১৪. হিন্দুদের দেবীপূজায় প্রকৃত অর্থে কে ভয় ও পূজা পায়?

- ক) রাক্ষসী  
খ) নাথিনী  
গ) নৃমুণ্ডমাগিনী  
ঘ) রমণী

১১৫. ভারতবর্ষের নারী-পুরুষদের সুখ-দুঃখের মধ্যে নিম্নের কোন বিষয়টি পার্থক্য সৃষ্টি করেছে?

- ক) পারিবারিক শিক্ষা  
খ) ধর্মীয় কুসংস্কার  
গ) অর্থিক অনটন  
ঘ) সামাজিক বিধিব্যবস্থা

১১৬. শারীরিক বলের দোহাই দিয়ে কারা নিজেদেরকে নারীর থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন?

- ক) রাধালা বালকেরা  
খ) অদুরদশী ব্যক্তিরা  
গ) জাহাজের শ্রমিকরা  
ঘ) কলের শ্রমিকরা

১১৭. উচ্চবয়সকারীদের কাছ থেকে আমরা কী পাই?

- ক) আশ  
খ) উপি  
গ) কাপড়  
ঘ) পা-জামা

১১৮. আইশ্বর্য্য কারা আহুনিন্দা করেন এসেছে?

- ক) পৃথিবীতরা  
খ) পুরহিতরা  
গ) নারীরা  
ঘ) শ্রমিকরা

১১৯. মেঘমালা কার নিকট স্বণী?

- ক) জুন  
খ) তরু  
গ) জগন্নাথ  
ঘ) নদী

১২০. 'অর্ধাঙ্গী' গ্রন্থে লেখক নারীদের অনগ্রসরতার জন্য নিম্নের কোনটিকে বেশি দায়ী করেছেন?

- ক) পুরুষের নৃতিভঙ্গি  
খ) নারীদের প্রত্যাশাকে  
গ) পুরুষদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে  
ঘ) নারীদের নৈতিক ক্ষমতাকে

১২১. নারীদেরকে সুশিক্ষা হতে পঞ্চাংগদ রাখার পেছনে নারী কার?

- ক) পুরহিতরা  
খ) পৃথিবীতরা  
গ) পুরুষরা  
ঘ) নারীরা

১২২. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নিজেকে কীভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন?

- ক) বিদ্রোহী লেখিকা হিসেবে  
খ) বিনয়ী হিসেবে  
গ) সবার নচেতন সাহসী সাহিত্যিক হিসেবে  
ঘ) শিক্ষিত নারী লেখক হিসেবে

১২৩. 'অর্ধাঙ্গী' গ্রন্থে নারীর পিছিয়ে পড়ার পেছনে কয়টি কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে?

- ক) একটি  
খ) তিনটি  
গ) দুইটি  
ঘ) চারটি

১২৪. শিক্ষা ও কর্মজীবনে নারীর পঞ্চাশপদতার সমস্যা রোকেয়া কীভাবে তুলে ধরেছেন?

- ক) বুদ্ধিনিষ্ঠভাবে      খ) বহুনিষ্ঠভাবে  
গ) স্বাধীনভাবে      ঘ) বুদ্ধিভরকেন্দ্র মাধ্যমে

১২৫. 'অধীর্ষী' প্রবন্ধে নারী সমস্যার 'রূপ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে-

- ক) অশিক্ষা ও কুসংস্কারকে      খ) ব্যক্তি 'স্বাধীনতাকে'  
গ) ধর্মীয় গোঁড়ামিকে      ঘ) পুরুষোক্তার স্ট্রীজকে

১২৬. কোন শতকের প্রেক্ষাপটে বেগম রোকেয়া নারীর সমস্যাকে তুলে ধরেছেন?

- ক) উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের শুরুর  
খ) বিশ শতকের  
গ) অষ্টারো শতকের  
ঘ) একুশ শতকের

১২৭. 'অধীর্ষী' প্রবন্ধে লেখিকা নারী জাতি সম্পর্কে হযরত মুহম্মদ (স) এর কোন আদিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন?

- ক) কন্যা সম্ভাবনের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা  
খ) কন্যা সম্ভাবনের সুশিক্ষার ব্যবস্থা  
গ) কন্যা সম্ভাবনের প্রতি দায়িত্বশীলতা  
ঘ) কন্যাসম্ভাবনের প্রতি দায়িত্বহীনতা

১২৮. স্ত্রীজাতির অবনতির প্রধান কারণ কোনটি?

- ক) অশিক্ষা      খ) কুসংস্কার  
গ) মানসিক দাসত্ব      ঘ) মুর্থতা

১২৯. 'নারী আপন স্বত্ব-স্বামিত্ব বুদ্ধি আপনাকে নব্বের ন্যায় শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে চাহে, উহাও বাতুলতা বই আর কী? এ বাক্য রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কী প্রকাশ করেছেন?'

- ক) উপহাস      খ) আক্ষেপ  
গ) কান্দনা      ঘ) সমবেদনা

১৩০. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত গ্রন্থ-

- i. পদ্মরাধ      ii. সুলতানার স্বপ্ন      iii. রক্ত মঙ্গল  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক) i      খ) ii      গ) iii      ঘ) i, ii

১৩১. 'মানসিক দাসত্ব' বলতে লেখিকা বুঝিয়েছেন-

- i. নারীর ব্যক্তিগত জীবনকে      ii. আধুনিকতাকে  
iii. মুক্তবুদ্ধির চর্চার অক্ষমতাকে  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i      খ) i, ii      গ) i, ii      ঘ) iii

১৩২. ইংরেজিতে স্ত্রীকে বলা হয়-

- i. অধীর্ষী      ii. উত্তমার্থ      iii. নিকটার্থ  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক) i      খ) i, iii      গ) i, ii      ঘ) i, ii, iii

১৩৩. লেখিকার নারীমুক্তি আন্দোলনকে জ্বল ব্যাখ্যাকারীরা কী মনে করতে পারে?

- i. পর্না বিষয়      ii. নারীর জ্বল পথে গমন  
iii. পত্নী বিদ্রোহ  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i      খ) ii      গ) i, iii      ঘ) i, ii

১৩৪. অপর্যাপ্ত বা অবস্রপাত সম্পদের উদাহরণ হচ্ছে-

- i. পিতামাতার স্নেহ      ii. পিতামাতার যত্ন  
iii. পিতামাতার সম্পত্তি  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক) i, ii      খ) i, iii      গ) ii, iii      ঘ) i, ii ও iii

১৩৫. মুনশামান মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করতে লেখিকা কী করেছেন?

- i. সাহিত্য রচনা করেছেন  
ii. বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন  
iii. উপবৃত্তি প্রদান করেছেন  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক) i, iii      খ) i, ii      গ) iii      ঘ) কোনোটিই নয়

১৩৬. 'অধীর্ষী' প্রবন্ধে লেখিকা নারীসমাজকে অনুপ্রাণিত করেছেন-

- i. জ্ঞানচর্চায়  
ii. অধিকার সচেতনতায়  
iii. মুক্ত বুদ্ধি চর্চায়  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক) i      খ) ii      গ) iii      ঘ) i, ii, iii

১৩৭. বাদিনী, নাথিনী, সিংহী প্রভৃতি নৈবেদ্যেী লাভ করে-

- i. ভ্রম ও পূজা  
ii. দ্বন্দ্ব ও পূজা  
iii. অনুরাগ ও প্রেম  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i      খ) ii      গ) iii      ঘ) ii, iii

১৩৮. 'স্বামী যখন তুলসীতে ধূমকেতুর গতি মাপেন স্ত্রী তখন-

- i. তাকে সহযোগিতা করেন  
ii. রক্ষণশীলতার বিচরণ করেন  
iii. স্ত্রী সুবিন্দ্রায় সময় পার করেন  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i      খ) i, ii      গ) iii      ঘ) ii

১৩৯. নারী মুক্তির আসল কথা হচ্ছে-

- i. নারীর মানসিক দাসত্ব মোচন
- ii. নারীকে বৈশিষ্ট্য করা
- iii. নারীকে মনের লিক নিয়ে সচেতন হওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i, iii    খ ii, iii    গ i    ঘ iii

১৪০. কবাবের শিক্ষা পদ্ধতি হলো-

- i. আরবি বর্ণমালা
- ii. কুরআন পাঠ
- iii. ইংরেজি ভাষা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i    খ i, ii    গ iii    ঘ i, iii

১৪১. 'তাহারা যে জড় পদার্থ সেই জড় পদার্থই আছে'-  
তাহারা কারা?

- i. পার্শ্ব মহিলারা
- ii. ইংরেজ মহিলারা
- iii. বঙ্গ বালিকারা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i    খ ii    গ i, ii    ঘ iii

১৪২. দ্বি-চক্র শব্দের গতিহীনতার কারণ-

- i. চক্র সমান
- ii. চক্র বাকা
- iii. চক্র ছোট-বড়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i    খ ii    গ i, ii    ঘ iii

১৪৩. 'অধিকাংশ লোকে গ্রীকে বিবাহ করে মাদ্র'- 'হৈমন্তী'  
থলে বর্ণিত এ উক্তিটির সামঞ্জস্য মেলে-

- i. বিলাসী থলে
- ii. অধীর্ষী প্রবন্ধে
- iii. বৌদ্ধের ধর্ম প্রবন্ধে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i    খ ii    গ iii    ঘ কোনোটিই নয়

১৪৪. 'অধীর্ষী' প্রবন্ধে যে দেবীর কথা বলা হয়েছে-

- i. শীতলা
- ii. কাশী
- iii. শ্যামা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i    খ ii    গ iii    ঘ i, ii

১৪৫. 'অধীর্ষী' প্রবন্ধে দুজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের রচনার নাম  
আছে, তারা হলেন-

- i. ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
- ii. কাজী নজরুল ইসলাম
- iii. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i, iii    খ ii, iii    গ i, ii    ঘ কোনোটিই নয়

১৪৬. 'ইবী' প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দ 'অধীর্ষী' অর্থ প্রকাশ করেছে-

- i. অনুপ্রাণিত
- ii. সমজ্ঞানী
- iii. গৃহীণী

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i    খ ii    গ iii    ঘ i, ii, iii

১৪৭. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন 'অধীর্ষী' প্রবন্ধে বলেছেন-

- i. নারীরা অস্বাভাবিক পুরুষকে শ্রেষ্ঠ মনে করে
- ii. নারীরা নিজেকে তুচ্ছ মনে করে
- iii. নারীরা নিজেরা কাছে, কর্ণে, শিক্ষার অভাবমুক্ত  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i    খ ii    গ ii, iii    ঘ i, ii

১৪৮. 'অধীর্ষী' প্রবন্ধে মূলত যে বিষয়টির প্রকাশ ঘটেছে-

- i. ধর্মীয় মানসিকতা
- ii. মধ্যবিত্তের কর্মজীবন
- iii. গ্রীক মানসিক দাসত্ব

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i, ii    খ ii, iii    গ iii    ঘ i, iii

১৪৯. হিতযিত্য শব্দের অর্থ হচ্ছে-

- i. হিত কামনা
- ii. কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা
- iii. সাহসী কাজ

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i    খ i, ii    গ iii    ঘ ii, iii

নিচের উদ্ভীপকটি পড় এবং ১৫০, ১৫১ ও ১৫২ নম্বর  
প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

'অধীর্ষী' প্রবন্ধটির রচয়িতা মুসলিম নারী জাতির  
পরিচয় রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। নারী শিক্ষার  
বিষয়টি উনিশ শতকের সমাজ ভাবনার প্রায় অকল্পনীয়  
ছিল। ফলে নারী সমাজ হয়ে পড়ে অসহায় ও অকর্মণ্য।  
তাদের পশতলপদতার জন্য লেখিকা পুরুষ সমাজের  
পাশাপাশি নারীর নিজের মানসিক দাসত্বকে দায়ী  
করেছেন।

১৫০. 'অধীর্ষী' মূলত কী জাতীয় প্রবন্ধ?

- ক উদ্দেশ্যমূলক    খ বিনোদনমূলক  
গ খবরমূলক    ঘ বিচারমূলক

১৫১. 'অধীর্ষী' প্রবন্ধের সময়ে নারীদের অবস্থান কেমন ছিল?

- ক পুরুষের সহচরী হিসেবে  
খ সেবাদাসী হিসেবে  
গ নেত্রী হিসেবে  
ঘ পুরুষের প্রেমিকা হিসেবে

১৫২. নারীর অসহায় অবস্থা থেকে উদ্ধারের পথ হিসেবে  
লেখিকা পরামর্শ দিয়েছেন-

- i. নারীকে শিক্ষিত হতে
- ii. নারীকে মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে
- iii. পুরুষের প্রতি অধিকমাত্রার নির্ভরশীল হতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ঘ ii গ i, ii দ ii, iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৫৩, ১৫৪ ও ১৫৪ নম্বর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

হাসান সাহেবের এক পুত্র ও এক কন্যা। তিনি পুত্রের প্রতি যত্নটো স্নেহ-মায়ার প্রদর্শন করেন, কন্যার প্রতি তত্নটো করেন না। পুত্রের লেখাপড়া খাবার-দাবারের প্রতি যত্নটো মনোযোগী কন্যার ব্যাপারে তত্নটো নন।

১৫৩. হাসান সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গিকে লেখিকা চিহ্নিত করেছেন কোন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে?

- ক পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার আলোকে  
 খ আধুনিক সমাজব্যবস্থার আলোকে  
 গ মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার আলোকে

ঘ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে

১৫৪. স্নেহ-মমতার ব্যাপারটিকে ‘অর্ধাঙ্গী’ প্রবন্ধে কোন ধরনের সম্পদ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে?

- ক পার্থিব ঘ অপার্থিব  
 গ বজ্রগত ঘ বিক্রয়যোগ্য

১৫৫. উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈষম্য হলো—

- i. লেখাপড়ার বৈষম্য  
 ii. অপার্থিব সম্পত্তির বৈষম্য  
 iii. পার্থিব সম্পত্তির বৈষম্য  
 নিচের কোনটি সঠিক?

ক i গ ii ঘ iii ঘ i, ii

# যৌবনের গান

## কাজী নজরুল ইসলাম

### □ লেখক পরিচিতি

হেঙ্গেলকোয়ার লেটো নামের নদে যোগ দেবার মাধ্যমেই কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সূচনা করেন। গ্রামের মকসে পড়ার পর তিনি বর্মান ও ময়মনসিংহের বিশাল খানার দরিদ্রমপূর হাই স্কুলে লেখাপড়া করেন। ১৯১৭ সালে তিনি সেনাধ্যক্ষীর বাঙালি পশ্চিমে যোগ দিয়ে করাচি যান। সেখানেই তাঁর সাহিত্য জীবনের সূচনা ঘটে। তাঁর লেখক তিনি সামাজিক অবিচার ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। এ জন্য তাঁকে 'বিস্মেরী কবি' বলা হয়। বাংলা সাহিত্যে অগণিত তাঁর অসমীচর এক নতুন দিগ্গজের উন্মোচনে করে। মাত্র তেরাতিশ বছর বয়সে প্রাথমিক পুরস্কারে রাশে আক্রান্ত হয়ে স্বকশক্তি হারিয়ে কেনে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর অসুস্থ কবিকে ঢাকায় আনা হয় এবং পরে তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। তাঁকে বাংলার বাংলাদেশের 'জাতীয় কবি' মর্যাদার ভূষিত করা হয়।

জন্ম : ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মে, ১৩০৬ সালের ১১ জ্যৈষ্ঠ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্মান জেলার আলতালাল মহকুমার চুলিয়া গ্রাম।

মৃত্যু : ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট ঢাকায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ সল্যা গ্রাণ্ডে তাঁকে পশ্চিমপূর্ব সামাজিক মর্যাদার সমাহিত করা হয়।

### □ রচনাধর্ম

কব্যম্ভ : অগ্নিবীণা, বিয়ের বীণা, জয়সংগীত, গল্প-শিখা, চক্রবাক, সিন্ধু-হিম্মাল ইত্যাদি।

প্রবন্ধম্ভ : যুগ-বন্দী, দুর্ভিক্ষের যাতা, রক্ত-মঙ্গল, রাজকপীর অবানবন্দী ইত্যাদি।

গল্পম্ভ : ব্যথার দান, রক্তের বেদন, শিঙিলিমালা।

উপন্যাস : মৃত্যু-কুণ্ডা, কুহেলিকা, বীধনহারা ইত্যাদি।

নাটক : আসেরা, কিলির্কিলি, পুতুলের কিয়ে।

### □ উৎস ও পাঠ পরিচিতি

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের সিরাজগঞ্জে মুলিম হুন সমাজের অভিনামনের উত্তরে কবির উদ্দেশে কাজী নজরুল ইসলাম যে প্রাথোচ্ছেল ভাবন দিয়েছিলেন 'যৌবনের গান' রচনাটি তাঁরই পরিমার্জিত লিখিত যুগ।

এই অভিজ্ঞাযে তিনি মৃত্যু-দুর্বার যৌবনের প্রসক্তি উচ্চারণ করেছেন। যৌবন হচ্ছে অমৃত্যু প্রাণশক্তি আধার। তা মানুষের জীবনকে করে গতিশীল ও প্রাণাশ্রম। দুর্বার উদ্ভীলনা, ক্রান্তিহীন উদ্যম, অগতিরগীম উদ্যম, অমৃত্যু প্রাণচলতা ও অমূল্য সাধনার প্রতীক যৌবন মৃত্যুকে তুচ্ছ করে সংসারের বেড়াভাল ছিন্নভিন্ন করে সবার বাধা পেরিয়ে এগিয়ে যায় সমাজ-প্রগতি ও নতুন বঙ্গময় মুক্তজীবনের পথে। আর বিশাল মনস্বত্বের পাশেও সে দাঁড়ায় সেব্রতীর ভূমিকায়।

পঞ্চাশতের রক্তবন্দীতা, জড়তা, সংসারজড়তা ও পশ্চাদগমনভাষ্য বার্ষিক বাধা হয়ে দাঁড়ায় জীবনের প্রাণবন্ত অগতির পথে। তাই 'বন্ধন-বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে যে যৌবন দেশ-প্রতি-কাল ও ধর্মের বীধন মানে না, সেই যৌবন-শক্তিকে লেখক উদার আত্মায় আনিচ্ছেন সমস্ত জীব-পুত্রোনে সংসারকে কাগে করে মনের মতো নতুন জগৎ রচনার সাধনার অঙ্গার হতে।

### □ শব্দার্থ ও টীকা

বারস : কাক।

চকু : চোখ।

কুণিল ধারা : স্রুত প্রবাহ।

তম্বা : পুনের ভাব, নিদ্রা।

## যৌবনের গান

|                  |                       |                |                                         |
|------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------|
| দৈব :            | আকস্মিক।              | তিমিরকুন্তলা : | অন্ধকার যার চুল, রাগি।                  |
| মার্ভণ্ড :       | সূর্য।                | সীলানুভূমি :   | বিচরণস্থান, ত্রীভূতক্ষেত্র।             |
| মূরিন :          | শিবা।                 | নাভিস্থান :    | মরণ্যাপন্ন অবস্থা।                      |
| বিধা :           | সংকোচ, সংশয়, কুণ্ঠা। | অগ্নিমান্দ্য : | অস্বীকৃতি, ক্ষুধামান্দ্য।               |
| অলংক :           | আড়ালে, নুটির অশোচরে। | উর্নি :        | কর্মচারীদের অন্য নির্দিষ্ট পোশাক বিশেষ। |
| পরিভ্রমণ :       | প্রদক্ষিণ, পরিভ্রমণ।  | জীববিবরণ :     | জরাজীর্ণ বা ক্ষয়প্রাপ্ত মলিন পোশাক।    |
| না-ওরাকিফ :      | অনভিজ্ঞ, অজ্ঞাত।      | নোরামত :       | ধন-সম্পদ, অনুগ্রহ।                      |
| অবাকুসুমলঙ্কার : | অবা মূলের মতো।        |                |                                         |

## □ বঙ্গান সতর্কতা

তারপা, বাগী, তরঙ্গ, মৃদাল, পাখা, জীর্ণ, অপরিণীত, নিশীথিনী, যৌবনসূর্য, তিমির-কুন্তলা, ধ্যানী, করনা, দূর্ভিক্ষ, বিধা।

## □ নমুনা প্রশ্নাবলি □

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- 'যৌবনের গান' গ্রন্থে লেখক কী হয়ে তরুণদের মহানাদ গ্রহণ করতে চান?  
ক. মধ্যমণি খ. মঙ্গপতি  
গ. সহযাত্রী ঘ. পুজারী
- 'আমি কবি, বনের পাখির মতো' স্বাক্ষর আমার গান করার'- উক্তিটিতে বুঝিয়েছেন-  
ক. যৌবনের উজ্জ্বলতা  
খ. মানব কল্যাণে ব্রত হওয়া  
গ. তারপ্যের প্রতি অকুণ্ঠ পক্ষপাত  
ঘ. গানের পাখির সাথে কবিতার তুলনা  
নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :  
পূর্বকালে ইউরোপে আইন দ্বারা কুঠরোগীদের নির্বাসন দেওয়া হতো। মানবপ্রেমিক দলিয়েল যৌবনের জ্ঞান-লালসা ত্যাগ করে মাল্যকো ঘিঁষে কুঠরোগীদের সেবার ব্রতী হলেন, বিশ্বকে কলসেন প্রভু! আজ আমার প্রেম সকল পৃথিবীর সকল ও সার্থক হলো।
- অনুচ্ছেদে যৌবনের কোন বৈশিষ্ট্যের সর্বমিক প্রতিফলন ঘটেছে?  
ক. উদ্যম খ. উদার্য  
গ. মাতৃরূপ ঘ. সাধনা
- কোন বাক্যে অনুচ্ছেদের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় আছে?  
ক. ইহারা থাকে শক্তির পিছনে  
খ. না, ছড়াইতে ছড়াইতে অত  
গ. যখন দুর্বলের পাশে বল ইহারা দাঁড়ায়  
ঘ. তাহার হাসিতে গান, তাহার কান্নায় গান  
অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :  
'স্বার্থক কিছু কাজেতে পারে না বলে কিছু ছাড়তেও পারে না- দুটি কালো চোখের জন্যও নয়, বিশ কেটি কালো লোকের জন্যও নয়।
- এখানে 'যৌবনের গান' গ্রন্থে যুকের যে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তা হল-  
i. পশ্চানন্দতা  
ii. রক্ষণশীলতা  
iii. স্থিতিতা  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক. i ও ii খ. i ও iii  
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
- অনুচ্ছেদে বর্ণিত বার্ষিকের বিপরীত স্বাভাব কোনটি?  
ক. শক্তির পেছনে রক্তির ধারার মতো গোপন  
খ. সে রক্তির পর রক্তির জগিয়া পরিচর্যা করে  
গ. তরঙ্গ অরুণের মতোই যে তারপা তিমির বিদ্যারী  
ঘ. অন্ত আকাশের সীমা খুঁজতে গিয়া গ্রাম হারায়



## সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অবসরপ্রাপ্ত ফারুক সাহেবের কীদার পাকা চুল, মুখে বয়সের ছাপ। তবে রাত্তার দুই ধারে গাছ লাগানো, রাত্তার পত্ৰ ভরাট করা ইত্যাদি কাজে তার কোনো ক্রান্তি নেই। এছাড়াও পাড়ার ছেলের নিয়ে কালাকিবাছ রোখ, মেয়েদের ফুলে পাঠানো, অসুস্থ রোগিকে হাসপাতালে পাঠানো এ সমস্ত কাজেও তার উৎসাহের সীমা নেই।

ক. গানের পথিকে তাড়া করে কে?

খ. 'আমি আজ তাহাদের দলে, মাহারা কর্মী নল- ধ্যানী'-এখানে 'ধ্যানী' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?— ব্যাখ্যা কর।

গ. ফারুক সাহেবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে যৌবনের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে-ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "আমাদের পৃথিবী আমরা আমাদের মনের মত করে গড়িয়া লইব"- উক্তিটি ফারুক সাহেবের চরিত্রে কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে তা 'যৌবনের গান' প্রবন্ধ অনুসারে আলোচনা কর।

২. যুবকরা পাগল, বান্দুর মতো সহজেই যুবকখানে আত্ম ধরে। তরবারি সেখে, কারাগারে ফাঁসিতে কিছুতেই তার মর্শিত গ্রাণ কাবু হয় না। এসের মধ্যে হিরতা, বীরতা, পাষ্টার্ব, ধর্মভয়, ক্রিয় জ্ঞান বলতে কিছু নেই। ওরা সচিই পাগল, বাণ্ডীয় ইঞ্জিন আবছ শক্তি বলা যায়।

ক. বনের পথির মতো গান করা কার স্বভাব?

খ. কবি তরুণদের দলছুট হতে চেয়েছেন কেন?

গ. অনুচ্ছেদে 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের যুবকের কোন রূপটি প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অনুচ্ছেদে 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের আংশিক বক্তব্য প্রতিফলিত হয়েছে-মন্ডবোর যৌক্তিক মূল্যায়ন কর।

## সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

২৬ মার্চ ১৯৭১ সাল। সারাদেশে যুদ্ধের দামামা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তুহিন ও তার বন্ধুরা হানাদার বাহিনীর আক্রমণকে প্রতিহত করতে কাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধে। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে দেশকে স্বাধীন করতে গ্রাণ সেয় তুহিন। তুহিনের মতো লক্ষ তরুণের গ্রাণের বিনিময়ে অর্জিত হয় 'বাংলাদেশ'। তুহিন মরেনি। স্বাধীন বাংলাদেশের লাঞ্ছা সামান্য ছেলেরে মাঝে আজও বেঁচে আছে তুহিন।

ক. কাজী নজরুল ইসলাম কত সালে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন?

খ. 'তরুণ-অরুণের মতোই যে তারুণ্য তিমির বিদারী, সে যে আলোর দেবতা'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তুহিনের সাথে 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের তরুণদের মনোভাবের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'তুহিনের মত লক্ষ গ্রাণের বিনিময়ে অর্জিত এ দেশ 'বাংলাদেশ'- উদ্দীপকের এই চরটি 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের অঙ্গকে বিশ্লেষণ কর।

## ১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কাজী নজরুল ইসলাম ১৯১৭ সালে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন।

খ) যৌবনই হচ্ছে মানব জীবনের চালিকা শক্তি। সমাজ, জাতি ও দেশের প্রগতির জন্য প্রয়োজন যৌবন শক্তি। প্রত্যেক সূর্যোদয় এর সঙ্গে সঙ্গে যেমন পৃথিবী আলোকিত হয়ে ওঠে, তেমনি একমাত্র যৌবন শক্তিই পারে সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল অরাজকতাকে মুছে দিতে। প্রাচ্যিক তাই যৌবন শক্তিকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ জন্য যৌবন শক্তিকে তিনি আলোর দেবতা বলে অভিহিত করেছেন।

গ) কাজী নজরুল ইসলাম 'যৌবনের গান' গ্রন্থে যৌবন তথা তারুণ্যের জয়গান গেয়েছেন। উদ্দীপকে উদ্ধৃতিত তুহিনের সাথে প্রবন্ধের তরুণদের কার্মোদীপনার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হচ্ছে যৌবন বা তারুণ্য। কবি মনে করেন দেশের প্রতিটি তরুণ যদি দেশসেবায় কিছু সময় ব্যয় করে তাহলে দেশের ব্যাপক কল্যাণ হতে পারে। তরুণরা সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তরুণরাই পরে তাদের মেধা ও মন দিয়ে সমাজকে তাদের নিজের মত করে গড়ে তুলতে। উদ্দীপকের তুহিন তরুণ যুবক। যুদ্ধের নামামা তার অন্তরকে নাড়া দেয়। তাইতো সে কাঁপিয়ে পড়ে হানাদার বাহিনীদের পরাভব করতে যুদ্ধে প্রাণ হারায় তুহিন। তুহিনের মতো লক্ষ তরুণদের প্রাণের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা। 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের তরুণদের মেধাও আমরা দেখেছি তারা নির্ভীক, সাহসী। তারা দুর্দশাভক্তদের পাশে দাঁড়ায় কল হয়ে। শব বহন করে নিয়ে যায় শূশান ঘাটে। বহুদূর রোগীরা শয্যাশাশে রাত্রির পর রাত্রি জেগে সেবা করে।

উদ্দীপকের তুহিন যেমন দেশকে স্বাধীন করার মধ্যে নিজেকে উৎসর্গ করেছে তেমনি প্রবন্ধের তরুণরাও দেশের মঙ্গলে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে।

ঘ) কাজী নজরুল ইসলাম 'যৌবনের গান' গ্রন্থে যৌবন তথা তারুণ্য শক্তির জয়গান করেছেন। উদ্দীপকে উদ্ধৃতিত তুহিনের মধ্যেও সেই তারুণ্যের উদ্ভাসতা লক্ষ্য করা যায়। উদ্দীপকের তুহিন তারুণ্য শক্তির অধিকারী যুবক। তাইতো সে দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় কাপিয়ে পড়ে যুদ্ধে। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'যৌবনের গান' গ্রন্থে দুর্ভাগ্য-দুর্ভাগ্য যৌবনের বন্দনা করেছেন। যৌবন হচ্ছে অমরত্ব প্রাণ শক্তির আধার। তা মানুষের জীবনকে করে গতিশীল ও প্রত্য্যশাময়। দুর্ভাগ্য উদ্দীপনা, ক্লান্তিহীন উদ্ভাস, অপরিসীম ঔদার্য, অমরত্ব প্রাণচাঞ্চল্য ও অব্যর্থ সাধনার প্রতীক যৌবন মৃত্যুকে হুজ করে সংস্কারের বেড়াভাল ছিন্ন করে সকল বাধা ছিন্ন করে এগিয়ে যাবে সামনে। উদ্দীপকের তুহিনের মতো 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের তরুণরাও সমাজ তথা দেশের মঙ্গলে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে সর্বদা। তারা শব বহন করে নিয়ে যায় শূশান ঘাটে। কল্যাণের জীব বিতরণ করে। বহুদূর রোগীকে সেবা করবে- এটাই তাদের বৈশিষ্ট্য। তরুণদের এই বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা তুহিনের মধ্যে পাই। তুহিন এক তারুণ্যদীপ্ত যুবক। তারুণ্যের উদ্ভাসনায় উদ্ভীষ্ট হয়ে দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে নিজের জীবনকে সে বাজী রেখেছে এবং প্রাণের বিনিময়ে ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে সেই স্বাধীনতা। একমাত্র তারুণ্য শক্তির কারণেই আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ পেতে সক্ষম হয়েছি।

## ২. নিজের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

সব্বরের কাছাকাছি বয়স কলি মিয়ান। তার চিন্তাচঞ্চল্য নতি সবুজ আলীকে চিত্তিত করে তোলে। দালার কারণে এ সতেরো বছর বয়সে সে বেশ বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে। সে ছেবে পায় না যে একই সেরিতে ঘুম থেকে জাগলে কী হয়? পত্রিকাপাঠে দেশের সংবাদ জেনে কে কতটা লাঞ্জনায় ছয়েছে? মানবজীবনে বিজ্ঞানের এত বাড়াবাড়ি কেন? ছোট ভাইয়ের চিংকার-চেচামেচিতে তার প্রাণটাও কেন ওঠাপাত। দাদাভাই গিডরে আক্রান্তদের সতর্ক দেখতে বাবার প্রত্যাণ করলে সবুজ আলী সকাল থেকেই স্তরে আক্রান্ত হওয়ার ভান করে।

ক. বহু বছর বার্কোর জীর্ণাবরণের তলে মেঘলুগ সূর্যের মতো কী থাকে?

খ. 'বার্কাকে সব সময় বয়সের ছেমে বাঁধা যায় না' - ব্যাখ্যা করা।

গ. উদ্দীপকের চরিত্র সবুজ আলীকে কী তারুণ্য শক্তির অধিকারী করা যায়? 'যৌবনের গান' প্রবন্ধ অনুসারে ব্যাখ্যা করা।

ঘ. 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের আলোক কলি মিয়া ও সবুজ আলীর তারুণ্য ও বার্কোর বরণ বিশ্লেষণ করা।

## ২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) বহু বছর বার্কোর জীর্ণাবরণের তলে মেঘলুগ সূর্যের মতো প্রাণী যৌবন থাকে।

খ) কাজী নজরুল ইসলাম 'যৌবনের গান' গ্রন্থে তরুণদের জয়গান করতে গিয়ে বার্ষিকের 'স্বল্প উল্লেখ' করেছেন। তাঁর মতে, তারুণ্য ও বার্ষিক সম্পূর্ণ মনের ব্যাপার। তিনি বার্ষিককে কোনো ব্যঙ্গের মাণকটিকে বিচার করেননি। তিনি মনে করেন, বৃদ্ধ তারাই যারা কুসংস্কারকে, মিথ্যাকে আঁকড়ে পড়ে থাকে এবং নবজীবনের আবির্ভাবকে ব্যর্থত জানতে পারেন না। যুগ পরিবর্তনের সাথে ভাল মিলিয়ে চলতে পারেন না। এ কারণেই তিনি 'বার্ষিককে সবসময় বয়সের প্রেমে বাঁধা যায় না' বলে মন্তব্য করেছেন।

গ) 'যৌবনের গান' গ্রন্থে কাজী নজরুল ইসলাম মুর্ত্ত, দুর্বার ও দুঃসাহসী তারুণ্যের জয়গান করেছেন। প্রাবন্ধিকের মতে, 'তারুণ্য নামের অর্থমুহুর্ত্ত শুধু তার জন্মে যার শক্তি অপরিমেয়, গতিবেগ অগ্নির ন্যায়, বিপুল যার আশা, ক্রান্তিহীন যার উৎসাহ, বিরাট যার উদার, অফুরন্ত যার প্রাণ, অটল যার সাধনা এবং ভূত্বা যার মুহুর্ত্তে'। 'যৌবনের গান' গ্রন্থের আলোকে উন্নীপকের সবুজ আলীকে তারুণ্যশক্তির অধিকারী বলা চলে না। বয়সে তারুণ্য হলেও নতি সবুজ আলী উন্মাদমহীন। দাদার কৌতূহল ও চিত্রচাঞ্চল্য তাকে অস্থির করে তোলে। দেশ ও বিজ্ঞান সন্দ্বীপ সংবাদে সে অগ্রহী নয়। শিতর কোলাহলে সে বিরক্তিবোধ করে। সূর্যোদয় দেখতেও সে প্রত্যাশী নয়। এভাবে বার্ষিকের বৈশিষ্ট্যগুলো তার মধ্যে দেখা যায়।

ফলে 'যৌবনের গান' গ্রন্থের বিচারে উন্নীপকের চরিত্র সবুজ আলীকে তারুণ্যশক্তির অধিকারী বলা যায় না।

ঘ) প্রাবন্ধিক কাজী নজরুল ইসলাম 'যৌবনের গান' গ্রন্থে তারুণ্য ও বার্ষিকের মুষ্টি নিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর মতে, তারুণ্য ও বার্ষিকের অবস্থান মানব দেহে নয়; মানুষের মনে। মানসিক চিত্ত চাঞ্চল্যের জন্মে, অগ্রসরবর্তী চিন্তার জন্মে, অনুসংহিত মনের জন্মে, সাহসের কারণে ও ন্যায়ত্বশীলতার পরিচয়ে বয়স ব্যক্তিও তারুণ্যের প্রতীক হিসেবে গণ্য হতে পারেন। উন্নীপকের চরিত্র সবুজ আলীর দাদা এর প্রকৃতি উদাহরণ। তিনি পচানপদ নয়; বরং বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে একীভূত হয়ে দুঃস্থদের কষ্ট লাঘবে সহমর্মী হন এবং বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় আনন্দ লিখু হয়ে ওঠেন। তিনি জীবনকে উপভোগ করে নিজের মতো করে দেখতে চান। আবার বয়সে তারুণ্য হয়েও কেউ যদি বর্তমান সময়ের সঙ্গে একীভূত হতে না পারে, নতুনকে গ্রহণে অসমর্থ হয়, নিজেকে বিজ্ঞানের সহযাত্রী ভাবতে শিখিয়ে থাকে কিংবা নৈরাশ্যবাসী বা সশেষপরায়ণ হয় তবে বয়সে তারুণ্য হলেও তাকে যৌবন শক্তির অধিকারী বলা যাবে না। উন্নীপকের সবুজ আলীর মাঝে এ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। বয়সের দিক থেকে তারুণ্য হলেও চেতনার দিক থেকে তাকে যৌবন শক্তির অধিকারী বলা চলে না।

কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'যৌবনের গান' গ্রন্থের এ বিষয়ে উন্নীপকের উপরিত্ত মন্তব্যটি বর্ষা ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে।

৩. নিচের উন্নীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মুসা ইব্রাহীমের নামটি আমাদের সবার জানা। প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বত এভারেস্টের চূড়ার উঠেছেন মুসা ইব্রাহীম। তারুণ্যদীপ্ত মুসার এ পৌরবে দেশবাসীও পৌরবাধিত। অথচ এভারেস্টের পথে তাঁর অভিযাত্রা সহজ ছিল না। অনেকই তাঁকে নিরুৎসাহিত করেছেন। অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতাও ছিল। কিন্তু কোনো কিছুই তাঁকে পিছু ছাটতে পারেনি। তিনি এখন বাংলাদেশের তারুণ্যের কাছে অদম্য তারুণ্যের প্রতীক।

ক. কাম্বলজ্ঞতার শীর্ষদেশ অধিকার করতে গিয়ে যারা তুমার ঢাকা পড়ে তাদের মধ্যে নজরুল কী দেখেছেন?

খ. কাজী নজরুল ইসলাম যৌবনের প্রতি শ্রদ্ধা গোষণ করেছেন কেন?

গ. কোনো কিছুই তাঁকে পিছু ছাটতে পারেনি— উক্তিটি 'যৌবনের গান' গ্রন্থের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উন্নীপকের মুসা ইব্রাহীম আগামী প্রজন্মের প্রেরণার উৎস— 'যৌবনের গান' গ্রন্থের আলোকে উক্তিটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

### ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কাম্বলজ্ঞতার শীর্ষদেশ অধিকার করতে গিয়ে যারা তুমার ঢাকা পড়ে নজরুল তাদের মধ্যে যৌবনদেখেছেন।

খ) প্রাণপ্রচুরের অধিকারী কাজী নজরুল ইসলাম যৌবনের প্রতি শ্রদ্ধা গোষণ করেছেন। কারণ যৌবন প্রগতির ধারক ও বাহক। যৌবনের বলে কল্যাণ হয় যৌবনের অধিকারীরা নূন নূন যদি সমাজে পরিণীক সম্বদ্ধ করে এবং পুরাতন জীর্ণ সমাজকে ছেড়ে

নতুন করে পড়ে তোলে। সমাজ ও দেশের উন্নতির পেছনে যৌবনশক্তি অনুঘটকের কাজ করে। তাই কাজী নজরুল ইসলাম যৌবনের প্রতি অল্পেরে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

গ) উদ্দীপকের মুসা ইব্রাহীম অফুরন্ত প্রাণশক্তির কারণেই এভারেস্ট জয় করতে সক্ষম হয়েছেন। এভারেস্টের পথ ছিল বহুর। বর্ণনাভীত কষ্ট স্বীকার করে তাকে এভারেস্টের পথে পা বাড়াতে হয়েছে। এখানকার সবচেয়ে ভয়ানক বিষয় হচ্ছে তুষার ধস। একবার তুষার ধস শুরু হলে তার নিচে চাপা পড়ে অনেক পর্বতারোহীরই জীবনাবসান হয়। এ জন্য অনেকে তাকে নিরুৎসাহিত করেছে। কিন্তু কোনো কিছু তার না করে মুসা ইব্রাহীম তাঁর অসীম লক্ষ্যে পৌঁছার পথ বেছে নিয়েছেন। পথের সকল বাধাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে লক্ষ্যে পৌঁছানোর টানে সামনে এগিয়ে গিয়েছেন তিনি এবং প্রমাণ করেছেন যে, তারুণ্যের শক্তিতে বর্লীয়ান হলে মানুষ অবশ্যই অজয়ের জয় করতে পারে।

কাজী নজরুল ইসলামের মতে, যারা যৌবনের অধিকারী তারা কখনো বন্ধ ঘরে আবদ্ধ থাকতে চায় না, স্বাধীনভাবে তারা ভালো করে দেখতে চায়। যৌবন এক অফুরন্ত শক্তির আধার। তাই হো তরুণরা অকুতোভয়। তাদের শক্তি অপরিমেয়। তাদের গতিবেগ বঞ্চার ন্যায়, তেজ অমিত। তারা দুপায়ে পথের বাধা মড়িয়ে সামনে এগিয়ে যায়। কোনো অপশক্তিই তাদের গতিরোধ করতে পারে না। সামনের দিকে এগিয়ে লেই তাদের ধর্ম। তুষারচাপা পড়ার ভয়ে কামনজজ্ঞার শীর্ষদেশ অধিকার করার অভিমান থেকেও তারা শিঙ্কিয়ে থাকে না। নজরুলের এ অভিজ্ঞতাকেই বাস্তবে রূপদান করেছে বাংলাদেশের প্রথম এভারেস্ট বিজয়ী মুসা ইব্রাহীম। যৌবন শক্তিতে কলীয়ান ছিল বলেই লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কোনো কিছুই তাঁকে পিছু হটতে পারেনি।

ঘ) কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'যৌবনের গান' গ্রন্থে মানসিকতার মাপকাঠিতে তারুণ্য ও বার্ধক্যের পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। 'যৌবনের গান' গ্রন্থে কাজী নজরুল ইসলাম তারুণ্য বলতে বুঝিয়েছেন মানুষের চেতনাবোধ ও প্রাণশক্তিকে। যৌবনের ধর্ম হলো নতুন নতুন আবিষ্কারের দেশায় নিজেকে মত্ত রাখা। যার মধ্যে যৌবন আছে তার শক্তি অপরিমেয়, গতি বঞ্চার ন্যায়, তার আশা বিপুল; উৎসাহ রুহিহীন; উদার্য বিরাট; অফুরন্ত তার প্রাণশক্তি; মৃত্যু তার মুঠিকলে। এই ধর্ম যাদের তারাই যৌবনের অধিকারী। উদ্দীপকের মুসা ইব্রাহীমের মধ্যে তারুণ্যের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তিনি প্রাণধর্ম বর্লীয়ান হয়ে কোটি কোটি আঙ্গানের লাড়ু নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার স্পৃহা থেকেই এভারেস্ট বিজয়ে সক্ষম হয়েছেন। জীর্ণ, কাপুরুষেরা তাকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সফল হতে পারেনি। শুধু মানুষের প্ররোচনাকেই তিনি উপেক্ষা করেন নি; দারিদ্র্যের কষাখাতকেও উপেক্ষা করেছেন। সকল বাধা অতিক্রম করে তিনি তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছেছেন। তাঁর এ সফলতা আপামী প্রজন্মের প্রেরণার উৎস হতে থাকবে। মুসা ইব্রাহীম যে কষ্ট স্বীকার করে কলিকত লক্ষ্যে পৌঁছেছেন আপামী প্রজন্ম তা অনুসরণ করলে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে। যৌবন শক্তি এজবেই অসম্বলকে সত্ত্ব করতে পারে। জাতিকে নিতে পারে নতুন নতুন পথের ঠিকানা। তাই আমাদের সবাই উচিত যৌবনের পূজা করা।

৪. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

মিতুল একাদশ শ্রেণির ছাত্র। লেখাপড়ার পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজেও সে জড়িত। অসহায় ও দুঃস্থ মানুষদের সে যেমন সাহায্য করে, তেমনি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়ও সে নিরাস্রাব্বে কাজ করে। শুধু তাই নয় এলাকার আরও কিছু উন্নয়নী মূলক কাজে সেও নিয়ে ব্যুরোপন কর্মরূটির মধ্য দিয়ে গুরো গ্রামকেই সে সবুজ করে তোলে।

ক. যৌবনের সেবাপরায়ণ দিকটিকে নজরুল কী বলে আখ্যায়িত করেছেন?

খ. 'যৌবনের মাতৃরূপ' বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

গ. 'যৌবনের গান' গ্রন্থে লেখক যাদের জয়পান পেয়েছেন, মিতুলকে কি তাদের একজন হিসেবে ভাবা যায়? হোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

ঘ. মিতুলের মধ্য দিয়ে যৌবনের মাতৃরূপ বিকাশ লাভ করেছে- 'যৌবনের গান' গ্রন্থের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

## ৪ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক) যৌবনের সেবাশ্রমায়ন দিকটিকে নজরুল 'যৌবনের মাতৃরূপ' বলে আখ্যায়িত করেছেন।
- খ) 'যৌবনের মাতৃরূপ' বলতে আত্মমানবতার সেবায় নিবেদিত তারল্যশক্তিকেই বুঝানো হয়েছে। তরুণরা যখন শব বহন করে শূশানঘাট বা গোরস্থানে যায়, অনাহারে থেকে তারা যখন মূর্তিক ও কন্যাপীড়িতদের মুখে খাবার তুলে দেয়, তারা যখন বহুদূর রোগীর শয্যাপার্শ্বে বিন্দ্র রজনী যাপন করে, দুর্দশগ্রস্তদের জন্য সাহায্য সঞ্চার করে কিংবা দুর্বলের পাশে কল হয়ে দাঁড়ায় তখন তাদের মধ্যে যৌবনের মাতৃরূপ উজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। 'যৌবনের মাতৃরূপ' বলতে মূলত যুবকদের এই সেবাশ্রমায়ন রূপটিই বুঝানো হয়েছে।
- গ) 'যৌবনের গান' প্রবন্ধে লেখক যাদের জরগান পেয়েছেন মিতুলকে নিঃসন্দেহে তাদের একজন হিসেবে ভাবা যায়। কাজী নজরুল ইসলাম তাদেরকেই তরুণ হিসেবে অভিহিত করেছেন- 'যারা সব বাধা, কুসংস্কার, মিথ্যা, হুত্বকে জিহ্বিয়ে সামনে এগিয়ে যায়। যারা নিজের জীবনকে বিপন্ন করে অন্যকে সহায়তা করে। উদ্দীপকের মিতুলের মধ্যেও আমরা এই গুণগুলো লক্ষ্য করি। মিতুল পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজেও আত্মনিয়োগ করে।
- ঘ) যৌবন মানবজীবনের এমন একটি উজ্জল সময়, যখন মানুষ শুভ ও অশুভ যে কোনো দিকেই ধাবিত হতে পারে। যৌবন মানুষকে দেয় শক্তি, সাহস ও অসম্বলকে সম্বল করার প্রেরণা। 'যৌবনের গান' প্রবন্ধে লেখক যৌবনের যে মাতৃরূপের কথা বলেছেন, তা আমরা মিতুলের মধ্যে লক্ষ্য করি। তরুণরা যখন শব বহন করে শূশানঘাট বা গোরস্থানে যায়, অনাহারে থেকে তারা যখন মূর্তিক ও কন্যাপীড়িতদের মুখে খাবার তুলে দেয়, তারা যখন বহুদূর রোগীর শয্যাপার্শ্বে বিন্দ্র রজনী যাপন করে, দুর্দশগ্রস্তদের জন্য সাহায্য সঞ্চার করে কিংবা দুর্বলের পাশে কল হয়ে দাঁড়ায় তখন তাদের মধ্যে যৌবনের মাতৃরূপ উজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। মিতুলও যৌবনের এই মাতৃরূপের ধারক। সেও সব সময় অসহায় ও দুঃস্থ মানুষদের সহায়তায় এগিয়ে যায়। প্রাকৃতিক দুর্ভোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়ও নিঃসলভাবে কাজ করে সে। অন্যদিকে সমাজকে বললে দেয়ার প্রত্যয়েও সে আত্মনিয়োগ করে। এলাকার বেশ কিছু উদ্যমী যুবককে সঙ্গে নিয়ে মিতুল যে কৃষকরূপ অভিযান শুরু করে তাতেও যৌবনের মাতৃরূপ প্রকাশ পায়। ফলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মিতুলের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণভাবেই যৌবনের মাতৃরূপ বিকাশ লাভ করেছে।

৫. নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

'আঠারো বছর বয়সের মাই জর  
পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাখির বাধা,  
এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়-  
আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা।

- ক. যে তারল্য তরুণ অরুণের মতোই তিমির বিদারী সে কে?
- খ. 'যৌবন-সূর্য যথায় অস্তমিত, দুঃখের তিমির-কুন্ডলা নিশীথিনীর সেই তো লীলাভূমি' ব্যাখ্যা কর।
- গ. উদ্দীপকে 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে?— আলোচনা কর।
- ঘ. 'এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়' - 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

## ৫ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক) যে তারল্য তরুণ অরুণের মতোই তিমির বিদারী সে আলোর দেবতা।

খ) যৌবন বা তারল্যই হচ্ছে মানব সমাজের উন্নয়নের মূল চালিকাঠি। একটি সমাজকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে এগিয়ে নিয়ে যায় যে শক্তি তাই যৌবন। যৌবন তরল অশ্বের মতোই প্রসীত। সেখানে সূর্য নেই, সেখানে আলোও নেই। সেখানে শুধু রক্তির সীমাহীন অন্ধকার। অনুরণভাবে যে সমাজ থেকে যৌবনশক্তি মূগু হয়ে যায়, সে সমাজে অন্ধকার রাতের মতোই দূরত্ব-কঠি বিরাজ করে। সে সমাজের উন্নয়ন-আগতি কলতে কিছু থাকে না। আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে মানব সমাজের এই চিরন্তন বাস্তবতাটিই তুলে ধরা হয়েছে।

গ) আঠারো বছর বয়স মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়-পরিসর। এ সময়ে যৌবন বা তারল্যের বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশনে প্রকাশিত হয়। 'যৌবনের গান' প্রবন্ধে লেখক বলেছেন- 'তরল নামের জয়-মুক্তি শুধু তাহারই, বাহার শক্তি অপরিমিত, গতিবেশ ঝঞ্ঝার ন্যায়, তেজ নির্মেষ আঘাত মধ্যাহ্নের প্রায়, বিশুল বাহার আশা, রক্তহীন বাহার উৎসাহ, বিরাট বাহার উদ্যম, অমরত্ব বাহার প্রাণ, অটল বাহার সাধনা, মৃত্যু বাহার মুচিভলে। উদ্দীপকেও প্রবন্ধের এ দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। যৌবন সব বাধাকে ভেঙে দিয়ে, সব প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যেতে উৎসাহ দেয়। এ বয়সে কারো কাছে মাথা নত করার বা পরাজিত হওয়ার প্রস্তুতি আসে না।

ঘ) যৌবন মানুষকে প্রেরণা দেয়, সেয় সীমাহীন উদ্দীপনা। যে কোনো বাধা অতিক্রম বা অশক্তিকে সজ্জব করার মজ্জা এই যৌবনই দেয়। 'যৌবনের গান' প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম যৌবনের যে বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আত্মবোধ, আত্মচেতনা ও এক ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা যা দুর্জয়েরক জয় করার প্রেরণা যোগায়। উদ্দীপকের পংক্তিটির মধ্য দিয়েও একই বোধ প্রকাশিত হয়েছে। যৌবন বা তারল্য কোনো বন্ধন মানে না, কারো কাছে মাথা নত করে না, এমনকি পরাজয়ও স্বীকার করে না। বার বার ব্যর্থ হলেও যৌবনশক্তির অধিকারীরা কখনো কঁদতে বা ভেঙে পড়তে আসে না। ব্যর্থতার ভাঙা স্তম্ভের উপর দৃঢ় হাতেরে তারা সাকল্যের বিজয় পতাকা উড়ায়। তাই অলপ প্রথা ও কুলংকারের বিরুদ্ধে নিজস্বের অবস্থান দিয়ে একমাত্র তরলরাই পারে নট হয়ে যাওয়া পুরনো সমাজকে বদলে দিতে।

### ● বছরবিচনি প্রশ্নোত্তর

১. কাজী নজরুল ইসলাম কোন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন?

- ক) ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মে
- খ) ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জুন
- গ) ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর
- ঘ) ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ২৭ অক্টোবর

২. কাজী নজরুল ইসলাম কোন তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?

- ক) ১৮৭৫ সালের ২৬ শে মে
- খ) ১৯৭৩ সালের ২৯ শে আগস্ট
- গ) ১৯৭৬ সালের ২৯ শে আগস্ট
- ঘ) ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট

৩. কাজী নজরুল ইসলাম পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?

- ক) চাঁদাইল জেলায়
- খ) বর্ধমান জেলায়
- গ) নদীয়া জেলায়
- ঘ) মুর্শিদাবাদ জেলায়

৪. কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের কোন সংগীতের রচয়িতা?

- ক) জাতীয় সংগীত
- খ) রব সংগীত
- গ) জীভা সংগীত
- ঘ) আধুনিক সংগীত

৫. কত বছর বয়সে কাজী নজরুল ইসলাম সেনাবাহিনীতে যোগ দেন?

- ক) ২২ বছর
- খ) ২৩ বছর
- গ) ১৭ বছর
- ঘ) ১৬ বছর

৬. সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে কাজী নজরুল ইসলাম কোথায় যান?

- ক) কলকাতায়
- খ) পুনে
- গ) মুর্শিদাবাদে
- ঘ) করাচিতে

৭. কত বছর বয়সে কাজী নজরুল ইসলাম দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন?

- ক) ৪২ বছর বয়সে
- খ) ৪১ বছর বয়সে
- গ) ৪৩ বছর বয়সে
- ঘ) ৪০ বছর বয়সে

৮. মুরারোথ রোশে কাজী নজরুল হারিয়ে ফেলেন-

- ক) দৃষ্টিশক্তি                      খ) শ্রবণ শক্তি  
গ) বাকশক্তি                      ঘ) মানসিক শক্তি

৯. বাংলাদেশের পক্ষে কাজী নজরুল ইসলামকে দেয়া সব চেয়ে বড় সম্মান হলো-

- ক) জাতীয় কবির মর্যাদা                      খ) ডি. লিট ডিগ্রি  
গ) বিদ্রোহী কবি খ্যাতি                      ঘ) নাগরিকত্ব প্রদান

১০. কাজী নজরুল ইসলামকে কোথায় সমাহিত করা হয়?

- ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে  
খ) অগ্নিদ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের কাছে  
গ) উটগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে  
ঘ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

১১. কাজী নজরুল ইসলামকে বিদ্রোহী কবি বলা হয় কেন?

- ক) গল্প-উপন্যাস লিখতেন বলে  
খ) বিদ্রোহ করতেন বলে  
গ) সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন বলে  
ঘ) বিদ্রোহের কবিতা লিখতেন বলে

১২. নিচের কোনটি কাজী নজরুল ইসলাম-এর গল্প?

- ক) রাজবন্দীর অবানবন্দী                      খ) ছায়ানট  
গ) বাথের দান                      ঘ) প্রলয় শিখা

১৩. নিচের কোনটি কাজী নজরুল ইসলাম-এর প্রবন্ধ?

- ক) বিহের বাঁশি                      খ) পিউলি মালা  
গ) রক্ত মদন                      ঘ) অগ্নি-বীণা

১৪. নজরুল রচনার বড় বৈশিষ্ট্য হলো-

- ক) দেশপ্রেম                      খ) বিদ্রোহ  
গ) সাম্যবাদ                      ঘ) মানবপ্রেম

১৫. কতজন সৈন্য নিয়ে বখতিয়ার খিলজি বাংলা আক্রমণ করেন-

- ক) ১৫ জন                      খ) ১৭ জন  
গ) ১৯ জন                      ঘ) ২১ জন

১৬. পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কোনটি?

- ক) রাশিয়া                      খ) ইতালি  
গ) ইংল্যান্ড                      ঘ) আমেরিকা

১৭. 'চতুর্' শব্দের অর্থ -

- ক) চোখ                      খ) মুখ  
গ) নাম                      ঘ) ঠোঁট

১৮. 'না ওয়াকিফ' অর্থ-

- ক) অজ্ঞাত                      খ) জ্ঞাত  
গ) অজ্ঞান                      ঘ) আকস্মিক

১৯. 'আহার' হসিতিত খান, তাহার কান্নার খান-'যৌবনের গান' প্রবন্ধের এ বাক্যে 'আহার' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

- ক) শিশু                      খ) পাবি  
গ) কিশোর                      ঘ) তরুণ

২০. 'উর্দি' শব্দের অর্থ-

- ক) এক প্রকার আতি                      গ) এক প্রকার ধর্ম  
খ) এক প্রকার পোশাক                      ঘ) এক প্রকার ভাষা

২১. 'বখতিয়ার খিলজি' সেনানায়ক ছিলেন-

- ক) ভারতের                      খ) পাকিস্তানের  
গ) ইরাকের                      ঘ) আফগানিস্তানের

২২. বাংলার সেন বংশের শেষ রাজা কে ছিলেন?

- ক) লক্ষণ সেন                      খ) বিজয় সেন  
গ) হেমন্ত সেন                      ঘ) অমর্ত্য সেন

২৩. সিনর খেলিতো মুসোলিনি কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন?

- ক) রাশিয়ার                      খ) ইতালির  
গ) জাপানের                      ঘ) ইংল্যান্ডের

২৪. 'রক্ত বিপ্লব' কত সালে ঘটে?

- ক) ১৭১৭ সালে                      খ) ১৭৬১ সালে  
গ) ১৮১৭ সালে                      ঘ) ১৯১৭ সালে

২৫. 'তিমির কুজলা' বলতে বোঝায়-

- ক) উষা                      খ) দুপুর  
গ) গোখলি                      ঘ) রাত্রি

২৬. 'আমি কবরকার মর্মে'-এখানে কবরকা কে?

- ক) বখতিয়ার খিলজি                      খ) মুসোলিনি  
গ) কাজী নজরুল ইসলাম                      ঘ) লক্ষণ সেন

২৭. 'আমি যৌবনের পুজারি'-করন-

- ক) যৌবন অফুরন্ত প্রাশংগিকার আধার  
খ) যৌবনকে নবাই ভালোবাসে  
গ) যৌবন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ধান  
ঘ) যৌবন যুদ্ধে যাওয়ার উপযুক্ত সময়

২৮. জিবারির মতো হাত তুলে ভিক্ষা করা হলো-

- ক) যৌবনের কাজ                      খ) বার্ধক্যের কাজ  
গ) তারুণ্যের কাজ                      ঘ) সাহসের কাজ

২৯. দুর্শশক্তদের জন্যে ভিক্ষা করা যৌবনের কোন রূপ?

- ক) পিতৃরূপ                      খ) কল্ল রূপ  
গ) মাতৃরূপ                      ঘ) সাহসী রূপ

৩০. গেরিট্রুস ও কল্লভজার শীর্ষদেশ অধিকারের অর্থ হলো-

- ক) সাহসিকতার পরিচয় দেয়া  
খ) প্রতিযোগিতায় জয় লাভ করা  
গ) অজ্ঞানাকে জ্ঞান  
ঘ) অনাধ্যকে ন্যায় করা

৩১. কবিরের কবীকে বরনামার উপমা প্রয়োগের সার্থকতা হলো-

- ক) গানের তালে কবিরের ছুটে চলা  
খ) বরনামার মুরতপনা  
গ) কবিরের খরস্রোত  
ঘ) কবিরের পাহাড়ি রূপ

৩২. মোক্তফা কামাল পাশা কোন দেশের জনক?

- ক) কুয়েত  
খ) ইরাক  
গ) তুরস্ক  
ঘ) ইরান

৩৩. 'যৌবনের গান' রচনার কোন কোন নদীর নাম আছে?

- ক) পদ্মা ও জাগীরদী  
খ) কর্ণফুলী ও যমুনা  
গ) বুড়িগঙ্গা ও শীতলাক্যা  
ঘ) মেঘনা ও সুরমা

৩৪. 'বায়ল' শব্দের অর্থ-

- ক) বক  
খ) কাক  
গ) চিল  
ঘ) কোকিল

৩৫. 'জিমির বিদারী' কে?

- ক) চন্দ্র  
খ) তরুতার  
গ) সূর্য  
ঘ) সছাতারা

৩৬. 'আমি কবি, বনের পাখির মতো স্বভাব আমার গান করার'- এখানে কবি কে?

- ক) গানের পাখি  
খ) প্রাবন্ধিক  
গ) বায়লখিও  
ঘ) বনের পাখি

৩৭. যৌবন ও বার্যকের পার্থক্য প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন?

- ক) উন্মত্ত ও প্রাণশক্তির মাধ্যমে  
খ) বয়সের দিক থেকে  
গ) সৎ স্বীকন্যাপনের মাধ্যমে  
ঘ) শাণ্ডারিক শক্তির দিক থেকে

৩৮. মূর্শাখন্ডদের অন্যে ভিক্ত করা যৌবনের কোন রূপ?

- ক) পিতুরূপ  
খ) মাতুরূপ  
গ) বাহনীর রূপ  
ঘ) কল্প রূপ

৩৯. প্রাবন্ধিক যুবকের মধ্যে যেমন বার্যকা দেখেছেন, তেমনই বৃদ্ধের মধ্যে দেখেছেন?

- ক) সূর্যের অগ্ন্যা  
খ) তরুণের প্রকাশ  
গ) যুবকের জমাভেলা  
ঘ) যৌবনের অনান

৪০. বক্তৃতার পঠিতর অন্যে বখতিয়ার বিলজির উপমা মূলত ব্যবহার হয়েছে-

- ক) জা দেখানোর উদ্দেশ্যে  
খ) খতিশীলতা বোঝানোর জন্যে  
গ) কৌতুক করে বক্তৃতা দান করার জন্যে  
ঘ) বখতিয়ারের অভিমান বোঝাতে

৪১. 'যৌবনের গান' গ্রন্থের বিষয়বস্তু হলো-

- ক) যৌবনের মুরতপনা  
খ) অনাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ  
গ) যৌবনের প্রশান্তি  
ঘ) বার্যকের স্বরূপ

৪২. কাদের দেশ নাই, জাতি নাই, অন্য ধর্ম নাই?

- ক) শিবদের  
খ) তরুণদের  
গ) বৃদ্ধদের  
ঘ) কিশোরদের

৪৩. 'যৌবনের গান' গ্রন্থে প্রাবন্ধিক কালাপাহাড়কে কোন বিষয়ের প্রতীকী হিসেবে ব্যবহার করেছেন?

- ক) মহাপরাক্রমশালী  
খ) প্রশংসাকারী ধ্বংস  
গ) বৈশাখী আভব  
ঘ) বিখ্যাত বোদ্ধা

৪৪. বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না কাকে?

- ক) তরুণকে  
খ) বার্যকে  
গ) কেশোকে  
ঘ) শৈশবকে

৪৫. 'অধুমান্দ' শব্দটির অর্থ কী?

- ক) অগ্নির মতো  
খ) অজীর্ণতা  
গ) অনভিজ্ঞ  
ঘ) শল্যাপন্ন

৪৬. আধুনিক তরুকের জনক কলা হয় কাকে?

- ক) কামালপাশাকে  
খ) আব্দুল্লাহকে  
গ) লেনিনকে  
ঘ) কালাপাহাড়কে

৪৭. জীর্ণ অট্টালিকার মাধ্যমে সজ্ঞানার প্রয়োগ-

- ক) নতুন ভবন নির্মাণের  
খ) পুরাতনকে উপড়ে ফেলায়  
গ) ঐতিহ্যকে প্রমাণ করার  
ঘ) মানবাত্মার মুহূর্ত

৪৮. ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর কে প্রচণ্ড হিন্দুবিদ্বেষী হন?

- ক) কামাল পাশা  
খ) লেনিন  
গ) সান-ইরাক-সেন  
ঘ) কালাপাহাড়

৪৯. 'যৌবনের গান' গ্রন্থটি মূলত কী?

- ক) অক্ষয়  
খ) প্রবন্ধ  
গ) অভিভাষণ  
ঘ) গল্প



৫০. 'যৌবনের গান' প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম কীর পক্ষাবলম্বন করেছেন?

- ক) বার্বকের খ) যৌবনের  
 গ) প্রাচীনদের ঘ) খুড়াদের

৫১. প্রাবন্ধিক যুবকের মধ্যে যেমন বার্বক দেখেছেন, তেমনই বুকের মধ্যে দেখেছেন-

- ক) তাকশ্য খ) সূর্যের আলো  
 গ) যৌবনের অভাব ঘ) বুকের ডম্বাডোল

৫২. 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিল রয়েছে কাজী নজরুল ইসলামের-

- ক) মানব প্রেমের খ) সাম্যবাদের  
 গ) বিদ্রোহী কবিতার ঘ) সুর ও সংগীতের

৫৩. 'যৌবনের গান' রচনাটির সাথে তোমার পঠিত কোন কবিতার মিল রয়েছে?

- ক) বঙ্গভাষা খ) পাঞ্জেরি  
 গ) অঠারো বহর বয়ল ঘ) একটি ফটোগ্রাফ

৫৪. 'নীচ' শব্দটির ব্যবহারিক অর্থ কোনটি?

- ক) নিচু খ) বীন  
 গ) নিচে ঘ) উৎকৃষ্ট

৫৫. 'পরিভ্রমণ' শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে গঠিত হয়েছে?

- ক) উপসর্গযোগে খ) সন্ধিযোগে  
 গ) সমাসযোগে ঘ) প্রত্যয়যোগে

৫৬. 'যৌবনের গান' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিকের অন্যতম নাকল্যের পরিচয় মেলে-

- ক) যৌবনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে  
 গ) নামকরণের মধ্যে  
 ঘ) বার্বকের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে  
 ঙ) ভাষাশৈলী ও উপমা প্রয়োগে

৫৭. 'আমরা মুসলিম যৌবনের'-এখানে 'আমরা' বলতে প্রাবন্ধিক বুঝিয়েছেন-

- ক) সিরাজখানের যুব সমাজকে  
 গ) আজকের যুব সমাজকে  
 ঘ) তৎকালীন মুসলিম সমাজকে  
 ঙ) তৎকালীন ছাত্র সমাজকে

৫৮. 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের নাম 'অজ্ঞানের গান' রাখা হলে-

- ক) নামকরণ হতো তৎপর্যবহীন  
 গ) বিষয়বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্যময় হতো  
 ঘ) নামকরণে তেমন ব্যতিক্রম ঘটতো না  
 ঙ) বিষয়বস্তুর সঙ্গে অসংগতি দেখা দিতো

৫৯. বক্তৃতার পটীতার জন্য বক্তৃতারার বিলাজির উপমা ব্যবহার হয়েছে মূলত-

- ক) বৌদ্ধিক জগে বক্তৃতা দান করার জন্যে  
 গ) বক্তৃতারারের অভিমান বোঝাতে  
 ঘ) গতিশীলতা বোঝানোর জন্য  
 ঙ) তার দেখানোর উদ্দেশ্যে

৬০. কলাপাহাড়ি ভরাংকর ও প্রণয়কের ধ্বংসের প্রতীক হয়ে আছেন কেন?

- ক) আক্রমণাত্মক ভূমিকার জন্য  
 গ) মারমুখী ভূমিকার জন্য  
 ঘ) বীভৎস চেহারার জন্য  
 ঙ) ভয়ঙ্কর মূর্তির জন্য

৬১. নিচের কোনটি যৌবনের মাতৃরূপ?

- ক) নৃত্যটির বিকক্ষে একসঙ্গে খাঁপিয়ে পড়া  
 গ) মঙ্গলগ্রহে বসবাসের জন্যে অভিমান চালানো  
 ঘ) সূর্যিভিত্ত কবলিত এলাকার রাজ্যশাট মেরামত করা  
 ঙ) সমুদ্রের তলদেশ হতে মূর্তি আহরণ করা

৬২. নিচের কোন প্রেমির মানুষের জন্য কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছুটি সংগীত রচনা করেন নি?

- ক) যারা রাজনীতিক করে  
 গ) যে ছেলেরা বৈমাত্রিক হওয়ার স্বপ্ন দেখে  
 ঘ) যে ছেলেরা রাজনীতির নামে সন্ত্রাস করে  
 ঙ) যারা আবিষ্কারের দেশার মস্ত

৬৩. মানবযুক্তির জন্য বর্তমানে কোন জিনিসটি বেশি প্রয়োজন বলে ভূমি মনে কর?

- ক) অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি  
 গ) উচ্চ-নিচুর প্রবেশ যোগাযোগ  
 ঘ) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা  
 ঙ) সুশিক্ষা

৬৪. বার্বক বলতে প্রাবন্ধিক বুঝিয়েছেন-

- i) পুরাতনকে ii) মৃত্যুকে iii) মিথ্যাকে  
 নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) i, ii ও iii ঘ) ii ও iii

৬৫. 'ইহাদের ধর্মই বার্বক, তারা হলো-

- i) নব অরবোদয় দেখে যারা ভয় পায়  
 ii) জ্ঞানের অগ্নিমাধ্যে যারা কঙ্কালসার  
 iii) শব বহন করে যারা শূন্যে যায়  
 নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i, ii ও iii গ) i ও iii ঘ) ii ও iii

৬৬. শক্তির পিছনে কবির দ্বারার মতো খোপন থাকেন-

i) যারা জাতির কল্যাণ করেন

ii) যারা ধানী

iii) যারা যৌবনের গান করেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৭. কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত কয়েকটি গ্রন্থ হলো-

i) ব্যাধার মান, রিকের বেদন, শিউলিমালা

ii) যুগ-বাহী, দুর্দিনের যাত্রী, রক্ত-হফল

iii) ছায়াট, প্রলয়শিখা, চক্রবাক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii

৬৮. কবিরের বাণী বয়ে চলে-

i) পদ্ম-ভাগীরথীর মতো

ii) জীর্ণ বরনাধারার মতো

iii) দু'কূল বয়ে গমনের সুরে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৯. মুক্তিযুদ্ধের সময় পঁচিশ-ছাত্তিশ বছরের কয়েকজন যুবক যুদ্ধ না করে ভয়ে পালিয়ে বেড়ায়। 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের আলোকে এরা প্রকৃতপক্ষে-

i) যুবক নয় ii) বৃদ্ধ iii) যুবক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৭০. 'যৌবনের গান' প্রবন্ধে প্রাথমিক যৌবনের প্রশংসা গেয়েছেন, তার কারণ হলো-

i) যৌবন অমূল্য প্রাণশক্তির আধার

ii) তার গতিময় উদ্দীপনা প্রত্যাশাময়

iii) বিশ্বমানবতায় সেবার তার অব্যর্থ পথচল্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭১. 'যৌবনের গান' প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে লেখকের-

i) ইসলামি চেতনার আভাস

ii) সাম্যবাদী কবিত্বের আভাস

iii) বিদ্রোহী কবিত্বের স্বাক্ষর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ i ও ii ঘ ii ও iii

৭২. ঘাটোর্গ বারনের রক্তিক মিয়া মুছে দিয়ে আর কিসে আসেন নি। 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের আলোকে রক্তিক মিয়া হলেন-

i) প্রকৃত বন্ধু ii) প্রকৃত যুবক iii) দেশ প্রেমিক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ i ও ii গ ii ঘ iii

৭৩. 'বর্তমান প্রজন্মের দুঃসাহসী তরুণরাই পারে এ দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে'- উক্তিটি প্রবন্ধের কোন বিষয়ের শিখর ফল?

i) নতুন করিষা পদ্ধতির দুঃসাহস আছে একা তরুণেরই

ii) ধর্ম আমাদের ইসলাম, কিন্তু প্রাণের ধর্ম আমাদের তারত্ব

iii) ইহাই জীবন, এই ধর্ম যাহাদের তাহাই তল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ i ও ii গ ii ঘ ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৭৪, ৭৫ ও ৭৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

পবিত্র বুকভরা পৌরবের তৃষ্ণি তাহার কণ্ঠে ফুটাইয়া  
হাঁকিয়া উঠিল, এ পথে সে মরণের ভয় আছে। বিফল  
তরুণ কণ্ঠে প্রদীপ্ত বাণী বাজিয়া উঠিল- 'কুহ পরওয়া  
নেই। ও তো মরণ নয়, জীবনের আরম্ভ।'

৭৪. উদ্দীপকটি নির্দেশ করে-

ক) 'একুশের গল্প' গল্পকে

খ) 'অধীর্ণী' প্রবন্ধকে

গ) 'যৌবনের গান' প্রবন্ধকে

ঘ) 'অপরাজিত' গল্প রচনাকে

৭৫. উদ্দীপকে বর্ণিত পবিত্র 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের কিসের প্রতীক?

i) বার্কাক ii) তারত্ব iii) যৌবন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ iii ঘ i ও ii

৭৬. উদ্দীপকের সঙ্গে 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের জাবগত সাদৃশ্য-

i) বার্কাককে ভয় করায়

ii) সমাজে নতুনত্ব আনিয়ন করায়

iii) সামাজিক অন্যাচারের বিরুদ্ধে তারত্বের অগ্রগতি করায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ ii ও iii ঘ iii



## কলিমদ্দি দফাদার

আবু জাফর শামসুদ্দীন

### লেখক পরিচিতি

বাংলাদেশের অগ্রগণ্য কলাসাহিত্যিক আবু জাফর শামসুদ্দীন পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাহিত্য সাধনায় নিয়োজিত



ছিলেন। তিনি ছিলেন একধারে গল্পকার, উপন্যাসিক, নাট্যকার ও অনুবাদক। সাংবাদিক হিসেবেও তিনি বেশ সুপরিচিত ছিলেন। বাংলাদেশের সাহিত্য অঙ্গনে তিনি বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন তাঁর বহুল আলোচিত 'জাওয়াল গড়ের উপাখ্যান' লিখে।

সাহিত্যে ও সাংবাদিকতায় কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে স্বীকৃতিশায় তিনি 'বাংলা একাডেমী', 'মুক্তবারা' ইত্যাদি সাহিত্য পুরস্কারসহ 'একুশে পদক' লাভ করেন।

জন্ম : ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা জেলার কলিগঞ্জে।

মৃত্যু : ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায়।

### রচনাবলি

উপন্যাস : জাওয়াল গড়ের উপাখ্যান, পদ্মা মেঘনা যমুনা, সেকরা সংকীর্তন, প্রপঞ্চ, দেয়াল।

গল্পগ্রন্থ : আবু জাফর শামসুদ্দীনের প্রাচীন গল্প, শেষ রাত্রির তারা, এক জোড়া প্যাণ্ট ও অন্যান্য, রাজেন ঠাকুরের তীর্থযাত্রা ইত্যাদি। 'আত্মস্মৃতি' তাঁর একটি অসমাপ্য গ্রন্থ।

### উৎস ও পরিচিতি

আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পটি সংকলিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গল্প-সংকলন 'মুক্তিযুদ্ধের গল্প' থেকে।

এই গল্পে বর্ণিত হয়েছে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নিষ্ঠুর বর্বরতার ছবি। দফাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লশকর মুক্তিবাহিনীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের প্রত্যক্ষ ছবি এই গল্পে বর্ণিত না হলেও তাদের দুর্বীর প্রতিরোধ-তৎপরতা স্পষ্টতই কাহিনীতে অনুভব করা যায়। ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে গ্রাম বাংলার আনসার, চৌকিদারেরাও যে কখনো প্রত্যক্ষ আবার কখনো বা পরোক্ষভাবে কৌশলে অত্যন্ত পাকিস্তানি দফাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সহায়তা করেছিল সেই বাস্তবতাই শিল্প-সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পে।

### শব্দার্থ ও টীকা

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| নাও        | : নৌকা                        |
| পুলসেরাত   | : পরকালের বিপজ্জনক সীকো বিশেষ |
| গন্ধবণিক   | : গন্ধদ্রব্য-ব্যবসায়ী        |
| ভাণ্ডানতি  | : নদীর পাড়ের অস্ত্রনশীল অংশ  |
| খতরনাক     | : বিপজ্জনক, মারাত্মক          |
| বাড় বাড়ি | : ঔফত্য, স্পর্শ               |
| চুপরাও     | : চুপ থাক                     |
| টুয়া      | : ঘরের চালের শীর্ষ            |
| বঁড়ুই     | : ঘরের চলা ছাড়া মিষ্টি       |
| চলিয়ে     | : চলুন                        |

|                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| আন্তি                | : এখন                                                            |
| ধরনি                 | : ধরার অবলম্বন                                                   |
| নাওদাঁড়া            | : নৌকা চলার ছোট খালের মতো পথ                                     |
| মুক্তি। মুক্তি।      | : মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযোদ্ধা।                                    |
| রাজাকার              | : বেজায়সেবক (মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর সহায়তাকারী দালাল) |
| সালে                 | : শালা                                                           |
| ‘আওইনা’ চিতা         | : ভেষজ উদ্ভিদ বিশেষ                                              |
| মুক্তি আ গিরা        | : মুক্তিবাহিনী এসে পড়েছে                                        |
| কাফেরকা বাচ্চা কাফের | : কাফেরের বাচ্চা, কাফের                                          |
| বরণার কান্না আয়শা   | : আড়াআড়ি লাগানো কাঠের ভাঙা মুখ                                 |

### □ বানান সতর্কতা

চন্দ্রবিন্দু : বাংলায় অনেক শব্দের চন্দ্রবিন্দু আসলে তৎসম শব্দের আনুশঙ্গিক ধ্বনির (ঙ, ন, ম, ঙ) পরিবর্তিত রূপ। যেমন : বাঁশ < বাশ, পাঁচ < পশ, সাঁকো < সাক্রম, দাঁত < দন্ত, হাঁস < হংস, কাঁপন < কম্পন, ঝাঁপ < বহন।

● নিচের শব্দগুলোর বানানে চন্দ্রবিন্দু না দিলে ভুল হবে:

খুঁড়ি, দাঁড়, উচিয়ে, আঁকাবাঁকা, ঐকেবঁকে, ঢেঁকি, কাঁধ, ছুঁসে, ইদুর, উঁচু, সাঁতার।

### □ নমুনা প্রশ্নাবলি □

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘আওইনা চিতা কী?
  - ক. হিংস্র প্রাণী বিশেষ
  - খ. ভেষজ উদ্ভিদ
  - গ. জ্বলন্ত শুলান
  - ঘ. ক্ষিপ্র যোদ্ধা
২. কলিমন্দির দফাদারের বোর্ডে অফিসটি কোথায়?
  - ক. সদর রাজা সংলগ্ন
  - খ. শীতলক্যার তীরে
  - গ. রেলস্টেশনের পাশে
  - ঘ. হাইব্রুদের পাশে
৩. কলিমন্দির দফাদার তার কাজকে মর্যাদাপূর্ণ মনে করার কারণ-
  - i. মেবারারা আপনি কলে সন্ধানন করতেন
  - ii. থানার দায়োশা সম্মান করতেন
  - iii. দফাদারের কাজটি অনেক সম্মানের
 নিচের কোনটি সঠিক?
  - ক. i ও ii
  - খ. i ও iii
  - গ. ii ও iii
  - ঘ. i, ii ও iii
৪. খানসেনারা খঁতরনাক অবস্থার মধ্যে পড়ত কেন?
  - ক. এ দেশের রাজ্যখানি সম্পর্কে ধারণার অভাব।
  - খ. মুক্তিসেনার এলোপাখানি আক্রমণের কারণে।

গ. তাদের সাঁতার জানা ছিলো না।

ঘ. তাদের গেরিলা ট্রেনিং ছিলো না।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

খালের ওপারে কাজলভাঙ্গা গ্রাম। সবলে গিয়ে দেখা গেল গ্রামটি লজ্জিত। ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ভিত্তিগুলো খাঁ খাঁ করছে। পাশেই একটি খালের পাড়ে কিছু লাশ পড়ে আছে। রক্তের ধরা গিয়ে মিশেছে খালের পানিতে।

৫. বর্ণিত চিত্রকল্পটি ‘কলিমন্দির দফাদার’ গল্পের যে ঘটনার প্রতিনিধিত্ব করে তা হলো-
  - i. খানসেনাদের নারকীয় হত্যাযজ্ঞ
  - ii. মুক্তিযুদ্ধে শত্রু বাহিনীর অত্যাচার
  - iii. খানসেনাদের যুদ্ধের দক্ষতা
 নিচের কোনটি সঠিক?
  - ক. i ও ii
  - খ. i ও iii
  - গ. ii ও iii
  - ঘ. i, ii ও iii

৬. উল্লিখিত ঘটনার কাব্যিক দিক নিচের কোন কবিতাংশে প্রকাশ পেয়েছে?
- ক. 'বাধীনতা' তুমি  
অন্ধকারে খাঁ খাঁ সীমান্তে স্মৃতিসেনার ঘোষের বিলিক
- খ. তুমি আসবে বলে, হে 'বাধীনতা',  
ছাড়াবাস, বস্ত্র উজাড় হলো, রিকয়েললেস রাইফেল

আর মেশিনগান খই ফেটালো যন্ত্রস্তর।

গ. 'বাধীনতা' ইনতার কে বাঁচিতে চায় হে  
কে বাঁচিতে চায়

ঘ. 'বাধীনতা' তুমি  
পতাকা শোভিত শ্রোণাদমুখর বাঁকালো মিছিল



১. "তুমি আসবে বলে, হে 'বাধীনতা',  
সাকিনা বিবির কপাল আঙলো,  
লিখির লিঁদুর মুখে গেল হরিশায়ী।  
তুমি আসবে বলে, হে 'বাধীনতা',  
শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এলো  
দানবের মতো চিৎকার করতে করতে  
তুমি আসবে বলে, হে 'বাধীনতা'  
ছাড়াবাস, বস্ত্র উজাড় হলো। রিকয়েললেস রাইফেল  
আর মেশিনগান খই ফেটালো যন্ত্রস্তর।"

- ক. দফাদার পদটি কী?
- খ. খানসেনার কলিমন্দির দফাদারকে তাদের অভিযানের সঙ্গী হিসেবে বেছে নেয় কেন?
- গ. কবিতাংশটির ২য় ও ৩য় চরণ 'কলিমন্দির দফাদার' গল্পের কোন দিককে নির্দেশ করে?
- ঘ. কবিতাংশটি যেন "কলিমন্দির দফাদার গল্পে কাব্যরূপ"-মূল্যায়ন কর।

২. বাংলার কবী। ভিত্তিহীনো ছাড়া সমস্ত গ্রাম পানির নিচে। কালু মাঝি দেশহ্রীভিতে বিশ্বস্ত। খানসেনাদের অপারেশনে নিয়ে যায় সে নৌকা খেরে। নদীর ওপারে মুক্তিবাহিনী আত্মনা গেড়েছে। সেটা ভাঁড়িয়ে দিতে হবে। খানসেনারা প্রস্তুত। অপারেশন হবে আজ রাতই। কালু মাঝির ডাক পড়লো। ভ্যা জোয়ারের নদী। মাঝ নদীতে নৌকা। অস্ত্র আর খানসেনা বোকাই নৌকাটি হঠাৎ দুপে উঠে কাক হয়ে গেল। আত্মনাদ করে নদীতে পড়ে গেল খানসেনারা। সীতরে কুলে উঠলো কালু মাঝি। ক্রুদ্ধ মুখে তার বিজয়ীর হাসি।

- ক. চরম দুর্বিসেও কলিমন্দির দফাদার কেমন মানুষ?
- খ. 'দফাদার ভাই আপনেনও?'-কথাটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
- গ. কালু মাঝি এবং কলিমন্দির দফাদার এর পেশাগত পার্থক্য গল্পের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. 'কালু মাঝি কলিমন্দির দফাদার এর প্রতিচ্ছবি'- কলিমন্দির দফাদার গল্প অবলম্বনে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

## ✱ সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর ✱

## ১. নিচের চিত্রটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



ক. 'হন্ট! এক, সো' বলে কে নির্দেশ দিয়েছিলো?

খ. কাঠের পুল খঁট খঁট করে নড়তে কেন?

গ. উপরে অঙ্কিত চিত্রটির আলোকে 'কলিমন্দির দফাদার' গল্পের গ্রামের পরিবেশ বর্ণনা কর।

ঘ. উদ্দীপকে মুক্তি নিধন অভিযানের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'কলিমন্দির দফাদার' গল্পের আলোকে এর বঙ্গপ নিবেদন কর।

## ১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) 'হন্ট! এক, সো' বলে নির্দেশ দিয়েছিলো কমান্ডার।

খ) গ্রামের সীকোঙলার মতো কাঠের পুলের অবস্থাও বড় নড়বড়ে। গরু-ছাগল পারাপার হওয়ার ফলে এক বছরের মধ্যেই পুলের বারোটা হয়েছে। এতে করে পায়ের নিচের চার তক্তা ভেঙে দুতক্তা এমনকি এক তক্তাও হয়ে যায়। আবার কোথাও তক্তা অনুপায় হয়ে যায়। পাশাপাশি দুধও বাঁশ ছাপন করে এখানে সংযোগ স্থাপন করা হয়। ফলে দুর্বল খুঁটির ওপর স্থাপিত এসব কাঠের পুলে চড়াইমাঝে বুড়ো মানুষের দাঁতের মতো খঁট খঁট করে নড়তে থাকে।

গ) উদ্দীপকে '৭১-এর পাকবাহিনী আক্রান্ত একটি গ্রামের চিত্রমায়া অবস্থান লক্ষ্যীয়। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধার এ গ্রামটি। গ্রামের বাজারে বিশাল গাছের নিচে একটি চায়ের দোকান। চা বিক্রেতা দোকানে বসে এবং চায়ের দোকানের সামনের বেঞ্চে চা পানরত অবস্থায় লোকজন বসে রয়েছে। বাজারের ভেতর দিয়ে একজন মানুষ পাকবাহিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অতি নিকটেই গ্রামের তরুণদের চোখ বেঁধে পাকবাহিনী ক্যাম্পে নিয়ে যাচ্ছে। এ চিত্র মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের কোনো এক গ্রামের শাশত চিত্র। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত 'কলিমন্দির দফাদার' গল্পটির কাহিনী সংঘটিত হয়েছে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরবর্তী একটি গ্রামে। বাজারের চা দোকানে বসে কলিমন্দির সকলের মতো রসিকতা করে এবং বাজারের অবস্থানরত মিলিটারিদের আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। মুক্তি নিধন অভিযান এগিয়ে চলে। এই হচ্ছে গল্পকার আবু জাফর শামসুদ্দীন রচিত 'কলিমন্দির দফাদার' গল্পের গ্রামের অবস্থা। একে কেন্দ্র করে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাকবাহিনী আক্রান্ত গ্রামের জীবিতিকে 'কলিমন্দির দফাদার' গল্পের বর্ণিত গ্রামটিরই অনুরূপ করা চলে।

ঘ) ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাকবাহিনী আক্রান্ত একটি গ্রামের দৃশ্য উদ্দীপক হিসেবে অঙ্কিত হয়েছে। ছোট ক্যানভাসে একটি ঐতিহাসিক গ্রামীণ জনপদ ও বাজারের দৃশ্য দেখানো হয়েছে। পাক বাহিনীর আক্রমণে এখানকার জনস্বাস্থ্যে এক ঐতিহাসিক পরিষ্কৃতি সৃষ্টি হয়েছে। জীবিতিক দৃশ্যমান গ্রামীণ বাজারটি প্রায় জনশূন্য, নদীতে নৌকা নেই। দেখা যাচ্ছে যে, একটি মানুষ যে এ দেশেরই সন্তান সে পাকবাহিনীকে পথ দেখিয়ে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং হানাদার বাহিনী এ দেশের মানুষদের কাটিকে চোখ বেঁধে, কাটিকে হাত বেঁধে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। উদ্দীপকটি হানাদার আক্রান্ত বাজার বাজার ভ্যার্ড গ্রামা সমাজের একটি সাধারণ প্রতিক্রিয়া মাত্র।

মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে অঙ্কিত উদ্দীপকটির সম্প্রসারিত এবং সার্বিক রূপ হিসেবে 'কলিমন্দির দফাদার' গল্পটিকে পাই। যেখানে মুক্তি নিধনের বিখ্যাত মুস্পতি রূপ লাভ করেছে। গল্পে হরিমতি ও সুমতির সহধর্মহানির পর থেকে হানাদার বাহিনী মুক্তি ফৌজ নিধনের কাজ শুরু করে। এ কাজে সহযোগিতার জন্য খানসেনার কলিমন্দির দফাদারকে সঙ্গী করে নেয়। খান সেনাদের পশ্চিমবঙ্গী অভিযানের সংবাদ শুনে লোকজন ঘর-বাড়ি ফেলে যে যেখানে পারে পালাতে শুরু করে। এক পর্বায়ে কাঠের পুলের ওপর হানাদার বাহিনী উঠতে চাইলে সেখানে মুক্তিবাহিনীর সফল আক্রমণের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

কাজেই উপরিস্থিত আলোচনা থেকে এ কথা নিঃসন্দেহে কলা যায় যে, উদ্দীপকে মুক্তি নিধনের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে-তারই একটি পূর্ণাঙ্গ ও পরিণত রূপ বর্ণিত হয়েছে 'কলিমন্দির দফাদার' গল্পে।

২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাকবাহিনী তাবু ফেলে থাকত পুরা জেলায় মির্জাপুরে- তুরাগ নদীর তীরে। নদীতে তখন ডরা ছোয়ার। প্রায় রাতেই মুক্তিবাহিনী তাবুতে হামলা চালায় এবং দ্রুত নৌকায় করে নদীতে অবশ্য হয়ে যায়। এ হামলা প্রতিরোধে পাকবাহিনী স্পিজবোট ও সার্ভাইট এনে রাখে। এক রাতে মুক্তিবাহিনী এসে, মুক্তি বাহিনীকে ধাওয়া করতে গিয়ে স্পিজবোট ছুবে সাত পাবিত্তানি সৈন্য নিহত হয়।

ক. নদীর ওপারে মিলের রেন্ট হাউসে আরেকটি কী ছিল ?

খ. 'বান্দন খুবই শক্ত' বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকেরা মুক্তিযোদ্ধাদের কৌশলের সাথে কলিমন্দির দফাদার গল্পের মুক্তিযোদ্ধাদের কৌশলের সাদৃশ্য নির্ণয় কর।

ঘ. "কলিমন্দির দফাদার" গল্পটি মুক্তিযুদ্ধের সাক্ষীল চিত্র" - উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ করা।

## ২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) নদীর ওপারে মিলের রেন্ট হাউসে আরেকটি ছাউনি ছিল।

খ) 'বান্দন খুবই শক্ত' বলতে পাক হানাদার বাহিনীর নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা বুঝানো হয়েছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নের অব্যবহিত পরে জাওয়াল পরগনার শীতলক্ষ্যার তীরবর্তী একটি অঞ্চলে পাক হানাদার বাহিনী অবস্থান নেয়। যুদ্ধের প্রথম দিকেই তারা থানা সদর দখল করে থানার কাছাকাছি ঢাকা-চট্টগ্রাম রেললাইনের পাশে শীতলক্ষ্যার তীরে কোনো এক বাজার সলগ্ন হাইস্কুলে ছাউনি ফেলে। নদীর ওপারে মিলের রেন্ট হাউসেও তারা আরও একটি ছাউনি স্থাপন করে। সব মিলিয়ে আসা রকমের প্রতিরক্ষা বুহ তৈরি করেছিল তারা। তারা আশঙ্কিত হয়েছিল এই ভেবে যে, দুমিক থেকে উঠা ঢালে তাদের ধারে-কাছে মুক্তি সেনারা ভিত্তিতে পারবে না। কিন্তু দেশ মাতৃকার মুক্তির দৃঢ় শপথে কলীয়াস মুক্তি সেনারা এ শক্ত বান্দনের ছাউনি উপেক্ষা করে প্রায়ই অতর্কিত হামলা চালায় এবং তাদের চোখে ধুলো দিয়ে দ্রুততার সাথে নিরাপদ স্থানে চলেও যায়। বান্দনসেনারা এ রহস্য জেল করতে পারবে না। যদিও এ ছাউনি বান্দন খুবই শক্ত তবুও প্রায় রাতেই মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে গুলি বিনিময় হয়। আলোচ উক্তির মাধ্যমে মূলত এ বিষয়টিই বুঝানো হয়েছে।

গ) উদ্দীপকে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের নিজস্ব কৌশল অবলম্বন করে পাকবাহিনীর উপর হামলা চালায়। জু-অবস্থানগত কারণে মুক্তিবাহিনী সুবিধা লাভ করে। পাকবাহিনীর মধ্যে পানিভীতি ছিল এ খবরটি মুক্তিবাহিনী টের পেয়ে গিয়েছিল। তার উপর বর্ষাকাল হওয়াতে আরও বেশি সুবিধা হয়েছে। হঠাৎ আক্রমণ করে উশাও হয়ে যাওয়া মুক্তি বাহিনীর অন্য সহজ হয়ে গিয়েছিল। পাকবাহিনী তাই মুক্তিবাহিনীকে শায়েস্তা করার কৌশল খুঁজতে থাকে। তারা স্পীডবোট ও সার্ভাইট এনে রাখে। মুক্তিবাহিনীকে ধাওয়া করতে গিয়ে তারা আরও বিপদে পড়ে। বর্ষার জলে ফুলে ফেঁপে ওঠা নদীতে স্পীড বোট ছুবে ৭ জন নিহত হয়।

'কলিমন্দির দফাদার' গল্পে আমরা একই ধরনের কৌশল দেখতে পাই। মুক্তিবাহিনী রাতের অন্ধকারে হঠাৎ করে গুলিবর্ষণ করে। পাকবাহিনী বুঝার আগেই তারা অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। বর্ষাকালের উত্তাল নদী ও জু-অবস্থানগত কারণে পাকবাহিনী সর্বদা অস্থির থাকতে।

ঘ) ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি তাৎপর্যময় ঘটনা। এ যুদ্ধে বাঙালি জাতি তাদের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অসীম বীরত্ব ও অসামান্য আহুত্যাগের পরিচয় দেয়। 'কলিমন্দির দফাদার' শীর্ষক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ছোটগল্পে এ সেশনের সেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধের সাক্ষীল বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে।

গল্পের মূলকাহিনী গুনার আগেই ঐ এলাকায় জুমিরপু, গুল, কালভার্টের অবস্থা, চলাচলের বাহান ও সর্বেশ্বর কলিমন্দির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর পাকবাহিনীর অবস্থান গ্রহণ ও তাদের সৈন্যদল কার্যলুচি প্রকাশ করা হয়েছে।



মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পাক বাহিনীর সংঘর্ষ ও মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন কৌশল অবলম্বনসহ বিভিন্ন বিষয় এখানে সাক্ষীসাক্ষ্যেই এসেছে। পাকিস্তানী প্রশিক্ষিত বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে হলে কৌশলী হতে হবে একথা অনুধাবন করেই মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা হামলা চালায়েছে। গুল্লের কাহিনী আরও সাক্ষীসাক্ষ্য হয়ে উঠেছে চরিত্র চিত্রণের মধ্য দিয়ে। খান সেনাদের চরিত্রগুলো যেন বর্ক পাকসেনাদের প্রতিরূপ আর সুমতি, হরিমতি, সাইজমি খলিফার গুল্লের মতো পার্শ্ব চরিত্রগুলোর করুণ পরিণতি যেন পাকসেনাদের নিষ্ঠুর বর্বরতাকেই ফুটিয়ে তুলেছে।

উদ্দীপকটিতে মুক্তিবাহিনীর গেরিলা আক্রমণের বিষয়টি যথাযথভাবে ফুটে উঠেছে। অপরপক্ষে ‘কলিমন্দি দফাদার’ গুল্লের অন্যান্য বিষয়ের সাথে এ বিষয়টির পাশাপাশি একটি অবলম্বনের পুরো চিত্র উঠে এসেছে যা উদ্দীপকে আসেনি। ফলে আমরা বলতে পারি, ‘কলিমন্দি দফাদার’ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক একটি অত্যন্ত ছোট গল্প।

৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে শীতলবানু সপরিবার দেশ ছেড়ে পালাতে উন্মত হয়। পশ্চিম্বে পাকবাহিনী তাদেরকে ধরে ফেলে। শীতল বানুসহ পরিবারের সবাইকে হত্যা করলেও পাকবাহিনী শীতলবানুর বিশ বছর বয়সী কন্যা রিনাকে হত্যা করে না। তারা তাকে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধের পরে রিনাকে ক্যাম্প থেকে উদ্ধার করা হলেও সে মাদনিক জরাসাম্য হারিয়ে ফেলে।

ক. হরিমতি ও সুমতির পারস্পরিক সম্পর্ক কী?

খ. ‘খতরনাক’ ঘটনা বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের রিনার মধ্য দিয়ে ‘কলিমন্দি দফাদার’ গুল্লের যে বিশেষ দিক আভাসিত হয়েছে তার বিবরণ দাও।

ঘ. ‘দুই লাখ মা-বোনের ইচ্ছান্তের বিলম্বের আমাসের স্বাধীনতা।’ উক্তিটি উদ্দীপক ও কলিমন্দি দফাদার গুল্লের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

### ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) হরিমতি ও সুমতির পারস্পরিক সম্পর্ক হলো মা ও মেয়ে।

খ) ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ঘটে যাওয়া জঙ্গলবিদ্যার একটি পাশবিক ঘটনার প্রেক্ষিতে মুক্তিবাহিনী কর্তৃক পাকহানাদার বাহিনীর উপর সফল আক্রমণকে ‘খতরনাক’ ঘটনা বলা হয়েছে।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে পাক হানাদার বাহিনী এ দেশে যে নির্মম পাশবিকতা চালায় তারাই অংশ হিসেবে তারা এ দেশের প্রায় দুলাল মা-বোনের সন্তানহানি ঘটায়। ‘কলিমন্দি দফাদার’ গুল্লের এ ধরনের এক পাশবিক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। বাজারের পশ্চিম-দক্ষিণে অবস্থিত গন্ধবনিক বাড়ুই আতীর এক হিন্দু পরিবারের গরিব বিধবা হরিমতি ও তার যুবকী মেয়ে সুমতি একদিন দুপুরে নদীর ঘাটে ঊন করতে যায় ঊন পেখে ভেজা কাপড়ে কলসি কাঁধে তারা বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। এ সময় মা-মেয়ে দুজনেই তারা যমদূতবৃন্দী পাঁচজন পাক সেনার নজরে পড়ে। পাকসেনাদের দেখামাত্রই কাঁধ থেকে কলসি ফেলে ছায়াফল আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে তারা পশ্চিম দিকে দৌড় দেয়। বালুক কাঁধে নিয়ে পাক সেনারাও তাদের পেছনে পেছনে দৌড়াতে থাকে। আশপাশের লোকজন এ দৃশ্য দেখে কোপে-অপলে লুটিয়ে পড়ে। প্রায় মাইল খানেক দৌড়াবার পর হরিমতি ও সুমতি নিকটস্থ একটি প্রাইমারি স্কুলে আশ্রয় নেয়। কিন্তু তাত্তৎ শেষ রক্ষা হয় না। পাক হানাদাররা তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলে নিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যায়। মুক্তিবাহিনী এ খবর পেয়ে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তাদের উপর মরণপন আক্রমণ চালায় এবং এতে একজন পাকসেনা নিহত এবং একজন আহত হয়। বাকিরা কোনো রকমে গ্রাম নিয়ে ছাউনিতে ফিরে যায়। এ ভয়ানক ঘটনাকেই গুল্লের খতরনাক ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

গ) উম্মীপকের রিলা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সন্ত্রাস হারানো দুই লক্ষ মা-বোনের প্রতিচ্ছবি। পাকিস্তানি নরপতরা আসিম কামলা চরিতার্থ করার জন্য শীতলবাবুর পরিবারের সবাইকে হত্যা করলেও তার বিশ বছর ব্যাপী কন্যা রিনাকে বাঁচিয়ে রাখে। ক্যান্সার অটিকে রেখে দিনের পর দিন পাশবিক নির্ধারিত-নির্ধািতন চালায়। মুক্তিযুদ্ধের পর রিনাকে উদ্ধার করা হলেও পরিবার হারানো ও সন্ত্রাস হারানোর যন্ত্রণা সহিতে না পেয়ে সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

উম্মীপকের ঘটনার মধ্য দিয়ে 'কলিমদ্দিন দকাদার' গল্পের একটি বিশেষ নিক আস্তিসিত হয়েছে। গল্পে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ঘারা দুই অসহায় নারী হরিমতি ও তার মেয়ে সুমতির পাশবিক নির্ধারিতনের মর্মস্বন্দ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বিপদা হরিমতি ও তার মেয়ে সুমতিসে সেরে কোরার পথে হানাদার বাহিনীর নজরে পড়ে। মা-মেয়ে বিপদ বুকে শৌভও দেয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। কেননা ভেজা কপড়ে মাইল খানেক দৌড়ানোর পর শক্তি নিশেষ হয়ে আসে তাদের। ফলে তারা রাতের ডালদিকে একটি কুল ঘরে আশ্রয় নেয়। কুলে ঢুকে অসহায় নারী দুটির ওপর বীজ্ঞস নির্ধারিতন চালায় পাকসেনারা। নরপতরা তাদের হিংস্রতা চরিতার্থ করার পর মা-মেয়েকে অজ্ঞান ও রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে যায়। সুতরাং দেখা যায়, ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে যে অসংখ্য নারী সন্ত্রাস হারিয়েছিল উম্মীপক ও গল্পে সেই নৃশংস কর্ততার চিহ্নই ফুটে উঠেছে।

ঘ) জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক আবু জাফর শামসুদ্দীন রচিত 'কলিমদ্দিন দকাদার' মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি কালোস্ত্রী ছোটগল্প। উক্ত গল্পে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পাশবিক ও নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। আলোচ্য উম্মীপকেও নরপতদের সেই পাশবিকতাই ফুটে উঠেছে। পাকবাহিনীর এই পাশবিকতার শিকার হয়েছে লাখো বাঙালি নারী।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালোরাতে থেকে শুরু হয় পাকবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ। ঘর-বাড়িতে অগ্নিশংযোগ, নরহত্যা ও নারী নির্ধারিতন প্রভৃতি অত্যাচারে তারা মেরে ওঠে। তারা মা-বোনদের বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের ওপর পাশবিক নির্ধারিতন চালায় এবং চরিতার্থ করে তাদের আসিম কামলা। উম্মীপকে রিলা এবং গল্পে বর্ণিত হরিমতি ও সুমতি সেইসব নির্ধারিতিত মা-বোনদেরই প্রতিচ্ছবি। মুক্তিযুদ্ধের সেই দিনগুলোতে এসবকে মুক্তার চেয়েও বিস্তীর্ণকায় পরিহিতার মুখোমুখি হতে হয়। মুক্তিযুদ্ধে হানাদার বাহিনীর এই কৃশ অপকর্মে প্রায় দুই লক্ষ মা-বোন ইচ্ছত হারায়। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে সন্ত্রাস হারানো এ বীরাদলদের বাংলাদেশ আত্মীক মনে রাখবে।

৪. নিচের উম্মীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

গাঁয়ের ছোট খালটি পার হওয়ার জন্য গত বছর হক সাহেব একটি বাঁশের সাঁকো তৈরি করে দিয়েছেন। সাঁকোর নিচ দিয়ে বয়ে গেছে জি. কে. সেচ প্রকল্পের বড় একটি খাল। বর্ষা মৌসুমে এই খালটিকেই মনে হয় ছোট খালটি একটি নদী, একবার একদল ডাকাত গ্রামে হানা দেয়। গ্রামের লোকজন এক হয়ে তাদের ধাওয়া করে। ডাকাতদের কেউ কেউ জবলে ঢুকায় আবার কেউ কেউ ঐ বাঁশের সাঁকো পার হয়ে পলাতে চেয়েছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্য, সাঁকো ভেঙে সবাই পড়ল খালে। বাঁকির অনগণের হাতে ধরা পড়ে গবেদোলাই খেয়ে মৃত্যুবরণ করল।

ক. স্থানীয় লোকদের কাছে উঁচু ঢিলাডলো কী নামে পরিচিত?

খ. 'দকাদার' তাই 'আপনেও' কথাটি ঘারা কী বুঝানো হয়েছে?

গ. উম্মীপকের আলোকে 'কলিমদ্দিন দকাদার' গল্পে আবহমান গ্রাম বাংলার বর্ণনা দাও।

ঘ. 'কলিমদ্দিন দকাদার' গল্প অকলম্বো উম্মীপকটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

### ৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) স্থানীয় লোকদের কাছে উঁচু ঢিলাডলো 'টেক' নামে পরিচিত।

খ) 'দফাদার আই আপনেও' কথাটি দিয়ে খান-সেনাদের সাথে কলিমদ্দিন দফাদারের সম্পৃক্ততার কথা বলা হয়েছে। গ্রাম এলাকার পাকসেনারা এসে কলিমদ্দিন দফাদার তাদের হুকুম পালন করে। তাদেরকে হুগিগুমে পথ দেখিয়ে দেয়। পাকসেনাদের সাথে কলিমদ্দিন দফাদারের এ ধরনের স্বার্থ দেখে গ্রামবাসীরা সংশয় প্রকাশ করে অনুযোগের সুরে তাকে আলোচ্য উক্তিটি করে।

গ) 'নদীমাতৃক কলাসাহিত্যিক আবু জাফর শামসুদ্দিন রচিত রাজনৈতিক গল্প 'কলিমদ্দিন দফাদার'। এ গল্পে নদীমাতৃক বাংলাদেশের গ্রাম বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত এলাকাটি নদীবৈষ্ণব। বর্ষার পানিতে চারদিক প্রাবলিত হয়ে গ্রাম বাংলার স্থল যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়েছে। নদী-নালা, খাল, ভোবা পার হওয়ার জন্য দরকার সোতা। কিন্তু এ এলাকার মানুষের জন্য উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা হচ্ছে বাঁশের সাঁকো। আর্থিক শক্তি না থাকায় নিয়মিত সংকলের অভাবে বাঁশের তৈরি এসব পুরাতন সাঁকো অনেক ক্ষেত্রেই মরশুমিদের পরিণত হয়। উদ্দীপকে উল্লিখিত 'কলিমদ্দিন দফাদার' গল্পে গ্রাম বাংলার অনুরূপ পথচারীর পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ষাকালে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরবর্তী গ্রামগুলো ধীরে মতো মতো হয়। ছোট খাটো খাল পার হওয়ার জন্য বাঁশ কিংবা কাঠের তৈরি পুল এক সাঁকো তুলেই গ্রামবাসীর একমাত্র ভরসা। তুলো মানুষের দাঁত যেমন নড়বড়ে, বাঁশের সাঁকো এবং কাঠের পুলগুলোর অবস্থাও প্রায় সে রকম। গ্রামবাসীদের আর্থিক অবস্থাও অনেকটা ঐ সাঁকোর মতো নড়বড়ে।

বাংলাদেশের গ্রাম এলাকার রাস্তাঘাট তথা যোগাযোগ ব্যবস্থা যে কতটা অনুরূপ ও দুর্বল কলিমদ্দিন দফাদার গল্পটি তার পরিচয় বহন করে।

ঘ) সময়সচেতন লেখক আবু জাফর শামসুদ্দিন রচিত 'কলিমদ্দিন দফাদার' গল্পটি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা। এ গল্পে নদীমাতৃক বাংলাদেশে পাক হানাদারবাহিনীর দুর্ভোগের চিত্র ফুটে উঠেছে।

আলোচ্য গল্পে শীতলক্ষ্যা তীরবর্তী গ্রামে বর্ষাকালের চিত্র তুলে ধরতে লেখক চেষ্টা করেছেন। পাকবাহিনী এমনই এক বর্ষা মৌসুমে গ্রাম-বাংলার এসে বিপদে পড়ে যায়। জলপথ পরিহার করে স্থলপথে পাকবাহিনী যুদ্ধ করতে চেয়েছিল কিন্তু তা পারে নি। বর্ষা মৌসুমে গ্রামগুলো প্রায় ধীর হয়ে যায়। পাক সেনারা পানিকে একটি ভয় করে। যে কারণে তারা পানির রাস্তা পরিহার করতে চেয়েছিল। কিন্তু সে সুযোগ তারা পায় নি বিধায় বিপদে পড়তে হয়েছে। দরিদ্র গ্রামবাসীর পারাপারের সাঁকো ও কাঠের পুল পাকবাহিনীর জন্য এক সময় ভয়ংকর হয়ে ওঠে। ফলে তারা তাদের কার্যকর সংকেত শৌছাতে হিমসিম খেয়ে যায়। মুক্তিবাহিনী নিধন অভিযানে বের হয়ে তাই তারা বিপদে পড়ে। উদ্দীপকে উল্লিখিত ভাঙ্গাতদের ধাওয়া খাওয়া এবং গ্রামে বাঁচার আশায় জঙ্গলে স্থান নেয়ার সাথে 'কলিমদ্দিন দফাদার' গল্পের খানসেনাদের সাদৃশ্য রয়েছে। সংকলের অভাবে নড়বড়ে কাঠের পুল বা সাঁকো পার হওয়ার সময় পাক সেনারা পানিতে পড়ে যায়। অনান্যিক থেকে মুক্তি বাহিনী তাদের গুলি করে বায়েল করে। উদ্দীপকের উল্লিখিত ভাঙ্গাতদের পরাজয় এবং 'কলিমদ্দিন দফাদার' গল্পে পাকবাহিনীর পরাজয়ের কারণ প্রায় একই।

প্রতিকূল যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে পাকসেনাদের পৃথুদন্ত করার যে চিত্র 'কলিমদ্দিন দফাদার' গল্পে পাওয়া যায় প্রায় সেই একই চিত্র পাওয়া যায় উদ্দীপকে উল্লিখিত ভাঙ্গাতদের পরাজয়ের ক্ষেত্রেও। নদীপ্রধান বাংলাদেশে বর্ষা কত যে মানুষের জীবনে কখনো কখনো ভোণাতি বয়ে আনে 'কলিমদ্দিন দফাদার' গল্পে তা প্রতিফলিত হয়েছে।

৫. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

রহমত আলী খুবই শক্তি প্রিয় মানুষ। বয়স ছাটের কোঠায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় একদিন খান সেনারা এসে তারই বাসায় আত্মনা পাড়ে। বাধ্য হয়েই তাকে খান সেনাদের তদারকি করতে হয়। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক। তাই গোপনে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পরামর্শ করেন কী করে শত্রুদের বঁতম করা যায়।

ক. কার ওপর বোর্ড অফিস খোলার ভার পড়ে?

খ. কলিমদ্দিন দফাদারের পদস্থলা নিপুণ অভিনেতার মতো ঠক ঠক করে কাঁপছিল কেন?

গ. উদ্দীপকের রহমত আলীর সঙ্গে কলিমদ্দিন দফাদারের সাদৃশ্য নির্বাহ কর।

ঘ. মুক্তিযুদ্ধে রহমত আলীর মতো সাধারণ মানুষের অবদান 'কলিমদ্দিন দফাদার' গল্প অনুসারে মূল্যায়ন কর।

## ৫-নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কলিমন্দির দফাদারের ওপর বোর্ড অফিস খোঁলার ভার পড়ে।

খ) কলিমন্দির দফাদার ইউনিয়ন পরিষদে চাকরি করে বলেই তাকে সরকারের নির্দেশ মেনে চলাতে হয়। সে অন্য পাকবাহিনীকে পথঘাট দেখিয়ে দেয়ার দায়িত্ব পড়ে তার ওপর। দায়িত্ব পালনকালে পাক বাহিনীকে সে পথ-ঘাট দেখিয়ে বিভিন্ন অভিযানে নিয়ে গেলেও মনে মনে কিন্তু ঠিকই দেশের স্বাধীনতা কামালা করতো। এ কারণেই একবার এক গ্রামে অভিযানের সময় একটি খাল পেরোতে গিয়ে কলিমন্দির পা দুটি নিপুণ অভিনেতার মতো কাঁপতে থাকে। এ সময় নিজের পাড়ের দিকে পাক বাহিনীর দৃষ্টি নিবদ্ধ রোধে সে 'মুক্তি মুক্তি' বলে চিৎকার করে পানিতে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তার পরিচিত মুক্তিযোদ্ধার বিপরীত দিক থেকে পাকবাহিনীর উপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। কলিমন্দির দফাদারের কৌশলের কাছে পরাজিত হয় পাক সেনারা। মুক্তিবাহিনী এসে পাকবাহিনীকে ধরাশায়ী করে। মুক্তিবাহিনীকে সহায়তা করার এ কৌশলের জন্যই কলিমন্দির দফাদারের পদযুগল নিপুণ অভিনেতার মতো ঠকঠক করে কাঁপছিল।

গ) বাংলা সাহিত্যের অগ্রগণ্য কথা সাহিত্যিক আবুজাফর শামসুদ্দীন এর এক অনবদ্য সৃষ্টি 'কলিমন্দির দফাদার'। এ গল্পে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরব পাথা সুনিপুণভাবে ফুটে উঠেছে।

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র কলিমন্দির দফাদার ছিলেন একজন স্বাধীনচেতা মুক্তিকামী মানুষ। সরকারি চাকরি করার কারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে পাক সরকারের নির্দেশ পালন করতে হয়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় তাকে পাক-হানাদার বাহিনীর নির্দেশনা অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধে পথ প্রদর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। কিন্তু কলিমন্দির মনে মনে তা মেনে নিতে পারেনি। গল্পের শেষে আমরা বুঝতে পারি সে গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছে এবং কলিমন্দির কৌশলের কারণে পাক-বাহিনীর অনেক সদস্য নিহত হয়েছে।

উদ্দীপকের রহমত আলীও একজন স্বাধীনচেতা ও মুক্তিকামী মানুষ। সে পাক-হানাদার বাহিনীকে ঘৃণা করলেও বাধ্য হয়ে তাদের আশ্রয় দিয়েছে। পরবর্তী সময় কলিমন্দির দফাদারের মতো সেও গোপনে মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে পাকিস্তানি বাহিনীকে খতম করার পরিকল্পনা করেছে। উপরিত্ত দুইটি চরিত্র কলিমন্দির দফাদার ও রহমত আলীর মধ্যে পেশাগত পার্থক্য থাকলেও উভয়েই পরিচিতির কারণে বাধ্য হয়ে পাক-বাহিনীকে সহায়তা করে। আবার চেতনাগত সাদৃশ্য থাকার উভয়েই পাক-বাহিনী নিখনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ) 'কলিমন্দির দফাদার' মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি অসাধারণ ছোটগল্প। এ গল্পে কলিমন্দির দফাদারের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে পরোক্ষ ভূমিকা রাখা অসংখ্য মানুষের প্রতিনিধিত্ব ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকের রহমত আলীও তাদেরই একজন। ঢাকা জেলার শীতলক্ষ্যা নদীর তীরবর্তী এক দুর্গম অঞ্চলের বসিন্দা কলিমন্দির দফাদার। সহজ, সরল, নির্দোষ ও আত্মোপ্রিয় একজন মুক্তবাহিনী মানুষ কলিমন্দির দফাদার। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ঐ অঞ্চলেও পাক-বাহিনী আত্মনা পাড়ে। সরকারি চাকরির সুবাদে বাধ্য হয়ে তাকে পাক-বাহিনীর সকল নির্দেশ মেনে চলতে হয়। প্রকাশ্যে সে পাক-বাহিনীর হত্যা ও লুণ্ঠনে পথ-প্রদর্শকের কাজ করলেও গোপনে মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেতো। সে পাক-বাহিনীর প্রতিবিম্ব সম্পর্কিত সংবাদ মুক্তিবাহিনীকে অবহিত করতো। মুক্তিবাহিনী সে সংবাদের ভিত্তিতে গেরিলা আক্রমণে পাক-বাহিনীকে বিপর্যস্ত করে তুলতো। এমনকি সুকৌশলে সে পাক-বাহিনীকে হত্যা করার প্রক্রিয়ার মুক্তিবাহিনীর চুপাচুপিও করেছে। উদ্দীপকের রহমত আলীও গ্রামের এক শান্তপ্রিয় মানুষ। সে সারাজি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে পাক-বাহিনী নিখনে তার স্বার্থে ভূমিকা রয়েছে। অন্য অঙ্গের মতো বাধ্য হয়ে তাকেও পাক-বাহিনীকে আশ্রয় দিতে হয়েছে এবং তাদের নির্দেশও মানতে হয়েছে। কিন্তু পাক-বাহিনীর প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা ও দেশাত্মবোধের চেতনার উদ্ভূত হয়ে সে মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

সার্বিক আলোচনায় দেখা যায়, কলিমন্দির দফাদারের মতো রহমত আলীও একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক। উভয়েই মুক্তিযুদ্ধে সত্যসিঁরি অংশগ্রহণ না করলেও পরোক্ষভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করে দেশের স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এদেশে তাদের মতো এমন অনেকেই ছিলো যারা প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধ বিরাধী ভূমিকার অবতীর্ণ হলেও প্রকৃতপক্ষে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষেই কাজ করেছে। তাদের এ অবদানকে আমাদের কৃতজ্ঞচিত্তে 'মানুষ' ক্যাটাগরি রাখা উচিত।



● **বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর**

১. আবু জাফর শামসুদ্দীনের জন্ম সাল কোনটি?  
কি ১৮৯০ খি ১৯১৯  
গি ১৯২২ ঘি ১৯৪১
  ২. আবু জাফর শামসুদ্দীনের মৃত্যুর সাল কোনটি?  
কি ১৯৭১ খি ১৯৭২  
গি ১৯৭৬ ঘি ১৯৮৮
  ৩. আবু জাফর শামসুদ্দীন কত বছরের বেশি সময় সাহিত্য সাধনা করেন?  
কি সাতচল্লিশ বছর খি একশ বছর  
গি পঞ্চাশ বছর ঘি অষ্টত্রিশ বছর
  ৪. আবু জাফর শামসুদ্দীনের লেখক পরিচিতি ছাড়াও আরও কী পরিচিতি ছিল?  
কি বুদ্ধিজীবী হিসেবে খি সাংবাদিক হিসেবে  
গি আজাদবাজ হিসেবে ঘি কবি হিসেবে
  ৫. 'পদ্মা মেঘনা যমুনা' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?  
কি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ খি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়  
গি অহির রায়হান ঘি আবু জাফর শামসুদ্দীন
  ৬. আবু জাফর শামসুদ্দীন ঢাকা ফেলার কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন?  
কি নাসার খি গাজীপুর  
গি উত্তরা ঘি কালাীগঞ্জ
  ৭. কলিমদি মফাদ্দার গল্পে বর্ণিত কাহিনীতে দুই মাইল যেতে কত মাইল দূরতে হয়?  
কি এক মাইল খি তিন মাইল  
গি পাঁচ মাইল ঘি চার মাইল
  ৮. 'কলিমদি মফাদ্দার' গল্পে উল্লিখিত নদীর নাম কী?  
কি বুড়িগঙ্গা খি শীতলকা  
গি কম্পোজাক ঘি মেঘনা
  ৯. 'কলিমদি মফাদ্দার' গল্পে উল্লিখিত নৌকা কীভাবে নড়তে থাকে?  
কি ভিবি নৌকার মতো খি ডোলার মতো  
গি ভালমান ড্রামের মতো ঘি 'যন্ত্রের মতো'  
কি হীপ খি উপহীপ
  ১০. 'কলিমদি মফাদ্দার' গল্পে উল্লিখিত বর্ষীয় প্রাবিৎ কেনো কোনো গ্রাম রীতিমতো কেন্দ্র হয়ে ওঠে?  
কি হীপ খি উপহীপ  
গি ভালমান নৌকার মতো ঘি অবস্থিকর
  ১১. 'কলিমদি মফাদ্দার' গল্পে বর্ণিত পুলের ব্যৱটি ব্যৱজ কেন?  
কি মানুষের কারণে খি বর্ষীয় কারণে  
গি গরু-ভাগলের কারণে ঘি মছের কারণে
  ১২. কলিমদি কত বছর বয়সে ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যরিতে ঢুকেন?  
কি সতের-আঠার বছর খি ষোল-সতের বছর  
গি বিশ-একুশ বছর ঘি বিশ-বাইশ বছর
  ১৩. 'কলিমদি মফাদ্দার' গল্পে উল্লিখিত 'কলিমদি'র বাস কত?  
কি পঞ্চাশ খি সত্তর  
গি ষাট ঘি আটশ
  ১৪. কলিমদি কেন বাবারি চুল রাখছে?  
কি স্বভাবজাতভাবে খি মফাদ্দার বলে  
গি ঐতিহ্যরূপে ঘি বাধ্য হয়ে
  ১৫. মফাদ্দার পদটি কোন এলাকার জন্য মহাদ্বার?  
কি উপশহর খি শহর  
গি গ্রামাঞ্চল ঘি থানা
  ১৬. কলিমদি কোন বয়সে রাত জেগে পুঁথি পড়ত।  
কি কৈশোরে খি বৌশনে  
গি বার্ধক্যে ঘি বর্তমান বয়সে
  ১৭. কলিমদি মফাদ্দারকে সন্তোষে কত দিন থানার হাজিরা দিতে হত?  
কি দুই দিন খি প্রতিদিন  
গি দুই-তিন দিন ঘি একদিন
  ১৮. কলিমদি মফাদ্দারের বাড়ির নামের কতটুকু জায়গা রয়েছে?  
কি তিন কাঠা খি পাঁচ কাঠা  
গি দুই কাঠা ঘি তিন-চার কাঠা
  ১৯. 'কলিমদি মফাদ্দার' গল্পে কত দিনের খোরাকি হয়?  
কি ছয় মাসের খি পুরো বছরের  
গি দু মাসের ঘি তিন-চার মাসের
  ২০. কলিমদি মফাদ্দারের কত জন সদস্যের সংসার?  
কি পাঁচ জনের খি সাত জনের  
গি আঠ জনের ঘি নয় জনের
  ২১. 'কলিমদি মফাদ্দার' গল্পে উল্লিখিত গাড়ীটি কতটুকু দূর নেয়?  
কি দু সের খি আড়াই সের  
গি দেড়-দু সের ঘি একসের
  ২২. কলিমদি মফাদ্দার নিজ পরিবারের অন্য কতটুকু পরিমাণ দূর রাখেন?  
কি আধাসের খি একসের  
গি দেড়সের ঘি সবটুকু

২৩. কার মস্তিষ্ক রসিকতার আহ্বাহ?

ক) ন্যাচুরা

গ) তপু

খ) কলিমদ্দিন দফাদারের

ঘ) কমলাকান্তের

২৪. কোন শতার মূল কবিরাজি ওষুধের উপাদান?

ক) শ্বত কুমারি

গ) কর্ণ গভা

খ) আতাইনা চিতা

ঘ) লজ্জাবতী

২৫. দফাদার কাদের সর্গার?

ক) চৌকিদারের

গ) লাঠিরালের

খ) চোরের

ঘ) মেথারদের

২৬. 'কলিমদ্দিন দফাদার' গল্পে কবিতা গ্রন্থের কোকো কোথায় ব্লান করে?

ক) পুতুল পাড়ে

গ) নদীর ঘাটে

খ) কলা তলে

ঘ) ছাউনি দিয়ে সেরকাওয়া

২৭. 'কলিমদ্দিন দফাদার' গল্পে উল্লিখিত খান সেনারা কোথায় অবস্থিত?

ক) কলোজ ঘরে

গ) বোর্ড অফিসে

খ) উত্তরে তুল ঘরে

ঘ) বাজারের দক্ষিণে

২৮. খান সেনাদের গতিবিধি ও অবস্থার খোঁজ খবর নিয়ে কারা ঘাটে আসে?

ক) উঠতি বয়সের মেয়েরা

গ) বউ-ঝিরা

খ) ছেলেরা

ঘ) মুক্তিবাহিনী

২৯. হরিমতি ও সুমতি কতজন যবদুতের মুখে পড়ে?

ক) তিন জন

গ) পাঁচজন

খ) দুই জন

ঘ) সাতজন

৩০. হরিমতি ও সুমতি কোন দিকে নৌচু দেয়?

ক) পশ্চিম

গ) পূর্ব

খ) উত্তর

ঘ) উত্তর ও দক্ষিণ

৩১. হরিমতি ও সুমতির নৌচু দেখে আশপাশের লোকজন আত্মপোষণ করে-

ক) কোপে-ভঙ্গলে

গ) পুতুল পাড়ে

খ) মাচার নিচে

ঘ) নীদির পাড়ে

৩২. 'কলিমদ্দিন দফাদার' গল্পে উল্লিখিত প্রাইমারি স্কুলটি কোন দিকে?

ক) বাম দিকে

গ) ডান দিকে

খ) পশ্চ

ঘ) বিপরীত দিকে

৩৩. 'কলিমদ্দিন দফাদার' গল্পে উল্লিখিত স্কুল ঘরের মরজা কটি?

ক) চারটি

গ) তিনটি

খ) দুইটি

ঘ) সাতটি

৩৪. 'কলিমদ্দিন দফাদার' গল্পে নিহত সর্দিকে পক্ষান্তে ফেলে কয়জন পাকবাহিনী আউনিতে ফিরে আসে?

ক) তিন জন

গ) চার জন

খ) পাঁচ জন

ঘ) দুইজন

৩৫. কলিমদ্দিন দফাদার বাওয়ার জন্য রোগ কত টাকা পায়?

ক) দুই টাকা

গ) পাঁচ টাকা

খ) তিন টাকা

ঘ) আড়াই টাকা

৩৬. কখন কলিমদ্দিন দফাদারের ডিউটি পড়ে?

ক) আউটার

গ) দশটার

খ) তোরে

ঘ) দুপুর আড়াইটার

৩৭. গ্রামবাসীর ঠান্ডার তৈরি পুনের তক্তা কটি?

ক) দুটি

গ) চারটি

খ) একটি

ঘ) তিনটি

৩৮. 'কলিমদ্দিন দফাদার' গল্পে এক পা দু পা করে অতি সাবধানে কে এগিয়ে যায়?

ক) মুক্তিবাহিনী

গ) পাকবাহিনী

খ) কলিমদ্দিন

ঘ) রাজাকার

৩৯. অস্ত্রমেতার পক্ষমুখলের মতো ঠক ঠক করে কার পা কাঁপে?

ক) কলিমদ্দিন

গ) সাইজদি খলিফার ছেলের

খ) হরিমতির

ঘ) সাইজদি খলিফার

৪০. 'কোন্দা' শব্টির অর্থ কী?

ক) খাল

গ) সন্ন নৌপথ

খ) সীকো

ঘ) অঙ্গ গছদ্বিয়ারে নৌম

৪১. 'আতি' শব্টির অর্থ কী?

ক) অস্ত্রধর

গ) পুনরায়

খ) অবশ্যকারী

ঘ) এখন

৪২. 'চুয়া' শব্টির অর্থ কী?

ক) উঁচু ঘর

গ) ঘরের চালের শীর্ষ

খ) ঢিলা বিশেষ

ঘ) উঁচু পথ

৪৩. 'এলোশাখাতি' শব্টির অর্থ কী?

ক) পর পর

গ) পর্যায়ক্রমে

খ) উঁচু-নিচু

ঘ) বিশৃঙ্খলভাবে

৪৪. কলিমদ্দিন দফাদারের কয়টি ছনের ঘর রয়েছে?

ক) তিনটি

গ) দুইটি

খ) একটি

ঘ) একটিও নয়

৪৫. 'ভাগ্যলাল গড়ের উপাখ্যান' কী ধরনের গ্রন্থ?

ক) গল্প

গ) নাটক

খ) উপন্যাস

ঘ) প্রবন্ধ



৬৫. 'বাঁধান খুবই শক্ত' - বাক্যটি নিচের কোন রচনার অংশ?

- ক) একটি তুলনী গাথো কাহিনী  
খ) কলিমদ্দিন মফাদার  
গ) সাহিত্যে খেলা  
ঘ) দূর্বীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ

৬৬. 'মুক্তি বিপদ হার বহুত' - নিম্নে উল্লিখিত কোন রচনার অংশ?

- ক) একচুপের গল্প  
খ) দূর্বীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ  
গ) কলিমদ্দিন মফাদার  
ঘ) কমলাকান্তের অববান্ধি

৬৭. 'অজাণা থেকেই চাও, সাগর তকিরে যার' - কোন রচনার অংশ?

- ক) কলিমদ্দিন মফাদার  
খ) অপরাহ্নের গল্প  
গ) বিলাসী  
ঘ) সাহিত্যে খেলা

৬৮. 'আমি ভাই বরকরি লোক যখনকার সরকার তখনকার ছুঁম পাশন করি' - বাক্যটি নিচের কোন রচনার অংশ?

- ক) যৌবনের গল্প  
খ) কলিমদ্দিন মফাদার  
গ) বিলাসী  
ঘ) অধীলী

৬৯. হরিমতি ও সুমতির মতো দরিদ্র মেয়েরা সাধারণত আর কী কাজ করে থাকে?

- ক) পটি বুনে, পিঠা বাসায়, কাঁথা সেলাই করে  
খ) ট্যান্ডি চালায়  
গ) মাটির জিনিস বাসায়  
ঘ) নির্মাণ কাজ করে

৭০. 'কলিমদ্দিন মফাদার' গ্রন্থটির পৃথক নামকনা কী হতে পারে?

- ক) মুক্তিযুদ্ধের কথা  
খ) স্বাধীনতার সংগ্রাম  
গ) চেতনায় ৭১  
ঘ) বীর বাঙালি

৭১. 'কলিমদ্দিন মফাদার' গল্পটির প্রেক্ষাপট কী?

- ক) ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ  
খ) ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ  
গ) ১৭৬১ সালের পানিপথের যুদ্ধ  
ঘ) ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ

৭২. এখন সে লাঠি খেলে না, কিন্তু ঐতিহ্যরূপে বাবরি চুল রাখে - বাবরি চুলের ঐতিহ্য কেন?

- ক) লাঠি খেলোয়াড়রা বাবরি চুল রাখতো  
খ) বাবরি চুল রাখা চৌকিনদের রীতি  
গ) বাবরি চুল সে এলাকার বৈশিষ্ট্য  
ঘ) এলাকার সন্ত্রাসীদের দমন করতে বাবরি চুল রাখা হতো

৭৩. 'শেখোজন্মের কেউ কেউ আপনি কলেও সোধোন করেন' - 'কলিমদ্দিন মফাদার' গল্পের অংশে উক্তির মর্মার্থ কী?

- ক) গ্রামের বয়স্ক ব্যক্তি  
খ) মেঘার- চোরাম্যানদের ব্লেহভাজন  
গ) পাকবাহিনীর সহযোগিতাকারী  
ঘ) চৌকিনদের সর্বার বল

৭৪. ভাওয়াল পরদনার ভূমি বিদ্যাসের বৈশিষ্ট্য কী?

- ক) ফল, পানি ও বৃক্ষের সমারোহ  
খ) কৃষিজীবী মানুষের পদচারণা  
গ) বন খাঞ্চল্যা বেটিত দু-পাশের গ্রাম বেশ উঁচুত  
ঘ) বনজসম্পদের সমারোহ

৭৫. 'কলিমদ্দিন মফাদার' গল্পে বর্ণিত মুক্তিযুদ্ধের মর্মার্থ কী?

- ক) পাকবাহিনীর বর্বতার কথা  
খ) মহান ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক অংশপর্যায় ঘটনা  
গ) মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামের কথা  
ঘ) স্বাধীনতার কথা

৭৬. লেখক আবু জাফর শামসুদ্দিনের বৈশিষ্ট্য কী?

- ক) মানব হৃদয়ের গভীরতম সত্তাকে স্পর্শে স্পর্শে তোলা  
খ) নাগরিক জীবনের কথা বলা  
গ) প্রকৃতি ও সৌন্দর্য সচেতনতা  
ঘ) অঞ্চলিক ভাষা সাহিত্যের মর্মাদা দান করা

৭৭. কলিমদ্দিন মফাদারের সংসারের সর্বাঙ্গ পরিচিতি কী?

- i) একটি ছদের ঘর, একটি একতলা পাকঘর, একটি উঠান  
ii) গ্রী ও পুত্র কন্যা নিয়ে পাঁচজনের সংসার  
iii) একটি গতি, একটি ছাদ ও দু চারটি হাঁস-মোরগ  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৭৮. 'কলিমদ্দিন মফাদার' গল্পে বঙ্গবন্ধুর মল উঠিরে খান সেনার কাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে?

- i) হাট-বাজারের লোকজন ও মিল ফ্যাক্টরির শ্রমিকদের  
ii) দোকানদারদের  
iii) তুল মাটির ও চাষীদের  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i খ) ii ও iii গ) i ও ii ঘ) i, ii ও iii

৭৯. কলিমদ্দিন মফাদারকে রসিকতার আহ্বাজ বলার কারণ কী?

- i) চরম দুর্ভিক্ষে সে স্বর্ভাবাজ মানুষ  
ii) সে কৌতুক শোনায়ে  
iii) চা দোকানে বসে সে রসিকতা করে  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i ও iii



৮০. খান সেনার কখনও কখনও খসড়াক অবস্থায় পড়তে হয় কেন?

- কোনো কোনো রায়ে গুলি বিনিময় হয়
  - মুক্তিযোঁগ এসে আক্রমণ করে আশ্রয় হারা হয়ে যায়
  - খান সেনার মুক্তি আক্রমণের রহস্যভেদ করতে পারে না
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i ii iii ঘ i, ii ও iii

৮১. 'কলিমদ্দিন দফাদার' গল্পের আলোকে 'যখনকার সরকার তখনকার হুকুম পালন করি' কথাটির তাৎপর্য কী?

- সরকারি কাজে নিজের ইচ্ছা চলে না
  - সরকার পালনের বাধ্যবাধকতা
  - কলিমদ্দিন কর্তৃত্ব প্রকাশ পায়
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i ও iii খ i ও ii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

৮২. 'অত্যাধা যেসিকে চায়, সাগর তকিরে যায়' কলিমদ্দিন দফাদার গল্পের আলোকে উক্তিটির মর্মার্থ কী?

- হরিমতি ও সুমতি দুর্ভাগ্য
  - হরিমতি ও সুমতি কেবল ভ্রা কলন কাঁখে ডেজা কাপড়ে উপরে উঠেছে।
  - পাঁচজন যমদূতের সৈখ পড়ে হরিমতি ও সুমতি ওপরা
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i ও ii খ ii ও iii গ i ঘ i, ii ও iii

৮৩. 'কলিমদ্দিন দফাদার' গল্পে উল্লিখিত ভাওয়াল পরদার জুনি বেশিটা নিম্নের কোন এলাকায় চোখে পড়ে?

- সিলেট
  - পার্বত্য চট্টগ্রাম
  - রাঙামাটি
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i খ ii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

৮৪. মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকবাহিনীকে রাজাকারদের ম্যায় নিয়ে উল্লিখিত কোন দলটি সহায়তা করেছে?

- আল কয়দা
  - এল টি টি আই
  - আলবদর
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i খ iii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

৮৫. আবু জাফর শামসুদ্দীন রচিত গল্পসহ কোনটি?

- সংকর সংকীর্তন
  - শেখ রাস্কির তারা
  - আত্মস্মৃতি
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i ও iii খ ii ও iii গ ii ঘ i ও ii

৮৬. 'শতকরা' অশিজন গ্রামবাসীর আর্থিক স্থিতির মতো সাঁকোর স্থিতিও বড় নড়বড়ে 'কলিমদ্দিন দফাদার' গল্পে উল্লিখিত মন্তব্যটি মর্মার্থ কী?

- গ্রামবাসীর আর্থিক স্থিতির মতো সাঁকোর স্থিতিও বড় নড়বড়ে
  - গল্পের প্রয়োজনে লেখক এমুপ মন্তব্য করেছেন
  - মন্তব্যটি গল্পের ভাবশৈলীতে তাৎপর্য এনেছে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii

৮৭. নিম্নের কোনটি 'কলিমদ্দিন দফাদার' গল্পে উল্লিখিত 'আত্মইনা চিতার' অনুরূপ ভেতর উক্তি?

- যতকুমারি
  - সহোদা
  - হরিমতি
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i ঘ ii গ iii ঘ i, ii ও iii

৮৮. নিচের কোনটি আবু জাফর শামসুদ্দীন রচিত উপন্যাস?

- এক ছোড়া প্যাট
  - প্রপঞ্চ
  - আত্মস্মৃতি
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i খ ii ও iii গ ii ঘ i ও ii

৮৯. আবু জাফর শামসুদ্দীন রচিত জুনি উপন্যাস কোনটি?

- সংকর সংকীর্তন, পদ্মা মেঘনা যমুনা, ও দেয়াল
  - ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান, প্রপঞ্চ ও দেয়াল
  - ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান, পদ্মা মেঘনা যমুনা ও সংকর সংকীর্তন
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i খ iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯০. আবু জাফর শামসুদ্দীন নিম্নে উল্লিখিত কোন পরিচয়ে পরিচিত ছিলেন?

- ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার
  - গল্পকার ও অনুবাদক
  - সাংবাদিক
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i খ ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৯১. সাহিত্য ও সাংবাদিকতার কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে আবু জাফর শামসুদ্দীন নিম্নে উল্লিখিত কোন সম্মাননা গ্রহণ করেন?

- বাংলা একাডেমী
  - মুক্ত দ্বারা
  - এমুশে পদক
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৯২, ৯৩ ও ৯৪ নম্বর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

চারদিনকে কান্নার রোগ। ঘরবাড়ি, ধানের গোলা পুড়ে ছাই। উঠানে স্বামীর ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের লাশের মাঝখানে রক্তাক্ত মাংসের অপ্রাণীক দৃষ্টিতে নির্বিক চেয়ে আছে।

৯২. উদ্দীপকে বর্ণিত মাংসের 'কলিমন্দির দফাদার' গল্পের কোন চরিত্রকে 'স্বপ্ন' করিয়ে দেয় ?

ক) সাইজদি খলিফার ছেলের

খ) কলিমন্দির দফাদার

গ) নুমতি

ঘ) কলিমন্দির দফাদারের বড়

৯৩. উদ্দীপকটি 'কলিমন্দির দফাদার' গল্পের যে ঘটনাস্থলের প্রতিনিধিত্ব করে তা হলো-

i) পাকিস্তানি সেনাদের হত্যাকাণ্ড

ii) খান সেনাদের ধর্ষণ ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড

iii) খান সেনাদের সহযোগী মনোভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i

খ) ii

গ) iii

ঘ) i ও ii

৯৪. উদ্দীপকের আলোকে 'কলিমন্দির দফাদার' গল্পের প্রেক্ষাপট চিহ্নিত কর।

ক) ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগ

খ) ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন

গ) ১৯৬৯ সালের ৭য় আন্দোলন

ঘ) ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৯৫, ৯৬ এবং ৯৭ নম্বর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বীর মুক্তিযোদ্ধা বাকি ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে নিহত হন। অথচ স্বাধীন বাংলাদেশ ও এদেশের মানুষ আজও তাকে ভুলতে পারে নি। স্বাধীনতা মানে মাথা নত না করা-এ কথাই শহীদ বাকি আমাদের শিখিয়ে গেছেন।

৯৫. শহীদ বাকি 'কলিমন্দির দফাদার' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করছে?

ক) মুক্তিযোদ্ধাদের

খ) সাইজদি খলিফার ছেলের

গ) কলিমন্দির দফাদারের

ঘ) আমজনতার

৯৬. উদ্দীপকটির সাংগে নিম্নের কোন রচনার বান্দ্য রয়েছে ?

ক) কলিমন্দির দফাদার

খ) একুশের গল্প

গ) বাংলাদেশ

ঘ) সোনার তরী

৯৭. 'স্বাধীনতা মানে মাথা নত না করা'- মন্তব্যটি কী প্রমাণ করে?

i) অধিকার সচেতন হওয়া

ii) আদর্শ নাগরিক হয়ে ওঠা

iii) দেশ গঠনে সহায়তা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i

খ) ii

গ) iii

ঘ) i, ii ও iii

# একটি তুলসী গাছের কাহিনী

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

## □ লেখক পরিচিতি

বাংলা কথা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রূপকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ছিলেন অত্যন্ত সমাজ সচেতন একজন সাহিত্য শিল্পী। জীবনসংগ্রামী এ শিল্পী ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যাকে তাঁর সৃজনকর্মের প্রধান উপজীব্য করে তুলেছিলেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ কলকাতার একটি বিখ্যাত সৈনিক পত্রিকার সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। এর পর চাকরি করেন ঢাকা ও ফরাচি বেতার কেন্দ্রের বার্তা বিভাগে। পরে পাকিস্তান সরকারের বৈদেশিক বিভাগে। কর্মসূত্রে নয়াদিল্লি, লিভনি, জাকার্তা ও লন্ডনে দায়িত্ব পালন শেষে দীর্ঘদিন প্যারিসে কর্মরত ছিলেন। সেখানে অবস্থানকালে ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

জন্ম : ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট, চট্টগ্রামে।

মৃত্যু : ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর, প্যারিসে।

## □ রচনাবলি

উপন্যাস : 'শালসালু' (১৯৪৮) ফরাসি ও ইংরেজি ভাষায় অনূদিত তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। এ উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪) ও 'কোনো নদী কোনো' (১৯৬৮)।

গল্প : 'নয়লতার' (১৯৫১) 'দুই তীর ও অগ্ন্যাল গল্প' (১৯৬৫)।

নাটক : 'বহির্জা' (১৯৬৫), 'তরঙ্গতরঙ্গ' (১৯৬৬) ও 'সুভাস' (১৯৬৪)।

## □ উৎস ও পরিচিতি

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পটি ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'দুই তীর ও অগ্ন্যাল গল্প' নামক গল্পগ্রন্থ থেকে সংকলিত। গল্পের সীমিত পরিসরে জীবনের গভীর কোনো তাৎপর্যকে ইতিহাসের ও ব্যক্তির মূহুর্ত করে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর মূল্যবান রয়েছে। 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী'তেও এ গুণটি লক্ষ করা যায়।

দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরেই তখনকার একটি পরিভ্রমক বড়ি দখল করে কলকাতা থেকে আগত একজন উদ্ধার কর্মচারী। কলকাতার বিভিন্ন এলাকার কোনো রকমে মাথা পুঁজ দূর্বিন জীবাশ্মাদান করলেও নিরস্ত্র অবস্থায় উদ্ধার জীবনের উদ্দেশ্যে আর উৎসর্গ ত্যাগের প্রাণ করে ফেলছিল। ফলে কলকাতার তুলসীর অনেক খোঁজাখোঁজ বাড়ি পেয়ে তার ফেনা যে হাঁক ছেড়ে বাঁচা তা নয়, বরং বাড়িখানাকে তাদের কাছে মনে হলো বেহেশত। অতিরাই বাড়ির উঠানে আগছার মধ্যে তার অনিচ্ছা করা একটি তুলসী গাছ। অন্য আর কোনো চিহ্ন না থাকলেও এই একটি নির্দিষ্ট থেকেই সবাই বুঝল, এ বাড়িটি আসলে একটি পরিভ্রমক বড়ি বাড়ি। সবাই প্রথমে গাছটাকে উপড়ে ফেলার জন্য হেঁচো করলেও পরক্ষণেই তাদের মাঝে কিছুটা ছিঁদা অর্পে এক শেষ পর্যন্ত বেঁচে যায় তুলসী গাছটি। সেখা গেল, সকলের অজান্তে ফেট একজন আর পরিচয় করতে শুল্ল করতেই। তখনকার একদিন সরকারি নির্দেশে বেসার্গিন দখল থেকে তাদের উচ্ছেদ করা হলো। শূন্য বাড়িটাকে রইল ফেনা ছড়ানো-ছিনো পরিভ্রমক আবর্জনা আর সেই তুলসী গাছটি। গভীর অস্ত্রবে তুলসী গাছটি অতিরাই আবার শুরুরায় হয়ে উঠল। এ থেকে বুঝা যায়, অসংখ্য মানুষের শান্ত জীবন বেঁচেয়ে রাজনৈতিক ঘূর্ণান্তের শিকার হয়েছে তুলসী গাছটিও তা থেকে মুক্ত নয়।

## □ শব্দার্থ ও টীকা

কানভাস : মজবুত মোটা কাপড় বিশেষ।

গুড়গুড়ি : আগবোলা, ফরাশ।

মনির : মন্তব্য আগায় বা সৃষ্টি করে এমন।

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| ডেরা            | : অস্থায়ী বাসস্থান, আত্মনা।                                |
| পর্যাহত         | : পরাস্ত, বাধাগ্রস্ত, ব্যাহত।                               |
| কিকির           | : ফপি, মতলাব।                                               |
| রিপোর্ট         | : প্রতিবেদন।                                                |
| জৌলুস           | : চাকচিক্য, উজ্জ্বল্য, জেগুড়া, জাঁকজমক।                    |
| বাম্পহী         | : সাম্যবাদী, প্রগতিবাদী, বিপ্লবী, রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী। |
| কড়িকাঠ         | : ছাদের তলায় দেয়া আড়াআড়ি লম্বা কাঠ।                     |
| ইয়ার্ড         | : স্টেশন সংলগ্ন চত্বর।                                      |
| রিফুইজিশন       | : কোনো কিছু চেয়ে লিখিত ফরমাশ, তলব করা।                     |
| কাজদেশীয়       | : গুজরাটের উত্তরে অবস্থিত সমুদ্র তীরবর্তী স্থানের।          |
| সাম্প্রদায়িকতা | : সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন মানসিকতা ও জিয়াকলাপ।       |

### □ বানান সতর্কতা

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, কড়িকাঠ, বাম্পহী, জৌলুস, অধিকারবহু, বেআইনি।

### □ নমুনা প্রশ্নাবলি □

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

#### ১. তুলসী পাছটি কোথায়?

- ক. উঠোনের মাঝখানে      খ. দেয়ালের পাশে  
গ. রাস্তাঘরের পেছনে      ঘ. ফটকের বাইরে

#### ২. "হয়ত তার যাত্রা এখনো শেষ হয় নাই"-কার সম্পর্কে বলা হয়েছে?

- ক. মোদাকের      খ. গৃহকর্ত্তী  
গ. মকসুম      ঘ. ইনস্পেক্টর

#### ৩. "তুলসী পাছটি অক্ষত নেহেই থাকে" কারন-

- i. তার তলার আশাছা অদৃশ্য হয়ে গেছে  
ii. পাড়াগুলি কেমন সতেজ হয়ে উঠেছে  
iii. তার গোড়ায় কেউ পানি দিচ্ছে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii      খ. i ও iii  
গ. ii ও iii      ঘ. i, ii ও iii

#### ৪. "একটি তুলসী পাছের কাহিনী"- গল্পে 'তুলসী পাছটি' কিসের প্রতীক?

- ক. প্রাকৃতিক দুর্বোপের      খ. অর্থনৈতিক অচলাবস্থার  
গ. সামাজিক অস্থিরতার      ঘ. রাজনৈতিক দুর্ব্যবহারের

#### ৫. কলাকাজ থেকে কিছু লোক এ দেশে চলে এসেছিল কেন?

- ক. চাকরির সম্ভানে      খ. দেশভ্রমণের কারণে  
গ. দেশ অশ্রমের লক্ষ্যে      ঘ. দেশপ্রেমের টানে

#### ৬. পুলিশ অগ্নিতলের বাড়িছাড়া করেছে কেন?

- ক. বাড়িওয়ালা আবার ফিরে আসায়  
খ. বাড়িটি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত হওয়ায়  
গ. সরকার বাড়ি ছাড়ার হুকুম দেওয়ার  
ঘ. বাড়ির মালিকানা হাতবদল হওয়ায়

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৭ ও ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

বানের পানিতে ডুবতে ডুবতে রমিজ একটি পাছের গুঁড়ি আঁকড়ে ধরল। কিন্তু শ্রোতের তীব্র টানে গুঁড়িটি তার হাতছাড়া হয়ে যায়। রমিজ ভেসে যায় বানের টানে।

#### ৭. গুঁড়িটি রমিজের হাতছাড়া হওয়ার সাথে গল্পে বর্ণিত কোন ঘটনার মিল পাওয়া যায়?

- ক. সবলবলে বাড়ি ত্যাগ করার  
খ. তুলসী পাছটি উপড়ে ফেলার নির্দেশের  
গ. মজিনের বাগান করতে না পারার  
ঘ. গৃহকর্ত্তীর কথা কারও মনে না পড়ার

#### ৮. পাছের গুঁড়ির সাথে গল্পের কোন বস্তুটি তুল্য?

- ক. তুলসী পাছের      খ. পরিত্যক্ত বাড়ির  
গ. নিম্নের ভাঙ্গের      ঘ. কড়ি কাঠের

## সৃজনশীল প্রশ্ন

১. পদ্মার তুকে চরা জেগেছে। সেখানে নদীভাঙা অনেক মানুষ এসে আশ্রয় নিয়েছে। তারা ঘর তুলেছে, গাছ লাগিয়েছে, চাষাবাদ করেছে। নিঃশব্দ মানুষগুলো বেঁচে থাকার একটা অবলম্বন খুঁজে পেয়েছে। অভাব-দারিদ্র্যের মাঝেও চরা জীবনে একটা প্রশান্তির হাওয়া বইতে শুরু করেছে। ঠিক এমনি সময়ে একদিন মহাজনের লাঠিয়ালরা চরে এসে হাজির হলো। মহাজনের নির্দেশে তারা নিরীহ চরবাসীদের উচ্ছেদ করলো। মুখর চরা আবার নিখর হয়ে পড়ল।

ক. তুলসী গাছটি প্রথম কে দেখতে পায়?

খ. 'ভাবছ কী অতঃ উপড়ে ফেলো বলছি।' এ কথা কেন বলা হয়েছে?— ব্যাখ্যা কর।

গ. অনুচ্ছেদে বর্ণিত নদীভাঙা মানুষগুলোর সাথে 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের চরিত্রগুলোর যে মিল পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'মুখর চরা আবার নিখর হয়ে পড়ল' অনুচ্ছেদে বর্ণিত এ ঘটনাটি 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে কীভাবে প্রতিস্থাপিত হয়েছে বিশ্লেষণ কর।

২. খাঁচায় বন্দি টিয়া পাখিটির মুমূর্ষু দশা। কদিন ধরে নানাপানি নেই। এ বাড়িতে যারা থাকত, যুকের ভাষাভাষে তারা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। একদিন লতুন এক পরিবার এসে উঠল সে বাড়িতে। তাদের যত্নে টিয়া পাখিটি প্রাণ ফিরে পেল। কিছু কিছুদিন পর এ পরিবারটিকেও বাড়ি ছাড়তে হলো। আবার অসিদ্ধিত হয়ে পড়ল টিয়া পাখির জীবন।

ক. বাড়ি ছাড়ার মেয়াদ চকিশ ঘণ্টা থেকে বাড়িয়ে কতদিন হয়েছিল?

খ. 'হিন্দুয়ানির চিহ্ন' কলতে গল্পে কী বোঝানো হয়েছে?— ব্যাখ্যা কর।

গ. অনুচ্ছেদের ঘটনা অনুসরণে গল্পের আশ্রিত মানুষদের বাড়ি ছাড়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'মুমূর্ষু টিয়া পাখি, বিকর্ণ তুলসী গাছ এবং মানুষের অস্থির জীবন যেন একই সূত্রে পঁথা'- মন্তব্যটি একটি তুলসী গাছের কাহিনী এর আলোকে বিশ্লেষণ কর।

## ✖ সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১৯৪৭ এর দেশ বিভাগের পর যতীন সরকার তার সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে ভারতে চলে যান। কিছু অন্যত্মি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার ফলে তাঁর জনতে সব সময় স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা ও বিরহের কল্মস সূর বাজত। স্বদেশের খোলামেলা জায়গা আর সুন্দর পরিবেশ ছেড়ে তিনি আজ সপরিবারে একটি খিঞ্জি এলাকায় ছোট বাড়িতে উঠেছেন। যে ঘর দিয়ে কখনও অলো-বাতাস প্রবেশ করে না, চারপাশে শুধু মোহরা আবর্জনার গন্ধ। আজ তার বার বার মনে পড়ছে, 'কেন আমি শেকড় ছেড়ে চলে এলাম।'

ক. হিন্দু বাড়িতে প্রতি দিনান্তে কে তুলসী গাছের তলে সন্ধ্যা প্রণীপ জ্বালাতো?

খ. মোদাকের তুলসী গাছটি উপড়ে ফেলতে চেয়েছিল কেন?

গ. উদ্দীপকের যতীন সরকারের সঙ্গে একটি 'তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য আছে?— ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'কেন আমি শেকড় ছেড়ে চলে এলাম'— যতীন সরকারের এ পিছুটানের বিষয়টি 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

## ১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) হিন্দু বাড়িতে প্রতি দিনান্তে গৃহকর্তা তুলসী গাছের তলে সন্ধ্যা প্রণীপ জ্বালাতো।

খ) ছুটির দিন রোববার সকালে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' ছোটগল্পের সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন বিশেষ চরিত্র মোদাকের খবন নিমের ডাল দিয়ে মেছওয়ার করতে করতে উঠেতনের প্রান্তে রান্নাঘরের পিছনে যায়, তখন আশ হাত উঁচু চৌকোবা মশের উপর একটি তুলসী গাছ দেখতে পায়। এতদিন মালিকহীন প্রকাণ্ড বাড়িটিকে নিছক পরিত্যক্ত সম্পত্তি বলে মনে হলেও তুলসী গাছ আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে যেন তার মালিকানা প্রকাশ হয়ে যায়। গাছটিকে হিন্দুয়ানির চিহ্ন হিসেবে নিবেদনা করে মোদাকের তার অন্যান্য সঙ্গীদের গাছটি দ্রুত উপড়ে ফেলতে বলে। কিন্তু তার এ আহ্বানে কেউ সাড়া দেয় না। এতে সে নিজেও নমে যায় এবং তুলসী গাছটি তোলা থেকে বিবর্তিত থাকে। মূলত সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির কারণেই মোদাকের তুলসী গাছটি উপড়ে ফেলতে চেয়েছিল।

গ) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' ছোটগল্পে সীমিত পরিসরে জীবনের গভীর তাৎপর্যকে ব্যঙ্গান্বয় করা হয়েছে। এরই প্রতিফলন ঘটেছে উদ্দীপকের যতীন সরকারের চরিত্রের মধ্যে।

সমাজ সচেতন সাহিত্য শিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের উদ্ভাবন মতিনের কল্পিত গৃহকর্তীর সঙ্গে উদ্দীপকের যতীন সরকারের চরিত্রের সাদৃশ্য সন্দেহ করা যায়। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের ফলে যতীন সরকার বাংলাদেশের ছাব্বার-অছাব্বার সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে ভারতে চলে যান। ঠিক তেমনিই দেশভাগের ছুজুপে নিজের বাসস্থান থেকে বিতাড়িত হয়ে হুতোয়া ওপার বাংলায় উদ্ভাবন জীবন যাপন করছেন গৃহকর্তী। যে গৃহকর্তী প্রতি দিনান্তে রান্নাঘরের পাশে তুলসী গাছের নিচে প্রার্থনা জাগিয়ে পূজা করতেন, গৃহের মঙ্গল কামনা করতেন। যতীন সরকারের মতো হুতোয়া গৃহকর্তীরও নিজের বাড়ির কথা মনে পড়ছে কখন কখন। মতিন ভাবে গৃহকর্তী হুতোয়া অন্য কোথাও আশ্রয় নিয়েছে অথবা কোনো চলতি ট্রেনের জানালার পাশে যেন বসে আছেন। খবন আকাশে দিনাজের ছায়া বনিয়ে ওঠে তখন প্রতিদিন তুলসী তলার কথা মনে পড়ে আর চোখ ছল ছল করে ওঠে। নিজ জন্মভূমি ছেড়ে আসার কষ্ট যতীন সরকারের হৃদয়কে জর্জরিত করে।

এদিক থেকে উদ্দীপকের যতীন সরকারের সাথে 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের গৃহকর্তীর যথেষ্ট মিল রয়েছে।

ঘ) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে জন্মভূমির প্রতি মানুষের নির্ভরশীলতার পাশাপাশি সুগভীর মমতা ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

মাতৃশ্রম জন্মভূমি প্রত্যেক মানুষের কাছে পরম শ্রদ্ধার স্থান। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে জন্মভূমি ত্যাগ করলেও জন্মভূমির প্রতি মানুষের থাকে সুগভীর মমতাবোধ। কিন্তু ভাগ্যের কলস পরিস্রুতিতে মানুষ খবন জন্মভূমি ছেড়ে অন্যত্র চলে আসে তখন তার জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। এ করুণ বিদায়ময়তার শিকার উদ্দীপকের যতীন সরকার আর 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের উদ্ভাবন করণ সল।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের ছুজুপে পড়ে বহু মানুষ নিজের জন্মভূমি ত্যাগ করে বাধ্য হয়েছে উদ্ভাবন জীবন বেছে নিতে। অনিচ্ছায় জন্মভূমি ত্যাগী মানুষ পৃথিবীতে নিজেকে নিয়ে অত্যন্ত কুস্তিত থাকে। পরবাসে অপ্রিয় জীবনের গ্রাণি তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে সবসময়। মায়ের কাছ থেকে সন্ধানকে কেড়ে নিলে সন্তানের যে দুর্ভোগ হয়, জন্মভূমি ত্যাগী মানুষও সে রকম দুর্ভোগ আর নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। উদ্দীপকের যতীন সরকারেরও পিছুটান থাকে স্বদেশের প্রতি। তিনি ১৯৪৭ এর দেশ বিভাগের পর ছাব্বার-অছাব্বার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে ভারতে চলে আসলেও শিকড়ের টান তার হৃদয়ে বার বার অনুবর্তিত হয়। স্বদেশের ষোণালমোলা পরিবেশ তার এ দুর্বিষহ জীবন-বাগনে আজ শুধু 'স্মৃতি হয়েই পেছনে পড়ে থাকে। 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের মতো রাজনৈতিক দূর্ব্যবহারের শিকার হয়ে অসংখ্য মানুষ জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে উদ্ভাবনতে পরিত্যক্ত হয়েছে। তাই তো উদ্দীপকের যতীন সরকারের আজ খবনই স্বদেশের কথা মনে পড়ে, তখনই মনে জেগে ওঠে, কেন আমি শেকড় ছেড়ে চলে এলাম- এমন একটি আক্ষেপ।

সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি আর রাজনৈতিক অস্থিরতা মানুষের জীবনকে যে কতটা বিপন্ন করে তোলে 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে সে কথাই ফুটে উঠেছে।

২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

দ্বিতীয় বারের মতো নদী ভাঙনের শিকার হয়েছে জেংগা বেগম। বছর পাঁচেক আগেও নদীর ভাঙনে তার সুন্দর গোছানো সংসার পঞ্চান বুকে কিলীন হয়ে গিয়েছিল। এবারের আশ্রয়টুকু জৌলুসপূর্ণ না হলেও এর প্রতিও এক তাঁত্র ভাঙ্গোবাঙ্গা জন্মে গিয়েছিল। তার। নদীর বুকে বার বার সব হারিয়ে নিঃশব্দ জেংগা আজ উদয়াত্ত শহরের বুকে ঘুরছে একটু আশ্রয়ের আশায়। সন্ধ্যা ছুড়ে ঘুরে ঘুরে অবশেষে জেংগার আশ্রয় হয় স্টেশনের পাশের এক ছাপড়া বহিষ্ঠে। এখন এটাই তার কাছে 'গৃহ' মতো মনে হচ্ছে। অবশ্য তার মধ্যে একটা চাপা আতঙ্কও কাজ করছে। না জানি কখন এ বহিষ্ঠটিও সরকার ভেঙে দেয়।

ক. মতিনদের কত ঘণ্টার মধ্যে বাড়ি ছাড়তে বলা হয়েছিলো?

খ. সর্বত্র গভীর ছায়া নেমে আসে কেন?

গ. জেংগার চাপা আতঙ্কের বিষয়টি 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে- ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আশ্রয়হীনতা মানুষের জীবনে গভীরতর অস্তিত্ব-সংকট তৈরি করে- উদ্দীপক ও 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের আলোকে উক্তিটির সত্যতা যাচাই কর।

## ২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) মতিনদের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাড়ি ছাড়তে বলা হয়েছিলো।

খ) ১৯৪৭ এর দেশ বিভাগের ভাষাতোলে কিছু উষ্মত্ব যুক্ত মাথা পোজার ঠাই হিসেবে একটি পরিত্যক্ত পুরাতন হিন্দু বাড়িতে আশ্রয় নেয়ার পর পুলিশ খবর তাদের বাড়ি ছাড়ার নোটিশ দেয়, তখনই তাদের মনে বিভাগের গভীর ছায়া নেমে আসে। শেষে হারানোর বিষয়ে আক্রান্ত যুবকরা একেবারেই একটি বাড়িতে যেখানে কিনা পর্যাপ্ত আলো-বাতাস ছিল তা ছেড়ে যাওয়ার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না। তবু তাদের চলে যেতে হবে। তাই নুরখের একটি শীতল ছায়া মুহূর্তেই তাদের সমস্ত মনের আকর্ষণ তৈরি করে। তারা ভাবে এখন আবার কোথায় যাবে, কোথায় ঠাই পাবে? এসব ভাবতে গিয়ে তাদের বাস্তবিক জীবন ব্যাঘাত হয়। এতে তুলসী গাছের তলায় পানি দেয়াও বন্ধ হয়ে যায়। মুক্ত সরকার বাড়ি রিকুইজিশন করার এবং এই রিকুইজিশনের কারণে মতিন ও তার সঙ্গীদের আশ্রয়হীন হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হওয়ার সর্বত্র একটা গভীর ছায়া নেমে আসে।

গ) ১৯৪৭ সালের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল সে সময় সবার মধ্যে দেখা দেয় অস্তিত্বের সংকট। যে সংকটের ফলে সবাই হয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন। সে অস্তিত্ব সংকটের গল্পই হচ্ছে সৈয়দ ওরালীউল্লাহ রচিত 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী'। 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে মতিন, ইউনুস, মোনাকের, এনায়েত, মকসুদসহ বেশ ক'জন যুবকের পরিচয় পাওয়া যায়- যারা দেশ বিভাগের ফলে ভারত ছেড়ে বাংলাদেশে আসে। উষ্মত্ব এ তরুণ দল উদয়াত্ত বোরানুরির পর একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে আশ্রয় লাভ করে। বাড়িটির মালিকও দেশ-পলাতক। ফলে তারা সহজেই বাড়িটিতে আশ্রয় পেয়ে যায়। কিন্তু সন্ধ্যা খানেক যেতে না যেতেই বিষয়টি তদন্ত করার জন্য সে বাড়িতে পুলিশ আসে। পুলিশ এসে চলেও যায়। এর কিছুদিন পর আবার পুলিশ আসে এবং জানায় বাড়িটি সরকার রিকুইজিশন করেছে। তাদের প্রথমে চব্বিশ ঘণ্টা এবং পরে সাত দিন সময় দেয়া হয় বাড়িটি ছাড়ার জন্য। এ সময় তাদের মধ্যে আশ্রয়হীন হওয়ার যে আতঙ্ক তৈরি হয় উদ্দীপকের জেংগা বেগমের মধ্যেও সে ধরনের একটি আশঙ্কা দেখা যায়। দেশ বিভাগের কারণে মতিন ও তার সঙ্গীরা যেভাবে বাস্তবহারা হয়েছে নদী ভাঙনের কারণে জেংগাও সেভাবে বাস্তব হারিয়েছে। মতিনরা যেভাবে দিনের পর দিন উদয়াত্ত আশ্রয় বোজার পর একটি পরিত্যক্ত হিন্দু বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিলো জেংগা বেগমও তেমনি অনেক বোজার পর স্টেশনের পাশে ছাপড়া বহিষ্ঠে আশ্রয় পায়। তবে মতিনরা বাড়ি ছেড়ে দেয়ার সরকারি নির্দেশ পেলেও জেংগা বেগম বহিষ্ঠ ছাড়ার কোনো নির্দেশ পায়নি। কিন্তু তারপরও যে কোনো সময় এ ধরনের উচ্ছেদের শিকার হওয়ার একটি আশঙ্কা তার মধ্যে রয়েছে। এদিক থেকে ছোট্ট বেগমের মধ্যে বিরামমান চাপা আতঙ্ক মতিনদের মধ্যে বাস্তবেই রূপলাভ করেছে।

ঘ) আধুনিক জীবনবোধ ও সমাজ সচেতন সাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে ১৯৪৭ সালের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আশ্রয়হীন মানবজীবনের অতিক্রম সংকটের চিত্র এঁকেছেন।

মানবজীবনের পাঁচটি মৌলিক চাহিদার মধ্যে বাসস্থান একটি। মানুষ যখন আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে তখন তার জীবনের সবটুকু সচেতনতা হ্রাস হয়ে যায়। সবুজ সতেজ প্রাণময় জীবন হয়ে পড়ে বিবর্ধ। ব্যক্তিগত, সামাজিক, প্রাকৃতিক বা রাজনৈতিক যে কোনো কারণেই মানুষ তার আশ্রয় হারাতে পারে। 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে লেখক ১৯৪৭ সালের দ্বি-আতি তত্ত্বের ভিত্তিতে যে ভরতবর্ষ বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তার ফলে মানবজীবনে যে চরমতম সংকট সৃষ্টি হয়েছিল তা তুলে ধরেছেন। মতিন, ইউনুস, মোদাকোর, বদরুদ্দিন, মকসুদ, এনায়েত প্রমুখ তাদের জন্মভূমি ভারত থেকে বাংলাদেশে চলে আসে, তাদের দীর্ঘদিনের আশ্রয় তারা ত্যাগ করে এ দেশে আসে উভাত হয়ে। অনেক চেষ্টার পর তারা একটি বাড়ির সন্ধান পায়। যে বাড়ির মালিক দেশ-পলাতক। বাড়ির তালো জেতে হৈ হৈ করে তালো বাড়িটি দখল করে, আশ্রয়হীন বিহিন্ন এই তরুণদের ঐ মুহূর্তে বাড়ি দখলের ব্যাপারটি অপরূপ বলে মনে হয় না। মাথা গৌজার ঠাই পেয়ে তারা যেন স্বর্গ হাতে পায়, নতুনভাবে যন্ত্র দেখে। বীচবার আনন্দে তারা বিভোর। কিন্তু এ আনন্দ তাদের স্থায়ী হয় না। পুনিশ এসে বাড়িটি সরকার নিকুইজিশন করে এবং সত্তাহ খানেকের মধ্যে তাদের বাড়ি ছাড়ার নোটিশ দেয় তখন এ যুবকগুলো আবার আশ্রয়হীনতার ভোগে। তাদের অতিক্রম আবার বিপর্যয় হয়ে পড়ে। উদ্দীপকের জোথ্রা বেগমও আশ্রয়হীনতার দরুন বিপর্যয়। জোথ্রা বেগম কোনো রাজনৈতিক ঘূর্ণিবর্তের শিকার নয়। প্রাকৃতিক কারণে সে তার ভিটে মাটি হারায়। নিজ জন্মস্থান থেকে বিহিন্ন হয়ে জোথ্রা বেগম শহরে চলে আসতে বাধ্য হয়। একটি আশ্রয়ের জন্য সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। অবশেষে স্টেশনের পাশের বাড়িতে তার আশ্রয় মিলে। এই ক্ষুদ্র নোয়া বাসস্থানটিকেই তার স্বর্গ মনে হয়। কিন্তু বসি বজ্রি জেতে দেয়া হয় তবে সে আবার আশ্রয়হীন হয়ে পড়বে এই চিন্তা তাকে সব সময় আতঙ্কের মধ্যে রাখে।

মানুষের অতিক্রম চিকিৎসা রাখার ক্ষেত্রে মাথা গৌজার ঠাই বা আশ্রয়ের জমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আশ্রয়হীনতা মানুষের জীবনে সব সময় একটি গভীরতর অতিক্রম সংকটে তৈরি করে- উদ্দীপকের কাহিনী আর 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের প্রেক্ষাপট ভিন্ন ভিন্ন হলেও দুটো ঘটনাত্রেই মানুষের এই অতিক্রম সংকটের বিষয়টি মুখ্য হয়ে উঠেছে।

৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

দীর্ঘদিন ধরে অনোরার খাসকটে ভুগছে। দালী বলেছিল, অর্জুন গাছ জড়িয়ে ধরে খাস নিলে তার এই রোগ ভালো হয়ে যাবে। এ জন্য সে তার বাসার কাছের অর্জুন গাছটির কাছে অসংখ্যবার গিয়েছে। বিনী গন্ধযুক্ত ময়লা-আবর্জনার স্তূপের পাশের এ গাছটি জড়িয়ে ধরে নিয়মিত খাস-প্রখাসও নিয়েছে সে। কিন্তু এতে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এখন সে ভাত্তার সেবাতে ঢাকায় এসেছে।

ক. ইউনুস কোথায় থাকতো?

খ. পাশের বাড়ির দেয়ালের দিকে তাকিয়ে ইউনুস বুঝ করে নিরখাস নিতো কেন?

গ. উদ্দীপকের আলোরারের সাথে 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের ইউনুসের সাদৃশ্য তুলে ধর।

ঘ. কুসংস্কার নয়, সুবাস্তবের জন্য সরকার আলো পরিবেশ ও সৃচিকিৎসা- উদ্দীপক ও 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের আলোকে উক্তি বিশ্লেষণ কর।

### ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) ইউনুস থাকতো মাকলিগড স্ট্রিটে।

খ) ইউনুস ছিল খুবই রোগশক্তিক। সব সময় তার জ্বরজ্বারি লেগেই থাকতো। দেশবিস্তারের আশে কোলকাতার মাকলিগড স্ট্রিটের নড়কড়ে একটি কাঠের দোতলা বাড়িতে থাকতো সে। তার ঘনটি ছিল খুবই নোয়া ও স্যাঁতস্যাঁতে। চামড়ার উৎকট গন্ধ



## একটি তুলসী গাছের কাহিনী

জায়গাটি সব সময় দুর্গন্ধযুক্ত থাকতো। কেউ একজন বলেছিলো, চামড়ার গন্ধ যন্ত্রার জীবাণু ধ্বংস করে। তাই প্রতিদিন অফিস থেকে ফিরে সে তার জানালার কাছে গিয়ে মাড়াতো। সেখানে মাড়িয়ে পাশের বাড়ির দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতো সে। তার ধারণা ছিল, এ দুর্গন্ধ তাকে একদিন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান করে তুলবে। আর এ কারণেই সে পাশের বাড়ির দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতো। যদিও এতে তার স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি হয়নি।

গ) ১৯৪৭ এর দেশ বিভাগের পর উষ্মা হিসেবে যারা এ দেশে চলে এসেছিলো সৈয়দ ওয়ালীউদ্দাহ তাঁর 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে তাদের একটি বাস্তব জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন। এসব উষ্মাদের একজন হচ্ছে রোখাপটিকা ইউনুস। ইউনুস পূর্বে কোলকাতার ম্যাকলিওড স্ট্রিটে থাকত। গণিটি ছিল ময়লা-আবর্জনার জায়গা। সে গণিতেই নড়বড়ে ধরনের একটি কার্টের সোতলা বাড়ির সাঁচসাঁচতে একটি কয়েক কক্ষদেশীয় চামড়া ব্যবসায়ীদের সাথে সে চার বছর বসবাস করেছে। অর্জুন পাছটির অবস্থান থেকে বোঝা যায়, উম্মীপকের আনোয়ারও তার মতো একটি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করতো। ইউনুসের পাড়ার চামড়ার উৎকট গন্ধে সর্বশ্রম ভরপুর থাকলেও সে সেটাকেই অ্যান বদনে সহ্য করতো এ কারণে যে, চামড়ার গন্ধ সাকি যন্ত্রার জীবাণু ধ্বংস করে। উম্মীপকের আনোয়ারও স্বাস্থ্যকর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দামির কথায় ময়লা আবর্জনার পাশের অর্জুন পাছটিকে জড়িয়ে ধরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতো। অবশ্য এতে দুজনের কারোই স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়নি। বরং অসুস্থতা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। এ বিষয়টি বুঝতে গেলে আনোয়ার শেষ পর্যন্ত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়। অপরদিকে ইউনুস এ দেশে এসে খোলামেলা একটি প্রকাণ্ড বাড়িতে বসবাস করার পর নিজের স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি দেখতে পায়।

ঘ) সৈয়দ ওয়ালীউদ্দাহ 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে দেখা যায় দেশ বিভাগের আগে ইউনুস ম্যাকলিওড স্ট্রিটের মতো ময়লা-আবর্জনাযুক্ত একটি দুর্গন্ধময় পরিবেশে বসবাস করতো।

উম্মীপকের আনোয়ারও ঠিক তাই করেছে। ইউনুস যেমন বিশ্বাস করতো চামড়ার উৎকট দুর্গন্ধ তার অসুস্থতা দূর করবে তেমনি আনোয়ারও বিশ্বাস করতো ময়লা-আবর্জনার পাশের অর্জুন পাছটি তাকে সুস্থ করে তুলবে। তাদের এ বিশ্বাসের পেছনে ছিল অবৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা ও কুশংকার। তাই এক পর্যায়ে তাদের এ বিশ্বাস ছেড়ে যায়। আনোয়ার তার কুলা বুঝতে গেলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় এবং ইউনুস মোহরা পরিবেশের পরিবর্তে ভালো পরিবেশে বসবাস করার পর নিজের স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখতে পায়। এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, কুশংকার নয়, সুবাস্তুর জন্য সরকার ভালো পরিবেশ ও সুচিকিৎসা। ভালো পরিবেশ ও সুচিকিৎসা পেলে মানুষের অসুস্থতা যেমন দূর হয়, তেমনি স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয়।

৪. নিচের উম্মীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

৪৭-এর দেশবিভাগের পর আকিজ সাহেব ঢাকার আসতে বাধ্য হলেন। সাতচন্দ্রিশ সালের আগস্ট মাসের দশার কথা মনে হলে আজও তার পা শিঙিরে ওঠে। তাই জী-পুত্রের হাত ধরে গ্রাম নিঃখ অবস্থায় ঢাকার এসে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন পুরান ঢাকার বিজি এলাকার একটি পুরানো ও প্যাঁতপ্যাঁত ঘরে। আকিজ সাহেব গ্রামই উদাস হয়ে জ্বলেন, কেন এরকম হলো?

ক. পুলাটির গরের প্রকাণ্ড সোতলা বাড়িটা কোথেকে থেকে সরাসরি নগরায়ন ছিল?

খ. 'এখানে কোন হিন্দুয়ানির চিহ্ন সহ্য করা হবে না'- কে এবং কেন এ উক্তিটি করেছিলেন?

গ. উম্মীপকের সাথে 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের সাম্যতা দেখাও।

দ. রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মভিত্তিক সিদ্ধান্ত মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি করে - 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' ও উম্মীপকের আলোকে উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

## ৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) পুলাটির গরের প্রকাণ্ড সোতলা বাড়িটা রাস্তা থেকেই সরাসরি নগরায়ন ছিল।

খ) 'এখানে কোন হিন্দুয়ানির চিহ্ন সহ্য করা হবে না'-উক্তিটি ভারত থেকে আসা উদ্বাস্তু তরুণ দলের সদস্য মোদাকের করেছিল। মোদাকের ও তার সঙ্গীরা যে বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল সে বাড়ির আশ্রিতকেই এক গোবরার মোদাকের তুলসী

গাছের উপস্থিতি আবিষ্কার করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে ডেকে ছদ্মস্বর স্বেচ্ছা পাছটি উপড়ে ফেলাতে বলে। বাড়িতে মোদাকের কোনো হিন্দুয়ানির চিহ্ন রাখবে না। মূলত মোদাকের সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন এক ছদ্মস্বর মানুষ। তাই সে হিন্দু ধর্মের চিহ্ন হিসেবে এই তুলসী পাছটি উপড়ে ফেলাতে চায়। এটির উপস্থিতি সে সহ্য করতে পারে না। মূলত সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির কারণেই সে এ উক্তিটি করে।

গ) সৈয়দ ওয়ালীউদ্দাহ তাঁর 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে অত্যন্ত চমককারণভাবে ১৯৪৭ এর দেশ বিভাগের পর একদল উদ্ধাত্ত্ব কর্মচারীর একটি পরিত্যক্ত বাড়ি দখলের ঘটনা উপস্থাপন করেছেন। দেশ বিভাগের কারণে বিপুলসংখ্যক মানুষের দেশত্যাগ ও উদ্ধাত্ত্বের আশ্রমে সমাজজীবনে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল। 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে অন্যতম থেকে আগত উদ্ধাত্ত্ব মতিন ও তার অন্যান্য সঙ্গীরা দেশ বিভাগের শুরুতে ঢাকা চলে আসে। অনাশ্রিত মানুষের এ দলটি মাথা ঠেঁজবার একটা ঠিকানার সন্ধানে দিলের পর দিল এলিক-সেলিক ঘুরাঘুরি করেছে। অবশেষে তারা একদিন সদর রাজার পাশে একটি মত বড় দোতলা বাড়ি দেখতে পায়। বাড়িটির সদর দরজার একটি মত বড় তালা ফুঁসছিল। ফলে তাদের আর মুকতে অসুবিধে হয় না যে, সেটি একটি পরিত্যক্ত বাড়ি। তাই সেদিন সন্ধ্যা মতিন ও তার দলবল এসে কোনো প্রকার সংঘর্ষ, বাধা-বিপত্তি ছাড়াই দরজার তালা ভেঙে হৈ হৈ রৈ রৈ আওয়াজ তুলে বাড়িটা দখল করে নেয়।

ঘ) সৈয়দ ওয়ালীউদ্দাহ তাঁর 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে দেশবিভাগের উদ্ধাত্ত্বের অতিক্রম সেকটর মধ্য দিয়ে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ফলে যে মানবিক বিপর্যয় ঘটে তার একটি খণ্ডচিত্র অঙ্কন করেছেন। রাজ্যের চারটি মৌলিক উপাদান হলো – নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জনগণ, সরকার ও সার্বভৌমত্ব। ধর্ম রাজ্যের কোনো উপাদান নয়। এটি প্রত্যেক ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব বিশ্বাস ও চর্চার বিষয়। অথচ ১৯৪৭ সালে রাজ্যের এই মৌলিক উপাদানগুলোকে উপেক্ষা করে শুধু ধর্মকে ভিত্তি করে ব্রিটিশরা এই উপমহাদেশকে দুটি অলাদা রাষ্ট্রে বিভক্ত করে যায়। এর ফলে অনেক হিন্দু পরিবার এ দেশে তাদের সবকিছু ফেলে ভারতে চলে যায় এবং ভারত থেকেও হাজার হাজার মুসলমান এ দেশে চলে আসে। এতে উদ্ধাত্ত্ব অবস্থায় এখানে-সেখানে তারা অসহায়ের মতো ঘুরতে থাকে। যাদের এক সময় অর্থ-বিশ্ব ও সুখের সংসার ছিলো তারা সহায়-সম্মত জীবন অসহায় মানবের জীবনযাপনে বাধা হয়। উম্মীপকের অবিজ্ঞ সাহেব ও গল্পের গৃহকর্ত্তী এসব অসহায় উদ্ধাত্ত্ব মানুষেরই জীবিত প্রতিচ্ছবি। মতিন ও তার সঙ্গীরা এসব অসহায় উদ্ধাত্ত্বদের মিছিলকে আরও দীর্ঘ করেছে। বাতবে এ ধরনের অসহায় উদ্ধাত্ত্বদের পরিমাণ ছিল ব্যাপক এবং তাদের দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণাবোধ ছিল বিচিত্র। মূলত রাষ্ট্র পতনের মতো রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ধর্মকে মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করতে গিয়েই এমন একটি মানবিক বিপর্যয় ঘটেছিলো – যা কখনোই সুস্থ বোধসম্পন্ন কোনো মানুষের কাম্য হতে পারে না।

৫. নিচের উম্মীপকটি পড় এবং ধ্রুপদস্রোত উত্তর দাও:

পথার বুকে চলা ভোগেছে। ননী অগ্নি অনেক মানুষ সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। জীবিকার তাগিদে তারা গাছ লাগিয়েছে, চাষাবাদ শুরু করেছে। নিচব, অসহায় মানুষগুলো বেঁচে থাকার অবলম্বন খুঁজে পেতেছে। অজব-অনটনের মাঝেও চরাভীষনের মানুষগুলোর মধ্যে প্রশান্তির হাওয়া বইছে। ঠিক তখনই মহাজনের লাঠিয়ালরা তার নির্দেশে নিরীহ চরাবাসীদের উচ্ছেদ করে। এতে দুখের চর আবার নিরব হয়ে পড়ে।

ক. কত দিনে তারা সদনবলে বাড়ি ত্যাগ করে চলে যায়?

খ. মতিন ও তার সঙ্গীদের শেষ পর্যন্ত বাড়ি ছাড়তে হলো কেন?

গ. উম্মীপকে বর্ণিত নীত্যাগ্ন মানুষের সাথে 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের উদ্ধাত্ত্বের সাদৃশ্য তুলে ধর।

ঘ. 'দুখের চর আবার নিরব হয়ে পড়ে' – 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

### ৫ নং ধ্রুপদের উত্তর

ক) দশম দিনে তারা সদনবলে বাড়ি ত্যাগ করে চলে যায়।

## একটি তুলসী গাছের কাহিনী

খ) ১৯৪৭-এ দেশবিভাগের পর মতিন ও তার সঙ্গীরা ঢাকায় চলে আসে। একটা পরিত্যক্ত বাড়িতে তারা আশ্রয় নেয়। কিন্তু সরকার এ বাড়িটি রিকুইজিশন করে। অশ্রিতদের দখলদার করার জন্য সরকার পুলিশ পাঠায়। পুলিশ মতিন ও তার সঙ্গীদের জব্দায়, চকিশ ঘণ্টার মধ্যে বাড়িটি ছেড়ে দিতে হবে। এ কথা শুনে সকলের মধ্যে হতাশা বেধে আসে। এরপর চকিশ ঘণ্টার পরিবর্তে সাত দিন সময় দেয়া হলো ও দশম দিনের মাঝায় তারা বাড়িটি ছেড়ে যায়। মূলত সরকারের পক্ষ থেকে বাড়িটি রিকুইজিশন করাতেই তাদের তা ছাড়তে হয়।

গ) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত ‘একটি তুলসী গাছের কাহিনী’ গল্পে মানুষের বিচ্ছিন্নতা ও অতিকূল সংকটের কথা বর্ণিত হয়েছে। উদ্দীপকে বর্ণিত নদীভাঙা মানুষের সাথে ‘একটি তুলসী গাছের কাহিনী’ গল্পের উদ্ভাস চরিত্রগুলোর সাদৃশ্য পাওয়া যায়। উদ্দীপকে বর্ণিত নদীভাঙা মানুষগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে নিজস্বের বাসস্থান হারিয়ে বাধ্য হয়। অপরদিকে ভারত থেকে আগত উদ্ভাসদের দখলদার বাড়িটি ছাড়তে হয় সরকারি রিকুইজিশন এর কারণে। শান্তচরিত্রের দেশবিভাগের ফলে উদ্ভাসদের মধ্যে বাসস্থান সংকট তীব্র হয়ে ওঠে। অপরদিকে উদ্দীপকে নদীভাঙা মানুষগুলো পছন্দ বুকে অনেক আশায় ঘর-বাড়ি নির্মাণ করে বসবাস শুরু করে। কিন্তু মহাজনদের তোগের মুখে পড়ে তাদেরকে শেষ পর্যন্ত সেই চর ছেড়ে দিতে হয়। উদ্দীপকের দরিদ্র, অসহায় মানুষগুলোর সাথে গল্পের উদ্ভাস, অসহায় মানুষগুলোর ঘণ্টেই সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

ঘ) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত ‘একটি তুলসী গাছের কাহিনী’ গল্পে মানুষের বিচ্ছিন্নতা ও অতিকূল-সংকটের কথা বর্ণিত হয়েছে। উদ্দীপকে বর্ণিত নদীভাঙা মানুষগুলো আশ্রয়ের জন্য পছন্দ বুকে জেগে ওঠা চরে ঘর-বাড়ি নির্মাণ করলে নিরব-নিভক চর মুখর হয়ে ওঠে। কিন্তু মহাজনদের তোগের মুখে অসহায় মানুষগুলো চর থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেলে সেই মুখর চর আবার নিরব হয়ে পড়ে। ‘একটি তুলসী গাছের কাহিনী’ গল্পে ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের ফলে ভারত থেকে আগত উদ্ভাসরা মাথা গুঁজে থাকার জন্য উদ্বাস্ত হুতে থাকে। অবশেষে তারা একটি পরিত্যক্ত হিন্দু বাড়িতে আশ্রয় নেয়। কিন্তু তাদের সেই আশ্রয় দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। সরকারি রিকুইজিশনে তারা দশম দিনে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়। উদ্দীপকে পছন্দ অসহায় মানুষগুলো পছন্দ চরে ঘর-বাড়ি নির্মাণ করে, জীবিকার তত্বপূর্ণে গাছপালা লাগায়। কিন্তু মহাজনের ছুঁমে তাদেরকে চর ছেড়ে দিতে হয়। উদ্দীপকে অসহায় মানুষগুলো যখন পছন্দ পাতে বাড়ি ঘর ছেড়ে দিলে মুখর চর নিরব হয়ে পড়ে, তিক তেমনি উদ্ভাস মানুষগুলো সন্দলবলে বাড়িটি দখলের পর ছেড়ে দিলে ঐ বাড়িটিও নিরব, নিভক হয়ে যায়।

উদ্দীপকের মুখর চর নিরব হয়ে পড়া এবং দখলদার বাড়িটি ছেড়ে দেয়ার ফলে সৃষ্ট নিরবতা যেন একই সুরে বাঁধা।

৬. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হওয়া মাত্রই মিতুল এক মাসের ছুটিতে মামা বাড়ি বেড়াতে যায়। মিতুলের শখ বাগান করা। কিন্তু মামাবাড়ি যাওয়ার আনন্দে সে তার বাগানের যত্ন নেয়ার দায়িত্ব কাটিকে দেয়ার কথা ভুলে যায়। একমাস পর ফিরে এসে দেখে তার বাগানের গাছগুলো পানির অভাবে শুকিয়ে গেছে। এতে মিতুলের মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়।

ক. বাগান করার শখ ছিল কার?

খ. তুলসী গাছটি অকত মেহে বিরাজ করত থাকে কেন?— ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের সূচক ‘একটি তুলসী গাছের কাহিনী’ গল্পের সাদৃশ্য নিরূপণ কর।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ‘একটি তুলসী গাছের কাহিনী’ গল্পে সমকালীন সমাজব্যবস্থার যে চিত্র ফুটে উঠেছে তার পরিচয় দাও।

## ৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) বাগান করার শখ ছিল মতিনের।

খ) তুলসী গাছটি প্রথমে মোদাক্ষরের নজরে পড়লে সে গাছটি উপড়ে ফেলার জন্য ছফার দিয়ে ওঠে। কিন্তু হিন্দু রীতিনীতি সকলের ভাগ্যে অন্য না থাকার কেউ স্পষ্টভাবে মৌদাক্ষরের কথায় সূত্র দেয় না। তবে প্রতি দিনেই হিন্দু বাড়িতে তুলসী

গাছের তলার সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালিয়ে, গলার আলো দিয়ে প্রাচীরের যে রীতি রয়েছে এ বিষয়ে তারা কিছুটা হলোও অবগত রয়েছে। তারা ভাবে ঘরে দুর্ভিক্ষের কড় এসেছে, হয়তো কারো জীবন প্রদীপ নিভেও গেছে, আবার সুখের সময় হাসি-আনন্দের ফোয়ারাও ছুটেছে, কিন্তু এ প্রদীপ সোয়া অনুষ্ঠান একদিনের জন্যও বন্ধ থাকেনি। মোশাকের ছাড়া সবলেই গাছটির প্রতি মমতা অনুভব করে। অন্যদিকে সর্দি লেগে থাকে ইউনুসও গাছটির উপকারের কথা বলে। সকলেরই যেন এমনই মত। অন্যায়ের মৌলিক ধরনের মানুষ সে পর্যন্ত চূর্ণ করে থাকে। গৃহকর্তার সজল চোখের দৃশ্যটি তার মনেও হয়তো জাগে। ফলে গাছটিতে কেউ হাত দেয়নি। অন্যদের এ মনোজ্ঞব দেখে মোশাকেরও শেষ পর্যন্ত তার অবস্থান থেকে পিছিয়ে আসে। এ কারণেই গাছটি যেখানে ছিল, সেখানেই অক্ষতদেহে অবস্থান করতে থাকে।

গ) হিন্দুদের পরিত্যক্ত এক বাড়িতে বসবাস করার সময় উদ্ধাত্তদের মধ্যে মোশাকের মিত্রা সেখানে পায় তুলসী গাছটি। পরিচর্যার অভাবে গাছটি কেমন ছেন তাকিয়ে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। কেন্দ্রা, দেশবিভাগের ফলে এ তুলসী গাছের পরিচর্যাকারিণী দেশ ত্যাগ করে চলে গেছে। তাই এ গাছটির পরিচর্যা করার মতো কোনো লোক ছিল না। ফলে পানির অভাবে গাছটির পাতা খয়েরি বর্ণ ধারণ করেছিল এবং গাছটির তলার ঘাস গজিয়ে উঠেছিল। কিছু মতিনদের আগমনে হঠাৎ যেন শূন্যসেহে প্রাণের লগ্নার হলো। কেন্দ্রা, উদ্ধাত্তদের মধ্যে কে ফেল গোপনে গাছটির গোড়ায় পানি দিতো। এতে গাছটি সজীব হয়ে উঠেছিল। উদ্ধাত্তদের জন্মো হঠাৎ আবার বিপর্যয় নেমে আসে। সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে পুলিশ তাদের চলে যেতে বলে। এর ফলে কেউ আর তুলসী গাছটির যত্ন নেয়নি। তাই পরিচর্যার অভাবে গাছটি আবার তাকিয়ে যায় এবং এর পাতা খয়েরি রং ধারণ করে। উদ্দীপকে মিতুল যখন মামাবাড়িতে বেড়াতে যায় তখন মামাবাড়িতে তখন তার বাগানের গাছগুলোর কেউ যত্ন নেয় না। ফলে গাছগুলো পানির অভাবে তাকিয়ে যায়। তাই একমাস পর ফিরে এসে গাছগুলোর করুণ অবস্থা দেখে সে খুব কষ্ট পায়। এখানে মিতুলের বাগানের গাছগুলোর সাথে একটি ‘তুলসী গাছের কাহিনী’ গল্পের তুলসী গাছটির মধ্যেই সামুখ্য লক্ষ্য করা যায়।

ঘ) ১৯৪৭ সালে দেশ-বিভাগের পর মানুষের মধ্যে কর্মহীন ও বাসস্থান পরিবর্তনের এক ধরনের হুজু শুরু হয়। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে অনেক মানুষ ভারতে আর ভারত থেকে অনেক মানুষ পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসে। এতে ব্যাপক উদ্বাস্তু সংকট তৈরি হয়। এই সংকটের শিকার হয়ে হাজার হাজার মানুষ কোলকাতা ছেড়ে ঢাকায় চলে আসে। এখানে এসে উদ্বাস্তু তারা হনো হয়ে আশ্রয় খুঁজতে থাকে। এরপর কেউ কেউ আশ্রয় পেলেও অনেকে তা পায় না। ফলে এটি একটি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা হিসেবে বীর্ঘমোয়ানি প্রভাব ফেলে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর ‘একটি তুলসী গাছের কাহিনী’ গল্পে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এই সমস্যাগুলি সমাজব্যবস্থাকে তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে তিনি একটি পরিত্যক্ত হিন্দু বাড়িকে আশ্রয় করে মতিন, ইউনুস, মকসুদ ও মোশাকের মতো বেশ কিছু উদ্বাস্তু মানুষের দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন। আর সব কিছুর কেন্দ্রে সামগ্রিকতার প্রতীক হিসেবে তিনি প্রতিস্থাপন করেছেন একটি তুলসী গাছ। তুলসী গাছটির বাঁচ-মরার ভেতর দিয়ে তিনি তার সমকালীন সমাজব্যবস্থাকে অত্যন্ত তির্যকভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। উদ্দীপকে মিতুলের গাছগুলো যখন পানির অভাবে শুকিয়ে যায়, তখন তার মধ্যে যে কটবোধ কাজ করে, তুলসী গাছটির জন্মোও নিশ্চয় কারও মধ্যে সেই একই কটবোধ কাজ করে। অথচ এই গাছগুলোর মতোই যে মানুষগুলো তার রাষ্ট্রপরিচালনাকারীর মতো মালিনের পরিচর্যার অভাবে এমন বিপর্যস্ত অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে তারা এটার জন্য কোনো ধরনের কটবোধ করেন কিনা সেটাই প্রশ্ন। তাই লেখক তাদের উদ্দেশে অত্যন্ত উদ্ভিদপূর্ণ ভাষায় এ প্রশ্নটিই ছুঁতে দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, তুলসী গাছের এ বাঁচ-মরার পেছনে কিছু মানুষের অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্তই দাঁড়ি। তাই এর কারণ তুলসী গাছ নয়, বরং রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত নোয়ার ক্ষমতাসাম্পন্ন লোকের অবিবেচক মানুষদেরই জানার কথা।

### ১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

দেশবিভাগের সময় পশ্চিমবঙ্গের কলগাছিয়া থেকে শাহেদার বাংলাদেশের রাজশাহীতে এসে বসবাস শুরু করে। নিজের দেশ, ভিটেবাড়ি, জমিজমা সব ছেড়ে এখানে এক নতুন পরিবেশে এসে নিদারুণ কষ্টে তাদের দিন কাটিতে থাকে। সে দেশে তার বাবার কাপড়ের ব্যবসা ছিল। এখানে আসার পর কীভাবে সংসার চালাবেন তার কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না তার বাবা। শাহেদা নবম শ্রেণিতে পড়ত, এখন তার লেখাপড়াটিও বন্ধ। দেশবিভাগ শাহেদার গোটা জীবনটাকেই যেন পাশে দিয়েছে।

ক. ইউনুস কোথায় থাকত?

খ. 'তখন গভীর ছায়া নেমে আসে সর্বত্র। কোথায় যাবে তারা?'-বাখা করা।

গ. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে শাহেদার জীবনচিত্র কীভাবে প্রতিকল্পিত হয়েছে?— বাখা করা।

ঘ. 'দেশবিভাগ শাহেদার গোটা জীবনটাকেই যেন পাণ্টে দিয়েছে।'— 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা।

### ৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) ইউনুস থাকত ম্যাকলিওড স্ট্রিটে।

খ) ১৯৪৭ এর দেশ বিভাগের ভাষাভেদে কিছু উদ্ভাবিত উদ্ভাবিত মাথা পৌঁজার ঠাই হিসেবে একটি পরিত্যক্ত পুরাতন হিন্দু বাড়িতে আশ্রয় নেয়ার পর পুলিশ বাড়ি ছাড়ার তাগিদ দেয়। এরপরই তাদের মনের উপর হতাশা ভা করে এবং গেয়ে যারানোর ভা তান্ত্রা করে, তাতে এতোবড় একটি বাড়িতে বেরানো পর্যন্ত আলো-বাতাসের খোঁজা ছিল তা কিনা ছেড়ে চলে যেতে হবে। দুঃখের একটি শীতল ছায়া তাদের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে গ্রাস করে। তারা ভাবে আবার কোথায় যাবে, কোথায় ঠাই পাবে।

গ) ১৯৪৭ সালে বিভাগিত তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভঙ্গের হুজুগে এপার বাংলায় আসা উদ্ভাবিত মানুষের জীবন-যাত্রাকে উপজীব্য করে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ একটি তুলসী গাছের কাহিনী শীর্ষক গল্পটি রচনা করেছেন। এ গল্পের কল্পিত গৃহকর্তী আর উদ্ভাবিত মানুষের জীবনচলো উদ্ভাবিত শাহেদার মতোই উৎসাহ, উৎকর্ষতা আর অনিশ্চয়তার ভরা।

দেশবিভাগের ফলে অসংখ্য মানুষের জীবন হয় বিপর্যস্ত। হুজুগে পড়ে উদ্ভাবিত শাহেদার মতো অসংখ্য মানুষ ওপার থেকে এপারে এসে উদ্ভাবিত জীবন পতিত হয়েছে। শাহেদার রাজশাহীতে বসবাস শুরু করে। নিজের দেশ, ভিটেমাটি, জমি-জমা সব ছেড়ে রাজশাহীতে এসে জুজুখোর যেমন নিদারুণ কটে দিন কাটাচ্ছে, তেমনি নিদারুণ কটে পড়েছে কলকাতা থেকে আসা ঢাকার রাজপথে ঘোরা উদ্ভাবিত মতিন-মোলাকেররা। তাই অবহাদের দিক থেকে শাহেদারের সঙ্গে গল্পের বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। মতিন মোলাকেররা একটা পরিত্যক্ত হিন্দুবাড়িতে আশ্রয় নেয়। সাময়িক নিরাপত্তা জুটলেও পুলিশের নোটিশে আবার তারা আশ্রয়হীন হয়। এদিক থেকে উদ্ভাবিত শাহেদারের সঙ্গে গল্পের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। তবে শাহেদারের সমস্যা আরও প্রকট, তার বাবা নতুন জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারছেন না। ফলে শাহেদার পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। এ কারণে দেশবিভাগ যেন শাহেদার জীবনটাই পাণ্টে দিয়েছে। আবার শাহেদারের মতো গল্পের মতিনের কল্পিত গৃহকর্তীও হয়তো ওপার বাংলার কোনো এক বড়ি কিংবা আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। শাহেদারের সঙ্গে গল্পের এই গৃহকর্তী কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে। কিছু কিছু বিষয়ে 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের সঙ্গে উদ্ভাবিত শাহেদারের অবস্থার সাদৃশ্য থাকলেও চেতনাপাশ দিক থেকে কিছুটা বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

ঘ) ১৯৪৭ সালে সাম্প্রদায়িক বিভাগিত তত্ত্বের ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলমানের পৃথক পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারত বিভক্ত হয়। ভারত প্রত্যাপ্ত এমনই একদল মুসলমানের জীবনচিত্রের কাহিনী মূর্ত হয়ে উঠেছে সমাজসচেতন কথাসিঙ্গী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে। উদ্ভাবিত শাহেদারের বাংলাদেশে আসার কারণও এই দেশবিভাগ।

দেশবিভাগের কারণে শাহেদারের পরিবার ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মালদহ থেকে বাংলাদেশে চলে আসে। পশ্চিমবঙ্গে নিজস্ব বাড়ি-ঘরে তারা নিরাপদেই ছিল। তার বাবার ব্যবসা ছিল। স্বাভাবিক নিরাপদ জীবনযাপন ফলে রাজশাহীতে এসে তাদের নিদারুণ কটে দিন কাটতে হচ্ছে। জুজুখোর বাবার কোনো জীবিকা নেই, আবার তার পড়ালেখাও বন্ধ হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ পাণ্টে গেছে জুজুখোরের জীবন।

উদ্ভাবিত শাহেদারের মতো তখন অসংখ্য মানুষ উৎকর্ষিতচিত্তে মাতৃভূমি ত্যাগ করে। বাংলাদেশ থেকে দলে দলে হিন্দুরা, ঘর-বাড়ি, সহায়-সম্পত্তি রেখে আশ্রয়ের সন্ধানে চলে যায় ভারতে। আবার ভারত থেকেও মুসলমানরা সর্বত্র ফেলে প্রত্যাবর্তন করে বাংলাদেশ। এমনই একটি ভারত প্রত্যাপ্ত দলে ছিল মতিন, ইউনুস, এনায়েত, কাদের আমজাদ, মোলাকের মতো নাম না জ্ঞান অনেক উদ্ভাবিত। তারা পূর্ববাংলায় একটি পরিত্যক্ত হিন্দুবাড়ি তারা দখল করে সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। কলকাতার যে তারা সবাই খুব আরাম-আয়েশে ছিল ব্যাপারটা তা নয়। সাময়িকভাবে নিরাপদ আশ্রয় পেলেও পুলিশের নোটিশে তারা সে বাড়ি ছেড়ে

সে। আবার ফিরে যায় অনিশ্চিত উদ্ভাসে। এভাবে বিছড়িত ভক্তের ভিত্তিতে দেশবিশ্রম্প অসাংখ্য মানুষের শান্ত-সাহিত্য, সামাজিক ও নিরাপত্তা জীবন তছনছ করে দেয়। পাণ্ডে দেয় তাদের গোটা জীবন ব্যবস্থা। অসাংখ্য মানুষের দীর্ঘদিনের সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতিময় সুন্দর জীবনাদেশ বিপন্ন করে দেয় এই দেশবিশ্রম্প। উদ্ভীপকের শাহেদার জীবন আর 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের গৃহকর্তা বা ভারত প্রত্যাগত মতিন-মোদাকেরদের অনিশ্চিত জীবনে পদার্পণ তারই পরিচয় বহন করে।

৮. নিচের উদ্ভীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

পাঁচ বছরের শাস্ত্র সমবয়সী অর্ঘ্য। পাশাপাশি বাড়ি এসে। সবেই শান্ত অর্ঘ্যদের বাড়ি থেকে একটি তুলসী গাছের চারা এনে তাদের গাঁদা ফুলের টবে লাগায়। শাস্ত্র সেবায়েত্রে পাছটা দ্রুত বাড়তে থাকে। একদিন শাস্ত্র মা তাঁর ছোট বাচ্চা সর্পি-করের কারণে তুলসী পাতা আনার জন্য শাস্ত্রকে অর্ঘ্যদের বাড়ি পাঠান। কিন্তু অর্ঘ্যের মা গাছ ছেঁচি বলে পাতা দেলনি। একই সময় শাস্ত্র মনে পড়ে টবে লাগানো তুলসী গাছটির কথা। সে ঐ গাছ থেকে কয়েকটি পাতা ছিঁড়ে মায়ের কাছে নিয়ে যায়। মা পাতা দেখে খুশি হন। পরে যখন শাস্ত্র টকের পাছটা দেখায় মা তখন বলেন, 'তুলসীমালনের বাড়িতে তুলসী গাছ থাকতে নেই। পাছটি তুলে ফেলাতে হবে।' শাস্ত্র দৃঢ়কণ্ঠে বলে, 'আমি পাছটি উপড়ে ফেলাতে দেব না।'

ক. তুলসী গাছটি প্রথমে কার চোখে পড়েছিলো?

খ. মোদাকের তুলসী গাছটি উপড়ে ফেলাতে চেয়েছিল কেন?

গ. 'আমি পাছটি উপড়ে ফেলাতে দেব না'-উক্তিটি 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্ভীপকের আলোকে 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধের পরিচয় দাও।

### ৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) তুলসী গাছটি প্রথমে মোদাকেরের চোখে পড়েছিলো।

খ) ১৯৪৭ সালে বিভাজিতভারতের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ফলে বাঙালি হিন্দুরা তাদের সবকিছু ছেড়ে ভারতে যেতে বাধ্য হয়। আর মুসলমানরা পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসে। কলকাতা থেকে আগত মুসলমান মুকদ্দেস করেকজন ঢাকার একটি পরিভ্রাজ হিন্দু বাড়িতে আশ্রয় নেয়। তাদের মধ্যে রক্ষণশীল মোদাকের একদিন সকালে ঐ বাড়িতে একটি তুলসী গাছ দেখে হেঁচকি খেতে দেয়। পাছটি হিন্দুদের পূজনীয় বলে সে তা উপড়ে ফেলাতে চায়।

গ) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে একটি তুলসী গাছকে কেন্দ্র করে আবর্তিত বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশ লক্ষ করা যায়। গল্পের আলোকে উপস্থাপিত উক্ত উদ্ভীপকেও তুলসী গাছ কেন্দ্রিক ঘটনার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

উদ্ভীপকের শান্ত্র অসেক যত্ন করে তাদের গাঁদা ফুলের টবে একটি তুলসী গাছ লাগায়। কিন্তু মুসলমানদের বাড়িতে তুলসী গাছ থাকতে নেই বলে শাস্ত্র মা যখন তুলসী গাছটি তুলে ফেলাতে বলেন তখন সে দৃঢ়কণ্ঠে এর প্রতিবাদ করে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে এমনই একটি ঘটনার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। মোদাকের তাদের দখলকৃত বাড়িটিতে একটি তুলসী গাছ আবিষ্কার করে এক হিন্দুয়ানির চিহ্ন বলে সেটাকে উপড়ে ফেলাতে চায়। কিন্তু কারও হাতই গাছটিকে উপড়ে ফেলার জন্যে এগিয়ে আসে না। ইউনুস তার সর্পি-করের অভ্যুত্থান দেখিয়ে পাছটিকে রেখে দেয়ার পরামর্শ দেয়। শুধু তাই নয়, গোপনে কেউ পাছটার যত্নও নেয়। লক্ষণীয় যে, উদ্ভীপকের শাস্ত্রর সঙ্গে আলোচ্য গল্পের ইউনুস ও অন্যান্য চরিত্রের মিল রয়েছে। মোদাকেরের কথামতো তারা যেমন পাছটি তুলে ফেলেনি তেমনি উদ্ভীপকের শাস্ত্রও তার মায়ের কথা মেনে নিয়ে পাছটি উপড়ে ফেলেনি।

ঘ) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে সাম্প্রদায়িকতার পাশাপাশি অসাম্প্রদায়িক চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। উদ্ভীপকের শাস্ত্রর মধ্যেও আমরা অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিষয়টি লক্ষ করি।

‘একটি তুলসী গাছের কাহিনী’ গল্পের কাহিনী দেশবিভাগ ও সাম্প্রদায়িক চেতনাকে কেন্দ্র করে নির্মিত হলেও তাতে অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পের মোশাকের যে দৃষ্টিকোণ থেকে তুলসী গাছটি উপড়ে ফেলাতে চেয়েছে তাতে তার সাম্প্রদায়িক জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে শেষ পর্যন্ত সে নিজেকে গাছটি উপড়ে ফেলাতে পারেনি। যখন সে তুলসী গাছটি তুলে ফেলাতে বলে, ‘তবন কারও হাত এগিয়ে আসেনি। গাছটির জন্যে হয়তো তার অবচেতন মনেও করুণার সৃষ্টি হয়েছিলো।

উর্দূপকের শাস্ত্রের মধ্যেও আমরা অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধের পরিচয় পাই। মুসলমানদের ব্যক্তিতে তুলসী গাছ থাকতে নেই বলে মা যখন তার লাগানো যন্ত্রের তুলসী গাছটি তুলে ফেলাতে বলেন, ‘তবন সে দূরবর্তে প্রতিবাদ করে বলে, ‘অমি গাছটি উপড়ে ফেলাতে নেব না।’ শাস্ত্রের শিওরমানে নিজের অগোচরেই হয়তো অন্য নিয়মে অসাম্প্রদায়িক চেতনা- যার পূর্ণ প্রতিফলন লক্ষ করা যায় ‘একটি তুলসী গাছের কাহিনী’ গল্পে। ইউনুস তার সর্পি-জ্বরের অস্থূহাতে দেখিয়ে গাছটি রেখে দেয়ার পরামর্শ দেয়। এমনকী পরবর্তীকালে গোপনে তাদের মধ্যে কেউ গাছটির বন্ধুও সের। অথচ তা বুঝতে পেরেও মোশাকের কাউকে কিছু বলেনি। অসাম্প্রদায়িক চেতনা মানুষের মনকে বিস্মৃত করে এবং জীবন ও অর্থ নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে শেখায়। তাই সবার ভেতরই অসাম্প্রদায়িক চেতনা জন্ম হওয়া উচিত।

### ● বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ কত সালে জন্ম গ্রহণ করেন?

- কি ১৯২০ সালে                      গ ১৯২২ সালে  
খি ১৯২৫ সালে                      ঘি ১৯২৯ সালে

২. ‘একটি তুলসী গাছের কাহিনী’ গল্পে বর্ণিত কোন চরিত্রের বাগানের শব ছিল?

- কি মতিন                                      গি আমজান  
খি বদরুদ্দিন                              ঘি কাদের

৩. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত ‘লালা সাহু’ উপন্যাস কবে প্রকাশিত হয়?

- কি ১৯৫০                                      গি ১৯৪০  
খি ১৯৪৮                                      ঘি ১৯৫৬

৪. ‘কান্দো নবী কান্দো’ কোন জাতীয় গ্রন্থ?

- কি প্রবন্ধ                                      গি কাব্যগ্রন্থ  
খি উপন্যাস                                      ঘি ছোট গল্প

৫. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ চাকরিবৃত্তে কোন কোন বেতার কেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করেন?

- কি ঢাকা, করাচি                              গি ঢাকা, ভারত  
খি ভারত, করাচি                              ঘি ঢাকা, মাদ্রাগেশিয়া

৬. নিচের কোন গ্রন্থটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত গল্পগ্রন্থ?

- কি চাঁদেনে অমানব্যা                      গি নগনচারা  
খি বহিপীর                                      ঘি চাঁদেন অমানব্যা

৭. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত ‘অরবত্ত’ কোন জাতীয় গ্রন্থ?

- কি নাটক                                      গি উপন্যাস  
খি গল্প গ্রন্থ                                      ঘি প্রবন্ধ

৮. কে রোগপ্রায়েতে কাজ করত?

- কি কাদের                                      গি ইউনুস  
খি মকসুন                                      ঘি মতিন

৯. ‘একটি তুলসী গাছের কাহিনী’ গল্পের কাদের চরিত্রের কী বৈশিষ্ট্য ছিল?

- কি ছকার অভ্যাগ ছিল                      গি ছদ্মবেশে মানুষ ছিল  
খি বাগান করার শব ছিল                      ঘি গল্প-প্রেমিক ছিল

১০. এনায়েত কোন ধরনের মানুষ ছিল?

- কি গল্প প্রেমিক                                      গি রোগা পটকা  
খি মৌলভী ধরনের                                      ঘি ছদ্মবেশে ধরনের

১১. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত কোন গ্রন্থটি ফরাগি ও ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়?

- কি তরবত্ত                                      গি সুরণ  
খি লাল সাহু                                      ঘি চাঁদেন অমানব্যা

১২. ইউনুস কোলকাতার কোথায় বাস করতো?

- কি স্টেশন রোডে                                      গি কলেজ স্ট্রিটে  
খি ম্যাকলিনগড স্ট্রিটে                                      ঘি ব্যাবিকিন স্ট্রিটে

১৩. তুলসী গাছটি প্রথম কাল নজরে আসে?

- কি মকসুন                                      গি এনায়েত  
খি ইউনুস                                      ঘি মোশাকের

১৪. মোশাকের কবে তুলসী গাছটি আবিষ্কার করে?

- কি রোববার                                      গি সোমবার

## একটি তুলসী গাছের কাহিনী

১৫. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কোন পেশার মধ্যস্থির কর্মজীবন শুরু করেন?
- ক) কথাসাহিত্যিক      খ) সাংবাদিক  
গ) শিক্ষকতা      ঘ) ব্যবসায়ী
১৬. নিচের কোন রচনার মধ্য দিয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আত্মজীবনিক খ্যাতি অর্জন করেন?
- ক) লাশ সাহু      খ) সুতঙ্গ  
গ) বহির্পীর      ঘ) নয়নচারা
১৭. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কয়টি উপন্যাস রচনা করেন?
- ক) ৫টি      খ) ৬টি  
গ) ৪টি      ঘ) ২টি
১৮. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পটি কোন গল্পগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে?
- ক) কাদো নদী কাদো      খ) সুতঙ্গ  
গ) দুই তীর ও অন্যান্য গল্প      ঘ) নয়নচারা
১৯. 'চতুর্ভুজ' শব্দের অর্থ কী?
- ক) ফরাশ      খ) সুতঙ্গ  
গ) মেঘের তাক      ঘ) মতলব
২০. 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থটি কত খন্ডে প্রকাশিত হয়?
- ক) ১৯৬০ খ্রি:      খ) ১৯৬৮ খ্রি:  
গ) ১৯৬৯ খ্রি:      ঘ) ১৯৭০ খ্রি:
২১. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর অন্য কোন জেলায়?
- ক) টাঙ্গাইল      খ) রাজশাহীতে  
গ) নওগাঁয়      ঘ) চট্টগ্রামে
২২. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
- ক) ঢাকায়      খ) চট্টগ্রামে  
গ) রাজশাহীতে      ঘ) খুলনায়
২৩. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ কবে জন্মগ্রহণ করেন?
- ক) ১৯২২ সালের ১ আদস্ট      খ) ১৯২০ সালের ১৫ আদস্ট  
গ) ১৯২২ সালের ১৫ আদস্ট      ঘ) ১৯২৩ সালের ২০ আদস্ট
২৪. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ কবে মৃত্যুবরণ করেন?
- ক) ১৯৭১ সালের ১০ আদস্ট      খ) ১৯৭১ সালের ১০ অক্টোবর  
গ) ১৯৭২ সালের ১০ অক্টোবর      ঘ) ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর
২৫. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
- ক) ঢাকায়      খ) লাজনে

২৬. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে এ্যাকটিউন অফিসে কার কনতো কে?
- ক) বনজমিন      খ) মতিন  
গ) মোদাকের      ঘ) মকসুদ
২৭. মোদাকের হাতে কী ছিল?
- ক) বেত      খ) কঞ্চি  
গ) মোটা লাঠি      ঘ) ত্রাশ
২৮. ইউনুস কাদের সাথে বসবাস করত?
- ক) চামড়া ব্যবসায়ীর সঙ্গে      খ) কুনেরদার সঙ্গে  
গ) কাপড় ব্যবসায়ীর সঙ্গে      ঘ) পাশের সঙ্গে
২৯. কে একটি বেলুরে হারমেনিয়াম দিয়ে এসে গান করে?
- ক) বনজমিন      খ) মতিন  
গ) হাবিবুল্লাহ      ঘ) এনায়েত
৩০. বাড়ির পেছনের উঠানে কী কী গাছ ছিল?
- ক) আম-জাম-নারকেল গাছ      খ) আম-কাঁঠাল-কেল গাছ  
গ) আম-জাম-লিচু গাছ      ঘ) আম-জাম-কাঁঠাল গাছ
৩১. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' কার লেখা?
- ক) সৈয়দ শামসুল হক      খ) রোকেয়া সাখাওয়া হোসেন  
গ) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ      ঘ) আবু জাফর শামসুদ্দীন
৩২. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' কোন গ্রন্থের অন্তর্গত?
- ক) দুই তীর ও অন্যান্য গল্প      খ) নয়ন চারা  
গ) বহির্পীর      ঘ) সুতঙ্গ
৩৩. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' কত সালে প্রকাশিত হয়?
- ক) ১৯৪১ সালে      খ) ১৯৫২ সালে  
গ) ১৯৬৫ সালে      ঘ) ১৯৭১ সালে
৩৪. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে কে বামপন্থী ছিল?
- ক) মোদাকের      খ) মতিন  
গ) কাদের      ঘ) মকসুদ
৩৫. মতিনের শখ কী?
- ক) বাধান ক্যা      খ) বেড়াচেনা  
গ) গল্প করা      ঘ) ছবি আঁকা
৩৬. হকার অভিমান কার?



## একটি তুলসী গাছের কাহিনী

৩৭. বোআইনি বাড়ি দখলের ব্যাপারটা তদারক করার জন্য কে আসে?
৩৮. গল্পের মৌলিক কথ?
৩৯. অশ্রিত রোগা পটিকা লোকটির নাম কী?
৪০. "তুলসী গাছটি প্রথম কে দেখতে পায়?"
৪১. কোনদিন, কখন তুলসী গাছটি দেখা যায়?
৪২. পরিত্যক্ত বাড়িটি কয় তলাবিশিষ্ট?
৪৩. পুলাটির আকৃতি কেমন?
৪৪. পরিত্যক্ত বাড়িটির মালিক কোথায়?
৪৫. মজিনের কল্পনায় গৃহকর্মীর শাড়ির রঙ কী ছিল?
৪৬. মোদাকের কী উপড়ে ফেলতে বলে?
৪৭. কে একছোড়া কনুতর দেখতে পায়?

৪৮. উল্লম্বদোষে পরিত্যক্ত বাড়িটি দখলের খবর পুলিশকে কে দেয়?
৪৯. পরিত্যক্ত বাড়িটির আলাপালা কেমন?
৫০. পুলিশ কেন বাড়িটা ছাড়তে বলে?
৫১. মোদাকের কী দিয়ে মেছোয়াক করছিল?
৫২. মজিন কোথায় কাজ করতো?
৫৩. কে দিরমিত কোরআন তেলাওয়াত করে?
৫৪. তুলসী গাছটির পাতাগুলো কোন রঙের ছিল?
৫৫. মোদাকের কী দিয়ে নী করে কচুকাটার কাঠদার তুলসী গাছটির উপর চালিয়ে দেয়?
৫৬. পরিত্যক্ত বাড়ির ছোট ঘরটিতে উষাঝুদের কয়টি বিছানা পাতা হয়?

৫৮. "ম্যাকলিওড স্ট্রিটে" কে থাকতো?  
 ক) বন্দরদিন  
 খ) ইউনুস  
 গ) মতিন  
 ঘ) এনায়েত  
 ঙ) মকসুম  
 চ) ইউনুস
৫৯. "আমরা কি গভর্নমেন্টের লোক নই?" - উক্তিটি কার?  
 ক) মকসুদের  
 খ) ইউনুসের  
 গ) মতিনের  
 ঘ) মোলাকের  
 ঙ) পুর্লিশ নির্দেশ প্রাপ্তির ক্ষততম দিনে তারা বাড়িটি ত্যাগ করে চলে যায়  
 চ) ৭ম দিনে  
 ছ) অষ্টম দিনে  
 জ) নবম দিনে  
 ঝ) দশম দিনে
৬০. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ কোন ধরনের লেখক ছিলেন?  
 ক) রোমান্টিক আন্দোলনের  
 খ) জীবন সঙ্গী ও সমাজ সচেতন  
 গ) ইতিহাস আশ্রিত  
 ঘ) ধর্মীয় মনোভাব
৬১. "পৃষ্ঠ প্রদর্শন" বলতে কী বোঝায়?  
 ক) পিঠ দেখানো  
 খ) পাণিয়ে যাওয়া  
 গ) দাঁড়িয়ে থাকা  
 ঘ) অসহ্য পরিস্থিতি  
 ঙ) অরাজক পরিস্থিতি
৬২. "একটি তুলনী পাছের কাহিনী" গল্পে হিন্দু বিয়েদ্বী বলা যায় কারকে?  
 ক) কাসেরকে  
 খ) মকসুদকে  
 গ) মোলাকেরকে  
 ঘ) এনায়েতকে
৬৩. তুলনী পাছটির বিবর্ত হয়ে পড়ায় কারণ কী?  
 ক) প্রচণ্ড গরম  
 খ) অতিক্রান্তি  
 গ) যত্নের অভাব  
 ঘ) অন্যবৃষ্টি
৬৪. "মদির" বলতে কী বুঝায়?  
 ক) মদম দেয়া  
 খ) মস্তজা অগায়ে এমন কিছু  
 গ) পাশ্চাত্যিক করা  
 ঘ) মতাবল করা
৬৫. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর আন্তর্জাতিক খ্যাতি পাছের কাল হলো-  
 ক) বিদেশি সাহিত্য চর্চা  
 খ) ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় লাল সাহু অনুবাদের জন্য  
 গ) জীবন সঙ্গী লেখার জন্য  
 ঘ) বিদেশে বসবাসের জন্য
৬৬. "তবে নালিশটাও যথার্থ নয়" - কারণ-  
 ক) প্রকৃত মালিক নালিশ করেন নি  
 খ) বাড়িপ্রাণা নালিশ করেছে  
 গ) পুর্লিশ নালিশ করেছে  
 ঘ) কেউ নালিশ করেনি

৬৮. আচমকা ধরা পড়ে গিয়ে তরুণায় মৃত প্রায় তুলনী পাছটি কী প্রকাশ করে?  
 ক) তুলনী পাছের অস্তিত্বের কথা  
 খ) দেশত্বের কথা  
 গ) রাজনৈতিক অস্থিরতার কথা  
 ঘ) সেই বাড়ির অস্তিত্বের কথা
৬৯. মকসুম কোন ধরনের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল?  
 ক) সরকারি দলের সঙ্গে  
 খ) বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে  
 গ) বৃটিশপন্থী রাজনীতির সঙ্গে  
 ঘ) মানবতাবাদী রাজনীতির সঙ্গে
৭০. "তাদের নীচতা ইনসত্য গোড়ামির জন্যই দেশটা ভাগ হল", মোলাকের কাদের কথা বলেছে?  
 ক) ইংরেজদের  
 খ) হিন্দুদের  
 গ) রাজনীতিবিদদের  
 ঘ) মুসলমানদের
৭১. "একটি তুলনী পাছের কাহিনী" গল্পের পটভূমি হলো-  
 ক) ১৯৪৭ সালের হিন্দু-মুসলিম বিভেদ  
 খ) ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ  
 গ) বৃটিশ শাসনকাল  
 ঘ) স্বদেশি আন্দোলন
৭২. "এবার হাসি জাণে না" কেন?  
 ক) দুঃখের কথা মনে পড়ে  
 খ) গভর্নমেন্ট বাড়িটা রিকুইজিশন করেছে বলে  
 গ) তুলনী পাছটি আদ্যক্ষর হওয়ায়  
 ঘ) বাড়ির মালিক দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে বলে
৭৩. তুলনী পাছটি কিসের পরিচয় বহন করে?  
 ক) বাগানের নৌদর্ঘ  
 খ) বাড়ির মালিকদার পরিচয়  
 গ) পরিত্যক্ত বাড়ির  
 ঘ) দেশ ভ্রমের
৭৪. "বামপন্থী" বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?  
 ক) সরকারি দলের লোকদের  
 খ) বিরোধী দলের নেতাদের  
 গ) সাম্যবাদী বিশ্বাসী রাজনীতিকদের  
 ঘ) ধর্মীয় ভাবাদর্শে বিশ্বাসীদের
৭৫. "কর্জকটের পুল" বলতে বোঝায়-  
 ক) বাগানের তৈরি সাঁকো  
 খ) কাঠের তৈরি সাঁকো  
 গ) চুন-বালি-সিমেন্ট ও চুনা  
 ঘ) লোহার তৈরি পুল
৭৬. "ফিকির" বলতে বোঝায়-  
 ক) বদল  
 খ) বদল  
 গ) সন্ধি  
 ঘ) ভিক্ষুক

৭৭. উদ্ভাস্ত্র ভুবন্য কীভাবে বাড়ি দখল করে?

- ক) দরজার তালা ভেঙ্গে রৈ রৈ আগ্রাস তুলে  
 খ) নিরবে-নিভুতে  
 গ) পুলিশের সহযোগিতায়  
 ঘ) চুক্তি অনুসারে

৭৮. 'মাথার ওপর একটা ছন্দ পাবার আশায় তারা মলে মলে অর্ধে'- এখানে 'ছন্দ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

- ক) আশ্রয়  
 খ) সানিয়ানা  
 গ) ছাতা  
 ঘ) রান্নাঘর

৭৯. 'ইয়ার্ড' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

- ক) আশ্রয়  
 খ) স্টেশন সংলগ্ন চত্বর  
 গ) বাসস্থান  
 ঘ) বাড়ির সামনের খোলা অংশ

৮০. 'বাড়িটারও একই অমি ছাড়ার ভ্রততার বাংলাই নেই'। এখানে 'ভ্রততার বাংলাই' কী অর্থ প্রকাশ করেছে?

- ক) সৌজন্যবোধের অভাব  
 খ) গায়ের জোর  
 গ) মুখতা  
 ঘ) ছদ্মবেশে পান।

৮১. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' কোন ধরনের রচনা?

- ক) গল্প  
 খ) ছোট গল্প  
 গ) নাটক  
 ঘ) কবিতা

৮২. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' কাহিনীর প্রেক্ষাপট কী?

- ক) ১৯৪৭ এর দেশবিভাগ  
 খ) ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন  
 গ) ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ  
 ঘ) গ্রাম বাংলার জীবন

৮৩. মোদাকের তরাসীর আত্মদান করে ওঠে কেন?

- ক) সাপ দেখে  
 খ) পড়ে গিয়ে  
 গ) তুলসী গাছ দেখে  
 ঘ) পুলিশ দেখে

৮৪. কে বাড়ির অন্ধরের কথা প্রকাশ করে?

- ক) মতিন  
 খ) পুলিশ  
 গ) ইউনুস  
 ঘ) তুলসী গাছটি

৮৫. মতিনরা কীভাবে এসে কীভাবে চলে যায়?

- ক) বীরের মতো এসে চোরের মতো চলে যায়  
 খ) স্বভাবের মতো এসে স্বভাবের মতো চলে যায়  
 গ) মাথিৎকার মতো এসে আসামীর মতো চলে যায়  
 ঘ) বীরের মতো এসে বীরের মতো চলে যায়

৮৬. তুলসী গাছটির পরিচিতি কী?

- ক) গাঢ় সবুজ শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয়ে শোভা দেয়  
 খ) উপত্যে ফেলা হয়  
 গ) গাঢ় সবুজ পাতা শুকিয়ে আবার খয়েরি রং ধরে  
 ঘ) গাছটি মরে যায়

৮৭. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে লেখক কুটিয়ে 'তুলেছেন'।

- ক) তুলসী গাছের কথা  
 খ) বাড়ি দখলের কথা  
 গ) ১৯৪৭ এর সাম্প্রদায়িকতার নির্মম চিত্র  
 ঘ) সাধারণ মানুষের জীবন চিত্র

৮৮. কোন উক্তিটির মধ্য দিয়ে উচ্চ সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে?

- ক) নিরীহ মানুষেরও সূটি পড়ে পণ্ড-পাকীর দিকে  
 খ) অন্যের অপমান দেখার দেশা বড় দেশা  
 গ) কোনো হিন্দুমানির চিহ্ন আর সহ্য করা হবে না  
 ঘ) মল ভগ্নের কথা মানা যায় কিন্তু সহ্য করা যায় না

৮৯. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে লেখক কিসের মাধ্যমে কাহিনীতে ছোট গল্পের আবহ সৃষ্টি করেছেন?

- ক) বিভিন্ন চরিত্র সংযোজন করে  
 খ) কাহিনীর পর কাহিনী সাজিয়ে  
 গ) কথোপকথন রীতি উপস্থাপন করে  
 ঘ) বাস্তব সত্য তুলে ধরে

৯০. ১৯৪৭ সালে কিসের উপর ভিত্তি করে ভারত বিভক্ত হয়েছিল?

- ক) জনসংখ্যার ভিত্তিতে  
 খ) ধর্মের ওপর  
 গ) ভৌগোলিক আয়তনের ভিত্তিতে  
 ঘ) বৃটিশ শাসনের কারণে

৯১. 'কিফির' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?

- ক) ফরাসি  
 খ) আরবি  
 গ) গুজরাটি  
 ঘ) উর্দু

৯২. নিচের কোনটি বসায়োপ গঠিত শব্দ?

- ক) গল্পপ্রেমিক  
 খ) উদ্ভাস্ত্র  
 গ) মনির  
 ঘ) ইয়ার্ড

৯৩. 'জোৎস্নারাত' শব্দটির ব্যানবাক্য কী?

- ক) জোৎস্না ও রাত  
 খ) জোৎস্নার রাত  
 গ) জোৎস্না শোভিত রাত  
 ঘ) জোৎস্নার জন্য রাত

৯৪. মতিনদের মাঝে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আলোচনার বদলে কোনটি প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে?

- (ক) শিক্ষা (খ) সংস্কৃতি  
(গ) সাম্প্রদায়িকতা (ঘ) জীভা

৯৫. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' তে পরিত্যক্ত বাড়িটির মালিক দেশত্যাগী হয়েছিল কেন?

- (ক) বাড়িটি বাগের অযোগ্য ছিল বলে  
(খ) দেশভ্রমের ভয়ে  
(গ) বৃটিশদের দৌরাত্ম্যে  
(ঘ) মাত্রাসনের ভয়ে

৯৬. 'জনমানব' কোন সমাসের উদাহরণ?

- (ক) কর্মধারায় (খ) অত্পুরুষ  
(গ) বহুব্রীহি (ঘ) মধ্য

৯৭. 'বেওয়ারিশ' শব্দটি কোন সমাসের উদাহরণ?

- (ক) বহুব্রীহি (খ) মঞ বহুব্রীহি  
(গ) অত্পুরুষ (ঘ) রূপক কর্মধারায়

৯৮. 'বেআহিন' শব্দের 'বে' উপসর্গটি কোন ভাষা থেকে আগত?

- (ক) আরবি (খ) বাংলা  
(গ) উর্দু (ঘ) ফরাসি

৯৯. 'প্রশান্ত' শব্দের 'প্র' উপসর্গটি কোন জাতীয়?

- (ক) ফরাসি (খ) ইংরেজি  
(গ) তৎসম (ঘ) উর্দু

১০০. 'দেশভ্রম' শব্দটি কোন জাতীয় সমাসের উদাহরণ?

- (ক) বহুব্রীহি (খ) রূপক কর্মধারায়  
(গ) দ্বিতীয়া অত্পুরুষ (ঘ) অব্যয়ীভাব

১০১. 'অকৃত' শব্দটির সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি?

- (ক) নয় কৃত যা (খ) নয় অকৃত  
(গ) কৃত হয়েছে এমন (ঘ) অধিক কৃত

১০২. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে ব্যবহৃত বাগধারা কোনটি?

- (ক) কল্ল দেখানো (খ) আকাশ কুসুম  
(গ) ডাকো বায়া (ঘ) সৈনের চাঁদ

১০৩. 'বাকবিতর্ক' শব্দের শুদ্ধ ব্যাসবাক্য কোনটি?

- (ক) বাকসহ বিতর্ক (খ) বাক ছাড়া বিতর্ক  
(গ) বাক ও বিতর্ক (ঘ) বাক দ্বারা বিতর্ক

১০৪. ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে করা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল?

- (ক) সুবঙ্গা (খ) হিন্দু নিম্নবিত্তরা  
(গ) মুসলিম উচ্চবিত্তরা (ঘ) সাধারণ মানুষ

১০৫. খন্ডের বা অনুরূপ ব্যক্তি বোঝাতে কোন শব্দটি যুক্তিসূচক?

- (ক) লাট বোশাট (খ) খান বাহাদুর  
(গ) সার বাহাদুর (ঘ) কমরেড

১০৬. 'আবির্ভাব' শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে গঠিত হয়েছে?

- (ক) সন্ধিযোগে (খ) প্রত্যয়যোগে  
(গ) উপসর্গযোগে (ঘ) সমাসযোগে

১০৭. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পটির প্রেক্ষাপট কী?

- (ক) ১৯৪৭ এর দেশ বিভাগ (খ) ভাষা আন্দোলন  
(গ) ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ (ঘ) অসহযোগ আন্দোলন

১০৮. বি-জাতি অস্ত্রের প্রসঙ্গ কবে?

- (ক) লর্ড কর্নওয়ালিস (খ) মহাত্মা গান্ধী  
(গ) জিন্মাহ (ঘ) ইয়াহিয়া খান

১০৯. গল্পের শেষে তুলসী গাছটির কল্প অবস্থার কথা দিয়ে লেখক কী তুলে ধরেছেন?

- (ক) গাছের জীবন চক্র (খ) অস্তিত্ব সংকেত  
(গ) বৃটিশদের জয় (ঘ) রোমান্টিকতা

১১০. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র কোনটি?

- (ক) তুলসী গাছ (খ) মতিন  
(গ) মোদাকের (ঘ) ইউনুস

১১১. হিন্দু বাড়িতে তুলসী গাছ লাগানো এবং সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালানো বিষয়ে নিচের কোন উক্তিটি করা যায়?

- (ক) এটি একটি ধর্মীয় কুসংস্কার  
(খ) এটি সামাজিক রীতি  
(গ) এটি একটি ধর্মীয় অনুশাসন  
(ঘ) এটি চিকিৎসা শাস্ত্রের রীতি

১১২. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে ফুটে ওঠা অস্তিত্ব সংকেত দ্বারা বোঝা যায় সোদাম গার্লস্‌উয়ান্ড একজন-

- (ক) মানব মনের অন্তর্নিহিত বিষয়ক লেখক  
(খ) ইসলামি আন্দোলনের লেখক  
(গ) রোমান্টিক ভাবাদর্শের লেখক  
(ঘ) নব্যজাগরণের লেখক

১১৩. 'হাতে বন্ধু থাকলে দিল্লীই মরুঘের দৃষ্টি পড়ে পতপাখির দিকে'-এখানে কী বুঝানো হয়েছে?

- (ক) পতপাখির অসহায়ত্ব (খ) মরুঘের আচরণবর্জিত  
(গ) শক্তির মদমত্ততা (ঘ) অস্ত্রের প্রতি দুর্য্যাত

১১৪. পরাহত বাড়ি সফলীদের কানে কোনটি বিধবৎ মনে হয়?

- ক) নতুন বাড়ির সন্ধান  
খ) হাত ছাড়া বাড়িটির সুযোগ সুবিধা  
গ) দখলদারদের আনন্দ উপভোগ  
ঘ) উদ্বাসনের পক্ষ থেকে দেয়া সাহুনা

১১৫. তুলসী গাছটির কথা কায়ও মনে পড়েনি কেন?

- ক) রাজনৈতিক ঘৃণাবর্জের কারণে  
খ) আনন্দের কারণে  
গ) ধর্মীয় অনুশাসনের কারণে  
ঘ) দেশ ত্যাগের কারণে

১১৬. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের চরিত্রগুলোর মাধ্যমে ফুটে উঠেছে-

- ক) উদ্বাস মানুষের সংকট  
খ) যুবকদের হতাশা  
গ) আহত মানুষের চিত্র  
ঘ) বন্যাপীড়িত মানুষের চিত্র

১১৭. সৈয়দ ওয়ালীউদ্দাহ রচিত উপন্যাসগুলো হলো -

- i. টানের অমাবস্যা, কাঁদো নদী কাঁদো, লাল সাহু  
ii. নয়াল চারা, বহিপীর, সুড়ঙ্গ  
iii. দুই তীর, তরঙ্গতল, লাল সাহু  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i. খ) ii গ) iii ঘ) i, iii

১১৮. নিচের কোনগুলো সমাসযুক্ত শব্দ?

- i. গল্পশ্রেণিক  
ii. অবিচার  
iii. দেশভক্ত  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i খ) ii গ) iii ঘ) i ও iii

১১৯. সৈয়দ ওয়ালীউদ্দাহ 'লাল সাহু' উপন্যাসটি অনুবৃত্ত হয়-

- i. ফরাশি ভাষায়  
ii. উর্দু ভাষায়  
iii. ইংরেজি ভাষায়  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i খ) ii গ) i ও iii ঘ) ii ও iii

১২০. সৈয়দ ওয়ালীউদ্দাহ কর্মসূত্রে যোগে দেশে পরিচিতি পালন করেন তা হচ্ছে -

- i. ভারত ও ইন্ডোনেশিয়া  
ii. চীন ও জাপান  
iii. ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i খ) ii গ) iii ঘ) ii ও iii

১২১. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে ব্যবহৃত বাগধারা হচ্ছে-

- i. অন্তরার বলাই  
ii. কড়িকঠা পেলো  
iii. পৃষ্ঠপ্রদর্শন  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i খ) ii গ) i, ii ও iii ঘ) ii ও iii

১২২. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে বর্ণিত চরিত্রসমূহ হচ্ছে -

- i. মতিন, ইউনুস, জগিল  
ii. মতিন, কাদের, আমজান  
iii. মকসুদ, হাবিবুল্লাহ, এনায়েত  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i খ) ii গ) i ও ii ঘ) ii ও iii

১২৩. সৈয়দ ওয়ালীউদ্দাহ রচিত নাটকসমূহ হচ্ছে -

- i. নয়ালচারা, সুড়ঙ্গ  
ii. বহিপীর, তরঙ্গতল  
iii. বহিপীর, লাল সাহু  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i খ) ii গ) i ও ii ঘ) i ও iii

১২৪. মতিবের চোখের সামনে বিভিন্ন রেলগেয়ে পড়ির ছবি ভেসে ওঠে। রেলগেয়ে পড়িগুলো হচ্ছে-

- i. কমলাপুর  
ii. বৈশ্যাবতি  
iii. আসানসোল  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i খ) ii ও iii গ) ii ঘ) iii

১২৫. সৈয়দ ওয়ালীউদ্দাহ রচনার উজ্জ্বলতম প্রতীকশীল হয়েছ-

- i. মাসব মনের আবলা  
ii. মূল্যবোধের অবক্ষয়  
iii. সামাজিক কুসংস্কার  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i খ) iii গ) i, ii ও iii ঘ) ii ও iii

১২৬. বামপন্থী কারা?

- i. যারা সাম্যবাদী চেতনায় বিশ্বাসী  
ii. যারা ধনাত্মক রাজনৈতিক চেতনায় বিশ্বাসী  
iii. যারা নিপুণী রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) ii খ) i ও iii গ) i ও iii ঘ) ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১২৭-১২৯ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জয়, শুভ, রানা ও উৎপল রাজনৈতিক দাঙ্গার শিকার হয়ে এলাকা ছেড়ে চাকর্য চলে আসে। এখানে তেমন কোনো আত্মীয় স্বজন না থাকায় তারা কেথায় থাকবে কী করবে- কিছুই ঠিক করতে পারছে না। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে নিজেদের আশ্রয় হারিয়ে আজ তারা উদ্বাস্ত। তাদের কাজ নেই, খাবার নেই, এমনকি থাকার আরাখাও নেই।

১২৭. উদ্দীপকটির প্রতিফলন লক্ষ করা যায়-

- ক) 'কলিমাদি মহাদার' গল্পে  
খ) 'লাল সাধু' উপন্যাসে  
গ) 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে  
ঘ) 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে

১২৮. উদ্দীপকের তরুণরা-

- i. রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার  
ii. অপরাধবীতির শিকার  
iii. সাম্প্রদায়িক রাজনীতির শিকার  
নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক) i খ) ii গ) i, ii ও iii ঘ) i ও iii

১২৯. উদ্দীপকের তরুণদের সঙ্গে তুলনা করা যায় -

- i. মতিদের  
ii. পুণিশের  
iii. মকসুদের  
নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক) i খ) ii গ) i, ii ও iii ঘ) i ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে নিচের ১৩০ ও ১৩১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:  
বিশ্ববিদ্যালয় মাঝে কয়েকজন বন্ধু তুখোড় আড্ডায় মগ্ন। রাজনীতি বিষয়ে তাদের ভিন্নমত। অমূল্য মনে করে, ধর্ম মানুষের অন্তর্গত বিশ্বাস। এজন্য কুখ্যতির বিজ্ঞান বা সংস্কৃতির বিচ্ছিন্নতা কাম্য নয়। কিন্তু আরিফের মতে ধর্মীয় মূল্যবোধ একটি জাতিদ্বন্দ্বের

একমাত্র হাতিয়ার। সাম্প্রদায়িকতার অর্ক নাকিস, রিয়াজসহ অন্যরা কিছুটা বিব্রতবোধ করে।

১৩০. 'অসাম্প্রদায়িক চেতনা' কোনগুলো?

- ক) ধর্ম, বর্ণ, জাতিভেদ করা  
খ) ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সম্প্রীতির বন্ধন  
গ) কু-খ্যতির ভিন্নতা ও মানবগোষ্ঠীকরণ  
ঘ) ধর্মীয়ভাবে মানুষে মানুষে প্রভেদ সৃষ্টি করা

১৩১. উদ্ধৃত অংশটি বাগ্মি জাতির কোন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে ইঙ্গিত করে-

- ক) ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ  
খ) ১৯৪৭ এর দেশবিভাগ  
গ) ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন  
ঘ) ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ

উদ্দীপকটি পড়ে নিচের ১৩২, ১৩৩ ও ১৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

খোলা-মেলা করবারে তকতকে এ বাড়ি তাদের মধ্যে  
একটা নতুন জীবন সজ্জার করেছে যেন। এদের  
অনেকেই কলকাতায় ব্লকম্যান গেল-এ খালি পড়িত,  
বৈঠকখানায় দফতরদের পাড়ায়, সৈয়ল সাপেই গেল-  
এ তামাক ব্যবসারীদের সঙ্গে বা কমর খানসামা গেল-  
এ অকথা দুর্গন্ধ নোংরার মধ্যে দিন কাটিয়েছেন।

১৩২. উদ্ধৃতাংশটি-

- ক) গল্পের অংশ খ) ছোট গল্পের অংশ  
গ) উপন্যাসের অংশ ঘ) প্রবন্ধের অংশ

১৩৩. বাগ্মিতে তারা আশ্রয় নিয়েছে-

- ক) রাজনৈতিক সংকটের কারণে  
খ) অবৈধ মূল্যবোধ হিসেবে  
গ) আত্মগোপন করার জন্য  
ঘ) আগের চেয়ে এ বাড়িটি বড় বলে

১৩৪. 'নতুন জীবন সজ্জার করেছে' - কথাটির তাৎপর্য কী?

- ক) বড় বাড়ি পেয়ে আশ-চোখাখার বৃদ্ধি  
খ) অনিশ্চিত, উদ্বাস্ত জীবনে সাময়িক স্থিতিশীলতা  
গ) বাড়ির খোলামেলা পরিবেশে সুস্থ হয়ে ওঠা  
ঘ) বাংলাদেশে থাকতে পারা